প্রসঙ্গ

# কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৮৫৭ - ২০০৭)

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

# প্রসঙ্গ: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
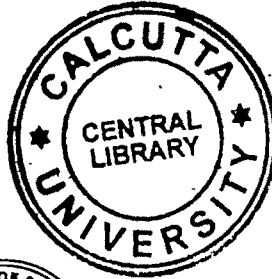
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
২০০৭

PRASANGA: KOLKATA BISWABIDYALAY *by Dr. Dinesh Chandra Sinha*
*A Collection of Essays on the University of Calcutta*

প্রথম প্রকাশ — জানুয়ারি ২০০৭



মূল্য — ২০০ টাকা (দুইশত টাকা মাত্র)
**Price : Rs. 200/- (Rupees two hundred only)**



রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, সুপারিনটেন্ডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত।

## ..... নিবেদন .....

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের মাঝে অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সঙ্ঘটিত বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী অবলম্বনে আমার রচিত প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন গ্রন্থরূপে প্রকাশের জন্য আমি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আশিসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আবেদন করেছিলাম।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে জানাতে চাই যে বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এসব তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আমার সে আবেদন অনুমোদন করেছেন। তারই ফলশ্রুতি "প্রসঙ্গঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"।

এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। বরং বলা যায় নথিপত্রের আড়ালে লুক্কায়িত শিক্ষা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আবরণ উন্মোচন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক কিছু তথ্য সমাবেশ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ। ফলে বইটি ইতিহাস না হলেও ইতিহাসের উপাদান সমৃদ্ধ।

প্রায় ৪০ বছর সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সেগুলি বর্তমান গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। তাই বানানে সর্বত্র সমতাবিধান সম্ভব হয়নি। শিক্ষাবিদদের কিছু কিছু ঐতিহাসিক উক্তি সমভাবাপন্ন একাধিক রচনায় একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে হয়তো পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে; কিন্তু তা এড়াবার পথ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র ছাড়াও যেসব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, অকপটে তাদের ঋণ স্বীকার করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত যেসব অনুজ সহকর্মী তথ্য সংগ্রহে, মুদ্রণে ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন, মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের অবদান খাটো করতে চাই না। এ গ্রন্থ যদি কোনও প্রশংসা ও সাধুবাদ লাভ করে, তবে আমার সঙ্গে তারাও হবেন তার সম-অংশীদার। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই গ্রন্থপ্রকাশ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সদৃশ। ফুল-বেলপাতা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। আমি পুরোহিতের মতো তার কিছু সংগ্রহ করে অঞ্জলি ভরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদমূলেই অঞ্জলি প্রদান করলাম। মন্ত্রেতন্ত্রে ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকলে পুরোহিতই পুরোপুরি দায়ী।

জয়তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।।

সার্ধশতবর্ষ পূর্তি দিবস
২৪শে জানুয়ারি, ২০০৭

শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ

# সূচিপত্র

# কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনগুলি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনগুলির কথা বলতে গেলে মনে পড়ে সুপরিচিত ইংরেজি বাক্যটির কথা: Old is gold অর্থাৎ অতীত সুবর্ণময়। কথাটা সর্বক্ষেত্রে সত্য না হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সত্য, সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনগুলি সত্যিই স্বর্ণময় বর্ণময়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৪০ বছর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমন এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন। তার ঠিক একশ বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ঐ বছরই ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন উৎখাতের জন্য প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। একদিকে বিদেশীর কবল থেকে মাতৃভূমির মুক্তিসাধনে সশস্ত্র সংগ্রাম, অপরদিকে সেই বিদেশীদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—এই দুটি বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বলে কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বড়লাট ঐ আইনে স্বাক্ষর দেন ২৪শে জানুয়ারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ তারিখকেই প্রতিষ্ঠা দিবস বলে মান্য করে এবং সবার আগে যাত্রা শুরু করে। সমগ্র পূর্বভারত, উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারতের বৃহদংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং ভারতবর্ষের রাজধানী হবার সুবাদে বড়লাট ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বা আচার্য। অন্যত্র প্রাদেশিক গভর্ণররই ছিলেন সেখানকার চ্যান্সেলার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা মর্যাদার স্বীকৃতি ছিল প্রথম থেকেই। প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার ও সামরিক বিভাগ এবং মিশনারীদের মধ্যে থেকে ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে প্রথম সেনেট গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বা ফেলোদের মধ্যে মাত্র ছয় জন ছিলেন ভারতীয়। তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজি এবং প্রিন্স গোলাম মহম্মদ। প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য ছিলেন তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জেমস্ কোলভিল।

বিশ্ববিদ্যালয় তো হল, কিন্তু তার নিজস্ব কোন আলয় বা অফিস বাড়ি ছিল না। সেনেট সিণ্ডিকেট ও ফ্যাকাল্টির সভা বসার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। ক্যামাক স্ট্রীটের এক প্রাইভেট বাড়িতে ছিল রেজিস্ট্রারের অফিস, একজন মাত্র করণিক বা সহায়ক নিয়ে অফিস। ভাইস-চ্যান্সেলারের বাসগৃহে বসতো সিণ্ডিকেট সভা। সেনেট সভা বসতো টাউন হলে। ফ্যাকাল্টিগুলির সভা বসতো সভাপতিদের বাসভবনে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থায়ী আস্তানার অভাব অনুভূত হল। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ থেকে অনেক লেখালেখি আলোচনা পর্যালোচনা পরিকল্পনার পর অবশেষে ঐতিহাসিক সেনেট হাউস তৈরী হল এবং ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ ঐ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হল। দীর্ঘ এক শতাব্দী যাবত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সেনেট হাউসকেই বোঝাত। তা ছিল শহরের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। অনেক লোককেই কলেজ স্ট্রীট ধরে যাবার সময় ফুটপাথ থেকে জোড় হাত করে ঐ বাড়ির দিকে নমস্কার জানাতে দেখা যেত। কিন্তু স্থান সঙ্কুলানের অজুহাতে এই অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শনটি এবং বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত সৌধটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পার হতেই ভেঙ্গে ফেলা হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে দারভাঙ্গার মহারাজার অর্থানুকূল্যে তৈরী হয় মহারাজা রামেশ্বর সিং লাইব্রেরী ভবন বা দারভাঙ্গা বিলডিং। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন বলতে এই দারভাঙ্গা বিলডিং। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন বলতে এই দারভাঙ্গা ভবনকেই বোঝায়। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলুটোলা স্ট্রীটের গায়ে মাধববাবুর বাজারের মেছোহাটায় যে ভবনটি এম. এ. ও এম. কম. ক্লাসের জন্য তৈরী হল, তা-ই স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন গবেষণার রূপকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত আশুতোষ ভবন। আশুতোষ বিলডিং ও দারভাঙ্গা বিলডিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল আইনের ছাত্রদের আবাসস্থল হার্ডিঞ্জ হোস্টেল; আর দারভাঙ্গা বিলডিং-এর চতুর্থ তলে আইন কলেজ। এখন তো উত্তরে বি. টি. রোড. আর দক্ষিণে আলিপুর পর্যন্ত সারা কলকাতা জুড়েই রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচয়সূচক ও আদর্শজ্ঞাপক প্রতীকচিহ্ন থাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এরকম একটি প্রতীকচিহ্নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলমোহর বা প্রতীকচিহ্নটি অতি পরিচিত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক অভিলাষ ছিল বাংলার ঘরে ঘরে এই প্রতীকধারী তৈরী করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আশি বছরের মধ্যে এই প্রতীক চিহ্ন অন্ততঃ সাতবার পরিবর্তন হয়েছে। তবে বার বার তার অভ্যন্তরীণ আলঙ্কারিক কারুকার্যের পরিবর্তন ঘটলেও প্রতীক চিহ্নের মাঝে University of Calcutta এবং Advancement of Learning—এই আদর্শবাণীর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তথা এই দেশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকাকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক রাজমুকুট রাজপতাকা এবং সিংহ ও অশ্বমূর্তি বিলুপ্ত হয় এবং সে স্থলে ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন স্বরূপ প্রদীপ্ত সূর্যকিরণ মাঝে প্রস্ফুটিত পদ্ম স্থানলাভ করে।

এই পরিবর্তন সাধনে স্যার আশুতোষের মধ্যম পুত্র, পরবর্তীকালে কনিষ্ঠতম উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল অধীনস্থ ও অনুমোদিত স্কুল কলেজে পাঠরত ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তীর্ণদের সফলতার চিহ্নস্বরূপ সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী বিতরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা রেঙ্গুন থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হলে কি হবে, স্কুল কলেজের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সরকারী কলেজ ছিল মাত্র সাতটি। সেগুলি হল:

১। মেডিকেল কলেজ, ক্যালকাটা।
২। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা।
৩। হুগলী কলেজ, হুগলী।
৪। ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
৫। কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর।
৬। বহরমপুর কলেজ, বহরমপুর।
৭। প্রেসিডেন্সী কলেজ অর্থাৎ পূর্বতন হিন্দু কলেজ।

আর মিশনারী পরিচালিত কলেজ ছিল ছয়টি। সেগুলি হল :—

১। ডাভটন কলেজ, ক্যালকাটা।
২। সেণ্ট পলস কলেজ, ক্যালকাটা।
৩। ফ্রি-চার্চ ইন্স্টিটিউশন, ক্যালকাটা।
৪। লা-মার্টিনার কলেজ, ক্যালকাটা।

৫। লন্ডন মিশনারী সোসাইটিজ্ ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর।

৬। শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর।

কোন কোন জেলায় একটি বা দুটি করে স্কুল থাকলেও অনেক জেলাতেই কোন স্কুল ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয় প্রতিষ্ঠাবর্ষেই অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছর এণ্ট্রাস পরীক্ষায় বসে মোট ২৪৪ জন ছাত্র। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাঁঠালপাড়া নিবাসী যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের স্কুল বিভাগ থেকে পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয় এক বছর পরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। মোট এগার জন ছাত্র পরীক্ষায় বসে। মাত্র দুই জন উত্তীর্ণ হয়। সে দু'জনের অন্যতম হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট তথা বাংলা সাহিত্যের ভাবী সম্রাট এবং মুক্তিযজ্ঞের মহামন্ত্রের রচয়িতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই জন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেন শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু। তারা পাস করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৬ বছর পরে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে।

বিগত শতাব্দীর বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মনোনীত সদস্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা ফেলোদের বাদ দিয়ে আর যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হলেন—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রমানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মৌলবী আবদুল লতিফ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, দুর্গাচরণ লাহা, গৌরদাস বসাক, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ, নীলরতন সরকার, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আরো অনেক। হিন্দী, উর্দু, অসমীয়া ও উড়িয়াভাষী কিছু কিছু সদস্য-সম্মিলনে বিশ্ববিদ্যালয় সেকালেই একটা জাতীয় চরিত্র ধারণ করেছিল।

শিক্ষার উন্নতি ও গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শত শত পদক, পুরস্কার ও বক্তৃতামালার প্রস্তাব এসেছে ও গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার প্রসারে, গবেষণায় প্রেরণাদানে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে বহু টাকা দান করেছেন। এই বিষয়ে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন তিনি সুদূর বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রদত্ত অর্থের উপস্বত্ব থেকে বৃত্তি পেয়ে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে কত ছাত্র যে উপকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্বজ্জন সমাজে পি. আর. এস. বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপের মর্যাদাই ছিল আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের জন্যই এই স্কলারশিপ নির্ধারিত ছিল। দেশজোড়া এই স্কলারশিপের খ্যাতি ও খাতির।

তারপর নাম করতে হয় ঠাকুর আইন অধ্যাপক বা টেগোর ল' লেকচারশিপের কথা। পি. আর. এস.-এর দু'বছর পরে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এই লেকচারশিপ বা বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। বিদেশ থেকে খ্যাতনামা আইনজ্ঞরা এসে ঠাকুর বক্তৃতামালা প্রদান করেন। বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বহির্বিশ্বের প্রথম যোগাযোগ ঘটে ঠাকুর বক্তৃতামালার মাধ্যমেই। এই বক্তৃতামালার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশ্বব্যাপী। বি. এ., বি. এস. সি. পরীক্ষার সব কয়টি বিষয়ের মধ্যে অনার্সে যে-ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তার জন্য রয়েছে 'ঈশান স্কলারশিপ'। আর একটি ঐতিহ্যশালী পুরস্কার গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক, মোয়াট গোল্ড মেডাল,

কমলা লেকচারশিপ—এগুলিও খুবই সম্মানীয় পদক ও বক্তৃতামালা। জগত্তারিণী পদক দেওয়া হয় সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান শতকের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত লেখকই এই পদক পেয়েছেন। তাছাড়া বঙ্কিম পদক, বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা, শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতামালা, স্টেফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতামালা, কোটস্ মেডাল, সরোজিনী বসু মেডাল ইত্যাদি কত যে পদক পুরস্কার রয়েছে বলে শেষ করা যায় না।

এ সব পদক পুরস্কার পরীক্ষার ফলাফল, গবেষণামূলক সন্দর্ভ এবং গবেষণামূলক বক্তৃতাদানের জন্যই প্রদত্ত হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সম্মানসূচক ডি. লিট., ডি. এস. সি. ও এল. এল. ডি. ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই সম্মানসূচক ডিগ্রী দানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রথম এল. এল. ডি. প্রাপক ছিলেন চারজন—রাজপুত্র আলবার্ট এডওয়ার্ড (পরবর্তীকালে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড) অধ্যাপক মনিয়ের উইলিয়ামস্, রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জী ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দানের সূচনা করেন স্যার আশুতোষ ১৯০৮ সাল থেকে। প্রথম প্রাপক ছিলেন যথাক্রমে স্যার এন্ডরু ফ্রেজার ও বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই সম্মানাত্মক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে কবির প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরবর্তীকালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার তারকনাথ পালিত, কুমার গুরুপ্রসাদ সিং, রাণী বাগিশ্বরী দেবী, রামতনু লাহিড়ী, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি শিক্ষাব্রতী ও দাতাদের নামে অনেক অধ্যাপক পদের নামকরণ করা হয়েছ। ভারতে জাতীয়তাবাদের জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শুধু নন, এক সময় সেনেটের সদস্যও ছিলেন। দেশে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে তাঁর দান অসামান্য। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবাসকে কেন্দ্র করে প্রথম ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত। তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ও ভাবী কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—যিনি পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষাগার থেকে শিক্ষাগারে রূপান্তর করেছেন, বিশ্ববিদ্যার আলয়ে পরিণত করেছেন।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্-চ্যানসেলার পদে যোগদান করেন ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। কিছুকাল মধ্যে তাঁর হাতে এলো স্যার তারকানাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিপুল অর্থের দানপত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন গবেষণার পথ খুলে দিলেন সেই অর্থে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনে এক অদ্ভুত স্বতঃসঞ্জাত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন আশুতোষ। দেশ-বিদেশ থেকে হীরা মানিক জহরত সংগ্রহের অনেক জহুরী আছে। কিন্তু প্রকৃত কাজের মানুষ ধরার জহুরী স্বদেশে কেন বিদেশেও দ্বিতীয় আর একজন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অধ্যাপক নির্বাচনে তিনি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করেননি। তাঁর এই জাতি-ধর্ম-ভাষা বিমুক্ত মনোভাবের ফলেই দেশ-প্রদেশ-বিদেশের বেড়ি ছিন্ন করে 'আত্মবিলোপী সমাহিত বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন আশুতোষের আবিষ্কৃত মাদ্রাজী আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানবীর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন। ...আশুতোষের আমন্ত্রণে আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দাক্ষিণাত্যের দর্শনাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, মহারাষ্ট্রীয় ভারতৈতিহাসিক দেবদাস রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বহুভাষাবেত্তা ভাষাবিজ্ঞানী পার্শী ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা, অর্থশাস্ত্রবেত্তা মনোহর লাল, গাণিতিক গণেশ প্রসাদ, কালিশ, বহুশ্রুত অধ্যাপক হেনরী স্টিফেন, প্রতীচ্য কলাবেত্তী স্টেলা ক্রামরীশ, ফার্সী পণ্ডিত আগা কাজিম সিরাজী, আরবী ও ঐস্লামিক শাস্ত্রবিশারদ আবদুল্লা

সুরাবার্দী দ্রাবিড়ী মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, আয়েঙ্গার ও রামচন্দ্রম্ জাপানী কিমুরা, সিংহলী শ্রমণ সিদ্ধার্থ।'

আশুতোষ বিলক্ষণ জানতেন—'জ্ঞানপথের পান্থের জাতিভেদ নেই, বর্ণবিচার নেই, কোনরূপ ভেদবৈষম্য নেই। যিনি যেখানে ছিলেন, আশুতোষের আহ্বানে ছুটে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করিয়াছেন। হিন্দী পণ্ডিত ভাগবত সহায়, কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, মৈথিলী অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র, জাপানী ও চীনা পণ্ডিত মাসুদা ও কিমুরা, ইংরেজি অধ্যাপক স্টিফেন, অঙ্কের অধ্যাপক কালিস্, জার্মান পণ্ডিত ব্রুল প্রভৃতি কত দেশের কত পণ্ডিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে গিয়েছেন। আশুতোষ মনস্থ করেছিলেন, জগতের শিক্ষার্থীগণ, অন্ততঃ এশিয়া মহাদেশবাসী শিক্ষার্থীগণ আর লন্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, বার্লিন, প্যারিস বা বোস্টন বিদ্যালয় যাইবে না; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র মনে করে সকল দেশের লোক জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত এই কলকাতা মহানগরীতে আসবে। ইসলামের মৌলবী, বৌদ্ধের ফুঙ্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য ও খ্রীস্টানদের পাদ্রী যিনি যেখানে ছিলেন, আশুতোষের আহ্বানে ছুটে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিলেন। রাতারাতি যাদুকরের স্পর্শে যেন সেনেট হলে সেদিন পাগড়ী, ফেজ, হ্যাট, টুপি, নেকটাইয়ের সঙ্গে শিখা-ত্রিপুণ্ডক-তিলক-উত্তরীয়-উপবীতের নয়নবিমোহন শোভায় শোভিত হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যার আদান-প্রদানরত গুরুশিষ্যমণ্ডলীর ঐকতানে অধুনা বিধ্বস্ত বিশাল সৌধটি গৃহবলিভুক বায়স্‌সমাকুল চৈত্যবৃক্ষের মতো মুখরিত হয় উঠত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম উপাচার্য স্যার জেম্‌স উইলিয়াম কোলভিল তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন এই কয়টি কথা বলে—"We are planting a tree of slow growth. The plant is young and tender, and obstructed by weeds and brambles. But it is healthy, and if carefully tended, will by God's blessing, become a goodly tree and overshadow the land."

অর্থাৎ আমরা ধীরে বাড়ন্ত একটি চারাগাছ রোপণ করলাম। চারাটি ছোট এবং কোমল; আর আগাছা ও কাঁটা ঝোপে আচ্ছন্ন। কিন্তু এটি স্বাস্থ্যবান এবং যদি যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করা হয়, তাহলে ভগবানের ইচ্ছায় এক সুদৃশ্য মহীরুহে পরিণত হয়ে চারদিক ছায়াবৃত করবে।

দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর পর স্যার আশুতোষের হাতে স্যার কোলভিলের স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পুরনো পাতাগুলি আজ বিবর্ণ মলিন; কিন্তু তার মধ্যস্থিত সোনালী অক্ষরগুলি আজো ঔজ্জ্বল্যে জ্বলজ্বল করছে।

(শিক্ষিত শরক্ষেপ: আশ্বিন-চৈত্র ১৩০৯)

# বিদ্যাসাগর ও বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

১২৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিকের এক শীতের সকালে পিতা ঠাকুরদাস ও গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক কালীকান্তের সঙ্গে গৃহভৃত্য আনন্দরামের কাঁধে চড়ে মহানন্দে যে নবম বর্ষীয় বালক বীরসিংহ গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলকাতার পথে যাত্রা করেছিল, সে যে এক যুগ পেরোতে না পেরোতে আজীবন পরের বোঝা কাঁধে করে বেড়াবার ব্রত নেবে, এবং শিক্ষা দীক্ষা সদাচার ও বিবিধ মানবিক গুণে সমগ্র জাতির শিরোপরি স্থান গ্রহণ করবে, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

কলকাতা পৌঁছে বালকের অভিভাবকবৃন্দ পড়লেন মহা সমস্যায়। যিনি পরবর্তীকালে এ দেশের শিক্ষা সমস্যার সহজ সমাধান সূত্র নির্ণয় করেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন, এবং হাতে কলমে তার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি ও পন্থা নিয়ে শুভার্থীরা বিব্রত, দুই দলে বিভক্ত। এক দল চাইলেন 'ঈশ্বর ইংরেজি শিখুক এবং হের সাহেবের স্কুলে ভর্তি হোক'। "ঐ স্কুলে যদি ভাল শিখতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক, হিন্দু কলেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাজ দেখিবেক। কারণ মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমা খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।"

কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত মাসিক মাত্র দশ টাকা মাইনের কর্মচারী পিতা ঠাকুরদাসের মনোবাঞ্ছা অন্যরূপ। আর্থিক অনটনের ফলে পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী তিনি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়েছেন, এবং অন্নের ধাঁধায় নগণ্য মাইনেতে সামাজিক বিচারে নিম্নজাতির অধীনে চাকরী করতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য তিনি নিরন্তর মর্মপীড়া অনুভব করতেন। সুতরাং হিতৈষীদের পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না। তিনি বলিলেন, "উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।"

ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জগদীশ্বরের কি ইচ্ছা, তা তখন না জানা গেলেও আপাতত পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। চরম দারিদ্র্য ও পিতার কঠোর শাসনের ভেতরে থেকে একাগ্রচিত্তে এক যুগ ধরে অধ্যয়ন সমাপনান্তে সংস্কৃতে অবাধ অধিকার অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। অর্জিত উপাধির অন্তরালে চাপা পড়ে গেল তাঁর পিতৃদত্ত নাম ও বংশগত উপাধি। ক্রমাগত পোড়নে ও পীড়নে কাঁচা লোহা এমন কঠিন ইস্পাতে পরিণত হল যে, আজীবন তাতে জং ধরেনি, তার ধার কমে নি। তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপে দেখা গেছে তিনি কারো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেন নি।

শিক্ষা সমাপ্তি ও উপাধি প্রাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পরেই বিদ্যাসাগর চাকরী জীবনে প্রবেশ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংলণ্ড থেকে নবাগত সিবিলিয়ানদের চলনসই বাংলা শিক্ষা দেওয়া তাঁর কাজ। ২১ বছরের যুবক সাহেবদের বাংলা শিক্ষক হলেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রমাণ করে ছাড়লেন, বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র পরিশ্রম ও সততাগুণে তিনি সাহেবদেরও শিক্ষা দিতে পারেন। সেকালে

সাহেবরা বাংলা শিখতেন দেশ শাসনের সুবিধার্থে; আর ব্যাঙালীরা ইংরেজি শিখতেন দেশ শাসক ইংরেজের সহায়ক হবার আশায়।

১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ এই পাঁচ বৎসর বিদ্যাসাগর অন্য চিন্তা ও অন্নচিন্তা বিমুক্ত হয়ে বিদেশীদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বজাতীয় চরিত্রের দোষগুণ, জাতীয় ভাষা সাহিত্যের দুর্বলতা, যুগোপযোগী শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক কদাচার কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাভাবনা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত গঠনের অবকাশ পেলেন। তারপর থেকে পরবর্তী দশ বৎসর ধরে একই সঙ্গে পুস্তক রচনা ও বিক্রির ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অধ্যাপনা, অধ্যক্ষতা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, সমাজ সংস্কার (বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ), শিক্ষানীতি নির্ধারণ মারফৎ এদেশের সমাজ জীবনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন একান্তভাবেই নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে—মাত্র এই তিন বৎসরে অক্লান্ত কর্মী বিদ্যাসাগর ১টি নর্মাল (শিক্ষক শিক্ষণ) স্কুল, নদীয়া-হুগলী-মেদিনী-বর্ধমানে ৫টি করে ২০টি মডেল স্কুল, এবং হুগলী জেলায় ২০, বর্ধমানে ১১, মেদিনীপুরে ৩ ও নদীয়ায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদুপরি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচীর সার্বিক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে Council of Education-এর কাছে 'Notes on Sanskrit College' শীর্ষক যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় সংস্কার সম্পর্কে ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের ওপর বিদ্যাসাগরের মন্তব্য (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা ও দূরদর্শী মনোভাবের পরিচয় দেয়। বিশেষতঃ ২৫টি অনুচ্ছেদব্যাপী সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কীয় প্রথম অনুচ্ছেদটি তো সেকালের প্রচন্ড ইংরেজিয়ানার মাঝে বৈপ্লবিক ঘোষণা বলে গণ্য হবে:—

> 'যাঁরা এদেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি।' (The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal)

প্রায় দেড় শ' বৎসর পূর্বে এই অনগ্রসর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এক বত্রিশ বছরের যুবকের মন ও হৃদয় কতখানি অধিকার করেছিল, তার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যাসাগরের এই 'নোট'।

এই পটভূমিতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছিল, তার অনেক আগে থেকেই বিদ্যাসাগর একজন সুদক্ষ অধ্যক্ষ, ধুরন্ধর স্কুল পরিদর্শক, অভিজ্ঞ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ তথা অনন্য শিক্ষানায়ক হিসেবে এদেশে সুপরিচিত। সুতরাং যে ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্থাপয়িতা-সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হল, বিদ্যাসাগর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে তার মধ্যে স্থান লাভ করবেন, তার আর আশ্চর্য কি। যিনি সামান্য বালিকা বিদ্যালয় বা ক্ষুদ্র মডেল স্কুল স্থাপিত হলে আনন্দে আত্মহারা হতেন, তিনি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথমাবধি জড়িত থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই উৎসাহ বোধ করেছিলেন; বিশেষতঃ সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ যখন—Advancement of Learning অর্থাৎ শিক্ষার বিবর্ধন তথা সম্প্রসারণ।

যা হোক, যে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট গঠিত হল, তার ৩৩ জন সদস্যই শাসন, শিক্ষা, সামরিক, পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং মিশনারী সংস্থা ও তাদের পরিচালিত স্কুল

কলেজের সঙ্গে জড়িত ইউরোপিয়ান সদস্য। বাকি ৬ জন মাত্র ভারতীয়। বিদ্যাসাগর সমেত তাঁরা হলেন:—

১. প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

২. রমাপ্রসাদ রায়।

৩. রামগোপাল ঘোষ।

৪. প্রিন্স গোলাম মহম্মদ

৫. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ।

৬. মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজী, অধ্যক্ষ, কলকাতা মাদ্রাসা।

শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রা। সে শুভযাত্রায় বিদ্যাসাগরও সহযাত্রী। সেনেটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩ জানুয়ারী ১৮৫৭; অন্য ৪ জন ভারতীয় সদস্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেনেট সদস্যদের শিক্ষাগত বিশেষজ্ঞতানুসারে আর্টস্, ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিক্যাল এবং ল' এই চার ফ্যাকাল্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিদ্যাসাগর আর্টস্ ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত হলেন।

ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ১ আগস্ট ও ১২ ডিসেম্বরের (১৮৫৭) সভায় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি দেখা যায়। এ সব সভায় গতানুগতিক কাজকর্ম অনুমোদন ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় নি। ১৮৫৮'র ১৩ মে ও ৫ জুন ফ্যাকাল্টি সভায় এবং ১৭ জুন সেনেট সভায় বিদ্যাসাগর হাজির ছিলেন। ফ্যাকাল্টির ১৮ আগস্টের বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বৈঠকে ৩১ জুলাই'র সিণ্ডিকেট থেকে প্রেরিত ১২ নং নির্দেশ নিয়ে আলোচনা হয়। নির্দেশটি ছিল এই:—

> "That it be referred to the Faculty of Arts to consider the subjects in Languages for the Entrance Examination of December 1859 and for the B.A. Degree Examination of 1861."

উক্ত বৈঠকে ফ্যাকাল্টি 'English and Classics' এর পাঠ্য বিষয় নির্ধারণে ৪ জন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে এক সাব কমিটি গঠন করে; আর বাংলা ভাষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়:

> "That for the same examination Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar be requested to select a course in the Bengali language."

সাব-কমিটির সদস্যগণ এবং বিদ্যাসাগর যে পাঠ্যতালিকা তৈরি করেন, তা বিবেচনার্থ ফ্যাকাল্টির সভা আহূত হল। সে সভায় বিদ্যাসাগর অনুপস্থিত; তবে সে সভাতেই—

> "The Registrar submitted the subjects for the 2nd Entrance Examination of 1859 and for the Degree Examination of 1861 in the English, Greek, Latin and Bengali as selected by the gentlemen appointed for the purpose." (Minutes, dt. 1.9.1858).

বৈঠকে রেজিস্ট্রারের পেশ করা সাব-কমিটির সুপারিশ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল:—

> "That the subjects in languages for the 2nd Entrance Examination of 1859 be finally settled as recommended."

অর্থাৎ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর যে বাংলা পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অনুমোদিত হল। সেই পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ—

১. জীবন চরিত—ডুবাল, গ্রোটিয়াস এবং হার্সেলের জীবনী

২. টেলেমাকাস—১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড

৩. শকুন্তলা—৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পরিচ্ছেদ।

৪. মহাভারত—১ম খণ্ডের ১৩১-১৪২ পাতা

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এন্ট্রান্স ও বি.এ. উভয় পরীক্ষার বাংলার ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। অথচ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের বি.এ. পরীক্ষার জন্য তিনি যে পাঠ্যসূচী তৈরি করে দেন, তা কিন্তু অনুমোদন পেল না। বিদ্যাসাগর কি কি বিষয় পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করেছেন তার কোন উল্লেখ নেই, তবে ফ্যাকাল্টি সিদ্ধান্ত করল—

"That the determination of the subjects in the Bengali language for the Degree Examination of 1861 be deferred and brought up before the Faculty at its next meeting."

ফ্যাকাল্টির পরবর্তী সভাতেও (৬.৯.১৮৫৮—বিদ্যাসাগর অনুপস্থিত) এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হল না:—

"The selection of subjects in the Bengali Language for Degree Examination of 1861 was deferred to the next meeting of the Faculty."

বোঝা যাচ্ছে ফ্যাকাল্টি বিদ্যাসাগরের তৈরি পাঠ্যসূচী নিয়ে দোটানায় পড়েছে। তাই না-গ্রহণ না বর্জন নীতি অবলম্বন করে কালক্ষেপ করছে। অবশেষে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৮ তারিখের ফ্যাকাল্টি বৈঠকে বিষয়টি আবার উত্থাপিত হল। সভাপতি রেভা: ডা: ডাফ। বিদ্যাসাগরও সেদিন উপস্থিত। কার্য বিবরণী থেকে জানা যায়:—

"The President submitted the following subjects in the Bengali Language for the Degree Examination of 1861. Which had been selected by himself and Dr. Kay in accordance with the request of the Faculty:–

The Meghdut (মেঘদূত)

The Bahjya Bostu (বাহ্যবস্তু)

The Nabonari (নবনারী)

সভাপতি কর্তৃক পেশ করা এই রিপোর্টের ওপর আদেশ হল:—

"Ordered—That they be approved and recommended to the Syndicate for adoption."

কিন্তু সভাপতির রিপোর্টে একটু কথার মারপ্যাঁচ রয়ে গেছে। বলা হচ্ছে যে ফ্যাকাল্টির অনুরোধে ড: ডাফ এবং ড: কে এই পাঠ্যসূচী তৈরি করেছেন, কিন্তু ফ্যাকাল্টি তাঁদের বি.এ. বাংলার পাঠ্য সূচী তৈরি করতে বলেছে বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং "in accordance with the request of the Faculty." কথাটি ফ্যাকাল্টির বিদ্যাসাগর-বিরোধী লবীর মিটিং বহির্ভূত সিদ্ধান্ত এবং কার্যবিবরণীতে কারচুপিতে অঙ্গীভূত বলেই মনে হয়।

এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিদ্যাসাগর সিন্ডিকেটের নিকট প্রতিবাদ জানালেন। সিন্ডিকেটের ২৭.১১.১৮৫৮ তারিখের সভায় উক্ত পাঠ্য তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ পত্রের সঠিক ভাষ্য উল্লেখ না থাকলেও তার ভাবার্থের উল্লেখ রয়েছে কার্য বিবরণীতে—

"In reference to this, read a communication from Pandit Iswar Chandra Bidyasagar expressing his disapproval of the course recommended in the Bengali language." (item no. 3)

বিদ্যাসাগরের মতো মান্যগণ্য ব্যক্তির প্রতিবাদ অবশ্যই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ডঃ ডাফ যিনি ফ্যাকাল্টির সভাপতি তিনি সিন্ডিকেটেরও জাঁদরেল সদস্য। বিদ্যাসাগর প্রণীত পাঠ্যসূচী বাতিল

করে কি কারণে তিনি ও ডঃ কে বাংলার পাঠতালিকা তৈরি করেছেন তার কৈফিয়ৎ তাঁকে দিতে হয়েছিল; এবং অতঃপর—

> "after an explanation from Dr. Duff of the reasons that had determined the Faculty to adopt the books in question."

আর বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ পত্র সম্পর্কে সিন্ডিকেটে লিপিবদ্ধ হল—

> "Ordered–That the Pandit's letter be recorded and that the course recommended by the Faculty be adopted."

বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হল, অনুমোদিত হল পাদ্রীদের তৈরি বাংলা পাঠ্যসূচী। অনুমোদিত পাঠ্যতালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর স্বরচিত দু'খানা পুস্তকের অংশ বিশেষ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছিলেন; কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার জন্য তাঁর কোনও পুস্তক গৃহীত হয়নি।

পূর্বোক্ত সিন্ডিকেট সভাতেই বিদ্যাসাগরকে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষার চারটি বিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ৩.১১.১৮৫৮ তারিখে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন; এবং কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক পদ থেকে অব্যাহতি চান। ১ জানুয়ারী ১৮৫৯-এর সিন্ডিকেটে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পরীক্ষকের পদত্যাগ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে:—

> "A letter was read from Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar stating that at the time of the examination he would be absent from Calcutta, and requesting to be relieved from his office as examiner in Sanskrit, Bengali, Hindi and Ooriya."

পরীক্ষা চলা কালে অনুপস্থিতি, নির্দেশিত পাঠ্যসূচী বাতিল কিংবা অধ্যক্ষতা থেকে পদত্যাগ যে কারণেই হোক এরপর থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক নিযুক্ত হন নি (ব্যতিক্রম মাত্র একবার)।

"কিছু কাল কাটিলে পর পরীক্ষক সমিতির পুনর্গঠনের সময়ে বহু চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ সকল কার্যে লিপ্ত করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার পর কেবল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের এম. এ. পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার পরেও সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বি.এ. ও এম.এ.-র সংস্কৃত পরীক্ষক হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আর ঐ সকল কার্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।" (বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁর পদত্যাগের ১ মাস ৯ দিন পর ১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেনেট সভায় প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ঐ ঐতিহাসিক সেনেট সভায় বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু বার্ষিক সেনেট সভায় ঐ তার প্রথম ও শেষ উপস্থিতি। এরপর ১৮৫৮ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বৎসর তিনি ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনীত হলেও মাত্র দু'বার সাধারণ সেনেট ও ফ্যাকাল্টি সভায় হাজির ছিলেন। তারপর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নি।

বস্তুতপক্ষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে সেনেটে তাঁর অধিষ্ঠান মাত্র ১ বছর ১০ মাস; আর প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষকের কাজও করেছিলেন একবার মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনীভূত হবার আগেই তাতে চিড় ধরে, এবং অনতিবিলম্বে একেবারেই ছিন্ন হয়ে যায়, যা পুনরায় কখনো জোড়া লাগে নি।

জোড়া যে লাগবে না তা জানা কথা। অবশ্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকেই জানাজানি হয়ে গেছে যে বিদ্যাসাগর চাকরী ত্যাগ করছেন। মাসিক ৫০০ টাকার সম্মানীয় সরকারী চাকরী—

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সে সঙ্গে অতিরিক্ত স্কুল পরিদর্শক—সেকালে কেউ ত্যাগ করতে পারে, অনেকেই ভাবতেই পারেনি। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভ কাল থেকে সাহেবদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেও বিদ্যাসাগর মোসাহেব হননি। জানি না স্বেচ্ছায় সরকারী কর্মত্যাগেও তিনি প্রথম কিনা। পদত্যাগ পত্রে তিনি উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে সব অনুযোগ করেছেন স্বয়ং ছোটলাটের অনুরোধ সত্ত্বেও তার একটি অক্ষরও বদলাতে রাজী হননি। বিদ্যাসাগর শিক্ষা কর্তৃপক্ষের—যাঁরা প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়েরও নিয়ন্তা ও পরিচালক—নেক নজর থেকে বিষ নজরে পড়লেন। যার জন্য তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল।

বলা বাহুল্য "বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করবার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিতে ছিল না।" (গোপাল হালদার—বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র—ভূমিকা) তাঁর উদ্দেশ্য শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, জাতি-গঠন, ভাষা সৃজন; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—করণিক সৃজন, ডিগ্রী বিতরণ। বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সম্প্রসারণ। তাঁর মতে শিক্ষালয়ের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত:—

"To raise up such a useful class of men..... (who) should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country."—মাতৃভাষায় সুদক্ষ, প্রয়োজনীয় তথ্যাভিজ্ঞ এবং কুসংস্কারমুক্ত এক শ্রেণি মানুষ সৃষ্টি। কারণ, এসব গুণান্বিত ব্যক্তিরাই এদেশে জনশিক্ষার ধারক বাহক প্রচারক হবেন—"What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people." এদেশে জনশিক্ষার প্রথম প্রবক্তা বিদ্যাসাগর ছাড়া কাউকে বলা যায় কি?

আর এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত উদ্দেশ্য যদিও 'Advancement of Learning', তার অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে প্রভুভক্ত কর্মচারী জোগান দেওয়া:—

> "...to supply you (i.e. the Government) with servants to whose probity you may with increased confidence commit offices of trust."

এক কথায় বিদ্যাসাগর গড়তে চাইলেন মানুষ গড়ার কারিগর, আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে লাগল বিদেশী সরকারের বিশ্বস্ত সেবক। বিদ্যাসাগরের আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিশ্ব বিদ্যা বিতরণের পাঠশালা; কিন্তু কার্যতঃ তা পর্যবসিত হল কেরানী তৈরির কামারশালায়। ফলে আশাহত ও কর্তৃপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে দূরে সরে গেলেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে—তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও যোগাযোগই ছিল না। তখন স্বপ্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজ পরিচালনা ও তার উন্নতি সাধনই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তথাপি মৃত্যুর অল্পকালপূর্বে কলেজ ছাত্রদের হাজিরা সম্পর্কীয় এক ক্ষতিকর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ জানালেন এবং তাঁর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার ও পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। সে ইতিহাস নিম্নরূপ:—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিতে গেলে নিয়মিত ক্লাস করা একান্ত আবশ্যক। হাজিরার ব্যাপারেও খুব কড়াকড়ি ছিল। ফেল-করা ছাত্রদেরও ক্লাস করতে হত। অথচ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ম ছিল না। সেখানে কর্তৃপক্ষ চাইতেন না ফেল-করা ছাত্রেরা ক্লাসে এসে ভিড় জমাক। এখানে শুধুমাত্র শিক্ষকদের বেলায় ক্লাসে হাজিরার আবশ্যক হত না।

১৮৮৯ সালে এই হাজিরার নিয়ম একটু শিথিল করা হয় F.A. এবং B.A. পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে; হাজিরা শতকরা ৭৫ থেকে কমিয়ে ৬৬ করা হয়। সকলেই খুশী হলেন। খুশী হলেন না

শুধু একজন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফেলো এবং কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বললেন, এটা কোন সমাধানই নয়। ১৮৯০ সালে ৭ই এপ্রিল তারিখে চিঠিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন হাজিরা নিয়ে এত কড়া কড়ি করে কোন ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে না দিলে সেই ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তিনি আরও বললেন—In the case of poor students, the mischief done is irreparable. It is not possible for them to continue their study for another year and the result is that their past labour and expenses are thrown away. (Syndicate Minutes 1890-91, P. 217)

হাজিরার পুরো ব্যাপারটাই এক গণ্ডগোল। তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিলেন:—

১। রোল ডাকতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

২। দুর্নীতি বাড়বে। কোন কলেজে কোন ছাত্রের হাজিরা কম থাকলে সে অন্য কলেজে টান্সফার নিয়ে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেবে। তার নিজের কলেজেই এ রকম ঘটনা ঘটেছে।

৩। বর্তমানে জোর করে নিয়ম-শৃঙ্খলা চাপাতে গেলে উল্টো ফল হবে। দুর্নীতি বাড়বে। এমনিতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। কোন আইন করলে তা যথাযথ পালিত হয় কিনা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ব্যবস্থা করুক, নচেৎ সেই আইন তুলে দিক।

৫। ক্লাস হাজিরার নিয়ম পরিবর্তন করে শতকরা ৫০ বাধ্যতামূলক ও বাকীটা ঐচ্ছিক করা হোক। কম থাকলে অন্যদিক থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। অধ্যক্ষকে পুরো দায়িত্ব অর্পণ করা হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জানালেন তাঁর নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকলে তা পেশ করুন। সিন্ডিকেট অবশ্যই তা বিবেচনা করবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চিঠি পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ২১শে মে তারিখে সেই চিঠির জবাবে বললেন—The Syndicate calls upon me to discover cases of evasion or violation, it seems to me indulging in irony. কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁর যা কিছু আপত্তি শুধু হাজিরার ধারা সম্বন্ধে—That the Regulation, in question, was essentially bad, that it was a law without a sanction, that it had a harsh operation on honest students and Institutes, that it gave an advantage to dishonest ones, that its evasion could not be detected or punished, and that it interfered largely with the arrangements for teaching. একটা বাজে আইন চালু করে তার খারাপ দিকটা খুঁজে বেড়াবার চাইতে সেই আইনটাই তুলে দেওয়া ভাল নয় কি?

তাহলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে আগ্রহী নন? এই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার—I appear before it as one interested in the success of the University itself and interested still more in the intellectual and moral culture of Indian youth.

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। Statesman পত্রিকাতে ৯.৫.১৮৯০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ আছে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে ৪৮ জন পরীক্ষার্থী সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে। অথচ পরীক্ষা দিতে গেলে যে সব শর্ত পালন করা দরকার তার কোনটাই তারা পূরণ করেনি। তারা কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়নি, ক্লাস হাজিরা দিল না, কলেজ থেকে নাম তুলে নিয়েছে এবং সর্বোপরি টেস্ট পরীক্ষাতে বসেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। উপাচার্য Sir Alfred Croft ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সিনেট সভায় বলেছিলেন—We are greatly indebted not only for helping us to bring the question to an issue, but for the high and excellant example that he has set in his manner of dealing with it". (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র কাহিনী—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র কর্মকার)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদনের কথায়—First man amongst us–খ্যাতি ও দ্যুতির তুঙ্গে। তারপরেও দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং পরিচালনায় তাঁর অংশ খুবই অকিঞ্চিৎকর।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইচ-চ্যান্সেলার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেনেট সভায় বিদ্যাসাগরের স্মৃতি তর্পণ করে বলেন—

> "Pandit Iswar Chandra Vidyasagar was a Fellow of this University ever since its establishment in 1857. During its early days he took an active interest in its progress and though lately, having in effect retired from public life, he ceased to attend our meetings, he has done the University and the cause of education lasting service by establishing the first affiliated private College under native management which has served as a model for many others that have since come into existence. He was a great friend of female education, and a staunch advocate of women's rights; and for the solid work he has done as an educationist, as a social reformer and as a philanthropist, his country will ever deeply be indebted to him. Vidyasagar's was a generous heart and a resolute will impelled to action by an over-flowing love for humanity. The life of Vidyasagar is worthy of careful study by those who long for intellectual and moral greatness."

মৃত্যুর পরে সাধারণ সৌজন্য ও ঔদার্যবশতঃ স্যার গুরুদাস যা-ই বলে থাকুন, ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর তাঁর অধিকার ও মর্যাদার যথাযোগ্য স্থান ও স্বীকৃতি বিদেশী নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাননি। "Filtration theory"-র প্রবক্তা বককুলের মাঝে "mass education"-এর প্রবক্তা রাজহংসের ঠাঁই হয়নি।

---

তথ্যসূত্রঃ

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, বিদ্যাসাগর (চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (বিনয় ঘোষ), বিদ্যাসাগর কলেজ শতবার্ষিকী স্মরণিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট, সিন্ডিকেট কার্যবিবরণী ইত্যাদি।

# জনশিক্ষার অগ্রদূত ও বে-সরকারি শিক্ষার পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

(১)

১৮৩৫ সালে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডামস্‌কে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মতামত দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সুচিন্তিত সুপারিশ দানের আগেই লর্ড মেকলের পরামর্শে ইংরেজিই একমাত্র শিক্ষার বাহন বলে সরকারী নীতি স্থির হয়ে যায়। অ্যাডামস্‌ পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন করে তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার যে প্রস্তাব দেন, তা শিকেয় তোলা থাকে। হার্ডিঞ্জ চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় আকৃষ্ট করেছেন সত্য, তবু ১৮৪৪ সালে তিনি ১০১টি আদর্শ পাঠশালা স্থাপন করেন।

**টোমাসন পরিকল্পনা : দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় সাফল্য**

এই পটভূমিতে ১৮৪৮ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট জেমস্‌ টোমাসন এক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা মারফত ঐ অঞ্চলে হিন্দি ও উর্দুকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন, তা অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে এবং শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা সংসদের তৎকালীন সেক্রেটারী সরকারী নির্দেশে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে টোমাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রেরিত হন এবং সে অঞ্চলে ঘুরে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। বড়লাট ডালহৌসি টোমাসন পরিকল্পনার অনুরূপ কোন পরিকল্পনা বাংলা দেশেও প্রবর্ত্তন করা উচিত বলে কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের জানান।

**সাহেবদের বাংলা ভাষা প্রীতি :**

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগেই বাংলা শিক্ষক তৈরীর প্রশ্ন যে মনীষীর চিন্তাজগতে সাড়া জাগিয়েছিল এবং বাস্তব ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন যে দূরদর্শী মহাপুরুষ, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গত শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে যখন বিদ্যাসাগর এদেশের অন্যতম শিক্ষা-নায়করূপে সুপরিচিত, তখন শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে এবং দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে অনুরাগী কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্যমত ঘটে। এঁদের মধ্যে বেথুন, হ্যালিডে, সীটনকার, বিডন প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ সম্পর্কে যে আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়েছেন, তা উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

**বেথুন :**

প্রথমে বেথুন সাহেবের কথা। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ছিলেন এক উদারচেতা ভারতহিতৈষী; স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। শিক্ষা সমাজে (Council of Education) সভাপতিরূপে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ বাংলা শিক্ষার উন্নতি প্রচেষ্টায় তাঁহার কৃতিত্বও আমাদের স্মরণীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতাকালে ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতেন, তাঁহারাও ইহার দ্বারা কম উদ্বুদ্ধ হইতেন না। বেথুন স্বয়ং উৎকৃষ্ট

বাংলা রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফত নিজ অর্থে একটি সুবর্ণ পদক দানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন (১৮৪৮-৪৯)। ১৮৩৯ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় বলেন—

> "কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘাপূর্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাহাদিগকে সর্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বাংলা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক, সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জিত হইবেক, ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক।"

বেথুনের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে নি; যদিও তিনি তা দেখে যেতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের কবিজীবনে পথ পরিবর্তনের কথা এসে পড়ে। Captive Ladie প্রকাশ হবার পর মধুসূদন তার এক কপি বেথুন সাহেবকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানাতে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন। গৌরদাস মারফৎ পুস্তক পেয়ে বেথুন গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তা মধুসূদনের কবি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সে চিঠিতে তিনি এদেশীয়দের ইংরেজি রচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়ে মধুসূদনকে সাহিত্য সাধনায় কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেও ছাড়েন নি। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মতো তিনি বলেছিলেন—

> "... he could render far greater services to his country and have better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standards and adding to the stock of the poems of his own language if poetry at all events he must write."

চিঠির ভাষ্য অবশ্যই মধুসূদনের কাছে সুখশ্রাব্য হয়নি। কারণ, "তখন ... অনেক অল্প শিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালী-র মতো বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।"

প্রতিভাহীন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই যখন এই অবস্থা তখন মধুসূদনের মতো দুর্ধর্ষ ইংরেজিবিদের মনে গোঁসা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি আর ইংরেজী রচনায় হাতও দেন নি। বেশ কবছর পর তিনি যেন বেথুনের উপদেশ সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেন, এবং 'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন'—সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাংলায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন; এবং অচিরে 'মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণি-জালে'-র সন্ধান পেলেন।

Captive Ladie রচনার দীর্ঘ - ন'বছর পর ১৮৫৮ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। আর ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করে "lasting reputation" অর্থাৎ চিরস্থায়ী যশ অর্জন করে বেথুনের ভবিষ্যৎ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে গেছেন; যদিও তা দেখে যেতে বেথুন তখন বেঁচে ছিলেন না।

### হ্যালিডে : বিদ্যাসাগর

বেথুনের পর হ্যালিডে। বস্তুত পক্ষে এদেশে বাংলা শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগরের অন্যতম সমর্থক ও উৎসাহদাতা হিসেবে হ্যালিডের নাম অম্লান হয়ে থাকবে। ১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের পাঠ্য বিষয়, পঠন প্রণালী ও পরিচালন পদ্ধতির আমূল সংস্কার

সুপারিশ করে ২৬ দফার এক পরিকল্পনা তৈরী করেন—Note on the Sanskrit College শিরোনামে। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার প্রথম পাঁচটি-দফা এদেশে বাংলা শিক্ষা প্রচেষ্টায় Five Commandments বা পঞ্চশীল বলে গণ্য হবার যোগ্য।

বিদ্যাসাগরের পঞ্চশীল :

১। যারা এদেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন, তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সু-সমৃদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি।

২। যারা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, সে গুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তারা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যারা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তারা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যারা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী তারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তারা এত বেশি ইংরেজি ভাবাপন্ন যে তাদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তারা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনো ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে তারাই একমাত্র সু-সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

এই পরিকল্পনাটি শিক্ষা সমাজের সদস্য ফ্রেডরিক জে. হ্যালিডে নিজের মন্তব্যসহ শিক্ষা সমাজে পাঠিয়েছিলেন। এবং সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর তার অনেকটাই বিদ্যাসাগর কাজে রূপায়িত করেন।

মানুষ গড়ার কারিগর তৈরী :

সংস্কৃত কলেজের পাশেই হিন্দু কলেজ—কালা সাহেব তৈরীর কারখানা। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের কর্তব্য ছিল সাহেবদের ইচ্ছানুসারে সংস্কৃত কলেজকে বড় টোলে পরিণত করা এবং তার থেকে বছর বছর টুলো পণ্ডিত বের করা। তিনি তা না করে কলেজকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন ছেলেরা বেরিয়ে আসবে এই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়—

> That the students of Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt.

অশিক্ষা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন পরাধীন দেশে যারা শিক্ষার আলো পেয়েছে, তারা সে আলো অজ্ঞানান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিকিরণে সহায়তা করবে, তাই তো শিক্ষাবিদ দেশপ্রেমিক ও সমাজ দরদীর আশা এবং প্রকৃত শিক্ষিতের কর্তব্য। সংস্কৃত কলেজ থেকে যারা শিক্ষা সমাপনান্তে বেরিয়ে আসছে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ উদ্দেশ্য ও বৃত্তি কি হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর বলেন—

> Let us establish a number of Vernacular Schools, let us prepare a series of Vernacular Class-books on useful and instructive subject, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished.[8]

বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং বাংলা পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলাই যেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মূল কাজ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ দখলকারী, একদল সংস্কারমুক্ত মানুষই এই মহৎ কাজে ব্রতী হবার উপযুক্ত। সেইসব শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে তিনি বলেছেন—

> The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country.

**জনশিক্ষার অগ্রদূত :**

শিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগরের এত পরিকল্পনা ও ভাবনাচিন্তার পেছনে রয়েছে বৃহত্তর সমাজের শিক্ষা সমস্যা। তিনি খোলাখুলিই বলেছেন—

> What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people.

মাতৃভাষার মাধ্যমে mass education অর্থাৎ গণশিক্ষার চিন্তা এদেশবাসীর মধ্যে বোধ হয় বিদ্যাসাগরের মনেই উঁকি দেয়। বহু বছর পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার, তখন তিনি প্রায় হুবহু এই ভাষাতেই নতুন গ্রাজুয়েটদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—

> "Above all, sedulously cultivate your vernacular, for it is through the medium of the vernacular alone that you can hope to reach the masses of your counterymen.[৩]

(কৃশানু, ১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৯১)

(২)

প্রায় নয় বৎসর বয়সে বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র, পিতা ঠাকুরদাসের হাত ধরে কলকাতায় এলেন। ১৮২৯ সালের ১ জুন গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ভরতি হলেন এবং একাগ্রচিত্তে বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নান্তে কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের প্রশংসাপত্র লাভ করে তাঁর সফল ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি। আর, মাত্র ২৫ দিন পর, অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতরূপে তাঁর চাকরি জীবনের শুরু করলেন।

বিদ্যাসাগরের চাকরি-জীবনের পরিধি ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যেও ১৬ জুলাই ১৮৪৭ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত বিরতি। ফলে বিদ্যাসাগরের চাকরি-কালের মেয়াদ সাকুল্যে কিছু বেশি ১৫ বৎসর। এই অত্যল্প কালের মধ্যে তিনি শিক্ষা জগতের বিভিন্ন দিক এবং পর্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তথা পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টানট সেক্রেটারি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে অস্থায়ী সেক্রেটারি এবং অবশেষে সেক্রেটারি পদ তুলে দেওয়া হলে প্রথম প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ এবং সর্বশেষে অধ্যক্ষপদের সঙ্গে দক্ষিণ বাংলার স্কুল ইনস্পেক্টরের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

কিন্তু এই অত্যল্প চাকরি-জীবনের মাঝেই বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। সেগুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা থেকেই বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার বিভিন্ন এবং বিচিত্রমুখী প্রতিভা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৫০, জানুয়ারী | — | বীটন নারী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক | |
| ১৮৫৩ | — | বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন | |
| ১৮৫৫, জুলাই | — | নর্মাল স্কুল স্থাপন/মডেল স্কুল স্থাপন | |
| অগস্ট-সেপ্টেম্বর | — | নদীয়ায় | পাঁচটি |
| অগস্ট-অক্টোবর | — | বর্ধমানে | ,, |
| অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর | — | হুগলীতে | ,, |
| অক্টোবর-ডিসেম্বর | — | মেদিনীপুরে | পাঁচটি |
| ১৮৫৬, জানুয়ারী | — | মেদিনীপুরে | একটি |
| | | বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন | |
| ১৮৫৭, নভেম্বর-ডিসেম্বর | — | হুগলীতে | সাতটি |
| | | বর্ধমানে | একটি |
| ১৮৫৮, জানুয়ারি-মে | — | হুগলীতে | তেরটি |
| | | বর্ধমানে | দশটি |
| | | মেদিনীপুরে | তিনটি |
| | | নদীয়ায় | একটি |

সুতরাং, ১৮৫৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন বিদ্যাসাগর এদেশের বহুমুখী প্রতিভাধারী একমাত্র শিক্ষাবিদ। এবং শুধুমাত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে পদাধিকার বলেই নয়, শিক্ষা-জগতে নিজ অধিকারবলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সেনেটর হিসেবে মনোনীত হলেন। কিন্তু এই পদে তাঁর অবস্থান খুবই স্বল্পকালীন—এক বৎসর দশ মাস মাত্র। ১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। শোনা যায়, উপরোক্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মাহিনা দেয়ার দায়-দায়িত্ব নিয়ে কর্তৃপক্ষের কথার খেলাপই বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের একটি কারণ। শিক্ষাবিস্তারে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগেরও এখানেই ইতি।

একথা সবারই জানা যে, শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার সম্ভাবনার আভাস পেলেই তিনি নেচে উঠতেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে ইচ্ছামতো কার্যে রূপদানের এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ তাঁর হাতে এল অনতিবিলম্বে। শুরু হল বিদ্যাসাগরের জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে স্কুলটি ধুঁকছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেছেন শুনে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলটির হাল ধরতে অনুরোধ করেন। তিনিও রাজি হন এবং ১৮৬১ সালে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নেন। প্রাথমিক গোলযোগ মিটে যাবার পর তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় অল্প-দিনের মধ্যেই স্কুলের সার্বিক উন্নতি ঘটে। ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম পাল্টে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন রাখা হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. এবং বি.এ. পড়াবার অনুমতি চাওয়া হয়। ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজারগণ ১২.৪.১৮৬৪ তারিখে এক পত্রে লেখেন:

> With regard to the provision proposed to be made for the instruction of the students upto the standard of the B.A. degree, we beg to state that we have decided to organise the instructive staff as indicated in the statement. At present arrangement have been made for the instruction of the students in the course

prescribed for the First Examination in Arts and 39 students have already been admitted to the class which has been opened from the commencement of the current session. Three teachers have been entertained for this special purpose and additions will be made to the instructive staff as the new department will be developed.

এই আবেদনপত্র পাবার পরেই সিনডিকেটে বিদ্যাসাগর-বিরোধী এবং শিক্ষাসংকোচন নীতির সমর্থক সদস্যগণ নানা টালবাহানা করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখে, এবং সে ফাঁকে এক্তিয়ার-বহির্ভূতভাবে অনুমোদন সম্পর্কীয় নিয়মবিধির পরিবর্তন সাধন করে বে-সরকারি প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষাদানের পথে কাঁটা দেবার ব্যবস্থা করে। ফলে উক্ত আবেদনপত্রের পরিণতি সম্পর্কে সিনডিকেটের কার্যবিবরণীতে দেখা যায়:

'Read an application accompanied by necessary certificates for affiliation of the Hindu Metropolitan Institution.
Resolved – That the Managers of the Hindu Metropolitan Institution be informed the Syndicate do not deem it advisable to affiliate their Institution. (Minutes, dt. 3.5.1864)'

সিনডিকেটের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হলেন, কিছুটা বিপন্ন বোধ করলেন। ছাত্র ভরতি করা হয়েছে, শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে; সে অবস্থায় কলেজ অনুমোদন না পাওয়ায় বিদ্যাসাগর অপ্রস্তুত হলেন। সিনডিকেটের সরকারি আর মিশনারি সদস্যরা বিদ্যাসাগরকে জনসমক্ষে হাস্যাস্পদ করে হয়তো আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সিনডিকেটের অন্যায় সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নিলেন না। তিনি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। সিনডিকেটে সে প্রতিবাদপত্র আলোচিত হল:

'Read a memorandum by Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar protesting against a decision of the Syndicate by which they had declined to affiliate the Metropolitan Institution'.

এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল :

'That Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar be informed that the Syndicate see no cause for altering their former decision.'

কিন্তু এ যেন বাঘের গায়ে খাগের খোঁচা। বিদ্যাসাগর কিছু কাল চুপচাপ রইলেন। এদিকে মেট্রোপলিটন স্কুলও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে আবার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. পড়াবার কলেজরূপে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানালেন। শুনে অনেকেই ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। দেশী লোকে আবার কলেজ চালাবে কী। বাঙালি কি ইংরেজি পড়াতে পারবে? তখন সারা দেশে গুটিকয় সরকারি আর মিশনারি কলেজ ছাড়া কোনো বে-সরকারি কলেজ ছিল না। এনট্রান্স পাশকরা ছাত্রদের এফ. এ. আর বি. এ. পড়ার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। যা হোক, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের পরিচালকমণ্ডলী এফ. এ. পড়াবার অনুমোদন চেয়ে রেজিস্ট্রারকে পত্র লিখলেন :

To
J. Sutcliffe, Esq. M. A.
Registrar of the Calcutta University.

Sir,

We, the Managers of the Metropolitan Institution request that you will be so good as to lay before the Syndicate this our

application for its affiliation to the Calcutta University upto the First Arts Examination.

As regards rules for affiliation we hereby declare that the Institution has the means of educating upto the First Arts Standard.

We annexe a statement showing the provision contemplated to be made for the instruction of the students upto the same standard after the sanction for affiliation is accorded. We beg leave to state that we will employ senior scholars of the Pre-University era or graduates of Calcutta University as Professors of the Institution. We hereby assure the Syndicate that the Institution, if affiliated, will be maintained on the proposed footing for five years, and trust that this assurance will be deemed satisfactory.

We have the honour to be,<br>
Sir,<br>
Your most obedient servants,<br>
Iswar Chandra Sharma<br>
Dwarka Nath Mitter<br>
Krishto Das Pal<br>
(Managers of the Metropolitan Institution).

Calcutta Metropolitan Institution,<br>
The 25th January, 1872.

নিয়মমাফিক চিঠি লিখে বিদ্যাসাগর নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি স্বয়ং ভাইস-চ্যানসেলার মিঃ ঈ. সি. বেইলিকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন। সুদীর্ঘ এই পত্রখানির ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য—যুক্তিনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয়, তথ্যানুগত্য, বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সুদক্ষ শিক্ষা-পরিচালকের শিক্ষাপরিকল্পনার সুস্পষ্ট ছাপ :

My Dear Sir,

I beg to inform you that we have this day sent in our appliation for the affiliation of our Institution to the University for submission to the Syndicate at their meeting of this after-noon. I need hardly repeat that I would not have moved in this matter, did I not feel persuaded that we would have your kind support. Last year I took no action because I could not manage to see you. I do not know how the other members of the Syndicate would feel disposed, but I may mention for your information that one of the managers of the Institution saw Mr. Sutcliffe and also Mr. Atkinson, and the latter told him that although he had objections to the course proposed, still he had made up his mind not to oppose the application. If it should be asked at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior in asmuchas as the instructive staff would consist exclusively of natives, I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches upto the B. A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected

with care and judgement would be found quite competent. But should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language, in which alone English aid might be necessary, we would certainly employ one–our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution and we will spare no means to accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professors. This is a matter, I submit, between the employer and the employee and the affiliation rules, so far as I can understand them, do not require such details. It will be our aim to combine efficiency with economy and as I have spent, I may say, my whole life in managing schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay.

I cannot too earnestly impress upon your mind that we strongly feel the necessity of converting our Institution into a High School. The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitionary to many middle class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them.

The managers of the Institution are myself; Justice Dwarka Nath Mitter and Babu Krishto Das Pal. We are satisfied that the means at our command will be quite sufficient for all the purposes of the Institution. But should any deficiency arise, we will be prepared to supply it from our pockets. I trust our assurance for the maintenance of the Institution on the proposed footing for five years will be deemed satifactory by the Syndicate,

Trusting to be excused for the trouble,

I remain, my dear sir,
Yours sincerely
Iswar Chandra Sharma.

27th January, 1872.

এবারে আর বিশ্ববিদ্যালয় সিনডিকেট আবেদন সরাসরি নাকচ করতে পারলেন না—বিদ্যাসাগর এফ. এ. পর্যন্ত অনুমোদন আদায় করে ছাড়লেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রসারে অংশীদার হতে পারেন নি বলে তাঁর যে আশাভঙ্গ হয়েছিল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মারফত তাঁর সে স্বপ্ন সফল করার সুযোগ পেলেন। ১৮৭৪ সালে ফার্স্ট আর্টসের পরীক্ষাতে ইনস্টিটিউশনের প্রথম আবির্ভাবেই অদ্ভুত সাফল্য। সাফল্যের তালিকাতে প্রেসিডেন্সির পরেই মেট্রোপলিটন দ্বিতীয় স্থান দখল করে। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—Pandit has done wonders—'পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছে'। ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাড়া এদেশীয় অধ্যাপক দিয়ে উচ্চশিক্ষা চলতে পারে না—এই ধারণা বিদ্যাসাগর ভুল প্রমাণ করলেন। সমগ্র দেশে প্রথম বে-সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কলেজ হিসেবে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) এবং তার রূপকার তথা পথিকৃৎ হিসেবে বিদ্যাসাগর অমর হয়ে রইলেন। এ জগতে কেউ সমতালে পা ফেলতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে

একক; আবার কেউ-বা হিসেবনিকেশ লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা না রেখে দ্রুত বেগে এগিয়ে একক। বিদ্যাসাগর ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ—সকল বিষয়েই তিনি একক অগ্রণী; গড্ডালিকায় শামিল হয়ে যুগধর্মের দাস হন নি কখনো।

এফ. এ.-র পর বি. এ.। ১৮৭৯ সালে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটনে বি. এ. পড়াবার অনুমোদন চাইলেন। এবারে আর দয়া নয়, দাবি করলেন পূর্ববর্তী বছরগুলিতে এফ. এ. পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্বের জোরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে—

> "95. Read a letter from Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, praying for the affiliation of the Metroplitan Institution upto B. A. standard. Ordered – That an application be made to Government of India recommending the Governor-General in Council to sanction the affiliation of the Metropolitan Institution upto the standard of the B. A. degree with effect from the 1st January, 1879.
>
> (Minutes of Syndicate, dt. 18.1.1879)

তারপর থেকে অনার্স, এম. এ. এবং ল' পড়াবার অনুমোদন লাভ তো গতানুগতিক ব্যাপার।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত পত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন :

> 'দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের ব্যাপারে সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হল সত্য, তবু আমার বাকি জীবন এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে।'

পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর আমরণ এই জীবনসত্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে মাতৃদেবী ভগবতীর নামে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে 'মৃত্যুর পরে অবসান' এই পণ রক্ষা করে গেছেন। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে যে জনশিক্ষার সূচনা, ১৮৯০ সালে সেই বীরসিংহ গ্রামেই ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মারফত দীর্ঘ ৩৭ বৎসরব্যাপী জনশিক্ষা-আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

শুধু জনশিক্ষা নয়, বঙ্গদেশে বেসরকারি প্রচেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা-প্রসারের পথিকৃৎও ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টার সফল পরিণতি তথা পুষ্টি ঘটে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। পরাধীন ভারতের এমন সব দূরদর্শী শিক্ষানায়ক পথ-প্রদর্শক থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নির্ধারিত হল না—একে জাতীয় দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষে একথা বিশেষ করে মনে পড়ে।

---

**তথ্যসূত্র:**

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, বিদ্যাসাগর (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (বিনয় ঘোষ), বিদ্যাসাগর কলেজ শতবার্ষিকী স্মরণিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট-সিনডিকেট কার্য বিবরণী ইত্যাদি।

মধুস্মৃতি - নগেন্দ্রনাথ সোম, বেথুন সোসাইটি - যোগেশচন্দ্র বাগল, Convocation Address - March, 1907.

(বোধোদয়: এ্যালুমনি এসোসিয়েশন : মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, বড়বাজার শাখা, ১৯৯১-৯২)
চতুরঙ্গ - বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৩ জুলাই ১৯৯১।

# বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

উনিশ শ আটান্ন খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের প্রথম বার্ষিক সভা—যা আজকাল কনভোকেশন বা সমাবর্তন উৎসব বলে পরিচিত। সে দিনের সভার প্রধান আকর্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েটদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে বি. এ. ডিগ্রি দান। অনুষ্ঠানের স্থান কলিকাতা টাউন হল (তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘরবাড়ি ছিল না); সময় সকাল সাড়ে দশটা। এই উৎসব উপলক্ষে তৎকালীন কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজে কেমন ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে সেদিনের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রভাতী সংবাদে—

"আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুতবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুতবাবু যদুগোপাল (?) বসুকে বি. এ. উপাধি প্রদানার্থ অদ্য দিন স্থির হইয়াছে। এই কার্য টৌনহালে অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইবেক। এই জন্য কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কালেজ, হিন্দু কালেজ এবং সংস্কৃত কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য কার্যালয়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ ও এতদ্দেশস্থ কর্মচারী সকল তদ্দর্শনার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও অবগতি হইল যে, সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের উক্ত উপাধিধারীদিগের সহিত বিশেষ বিভেদ থাকিবেক। অর্থাৎ তাহাদের, বেশের এইরূপ বৈচিত্র্য থাকিবেক যে, তাহাদিগকে দর্শনমাত্রই সর্বসাধারণ হইতে চিনিয়া লইতে পারা যাইবেক। অতএব এ বিষয়ে আমাদের যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্ধন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এমন সময়ে বাঙালীদিগের গৌরব বর্ধনার্থ রাজপুরুষদিগের যে এতদূর যত্ন হইয়াছে, ইহা অস্মদাদির পক্ষে অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। ইহাতে সুবিজ্ঞ গভর্নমেন্ট এবং রাজপুরুষদিগকে আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।" (সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয়—১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮/২৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৫)

প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্ধন' নিশ্চয়ই কিঞ্চিদধিক হয়েছিল; কারণ প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁরই পত্রিকার লেখক শ্রেণীভুক্ত।

প্রথম উপাধি বিতরণ সভার মঞ্চশোভার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সেনেট কার্যবিবরণীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে :

1858.] MINUTES OF THE SENATE. 107

**MINUTES**
**OF**
**THE SENATE,**
**FOR THE YEAR 1858.**
**No. 3.**

**The 11th December.**
***Present:***

The Vice-Chancellor.

The Bishop of Calcutta.
The Hon'ble H. Ricketts.
Mr. Beadon,
Dr. Duff, D. D., L L. D.
Dr. Goodeve, M. D.
Dr. Mouat, M.D.
Dr. Thomson, M.D.
Dr. Oldham, L. L. D.

Dr. Grant, M. D.
Mr. Ritchie,
Captain Lees, L L. D.
Baboo Ramapersad Roy.
Mr. Gordon Young,
Pundit Eshwar Chunder Bidyashagur.
Baboo Ram Gopal Ghose.
Mr. Lodge, M. A.
The Revd. J. Ogilvie, M. A.

নির্দিষ্ট সময়ে সভার কাজ শুরু হলে প্রথম ভাইস-চ্যানসেলর জেমস উইলিয়াম কোলভিল সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম এবং বিশেষভাবে সরকারি শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণের শেষাংশে তিনি দুই বছরের শিশু-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন:

> "We are planting a tree of slow growth. The plant is young and tender, and obstructed by weeds and brambles. But it is healthy, and if carefully tended, will, by God's blessings become a goodly tree and overshadow the land." (First Convocation Speech of the first Vice-Chancellor, dated 11.12.1858).

এবং অবশেষে প্রথম দুই স্নাতকের বি. এ. ডিগ্রিতে অভিষেক:

II. The following Candidate Bachelors were presented by he Principal of the Presidency College and admitted to the Degree of Bachelor of Arts :–

Bunkim Chunder Chatterjee, *Presidency College*
Juddoonoth Bose, *Ditto.*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.-পরীক্ষার অনেক নেপথ্য কাহিনী আছে এবং সে নেপথ্য নাটকের অন্যতম কুশীলব বঙ্কিমচন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তার প্রতিষ্ঠা, সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা হয়েছে—

> "...for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments."

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের মতোই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় আড়াই মাসের মধ্যেই তার পরিচালনায় প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয় (৬ এপ্রিল ১৮৫৭)। সে পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ২ মে অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণের ২২ দিনের মাথায়।

এনট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী স্থির করেন যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল থেকে প্রথম বি.এ. পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা এনট্রান্স পাসের সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারবে তাদেরই বি. এ. পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। এবং এই সুযোগ কেবলমাত্র প্রথম তিন বছরের অর্থাৎ ১৮৫৮-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের বি. এ. পরীক্ষার্থীরাই পাবে। এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

> "12. For the first three years after the establishment of the University, the only requirement from candidates for the Degree of B. A. shall be that they produce certificates showing that they have passed the Entrance Examination and are of good moral character."
>
> (Minutes of the Provisional Commitee held on 1.8.1857)

তখন হাতে কয়েক মাস মাত্র সময় বাকি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৩ জন অসম সাহসী ছাত্র প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জন সাধারণ বিভাগের এবং একজন আইন বিভাগের। আইন বিভাগের ছাত্রটি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী সাধারণ বিভাগের ছাত্রদের গড়েপিটে পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে লাগলেন; কিন্তু আইন বিভাগের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সে সুযোগ পেলেন না। তিনি অনন্যমনা হয়ে, বলতে গেলে ঘরে পড়েই নিজেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। প্রথম বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

**English. Greek and Latin**
W. Grapel, Esq., M.A.
Presidency College.

**Sanskrit, Bengali, Hindee and Oorya**
Pundit Isserchunder Bidyasagar
Principal, Sanscrit College.

**History**
E. B. Cowell, Esq., M.A.
Professor, Presidency College.

**Mathematics and Natural Philosophy**
The Revd. T. Smith,
Professor, Free Church Institution.

**Physical Sciences**
H. S. Smith, Esq. , B. A.,
Professor, Civil Engineering College.

**Mental and Moral Sciences**
The Revd. A. Duff. D. D.
(University of Calcutta, Minutes for the year 1857. p. 125)

৫ এপ্রিল ১৮৫৮ পরীক্ষা শুরু হয়ে ৬ দিনে ৬টি বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৩ জন পরীক্ষা আরম্ভের আগে বা শেষ না করেই রণে ভঙ্গ দেয়। বাকি ১০ জন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে। ১৮ এপ্রিল ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু ফল হল বিপর্যয়কর। একটি ছাত্রও বি. এ. পরীক্ষায় পাস করতে পারল না।

বলা বাহুল্য প্রথম বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোন কোন বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। একে তো ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্রথম বি. এ. পরীক্ষা; পরীক্ষার বিষয়বস্তু মাতৃভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য বাদে সবই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানভিত্তিক; বিদ্যাসাগর ব্যতীত প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকবৃন্দ সবাই বিদেশী বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি; পড়াশোনার জন্য ছাত্রগণ কয় মাস মাত্র সময় হাতে পায়; রীতিমতো কোনও পঠনপাঠন হয়নি, আর বি. এ. পরীক্ষার মান এবং প্রশ্নপত্রের ধরন সম্পর্কে ছাত্রদের কোন আগাম ধারণাও ছিল না। তদুপরি সিণ্ডিকেট পরীক্ষার মান বজায় রাখবার জন্য খাতা দেখার সময় পরীক্ষার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যাচাই করতে পরীক্ষকদের প্রতি নিম্নোক্ত ফরমান জারি করে:

> "That with reference to the Degree of B.A., the examiners be instructed that while the standard will be very considerably higher and the number of marks to be obtained in each subject greater

than that for Entrance, the Vice-Chancellor and Senate leave it to the discretion of the Board of Examiners to say that proportion of marks should be demanded in order to show that a candidate possesses that competent, that special, or that competent knowledge of several subjects in the absence of which no candidate can be approved."

(Resolution no. 2 on item no. 7 of the Minutes of the Provisional Committee held on 28.11.1857.)

সুতরাং এত সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কেউই পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি। কিন্তু তার মধ্যে দুটি ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন যদিও ৬ষ্ঠ বিষয়ে তারা অনধিক ৭ নম্বর কম পেয়ে অকৃতকার্য হন। পরীক্ষকমণ্ডলী সিণ্ডিকেটের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দানকালে সুপারিশ করেন যে ঐ দুইজন ছাত্রকে যেন ৬ষ্ঠ বিষয়ে অনধিক ৭ নম্বর অনুগ্রহ নম্বর (গ্রেস মার্ক) দিয়ে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। এই বিষয়ে সিণ্ডিকেটসভার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য:

**MINUTES**
**OF**
**THE SYNDICATE,**
**FOR THE YEAR 1858.**
**No. 4.**

**24th April.**
***Present:***

The Vice-Chancellor.

| | |
|---|---|
| Mr. Beadon. | Dr. Duff. |
| Mr. Ritchie. | Mr. Young. |

Dr. Grant.

3. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 Candidates for the degree of B.A, three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the sceond division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

Resolved:–

That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B.A.

(২)

যা হোক, পরীক্ষা শেষ হল, ফলও প্রকাশিত হল। যাঁরা ডিগ্রি পাবার তাঁরা ডিগ্রি পেলেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফলের জের আজও চলছে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে। পূর্বোদ্ধৃত সমাবর্তন সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে ডিগ্রি দানের জন্য আহূত সেনেট সভায় বাংলাসাহিত্যের দুই মহানায়ক—একজন পূর্ণ প্রস্ফুটিত অপরজন স্ফুটনোম্মুখ—পরস্পর মুখোমুখি আসীন। একজন ধুতি চটি চাদর নিয়ে মঞ্চে বিদেশী বিজাতি শাসককুলের মাঝে পরাধীন জাতির একমাত্র বিজয় ডঙ্কা বিদ্যাসাগর; মাত্র ৩৮ দিন আগে ৫০০ টাকার সরকারী চাকরি হেলায় ত্যাগ করে এসেছেন। আর মঞ্চের একেবারে সামনে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত সে দিনের প্রধান আকর্ষণ বিংশতি বৎসর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র—যিনি বি. এ. পাসের মাত্র ১২৫ দিন পরেই সরকারী কর্মে প্রবিষ্ট হয়েছেন। যখন তিনি ডিগ্রি নিতে এলেন তখন তিনি "ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কলেক্টর অফ যশোহর।" যদিও উভয়ের মধ্যে এই প্রথম অ-বাক সাক্ষাৎকার, তবু বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন—তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচয় থাক বা না থাক। আর বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবেননি যে মাত্র ৭ বছর পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করে ঐ ডিগ্রিধারী ডেপুটি বাংলাসাহিত্যের বাল্যদশা কাটিয়ে এক লাফে যৌবনের দোরগোড়ায় হাজির করবে।

যা হোক, উভয়ের মধ্যে দূর-দর্শনের কয়েক বছর পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে মাঝে মাঝে মিঠেকড়া মন্তব্য করেছেন—যদিও বিদ্যাসাগর বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে লিখিতভাবে কোথাও কোন মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই। এবং তারই সূত্র ধরে কোন কোন মহলের মত এই যে, "বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন।" (সাগর ও সম্রাট—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দেশ, ২৬-৪-১৯৮০) আর এই বিরূপতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন, বি. এ. পরীক্ষায় "বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁকে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানো হয়। আর বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

"যিনি পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা এবং সাহিত্যজগতের কর্ণধার, তিনি তাঁর এই লাঞ্ছনার কথা কোনদিনই ভুলতে পারেননি। তাই সীতার বনবাসকে তিনি যেমন কান্নার জোলাপ বলে বর্ণনা করেছেন, বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভাকে খর্ব করার জন্য তেমনি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করে গিয়েছেন।" (সন্তোষকুমার অধিকারী—চিঠিপত্র, দেশ, ১৪-৬-৮০)

বঙ্কিমচন্দ্র বি. এ.-তে বাংলায় ফেল করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের হাতেই ফেল করেন—এইরকম একটা ভাসা ভাসা ধারণা দীর্ঘকাল ধরে জনমানসে বাসা করে আছে। যদিও তার সমর্থনে কোন তথ্যনির্ভর সাক্ষ্যপ্রমাণ এযাবৎ কেউ উত্থাপন করেননি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কারও কাছে মুখ ফুটে এই কথা বলেছেন জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর, বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যসঙ্গীরা অনেকেই তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে বই লিখেছেন, স্মৃতিচয়ন করেছেন; কিন্তু কেউ কোথাও ঘুণাক্ষরে তাঁর ছাত্র-জীবনের চরম সাফল্যের মসৃণ পথে ক্ষুদ্র কণ্টকটি সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি।

সিণ্ডিকেট কার্যবিবরণীতে (২৪ এপ্রিল, ১৮৫৮) দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ষষ্ঠ বিষয়ে অকৃতকার্য হন। এখন এই ষষ্ঠ বিষয়টি কোন্ বিষয় তার নাম জানতে পারলেই সমস্যার সহজ সমাধান হয়। অথচ ষষ্ঠ বিষয়ের নাম যেমন কার্যবিবরণীতে নেই, তেমনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল পুস্তক (রেজাল্ট বুক) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে উধাও (১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সকল পরীক্ষার ফলাফল সমেত)। ফলে

পরীক্ষণীয় বিষয়গুলির নাম জানবার মূল সূত্রই বিচ্ছিন্ন। তবে ১৮৬০ সালের বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বইতে বিষয়বিন্যাস দেখা গেছে নিম্নরূপ (প্রথম বি. এ. পরীক্ষাতেও অনুরূপ বিষয়বস্তু পাঠ্য ছিল):

1. English
2. Vernacular
3. Mathematics & Natural Philosophy
4. History
5. Physical Science
6. Mental & Moral Sciences

এখন উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি ১ থেকে ৫ এই পাঁচটি বিষয়ে পাস করে থাকেন, তা হলে ষষ্ঠ বিষয় অর্থাৎ মেন্টাল অ্যান্ড মরাল সায়েন্স-এ তিনি ফেল করেছেন। আর যদি ছয়টি বিষয়ের মধ্যে যে কোনও পাঁচটিতে পাশ করে ষষ্ঠ বিষয়ে ফেল করেন, তা হলে বিফলকাম বিষয়টি বাংলাও হতে পারে, বা অন্য পাঁচটির যে কোনওটি হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম স্থানাধিকারী। হুগলি কলেজ থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি বৃত্তি পান। পরে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান দখল করে বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হন। সে পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নপত্র ছিল নিম্নরূপ:—

**Examination Papers, 1858, Bachelor of Arts**
**Tuesday, April 6th Morning 10 to 1½ Bengali**
**Examiner, –Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.**
**Mohabharat**

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়, হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত, সর্বত্র গমন মনোজব॥
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য অমর অসুর পূজ্য, চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম, ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা শ্রবণ কুণ্ডল উল্লাসিত॥
মুখে হরি নাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে, গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন, উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যাস্তে ধর্মসূত, সহোদরগণ যুত, প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধ উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া, বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে, কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম, ধন উপার্জন ধর্ম, নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, এসবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ, কার্য্যে না কি রাখ মুখ্যগণ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূলে কিন কত, না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যুত, ভয়ে কি শরণাগত, দুঃখত না পায় কোন জনা॥

বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক।
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা, সবে অনুগতত তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত, পূর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার।
প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য উপচয়, পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ।।

Answer the following questions–

1. সর্বত্র গমন মনোজব—এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে সমাস আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যে দুই শব্দে সমাস হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।
2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম—ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
3. পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
4. বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—বারিজ নয়ন যুগে এই স্কুলে বারিজ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দে ঐ অর্থ বুঝায় কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শব্দের কি রূপে অন্বয় হইবেক? নারদের নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?
5. শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্জ্বল অনল দীপ্তকায়—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমাস আছে বল? এবং যে কয়েকটী শব্দ আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থ লিখ।
6. পরিধান কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্দ কি দুই শব্দ? যদি দুই শব্দ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই দুই শব্দে কি সমাস আছে, এবং সমাস হইয়া দুই শব্দের কি অবয়ব পরিবর্ত্তন হইয়াছ বল?
7. দেখিয়া নারদ ঋষি যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে—এই স্থলে ঋষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে? ততক্ষণে এই পদের অর্থ কি?
8. আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত—ধর্মসুত শব্দে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে? এই শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন?
9. সুগন্ধি উদক দিয়া—এ স্থলে 'দিয়া' ক্রিয়াপদ কি না?
10. যথা শিষ্ট ব্যবহার—এই অংশের অর্থ কি?
11. কার্যে না কি রাখ মুখ্যগণ—ইহার অর্থ লিখ।
12. তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত—ইহার অর্থ কি? আর শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল? এবং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।
13. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক—দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
14. অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
15. প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ—ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ।

বঙ্কিমচন্দ্র স্কুলে পাঠরত অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক কবিতা লিখে প্রথম হয়ে রংপুরের জমিদারদের প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। এন্ট্রান্স পাসের কয়েক বছর আগে থেকেই সংবাদ প্রভাকরে সাহিত্যসাধনায় লিপ্ত হন।

সুতরাং পাঠ্যজীবনে সর্বত্র সফলকাম "বঙ্কিম কোন মতেই বাংলায় ফেল করতে পারেন না। তাব কারণ সেবার বাংলার পাঠ্যবিষয় ছিল যেমন সহজ, প্রশ্নপত্রও হয়েছিল তেমনই সহজ। বাংলার পাঠ্য ছিল—বত্রিশসিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা ও মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব।" (বঙ্কিমচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়)

প্রথম বি. এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রের অংশবিশেষের হুবহু নকল তো এই প্রবন্ধের সঙ্গেই দেওয়া হল।

বাংলা প্রশ্নপত্র থেকে দেখা যায় যে বি. এ. পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল ১৮৫৮ মঙ্গলবার দুই ভাগে বাংলা পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল সকাল ১০টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত প্রথমার্ধ; আর ২টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধ। মাঝখানে আধঘণ্টার বিরতি। প্রথমার্ধের প্রশ্নপত্রে দুটি মূল প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি মহাভারতের সভাপর্ব থেকে প্রদত্ত "পাণ্ডব রাজসভায় মহর্ষি নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান" শীর্ষক কাহিনী থেকে ১৩টি ত্রিপদী শ্লোক উদ্ধৃত করে তার উপর ১৫টি ছোট ছোট প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক তাদের ভাবগত ও ব্যাকরণগত উত্তর চাওয়া হয়েছে।

প্রথমার্ধের দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছিল "পুরুষ পরীক্ষা" থেকে। এখানে একটি ছোট কাহিনী উদ্ধৃত করে ঐ কাহিনীর উপর তিনটি ছোট প্রশ্ন করে অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় বিদ্যাসাগর দুটি ক্ষেত্রেই জবাবের সূত্রসন্ধান ছাত্রদের চোখের সামনেই তুলে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রশ্নপত্রে দেখা যাচ্ছে মোট দুটি প্রশ্ন—দুটিই অনুবাদ; একটি বাংলা থেকে ইংরেজিতে, অপরটি ইংরেজি থেকে বংলায়। এর দ্বারা বিদ্যাসাগর যেন একজন হবু গ্র্যাজুয়েটের মাতৃভাষা ও রাজভাষায় জ্ঞানের বহর পরীক্ষা করতেই চাইছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য প্রদত্ত অংশটি বিদ্যাসাগরেরই রচিত "শকুন্তলা" গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। বিদ্যাসাগর অন্যতম পাঠ্যপুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে কোনও প্রশ্ন দেননি।

প্রশ্নোত্তর দেবার জন্য প্রতি অর্ধে নির্দিষ্ট ছিল সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়।

ইংরেজি ভাষায় অসামান্য দখল এবং বাংলা ভাষাতেও যথেষ্ট পাকা হাত বঙ্কিমচন্দ্র উপরি উদ্ধৃত সহজ বাংলা প্রশ্নপত্রে ফেল করার মতো সাধারণ ছাত্র ছিলেন না নিশ্চয়ই। বিশেষ তার সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও নেই। সুতরাং বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রে আদৌ যদি কোন বিরূপতা থেকে থাকে তার কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। তা অবশ্যই উভয়ের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যবিষয়ক পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনসঞ্জাত। সেটা মতাদর্শগত মতদ্বৈধ, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়। তার সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষা ফেলের কোনও যোগাযোগ ছিল না। বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় কোনও ঘাটতি ছিল না কখনো।

(দেশ, ২৫ জুন ১৯৮৮)

# ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি দ্বন্দ্ব

উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে যে কয়জন মনীষী জ্ঞানবিজ্ঞানে এ দেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করার মানসে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁদের অন্যতম। এঁদের অনেকের পেছনেই পারিবারিক ঐতিহ্য কিংবা বংশগত ঐশ্বর্যের প্রভাব ছিল না। শুধুমাত্র প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা, নিষ্ঠা, সততা, সমাজের মঙ্গল চিন্তা এবং দেশানুরাগই ছিল তাঁদের চলার পথের পাথেয় এবং এসব গুণাবলী সম্বল করেই তাঁরা সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কোনো সৎ সামাজিক কর্মানুষ্ঠানে হাত দিয়েও সাফল্যের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

'বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙালীগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিরল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙালীই দেখাইতে পারিয়াছেন; এরূপ সাহস ও জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ। ... তাঁহার নাম নব্যবঙ্গে শিক্ষা-গুরুদিগের মধ্যে গণনীয়।'

অতি অল্প বয়সে মহেন্দ্রলাল তাঁর পিতামাতাকে হারান। তখন দয়ালু অথচ দরিদ্র মাতুলেরা তাঁর পড়াশোনার ভার গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি মহামতি ডেভিড হেয়ার সাহেবের আনুকূল্যও লাভ করেন। আস্তে আস্তে তাঁর মেধা ও প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। হেয়ার স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং 1854 সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করেন। এ সময় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে। কিন্তু হিন্দু কলেজে তখনো বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দু কলেজে 'পাঠকালীন তাঁর মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে অঙ্কের অধ্যাপক প্রিন্সিপাল সাটক্লিফ এবং দর্শনের অধ্যাপক জোন্‌স তাঁকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।' কিন্তু কলেজের শিক্ষা সমাপন না করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাটক্লিফ ও জোন্‌স সাহেব মহেন্দ্রলালকে অন্তত আরো এক বছর কলেজে পড়ার জন্য চাপাচাপি করেছিলেন। সেখানে পড়লে তিনি সিনিয়র বৃত্তিও পেতেন। 'কিন্তু মহেন্দ্রলাল তখন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি বৃত্তির লোভ ছেড়ে মেডিকেল কলেজে ঢোকা সাব্যস্ত করলেন।'

মহেন্দ্রলাল 1854 সালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং 1859/60 সালে এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। তিনি হিন্দু স্কুল থেকে বি এ পরীক্ষা পাস না করে মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন বলে এম বি ডিগ্রি পেলেন না। যা হোক, কলেজ থেকে বেরিয়েই তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 'বহুদর্শিতা ও প্রতিভার গুণে' অচিরকালের মধ্যে শহরের একজন সফল ও খ্যাতনামা চিকিৎসক বলে পরিচিত হন। কিন্তু তাতে ডা. সরকারের অধ্যয়ন ও গবেষণা স্পৃহা নিবৃত্ত হয়নি। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি (এম.ডি.) লাভের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। যেহেতু উক্ত পরীক্ষার জন্য শিক্ষাগত দিক থেকে তিনি কিঞ্চিৎ খাটো ছিলেন (অর্থাৎ বি এ পাস করেননি) তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন, 'স্পেশাল কেস' হিসাবে বিবেচনা করে তাঁকে যেন এম. ডি. পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়।

> 48. Read an application from Baboo Mohendro Lall Sircar, a senior Medical Scholar of 1861 and formerly a Senior Scholarship holder of the Presidency College, praying that his Senior Scholarship Certificate may be received in place of the B. A. Degree diploma, as a qualification enabling him to proceed to the examiniation for the Degree of Doctor of Medicine.

কিন্তু সিণ্ডিকেট মহেন্দ্রলালের আবেদনের উপর তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সিন্ডিকেটের যে সাব-কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবিধি নিয়ে বিচারবিবেচনা করছে, তাদের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টির বিবেচনা স্থগিত রাখল—

> Resolved—
> That the consideration of Baboo Mohendro Lall Sircar's letter be postponed until the Sub-Committee of the Syndicate have reported on the University Regulations. (Syndicate, 25.8.1862)

মাস ছয়েক গত হবার পর মহেন্দ্রলাল আবার সিন্ডিকেটের দ্বারস্থ হলেন এবং তাঁর আবেদনের উপর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন—

> 110. With reference to para 48 of the Minutes, Vol. VI. read a letter from Baboo Mohendro Lall Sircar requesting the attention of the Syndicate to his former letter and praying that as his case is a very singular one, his prayer may be granted as a special act of favor.

এখন সিণ্ডিকেট পড়েছে দোটানায়। ডাঃ সরকার এমন একটি বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, যার কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত বা নজির নেই। কিন্তু ওই অল্প বয়সেই চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ তাঁর আবেদন সরাসরি নাকচও করতে পারলেন না। অতএব বিশেষ পরিস্থিতিতে বেনজির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে এম. ডি. পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হল—

> Resolved—
> That in consideration of the very special circumstances of this case which appear to be altogether an exceptional one that cannot occur again, the Syndicate grant the prayer of the petition.
> (Syndicate, 18.2.1863)

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে তো অনুমতি আদায় করা গেল। এবার পরীক্ষার পালা। যথাসময়ে মহেন্দ্রলাল পরীক্ষায় বসলেন। সে বছর আরো একজন এম. ডি. পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর নাম জগবন্ধু বোস। এঁদের দুজনের পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে পরীক্ষকগণ সিণ্ডিকেটের কাছে নিম্নরূপ রিপোর্ট দিলেন—

Sir, –We have the honor to report that the two gentlemen, whose names are noted in the margin* have presented themselves and have been most carefully examined, for the Degree of Doctor of Medicine in the subjects of Surgery and Ophthalmic surgery, Medicine and Midwifery. Baboo Juggobundoo Bose has also been examined in Mental and Moral Philosophy, from which examination, Baboo Mohendro Lall Sircar was exempted by resolution of the Syndicate.

* Boboo Juggobundoo Bose,
Baboo Mohendro Lall Sircar

Both have passed with fair credit but without such distinction as would justify us in ranging either in the First Division.

We are of opinion that the appearance of Baboo Mohendro Lall Sircar has been such as to entitle him to stand above Baboo Juggobundoo Bose in order of merit.

**J. Fayeer, M. D.**
*Examiner in Surgery and Ophthalmic Surgery.*

**S. B. Partridge,**
*Examiner in Mental and Moral Philosophy.*

**Norman Chevers, M. D.**
*Examiner in Medicine and Midwifery.*

পরীক্ষকদের সুপারিশ গ্রহণ করে সিণ্ডিকেট দুজন পরীক্ষার্থীকে 'Doctor of Medicine' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করল এবং তাদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হল।

Resolved—
That the reports of the Examiners be confirmed and the names of the successful candidates gazetted. (Syndicate, 30.5.1863)

যা হোক, 1863 সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বোচ্চ এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই দ্বিতীয় এম. ডি.। তার আগে 1861 সালে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে প্রথম ওই ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। অনতিকাল মধ্যে ডাঃ সরকারের মানসম্ভ্রম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম যশ সকলের মুখে মুখে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার গ্র্যাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে Medicine and Midwifery'-র অধ্যাপক ডাঃ নরম্যান চেবার্স-এর লিখিত পত্রের উপর বড়লাট লর্ড ক্যানিং মনে হয় কোনো প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবাদী চরিত্র মহেন্দ্রলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন, তাঁরা যেন ভারতীয় ডাক্তার গ্র্যাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা স্থির করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে সরকারের দ্বারস্থ হতে অস্বীকার করে:

9. Read a letter from Baboo Mohendro Lall Sircar complaining Lord Canning's decision on Dr. Chever's letter about the social status of Doctor Graduates in India and desiring that the position of Graduates of the University might be defined.

Resolved—
That the applicant be informed that the Syndicate are not prepared to ask Government to define the social position of their Graduates. (30.5.1863)

এ কথা বোধহয় সবারই জানা আছে যে, এ দেশে সুষ্ঠুভাবে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য 1824 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম 'মেডিকেল স্কুল' স্থাপিত হয়। তারপর 1835 খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাইশ বছর আগে। প্রায় একই সময় এ দেশে হোমিওপ্যাথি প্রথায় চিকিৎসা ব্যবস্থারও শুরু। দুটোই বিদেশি শিক্ষা ও শাসনের অবদান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে দুটো চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবক্তাদের মধ্যে বাদানুবাদের সূচনা। এবং ঘটনাচক্রে ডাক্তার সরকারও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অনতিকাল মধ্যে তাঁর জীবনের গতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সংক্ষেপে সে কাহিনী নিম্নরূপ।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ডাঃ সরকারের পসার ক্রমবর্ধমান। 1863 সালে ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর (সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী) উদ্যোগে কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হয়। সে-সময়কার বড় বড় ইংরেজ ও দেশিয় চিকিৎসকগণ মিলে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে ডাক্তার সরকারও সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বাগ্মিতা ও চিন্তাভাবনার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ হন। তিনি সভার উদ্যোগীদের এবং সেক্রেটারিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিন বছর পর তিনি সংস্থার সহ-সভাপতি পদে বৃত হন।

'ঐ দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কীর্তন করেন।' 'মহেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতায় হোমিওপ্যাথির উপর কটাক্ষ হানলেন এবং এই চিকিৎসাপদ্ধতিকে 'হাতুড়ে চিকিৎসা' বলে বর্ণনা করলেন।'

'সেই বাক্যগুলি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তাঁহার পূর্বেই পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই রাজাবাবু ঐ উক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই বিচার বহুদিন চলিতে থাকে। ক্রমে আর এক ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। একজন বন্ধু (Morgan) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত Philosophy of Homeopathy নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিবার জন্য ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। ঐ সমালোচনা 'Indian Field' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার কথা থাকে। কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্বকপাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার সরকার তম্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনা মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে, কার্যতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কর্তব্য নহে। সুতরাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিৎসা কার্য্য দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হানিম্যানের অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তি-সঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল। এই পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে তাঁহারা 1866 সালে উপনীত হইলেন।'

ডাঃ সরকার 'কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিজে তৈরি করে রোগীদের উপরে তা প্রয়োগ করে তারও প্রতিক্রিয়া দেখলেন। এইভাবে পরীক্ষা করার পর মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতিকে শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলেই মেনে নিলেন না, এই চিকিৎসাপদ্ধতিকে নিজে গ্রহণ করতে মনস্থির করলেন। 1867 খ্রিস্টাব্দের 16 ফেব্রুয়ারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় (যখন তিনি ওই সভার সহ-সভাপতি) একটি বক্তৃতা দিলেন যার বিষয়বস্তু ছিল 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে তথাকথিত অনিশ্চয়তা, এবং রোগ ও তার ওষুধের সম্পর্ক সম্বন্ধে' (On the supposed uncertainty in medical sciences and the relationship between diseases and their remedial agents)। এতে তিনি হোমিওপ্যাথির মূলনীতির অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন। মিটিং-এ ঝড় উঠল এবং মহেন্দ্রলাল সেদিন থেকেই যেন একঘরে হয়ে গেলেন।'

কিন্তু ডাঃ সবকার দমবার পাত্র নন। তিনি চিরদিন সত্যানুসন্ধানী। যুক্তিতর্ক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও গবেষণায় যা তিনি সত্য ও শাশ্বত বলে মনে করতেন, তা থেকে তাঁকে হটানো যেত না। সে-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতি বা আত্মস্বার্থ বিনাশের কথা তিনি মনে স্থান দিতেন না।

1867 সালের 16ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল্ এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার সরকার 'চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দিষ্টতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন করিয়া হানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া গেলেন: ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 'ডাক্তার সরকার। ডাক্তার সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে দেব' পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী সভাপতি থাকা দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্তী প্রভৃতি ঐ রূপ মতে সায় দিলেন। সভা মধ্যে আগ্নেয়গিরির উদ্গৎপাতের ন্যায় সভ্যগণের ক্রোধ-চিহ্ন প্রজ্জ্বলিত হইল।

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়িতে আসিয়া বলিলেন, 'আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে।' ওদিকে সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এই বার্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদপত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটী হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। পর বৎসরেই তাঁহার Calcutta Journal of Medicine বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই; যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন;—"I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth—অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।" তাঁহার ভূতপূর্ব প্রোফেসারদিগের অনেকে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিভাবে সমুদয় কটূক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ 1867 সালে মার্চ মাসে মুদ্রিত তাঁহার ঐ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন—

> Whatever may now have become the differences between my venerable preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back with ecstasy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquence, pregnant with the words of science.

আবার ওই ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন—

> Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stonger; every one's arm

> seems to be raised against me; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus who certainly speaks as man never spake, that as beings, instinct with reason, and made in the image of our creator, "we must not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God."

'ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হতেও তিনি বিতাড়িত হলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর রোগীরা, তাঁর প্রাচীন শিক্ষক ঠাকুরদাস দে প্রমুখ সকলেই তাঁকে এই হঠকারিতা (অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করা) হতে বিরত হতে বললেন। কিন্তু তিনি যেটিকে ঠিক ও সত্য বলে মনে করেছিলেন, তাতে অনড় হয়ে রইলেন। শুধু তাই নয়, যে শাস্ত্রে তিনি 'জনকল্যাণের বীজ' দেখেছেন, তার প্রচারের জন্য তিনি ব্যাগ্র হলেন। কিন্তু প্রচার করবেন কীভাবে? তখন এ দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের একমাত্র পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট' অ্যালোপ্যাথি মতের হওয়ায় তাতে হোমিওপ্যাথির প্রচার সম্ভব ছিল না। সেজন্য তিনি 1868 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে নিজের সম্পাদনায় 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' নামে নতুন মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন। পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় 'Our Creed' বা 'আমাদের মতবাদ'-এ লিখলেন, 'যেমন ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস বর্তমান, চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরকম। কোনো এক ধরনের চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই বিভেদকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়।' 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট' যদিও 'আমাদের ধর্ম' সম্পাদকীয়ের সঙ্গে একমত ছিল না, তবু ডাক্তার সরকার যে মনোভাব ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে একক প্রচেষ্টায় 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' আরম্ভ করেছেন তার প্রশংসা করে একটি সম্পাদকীয় বার করেছিলেন। মহেন্দ্রলালের পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হোমিওপ্যাথির প্রসার এবং এই শাস্ত্রের আরও উন্নতি করা...."

ইতিমধ্যে 1871 সালে ডাঃ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' (সেনেট সদস্য) মনোনীত হন। এবং ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস শাখার সঙ্গে যুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি. কে মেডিসিন শাখার সঙ্গে যুক্ত না করে আর্টস শাখার সঙ্গে যুক্ত করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রূপান্তরই তার কারণ কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগে পারে না।

'তবে ডাঃ সরকার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার সম্পাদকীয়তে অন্যান্য নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন সরকারি (অ্যালোপ্যাথ) ডাক্তারদের মাহিনা বৃদ্ধি, কবিরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, হিন্দুদের গঙ্গাযাত্রা বা অন্তর্জলির জন্য গঙ্গার ধারে উন্নততর ব্যবস্থা করা, কলকাতার ময়লা ও আবর্জনা ধ্বংস করার অন্য প্রণালী গ্রহণ করা প্রভৃতি।' আমরা পরে দেখতে পাব যে, মহেন্দ্রলাল শুধু ডাক্তার হিসাবে নয়, কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও সমাজসেবী হিসাবে গণ্য হয়ে বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর চিন্তাধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত এবং সেই সব চিন্তাধারাকে রূপ দিতেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। অবশ্য বেশির ভাগ প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেই হত এবং এতে কিছু কিছু বিদেশি লেখকের লেখাও থাকত।'

এদিকে ডাঃ সরকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যত পসার বাড়ছে, ততই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচারে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি নেই এতটুকু। হোমিওপ্যাথির সপক্ষে সওয়াল করতে করতে তিনি এ দেশে বিজ্ঞানচর্চার অপ্রতুলতা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। 'অ্যালোপ্যাথির উপর বিশ্বাস হারালেও সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট ছিল।'

1878 সালে আবার যখন ফ্যাকাল্টিগুলি পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠল, তখন সেনেট, খুব সম্ভবত ডাঃ সরকারের একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথির ছাত্র হয়েও হোমিওপ্যাথিতে পারদর্শিতার কথা বিবেচনা করে তাঁকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে সদস্যভুক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সব সদস্যরা রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা অ্যালোপ্যাথিত্যাগী একজন হোমিওপ্যাথের সঙ্গে কিছুতেই এক বৈঠকে বসবেন না। সেদিনের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সভার পূর্ণ বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হল।

## MINUTES OF THE FACULTY OF MEDICINE
### FOR THE YEAR 1878-79
### No. 1
### THE 15TH MAY
### Present:

Dr. T. E. Charles, President, in the Chair.

Dr. S. B. Partridge
Dr. A. J. Payne
Dr. W. K. Waller
Dr. J. Anderson
Dr. K. Mcleod
Dr. H. Cahley
Dr. T. Lewis
Dr. D. D. Cunningham
Munshi Tamiz Khan, Khan Bahadoor.

4. The Faculty met to consider the recent appointment of Dr. Mahendralal Sircar to the Faculty of Medicine.

The following resolution was carried unanimously:

In consequence of the addition of Dr. Mahendralal Sircar's name to the Faculty of Medicine by a resolution of the Senate passed at their meeting on the 27th April, the Faculty regret exceedingly that they are compelled to point out to the Syndicate that they are unable to associate themselves as a Faculty of Medicine with a member who professes and practises Homoeopathy, an inability of which probably the Senate were not aware when the nomination was made; they trust, therefore, that the Syndicate may be able to remove the present difficulty by the transfer of Dr. Mahendralal Sircar's name to another Faculty, or in some other manner.

মেডিকেল ফ্যাকাল্টির এই অভিমত জানার পর সিণ্ডিকেট পুরো ব্যাপারটা সেনেটের গোচরীভূত করে এবং ডাঃ সরকারের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সরকারের কাছ থেকেও এক দীর্ঘ চিঠি পায়। সে চিঠিখানাও সভায় পেশ করা হয়েছে। ডাঃ সরকার সে চিঠিতে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দ্বন্দ্বের কারণ সব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। দীর্ঘ হলেও পূর্ণ চিঠিখানা উদ্ধৃতিযোগ্য।

## MINUTES OF THE SENATE
### FOR THE YEAR 1878-79
### No. 2
### THE 13TH JULY
### PRESENT :

THE HON'BLE THE VICE-CHANCELLOR, IN THE CHAIR.

The Hon'ble Chief Justice
Rev. Dr. K. M. Banerjea
Baboo Annadaprasad Banerjee
Mr. O. C. Dutt.

| | |
|---|---|
| Dr. S. B. Partridor | Hon'ble Romeschunder Mitter. |
| Maulvi Abdool Lateef, Khan Bahadoor | Dr. J. F. Bratson. |
| Dr. Rajendralal Mitra, Rai Bahadoor | Hon'ble B. J. O'kinealy |
| The Hon'ble Louis S. Jackson | Dr. T. E. Charles H. Cayley |
| Rai Jaggadananda Mookerjee, Bahadoor | Maharaja Jotendromohun Tagore |
| Dr. A.J. Payne | Mr. B. Leslie |
| Dr. Charles Palmer | Dr. D. D. Cunningham. |
| Dr. W. K. Waller | Hon'ble Amir Ali. |
| Dr. W. J. Palmer | Mr. A. W. Garrett. |
| Mr. H. Bell | Pandit Maheschandra Nayaratna. |
| Rai Kanailal De Bahadoor | Rev. Father Lafont |
| Colonel J. F. Tennant | Baboo Kalicharan Banerjee |
| Major H. S. Jarrett | Hon'ble G. H. P. Evans. |
| Dr. Geo. King | Hon'ble Mohinimohan Roy. |
| Dr. J. Anderson | Mr. W. C. Bonnerjee |
| Munshi Tamiz Khan, Khan Bahadoor | Dr. Sowrindromohun Tagore. |
| Baboo Gourdas Bysak | Revd. J. Robertson. |
| Dr. K. Mcleod . | Mr. A. Pedler. |
| Mr. A. S. Philips. | Rs. a. E. Gough. |

23. The Senate met by the recommendation of the Syndicate to reconsider the appointment of Dr. Mahendralal Sircar to the Faculty of Medicine.

The Vice-Chancellor, with the permission of the Senate, read the following letter which Dr. Mahendralal Sircar had addressed to the Registrar on the question now before the Senate :

"I have the honor to request you will be pleased to do me the favor to lay before the Senate at their meeting this evening. The following observations relative to the object for which the meeting has been called:

"The Senate did me the honor to appoint me a member of the Faculty of Medicine by a resolution, carried *nem. con.*, at their meeting held on the 27th April last. Scarcely two months and a half have elapsed when they are invited by the Syndicate to re-consider that resolution. The Syndicate do not give any reason for their proposition, and I presume, they have done so at the instance of the Faculty of Medicine, who met on the 15th May last and passed the following resolution unanimously :

'In consequence of the addition of Dr. Mahendralal Sircar's name to the Faculty of Medicine by a resolution of the Senate passed at their late meeting on the 27th April, the Faculty regret exceedingly that they are compelled to point out to the Syndicate that they are unable to associate themselves as a Faculty of Medicine with a member who professes and practices homoeopathy; an inability of which probably the Senate were not aware when the nomination was made. They trust, therefore, that the Syndicate may be able to remove the present difficulty by the transfer of Dr. Mahendra Lal Sircar's name to another Faculty, or in some other manner.'

"My profession and practice of homoeopathy have been no secret. I first openly and publicly declared my faith in homoeopathy at the 4th annual meeting of the Bengal Branch of the British Medical Association held on the 16th February 1867. I started a monthly journal, under the title of the *Calcutta Journal of Medicine,* in January 1868. The Journal exists, and I have been giving out my opinions and views on medicine in its pages month after month since its commencement. Neither, therefore, the Viceroy and Governor General who did me the honor to appoint me a Fellow of the Calcutta University, nor the Univerisity who did me the honor, eight years after that appointment, to elect me a member of their Faculty of Medicine, could have been unaware of my medical creed. Whether they were unaware of the 'inability' therein involved, the honorable members of the Senate can only say.

"The Faculty object to my profession and practice of homoeopathy. As men of science they should have been more accurate in their language, especially when they sat to condemn a professional brother. They should have stated clearly if they objected in *toto* and absolutely to any profession and practice of homoepathy, or if they objected to its profession and practice beyond a certain extent. They should not have rested satisfied with stating their objection qualitatively only, but they should have stated it quantitatively also.

'That I am not making a frivolous and hair-splitting distinction would be obvious on the slighest consideration. If the Faculty of Medicine object unqualifiedly and absolutely to any profession and practice of homoeopathy, irrespective of the quality and quantity of that profession and practice, then they should object in the same unqualified and absolute manner to the teaching of the great father of medicine himself; for Hippocrates laid it down that 'diseases are sometimes cured by contraries, sometimes by similars, and sometimes by medicines which have neither similitude nor antagonism.'

'And then what would they have said to Hufeland, the leader of the profession in his day,—Hufeland, who, while utterly rejecting homoeopathy, 'as the universal principle of the whole art of medicine,' and believing that 'as such, in its first crude form, it would be the grave of science and of humanity too,' had the candour and the courage to say that 'homoeopathy is worthy of consideration and is not to be rejected, but to be made use of as a peculiar method of treatment, subsidiary to the higher principles of rational medicine';– Hufeland, who laid it down as the conclusions to which he had arrived after as impartial investigation: 'No homoeopathy, but yet a homoeopathic method in rational physic. No homoeopathists, but yet rational physicians who make use of the homoeopathic method in the right place and in the right way.'

"And what would they have said to Liston, who, after actual trials of some homoeopathic medicines, said:

" '*I believe in the homoeopathic doctrines to a certain extent,* but I cannot as yet, from *inexperience* on the subject, go the lengths its advocates would wish, in as far as regards the very minute doses of some of their medicines. The medicines in the above cases were certainly given in much smaller doses than have ever hitherto been prescribed. The beneficial effects, as you

witnessed, are unquestionable. I have, however, seen similar good effects of the belladonna, prepared according to the Homoeopathic Pharmacopocia, in a case of very severe erysipelas of the head and face, under the care of my friend, Dr. Quin. The inflammatory symptoms and local signs disappeared with very great rapidity. *Without adopting the theory of this medical sect, you ought not to reject its doctrines without due examination and inquiry.'*

"Would they question the orthodoxy of Dr. Lauder Brunton, Editor of the Practitioner, because he has not hesitated to admit in the last May number of that journal a long article on the 'Laws of Therapeutics' from the pen of Dr. William Sharp, M. D., M. R. S., a veteran homoeopath, and 'one of the ablest living exponents of the opinions he holds,' as Dr. Brunton justly calls him. Dr. Brunton has admitted this paper because he believes that 'correct conclusions are easily reached by a knowledge of all sides of a subject.' So long ago as August 1876, Dr. Brunton expressed himself as follows on the subject of homoeopathy, and yet I do not know that any of the learned members of the Faculty of Medicine of our University has sent a protest to him in respect of his heterodoxy:–

" 'The opposite action of large and small doses seems to be the basis of truth on which the doctrine of homoeopathy has been founded. The irrational practice of giving infinitesimal doses has, of course, nothing to do with the principle of homoeopathy–*similia similibus curantur*–the only requisite is that mentioned by Hippocrates, when recommended mandrake in manin, viz., that the dose be smaller than would be sufficient to produce in a healthy man symptoms similar to those of the disease. Now in the case of some drugs this may be exactly equivalent to giving a drug which produces symptoms opposite to those of the disease, and when we can readily see the possibility of the morbid changes being counteracted by the action of the drug and benefit resulting from the treatment. For example, large doses of digitalis render the pulse extremely rapid, but moderate ones slow it. In this instance its moderate administration when there is a rapid pulse is homoeopathic treatment, and this has sometimes been beneficial. But it is not proved that all drugs have as opposite action in large and small doses, and homoeopathy therefore cannot be accepted as an universal rule of practice.—*Practitioner, August 1876.'*

"I assume, therefore, that the Faculty could not have meant, in their recent Resolution, their absolute and unqualified objection to the profession and practice of homoeopathy in any degree. For, if they had done so, they should have, for the sake of consistency, disavowed all professional relationship with Hippocrates, Hufeland, Liston, and Dr. Lauder Brunton, which, I believe, they have not done, and which, I believe, they would admit, it would be the greatest professional obliquity' to do.

"The only other meaning their language is capable of, is that they object to the profession and practice of homoeopathy as an absolute system of medicine. If they mean this, then they must also mean that I profess and practise homoeopathy as an exclusive and absolute system. And against this I must emphatically protest, as unwarranted by my published writings and daily practice since 1867.

"In my address in medicine read at the 4th annual meeting of the Bengal Branch of the British Medical Association, I distinctly said that Hahnemann was wrong in believing that there was but one law of cure, and no other. 'Cures are effected in so many divers way', said I, 'that it must be the most unphilosophical and painful straining of the *similia similibus* law to say that it pervades them all.' I went no further than to say: 'The system, however, has many recommendations, and I deem it worthy of trial. I feel it, therefore, my duty most humbly to urge upon the profession the necessity of recognizing it as one of our therapeutic systems.'

"In the prospectus of the *Calcuta Journal of Medicine,* which I started in January 1868, I distinctly stated :

" 'The Journal will be conducted on strictly catholic principles.

" 'The object is simply and solely the advancement of medical science and the diffusion of sound knowledge of the laws and conditions of health.

" 'The *similia similibus curantur* law and the infinitesimal phosology of Hahnemann will be recognized as the most advanced points yet reached in the domain of therapeutics.

" 'Nevertheless, full and fair play will be allowed to all the systems of medicine in vogue in the world, and in fact to whatever can be shown to have succeeded in effecting a true cure, or at least in affording relief to suffering where estblished means had failed.'

"I did not give an exclusive name to the Journal, and I adopted as its motto the following *sloka* from one of our ancient works on medicine and nothing from Hahnemann or his followers:–

" 'तदेव, यद्दं भैवष्यं यदारोग्याय कस्पते ।

" 'सचैव भिषगांश्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत ॥"

चरकसंहिता ।

" 'That alone is the right medicine which can remove disease:

" 'He alone is the true physician who can restore health.'–

*Charaka Sanhita*

And without exaggeration I may say, it would be difficult to find in the whole range of medical literature, ancient and modern, a passage more philosophical, and more exquisitely appreciative of the real functions of the physician.

"To prevent misunderstanding and all possibility of misunderstanding, I enunciated my medical creed in the opening article of the Journal, as clearly, I believe, as it is possible for human language to render one's ideas clear. I would humbly ask the learned members of our Medical Faculty if they do not find it catholic in its principles; if, at the same time that it is humiliating to human pride, it is not consolatory and encouraging to acknowledged human finiteness; if it is not calculated to stimulate free inquiry and lead to real progress; and if, on these accounts, it is not worthy of acceptance, not indeed in its letter but in its spirit, by members of a liberal and sacred profession.

"As I have said (*Cal. Journ. Med.,* May 1868), 'Rightly understood, our

creed will be found to be as much a protest against the bigotry of the old as of the new school. It has been intended, in fact, as a protest against the intolerance and prejudice of all the systems of medicine.' Nay, in the article on 'Dr. Reith and his Colleagues' (*Cal. Journ. Med.*, Feb. 1869), I went further and said: 'And in the present state of medicine, hospitals ought neither to be exclusively allopathic nor exclusively homoeopathic. *In an allopathic hospital every improvement in therapeutics would be admissible save one. In a purely homoeopathic hospital all improvement in therapeutic is shut out save one.* If, therefore, the medical officers of an allopathic hospital ought not to be tied down to a particular line of treatment, much less ought the medical officers of a homoeopathic one. There is some excuse–the excuse of ignorance–in the one case; there is none in the other. For men who have themselves with much difficulty and at much sacrifice emerged from ignorance, prejudice and bigotry, to bind themselves and to require others to be bound to any system of therapeutics, however superior it may be, as far as the present state of knowledge goes, would be to take the last plunge in the slough of ignorance, prejudice and bigotry, worse than they had emerged from, and never to rise again.'

"In a 'Retrospect' (*Cal. Journ. Med.*, Nov. and Dec. 1869) I pointed out: 'The grand mistake of the new school, while yet in its infancy, was to believe, in the enthusiasm of its first astonishing success with the newly-discovered law of healing, that was the be all and end all of therapeutics, that the recognition of the other than the vital laws of the organism was next to unnecessary. We are sorry to see the mistake still largely prevails in the school, chiefly among those who call themselves pure Hahnemannians. With them it is a sin to depart from the dicta of the Master uttered in the latter years of his life–a sin to give medicines in low dilutions and mother tinctures, a sin to use even the most common and useful auxiliaries, simply because they are used by the old school. This, we must say, is as much bigotry and as mischievous as that which so disgraces the dominant school'.

"In the preface to my. 'Sketch of the Treatment of Cholera' I said : 'The human organism is governed by a variety of laws; its disorders therefore are manifold, proceeding from infringement of one or more or all of these laws; and consequently the therapeutics of these disorders must recognize the operation of all these laws. The great difference between the old and the new schools of medicine consists in the one generally ignoring the vital or dynamic laws, and the other the mechanical and the chemical laws, which all combine in maintaining life. This we look upon as a serious and mischievous error; and unless each school will make ample concessions, unless each will condescend to learn from either, we cannot expect their re-union–nay, we cannot expect a perfect therapeutical science ; on the contrary, there will be a perpetual war of school against school, of system against system, to the great detriment of the profession and misfortune of the human race.'

" 'In the article on 'Hydrate of Chloral' (*Cal. Journ. Med.*, July to December 1870), among other things appeared the following : 'The profession has been

long divided against itself, to its own injury and the injury of humanity. It is high time that its members, who pretend to build upon science, should shake off the bigotry and the prejudice so unworthy of scientific men, and which have caused such a lamentable breach among them as to expose them to the ridicule and the scorn of laymen, and to bring unmerited discredit upon the profession itself. It is high time that the ignorant sneer at the infinitesimal, and the nervous dread of the so called massive dose should cease. As facts are facts and must remain so in spite of opposition, it is high time that both parties, instead of laughing at or contemning each other, should see that facts are not ignored, and should endeavour to account for any that do not come within the groove of their favourity theory. Even the apparent contradictions and inconsistencies should not appall us. We must remember that many such contradictions and inconsistencies have been cleared up by the light of newer facts or unthought-of relationship of older ones. And here we are bound to declare that we can tolerate the prejudice and the bigotry existing on the side of the orthodox party but not on that of the party of reform.'

"I could multiply quotations, but the letter has become already too long, and I would not make it longer. For convenience of reference of my honorable colleagues of the Senate, I have gathered a few extracts from my published writings in the form of a pamphlet, a few copies of which I herewith send you, and beg to request you will lay them also before the meeting.

"I feel confident that I have adduced sufficient evidence to show that the recognition and practice of homoeopathy in its cardinal doctrines, as one of the methods of treatment, date as far back as the days of Hippocrates, and that some at least of the great men of the profession, whom the profession could never brand as homoeopaths, have avowed their faith in it to that extent. I have been guilty of no other sin. Without retracting an iota of my faith in the system, as expressed by me in unmistakable language, times without number, I would still repudiate the exclusive and sectarian name of homoeopath applied to me. I claim the title of physician, and I claim the right thereunto appertaining, namely, liberty of reason to search after truth, and liberty of conscience to acknowledge truth whenever and wherever found. In my hard struggles as a physician, as a practitioner of the most difficult art on earth, I have only endeavoured to exercise that right. If the Medical Faculty should declare that I have thereby forfeited their confidence, I should respectfully beg to relieve the Senate of further responsibility in the matter, and ask them to remove my name at once from the Faculty. My last request is that this letter appear in the proceedings of this day's meeting."

The Hon'ble Louis S. Jackson enquired whether the question now before the Senate had been considered and decided on by the Syndicate in accordance with paragraph 14 of the Bye-laws relating to the Syndicate.

The Vice-Chancellor replied that the question had not been decided on, but that the Hon'ble Louis S. Jackson would be at liberty to take the objection when a resolution was put to the Senate.

Dr. Partridge then proposed–

That in accordance with the wish of the Faculty of Medicine, Dr. Mahendralal Sircar's name be transferred by the Syndicate from the Medical to some other Faculty.

Dr. Anderson seconded the motion.

The Hon'ble Romeshchander Mitter then proposed the following amendment:–

That the Senate should defer the re-consideration of their appointment of Dr. Mahendralal Sircar to the Faculty of Medicine, and should request the Faculty of Medicine to re-consider the resolution come to at their last meeting with special reference to Dr. Mahendralal Sircar's letter now read.

The Hon'ble the Chief Justice seconded the amendment.

Dr. Partridge then withdrew his motion.

The amendment was then put as a substantive motion and carried unanimously.

দেখা যাচ্ছে ডাঃ সরকারের যুক্তিজাল সেনেট সদস্যদের মন গলাতে সক্ষম হচ্ছে না। Dr. Partridge যিনি মেডিকেল ফ্যাকাল্টিরও সদস্য—প্রস্তাব করলেন যে, ডাঃ সরকারের নাম মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থেকে সরিয়ে অন্য কোনো ফ্যাকাল্টিতে বদল করা হোক। এবার মহেন্দ্রলালের সমর্থনে দাঁড়ালেন মাননীয় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, ডাঃ সরকারকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সদস্যপদে রাখার জন্য উক্ত ফ্যাকাল্টিকে তাদের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হোক। মাননীয় প্রধান বিচারপতি মি. মিত্রের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলে অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে তা-ই গৃহীত হল।

এদিকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টি কিন্তু অনড়। তারা সেনেটের সুপারিশ গ্রহণ করতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করল। 23 জুলাই 1878 তারিখে মেডিকেল ফ্যাকাল্টি আবার ডাঃ সরকারের সদস্যপদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির মর্যাদা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার্থে ডাঃ সরকারের উক্ত ফ্যাকাল্টির সদস্যপদে রাখার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করল—

## MINUTES OF THE FACULTY OF MEDICINE

### FOR THE YEAR 1878-79

### No. 2

### THE 23RD JULY

**Present**

Dr. T. E. PARLES, *in the Chair*

| | |
|---|---|
| Dr. S. B. Partrige | Rai Kanailal De, Bahadoor |
| Dr. A. J. Payne | Munshi Tamiz Khan, Khan Bahadoor |
| Dr. W. K. Waller | Dr. K. Méleod |
| Dr. W. J. Palmer | Dr. H. Cayley. |

24. Dr. Partridge proposed–

That the following reply be submitted to the Syndicate with reference to the question referred to the Faculty by the Senate at their meeting on the 13th July:–

"The members of the Faculty of Medicine have, in accordance with the request of the Senate, carefully considered the letter addressed to the Registrar

of the University by Dr. Mahendralal Sircar. They are exceedingly sorry that a perusal of this document does not enable them to modify the resolution they recorded at the meeting of the Faculty held on the 15th May, and they feel themselves compelled still to affirm, "that they are unable to associate themselves, as a Faculty of Medicine with a member who professes and practises homoeopathy."

From the whole tenor of Dr. Mahendralal Sircar's letter, however, it is manifest that he entirely misapprehends the motives which have influenced the Faculty in their decision; and this misapprehension the members of the Faculty are anxious to correct. The Faculty do not, in the very faintest degree, desire to impose restrictions upon the most perfect freedom of opinion and practice in medical science, nor do they pretend "to condemn a professional brother" for entertaining views divergent from their own; they simply maintain that homoeopathy is based upon principles and methods of enquiry which are diametrically opposed to what they believe to be the true principles and methods of sound, logical, inductive reasoning, and careful, thorough-going research, and entertaining such a belief, they necessarily feel that there can be no common meeting ground of thought or opinion between themselves and individuals who profess and practise homoeopathy; all practical discussion and consultation in concert, with reference to medical questions, would therefore manifestly be impossible, and to pretend to deliberate together, as professional advisers of the Syndicate and Senate in matters medical, would be to invite endless discussion of an unprofitable nature and to render the deliberations of the Faculty abortive. A certain degree of consensus of opinion, as to first principles, is essential in a body of men who are placed in the position of advisers of the University of special questions, and without it their discussions would be unprofitable, their advice worthless; such consensus of opinion would not exist between the present members of the Faculty and Dr. Mahendralal Sircar.

Taking an earnest interest in the success and prestige of the Calcutta University; and especially in the welfare of its medical graduates, the Faculty cannot consent to be partakers in the introduction of a change which would imperil that success and deteriorate the value of the University medical degrees. At present these degrees are recognized by the Universities and Medical Corporations at home, and under the Medical Act now before Parliament, they are included amongst the Colonial degrees, to which it is proposed that the privilege of registration should be extended; the change contemplated by the Senate would effectually nullify this recognition and prevent the bestowal of the proposed privilege to the very serious loss of all present and future medical graduates, and, as the Faculty believe, to the manifest discredit of the University in public estimation.

Dr. Cayley seconded the motion.

The motion was carried unanimously.

মেডিকেল ফ্যাকাল্টির উপরোক্ত গররাজি সিদ্ধান্ত ডাঃ সরকারকে জানানো হল যথানিয়মে। ফ্যাকাল্টির বক্তব্য অবগত হয়ে ডাঃ সরকার আর একখানা দীর্ঘতর চিঠি লিখলেন রেজিস্ট্রারকে। এই চিঠির ছত্রে ছত্রে তিনি অব্যর্থ যুক্তি সহকারে ফ্যাকাল্টির বক্তব্য খণ্ডন করেন। শুধু ঐতিহাসিক

তাৎপর্য বিচারে নয়, ডাঃ সরকারের মেধা মনীষা এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে গভীর আস্থা ও অবিচলিত নিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে এই চিঠিটিও উদ্ধৃতিযোগ্য। এটি শুধু চিঠি নয়; অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি দ্বন্দ্বে এক মূল্যবান প্রবন্ধও বটে। এই চিঠিখানি 1878 সালের 17 আগস্ট সিণ্ডিকেট সভায় পেশ করা হয়েছিল—

48. Read the following letter addressed to the Registrar by Dr. Mahendralal Sircar :–

"I have the honor to acknowledge the receipt of a copy of the proceedings of the Faculty of Medicine at their meeting on the 23rd July, with special reference to the last paragraph of my letter addressed to you on the 13th July, and read at the meeting of the Senate on that date, which you have forwarded by direction of the Vice-Chancellor and Syndicate. I have to offer the following remarks on these proceedings, and the vital importance of the principles involved in the discussion compels me to request, which I do most respectfully, that the Hon'ble Vice-Chancellor and Syndicate will lay this letter before the Senate at their next meeting, or at any special meeting that may be called for the purpose.

"From the proceedings of the Faculty of Medicine, I find that the following resolution, proposed by Dr. Partridge and seconded by Dr. Cayley was carried unanimously :–

'The members of the Faculty of Medicine have in accordance with the request of the Senate, carefully considered the letter addressed to the Registrar of the University by Dr. Mahendralal Sircar. They are exceedingly sorry that a perusal of this document does not enable them to modify the resolution they recorded at the meeting of the Faculty held on the 15th May, and they feel themselves compelled still to affirm "that they are unable to associate themselves, as a Faculty of Medicine, with a member who professes and practises homoeopathy.'

'From the whole tenor of Dr. Mahendralal Sircar's letter, however, it is manifest that he entirely misapprehends the motives which have influenced the Faculty in their decision, and this misapprehension the members of the Faculty are anxious to correct. The Faculty do not, in the very faintest degree, desire to impose restriction upon the most perfect freedom of opinion and practice in Medical Science, nor do they pretend "to condemn a professional brother' for entertaining views divergent from their own; they simply maintain that homoeopathy is based upon principles and methods of enquiry which are diametrically opposed to what they believe to be the true principles and methods of sound, logical, inductive reasoning, and careful and thorough-going research, and entertaining such a belief, they necessarily feel that there can be no common meeting-ground of thought or opinion between themselves and individuals who profess and practise homoeopathy; all practical discussion and consultation in concert with reference to medical questions would, therefore, manifestly be impossible, and to pretend to deliberate together, as professional advisers of the Syndicate and Senate in matters medical, whould be to invite endless discussion of an unprofitable nature and to render the deliberations of the

Faculty abortive. A certain degree of consensus of opinion, as to first principles, is essential in a body of men who are placed in the position of advisers of the University on special questions, and without it their discussions would be unprofitable, their advice worthless; such consensus of opinion would not exist between the present members of the Faculty and Dr. Mahendralal Sircar.

'Taking an earnest interest in the success and prestige of the Calcutta University, and especially in the welfare of its medical graduates, the Faculty cannot consent to be partakers in the introduction of a change which would imperil that success and deteriorate the value of the University Medical degrees. At present these degrees are recognized by the Universities and Medical Corporations at Home, and, under the Medical Act now before Parliament, they are included amongst the colonial degrees, to which it is proposed that the privilege of registration should be extended; the change contemplated by the Senate would effectually nullify this recognition and prevent the bestowal of the proposed privilege to the very serious loss of all present and future Medical graduates, and, as the Faculty believe, to the manifest discredit of the University in public estimation.'

'In this resolution the Faculty adhere to their previous resolution of the 15th May. But as they have condescended to give reasons for this adhesion, I am cheered with the thought that my case may not be altogether hopeless. If they had simply adhered to the position they have taken from the beginning of this unfortunate affair, without advancing any reasons for doing so, my case was foreclosed by what I had myself said in the last paragraph of my letter of the 13th July. But as they have not only given reasons, but reasons different from what I had expected, the Senate are bound to consider those reasons by the light of the reason that I may advance in my behalf. The Senate have, of course, absolute control and authority over their own decisions, and they may, if they like, disappoint me after having appointed me of their own free will to one of their Faculties. But I beg leave to submit that such treatment of a colleague, without ample and cogent reasons to justify it, would not be fair, at least, would not be consistent, and certainly would not command that respect from the public, which all acts of an august educational body like the Senate ought to do.

'In declaring that the Faculty do not, in the very faintest degree, desire to impose restriction upon the most perfect freedom of opinion and practice in Medical Science, nor do they pretend "to condemn a professional brother" for entertaining views divergent from their own,' the Faculty have, I am glad to see, taken their stand upon reason, and not upon dogmatism, and I may therefore presume that they have thereby very nobly laid themselves open to reason and conviction.

'The Faculty say that 'they simply maintain that homoeopathy is based upon principles and methods of inquiry which are diametrically opposed to what they believe to be the true principles and methods of sound, logical, inductive reasoning, and careful and thorough-going research.' If the opposite could be shewn by the light of fact and reasoning–if it could be shewn that homoeopathy has been based upon careful and thorough-going research, with the aid of the

rigid canons of logic, inductive and deductive,–if all this could be shewn, then the Faculty in consistency ought to admit the untenableness of their inference that 'there can be no common meeting-ground of thought and opinion between themselves and individuals who profess and practise homoeopathy.'

'Before proceeding to the demonstration, however, I may beg leave most respectfully to ask the Faculty if they have arrived at their opinion about homoeopathy after a careful and thorough-going research, or if they have based this opinion upon the opinions or *ipse dirit* of others. I am led to put this question, because I was one of those who used to denounce homoeopathy even more strongly than the Faculty have done, when I had only second-hand knowledge of it, and when I had absolutely no experience of it. I do not say that the honorable and learned members of our Faculty of Medicine are so unfair and unscientific as I was when only a raw and conceited youth from college. I should be very glad, and the Senate no doubt expect, to be assured that the Faculty of Medicine have not, without a thorough and careful examination, passed a condemnatory judgment upon a system of therapeutics which had its origin in the profession, which pretends to be the only system based upon inductive reasoning, and which has been advocated by members of the profession whose honesty, and whose capacity to judge in these matters, it would be almost madness to question.

'If it be that the members of the Faculty of Medicine have formed their opinion of homoeopathy form authority, and not from careful thorough-going research, which I need not say implies actual trials. then I would take the liberty to tell them, in the language of one greater than all of us. 'I have studied the subject, you have not;' and then it ought to be a matter for the most serious consideration of the Senate—whether they are to be guided by an opinion formed, *a priori,* on the authority of others, and without a due examination of the subject, or by an opinion formed after careful searching and repeated actual trials.

'I am fully aware that discussion in a technical subject like medicine can only be profitably carried on between men conversant with the subject in all its details. It was for this reason that I attempted to remove the discussion from the Senate to its proper arena, the Faculty. But the Faculty have, by the very fact of refusing all discussion with me, and of having submitted to the Syndicate and the Senate the reasons of the faith that is in them, preferred to be judged by lay opinion, and I must not shrink from accepting the same position. I shall try to divest the subject of as much technicality as I can. And I believe, indeed, that the subject may be put in such a light that there will be no difficulty with the members of the Senate to arrive at a correct conclusion in the matter by the light of 'the principles and methods of sound, inductive reasoning,' with which all members of the Senate, other than members of the Faculty of Medicine, are, I am confident, as much familiar and conversant as the members of the said Faculty themselves.

The cardinal doctrines of homoeopathy are three in number:

1. Remedial agents should be proved in health, before they are used as such

in disease. In other words, before using any agènt, other than food, in disease, they should be administered in healthy individuals, in order to elicit their physiological and health disturbing actions.

2. When drugs have been so proved, they are most efficaciously used in diseased conditions similar to those they have been found to produce; the greater the similarity, the greater being their efficacy in removing those diseased conditions.

3. When so used, their doses must be less than those which produce the similar artificial or drug-disease.

'It is not a little remarkable that the germs of all these doctrines are traceable to pre-Hahnemannic times and authors. I have shewn in my first letter that the second and third of these doctrincs are found in the writings of Hippocrates, and that the first was insisted upon, though not carried into effect, by Haller, who, in the preface to his Swiss Pharmacopoeia, published in 1771, has these memorable words:–'In the first place the remedy is to be tried in the healthy body, without any foreign substance mixed with it; a small dose is to be taken, and attention is to be directed to every effect produced by it : for example, on the pulse, the temperature, the respiration, the secretions. Having obtained these obvious phenomena in health, you may then pass on to experiment on the body in astale of disease.'

'This necessity of proving drugs was not only recognized but acted upon, before Hahnemann, by Baron Stoerck of Viena, who instituted experiments upon himself with several powerful drugs, such as aconite, colchicum, conium, stramonium ; and also, contemporaneously with Hahnemann, by Prof. Joerg of Leipsic, who gathered around him a band of enthusiastic and devoted disciples; aided by whom, he instituted provings, with a number of our most important therapeutic agents, with a view of determining their opposites.'

'Since Hahnemann the necessity of proving drugs has been recognized by the most advanced thinkers in the profession, men who cannot be suspected of having any leaning towards Hahnemann and his system. Thus the third (Medical) section of the Scientific Congress held at Strasbourg, under the presidency of Prof. Forget in 1842, passed the following resolution :—'That the third section are unanimously of opinion that experiments with medicines on *healthy* individuals are, in the present state of medical science, of urgent necessity for physiology and therapeutics; and that it is desirable that all known facts should be methodically and scrupulously collected, and, with prudence, cautiousness, and scientific exactness, arranged, written out, and published.'

'Dr. Acland, at the thirty-fifth meeting of the British Association for the Advancement of Science, addressing from the chair of the Physiological Sub-section, said : 'Physiological experiment is necessary to obtain the laws of action on healthy bodies, but alone it does not explain the laws of action on perverted organic structures of functions, as is seen in the common instance of the different effects of opium on a man in health, and on a man in disease. Clinical observation is, of course, beyond physiological research, and must, from its far more limited field, *follow rather than preced.* It aims at applying, in due

course, all safe and established results of *previous physiological inquiry*, and adds the deductions exclusively its own.'

'So much with reference to the first doctrine of homoeopathy, on which it must be admitted, from what has been advanced, that there is a singular consensus of opinion amongst the thinking portion of the profession.'

'In developing the second and third doctrines, Hahnemann only carried out the suggestion of Hippocrates; and this he did on the strict basis of Induction. Convinced of the uncertainty of medicine as practised in his time after the rule of contraries of Galen, and often at haphazard, and with no rule whatever, he forsook the profession, till an accident impelled him to try a track untrodden indeed, but which he thought worth exploring in the interests of suffering humanity. Hippocrates has said, 'diseases are sometimes cured by similar's, and has given an instance in the utility of mandrake in mania. In translating Cullen's Materia Medica, he found mention made of cinchona bark producing symptoms like those of ague, and he knew that the bark was pre-eminently curative of ague. This was certainly confirmatory of Hippocrates' dictum. But a couple of instances are not sufficient either to establish or disprove the pretended law. If it indeed, was a law of nature, it must be capable of verification. But the process of verification was not an easy matter. It entailed experiments not on inanimate matter, but on living man, which meant no ordinary amount of suffering. The work was difficult and arduous, but he set about it with an energy, devotion, and self-sacrifice, unknown before or since.

'Familiar with almost all the languages in which the records of medicine are kept, and having access to good libraries, he examined reported cures with reference to the properties of the drugs which brought about the cures, and this examination gave him presumptive evidence that the drugs acted on the law of similars. But he was not to be satisfied with this traditional or historical view of the question. He proved a few potent drugs in his own person, recorded the symptoms developed by them, and then administered them in cases of disease presenting the same array of symptoms. The result was beyond his most sanguine expectations. He published the results of his first trials, and invited his professional brethren to make the trials themselves. A few obeyed his call, made the trial, were convinced, and became his ardent followers. The majority, however, refused to accept his invitation and opposed and ridiculed him as a visionary. But nothing daunted or discouraged he went on, and with the aid of the few, proved drug after drug in the crucible of the healthy human organism, faithfully noting and recording their symptoms, when opportunities presented, he tried these drugs in fresh cases of disease with similar symptoms, and was more and more convinced of the truth of the law of similars. With reference to dose, he first used the ordinary ones, but was soon convinced of the wisdom of the Hippocratic rule, that the dose should be less than what was capable of producing the diseased condition. He very cautiously began to reduce the dose, till he found that he could reduce it to such a minimum as to appear almost infinitesimally small compared with the ordinary doses.

'This is the character of the research, both historical and experimental, with

which Hahnemann proceeded to establish the law of similars, and the necessity of much smaller doses than ordinary of medicines that are to be administered after this law. If research which, not satisfied with ransacking the records of the past, took the shape of voluntary poisoning with potent drugs with a view to discovering their pure actions, and which proceeded slowly and patiently to examine case after case under drugs thus proved,–if research such as this was not careful and thorough-going, and was not based upon induction, it has yet to be shewn what research ever was in medicine or any other science.

'No better proof can be given of the sound, inductive basis of these researches than the precious, practical, deductive fruits which they have borne. To mention a few out of a host of remedial agents which homoeopathy has brought to light, I may cite the instance of aconite in acute inflammations, of belladonna in cerebral congestions and erysipela and scarlet fever, of camphor in cholera, of arsenic in gastritis and the vomiting and collapse of cholera, of cantharidis in inflammations of the urinary organs and in the suppression of urine of cholera, of ipecacuanha in the distressing nausea and vomiting of pregnancy, of chamomilla in the irritability and diarrhoea of dentition, of mercury in mumps and tonsillitis, of hepar (sulphuris sulphide of calcium) in suppurations, of nux vomica in dyspepsia and habitual constipation, &c. &c. Are not the virtues of these drugs eloquently extolled in modern orthodox manuals as infallible, charming, miraculous, without any acknowledgement of the source whence they have been derived? I challenge any one to trace the paternity of their discovery to any othr than the researches of Hahnemann and his followers. Even orthodox journals admit that certain portions of some of these manuals 'are distinctly homoeopathic in the nature of the information supplied, in the sources of that information, in the modes of employing the drugs recommended–in short, in every way save the mode of prescription as regards dose.' Have we not recently had the spectacle of a renegade homoeopath attempting to palm off the remedies of homoeopathy as discoveries of his own, and was not his work reviewed in nearly all orthodox journals as a remarkable production, having been literally 'saluted with a chorus of praise,' till he was detected by, I believe, a writer in the *British and Foreign Medico Chirurgical Review*?

"When such is the case; when the reform inaugurated by Hahnemann was the first effectually to open the eyes of the profession to the vis *medicatrix natura,* to the mischief of giving powerful drugs at random and in heroic doses, and of the reckless use of such dangerous agents as the leech, the laneet, the cautery, &c., and to the necessity of conserving the pwers of the organism; when the very treasures of homoeopathy are being freely appropriated in doses remote indeed from Hahnemann's infinitesimals yet equally remote from the ordinary ones; when professors in orthodox institutions, like Dr. Sydney Ringer, whose manuals are text-books in our medical schools, approvingly quote the opinions of avowed homoepaths, like Mr. Blackley, Mr. Richard Hughes and Dr. Bayes, is it nto doing violence to fact and injustice to Hahnemann and men who believe there is truth in his system, to maintain that the methods

and principles of homoeopathy are diamertrically opposed to the methods and principles of sound, *logical*, inductive reasoning? –so diametrically opposed, indeed, that the exclusion of these men from all fellowship is the *sine qua non* of progress in legitimate, rational medicine !

'It is not intended to maintain that Hahnemann did not commit any mistakes; that all that he taught was absolute truth. On the contrary, I maintain now, as I have done ever since I saw truth in his system, that he fell into grave error when he said that the law of similars was not merely the best, but the only law of healing by drugs, and that his minimum dose was the only appropriate dose. This perhaps he did in the enthusiasm of a discoverer, for in proportion as he advanced in the new line he saw the great difference between it and the old, and no wonder, when we consider the state of medicine in his time, disfigured as it ws by polypharmacy, and by the most reckless and almost barbarous use of the lancet, the leech, the cautery, &c, no wonder that he should have considered old medicine as not only vain and worthless but as directly mischievous, and no wonder that he should have thought it his duty to point this out to the profession. Had he done so with moderation, in language showing respect to the feelings and prejudices of his professional brethren perhaps he would not have met with the opposition that he did, and perhaps he would have had the satisfaction of seeing his system recognised by the whole profession as certainly one of the rational methods, if not the only method, of treatment. But unfortunately for medicine, Hahnemann had not, with the sagacity of genius, the sobriety and modesty of a philosopher, and his example will stand as a lesson and a warning to future discoverers as to how they promulgate their discoveries. Great is truth, indeed, and will prevail; but we must not forget that truth has to be presented to mortal men, with passions, and prejudices, and weaknesses inherent in their very organization; and we must not forget also that no one has the monopoly of all truth.

'But are we to be deterred from accepting whatever of truth there is in his teachings, simply because it is mixed up with much of error, and conveyed in language which we cannot approve of ? To consistently pursue such a course in every matter, would be to persistently shut nearly all the avenues of knowledge; and if one were to do it, he would be charged with the height of folly. What then would be said of the person who not only refuses to be enlightened himself on a particular subject, but would refuse all fellowship with one who would not like to remain in the dark? And such has been the policy of the profession towards homoeopathy and those who believe in it, notwithstanding that very greatmen, competent to think, to weigh evidence and judge,– men like Archbishop Whately and Sir William Hamilton,–have strongly protested against 'the injustice and the absurdity' of the policy.

'The 'injustice and the absurdity' are beginning to be felt in the profession of good men and true. In an article, entitled. *Are there Therpeutical Laws*? in the *Practitioner* for June, after showing 'that one or two of the principles lying at the foundation of this (Hahnemann's) system are substantially true,' the writer, Dr. Ross of Manchester, goes on to review 'the moral aspects of

the present attitude of the profession towards homoeopathists;' he very justly condemns, as we have ourselves so often done, the intolerant and sectarian character of the followers of Hahnemann, but with equal justice adds, 'and now having replied to the homoepathists, and having shewn that they have no right to complain of our conduct until they rectify their own position,' we, as a great and learned profession, are left face to face with the "eternal verities." Does public opinion acquit us of all intolerance towards homoeopathists? What will be the verdict of the historian of the future of the conduct of the profession as a whole in this controversy? And above all, do our own consciences absolve us of violating the laws of liberty? These are questions which we ought to face fairly and to answer dispassionately. *** We ought to show the world that we are a great and enlightened profession, and that we do not stoop to the paltry and immoral expedients of a trades' union in order to maintain our dignity and our emoluments.

'The Faculty have objected, on other grounds than purely scientific, to associate with one who professes and practises homoeopathy. By this association, they say, the value of the medical degrees of the University would be deteriorated, and consequently the success of the University would be imperilled, and its prestige lowered in public estimation. And the result would be, that whereas now the medical degrees 'are recognised by the Universities and Medical Corporations at Home, and under the Medical Act now before Parliament they are included among the Colonial degrees to which it is proposed that the privilege of registration should be extended,' they will cease to be so recognized, and will be deprived of the proposed privilege. The Faculty take an earnest interest in the success and prestige of the University, and therefore cannot consent to be partakers in the introduction of the change contemplated by the Senate by forcing upon them a member whose presence at their meetings would prove so disastrous to the University itself.

"The objection would really be serious, and unless I am extremely selfish, I cannot possibly have any other alternative than to quit my seat on the Faculty at once, if the basis on which the objection is made be a valid one. The Faculty must be much better informed than I am, and I have no right to qustion the correctness of their assertions. This much, however, I must say that I must have been grossly ignorant as to the matter of recognition of the medical degrees of the Calcutta University by 'the Universities and Medical Corporations at Home' (United Kingdom). I was under the impression that our medical degrees are as much recognized by these Universities and Corporations as are our other degrees, that is, that they are not recognized. I read in the *Indian Medical Gazette* for June, edited by one of the eminent members of the Faculty, that 'efforts are *being* made to obtain for the medical degrees of the University of Calcutta legal recognition in England." What are 'efforts beng made' in the *Medical Gazette,* are accomplished facts in the recent resolution of the Medical Faculty. If then it be the fact, as the Faculty assert, that our medical degrees are already recognized, and that the membership of the Faculty of one who is *not*, as misrepresented, 'a primitive homoeopath', but who adopts whatever

of truth there is in homoeopathy; who does *not* 'proclaim the universality of the so-called law of similars', but who has always maintained it, more or less in harmony with Hufeland, Liston, Lauder Brunton, and Ross, as on of the methods of treatment; and who does *not* advocate the *transcendental* doctrine of infinitesimals, but who, while believing in the necessity of much smaller doses than ordinary in treatment after the law of similars, holds the question of dose to be still an open one :– if the membership of such an one would 'nullify this recognition', then I should say exclude—nay, expel me from the Faculty at once. But before taking this step, ought not the Faculty to assure themselves again, and ought not they also to assure the Senate, of the fact and the possibility involved in the basis of their objection ?

'As for the assertion that the prestige of the University will be lowered in the estimation of the public, my belief is that prestige will suffer more when it is known that the University has, not only in violation of the spirit of the age, but in direct violation of the spirit and letter of its charter, pledge itself to a medical creed, in obedience to the arbitrary and unreasonable demands of its Faculty of Medicine,–a Faculty which while professing 'not in the faintest degree to impose restriction upon the most perfect freedom of opinion and practice in medical science,' do, by their very act of refusing to associate with a professional brother 'for holding views (in only one subject) divergent from their own', show the greatest intolerance themselves, and virtually forbid all their graduates, present and future, to move out of the groove which has been cut out for them by their professors and their despotic Faculty. For, after this action of the Faculty, how few there will be among students, graduates, and even among the teachers who will think for themselves, how fewer still who will deem it worth their while to think for themselves? And will there be any who will have the courage to avow their honest convictions? Are the learned members of the Faculty aware that this has been the disastrous, demoralizing influence of the 'absurd and unjust' policy of the profession towards homoeopathy upon the younger members? And would not this influence be intensified, if the Faculty refuse to retrace the step they have taken?

"It might strike as singular that I should be so far forgetful of the character of a gentlemen as to so obstinately insist upon my place on a Faculty who are now unanimous in refusing to associate with me, especially after what I said in the last paragraph of my first letter. The reasons might be gathered from what I have said in the first letter, and from what I have said in this. If they are not obvious, I will make them so by stating them briefly :

"First–I indeed asked the Senate to remove my name at once from the Faculty of Medicine, if the Faculty should declare that I have forfeited their confidence by virtue of my having exercised my right as physician– a right which, I maintained, involved liberty of reason and of conscience to search and to avow truth. The Faculty have not said so, and it is for the Senate to judge whether they ought, under such circumstances, to remove my name.

"*Second*–The question is not a mere personal matter. If it had been so–if the Faculty had made it so, which very properly they have not done, nothing

would have given me greater pleasure than to relieve my brethren of the Faculty of the pain from a thorn in their side.

"Third–I submit the question is much broader than a mere personal one. It affects not *my* place alone on the Faculty, it affects the place of all present and future members of the Senate and of the Faculties. It affects freedom of thought and inquiry not only in medicine, but in all the subjects which come within the curricula of the University. And thus it affects not only the character of the Faculty, but it affects the character of the University itself.

"It is for these grave reasons that I have been compelled to address the Senate again, and at so much length. And it is for these reasons that I am anxious that my learned and honorable colleagues pay due attention to what I have advanced in this letter. It would take no ordinary amount of patience on the part of the Senate to dispose of this unpleasant and unfortunate matter, in a way so as to maintain the character and dignity of the University as a whole, and to protect the character and dignity of its individual members,–in a way, in fact, so as to preserve the University from substantial injury. I can assure the Senate that nothing will be more painful to me than to be the cause, or even thought to be the cause, of any such possible injury. And I can assure them that I shall loyally abide by any decision they may think proper to come to on the subject."

সিণ্ডিকেটেরই সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনয়ন করা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পেতে সিণ্ডিকেট বলটি এবার সেনেটের কোর্টে ঠেলে দিল—

Ordered—

That the letter be referred to the Senate for consideration.

একদিকে ডাঃ সরকারের অকাট্য যুক্তি, অপরদিকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ইয়োরোপীয় সদস্যদের একগুঁয়েমির যাঁতাকলে পড়ে সেনেটও পলায়নের পথ খুঁজল। বিষয়টি যখন 31 আগস্ট 1878 তারিখের সেনেটে উত্থাপিত হল তখন Dr. Partridge প্রস্তাব করলেন যে, সেনেট পূর্ববর্তী সভায় ডাঃ সরকারকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনয়ন করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা বাতিল করা হোক। আরেক ডাক্তার (Dr. Cayley) সে প্রস্তাব সমর্থনও করলেন—

52. Dr. Mahendralal Sircar's letter, referred to the Senate for consideration by a resolution of the Syndicate at their meeting on the 17th of August 1878, having been circulated to all the Members of the Senate resident in Calcutta, was taken as read.

Dr. Partridge then proposed that the Senate rescind the resolution passed at their last annual meeting, nominating Dr. Mahendralal Sircar to be a Member of the Faculty of Medicine.

Dr. Cayley seconded the motion.

ব্যাপারটা অনেকটা ভারতীয় বনাম ইয়োরোপীয় কিংবা শ্বেতকায়-অশ্বেতকায় দ্বন্দ্বের চেহারা নিচ্ছিল যেন ক্রমে ক্রমে। Dr. Partridge-এর প্রস্তাবের উপর বিশিষ্ট বাঙালি সদস্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর আর এক মনীষী ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক সংশোধনী এনে বললেন যে, ডা. সরকারের চিঠি এবং তার উপর মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সিদ্ধান্তসূচক কার্য বিবরণী দুটোই নথিভুক্ত করা হোক।

অর্থাৎ তার উপর কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিষয়টি যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় রেখে দেওয়া হোক। এই সংশোধনী প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল—

Dr. Rajendralal Mitra proposed as an amendment.

That after consideration of the letter addressed by Dr. Mahendralal Sircar to the Registrar of the University of Calcutta, and of the proceedings of the Faculty of Medicine at their last meeting, the Senate resolve that Dr. Mahendralal Sircar's letter and the proceedings of the Faculty be recorded.

Dr. K. M. Banerjea seconded the amendment.

The amendment was put to the vote and carried.

ব্যাপারটি তখন অন্যদিকে মোড় নিল। সেনেটের সিদ্ধান্তানুসারে যখন বোঝা গেল ডাঃ সরকার মেডিকেল ফ্যাকাল্টিরই সদস্য রয়ে গেলেন, তখন মেডিকেল ফ্যাকাল্টির আটজন সদস্যই পদত্যাগ করলেন। তাঁদের পদত্যাগ পত্র সিন্ডিকেটে পেশ করা হলে সিন্ডিকেট এক পত্র মারফৎ তাদের জানাল যে, কোনো সেনেট/ফ্যাকাল্টি সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণের ক্ষমতা সিণ্ডিকেটের নেই।

56. Read letters from Dr. Partridge and seven other members of the Faculty of Medicine.

Ordered—

That the following answer be sent to each of these gentlemen:–

"Sir,–I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated the 2nd of September 1878 and in reply to state that the Syndicate find from the By Laws that they have no power to accept the resignation by any member of the Senate of the Faculty to which he belongs. Should you have any further communication to make, I am to inform you that the Syndicate will meet on Saturday next to consider the question."

এতো এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সেনেট বলছে, তারা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না; সিণ্ডিকেট বলছে, তাদের ক্ষমতা নেই। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই বিমূঢ় অবস্থা থেকে মনে হয় ডাঃ সরকারই উদ্ধার করলেন। কারণ ওই একই দিনের সিণ্ডিকেটে দেখা যাচ্ছে ডাঃ সরকারেরও একখানা চিঠি উত্থাপিত হয়েছে। সে চিঠির বক্তব্য বিষয় কী জানা যায় না; কিন্তু তার উপর সিণ্ডিকেট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

## MINUTES OF THE SYNDICATE

**FOR THE YEAR 1878-79**

**No. 6**

**The 7th September**

**Present :**

The Vice-Chancellor, in the Chair.

Mr. A. W. Croff. The Hon'ble J. O'Kinealy.

Mr. T. S. Isaac.

55. Read a letter from Dr. Mahendra Lal Sircar, dated the 7th of September 1878.

Resolved—

That Dr. Mahendra Lal Sircar's name be transferred from the Faculty of Medicine to that of Engineering.

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! চিকিৎসাবিদ্যায় এম. ডি ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকে, কয়েকজন ইয়োরোপীয় সদস্যের জেদের কাছে নতিস্বীকার করে সিন্ডিকেট ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থেকে সরিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাকাল্টির সদস্যভুক্ত করলেন। মেডিকেলের পরে তাঁর উপযুক্ত স্থান ছিল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, কিন্তু তখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির সৃষ্টি হয়নি। আর্টস ফ্যাকাল্টিই বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে কিছুকাল পর মহেন্দ্রলালকে পুনরায় আর্টস ফ্যাকাল্টির সদস্যভুক্ত করা হয়। 1893 থেকে 1896 পর্যন্ত চারবছর তিনি ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রবাদ পুরুষ। তিনি এ-দেশে বিজ্ঞান চর্চার পিতামহ ভীষ্ম। বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ। অ্যালোপ্যাথির উপর বিশ্বাস হারালেও সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট ছিল। সে বিজ্ঞান ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান। প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে না পারলে ভারতের কল্যাণ নেই—এ বিশ্বাস থেকে তিনি এতটুকু বিচ্যুত হন নাই। মহেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন যে, কেবল পূর্বপুরুষগণের গুণকীর্তন করলেই দেশের অন্নকষ্ট ঘুচবে না। এর জন্য চাই স্বাবলম্বন, অদম্য উৎসাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা। তখন কলকাতায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত যৎসামান্য কাজ হত মাত্র কয়েকটি সরকারি বিভাগে—যেমন সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রভৃতি; তা-ও মুষ্টিমেয় ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং খুব কম ভারতীয়ই তার সুযোগ পেতেন। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতবর্ষে খোলা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া বিজ্ঞান গবেষণার উপর নজর দেওয়া হত না। 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' চালু হবার পরবৎসরেই (1869) মহেন্দ্রলাল ওই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন—'ভারতবর্ষীয়দের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার জন্য জাতীয় সভার আবশ্যকতা' (On the desirability of a National Institution for the Cultivation of Sciences by the natives of India) বিষয়ে। তাতে বলা হল যে, লণ্ডনের 'রয়্যাল ইন্সটিটিউশন' ও 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব্ সায়েন্স'-এর উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসরণ করে তৈরি হবে এই সভা। সভার অভিপ্রায় হবে 'দরিদ্রের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের জীবনযাত্রা আরো আরামদায়ক করা। আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি চাই, তার কাজ হবে জনগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সেখানে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে, বক্তারা বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্য পরীক্ষা করে দেখাবেন এবং শ্রোতাদেরও আহ্বান করা হবে সেইসব পরীক্ষা সম্পাদন করতে। আমাদের ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণভাবে এদেশীয়দের পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে।' মহেন্দ্রলাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট', গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে সদ্য প্রকাশিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার' প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ বিজ্ঞান সভা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় 1870 খ্রিস্টাব্দের 3 জানুয়ারি। 'বঙ্গদর্শন'-এ যে অনুষ্ঠানপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল তার শুরুতে ছিল 'বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয় এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে। যদ্দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর 1873 খ্রিস্টাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় মহেন্দ্রলালের কার্যের সমর্থনে এবং এই কার্যে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'অনেকে বলেন, ইওরোপীয়রা কেবল বাহুবলেই এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটি অত্যুক্তিদোষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে, ইওরোপীয়েরা বিজ্ঞান বলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞানবলেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। ...আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা

বলিতে ইচ্ছা করি। পুত্র-কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন? একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া উড্রোসাহেব যে বিজ্ঞান-গুণ-অস্বীকার দোষ বঙ্গসমাজ মস্তকে আরোপ করিয়াছেন তাহা দূর করুন। মহাত্মা উড্রো সাহেবকে বলি, তিনি কেন একবার শ্বেতাঙ্গ স্বজাতীয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্যে সাহায্য করিতে বলুন না।' জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের (যে কলেজে আগেই মহেন্দ্রলাল পাঁচশ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দান করেছিলেন) ফাদার লাফোঁ (La Font), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আব্দুল লতিফ, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, প্যারীমোহন মুখার্জী, রমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মহেন্দ্রলালের কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। বঙ্গের ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল এই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হলেন। টাকা উঠতে লাগল। প্রথম দান আসে 1000 টাকা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জীর হাত থেকে এবং প্রথম চাঁদার খাতা খোলা হয় 1870 খ্রিস্টাব্দের 24 জানুয়ারি। আর যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, পাতিয়ালার মহারাজা (5000 টাকা), মহারানি স্বর্ণময়ী (5000 টাকা), কাসিমবাজারের মহারাজা (4500 টাকা), কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (2500 টাকা), মহারাজ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (2500 টাকা), রাজা কমলকৃষ্ণ দেব (2000 টাকা), স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র (2000 টাকা) প্রভৃতি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছ থেকে যোগাড় করে এনেছিলেন 2500 টাকা। কেশবচন্দ্র সেনের সাহায্যে ডাক্তার কুচবিহারের মহারাজের কাছ থেকেও অনেক আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল 1873 খ্রিস্টাব্দে নিজে দিয়েছিলেন 1000 টাকা। 1876 খ্রিস্টাব্দের 29 জুলাই 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা'-র উদ্বোধন হল, কলেজ স্ট্রীট ও বৌবাজারের সংযোগস্থলে গভর্নমেন্ট থেকে লীজ নেওয়া একটি বাড়িতে। এর আগেই, বিজ্ঞান সভার তৃতীয় মিটিং-এ (15 জানুয়ারি, 1876) বিজ্ঞান সভার নাম 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স' গৃহীত হয়েছিল। মহেন্দ্রলাল শুরু থেকে আজীবন এর সম্পাদক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞান, চুম্বক-বিজ্ঞান, তাপ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান ও ধ্বনি-বিজ্ঞনের উপর নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন এই সভায়। বিজ্ঞান সভার 1884 খ্রিস্টাব্দের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, মহেন্দ্রলাল 1878 থেকে 1883 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 154টি, ফাদার লাফোঁ 118টি এবং বাবু টি. রায় দিয়েছিলেন 213টি। সেই সব লেকচারে আসতেন বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা এবং জনসাধারণ, যাঁদের মধ্যে দুই-একজন ইয়োরোপীয়ানও থাকতেন। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা প্রমুখ বহু ধনী ব্যক্তি মহেন্দ্রলালের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর ফি দিতে এলে ডাঃ সরকার ফি-র বদলে বিজ্ঞান সভার জন্য দান চাইতেন। মহারাজা দিয়েছিলেন 40,000 টাকা, যা দিয়ে 'ভিজিয়ানাগ্রাম পরীক্ষাগার' তৈরি হয়েছিল।

বিজ্ঞান সভার পাঠ্য বিষয় অচিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হল। বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই সভার বক্তা বা গবেষক ছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. চুণীলাল বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্ব স্ব বিষয়ে, ড. রামচন্দ্র দত্ত রসায়নে, প্রমথনাথ বসু খনিজ বিদ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ বিদ্যায় বক্তৃতা দিতেন। জগদীশচন্দ্র বসু প্র্যাকটিকাল ক্লাস পরিচালনা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজও চলছিল। ড. চুণীলাল বসুর খাদ্য বিষয়ে এবং ড. সরসীলাল সরকারের 'কপার ফেরোসায়ানাইডে'র উপর গবেষণা ছাড়া, আবহাওয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সমস্যার উপর গবেষণার ফলাফল, কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান সভার সব মিটিং-এ ডাঃ সরকারের ছিল একই আবেদন—'অধ্যাপক নিয়োগের জন্য আমাকে অর্থ দিন। দিনরাত গবেষণা নিয়ে মেতে না থাকলে মৌলিক গবেষণা হতে পারে না; আর

গবেষণা না হলে বিজ্ঞান সভার আবশ্যকতা কী?' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তরুণ বয়সে ডাক্তার সরকারের অ্যাসোসিয়েশন-এর অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রফেসরসিপ ফাণ্ড স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 1900 খ্রিস্টাব্দের কনভোকেশনে লর্ড কার্জন বলেছিলেন, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর জন্য ডাঃ সরকার প্রায় পঁচিশ বৎসর আত্মনিয়োগ করে আছেন। কিন্তু তাঁর শ্রমের যথার্থ সম্মান করা হয়নি। আমি অনেক সময় আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, যেখানে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান ও কৃষ্টির পরিপোষকের অভাব নেই, সেখানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি সাহায্য করা হচ্ছে না কেন?' 1902 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সভার বার্ষিক অধিবেশনে মহেন্দ্রলাল বলেছিলেন, 'আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার ধারণা হয়েছে। আমি সে কার্য সম্পন্ন করতে পারিনি—যার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। যে সহযোগিতা পাওয়া গেছে তদ্দ্বারা তিনটি অধ্যাপকের মধ্যে একটির যোগ্য তহবিলও সৃষ্টি হয়নি। ...আমি যদি নিজ চিকিৎসা ব্যবসায়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতাম, তবে গত তিরিশ বৎসর ধরে যে দান সংগৃহীত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অর্থ অর্জিত হত ... কিন্তু তাহলে এই সভা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হত না।' এইটিই তাঁর শেষবারের মতো বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা। বিজ্ঞান সভা মনমতো গড়তে পারেননি বলে মহেন্দ্রলালের বরাবর মনে ক্ষোভ ছিল। এই সম্বন্ধে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন একবার সভার মিটিং-এ বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান সভা সম্বন্ধে যে সমস্ত কার্য আপনি করেছেন, তাতে আপনি সন্তুষ্ট নন। এর কারণ এই নয় যে, সেগুলি সামান্য কার্য, তার কারণ এই যে, আপনার আদর্শ এত উচ্চ যে, আপনি অল্পে সন্তুষ্ট নন। সাধারণের নিকট যা অসামান্য, আপনার নিকট তা সামান্য মাত্র।'

1876 সালের 29 জুলাই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানচর্চার ক্ষুদ্র চারাগাছটি লাগিয়েছিলেন, তাই ক্রমান্বয়ে ডালপালা ছড়িয়ে বর্তমানের "Indian Association for the cultivation of Science" নামে বিশাল মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্নে ডাঃ সরকার একদিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির উৎকর্ষতা নিয়ে অ্যালোপ্যাথদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে ও মসীযুদ্ধে রত, অপরদিকে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিদেশি শাসকের প্রতিকূল মনোভাবের বিরুদ্ধে স্বদেশীয়দের সাহায্য ও সহযোগিতায় বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারই মাঝে চিকিৎসাসূত্রে সংস্পর্শে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। অর্থাৎ তাঁর জীবনে একই সঙ্গে জ্ঞান যুক্তি ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও জড়িত রয়েছেন সেনেট/ফ্যাকাল্টির সদস্য হিসাবে।

এদিকে বয়স বাড়ছে। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনায় এবং বিজ্ঞান সভার পূর্ণ বিকাশ সাধন না করতে পারার হতাশায় শরীরে ভাঙনও ধরেছে। তাই কাজের ভার লাঘবের জন্য তিনি ফ্যাকাল্টির সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিলেন—

587. Read the following letter :

"Baidyanath Junction,
The 26th March, 1897.

To

J. H. Gilliland, Esq. M. A.
Offg. : Registrar, Calcutta University.

Dear Sir,

Be so good as to announce at the meeting of the Faculty of Arts to be held on the 27th instant, that it is my wish that my name be not proposed for election

either as President or as Representative in the Syndicate. My state of health will not permit me to undertake the duties of either. Besides, it is my sincere wish that some one worthier than myself should take my place.

Yours truly,
(Sd.) Mahendralal Sircar
*President, Faculty of Arts.*

(Fact. of Arts, 27.3.1897)

Ordered—
To be recorded.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাঃ সরকারের সম্পর্কে এখানেই ইতি ঘটেনি। 1898 সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডি. এল. উপাধি প্রদান করে সম্বর্ধিত করে। এ দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে ডাঃ সরকারের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ।

তথ্যসূত্রঃ

1. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
2. শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—ড. জলধিকুমার সরকার।
3. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট/সিন্ডিকেট/ফ্যাকাল্টি অব্ মেডিসিন ও আর্টস্ মিনিটস্।
4. বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—সমরেন্দ্রনাথ সেন।
5. ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—সরসীলাল সরকার (উদ্বোধন, ষষ্ঠ বর্ষ)

(সমতট প্রকাশনঃ ১৩৩-১৩৪ সংখ্যা)

# ছাত্র আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়

আন্দোলন শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সমবেত বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করা। এই আন্দোলন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে কোনও বিষয় অবলম্বন করেই গড়ে উঠতে পারে। এবং তা অহিংস বা সহিংস যে কোনও রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এ জাতীয় আন্দোলনে সাধারণত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। কারণ তাদের বয়সটাই আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টির পক্ষে প্রশস্ত। তা অনেক সময়ই যুক্তি তর্ক ঔচিত্য অনৈচিত্য ও বিধিনিষেধের ধার ধারে না।

বঙ্গদেশে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের প্রায় ১৮০ বছর চলছে। এই প্রথম আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়; তা বলাই বাহুল্য। একে বলা যায় প্রথম সামাজিক আন্দোলন; ছাত্ররাই ছিল পুরোভাগে। প্রথম ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল চিরাচরিত সামাজিক বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধেই। বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম যৌবনের যা স্বাভাবিক ধর্ম, এই আন্দোলনেও তা-ই দেখা গেল। প্রচলিত আচার ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণ বেড়া ডিঙাবার ভাঙবার মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছিল প্রথম ছাত্র ও যুব আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপে। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে এই আন্দোলন এক সময় সারা বাংলাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ১১ বছর পর ১৮২৮ সালে এদেশে সর্বপ্রথম ছাত্রদের কোনও লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হতে দেখা যায়; তাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একেই এদেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম স্ফুরণ বলা চলে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১০.৪.১৮০৯—২৩.১২.১৮৩১) নামে হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক ছাত্রদের মনে এই আন্দোলনের বীজবপন করেন। "তিনি ১৮২৬ সালে হিন্দুকলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। তিনি কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। পড়াবার সময় পাঠ্যবহির্ভূত বিষয় নিয়েও তিনি ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করণে সচেষ্ট থাকতেন। পড়াতে পড়াতে কিংবা কলেজের বাইরে আলোচনার সময় তিনি অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক, মিল, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দেন। তাঁর শিষ্যদলের আটজন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। এঁদের এবং অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। একেই এদেশে প্রথম ছাত্র সংগঠন বলা যায়। এই সভা থেকে ক্রমে সাতটি পৃথক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটিতেই ডিরোজিও যোগ দিতেন। এগুলিতে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশ প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময় হতো। ১৮৩০ সালে তাঁর প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভারতকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা, বিচারকার্যে ব্যয় বাহুল্য কমান এবং হিন্দু ধর্ম ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রতি তীব্র আক্রমণমূলক রচনাদি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ডিরোজিও প্রচারিত যুক্তিনিষ্ঠ

বিচার ও সর্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করার শিক্ষায় ছাত্রগণ ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।" (সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান)।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে ডিরোজিওর অকাল মৃত্যু ঘটে। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও নব্য শিক্ষিত জনমানসে তা একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পেরেছে। তারই অভিব্যক্তি ঘটে পত্রপত্রিকা প্রকাশে ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে। ডিরোজিওর "মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদল তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলন ও 'এন্‌কোয়ারার' 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। তাঁরা আজ নবযুগের ভগীরথ বলে স্বীকৃত।" (ঐ)

কৃষ্ণমোহন (পরবর্তীকালে রেভারেন্ড কে. এম. ব্যানার্জী) যথার্থই বলেছেন —"The youthful band of reformers who had been educated in the Hindu College, like the tops of the Kanchanjunga were the first to catch and reflect the dawn...

১৮৩৮ সালে কলকাতায় এক স্টুডেন্ট ক্লাব স্থাপিত হয়। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ পরবর্তীকালের সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মজগতের দিকপালগণ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। "With clubs came the paper: Hindu College students produced more than half a dozen journals between 1828 and 1843." (The Emergence of Indian Nationalism — Anil Seal) ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত Academic Association ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। এই সময়ের মধ্যেই রামমোহন রায় প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশ, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মারফৎ সমাজে আলোড়ন তুলে বিলাত গমন করেন।

১৮৫২ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা করা এবং সরকারে সুনজরে থাকাই এই সংস্থার সদস্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সাধারণ ভারতবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে অবহিত রাখতে এবং দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানও গজিয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগর 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। আর দুটি দল কলকাতায় দেশব্যাপী শাখা সমেত আলাদা সমিতি গঠনের চিন্তাভাবনা করছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষও তাঁর অনুজ হেমন্তকুমার ঘোষ ১৮৭৫ সালে ইন্ডিয়া লীগ স্থাপন করেন। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটিয়ে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করাই ছিল ইন্ডিয়া লীগের উদ্দেশ্য।

আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আর একদল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনের পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের এক বছর পূর্বেই তারা এক 'স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। মুখ্যত শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগেই ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন বসু স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। আনন্দমোহন বসু ছিলেন সভাপতি আর নন্দকিশোর বসু নামে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন সম্পাদক। এই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমেই সদ্য আই. সি. এস. থেকে নগণ্য কারণে বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ বাংলার ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলেন। ডালহৌসি স্কোয়ারে লালদিঘির ধারে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল — "The rise of the Shikhs." যেমন বক্তা, তেমনি বক্তব্য বিষয়, তেমনই ছিল বক্তৃতাস্থল। চারপাশে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কানে তা নিশ্চয়ই মধুবর্ষণ করেনি।

এই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বসূরী। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় দেশাত্মবোধ জাগরণে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জুড়ি কেউ ছিল না। আর তার মুখ্য উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার এবং সাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলাই হবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত প্রথম দেশীয় কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে ছাত্রদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ পেলেন এবং তার সদ্ব্যবহারও করলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> "Mazzini, the apstole of Italian unity, the friend of the human race that I presented to the youth of Bengal. Mazzini had worked through the young. I wanted young men of Bengal to realise their potentialities and qualify themselves to work for the salvation of the country..." (A Nation in Making — Surendranath Banerjea).

আগেই বলা হয়েছে যে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ঐ ১৮৭৬ সালেই তিনি বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন। ছয় বছর পর তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) শিক্ষকতা করতে থাকেন। এই ছয় বছরে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে দিয়েছেন তা দুটি অস্বাভাবিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে বিলম্ব হয়নি। ঘটনাটি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দিক্‌নির্দেশকরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য এবং এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ সরকার বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলে সর্বজন স্বীকৃত। প্রথম ঘটনাটির কথাই আগে বলা যাক।

১৮৮৩ সালে বড়লাটের কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সদস্য মিঃ ইলবার্ট দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিচারের ক্ষমতা প্রদানের জন্য এক বিল উত্থাপন করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় এমন তুমুল বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে যে বড়লাট লর্ড রিপণ এই বিল সংশোধন করতে বাধ্য হন এবং জাতিয়তাবাদীগণ নিজেদের অত্যন্ত অপমানিত মনে করে। সুরেন্দ্রনাথ এই ঘটনাপ্রসঙ্গে নিজের আত্মজীবনীতে লেখেন —

> "In 1883, Ilbert the Law Member of the Viceroy Council, introduced a Bill which sought to abolish the privileges enjoyed by the British-born subjects and bring them under the jurisdiction of the Indian Magistrates. The Anglo-Indian community raised a hue and cry and violently opposed the Bill. Ultimately, Lord Ripon had to bow before the storm and the proposed Bill was modified. This was a humiliating defeat for the Indian Nationalists." (A Nation in Making).

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো মারাত্মক। হাইকোর্টে কোনও মোকদ্দমার বিচার উপলক্ষে বিচারপতি মিঃ নরিস বাদীপক্ষকে আদালতে শালগ্রাম শিলা আনতে বাধ্য করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'Bengalee'তে জজ সাহেবের এই অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের তীব্র সমাচলোচনা করে লেখেন —

> "What are we to think of a judge who is so ignorant of the feelings of the people and so disrespectful of their most cherished convictions, as to drag into court and then to inspect an object of worship which only Brahmins are allowed to approach after purifying themselves according to the form of religion. Will the Government of India take no notice of such a proceedings? The

religious feelings of the people have always been an object of tender care with the supreme Government. Here, however, we have a judge who, in the name of justice, sets these feelings at defiance and commits what amounts to an act of sacrilege in the estimation of pious Hindus. We venture to call the attention of the Government to the facts here stated, but we have no doubt, due notice will be taken of the conduct of the judge."

ব্যস্ আর যায় কোথায়? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের টনক নড়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ মহা অপরাধ করেছেন। তিনি মহামান্য আদালতের অপমান করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ আদালতে অভিযুক্ত হলেন। চারদিকে তুমুল হৈ চৈ। ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। যেদিন তাঁর বিচারের রায় বেরোবে (৪ মে, ১৮৮৩) সেদিন ছাত্ররা দলে দলে হাইকোর্টে গিয়ে হাজির। তাতে সযত্নে লালিত ও পরিচালিত প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদেরই প্রধান ভূমিকা। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের 'Uncrowned King', তাদের 'Patron Saint'. তাঁর বিচারের রায় শোনার জন্য তাদের অধীর আগ্রহ। বিশেষত ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানার বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদের জন্য আবার বিচার। এতো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা লাগানর তুল্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাশের একজন ছাত্র সেদিন কলেজে গিয়ে কি অবস্থা দেখেছিলেন তা তাঁর সেদিনকার রোজনামচায় লিখে গেছেন:—

"১০টা নাগাদ কলেজ পৌঁছে দেখি সব ঘর প্রায় খালি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পত্রিকা, The Bengalee-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার অপরাধে মামলার রায় শুনতে সকলে হাইকোর্টে গিয়েছেন। এত বিরাট সংখ্যায় জনসমাবেশ হয়েছিল যে আমরা হলে প্রবেশ করতেই পারছিলাম না; যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো এবং তারা খুব মার খেলো, অবশ্য ৪ জন ছাত্রও ধরা পড়লো।" (দিনলিপি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—অনুবাদ: উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

এই আশুতোষ ছেলেটি কে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তার কি ভূমিকা ছিল, তা খোলসা করে বলেছেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং:—

"In the demonstration that followed the passing of the sentence, the students took a leading part, common among the young men all over the world, smashing the windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Asutosh Mookerjee, subsequently so well known as a judge of the High Court and as a Vice-Chancellor of the Calcutta University." (A Nation in Making)

কলকাতা হাইকোর্টের ভাবী ডাকসাইটে বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনিয়ন্তা ভাবী ভাইস-চ্যানসেলর স্যার আশুতোষ হাইকোর্টের দরজা জানালার কাঁচ ভাঙছেন, পুলিশের প্রতি ইঁট পাটকেল ছুঁড়ছেন এ দৃশ্য কল্পনা করতেই কেমন আশ্চর্য বোধ হয় না কি। কিন্তু অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ছাত্রদের বয়স ও আবেগের কথাটা তো মনে রাখতে হবে। তারপর থেকে পরপর বেশ কিছুদিন সুরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আশুতোষের দিনলিপিতে দেখা যায়:—

৫.৫.১৮৮৩: বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ২ মাসের জন্য জেল হয়েছে — অত্যন্ত অবিচার হয়েছে বলা যায়; জাস্টিস মিত্র'র (স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র) বক্তব্য অনুযায়ী ৫০০ টাকা জরিমানা হলে যথেষ্ট হ'ত। ... ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিচার

ও দমন পীড়নের আসল রূপ দেখে উত্যক্ত বোধ করছি; মনটা বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে।

৬.৫.১৮৮৩: হীরালালের (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) কাছ থেকে একটি পত্র পেয়ে বিস্মিত হলাম — সে আমায় কাকাবাবুর বাড়িতে দেখা করার অনুরোধ করেছে, সেখানে নাকি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। সুরেন্দ্রবাবুর জন্য শোক প্রকাশ করে তারা সবাই হাতে কালো ফিতে পরেছিল। বিধুও উপস্থিত ছিল সেখানে, তারা একটি জনসভা করার চেষ্টা করছে; তারা চায় আমি সেখানে বক্তৃতা দিই, কিন্তু আমি বক্তা হতে ইচ্ছুক নই, তবে সভা করায় আমার কোন আপত্তি নেই।

৭.৫.৮৩: 'স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় সুরেন্দ্রবাবুর উপর রায় পড়লাম। Garth-এর সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবে ব্যর্থ; রায়ের ভাষা অকারণ কঠোর, সুর শুনেই বোঝা যাচ্ছে মামলাটি সাজানো এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে কঠিন শাস্তি দান একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত। জাস্টিস মিত্রের রায় প্রশান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ, হাইকোর্টের বিচারকের উপযুক্ত। ... কালো ফিতে পরার জন্য কলেজে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে; একে নিশ্চিন্তভাবে অতি নীচ হস্তক্ষেপ বলা যায়।

৮.৫.৮৩: সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রতিদিনই সভা হচ্ছে, সবাই ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে; সকালের সংবাদপত্রগুলিও ঐ একই খবরে পূর্ণ; 'স্টেট্স্‌ম্যান' সুরেন্দ্রবাবুকে সমর্থন জানিয়ে দৈনিক অন্তত ৫০ জন পাঠক বাড়িয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভের সময় চলছে।

১২.৫.৮৩: ২টোর সময় তার (বন্ধু সতীশ রায়) বাড়ি গেলাম, সুরেন্দ্রবাবুর মামলার বিষয়ে আলোচনা হল; সেখান থেকে দু'জনে সিটি কলেজে গেলাম। আনন্দমোহন বোস ও লালমোহন ঘোষ বক্তৃতা করলেন; শেষোক্তজন নিঃসন্দেহে অধিকতর সুবক্তা।

১৩.৫.৮৩: দুপুরে বিশদভাবে নোট তৈরী করে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী জেল থেকে ছাড়া পেলে যে বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা সেটি লিখতে আরম্ভ করেছি।

১৪.৫.৮৩: বক্তৃতাটি লিখে বাবাকে দেখালাম, তিনি অনুমোদন করলেন।

১৫.৫.৮৩: সারাদিন বক্তৃতাটি তৈরী করা ছাড়া আর কিছু করিনি। বাবা মন দিয়ে শুনে বল্লেন, বক্তৃতাটি চমকপ্রদভাবে ভাল হয়েছে।

১৬.৫.৮৩: দুপুরে উপসংহার লিখে বক্তৃতাটি শেষ করলাম। ... ২টো নাগাদ খবর পেলাম, সুরেন্দ্রবাবুর জন্য ডাকা স্বদেশী সভাটি টাউন হলে না হয়ে বীডন্ স্ট্রীটের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হবে। ৫টা বাজতেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। থিয়েটার হলটি জনাকীর্ণ, অন্ততঃ দশ হাজার লোক হবে, তা সত্ত্বেও সব অদ্ভুত শান্ত, স্থির। কিছু সহানুভূতিসূচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

আশুতোষ তাঁর তৈরী ভাষণটি দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর ১৯ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে। সেদিন Free Church Hall-এ স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় জনাকীর্ণ সভাটি বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যিনি পরবর্তী জীবনে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, এবং 'Freedom first, freedom second, freedom always'—

বলে সেনেট হাউস ব্যাঘ্রগর্জনে প্রকম্পিত করেছিলেন, তিনিও প্রথম জীবনে জনসভায় বক্তৃতা দিতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, কিংবা লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতেন।

সে যা হোক, সুরেন্দ্রনাথের করাবাসকে কেন্দ্র করে শহরের ছাত্র ও যুব সমাজে যে আলোড়ন ও বিক্ষোভের সূচনা ঘটে, তার ঢেউ লাগে মফঃস্বলের স্কুলগুলিতেও। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনারদের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, "the school boys were doing everything that their city cousins had done for their 'Patron Saint, Surendranath."

উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এখন থেকে ১২৩ বছর পূর্বে ১৮৮৩ সালে বাংলার ছাত্রসমাজ সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজেদের জড়িত করে—যখন এদেশে কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেনি। আর এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল—যা ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

এ ঘটনার দু'বছর পর ১৮৮৫ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের উদ্যোগে Indian National Congress-এর প্রতিষ্ঠা। তার পেছনে বাংলার ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের এই সক্ষোভ আন্দোলন কোনও পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

# বিশ্ববিদ্যালয়: বঙ্কিমচন্দ্র ও পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৮ খ্রীঃ বি. এ. পাস করার প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন। রাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসেবায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন, তা প্রকাশ পেল ১৮৬৫ খ্রীঃ তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশের পর। এই গ্রন্থপ্রকাশের ফলে তৎকালীন বাঙালি সমাজে কেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের বর্ণনায়—

> "যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে— নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"
>
> (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০১)

দুর্গেশনন্দিনীর পর একে একে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী থেকে শুরু করে ১৮৯১ খ্রীঃ ১৪ সেপ্টেম্বর অবসরগ্রহণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র দুই ধরনের সেবাই যুগপৎ চালিয়ে গেছেন। এই দীর্ঘকাল বঙ্গ সরস্বতীর সেবা করলেও শিক্ষাজগতের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না—চাকুরী সূত্রেও না, সাহিত্যসেবী হিসেবেও না। তবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা জনশিক্ষা সম্পর্কে তিনি যে একেবারে নিস্পৃহ ছিলেন না এবং তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি ও গলদ তাঁর তীক্ষ্ণ নজর যে এড়ায়নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৮৭২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১২৭৯) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্রসূচনা প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইঁহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।"

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সে ব্যবস্থায় মাতৃভাষার উপযুক্ত আসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ পেলেও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সদাশয় সরকার ১৮৮৫ খ্রীঃ হঠাৎ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের 'ফেলো' মনোনীত করে বসে। এই আলঙ্কারিক পদে তাঁর আগে অবশ্য অনেক বাঙালী মনীষীই মনোনীত হয়েছিলেন এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ-প্রার্থীদের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সিনেটের ফেলো-পদপ্রার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক 'ইংরাজস্তোত্র' শীর্ষক রচনায় লিখেছিলেন—

> "হে সর্বদ! ... আমাকে ডিনারে, অ্যাটহোমে নিমন্ত্রণ কর, বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

বঙ্কিমচন্দ্র সমেত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত করে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিচে উদ্ধৃত সেই

কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিজ্ঞতা ও গুণাবলীর বিচারে আর্টস ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—

181. Read a letter from the Officiating Secretary to the Government of India, Home Department, stating that the Governor-General in Council had been pleased to appoint the under-mentioned gentlemen to be Fellows of the University:

The Hon'ble E. J. Trevelyan.

The Hon'ble Chandramadhab Ghose.

The Hon'ble Maulavi Abdul Jubber Khan Bahadur.

Surgeon General B. Simpson, C.B.

Lieut. Col. J.M.McNeile, R.E.

Surgeon-Major J.O'Brien.

Anandaram Borooah, Esq., C.S.

C.A.Martin, Esq., LL.D.

A. Ewbank, Esq., M.A.

C.W.Odling, Esq., M.E.

R.B. Buckley, Esq. (Whit. Sch)

Babu Kshetranath Chatterjee.

Babu Madhabchandra Ray, B.A., B.C.E.

W. Booth, Esq.,B.A.

G. Thibaut, Esq., Ph.D.

H.M.Percival, Esq., M.A.

Babu Radhikaprasanna Mukerjee.

Babu Bankimchandra Chatterjee, B.L.

Maulavi Dilwar Hossain Ahmed.

Babu Isanchandra Bose, M.A.

Babu Pratapchandra Ghosh, B.A.

The Rev. W. Smith.

The Rev. J. Hector, M.A.

Kunwar Lutif Ali Khan.

Dr. U. C. Mukerjee.

Babu Bholanath Pal, M.A.

Pandit Lakshmisankar Misra, M.A.

Babu Nilmani Mukerjee, M.A.

Maulavi Abdul Hai.

Babu Saradacharan Mitra, M.A.

Babu Maheschandra Chaudhuri.

Ordered—

That the Fellows be distributed as follows:–

Anandaram Borooah, Esq., C.S.

C.A. Martin, Esq. LL.D.

A. Ewbank, Esq. M.A.
W., Booth, Esq., B.A.
G. Thibaut, Esq., Ph.D.
H.M. Percival, Esq., M.A.
Babu Radhikaprasanna Mukherjee.
Babu Bankimchandra Chatterjee, B.L. — Faculty of Arts.
Maulavi Dilwar Hossain Ahmed.
Babu Isanchandra Bose.
Babu Pratapchandra Ghosha B.A.
The Rev. W. Smith, M.A.
The Rev.J. Hector, M.A.
Kunwar Latif Ali Khan.
Babu Bholanath Pal, M.A.
Pandit Lakshmisankar Misra, M.A.
Babu Nilmani Mukherjee, M.A.
Maulavi Abdul Hai.

(Syndicate, 7.4.1885)

সেনেট এবং আর্টস ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনীত হবার পরও বঙ্কিমচন্দ্র ওইসব সভার কোনও সভায় বেশ কিছুদিন যোগদান করেন নি। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা তার কারণ হতে পারে; কিংবা একদা যে প্রতিষ্ঠানের পদলোভীদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন নিজেকেই এখন তাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন হয়তো। যা হোক, সিনেট সদস্য হিসেবে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেল ১৮৮৯ খ্রীঃ ২৯ জুনের সেনেট সভায়। ওই সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁরও স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র উত্থাপিত হয়। সে পত্রের বিষয়বস্তু ছিল সেই বৎসর বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফল। পত্রে স্বাক্ষরকারিগণ বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে এক তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানান:—

THE REGISTRAR OF THE
CALCUTTA UNIVERSITY

*Dated Calcutta, 4th June, 1889*

SIR,

We have the honour to request that you will be good enough to move the Vice-Chancellor to convene, on an early day, a meeting of the Senate to appoint a special Committee to enquire into the causes which led to the very unsatisfactory results at the last Arts Examinations of the University, and to report thereon to the Senate.

We have the honour to be,
SIR,
Your most obedient servants,
JOTENDRAMOHAN TAGORE,
DOORGACHURN LAW,
PEARYMOHAN MOOKERJEE,
RAJENDRALALA MITRA,

RASHBEHARY GHOSE,
DOORGAMOHAN DOSS,
A.F.M. ABDUL RAHMAN,
SREENATH DOSS,
SARADACHARAN MITRA,
BANKIMCHANDRA CHATTERJEE,
CHUNDERNATH BOSE,
NILMONEY MITTER,
W.C. BONNERJEE,
JOGENDRACHANDRA GHOSH,
GUNESHCHANDRA CHUNDER,
RAJKUMAR SARBADHIKARI.

(Senate, 20.6.1889)

সদস্যদের এই উদ্বেগাকুল পত্রটি নিয়ে পরবর্তী ২০ জুলাই ১৮৮৯ তারিখের সেনেট সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মিঃ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জীর প্রস্তাবমতো বঙ্কিমচন্দ্র সমেত নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়—

181. Mr. W. C. Bonnerjee moved "that the following gentlemen be appointed to the Committee to make the inquiry with the power to examine as far as practicable such persons and call for such records as they may think necessary and submit their report to the Senate within six months:

Mr. C. H. Tawney,
Col. Harrison,
Rev. W. Smith,
Nawab Abdool Latif,
Mr. Ameer Ali,
Mr. A. M. Nash,
Raja Rajendralala Mitra,
Babu Bankimchandra Chatterjee,
Babu Krishnabihari Sen,
Babu Jogendrachandra Ghose,
Hon. Dr. Gooroo Dass Banerjee,
Rev. J. P. Ashton.
and the mover."

He said that the names of the gentlemen were such that no one could object to any one of them. Whatever the causes of the failure were, there could be no doubt that they had caused a very great deal of consternation in the mind of a very large number of people of this country. It might be perfectly true that, in other countries, where they had the University system in existence for hundreds of years, such failures were overlooked. But it should be remembered that in a country like this, where the University system is only 32 years' old, it does mean a very great deal when only a small percentage pass.

The Hon. Dr. Gooroo Dass Bannerjee remarked that the object of the

Committee was not to find fault with anybody, but to prevent undesirable results from occurring in subsequent years. That would be the sole object and scope of the Committee. It is quite true that, in other countries, such a large percentage of failures would not call for any remark but that was because the people had been accustomed to the University system and understood that there could be such failures without there being any unfairness on the part of the examiners, but unfortunately in this country, the people were not accustomed to the University system.

The resolution was then put and carried.

(Senate, 20.7.1889)

উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং গুরুদাস ব্যানার্জীর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাষণ থেকেই সদস্যদের উদ্বেগের গভীরতা অনুমান করা যায়। কিন্তু যে কারণেই হোক বঙ্কিমচন্দ্র এই কমিটির সঙ্গে বেশিদিন যুক্ত থাকেন নি। তিনি কমিটি থেকে মাস দেড়েকের মধ্যেই পদত্যাগ করেন—

255. Read a letter from Babu Bankimchandra Chatterjee, B.L., resigning his seat on the Committee appointed to enquire into the causes of the failures at the last Entrance, F.A. and B.A. examinations.

Ordered—

To be laid before the Senate. (Syndicate, 12.9.1889)

সেইকালে শিক্ষাক্রমে বাংলা সাহিত্যের স্থান না থাকারই মতো। কেবলমাত্র এন্ট্রান্স পর্যায়ে বাংলা ভাষার সামান্য চর্চা দেখা যায়, তাও অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে। এফ.এ. বা ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় কেবলমাত্র মহিলা পরীক্ষার্থীরাই বাংলা সাহিত্য একটি বিষয় হিসেবে নিতে পারত। বি.এ.-তে তাও ছিল না। নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৮৯০ খ্রীঃ ২৯ নভেম্বর তারিখের সিন্ডিকেট সভায় ১৮৯৩ খ্রীঃ এন্ট্রাস পরীক্ষার জন্য বাংলা, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য যে সাব-কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্ট আলোচনাকালে সিন্ডিকেট বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত এক সঙ্কলন গ্রন্থ অনুমোদন করে—

> 269. Read the report of the Sub-Committee appointed to select text-books in Bengali, Hindi and Uriya for the Entrance Examination of 1893.
>
> Resolved—
>
> That the following books in Bengali, Hindi and Uriya be prescribed as text-books for the Entrance examination of 1893:
>
> BENGALI
>
> Calcutta University Selections for 1893. Edited by Babus Bankimchandra Chatterjee, B.L., and Saradacharan Mitra, M.A., B.L.
>
> (Syndicate, 29.11.1890)

১৮৯৪ খ্রীঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যও ঐ গ্রন্থই বহাল থাকে।

ইতিপূর্বে আর্টস ফ্যাকাল্টির যে গুরুত্বপূর্ণ সভায় হাজির থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন, তা হল ১৮৯১ খ্রীঃ ১১ জুলাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উত্থাপিত সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব যাতে তিনি এন্ট্রান্স থেকে এম.এ. পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার যথাযোগ্য স্থান দানের দাবি জানান। উক্ত প্রস্তাব আলোচনাকালে—

"Babu Bankimchandra Chatterjee, Babu Chandranath Basu and Babu Mahendranath Ray spoke in favour of the motion."

(Syndicate, 11.7.1891)

এসব মনীষীদের সমর্থন সত্ত্বেও যে ওই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি ১৭-১১ ভোটে নাকচ হয়ে যায়, তা তো সর্বজনবিদিত। পরবর্তীকালে 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়ে যে পত্র লেখেন তাতে পূর্বোক্ত সিনেট সভায় তাঁর বক্তৃতাদানের উল্লেখ দেখা যায়—

"পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুই বার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

১৮৯২ খ্রীঃ সিন্ডিকেট বঙ্কিমচন্দ্রকে ১৮৯৫ খ্রীঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য একখানা Bengali Selection বা বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ তৈরির ভার দেয়। এই সম্পর্কে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ—

122. Read the proceedings of the Meeting of the Board of Studies in Sanskrit and Sanskritic Languages, held on the 25th July.

Resolved—

That the following books be prescribed as textbooks for the examinations of 1895—

ENTRANCE EXAMINATION, 1895

HINDI

Tulsidas ... ... ... Ra'mayana, Ajodhya' Ka'nda.
Rajniti.

BENGALI

A book of selections be prepared by Rai Bankimchandra Chatterjee, Bahadur.

(Syndicate, 15.8.1892)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তবে এইসব সরকারপ্রদত্ত খেতাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' শীর্ষক ব্যঙ্গ রচনাতেই প্রকাশ।

যা হোক, সিন্ডিকেটের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্কলন গ্রন্থ তৈরির কাজ শুরু করলেন। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে সঙ্কলন গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ শুরু হল। এই গ্রন্থ মুদ্রণের কাজে সাহায্যের জন্য একজন সহকারীর পারিশ্রমিক বাবদ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১০০ টাকার মঞ্জুরী চাইলেন; এবং সে টাকা মঞ্জুরও হল—

174. Read a letter from Rai Bankimchandra Chatterjee, Bahadur, stating the pieces he proposes to insert in the Bengali course for the Entrance examination of 1895, and requesting sanction to the expenditure of Rs. 100 for the remuneration of an assistant, whose services will be required in seeing the selections through the press.

Resolved—

That the Registrar be authorised to pay the sum of Rs. 100 to Rai

Bankimchandra Chatterjee, Bahadur, to cover the cost of correcting the proof of the Bengali Selections.

(Syndicate, 3.9.1892)

অবশেষে সঙ্কলন গ্রন্থটি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে থ্যাকার, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানার 'টাইটেল পেজ'-এর প্রতিচ্ছবি নিচে দেওয়া গেল—

**BENGALI SELECTIONS**

APPOINTED BY THE

SYNDICATE OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

FOR THE

ENTRANCE EXAMINATION

1895

COMPILED BY
BANKIM CHANDRA CHATTERJEE

CALCUTTA:
THACKER, SPINK CO.,
PUBLISHERS TO THE UNIVERSITY

1892

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS

সঙ্কলন গ্রন্থখানার সূচীপত্র ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই দেওয়া হয়েছিল—মনে হয় সেকালে ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বাংলা প্রশ্নপত্র তৈরি করার রেওয়াজের কথা স্মরণে রেখেই। নিচে উভয় ভাষায় সূচীপত্রই উদ্ধৃত করা গেল:—

CONTENTS

PROSE

POETRY



## সূচীপত্র

গদ্য

এখানে লক্ষণীয় এই যে বাংলা সাহিত্যে পদ্য শাখা প্রাচীনতম হলেও আজীবন গদ্য সাহিত্য

চর্চা ও সেবায় নিয়োজিত বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর নবীন গদ্য সাহিত্যকেই সঙ্কলন গ্রন্থে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল এই—১৮৫৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছিল—রামায়ণ এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী। আটত্রিশ বছর পর সেই বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত রচনা অন্তর্ভুক্ত করে সঙ্কলন গ্রন্থটি তৈরি করেন, তা উপরে উল্লেখ করা গেল। আটত্রিশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কিছু পরিমাপ করা যাবে এই উভয় পাঠ্যবস্তুর তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে।

সে কথা থাক। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্কলন গ্রন্থের এক দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। নানা কারণে এই ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্পূর্ণ ভূমিকাটি উদ্ধৃত করা হল—

**PREFACE**

ONE of the object kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as is possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigor and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the *Maha'bha'rata*, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Ka'lida'sa, Babu Bhudeb Mukerjee's masterly studies of modern Bengali life. and Babu Rajkrishna Mukherjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar. Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writings with some reluctance. They had a place in all previous selections; their exclusion now for the first time would have required some explantion, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনাংশ নিয়ে বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হতেই গ্রন্থমধ্যে গৃহীত একটি রচনা সম্পর্কে বিদগ্ধমহলে আপত্তি ওঠে। রচনাটি হল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের—'Early Marriage' বা 'বাল্যবিবাহ'। আপত্তির কারণ—উক্ত রচনায় বাল্যবিবাহের গুণগান করা হয়েছে। আপত্তি তোলেন বাংলার দুই মনীষী ও ব্রাহ্মনেতা—কলিকাতা সিটি কলেজের দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপক—হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (তৎকালে 'দাসী' পত্রিকার এবং পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক)। তাঁদের আপত্তি-পত্র সিন্ডিকেটে পেশ করা হল ১৯ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখে। ঐ সভায় ১৯ জুলাই ১৮৯৩ তারিখের বোর্ড অফ স্টাডিজের কার্যবিবরণ বিবেচনাকালে পূর্বোক্ত চিঠিখানাও বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা থেকে দেখা যায়, যে শুধু 'বাল্যবিবাহ' নয়, 'বৈধব্যব্রত' (Widowhood) নামে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আরও একটি রচনাও সিন্ডিকেট পাঠ্যতালিকা থেকে বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে গৃহীত চারটি রচনার দুটিই বাদ চলে গেল। এটা শুধু ১৮৯৫ নয়, ১৮৯৬ খ্রীঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচী থেকেও উক্ত রচনা দুটি বাদ যায়। সিন্ডিকেট সভার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করছি—

136. Read the Proceedings of the Board of Studies in Sanskrit and Sanskritic languages, dated 19th July.

Read also the following:-

A letter from Babu Herambachandra Maitra. M.A., and Babu Ramananda Chatterjee, M.A. inviting attention to the fact that the Bengali selections prescribed for the Entrance examination of 1895 contain an essay on Child Marriage, in which the custom is supported by the writer, and in which arguments and expressions are used that are of a highly objectionable character.

Resolved—

(i) That the selections he did "Early Marriage and Widowhood," page 34-41, be omittted the Bengali selection prescribed for the Entrance examination of 1895.

(Syndicate, 19.8.1893)

এভাবেই এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনা-দুটি কেন সঙ্কলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করলে বুঝা যায় যে হিন্দু সমাজের প্রাচীন প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানাদির প্রতি নিষ্ঠা ও মমত্ববোধই তাঁকে রচনা দুটি নির্বাচন ও গ্রন্থভুক্তিতে প্রেরণা জোগায়। যা হোক, এই রচনা-দুটি বাদ দিয়ে বাকী সঙ্কলন গ্রন্থখনা পাঠ করে পরীক্ষার্থীরা যখন ১৮৯৫ খ্রীঃ এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসে, তার আগেই ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণে ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আলফ্রেড উইলি ক্রফট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগ ব্যথায় শোকপ্রকাশ করে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন—

"In the field of Bengali literature, there is no greater name than that of Bankim Chandra Chatterjee. The descendant of a distinguished family of Brahmans, he spent his leisure time, while a student of the Hooghly College, in reading Sanskrit Grammar and Sanskrit poetry. These exercises, which contributed so greatly to his future eminence did not interrupt the regular course of his studies; for in 1858 at the first examination held by the University for the B.A. degree, Bankim Chandra headed the list. He was appointed a Deputy Magistrate; but his taste for literature grew and strengthened, and amid the exigencies of his official work he found time for the cultivation of that art in which the true bent of his genius lay, and by which he rose to fame. This is not the place to frame an estimate of his novels, with their ardent, what I may call their Platonic, worship of ideal beauty in all its forms. But they mark an epoch in Bengali literature, and go far to show, in the words of one of his biographers, that "the vernaculars of India possess powers of expression scarcely inferior to other languages." He believed that the highest object of life is the full and harmonious development of all the faculties of human nature, physical, intellectual, and moral; and he also believed that no religion afforded greater facilities for the attainment of this highest aim than Hinduism. So he attached himself to the movement known as the Hindu revival and found in the Krishna of the Maha'bhara'ta the highest ideal of Hindu worship." (Senate, 26.1.1895)

এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের যবনিকাপাত ঘটে।

(বঙ্কিম মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ)

# আশুতোষ মুখোপাধ্যায়: শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

কর্মবীর কথাটা আধুনিক বাঙালীর অভিধানে বড়ই বে-মানান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এমন অনেক বাঙালী মনীষা ও মনীষী বর্তমান ছিলেন, যাঁরা নির্দ্বিধায় কর্মবীর আখ্যা লাভের উপযুক্ত। তাঁরা জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে যুগপৎ ধী ঋদ্ধির এমন বিস্ময়কর স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। সারা ভারতে বাঙালী এখন অলস, কর্মবিমুখ, পশ্চাদ্‌গামী, উদ্ভাবনী প্রতিভাশূন্য, কোন্দলপরায়ণ, কাঁদুনে জাত বলে চিহ্নিত, ধিকৃত। কিন্তু এমন দিন ছিল যখন শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে দশ দিক থেকে দশটি মাথা টানলে তন্মধ্যে আট-ন'টিই বাঙালী মাথার সন্ধান, পাওয়া যেত।

কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতা। আধুনিক সভ্যতার উষালগ্নে বাঙালী প্রতিভার উত্থান রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে; আর শেষ রশ্মিপাত জাতীয় জীবন-মঞ্চ থেকে সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদের অকালে অন্তর্ধানের সঙ্গে। তার মাঝে ছিল প্রতিভা ও মনীষার অনন্ত স্রোত। সারা ভারত তখন ছুটে আসত কলকতায়; এখন্ কলকাতা ছুটছে দিল্লির পথে। কিন্তু গতি বড়ই মন্থর, বড়ই ক্লান্ত।

এই কর্মবীরদের মধ্যে এককভাবে মাথা উঁচু করে আছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—যাঁর এখনকার পরিচয় শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁর অন্যান্য কর্মক্ষেত্র ও কর্মযজ্ঞের কথা চাপা পড়ে গেছে। এমন কর্মময় জীবনের সাক্ষাৎ খুব কম ব্যক্তির জীবনেই ঘটে। বিচারালয়, আইনসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, শিক্ষা কমিশন—যেখানেই তিনি যুক্ত ছিলেন সর্বত্র তাঁর মেধা, পরিশ্রম, সংগঠনক্ষমতা, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ শুধু পদাধিকারবলে আসন অলঙ্কৃত করা নয়, কিংবা নৈবেদ্যের মণ্ডার মতো চূড়ায় বসে থাকা নয়। যেখানেই তিনি, সেখানে তিনি-ই; একমেবাদ্বিতীয়ং। অন্যরা তাঁর ছায়ামাত্র। পিতার এই সর্বব্যাপী কর্মোদ্যমের, অফুরন্ত কর্মশক্তির কথা বলতে গিয়ে সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন—

"তাঁহার ধারণায় মানুষই কর্তা—সে অবস্থার দাস নহে। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, তিনি গঠনকারী একটি বিরাট প্রতিভা, তিনি ভাগ্যের স্রষ্টা এবং জাতি ও সমাজের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।

"তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দুইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—একদিকে তিনি ছিলেন কর্মবীর, অপরদিকে ভাবপ্রবণ ও কল্পনাশীল।

"যাঁহারা স্থূলদর্শী তাঁহাদের নিকট আশুতোষ প্রচণ্ড ও অফুরন্ত কর্মশক্তির একটি আবাস-স্বরূপ; কিন্তু অতি অল্প লোকই জানিতেন যে তিনি স্বপ্নরাজ্যের লোক এবং এক সুমহান স্বপ্নদ্রষ্টা। ... কিন্তু আশুতোষ বাস্তব-রাজ্যের সম্পর্ক-বিরহিত বৃথা কল্পনাশীলতার পরিচয় দিতেন না। ...রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ সম্পর্কে বলিয়াছেন—তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংসারক্ষেত্রে যুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন—তাঁহার স্ব-ক্ষমতার উপর এতটা প্রত্যয় ছিল যে, তিনি বিজয়ী হইবেন, ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন—তাঁহার সঙ্কল্পগুলি কৃতকার্যতার পথস্বরূপ ছিল।" [He had the courage to dream because he had the power to fight and the confidence to win—his will itself was the path to the goal.]

অতি সংক্ষেপে আশুতোষের কর্মমুখর জীবনের পরিচয় দিতে হলে বলতে হয়, পাঠ্য-জীবন সমাপনান্তে তিনি কমবেশী ১৫ বছর আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তারপর তিনি জজিয়তি পদে

যোগদান করেন। এবং ১৯ বছর ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জজিয়তির ১৯ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি দুই দফায় মোট ১০ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন; আর বাকি ৯ বছর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ও পুনর্গঠনে অলিখিত হর্তাকর্তা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি শুধু জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণী মনীষীদের মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত করেন। এর মাঝেই দুই বৎসরাধিককাল স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে সারা ভারত ভ্রমণ করে শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল্যায়ন পূর্বক সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সুপারিশ করেন। তিনবার তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হন। অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সোসাইটিকে আরো প্রাণবন্ত ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়াসী হন।

আশুতোষ আশৈশব অঙ্কের ধুরন্ধর ছাত্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁর গবেষণামূলক রচনা বিদেশের পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় এবং স্বীকৃতিস্বরূপ মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি বিলাতের "Mathematical Society"র সভ্য মনোনীত হন। তিনি ওই সোসাইটির মডেল অনুযায়ী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "Calcutta Mathematical Society" স্থাপন করেন। তাঁরই উদ্যোগে এবং সভাপতিত্বে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলন-মঞ্চ "Indian Science Congress"-এর প্রতিষ্ঠা। বিভিন্নমুখী কাজের চাপে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন নি। সে জন্য দুঃখ করে তাঁরই আবিষ্কার স্যার সি ভি রমন বলেছিলেন—

"Bengal in gaining a distinguished judge and a great Vice-Chancellor lost in him a still greater mathematician."

আর হাইকোর্টে জজিয়তি কর্মে তাঁর সার্থকতা ও কর্মকুশলতা তো কিংবদন্তীতে পরিণত; সর্বকালীন রেকর্ড বলে স্বীকৃত। "Calcutta Weekly Notes" নামক আইন বিষয়ক পত্রিকায় আশুতোষ প্রদত্ত দু হাজারের অধিক "রায়" মুদ্রিত আছে। অন্যান্য বিচারপতিদের সহযোগে মীমাংসিত মামলার যে "রায়" লিখতেন তার সংখ্যা ততোধিক। বেশীরভাগ "রায়ই" তিনি লিখতেন। একবার তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, "এ বছর আমরা তিন জজ একত্র হয়ে কতগুলি মোকদ্দমার বিচার করেছি জানেন? ৮০৩টি, এর মধ্যে ৮০০ মোকদ্দমার Judgment আমি লিখেছি, আর আমার সহযোগী দু'জনে তিনটি লিখেছেন।" এই প্রসঙ্গে আশুতোষের এক সহযোগী বিচারপতি শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন—"এই প্রসঙ্গ একবার উত্থাপন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যৌবনের উদ্যমে এই অপরিমিত পরিশ্রমের উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করেছেন, কিন্তু পরিণত বয়সে কি এমন সামর্থ্য থাকবে, যাতে আপনি এই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে পারবেন? উত্তরে আশুতোষ আমাকে বলেছিলেন—যেদিন আমার উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে পারব না, একইভাবে পরিশ্রম না করে অর্জিত প্রতিষ্ঠা নষ্ট করব, সেদিন যদি সত্য সত্যই আসে, তবে তারপর একদিনও যেন বিচারপতির আসনে না থাকি।"

আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা বোধের এমন মণি-কাঞ্চন যোগ সচরাচর লক্ষগোচর হয় কি? বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁর সতীর্থ সহযোগীরা তাই মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন:—

"Your career as a Judge has been characterised throughout by profound learning, great ability, marked independence, unerring patience and uniform courtesy."

পাঁচটা নাগাদ হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে আশুতোষ সরাসরি চলে আসতেন তাঁর অবৈতনিক দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কর্মকাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি সংগ্রহ, বাড়িঘর নির্মাণ, নতুন নতুন বিষয়ে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, অধ্যাপক নিয়োগ, পাঠক্রম নির্ধারণ,

প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল নির্ণয় ও প্রকাশ, গবেষণার মালমশলা সংগ্রহ, অধ্যাপকদের বেতনাদির ব্যবস্থা—আরও কত কি। এখানেও কল্পনা, পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ সর্ববিষয়ে তিনি একক, একচ্ছত্র, অন্যরা তাঁর অনুসরণকারী মাত্র। একদিকে স্বপ্ন দেখছেন; আরেক দিকে তাকে বাস্তবে রূপদান করছেন। কোন্ অধ্যাপক কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, কে কোন্ ব্যাপারে গবেষণা করবেন, তারও নির্দেশ দিচ্ছেন—আবার স্বয়ং P.R.S. ও D. Litt.-এর থিসিস দেখছেন। এককথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে আশুতোষের উপস্থিতি সর্বত্রগামী, সর্বব্যাপী। সে কারণেই, "In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the University so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh". (Lord Lytton)

কিন্তু এ সবকিছু ছাপিয়েও আশুতোষের সবচেয়ে বড় পরিচয় শিক্ষাবিদ হিসেবে। উপাচার্য আশুতোষের শূন্যস্থান আক্ষরিক অর্থে হলেও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু শিক্ষাবিদ আশুতোষের স্থান সত্যিই শূন্য। সেক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য—তাঁর স্থান অপূর্ণ। এবার সে প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা।

আশুতোষ শিক্ষাবিষয়ক কোন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেননি। "Asutoshian theory on Education" নামে তাঁর নামাঙ্কিত কোনরূপ মৌলিক শিক্ষাপদ্ধতি বা রীতি প্রচলিত নেই। কোন পূর্ব-কল্পিত মতবাদ বা শিক্ষাতত্ত্ব অনুসরণ করে তিনি শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হননি। অথচ তিনি ছিলেন এদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। নতুন কোন তত্ত্বের উদ্গাতা না হলেও তিনি ছিলেন শিক্ষা-নায়ক, শিক্ষা-সংগঠক তথা শিক্ষা-সংস্কারক। তৎকালীন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মাঝে কাজ করতে করতে তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব অপূর্ণতা লক্ষ্য করেছেন, তা থেকেই তাঁর মনে শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিজস্ব এক সুদৃঢ় ধারণা গড়ে ওঠে। পরাধীন দেশে অনিচ্ছুক সরকারের প্রজাস্বার্থ প্রতিকূল শিক্ষানীতির ও কাঠামোর মাঝে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেসব প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁর নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রেরণা যোগায়। স্বীয় চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলেই শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা এবং অন্য কোন গতানুগতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

শিক্ষার ব্যাপারে আশুতোষ "Theoretician" বা ভাববাদী নীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী প্রয়োগবিদ্। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি হাতেকলমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছেন, অথবা অনুসরণীয় বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রয়োগ করতে পারেন নি—সেগুলির সমষ্টিই তাঁর শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষানীতি।

জনৈক ব্যাখ্যাকারের মতে, "আশুতোষের শিক্ষাচিন্তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শন। যদিও এ সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন নি, দীর্ঘ ৩৫ বছরের (১৮৮৯-১৯২৪) সাধনায় এ হয়েছে ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে ফুটেছে শিক্ষা-পদ্মের পাপড়িগুলি। এই শিক্ষাদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর সমাবর্তনী বক্তৃতায়, অন্যান্য ভাষণে এবং অধিষদ ও নিষদের কার্যক্রমে। কার্যক্রম থেকে এক সুস্পষ্ট শিক্ষাদর্শন ভেসে উঠেছে, বিধৃত হয়েছে জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ও ধর্ম। এত দিকে জ্ঞান তাঁরই ছিল।" *(আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা—অনিল বিশ্বাস)*

যে সমস্ত কর্মবীর ও চিন্তানায়ক ইতিহাসে তাঁদের কর্মপ্রতিভা, সংগঠনশক্তি এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতার স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যান, তাঁদের কর্মশক্তি ও চিন্তাভাবনার মূলানুসন্ধানে তাঁদেরই নিজস্ব বক্তৃতা ভাষণ ও রচনাদির উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। আশুতোষের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবার কারণ নেই। এই দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে তিনি জীবনের সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছিলেন। ১৯০৬-১৯১৪ এবং ১৯২১-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরকাল উপাচার্য হিসেবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে

তাঁর বহুমুখী চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে সেনেট সভা, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সমাবর্তন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলিতে।

তবে আশুতোষ বাণী দিয়েই দায়িত্ব পালন করেননি। কথায় এবং কাজে অবিশ্বাস্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বরং কথার চেয়ে কাজেই ছিল তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে জাতির শিক্ষার চিত্র ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং তাকে রূপদানের অনন্যসুলভ প্রয়াস।

বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় তাঁর চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সারসংক্ষেপ করলে, আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা দাঁড়ায় নিম্নরূপ—

(ক) শিক্ষা জলের ন্যায় নিম্নগামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হলে তার অপ্রতিরোধ্য ধারা বৃহত্তর জনসমাজে ব্যাপ্ত হবে। তাই (তৎকালীন পরিস্থিতিতে) উচ্চ শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

(খ) আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছেন।

(গ) তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপরিহার্য। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের স্বাধীন চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অত্যাবশ্যক।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক অহিনকুলের নয়; পরস্পর আস্থা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ চলবে না।

(ঙ) পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি সম্পূর্ণ বর্জনীয়। অধ্যয়নই তাদের তপস্যা। তবে তারা রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রাদর্শ সম্পর্কীয় পুস্তকাদি অবশ্যই পাঠ করবে এবং নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

(চ) আদর্শ শিক্ষক হবেন সম্পূর্ণ রাজনীতি-প্রভাবমুক্ত। ছাত্রদের সামনে সর্বব্যাপারে নিজেকে আদর্শ ও অনুকরণীয় করে তোলাই তাঁর অন্যতম কাজ। তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষায়, চিন্তাভাবনায়, আচার-আচরণে, দেহে মনে স্বাধীন দেশের সুনাগরিক করে তোলায় ব্রতী হবেন। তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ অনভিপ্রেত।

(ছ) স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এই তিন স্তরে পাঠক্রম কেমন হবে আশুতোষ তা নির্দেশ করেছেন। তেমনি, ছাত্র-শিক্ষক-পাঠক্রম এই তিনের সুষ্ঠু সম্মিলনে উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি ও পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

(জ) ছাত্রদের মন থেকে পরীক্ষাভীতি দূর করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রশ্নপত্র রচনাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করেন। ছেলে ঠকান বা প্রশ্নকর্তার বিদ্যা জাহিরমূলক প্রশ্নপত্র রচনা সম্পূর্ণ বাতিল করেন। তেমনি ভাবে, উত্তরপত্র মূল্যায়নের কড়াকড়িও হ্রাস করেন। তাঁর মতে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য—ছাত্র কতটুকু শিখেছে, শিক্ষক কতটুকু শিখিয়েছেন এবং বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগার মতো কর্মক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা—তাই যাচাই করে দেখা। নিছক পরীক্ষাব্যবস্থার কড়াকড়িতেই শিক্ষার মান রক্ষা হয় না।

(ঝ) স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি শিক্ষার বাহন হলেও কালক্রমে স্নাতকোত্তর স্তরেও মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া দেশ

ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর। সেই উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষায় পঠনপাঠন পরীক্ষা গ্রহণের ও ডিগ্রিদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে।

(ঞ) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরস্পর সম্পৃক্ত। গবেষণার সুযোগশূন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বলাই অনুচিত।

(ট) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি—দেশ ও সমাজের মঙ্গলার্থে বলি-প্রদত্ত মানুষ গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি।

শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষের এই সুচিন্তিত অভিমত তাঁর নিজস্ব স্বচিন্তিত অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তা ও পরিকল্পনার মূলানুসন্ধান করতে গেলে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে এক দিন তিনি আশুতোষের বাসভবনে দেখা করতে যান। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন আগে আশুতোষ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে আসেন। কথা প্রসঙ্গে সেই ভাষণের উল্লেখ করে তিনি বিপিন পালকে বলেন, "মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যেসব কথা বলে এসেছি কর্তাদের তা ভাল লাগবে না জানতাম। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে যে সকল কথা বলার সুযোগ এবং অধিকার নেই, ভারতের এই সামন্ত রাজ্যে সেসব কথা বলা যায়। আমার Mysore Address'টা পড়ে দেখবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোস ছিল না। প্রাণ খুলে সব কথা বলে এসেছি।"

আশুতোষের এই প্রাণখোলা কথার মধ্যে সরকারী শিক্ষানীতির সুতীব্র সমালোচনা ছাড়াও ছিল শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রবর্তক আশুতোষের প্রাণের কথা। ইতিমধ্যে আশুতোষ আট বছরের উপাচার্যকাল সমাপ্ত করে পোস্ট-গ্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা প্রবর্তনের কাজে নিবিড়ভাবে লিপ্ত রয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তথা 'স্যাডলার কমিশন'-এর সদস্যরূপে সারা দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বেড়াচ্ছেন। এবং হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান ও বিচক্ষণ বিচারক হিসেবে সারা ভারতে খ্যাতিদ্যুতির তুঙ্গে অধিষ্ঠিত। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনব্যাপী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বহুমুখী চিন্তাধারাকে বিচারকসুলভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করে দেশ ও দশের পক্ষে উপযোগী ও হিতকরী যে সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত শিক্ষাপ্রণালীর ছক মনে মনে গড়ে তোলেন, মহীশূর ভাষণে তা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করেন। আকারে একটু দীর্ঘ হলেও তা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা অনুধাবনে ও হৃদয়ঙ্গমে সহায়ক হবে—

"I shall presume the existence of a net-work of well-organised schools, training pupils for real university education, which is a development, an amplification and in many respects, a complement of school education. Such pupils when they seek admission into the university should be required to pass a fairly searching test, but the standard need not be ideally exacting and undoubtedly neither capricious nor arbitary. It is required at this stage of the carrer of the student, that his power of expansion reasoning and observation should have adequtely developed. He should, in the first place, have a thorough command over his vernacular ; he may be resonably expected to possess an accurate knowledge of its grammatical structure and a fairly wide acquaintance with the best specimens of its literature; he should also have regularly cultivated the art of composition and be able to express his ideas with care, elegance, clearness and precision; he should have acquired a sound working knowledge of English language, as distinguished from English literature. In the second

place, his power of reasoning should have been developed by a practical study of select branches of the experimental sciences, including experimental mechanics, if possible.

Finally, his mental vision should have been widened by a study of a classical language, the geography of the World, the history of India and England and if possible, also by a rudimentary knowledge of modern history. A student of average ability and industry, who has had proper training in such a course through the medium of his vernacular, has by the age of 17, been equipped with the elements of a liberal education and should be fully qualified to receive the benefit of a three-year course for the first degree at a University.

Ample provision should be made for liberal, for professional and for mental studies, under the guidance of first-rate teachers, the most eminent, the most earnest, the most independent in their work, *for it is the eagle alone that is fit to teach the eaglets.*"

*(Address at the first Convocation of Mysore University–19.10.1918)*

(ভাবার্থ: সারা দেশব্যাপী জালের মতো ছড়িয়ে থাকবে সুপরিচালিত স্কুল। সেখানে স্কুল শিক্ষারই উন্নত, সম্প্রসারিত ও পরিপূরক ধাপ যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, তার জন্য ছাত্রগণ শিক্ষা পাবে। এই ছাত্রগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রার্থী হবে তখন তাদের বাজিয়ে নেবার জন্য এক বাছাই পরীক্ষায় বসতে হবে। তবে সে পরীক্ষার মান অনাবশ্যকভাবে কঠোর হবে না—ভীতিকর ও স্বেচ্ছাচারমূলক তো নয়ই। ছাত্রজীবনের এই পর্বে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণশক্তির প্রসারণ ঘটাতে হবে। প্রথমত, ছাত্রদের জাতীয় ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ভাষার ব্যাকরণগত গঠনশৈলী সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা উচিত। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমূহের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজস্ব ভাষায় নিয়মিত রচনার চর্চা থাকা প্রয়োজন। নিজের ভাবনাচিন্তাগুলি সযত্নে সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। ইংরেজি ভাষায়—ইংরেজি সাহিত্যে নয় কিন্তু—কাজ চালাবার মতো নিখুঁত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে তো বটেই, সম্ভব হলে প্রযুক্তি যন্ত্রবিদ্যারও নির্বাচিত শাখায় চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বোধ বিচারশক্তির পুষ্টি ঘটান উচিত। সবশেষে, প্রাচীন ভাষা, বিশ্বের ভূগোল, ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের ইতিহাস, এবং সম্ভব হলে আধুনিক ইতিহাসে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। কোন সাধারণ মেধাসম্পন্ন অথচ পরিশ্রমী ছাত্র তার মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষা পায়, তা হলে ১৭ বছর বয়সেই এক উদার শিক্ষার মূল সূত্র তার আয়ত্ত হবে এবং পরবর্তী তিন বছরে পাঠক্রম সমাপনান্তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

অত্যন্ত কুশলী, কর্তব্যপরায়ণ স্বাধীনচেতা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পেশাভিত্তিক এবং মানসিক উৎকর্ষবিধায়ক শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ, একমাত্র শিকারী বাজপাখির পক্ষেই বাচ্চা বাজপাখিকে শিকার শেখান সম্ভব।)

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও এটাকেই বলা যায় আশুতোষের শিক্ষানীতির নির্যাস। সত্যি কথা বলতে গেলে এদেশে ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রথম প্রবক্তা আশুতোষ। ইংরেজি, মাতৃভাষা এবং একটি প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী)—এই ছিল তাঁর ভাষা শিক্ষাবিষয়ক কাঠামো। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশবিভাগভিত্তিক স্বাধীনতার দৌলতে ভুঁইফোড় হিন্দির দৌরাত্ম্যে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়। এখন ইংরেজি অবহেলিত, মাতৃভাষা অনাদৃত এবং প্রাচীন ভাষা নির্বাসিত। তার স্থলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করে হিন্দি খালি মাঠে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

যা হোক, আধুনিক শিক্ষার আলোকরশ্মি উপর থেকে বিকিরণ হবে, না কি নিচু থেকে বিচ্ছুরণ হবে এই প্রশ্নে আশুতোষ "Filtration Theory" তথা পরিশ্রুতি পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। তৎকালীন সমাজ ও সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উচ্চশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রচারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে উক্ত মহীশূর ভাষণে বলেছেন :—

"Let us expand our university; that is the first step in upward progress; from them will flow an irresistible stream of educational facilities for the elevation of the masses. Education is like water; to fructify it must descend. Pour out flood at the base of society and only at the base, it will saturate, stagnate and destroy. Pour it out on the summit; it will quietly and constantly percolate and descend, germinate every seed, feed every root, until over the whole area from summit to vase will spring. Offer education free of charge to your student. Demolish the toll gates which bar the passage of light; *Let knowledge reach the ignorant mind, as air goes to the tired lungs and water the parched lips.*"

(বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারিত হোক — প্রগতির পথে তাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। তা থেকেই জনশিক্ষার অনুকূল সুযোগসুবিধার পথ প্রশস্ত হবে। শিক্ষা ঠিক জলধারার মতো: ভূমিকে উর্বরা ও ফলবতী করতে তাকে নিচে নামতেই হবে। কেবলমাত্র ভিত্তিমূলে জলস্রোত বইয়ে দিলে তা জলমগ্ন হবে, জলবদ্ধ হয়ে সব বিনষ্ট করবে। শীর্ষদেশে জল সিঞ্চন করলে তা নীরবে ক্রমাগত নিষিক্ত করতে করতে নিচে নামবে, ফলে প্রতিটি অঙ্কুর উদ্গম হবে, প্রতিটি বীজমূলকে তা আহার যোগাবে — শীর্ষদেশ থেকে মূলদেশ পর্যন্ত মুকুলিত করবে। বিনাব্যয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হোক। কর আদায়ের যে উচ্চ দেউড়ি জ্ঞানালোকের পথ অবরোধ করছে তা উৎপাটিত হোক। যেমন করে শ্রান্ত হৃৎপিণ্ডে বায়ু প্রবেশ করে এবং শুষ্ক ওষ্ঠ জলসিক্ত হয়, তেমনিভাবে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনোভূমিতে জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হোক।)

আশুতোষের পরিকল্পিত শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে কলেজ ও স্কুল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ধারা বহন করে আনার জন্য স্কুল-কলেজগুলিকে পুরাণের ভগীরথ হতে হবে। তারাই পারবে শাখা নদী উপনদীর মতো শিক্ষা-স্রোতধারায় সারা দেশ পরিপ্লাবিত করে সে শিক্ষা জনসমুদ্রে মিলিয়ে দিতে। আশুতোষ মনেপ্রাণে তাই শিক্ষার পরিশ্রুতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই তিন ধাপের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি না থাকলে কোন শিক্ষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে স্কুল এবং কলেজ শিক্ষা ও পরিচালনার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির যে বিধান ছিল তাতে আশুতোষের ছিল পূর্ণ সম্মতি, এবং ঘটনাচক্রে সেই আইন প্রয়োগের ভার দুই বছর পর তাঁরই উপর পড়ে। তাই স্কুল-কলেজগুলির শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে এবং সেগুলির পঠনপাঠন ও পরিচালনাব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে দায়িত্ব বর্তেছে সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন:—

"As I had occasion before to point out, the control of the University over the affiliated Colleges and recognised Schools, and the power of supervision created by the new Regulations, are likely to have far-reaching consequences. Henceforth it will be the first duty of the University to secure the efficiency of the Colleges, and to be assessed that recognised Schools are maintained as places, where sound education is imparted and strict discipline is enforced. We

have within our jurisdiction more than fifty Colleges and over six hundred Schools; the reports upon their condition, which will require careful consideration, make it amply manifest that the Institutions where our boys and youngmen receive their training, are, I regret to say, almost without exception, much below the standard of efficiency contemplated by the new Regulations. I have no desire to magnify our difficulties, but at the same time, I feel keenly that it would be a fatal mistake to ignore them and to take a too optimistic view of the situtation." *[C.U. convocation address–1908]*

সে সময় বাংলা-বিহার-ওড়িশা-অসম-ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এক্তিয়ারভুক্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছয় শতাধিক স্কুল ও পঞ্চাশটির বেশী কলেজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেগুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। আশুতোষের ভাষায় :—

"It is safe to say that the educational Institutions of the future, quite as much as those of the present, will be largely controlled, if not dominated, by three factors—teachers, instruments and books. In each of these vital elements, the deficiency of our institution is remarkable. They are, without exception, undermanned; of Libraries and Laboratories there are only a few, if any, which can satisfactorily stand the scrutiny of the most reasonable test applied according to western ideals." *[C.U. convocation address—1908]*

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে স্কুল-কলেজ থেকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ছাত্র পাওয়ার উপর। সে কারণেই আশুতোষ স্কুল-কলেজগুলির পঠনপাঠন ব্যবস্থা ও পরিচালনগত অবস্থা তদন্ত করিয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি বলতেন, "মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, ফল দেয় না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিহীনভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষবিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে?

"বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখতে হলে ছাত্রদের স্কুল জীবনের বনিয়াদ পাকাপোক্তভাবে গড়ে তোলা উচিত। তা না হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান অবনত হতে বাধ্য। মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতি (আশুতোষের কথায় 'tone and standard') ঠিক মতো যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করেছিলেন এবং নবগঠিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়ছিলেন।"

কলেজীয় শিক্ষা ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করে আশুতোষ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই বলেন :—

"প্রথম বিষয়টি হল অনুমোদিত কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে এত দিন আমাদের একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণ। আমরা কখনো কলেজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিনি। নববিধানে, কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে তাদের যোগ্যতা দেখা। এতে সূত্রপাত হলো এক নতুন অধ্যায়ের।" *(শিক্ষাগুরু আশুতোষ — মণি বাগচি)*

তিনি সব সময় ত্রি-স্তর শিক্ষ্যব্যবস্থা অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার যুগপৎ এবং সামগ্রিক উন্নতি বিধানে প্রাণমন সমর্পণ করেছিলেন। "তাঁর আপ্রাণ প্রয়াসের সুফল শীঘ্রই

দেখা গেল এবং বাংলার স্কুল-কলেজগুলি অনতিবিলম্বে এক নতুন প্রাণপ্রবাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, উদ্বুদ্ধ হলো নতুন আদর্শে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চেহারাটাই যেন রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল কোন এক যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন এটাই ছিল বিপ্লব।"

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমন্বয়সাধনই আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার মূল কাঠামো। এই কাঠামোকে সচল গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর শিক্ষাচিন্তার চাবিকাঠি। তাঁর কথায় :—

"Education in the University is the development, the application of school education, and on some issues its complement."

দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন যে, কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না, তা আশুতোষের চেয়ে কেউ ভাল জানতেন না। কারণ সরকারী সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে জনশিক্ষা প্রচলনের মতো বৃহৎ ব্যাপার কোন বে-সরকারী প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। অথচ সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অধীনস্থ প্রজাসাধারণের চোখ কান ফুটুক তা কি কোন বিদেশী শাসক কখনো চায়। তারা তাদের শাসনরজ্জু টানবার মতো প্রয়োজন সংখ্যক কেরানি পেলেই হল। আশুতোষ তাই উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারে ব্রতী ছিলেন। আশুতোষের কাছে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার কথা যাঁরা তুলেছেন, "আমি তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত আবেগভরে বলিয়াছেন, 'ওহে বাপু সব বুঝি, কিন্তু যে দেশে বর্তমান অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা কিছুতেই সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না, সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে?' ইংরাজি ভাষায় যাহাকে 'Three R's' বলে, আশুবাবুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, এই উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভিতর দিয়া সেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার। আশুবাবুর যে মহাভূতসমাধি ছিল তাহার একটা লক্ষণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। গোখ্‌লে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন গভর্নমেন্টের বন্ধু ছিলেন — তাঁহার মনীষা প্রতিভা প্রভৃতিও একরূপ আদর্শস্থানীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি যে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া বলিলেন 'Compulsory Education, Compulsory Education' — ঐখানে গৃহস্থ সজাগ হইয়া গেল।

"কিন্তু আশুবাবু বক্তৃতা রচনায় চিরকালই বলিয়াছেন, আমি স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিতেছি, বড় বড় ব্যবহারজীব, বড় বড় তত্ত্বান্বেষীর চারা বসাইতেছি, কিন্তু কার্যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল যত সম্ভব অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সুবিস্তার। আশুবাবু ইহার এতটা চেষ্টা করিয়া না গেলে আজ যাঁহারা স্বরাজ স্বাধীনতা প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বা নিকট-সম্ভাবিত বলিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সেই কার্যের মালমশলা কোথায় পাইতেন?

"আমি ভুল বুঝিয়াছি কি ঠিক বুঝিয়াছি জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশের সর্ববিধ কর্ম ও সংস্কারের জন্য আশুবাবু মালমশলা যোগাইয়া গিয়াছেন; এইটিই তাঁহার প্রধান কীর্তি, এই হিসেবেই তিনি স্রষ্টা।।"

*(শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী — বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩৯)*

স্বাধীন ভারতে ৪২ বছরে চার-পাঁচটি কমিশন কমিটি গঠন করেও আজ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হল না। একের পর এক পরীক্ষামূলক শিক্ষানীতি গৃহীত হচ্ছে আর গিনিপিগের মতো ছাত্রদের উপর তার প্রয়োগ হচ্ছে। অথচ পরাধীন ভারতে সত্তর আশি বছর আগে আশুতোষ জাতির শিক্ষানীতির যে "নীল ছক" তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা ও সরকারী অসহযোগিতা উপেক্ষা করে যতটুকু কার্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন, তা-ই শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর সেই শিক্ষা-পরিকল্পনা আজও তার মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। আশুতোষের নিজের কথায়:—

"শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই প্রকৃত বৃক্ষ; এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্বল হইয়া পড়ে বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, যতদিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের আশা নাই।"

*(সভাপতির ভাষণ, বাঁকিপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ১৯২৩)*

আশুতোষের এই কর্মবহুল জীবন, জাতির মঙ্গল সাধনে অকপট বাসনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মহৎ কীর্তি ও কৃতিত্বের সগর্ব উল্লেখ করেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সানুরাগে বলেছিলেন :—

"It has been said that he was a great lawyer. So indeed he was, but his greatness was greater than the greatness of a lawyer. It has been said that he was a great judge. I know he was a great judge, but here again his greatness was greater — far greater than the greatness of merely a great judge. It has been said he was a great educationist. Undoubtedly he was. He was one of the foremost, and if you count the number of educationists all the world over, I doubt whether you can come across a greater educationist than Sir Asutosh Mookerjee. But here again I stand on my original observation — he was far greater than merely a great educationist. His heart was with the nation. He was a builder."

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন আশুতোষের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী শুধু নয়, এ বছর তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্দরমহলে ঢোকার শতবার্ষিকীও বটে। তিনি আর্টস্ ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনীত হন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি, এবং সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন আড়াই মাস পরে, ৩০ মার্চ। তারপর থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্রষ্টা আশুতোষের অপ্রতিহত জয়যাত্রা; যবনিকাপাত, ২৫ মে, ১৯২৪।


তথ্যসূত্রঃ

১। আশুতোষ স্মৃতিকথা — দীনেশচন্দ্র সেন।

২। বঙ্গবাণী (আশুতোষ সংখ্যা)।

৩। শিক্ষা গুরু আশুতোষ — মণি বাগচি।

৪। আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা — অনিল বিশ্বাস।

৫। চরিত পাঠ — বিপিনচন্দ্র পাল।

৬। Calcutta Review, Asutosh Number, 1924.

৭। Hundred years of Calcutta University

৮। Convocation Addresses

৯। Minutes of Calcutta Corporation

১০। Minutes of Senate & Syndicate

১১। Representative Indians — Syamaprasad Mookerjee.


*(দেশ, ২৪ জুন, ১৯৮৯)*

# ইতিহাস সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি: বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের বি.এ. ডিগ্রী প্রসঙ্গ

ইতিহাস সৃষ্টির অত্যুৎসাহে সত্য ঘটনার বিকৃতি সাধন অথবা অসত্য ঘটনার জোরদার সমর্থন জোগান কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কথাটি বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি শহীদ কানাইলাল দত্তকে প্রদত্ত বি. এ. ডিগ্রী প্রদানার্থে গৃহীত সেনেট প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে। গত ২৬শে মার্চ ১৯৮৮ তারিখের বিশেষ সেনেট সভায় এই মর্মে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

> "The Senate accepted the proposal of Dr. Abirlal Mukherjee seconded by Sri Anil Biswas, for awarding the B. A. Degree posthumously to Sahid Kanailal Datta, the great revolutionary, whose B. A. Degree was kept withheld and not awarded to him under orders of the then British Government."

এই প্রস্তাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি. এ. ডিগ্রী আটকে রেখেছে এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের আদেশেই তা কানাইলালকে প্রদান করা হয়নি। এবং এই অন্যায়ের প্রতিকারার্থে সেনেট সিদ্ধান্ত নেয় যে কানাইলাল দত্তকে মরণোত্তর বি. এ. ডিগ্রী প্রদান করে বিপ্লবী শহীদের প্রতি সম্মান জানান হবে।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কানাইলালের বি. এ. পরীক্ষার ব্যাপারটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। কানাইলাল ১৯০৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হন। তাঁর রোল নং ছিল—Hug 25। বি. এ. পরীক্ষা শুরু হয় মার্চ মাসের ২৩ তারিখে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় ১৬ই মে, কানাইলাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবশ্য ফল প্রকাশের পূর্বেই মে মাসের দুই তারিখে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনস্থ আবাসস্থল থেকে গ্রেপ্তার হন এবং ঐতিহাসিক বোমার মামলার আসামী হিসেবে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আলিপুর জেলে আটক থাকেন। জেলের ভেতরেই তিনি অপর বিপ্লবী-বন্দী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে শলাপরামর্শ এবং পরিকল্পনাক্রমে ৩১শে আগস্ট তারিখে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে (নরেন গোঁসাই) হত্যা করেন। এই হত্যাপরাধে ৭ই সেপ্টেম্বর জেলের অভ্যন্তরেই দায়রা আদালতে তাকে সোপর্দ করা হয় এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এফ. রো জুরিদের অভিমত গ্রহণ করে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট সেই প্রাণদণ্ডাদেশ অনুমোদন করে ২১ সেপ্টেম্বর। আর ২২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় কানাইলালের ডিগ্রী বাজেয়াপ্তির খবর বের হয়। কানাইলালের ফাঁসী হয় ১০ নভেম্বর, ১৯০৮।

'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, মতিলাল রায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ তাঁদের রচিত বিপ্লবের ইতিহাসমূলক গ্রন্থে বারংবার এই একই ঘটনার উল্লেখ করেছেন বা তার উপর মন্তব্য করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কটাক্ষ করেছেন। যেমন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন—

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি. এ. ডিগ্রী কেড়ে নেয়। এই দিন হীরেন দত্ত মশায়ের কথা মনে হল, 'ডিগ্রীর সার্টিফিকেট একটা চোতা কাগজমাত্র। ডিগ্রীহারা হয়ে কানাই'র মান বাড়ল বরং।"

কিন্তু 'সন্ধ্যা'র এই সংবাদ-সূত্র বা ভিত্তি এখনো অনুদ্ঘাটিত। এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন। অনেকেই সেই চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। অনুমান ও সম্ভাব্যতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং তৎকালীন পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে বক্তব্যের সমর্থনে 'সন্ধ্যা'র সংবাদকেই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সপক্ষে নতুন কোন বক্তব্য তথ্য বা যুক্তিসিদ্ধ কাগজপত্র উদ্ধার করতে সমর্থ হননি। কাগজপত্র বলতে বোঝায়, যেমন—

(ক) কানাইলালের ফাঁসীর আদেশনামায় বি. এ. ডিগ্রী বাজেয়াপ্ত করার কোন নির্দেশ নেই।

(খ) এই সম্পর্কে আলাদা কোন লিখিত বা মৌখিক নির্দেশের হদিশও কেউ দিতে পারেননি।

(গ) একমাত্র 'সন্ধ্যা' ছাড়া অপর কোনও পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই খবর সত্য হলে সেকালে 'সন্ধ্যা'র চেয়েও প্রভাবশালী সংবাদপত্র—বন্দে মাতরম্, বেঙ্গলী, নিউ ইণ্ডিয়া, অমৃতবাজার, যুগান্তর (তৎকালীন) প্রভৃতি সংবাদপত্র কি এমন চমকপ্রদ খবরটি সম্পর্কে একেবারেই নীরব থাকত। বিশেষত জননায়কগণ ইতিপূর্বেই যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করে 'গোলদিঘির গোলামখানা' বলে অভিহিত করেছেন এবং ছাত্র সম্প্রদায়কে গোলামখানার চোতা কাগজের মায়া কাটাতে আহ্বান জানিয়েছেন; উপরন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ব্রিটিশ সরকারের খয়ের খাঁ মনে করতেন। কারণ তিনি অপরিণত বুদ্ধি চপলমতি ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান কোনমতেই সমর্থন করেননি, বরং তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র অর্থাৎ রেজাল্ট বুক, গ্রাজুয়েট লিস্ট, সিন্ডিকেট মিনিট্স্, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদিতে কানাইলালের নাম অন্য শত শত ছাত্রের সঙ্গে বিনা মন্তব্যে উল্লিখিত রয়েছে। কোথাও সরকারি নির্দেশে তার বি. এ. ডিগ্রী আটক রাখা বা বাজেয়াপ্তকরণের কোনও উল্লেখ নেই।

(ঙ) ফাঁসীর আদেশ হবার আগে কানাইলাল ডিগ্রী অর্থাৎ পরীক্ষা পাশের প্রমাণপত্র পাননি; শুধু পরীক্ষায় সাফল্যের ঘোষণা হয়েছে মাত্র। প্রথানুসারে তিনি বি. এ. ডিগ্রীতে 'Admit' হবেন এবং প্রমাণপত্র বা ডিপ্লোমা পাবেন পরবর্তী বছরের সমাবর্তনে। সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই মার্চ। কিন্তু তার আগেই ১০ নভেম্বর ১৯০৮, কানাইলাল 'ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়ে যান।

(চ) যাঁর প্রাণ হরণ করা হবে দু'দশ দিন পর, তাঁর ডিগ্রী হরণের নির্দেশ দিয়ে 'ছিনাথ বউরূপী'র লেজকাটার মতো হাস্যকর কাজ ব্রিটিশ সরকার করতেন কি?

কিন্তু আবেগ কখনো যুক্তির ধার ধারে না। তাই 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত সংবাদই ৮০ বছর ধরে প্রচারিত পুনঃ প্রচারিত হয়ে আসছে; এবং বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল দত্তের জন্মশতবর্ষে এই কথাটিই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে প্রচারিত হয়ে আসছে যে, ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি. এ. ডিগ্রী কেড়ে নেয়। এই অন্যায় কার্যের অন্যতম অংশীদার ও আসামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বোক্ত সেনেট প্রস্তাব মারফৎ স্বয়ং অপরাধ কবুল করে রটনাকে ঘটনার মর্যাদা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের চাপের কাছে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছেন; এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও কৃতকর্মের জন্য মুখ্যত উপাচার্যই দায়ী, সেহেতু স্বতঃসিদ্ধভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে যে তদানীন্তন উপাচার্য তথাকথিত পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবনত মস্তকে সরকারের অন্যায় নির্দেশ মেনে নিয়ে কানাইলালের ডিগ্রী আটকে রাখেন।

তবে 'সন্ধ্যা'র এই উড়ো খবর তৈরীর পেছনে কিছু কাঁচামালের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। হয় তো বিচারপতিদ্বয় (জাস্টিস্ কক্স ও জাস্টিস্ সফরুদ্দিন) রায় দানকালে কিংবা সরকার পক্ষীয় উকিল ব্যারিস্টার মামলা চলাকালে এমন উক্তি করে থকতে পারেন যে, একজন গ্র্যাজুয়েট যে ঠান্ডা মাথায় নরহত্যার মতো জঘন্য কর্ম করতে পারে তার ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া উচিত। কারণ, এক কালে ডিগ্রীধারী বলতে বোঝাত একজন সর্বদোষ বিমুক্ত এবং সর্বগুণালঙ্কৃত মানুষ। তারা ছিল সমাজের আদর্শ; তাদের দ্বারা কোন অপরাধমূলক কর্মানুষ্ঠান ছিল কল্পনাতীত। ফলে কোন ডিগ্রীধারী ব্যক্তি কোনও অসঙ্গত কাজ করলে তাকে ডিগ্রীর অনুপযুক্ত মনে করা হতো; এবং তার ডিগ্রী কেড়ে নেয়া উচিত বলে সক্ষোভে মন্তব্য করা হতো। কানাইলাল সাধারণের চোখে দেশপ্রেমী হলেও আইনের চোখে সে হত্যাপরাধী, খুনী। তাই আদালত কক্ষের সম্ভাব্য উক্তি এবং স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছাত্রদের বৃত্তি বা জলপানি বন্ধ এবং এমন কি স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়নের নির্দেশনামামূলক কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর উপর ভিত্তি করেই 'সন্ধ্যা' কানাইলালের ডিগ্রী বাজেয়াপ্তকরণের সংবাদ বানিয়ে থাকতে পারে। কেন না সেই অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে যেন তেন প্রকারেণ বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলাই ছিল দেশী সংবাদপত্রগুলির মুখ্য কাজ। সর্বোপরি, বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষকে আঘাত করার জন্য হাতের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল ১৯০৪ খৃস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৮ নং ধারা; তাতে বলা হয়েছে—

"18 Where evidence is laid before the Syndicate showing that any person on whom a degree, diploma, license, title or mark of honour conferred or granted by the Senate has been convicted of what is, in their opinion, a serious offence, the Syndicate may propose to the Senate that the degree, diploma, license, title or mark of honour be cancelled, and, if the proposal is accepted by not less than two-thirds of the Fellows present at a meeting of the Senate and is confirmed by the Chancellor, the degree, diploma, license, title or mark of honour shall be cancelled accordingly."

Cancellation of degrees and the like

যা হোক, 'সন্ধ্যা'র এই বানানো খবরের উপর ভিত্তি করে সুদীর্ঘ ৮৪ বছরকাল যাবত বিপ্লবী ও বিপ্লবের ইতিহাসমূলক পুস্তকাদিতে ও রচনাতে এই একই কাহিনীর উল্লেখ পুনরুল্লেখে তা পূর্ণ সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থাদিও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। যেমন "The Dictionary of National Biography"-তে লেখা হয়েছে—

> "He graduated from the Hooghly College with Honours in History. But as he was then under death sentence, the British authorities ordered withholding of his degree" (Vol. I pp. 390-91)

এখানে শুধু ডিগ্রী আটক নয়, কানাইলাল যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে, সেই ভুল খবরও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই ব্যাপারে "সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান"-এ লিখিত আছে—

"এই সময় বি. এ. পরীক্ষা পাশ করলেও বিপ্লবপন্থী বলে সরকারের আদেশে ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হন।"

এদিকে কানাইলালের জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে ছোট বড় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদিতে এই একই ভুল সংবাদ পুনরাবৃত্তির বান ডেকেছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'কানাইলাল দত্ত স্মরণে বিশেষ সংখ্যা'য় (১৯/২৬ আগস্ট, ১৯৮৮) এবং 'গণশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত (২০ জুন/৩০ আগস্ট/১২ নভেম্বর, ১৯৮৮) একাধিক প্রবন্ধের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারি মুখপত্রে এবং সরকার পক্ষীয় কাগজে মুদ্রিত বলে এ সকল রচনার তথ্য-মূল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই বেশী।

এই পৌনঃপুনিক ভুল সংবাদ পরিবেশনের ফাঁদে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই নিজেদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। যে অপরাধ বিশ্ববিদ্যালয় করেনি, তা-ই সজ্ঞানে স্বীকার করে নিয়ে অ-কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মিছে ভুল সংশোধন ও অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়েছে। ফলে প্রকৃত সত্যের অপলাপ ও তথ্য-বিকৃতি সাধনে ইন্ধন জুগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা তুলে নিয়েছে; প্রাক্তন উপাচার্যের বিরুদ্ধে অমূলক সন্দেহকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

NAMES OF CANDIDATES FOR THE B A EXAM COURSE. EXAMINED AT HUGHLI 1908

| Roll Nos. | | | English | | Philosophy | | Optional Subjects | | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pass | Honours | Pass | Honours | Pass | Honours | |
| 1 Jatindranath Mitra | 51 | m (B) | 76+5 | | 75 | | 90 | | 246 Pass |
| 2 Radhakrishna Bhattacharyya | 50 | B (B) | 53 58+5 | | 78 | | | 172 | [illegible] Pass |
| 3 Asutosh Das | | B (B) | 79+5 | | 47 54 | | 103 | | — Abs |
| 4 Kshetramohan Konar | | h (B) | | | | | | | |
| 5 Raghunath Ghosh | 20 | s (B) | 55+5 | | 61 | | 81 | | 202 |
| 6 Hemchandra Bandyopadhyay | 25 | m (B) | 58+5 | | 54 | | 49 | | — |
| 7 Janakinath Pal | | s (B) | 36+5 | | 53 | | 64 | | — |
| 8 Nimaichand Sil | 5 | H (B) | 96+5 | | 71 | | | 231 | H II Hon. |
| 9 Satyendranath Chattopadhyay | | h (B) | 92+5 | | 71 | | 83 | | 251 Pass |
| 10 Harihar Bhattacharyya | | H (B) | 66+5 | | 79 | | 92 | | 242 Pass |
| 11 Bishnupada Sarkar | | s (B) | | | | | | | |
| 12 Brindabanchandra Sil | 35 | h (B) | 79+5 | | 77 | | 84 | | 245 Pass |
| 13 Dilipchandra Dhar | 5 | s (B) | 55+5 | | 63 | | 98 | | 221 Pass |
| 14 Sasibhushan Datta | | s (B) | 45+5 | | 49 | | 56 | | — |
| 15 Mirza Yahia | 58 | p (B) | 92+5 | | 71 | | 90 | | 258 Pass |
| 16 Narayanchandra De | 51 | m (B) | 79+5 | | 96 | | 111 | | 291 Pass |
| 17 Aga Ali Ahmed | | pn (B) | 62+5 | | 69 | | 62 | | 198 |
| 18 Sasadhar Mukhopadhyay | 58 | B (B | 61+5 | | 69 | | 86 | (143) | 221 Pass |
| 19 Abdul Qader | 40 | pr (B) | 91+5 | | 81 | | 98 | | 275 Pass |
| 20 Hemchandra Ghosh | 15 | h (B | 65+5 | | 17 56 | | 73 | | — |
| 21 Muhammad Shahidullah | | s (B) | 44+5 | | 50 | | 91 | | — |
| 22 Haripada Bhattacharyya | 50 | B (B | 59+5 | | 72 | | | 206 | S II Hon. |
| 23 Satyagati Mustaphi | | oi | 76+5 | | 57 | | 55 | | — |
| 24 Byomkumar Mukhopadhyay | | h (B | 110+5 | | 97 | | 112 | | 324 Pass |
| 25 Kanailal Datta | | h | 74+5 | | 76 | | 78 | | 233 Pass |

Pass 12 | Honours 2 | Total 14

Tabulator Alexander [illegible]

বি. এ. (১৯০৮) রেজাল্ট বই-এ কানাইলালের প্রাপ্ত নম্বরের প্রতিলিপি

অথচ তাঁরা যদি উড়ো খবরের শিকার না হতেন, ত্রস্তেব্যস্তে প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজস্ব নথিপত্রের (রেকর্ডস্) উপর আস্থা রাখতেন, তা হলে দেখতে পেতেন—বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলাল দোষী কি নির্দোষ, খুনী বা আত্মত্যাগী শহীদ সে সম্পর্কে কোন বাছবিচার না করে, ছাত্র হিসেবে কানাইলালের যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়েছিল। বি. এ. পরীক্ষা সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই গ্রেপ্তার

হলেও অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে যথারীতি তার খাতাপত্র পরীক্ষা হয়েছে, এবং প্রাপ্ত নম্বর টেবুলেটর কানাইলালের নামে রেজাল্ট বইতে জমা করেছে।

১৯০৮ খৃস্টাব্দের বি. এ. পরীক্ষার এই ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয় ১৬ই মে তারিখে। ঐ দিনের সিন্ডিকেট কার্যবিবরণীতে উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের সঙ্গে হুগলী কলেজের কানাইলাল দত্তের নামও মুদ্রিত আছে—

952 CALCUTTA UNIVERSITY [May 16, 1908]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Das, | Satyendranath | ... | Duff College. |
| ,, | Sureschandra | ... | General Assembly's Institution. |
| Dasgupta, | Bidhubhushan | ... | City College. |
| ,, | Binodlal | ... | Krishnagar College. |
| ,, | Chandrachur | ... | Metropolitan Institution. |
| ,, | Durgaprasanna | ... | Dacca College. |
| ,, | Jatindrakumar* | ... | Presidency College. |
| ,, | Jatindramohan | ... | Ripon College. |
| ,, | Jatindranath | ... | Presidency College. |
| ,, | Jogeschandra* | ... | Dacca College. |
| ,, | Narendrasankar | ... | Duff College. |
| ,, | Paresnath | ... | Roll Dac. Teacher (A) 17. |
| ,, | Satischandra | ... | B. M. Institution, Barisal. |
| ,, | Satyendranath | ... | General Assembly's Institution. |
| ,, | Surendranath* | ... | Ripon College. |
| ,, | Sureschandra | ... | B. M. Institution, Barisal. |
| Dashottar | Shamrao Ramchandra | ... | Ripon College. |
| Datta, | Adwaitacharan | ... | Krishnagar College. |
| ,, | Annadacharan | ... | Rajshahi College. |
| ,, | Bholanath | ... | Presidency College. |
| ,, | Bijaykrishna | ... | Duff College. |
| ,, | Debendranath* | ... | Metropolitan Institution. |
| ,, | Dhirendranath | ... | Ripon College. |
| ,, | Dwarakanath | ... | Krishnath College, Berhampur. |
| ,, | Gaurmohan | ... | St. Xavier's College. |
| ,, | Hemchandra | ... | City College. |
| ,, | Hrishikes | ... | Hughli College. |
| ,, | Jagannath | ... | Victoria College, Cooch Behar. |
| ,, | Jatindrachandra | ... | Metropolitan Institution. |
| ,, | Jatindramohan | ... | City College |
| ,, | Jyotirindranath | ... | Ditto. |
| ,, | Kaliram | ... | Roll Coo. Teachr (B) 1. |
| ,, | Kanailal | ... | Hughli College. |
| ,, | Kapilchandra | ... | General Assembly's Institution. |
| ,, | Nalinbihari | ... | Victoria College, Cooch Behar. |
| ,, | Jogeschandra* | ... | Dacca College. |
| ,, | Rajaninath* | ... | Bangabasi College. |
| ,, | Rohinikumar | ... | Ripon College. |
| ,, | Saktipada | ... | Roll Cal. Teacher (A) 3. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ,, | Sarojendrakumar | .... | Duff College. |
| ,, | Satischandra* | .... | General Asembly's Institution. |
| ,, | Subhamay | .... | City College. |
| ,, | Surendranarayan** | .... | Ravenshaw College, Katak. |
| ,, | Surendranath | .... | Duff College. |
| ,, | Sureschandra | .... | Dacca College. |
| Dattachaudhuri, Dwijendranath roll Cal. Teacher (A) 32. | | | |
| ,, | | .... | Sudhischandra Ripon College. |
| De, Banalata | | .... | Roll Pat, F. Private Student (B) 2. |

* Indicates pased in Original Composition in Bengali.

** Indicates passed in Original Composition in Uriya.

তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে গ্র্যাজুয়েট লিস্টেও যথা নিয়মে কানাইলালের নাম বারংবার মুদ্রিত রয়েছে। কোথাও তাঁর নামের বিপরীতে কোন বিরূপ মন্তব্য করা হয়নি। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে কোন চাপ বা নির্দেশের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সবশেষে পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে প্রদানার্থে, অন্যান্য ছাত্রদের মতো কানাইলালের ডিগ্রীও তৈরি হয়েছিল—কিন্তু অনুষ্ঠানের আগেই কানাইলালের জীবন-দীপ নিভে যাওয়ায় তা আর বিতরণ করা হয়নি। এবং প্রথানুযায়ী অ-বিতরিত ডিগ্রী কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কানাইলালের ডিগ্রীও তদনুসারে হুগলী কলেজে প্রেরিত হয়।

**This is to Certify**

*That Kanailal Datta*

*obtained the Degree of* **Bachelor of Arts** *in*

*this University at the Annual Examination in*

*the year 1908*

*Asutosh Mookerjee*

*Vice-Chancellor*

*Dated the 13th March 1909*

কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষেও সেই ডিগ্রী নিয়ে কিছু করার ছিল না। কোন ছাত্রের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অপর কারো কাছে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। আর ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান কানাইলালের দাদা আশুতোষ দত্ত মশাই মৃত ভাইয়ের ডিগ্রী নেবার জন্য কোন আন্তরিক আগ্রহ ও তাগিদ অনুভব করেছেন বলে জানা যায়নি। ১৯০৮/১৯০৯ কালমধ্যে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জে. এন. দাশগুপ্ত ও বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত। কলেজের অধ্যক্ষ হলেও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁরা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। উপরন্তু সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য। তাঁদের মনে যাই থাকুক, তারা এই ডিগ্রী নিয়ে কোনরূপ হৈ-চৈ করে নিশ্চয়ই সরকারের বিরাগভাজন হতে চাননি। আজ ৮০ বছর পরে আমরা তৎকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুমান এবং অনুধাবন করতেও পারব না। যাহোক, নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁরা কানাইলালের ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরৎও পাঠাননি। এভাবেই দীর্ঘ ৮০ বছর সেই ডিগ্রী হুগলী কলেজের পুরাতন নথি-পত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি হুগলী কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত কলেজের পুরাতন কাগজপত্র ঘেঁটে কানাইলালের তথাকথিত বাজেয়াপ্ত ডিগ্রী উদ্ধার করে এই সম্পর্কে সমস্তরকম জল্পনা-কল্পনা, সন্দেহ ও তথ্যবিচ্যুতির অবসান ঘটিয়েছেন এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্যার আশুতোষের নামে অযথা কলঙ্কারোপের ইতি ঘটাতে সাহায্য করেছেন। তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

অথচ 'সন্ধ্যা' থেকে শুরু করে শতবার্ষিকী বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, জীবনী, ইতিহাস, অভিধান জাতীয় গ্রন্থাদিতে ভুল সংবাদ বারবার উদ্ধৃতির ফলে তা-ই সত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং জনমানসে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সেনেটের বর্তমান প্রস্তাব তাতে মদত জুগিয়েছে। ইতিহাস সৃষ্টির নামে ইতিহাস বিকৃতির কারণ ঘটেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট কার্য-বিবরণী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত প্রস্তাব অবিলম্বে সংশোধিত না হলে কুৎসাপ্রিয় ও রটনাবিলাসী এই দেশে ইতিহাস সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি চলতেই থাকবে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত হবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। কানাইলালের শততম এবং আশুতোষের শতোত্তর পঞ্চবিংশতি জন্মবর্ষে এই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

*(সমতট প্রকাশন-৯৮)*

# ডি. লিট. না নোবেল?

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার আগে পেয়েছেন, না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট. ডিগ্রি আগে প্রদান করেন এ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বজ্জনসমাজে দ্বিমত দেখা যায়। এঁদের মধ্যে একদল বলেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট. ডিগ্রি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; অন্য দলের অভিমত, কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় কাগজপত্রে কারচুপি করে কবিকে আগে ডিগ্রিদানের মিথ্যা গৌরব দাবি করে; এবং এই কুকর্মের নাটের গুরু হলেন স্যার আশুতোষ।

রবীন্দ্রনাথের ডি. লিট. ডিগ্রি প্রাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "পৌষ উৎসবের অব্যবহিত পর কবিকে কলিকাতা যাইতে হইল। সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩/১১ পৌষ ১৩২০) সিনেটের বিশেষ এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব লিটারেচার (D. Lit.—সাহিত্যাচার্য) উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এইদিনে বিখ্যাত রুশ জুরিস্ট পল ভিনোগ্রাডোফ, জার্মান পণ্ডিত হারমান ম্যাকোবি ও ফরাসী কবি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভিকে বিশ্ববিদ্যালয় একই সম্মান দান করেন। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হইবার পূর্বেই সিনেট কবিকে এই উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশবাসী নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইবার পর কবিকে সম্মানিত করিবার জন্য ব্যগ্র হয় এ অভিযোগ ঐতিহাসিক সত্য নহে।"

সুপণ্ডিত ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত স্বপ্রণীত "তে হি নো দিবসাঃ" গ্রন্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি থেকে তথ্য উদ্ধার করে দেখাতে চেয়েছেন যে প্রভাতকুমারের উক্ত অভিমত ভ্রান্ত ও অসত্য। তিনি স্যার আশুতোষের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন এবং অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় আশুতোষকে গৌরব-চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—"সিনেটের যে সভায় রবীন্দ্রনাথকে D. Litt. দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা বসে ১৫ নভেম্বর ১৯১৩। ঐ সভার বিবরণী পাওয়া যায় ১৯১৩ সালের সিণ্ডিকেট সিনেটের বিবরণী ৭ম খণ্ডে (Part VII) এবং বিষয়টির উল্লেখ আছে 4586A সংখ্যক দফায়। 'A'র সংযোজন হইতে অনুমান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাড়াহুড়া করিয়া ইহা নথিভুক্ত করা হইয়াছে।" তারপর লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন সেই সংবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর অধুনালুপ্ত সান্ধ্য দৈনিক Empire-এ।" সুতরাং ১৩ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের পর ১৫ তারিখে সিনেট সভায় কবিকে D. Litt দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—তাও সভার কার্যবিবরণীতে হেরফের ঘটিয়ে—কবিকে অগ্রে সম্মান দানের দাবী করা চৌর্যাপরাধের সামিল; এবং আশুতোষের অনুগ্রহপুষ্ট দুষ্টের দল গভীর চক্রান্ত ও অভিসন্ধি সহকারে এই মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আসছেন। এই মিথ্যা প্রচারে সরিক হওয়ায় ডঃ সেনগুপ্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়কেও অনুযোগ করতে ছাড়েননি। "যে সকল তথ্য এখানে উত্থাপিত হইল তহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় মিথ্যা অভিসন্ধিমূলক প্রচার অভিযানের শিকার হইয়াছেন।"

কিন্তু যে কোন বিষয়ে শেষের যেমন শেষ আছে, তেমনি আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। ডঃ সেনগুপ্ত বোধহয় সে ব্যাপারটি তলিয়ে দেখেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি থেকে আংশিক তথ্যাহরণ করেই তিনি আশুতোষের বিরুদ্ধে নিন্দা-পঙ্ক ছিটাতে ও ঢক্কা নিনাদ করতে শুরু করেছেন। ডঃ সেনগুপ্ত দুটি তারিখের উপর নির্ভর করে তাঁর যুক্তি খাড়া করেছেন। ১৩ নভেম্বর ও ১৫ নভেম্বর এই

দুটি তারিখই তাঁর তূণীরে প্রধান অস্ত্র। কিন্তু একথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে কোন ব্যাপারেই পূর্ব-প্রস্তুতি না নিয়ে আটঘাট না বেঁধে হঠাৎ সিদ্ধান্ত করা আশুতোষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মান জ্ঞাপনের ইচ্ছা তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই পোষণ করেছিলেন; আর সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর লর্ড কারমাইকেলের মাধ্যমে চ্যানসেলার লর্ড হার্ডিঞ্জের সম্মতি আদায়ের জন্য যে চেষ্টা করছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ ৫ অক্টোবর ১৯১৩ দার্জিলিঙ শৈলাবাস থেকে আশুতোষকে লেখা কারমাইকেলের নিম্নোক্ত চিঠি—

PRIVATE
Government House
Darjeeling

5th Oct., 1913

Dear Sir Asutosh,

I will at once write to Lord Hardinge, and ask if he is likely to have any objection to the conferring of an Honorary Degree on Rabindranath Tagore. I shall strongly urge that he should agree. I can hardly conceive it possible that he should not, but it has not always been clear to me what reasons actuate the Education authorities in India, so I do not like to express a definite opinion too quickly.

Yours very sincerely,
Carmaichael

To
The Hon. Sir Asutosh Mookerjee.

লর্ড হার্ডিঞ্জের সম্মতি অনতিবিলম্বেই পাওয়া গেল। কারণ, এই চিঠির ২৩ দিন পরে ২৮ অক্টোবর (অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার ঘোষণার ১৭ দিন আগে) আশুতোষ সিন্ডিকেট সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব রাখেন—

1913.] MINUTES OF THE SYNDICATE 2569

**Minutes of the Syndicate**
FOR THE YEAR 1913.

**No. 40.**
The 28th October, 1913.
**Present:**

The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Saraswati, Sastrabachaspati, KT., C.S.I., M.A., D.L., D.Sc., F.R.A.S., F.R.S.E., F.A.S.B.
*Vice-Chancellor, in the Chair.*

The Hon'ble Babu Mahendranath Ray. M.A., B.L.
The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhikary, C.I.E.,M.A.,LLD.
Rai Upendranath Brahmachari, Bahadur, M.A., M.D., PH.D.
J. N. Das Gupta, Esq., B.A.
Mahamahopadhyay Dr. Satischandra Vidyabhushan, M.A., PH.D.
Dr. G. Thibaut, C.I.E. PH.D, D.Sc.
Sir Rajendranath Mookerjee, K.C.I.E.
Babu Phanindralal Ganguli, M.A., B.I.
G. F. Shirras, Esq., M.A.
Babu Jnanchandra Ghosh, M.A.

Babu Birajmohan Majumdar, M.A., B.L.

4576. On a motion by the Hon'ble the Vice-Chancellor it was unanimously resolved–

That the Syndicate recommend to the Senate:

(i) That a congratulatory address be presented to His Excellency the Chancellor of the University on the occasion of his forthcoming visit to Calcutta.

(ii) That a special Convocation of the Senate be held for conferring Honorary Degrees on the occasion.

The Hon'ble the Vice-Chancellor thereupon moved that at the forthcoming special Convocation of the Senate, Honorary Degrees be conferred upon the following gentlemen, each of whome, by reason of eminent position and attainments, was, in his opinion, a fit and proper person to receive such Degree:–

| **Names of Gentlemen proposed for Honorary Degrees.** | **Honorary Degrees which it is proposed to confer on each.** |
|---|---|
| 1. Dr. Paul Vinogradoff, M.A., D.C.L., LL.D., Dr. Hist., Dr. Jur., F.B.A., Corpus Professor of Jurisprudence, Oxford. | Honorary Degree of Doctor of Law. |
| 2. Dr. Hermann Jacobi, PH.D., Professor of Sanskrit in the University of Bonn. | Honorary Degree of Doctor of Literature. |
| 3. Dr. Willam Henry Young, M.A., D.Sc., F.R.S., Hardinge Professor of Mathematics. | Honorary Degree of doctor of Science. |
| 4. Dr. Rashbehary Ghose, C.S.I., C.I.E., M.A., D.L. | Honorary Degree of Doctor of Philosophy. |
| 5. Mr. Rabindranath Tagore | Honorary Degree of Doctor of Literature. |
| 6. Mr. Henry Hubert Hayden, C.I.E., B.A., B.E. F.G.S., Director, Geological Survey of India. | Honorary Degree of Doctor of Science. |
| 7. Dr. Sylvain Levi, D.Litt, Professor, College de France, Paris. | Honorary Degree of Doctor of Literature. |

সিন্ডিকেট কার্যবিবরণীতে দেখা যায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনকালে ভাইস-চ্যানসেলার প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের কৃতিত্ব, সাফল্য ও গুণপনার এক সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দান করেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্যার আশুতোষ বলেছিলেন—

> 5. Mr. Rabindranath Tagore, the celebrated Lyric Poet, Dramatist and Prose-writer, occupies at the present time a pre-eminent position in Bengali Literature. He has been a prolific writer on a variety of subjects but only a very small portion of his work is available in an English version; the best known is "Gitanjali" which

on its first publication, produced a profound impression upon men of culture who have no access to the original. indicating that the finest products of his imagination are characterized by an element of beauty, patriotism and spirituality, which is of perennial value and is, independent of local or racial accidents. Other works, besides the Gitanjali which are available in an English version, are "The Cresent Moon or Child Poem", "The Gardener" and "Sadhana or the Realisation of Life."

কবির ৫০ বছর বয়স অবধি রচিত সাহিত্য-কর্মের এমন সংক্ষিপ্ত ও সুনিপুণ মূল্যায়ন একমাত্র আশুতোষের পক্ষেই সম্ভব। এখানে লক্ষণীয়, আশুতোষ প্রদত্ত রবীন্দ্র-পরিচিতিতে গীতাঞ্জলির অনুবাদের উল্লেখ থাকলেও নোবেল পুরস্কারের কোনও উল্লেখই নেই; কারণ তখনো কবির পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হয়নি। যা হোক, উত্থাপিত প্রস্তাবটি আলাপ আলোচনার পর সিণ্ডিকেট প্রস্তাব গ্রহণ করল—

"Resolved unanimously—
That the Syndicate do recommend to the Senate that the Honorary Degrees mentioned be conferred on the gentlemen named, on the ground that by reason of eminent position and attainments, each of them is in their opinion, a fit and proper person to receive such Degrees."

সুতরাং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবরের সিন্ডিকেটে গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে একথা কি প্রমাণিত হয় না যে, ১৩ নভেম্বরে ঘোষিত নোবেল পুরস্কারের পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. ডিগ্রি দানের সিদ্ধান্ত নেন?

কিন্তু ৫ অক্টোবরের কারমাইকেলের চিঠি আর ২৮ অক্টোবর সিন্ডিকেটে প্রস্তাব উত্থাপনের মাঝেও অনেক নেপথ্য কাহিনী আছে। যদিও কারমাইকেল আশুতোষকে লিখেছিলেন যে কবিকে ডি. লিট. দানের প্রস্তাবে সম্মতি দানের জন্য হার্ডিঞ্জকে লিখবেন এবং এ বিষয়ে তাঁর কোন আপত্তি থাকার কারণ দেখছেন না, তথাপি যে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ নন তার ইঙ্গিত দিতে ভোলেননি। কারণ শিক্ষা বিভাগের মতিগতি সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দিহান ছিলেন।

কারমাইকেলের আশঙ্কা যে সত্য তার প্রমাণ তাঁকে লেখা হার্ডিঞ্জের চিঠি। ২০ অক্টোবর হার্ডিঞ্জ কারমাইকেলকে লিখছেন, "I do not care whether the Criminal Intelligence Department give him a bad character or not. I am determined to give him an Honorary Degree." (B. R. Nanda, Gokhle: The Indian Moderates and the British Raj. p-400) এই চিঠির ভাষ্য থেকে বোঝা যায় আশুতোষের প্রস্তাব কারমাইকেল মারফৎ হার্ডিঞ্জের কাছে পৌঁছালে সি আই. ডি. দফতর থেকে আপত্তি ওঠে। আপত্তির কারণ, রবীন্দ্রনাথের বদ চরিত্র এবং তা অবশ্যই বছর কয়েক পূর্বেকার বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা।

যা হোক, হার্ডিঞ্জ পুলিশের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলে আশুতোষ ২৮ অক্টোবর সিন্ডিকেট সভায় তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। এসব ঘটনাই ঘটে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগে। সুতরাং 'দেশ' ৮ আগস্ট সংখ্যায় চিঠিপত্র কলমে 'প্রসঙ্গকথা' প্রসঙ্গে সোমনাথ রায় যে লিখেছেন, হার্ডিঞ্জের চাপে পড়ে এবং ধমকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. ডিগ্রি দান করে, তা সর্বৈব ভিত্তিহীন। এই ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্যার আশুতোষই ছিলেন অগ্রণী।

এবার সিন্ডিকেট মিটিং-এর পরবর্তী অধ্যায়। সিন্ডিকেটে প্রস্তাব পাশ হবার পরেই সে সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হতেও দেরি হয়নি। শুনেই

কবি সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। বিশ্ববিদ্যালয় তখন পুরোপুরি এক সরকারি সংস্থা। ভাইসরয়, গভর্নর, হাকোর্টের বিচারপতি, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এবং ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, পণ্ডিত, বিশপ, ব্যারিস্টার নিয়ে এক বিশাল জবড়জং ব্যাপার। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা স্কুলের গণ্ডিও পার হননি। সুতরাং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়বড় তক্‌মাধারী দেশী বিদেশি পণ্ডিত ও রাজপুরুষদের সম্মিলিত সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সাম্মানিক উপাধি গ্রহণ করতে হবে শুনেই কবি আড়ষ্ট হলেন। তাঁর সেই দ্বিধা-সঙ্কোচের পরিচয় মেলে সিন্ডিকেট মিটিং-এর পাঁচদিন পরে (১৬ কার্তিক ১৩২০/২ নভেম্বর ১৯১৩) সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা চিঠিতে—"আমার কাব্যলক্ষ্মীর মাথায় এতদিন যে ঘোমটা ছিল সে ভালই ছিল—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিয়া যখন তাঁহার মাথায় পাগড়ি পরাইয়া দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে না।" এই চিঠি নোবেল পুরস্কার ঘোষণার ১১ দিন আগে লেখা।

কবিকে উপাধি দানের জন্য সিন্ডিকেটের সুপারিশ সিনেট সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সরকারিভাবে জানান যায় না। কিন্তু তার আগেই স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ব্যক্তিগত পত্রযোগে কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করেন। দেবপ্রসাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে কারণে পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ও হিতৈষী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই হয়তো দেবপ্রসাদ আগ বাড়িয়ে সুখবরটি তাঁকে জানান। তার জবাবে কবি দেবপ্রসাদকে লেখেন—"আপনার সাদর পত্রখানি পড়িয়া যেমন আনন্দিত হইলাম তেমনি আপনার অনুরোধটিতে কুণ্ঠিত হইতেছি।" চিঠির তারিখ ২৭ কার্তিক ১৩২০ (১৩ নভেম্বর ১৯১৩) অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার সংবাদ প্রকাশের দিন। পুরস্কারের কথা বোলপুরবাসী রবীন্দ্রনাথ তো জানেনই না, কলিকাতাবাসী দেবপ্রসাদও তখনো তা জানতেন না। জানলে জবাবি চিঠিতে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকতো। কারণ দেবপ্রসাদের কাছে লিখিত পরবর্তী চিঠিতে (১৭ নভেম্বর ১৯১৩) তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে—"সম্মানের জন্য অভিনন্দন আর করিবেন না, এখন আমার কল্যাণের কামনা করুন।"

রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মধ্যে এই চিঠিপত্র চালাচালি থেকে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল যে—অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই জানতেন নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. ডিগ্রি দানের সিদ্ধান্ত করে। তার জন্য কাগজপত্রে কারচুপি করে বাহবা নেবার কোন প্রয়োজন স্যার আশুতোষের ছিল না। সে বাহবা এমনিতেই তাঁর প্রাপ্য।

উক্ত সিন্ডিকেট সভায় আশুতোষ সমেত ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর মতো জাঁদরেল ব্যক্তিরাও ছিলেন। এঁদের সাক্ষাতে, উপস্থিতিতে সম্মতিতে যে প্রস্তাব নোবেল পুরস্কারের ১৭ দিন আগে গৃহীত হয় এবং সিনেটের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়, তাতে কারচুপির প্রশ্ন ওঠে কেন, প্রয়োজনই বা কোথায়?

যেহেতু উল্লিখিত দুটি বিষয়—ভাইসরয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও বিশিষ্ট মনীষীদের সম্মানসূচক ডিগ্রি দান—গতানুগতিক দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে পড়ে না, সুতরাং সিন্ডিকেটের এতৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য বিশেষ সিনেট সভা ডাকা হল। সে সঙ্গে একই দিনে সাধারণ সিনেট সভাও ডাকা হল প্রশাসন সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য। তারিখ নির্দিষ্ট হল ১৫ নভেম্বর। এই বিশেষ সিনেট সভায় একমাত্র আলোচ্য বিষয়টি item No. 4586 হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ তার পূর্ববর্তী Medical Faculty সভার শেষ item No. 4585 এবং পরবর্তী সাধারণ সিন্ডিকেট সভার প্রথম item No. 4587 কিন্তু সিনেট কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন ও উপাধি দান বিষয়ক প্রস্তাবটি রাখা হয়েছে 4546A সংখ্যায়। এই

'A' চিহ্নিতকরণ থেকেই ডঃ সেনগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে আশু মুখুজ্জে ১৩ নভেম্বর নোবেল পুরস্কারের খবর পেয়ে বাহাদুরী নেবার অভিপ্রায় প্রস্তাবটি 'A' চিহ্নিত করে কার্যবিবরণীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি ১৫ তারিখের বিশেষ সিনেটের কার্যবিবরণীটা একটু খুঁটিয়ে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে ১৫ তারিখের সভার শুরুতেই ভাইস চ্যানসেলর এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সিনেট সভার নোটিশ ছাড়ার পর প্রাক্তন ভাইস-চ্যানসেলর (১৮৯৮-১৯০০) Sir Francis Maclean-এর মৃত্যু সংবাদ আসে। সুতরাং যে 4586 সংখ্যক দফায় সম্মানসূচক উপাধি দানের প্রস্তাব ছিল, তার জায়গায় শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব স্থান পেল। স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দন ও সম্মানজ্ঞাপক প্রস্তাবটি 4586A চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ ইতিমধ্যেই পরবর্তী সাধারণ সিনেট সভার কার্যসূচী 4587 থেকে 4604 পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে বিলি হয়ে গেছে। আর, যে কোন সভায় শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব যে সর্বাগ্রে উত্থাপিত হয় তা তো সাধারণ রীতি। যা হোক, শোক প্রস্তাবের পর উপাধি দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন ভাইস-চ্যানসেলর।

Honorary Degrees

Conferred by the

University of Calcutta

at the

Special Convocation

Held on the

26th of December, 1913

| Year | Date | Degree | Recipient | Signature |
|---|---|---|---|---|
| 1913 | 26th December | Doctor of Laws | Professor Paul Vinogradoff, D.C.L., LL.D. | Paul Vinogradoff |
| 1913 | 26th December | Doctor of Literature | Professor Hermann Jacobi | Hermann Jacobi |
| 1913 | 26th December | Doctor of Science | Dr. William Henry Young | [illegible] |
| 1913 | 26th December | Doctor of Philosophy | Dr. Rashbehary Ghose, C.S.I., C.I.E. | [illegible] |
| 1913 | 26th December | Doctor of Literature | Mr. Rabindranath Tagore | Rabindranath Tagore |
| 1913 | 26th December | Doctor of Science | Mr. Henry Hubert Hayden | [illegible] |
| 1913<br>1921 | 26th December<br>17th December | Doctor of Literature | Professor Sylvain Levi, D.Lit. | [illegible] |

ডি. লিট. উপাধি প্রদানের রেজিস্টারে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর

নিচে বিশেষ সেনেট সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা এবং সভার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল—

2580 CALCUTTA UNIVERSITY [Nov. 15,

## MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF THE SENATE

FOR THE YEAR 1913.

No. 15

The 15th November, 1913

**Present :**

The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Saraswati, Sastrabachaspati, KT., C.S.I., M.A., D.L., D.Sc., F.R.A.S., F.R.S.E., F.A.S.B., Vie-Chancellor, in the chair.

The Hon'ble Mr. W. W. Hornell, M.A.

Sir Gooroo Dass Banerjee, KT,, M.A., D.L., PH.D.

Babu Golapchandra Sarkar, Sastri, M.A., B.L.

Shamsul-Ulama Ahmad.

The Hon'ble Babu Mahendranath Ray, M.A., B.L.

Rai Kailaschandra Basu, Bahadur, C.I.E., L.M.S.

The Hon'ble Dr. Nilratan Sarkar, M. A., M.D.

Babu Herambachandra Maitra, M.A.

Babu Ramendrasundar Trivedi, M.A.

The Hon'ble Dr. Devaprasad Sarvadhikary, M.A., LL.D.

Babu Adharchandra Mukerjee M.A., B.L.

Rai Chunilal Basu, Bahadur, M.B., F.C.S.

Rai Upendranath Brahmachari, Bahadur, M.A., M.D., PH.D.

Dr. Satischandra Bagchi, B.A., LL.B. LL.D.

The Hon'ble Mr. G. H. B. Kenrick, K. C., LL.D.

W. A. J. Archbold, Esq., M. A., LL.B.

Pandeya Ramavatara Sarma, Sahityacharyya, M.A.

Rai Saheb Dineschandra Sen, B. A.

R. Nathan, Esq., C.S.I., C.I.E. B.A.

Rai Lalitmohan Chatterjee, Bahadur, M.A.

Phanindralal Ganguli, Esq., M.A. B.L., F.R.A.S.

G. F. Shirras, Esq., M.A.

E. R. Watson, Esq., M.A., B.Sc.

J. R. Banerjee, Esq., M. A., B.L.

Dr. E. D. Ross, C.I.E.; Ph.D

C. Russell, Esq. M.A.

Rai Sahib Bhagabati Sahay, M.A., B.L.

J. N. Das Gupta Esq. B.A.

Dr. P. BRÜHL, D.Sc.F.C.S. F.G.S.
Rai Rajendrachandra Sastri, Bahadur, M. A.
Babu Lalmohan Das, M.A., B.L.
Dr. P. C. Ray, C.I.E., D.Sc., Ph.D., F.C.S:
Mahamahopadhyay Dr. Satischandra Vidyabhushan, M.A., PH.D.
Dr. G. Thibaut, C.I.E., PH.D., D.Sc.
Babu Jnanchandra Ghosh, M.A.
Sir Rajendranath Mukerjee, K.C.I.E.
A. Thomson, Esq., M.A.
Rai Kumudinikanta Banerjee, Bahadur, M.A.
Dr. D. N. Mallik, B.A., Sc.D., F.R.S.E.
Dr. Girindranath Mukerjee, B.A., M.D.
Babu Birajmohan Majumdar, M.A., B.L.
Babu Baidyanath Narain Sinha, M.A., B.L.
Babu Kalipada Basu, M.A.
E. E. Biss, Esq., M.A.
Shams-ul-Ulama Kamaluddin Ahmad M.A.
Babu Bidhubhushan Goswami, M.A.
F. W. Südmersen, Esq., B.A.
Rev. R. G. Milburn, B.A.
Lt. Col. B. H. Deare, M.B., D.P.H., I.M.S.
Rev. Father F. X. Crohan, S. J.
D. Hooper, Esq.
Babu Satischandra Ray, M.A.
Dr. Hiralal Haldar, M.A., PH.D.
Rev. Dr. J. Watt, M.A., D.D.

4586. The Hon'ble the Vice-Chancellor said–
"Gentlemen,

Before we proceed to the stated business which the Senate has assembled to transact, I desire to place before you a motion which, I feel sure, will meet with your unanimous approval. I move that the Senate record its deep sense of regret at the death of Sir Francis Maclean formerly Chief Justice of Bengal and Vice-Chancellor of this University during the years 1898-1900. I had the privilege to be a Member of the Syndicate during the time that Sir Francis Maclean was our Vice-Chancellor and I am in a position to bear personal testimony to the thoroughness and devotion, the fairness and sympathy with which he discharged the difficult and very often delicate duties of his high office. It is but fitting that we should place on recored our feeling of regret at his death and I propose that a message of condolence be forwarded to Lady Maclean and the other members of the family of Sir Francis Maclean."

The motion was carried in solemn silence, the Fellows standing.

4586A. The Hon'ble the vice-Chancellor then addressed the Senate as follows:–

"Gentlemen,

I feel confident that the propositions which I shall presently place before you for acceptance do not stand in need of any justification from me. The first of the recommendations of the Syndicate is that a congratulatory address be presented to His Excellency the Chancellor on the occasion of his forthcoming visit to Calcutta. The second is that, at the same time, a special Convocation be held for conferring Honorary Degrees. The third recommendation is that Honorary Degrees be conferred upon the distinguished scholars whose qualifications have been described in detail in the statement circulated to you.

ডিগ্রি দানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা সম্পর্কে সেনেট সদস্যদের মধ্যে সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত বিবরণীই প্রচারিত হল। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। কারণ ইতিমধ্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দানের কথা জানা গেছে। তাই আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বক্তব্য রাখলেন—

Mr. Rabindranath Tagore, the celebrated lyric poet, dramatist and prose writer, occupies at the present time a pre-eminent position in Bengali Literature, for which, as the award of the Nobel Prize for Literature to him amply indicates, his writings have now secured recognition as a world force; and no one will now venture to contradict the statement that the finest products of his imagination are characterised by an element of beauty, patriotism and spirituality which is of perennial value and is independent of local and racial accidents.

সেনেটের বিশিষ্ট সদস্য, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ও বাগ্মী মিঃ জে. আর. ব্যানার্জীও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন—বিশেষভাবে স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথকে ডিগ্রীদানের প্রস্তাবে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং অবশেষে—

"The motion was then put to the meeting and was carried unanimously."

সেদিন সেনেটে—ভাইস চ্যান্সেলর সমেত মোট ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ইউরোপীয়, বাঙালী অবাঙালি, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। এঁরা সবাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। নিজ নিজ পদমর্যাদা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সেনেট সদস্যরূপে মনোনীত হয়ছিলেন। কারও অনুগ্রহ নিগ্রহের ধার ধারতেন না। এই বিরাট সংখ্যক সদস্যের সকলেই যে আশুতোষের গুণগ্রাহী ছিলেন তাও নয়। অনেকে তো সরাসরি তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন। এতগুলি শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যবিবরণীতে রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. ডিগ্রী দানের বিলম্বিত সিদ্ধান্ত ঢুকিয়ে দিবেন—আশুতোষ চতুর চূড়ামণি হলেও নিশ্চয়ই যাদুকর পি. সি. সরকার ছিলেন না। আর এই সম্পর্কে যদি কোনও কারচুপি হয়ে থাকে, তবে তার দায়ভাগ একা স্যার আশুতোষের নয়; উপস্থিত সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর। কিন্তু সে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ আছে কি?

আবার কেউ যদি কুতর্ক তোলেন যে, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে ডি. লিট. দানের সিদ্ধান্ত নিলে কি হবে, কবিকে উপাধি তো দেওয়া হয়েছে পুরস্কার ঘোষণার পর—২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩। তদুত্তরে বলা যায়, ১৩ নভেম্বর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হলে কি হবে, কবি তো হাতে হাতে

পুরস্কার নিলেন পরের বছর—২৯শে জানুয়ারী, ১৯১৪—বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের হাত থেকে লাটভবনে। এক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রগামী।

আবার অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রপ্রতিভা বিদেশে স্বীকৃতি লাভের পর দেশবাসী তাঁর গুণগান করতে শুরু করে। তাঁদের এই ধারণা যে অমূলক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট. ডিগ্রি দান। কবিকে সম্মান ও স্বীকৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মারফত দেশবাসীই প্রথমে জানায়; বিদেশীরা নয়। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষে সকল মিথ্যা সন্দেহ ও অমূলক প্রচারের নিরসন করে এই সত্য উদ্‌ঘাটন করা অত্যাবশ্যক।

সংযোজন:

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য ত্রুটি স্বীকার করে যে চিঠি লিখেছিলেন সে চিঠি ১২ মার্চ ১৯৮৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রটি নিম্নরূপ:—

**রবীন্দ্রনাথের ডি লিট প্রাপ্তি**

তে হি নো দিবসাঃ গ্রন্থে আমি স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিরূপ সমালোচনা করি। সেই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট উপাধি প্রদান ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির উল্লেখ করি। আমি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা হইতে মনে হইয়াছিল নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দুই দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় (১৩-২-৮৮) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহ নূতন তথ্য পেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং লাট লর্ড কারমাইকেল আশুতোষকে জানান যে এই উপাধি দানে কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল ঘটনা ঘটে ১৯১৩ সালের শেষের দিকে এবং তখনকার আমলে এই সময়ই পরের বৎসরের অর্থাৎ ১৯১৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচিত হয়। বাংলা পরীক্ষায় একটি প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের কয়েক পঙ্‌ক্তি পদ্য রচনাকে বিশুদ্ধ ও সুললিত বাংলায় রূপান্তরিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যাইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব্যসাচী কর্ণধার একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তিকে সম্মান দিতেছেন এবং তাঁহার গদ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সুইডিস অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দিয়াছিলেন ইংরেজি গদ্য কবিতার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের সঙ্গে বিদেশী সংস্থার দানের কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহাদের মধ্যে তুলনাও হয় না। ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি এবং নূতন আলোকসম্পাতের জন্য সিংহমহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
কলকাতা-১৯

---

তথ্যসূত্র:

১। রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২। তে হি নো দিবসাঃ — ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৩। দেশ, সাহিত্য, সংখ্যা, ১৩৯০ — (রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গে — উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)।
৪। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৪ — (দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ। প্রসঙ্গকথা — পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।)
৫। দেশ — ৮ আগস্ট, ১৩৯৪ সংখ্যা।
৬। Calcutta University Senate and Syndicate Minutes, 1913.

(দেশ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যা)

# বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিসাধনে রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ ও ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অবদান

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠালগ্নের কিছুকাল পর থেকেই জ্ঞানান্বেষণে ও বিদ্যা-বিবর্ধনে বেসরকারি আনুকূল্য লাভ করে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ নিজের বা তাঁদের প্রিয়জনের স্মৃতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনও শাখায় পারদর্শিতা প্রদর্শনকারীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা প্রকার পদক ও পুরস্কার প্রদানের জন্য অকৃপণ হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্থ দান করেন। এই বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বাই) ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নয় বছরের মাথায় 1866 সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ঐ টাকা বার্ষিক 5 টাকা হার সুদে লগ্নি করে, এবং সেই আয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সারা ভারত-খ্যাত P.R.S. Scholarship (Premchand Roychand Scholarship) প্রবর্তন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম গ্র্যাজুয়েটগণ এম.এ./এম.এসসি. পাঠরত অবস্থায় এই বৃত্তি লাভ করেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপনান্তে পি. আর. এস. পদক ও পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছেন।

পি. আর. এস. বৃত্তি প্রবর্তিত হল 1868 সাল থেকে। তার খ্যাতি ও ব্যাপ্তি ভারতব্যাপী। আর ঐ 1868 সালেই এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মর্যাদাপূর্ণ অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি ও বক্তৃতামালা প্রবর্তনের প্রস্তাব ও প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এল। বিখ্যাত বাঙ্গালি ধনী ও বিদ্যোৎসাহী প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ টাকার সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থে বিশ্বখ্যাত "Tagore Law Professor" নামে আইনের অধ্যাপক পদ ও বক্তৃতামালার প্রবর্তন হয় 1870 সাল থেকে। বৃত্তি ও বক্তৃতামালার সেই যে শুরু, বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। শত শত পদক, পুরস্কার, বৃত্তি, বক্তৃতামালা ও উচ্চশিক্ষার্থে ভ্রমণ-বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা।

এসব পদক বৃত্তি ও বক্তৃতামালার মধ্যে "রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ" বা গবেষণাবৃত্তি বিশেষ উল্লেখের দাবি করতে পারে। এর প্রতিষ্ঠা- কাহিনী যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যও তেমনই অতি মহৎ; বিশেষত বাংলা সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের অবদান অসামান্য। যাঁর নামে এই গবেষণা-বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তিনি ছিলেন বাংলার এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। 1813 সালে নদীয়া জেলার বারুইহুদা গ্রামে তাঁর জন্ম। 1826 সালে কলকাতায় এসে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্তমান হেয়ার স্কুল) ও দু'বছর পর হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। 1833 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কলেজেই তিনি এদেশে আধুনিক ভাবধারার অগ্রদূত ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম বলে পরিগণিত হন। শিক্ষকতাকে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার পর 1865 সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি-মুক্ত রামতনু নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, পত্রপত্রিকা-সম্পাদনা মারফৎ স্বাধীন চিন্তাভাবনার প্রসার, জাতীয় ভাবাদর্শ প্রচার ইত্যাদি সমাজ ও দেশ হিতৈষিকতামূলক বিভিন্ন কাজে নিজেকে সারাজীবন ব্যাপৃত রাখেন। সামাজিক নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রেখেছে।

1898 সালে রামতনু লাহিড়ী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বেঁচে থাকতেই বিদ্যাসাগরের

সহায়তায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী 1885 খ্রীষ্টাব্দে 'এস. কে. লাহিড়ী এন্ড কোং' নামে কলেজ স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। গত শতাব্দীর সমাপ্তির মুখে তিনি এন্ট্রান্স্ পরীক্ষার্থীদের জন্য সংস্কৃত-সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি পান। এই ব্যবসায়িক সূত্রে তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি সংস্কৃত-সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের আগেই বাংলা-সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশেরও অনুমতি চাইলেন:—

387. Read a letter from Messrs. S. K. Lahiri & Co. requesting permission to be authorised to print and publish the Bengali Entrance Course on the same terms as for the Entrance Sanskrit Course for 1900.

তাঁর আবেদনের উপর বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেয়:—

Ordered—

That the question be taken up on a future occasion, when Messrs. Lahiri & Co. have given proof of their ability to publish the Sanskrit Entrance Course.

সংস্কৃত ও বাংলা সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশে যোগ্যতা প্রদর্শনের পর সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উক্ত S. K. Lahiri & Co. এক ইংরেজি পদ্য-সঙ্কলন প্রকাশ করে 'Lahiri's Select Poems' নামে। বাজারে এই বইয়ের বেশ চাহিদা হয়। কোম্পানী আর্থিক দিক থেকে বেশ লাভবানও হয়। ইতিমধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছেন (1906) এবং 'Advancement of Learning' মহাবচনটি প্রতীক চিহ্নে আবদ্ধ না রেখে, অক্ষরে অক্ষরে কার্যে রূপদানে ব্রতী হয়েছেন। শরৎকুমার লাহিড়ী তখন প্রস্তাব করেন যে 'Lahiri's Select Poems' পুস্তকের 'কপিরাইট' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে চান — তবে শর্ত একটিই। তা হল — পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় 'Moral Philosophy'-তে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্রকে তাঁর পিতা রামতনু লাহিড়ীর নামে একটি স্বর্ণ পদক দিতে হবে। এই আবেদন পত্রের উপর বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নেয়:—

1727. Read a letter from Mr. S. K. Lahiri, submitting for the kind acceptance of the Syndicate the copyritht of his publication called "Lahiri's select poems", and requesting that, out of the sale proceeds of the book, a gold medal may be awarded every year to the best scholar in Moral Philosophy at the B.A. Examination in memory of his late father Babu Ramtanu Lahiri.

Ordered—

That Mr. S. K. Lahiri be informed that his offer has been thankfully accepted.

বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদের সঙ্গে শরৎ লাহিড়ীর প্রস্তাব গ্রহণ করে বইটি বোর্ড অফ্ স্টাডিস-এর কাছে পাঠাল; যেন এন্ট্রান্স পরীক্ষার স্থলে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে, তার উপযোগী করে বইটির পরিমার্জন পরিবর্তন করা হয়।

বোর্ড অফ্ স্টাডিজ-এর মতামত জানার পর সিন্ডিকেট তিনজন ইংরেজি সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ সদস্যের এক কমিটি গঠন করে এন্ট্রান্স পরীক্ষার স্থলে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে, তার পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে বইটির পরিবর্তন ও সংশোধন করতে। সেই কমিটিকে বলা হয়:—

"That a committee consisting of the Rev. A. Tomory, M.A., Mr. H. R. James, M.A., and Mr. J. N. Dasgupta, B.A., be appointed to revise "Lahiri's Select Poems" with a view to make it suitable for inclusion in the list of books in English recommended for the Matriculation Examination.

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লাগে। কারণ শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একক সিদ্ধান্তের চেয়ে সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করা হয়। ফলে বিভিন্ন সমিতি-উপসমিতি হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বেশ সময় লগে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। তাতে বাজার হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। শরৎ লাহিড়ী মশাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক Mr. W. T. Webb, M.A.-কে দিয়ে 'Select Poems'-এর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পেশ করে পুস্তক ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কর্তৃপক্ষ সেটিও পূর্বোক্ত কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

একদিকে শরৎ লাহিড়ী মশাই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ দিচ্ছেন, অপর দিকে সিন্ডিকেটও কমিটিকে তাড়া দিচ্ছে সুপারিশ ত্বরান্বিত করার জন্য। যা হোক, অবশেষে কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেল। সেটি সিন্ডিকেটের কাছে পেশ করা হল:—

292. Read the report of the committee appointed to deal with the manuscripts of Webb's edition of "Lahiri's Select Poems".

Resolved—

That the report be adopted and as recommended therein Webb's edition of "Lahiri's Select Poems" be published with the omission of poems nos. 1, 13, 18, 39, 60, 63 and 95, and the notes.

কোম্পানীকে বই ছাপাবার অনুমতি দেওয়া হল বটে, কিন্তু মনে হয় সিন্ডিকেট কমিটির সুপারিশে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি। তা না হলে গ্রন্থের মুদ্রণ আদেশ দানের অব্যবহিত পরেই বইটির পরবর্তী সংস্করণ সম্পাদনার জন্য আর একটি কমিটি গঠনের কথা উঠত না:—

438. The Registrar requested the Syndicate to appoint an Editorial Board to edit a subsequent edition of 'Lahiri's Select Poems'.

Resolved—

That an Editorial Board, consisting of Rev. A. Tomory, M.A., J.N. Dasgupta, Esq., B.A., and the Hon'ble Babu Debaprasad Sarbadhikari, M.A., B.L., be appointed to edit a subsequent edition of 'Lahiri's Select Poems' and that the Hon'ble Babu Debaprasad Sarbadhikari be the convener of the Board.

উপরোক্ত প্রস্তাবের বয়ান থেকেই বোঝা যাচ্ছে স্বয়ং ভাইসচ্যানসেলর স্যার আশুতোষের নির্দেশেই রেজিস্ট্রার এটি সিন্ডিকেটে পেশ করেন।

এদিকে কিছুকাল পরে দেখা গেল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে মুদ্রণ ব্যয় বাদ দিয়েও যে টাকা হাতে থাকে, তার দ্বারা শুধু শরৎ লাহিড়ীর বাবা রামতনু নন্, তাঁর মাতা গঙ্গামণি দেবীর নামেও একটি স্বর্ণপদক দেওয়া যায়। তখন সিন্ডিকেট তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রস্তাব গ্রহণ করল:—

Resolved—

That two gold medals be annually awarded to the best graduates (one male and one female) in Mental and Moral Philosophy at the

> B.A. Examination in memory of the late Babu Ramtanu Lahiri and Srimati Gangamani Debi, respectively bearing the following inscriptons:–
> "In memory of Ramtanu Lahiri, father of S. K. Lahiri, awarded to .........." and In memory of Gangamani Debi, mother of S. K. Lahiri, awarded to .........." on one side and the University Arms on the other.

1912 সাল থেকে শুরু করে 1951 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দু'টি করে স্বর্ণপদক দিয়ে পদক প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়। তার পেছনে অর্থ জুগিয়েছে শরৎ কুমার লাহিড়ীর পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত 'Lahiri's Select Poems'-এর কপিরাইট। "রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ" কাহিনীর এই হল প্রথম পর্ব।

দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা পেশা হলেও সেই সঙ্গে প্রাচীন পুঁথি ও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন খোঁজা ও সংগ্রহ করাও তাঁর অন্যতম নেশা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর সংগৃহীত তথ্য ও নিদর্শনের অমূল্য ফসল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয় 1896 সালে কুমিল্লা থেকে — ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে। বাংলা সাহিত্যের এই অভিনব ইতিহাস কারও জানা ছিল না। সুদুর কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত এই বই কলকাতার বিদগ্ধ মহলে সানন্দ অভিনন্দন লাভ করে। এবং দীনেশচন্দ্র দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে এক ডাকে পরিচিতি লাভ করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা ভাষার প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। বাংলা সাহিত্য যে শুধুমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত লেখকদের হাতে তৈরি হয়নি, তার পেছনে রয়েছে শত শত বছরের ইতিহাস, সে তথ্য সে খবর কারও জানা ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সে পরিচয় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকাল্টির সভায় শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে উপযুক্ত স্থান দানের দাবী সম্বলিত সাতাশ বছরের যুবক সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এক প্রস্তাব ভোটাধিক্যে বাতিল হয়ে যায়। এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলতে পারেন নি। মনে মনে সুদিনের আশায় রইলেন। পাঁচ বছর পর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের সঙ্গে আশুতোষের পরিচয় ঘটলেও গ্রন্থকারের সঙ্গে কোনও পরিচয় ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে মাতৃভাষা-বিরোধীদের বিরুদ্ধে এই গ্রন্থই যে আয়ুধ হিসাবে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল না। তিনি যে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন না, বলা যায় না।

### বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দীনেশচন্দ্র সেনের পদার্পণ

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "১৯০০ সনের কার্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে আমি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।" তারপর থেকে তিনি মোটামুটি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ইতিপূর্বে নানারূপ শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক দুর্বিপাকে তিনি যথেষ্ট নাজেহাল হয়েছেন। তবু সাহিত্য সেবাকেই অন্যতম অবলম্বন করে রয়েছেন। এখন সাহিত্য সেবাকেই জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন করে কলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। যদিও কয়েক বছর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান স্কুলে তাঁর চাকুরী-প্রার্থী হবার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না। যা হোক, দীনেশবাবু তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। স্থায়ী কোনও আয় নেই। বাসা খরচ দেশের বাড়ির চেয়ে বেশী। লেখার মাধ্যমে যে সামান্য অর্থপ্রাপ্তি ঘটে তাতে সংসার খরচ সঙ্কুলান হয় না। সরকার থেকে সামান্য 'সাহিত্য বৃত্তি' পান বটে, কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ইতিমধ্যে আশুতোষ হাইকোর্টের জজ হয়েছেন; তারপরেই হয়েছেন ভাইস-চ্যানসেলর। বলা যায় তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর হবার জন্যই জজ হয়েছেন। তারপর দীনেশবাবুর নিজের কথায়: "১৯০৫ অব্দে আমি বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা-পরীক্ষক হইবার জন্য আরজি করিয়াছিলাম। ... তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস্-চ্যানসেলার ... ভাবিলাম একবার-ভাইস-চ্যানসেলারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। ... আমি তাঁহার সামনে দাঁড়াইবা মাত্র তিনি বলিলেন, 'আপনি তো ১৭ নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন'? আমি বলিলাম, 'কি করিয়া জানেন'? —কেন? আপনি যে আরজি করেছেন তার নীচেই তো ঠিকানা আছে।' আমি বলিলাম, 'সে আরজি তো অফিসে আছে।' তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আরজিতে যা লেখা আছে, তা বুঝি আর কারো মনে থাকতে পারেনা?' আমি একটু আশ্চর্য হইলাম, কত লোক তো কত আবেদন করিয়া থাকে, কিন্তু একজন আবেদনকারীর বাড়ীর নম্বরসুদ্ধ ঠিকানাটি মনে করিয়া রাখা সহজ নয়।"

অতঃপর আশুতোষ ও দীনেশবাবুর মধ্যে এ প্রসঙ্গে আরো কথোপকথন: —"আমাকে তিনি বলিলেন-আপনার কাজ হইয়া গিয়াছে; যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন, তখন পরীক্ষক হইতে আর কোন বাধার কারণ রহিল না। কিন্তু আপনি যদি না আসিতেন, তবে অপনি পরীক্ষক হইতে পারিতেন না।"

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বললাম,—"আমি একথা বুঝিতে পারিলাম না। আমার এখানে আসায় পরীক্ষক হওয়ার দাবী কিরূপে এতটা অগ্রসর হইল, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না!"

তাঁহার বিরাট গুম্ফদ্বয় ভেদ করিয়া বিদ্যুতের মত এক ঝলক্ হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"তাই তো দেখছি আপনারও বিস্তর বন্ধু জুটেছেন, —তাঁরা তো হলফ্ করে বলছেন যে, আপনার মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে, দীর্ঘকাল মাথার অসুখের দরুণ আপনি এখন মানুষ পর্য্যন্ত চিনতে পারেন না, —একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।"

তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, যতগুলি লোক এই পদের প্রার্থী হয়েছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনার দাবীই সর্বাপেক্ষা বেশী। আপনি বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখে প্রমাণ করেছেন যে, এই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে আপনার মত জ্ঞান আর কারও নেই। আপনি দীর্ঘকাল শিক্ষকের কাজ করেছেন। সরকার বাহাদুর পুস্তক লেখার জন্য আপনাকে বিশেষ বৃত্তি দিয়েছেন। সুতরাং যোগ্যতার কথা না তুলে বন্ধুরা আপনার শারীরিক অসমর্থতার কথার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার মত আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন তো আমি বুঝলাম, আপনি যখন এতটা পথ ট্রামে ক'রে এসেছেন, তখন আপনি শয্যাশায়ী ন'ন। আপনি লোকজন পথঘাট বেশ চিন্‌তে পারেন, না হলে এখানে এলেন কিরূপে? কথাবার্তায় বোঝা গেল — আপনার মস্তিষ্কের কোন রোগের লক্ষণ নাই। সুতরাং এখন আর আপনার দাবী ঠেকিয়ে রাখে কে? যান,—বাড়ী যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।"

আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের এই সাক্ষাৎকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'জহুরী জহর চেনে' বলে যে কথা আছে, এবং নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট লোক চিনবার এক স্বতঃসঞ্জাত শক্তির অধিকারী যে আশুতোষ ছিলেন, তার প্রথম পরীক্ষা কিন্তু দীনেশচন্দ্রের নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে গেল।

আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের এই সাক্ষাৎকার যেন নিয়তি নির্দিষ্ট ছিল। "প্রসিদ্ধি আছে চন্ডীদাস বিদ্যাপতির মিলন হয়েছিল। পদকল্পতরু-ধৃত একাধিক বৈষ্ণব পদে এই প্রসিদ্ধি সমর্থিত হয়েছে—'দৈবহি দুহুঁ দোহাঁ দরশন পাওল'। মানুষের মতো মানুষ, দু'জনের মিলনে অঘটন ঘটে, অপ্রত্যাশিত বাস্তব হয়ে ওঠে। ইতিহাস বহুবার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। কুরুক্ষেত্র ঐতিহাসিক ব্যাপার হলে,

ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথির সঙ্গে পার্থ মিলিত হয়েছিলেন। তার ফলে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' ভারত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শুধু তা নয়, মানুষের অন্তর্লোকে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে প্লাবনী ধারা বয়ে গিয়েছিল। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মিলিত হয়েছিলেন, তাতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তেমন বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস, জয়দেব ও লক্ষ্মণ সেন, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ মিলিত হয়েছিলেন। এমন কত মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে গিয়েছে, যার সুদূর-প্রসারী ফল ভারত-জিজ্ঞাসুর অবিদিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মিলন তেমন একটি যোগ। একজন এদেশে বিশ্ববিদ্যার বিধাতা। আর একজন 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী' মায়ের আত্মহারা ভক্ত সন্তান। এঁদের মিলনে মন্ত্রশক্তির কাজ করেছিল 'বন্দে মাতরম্'। অলক্ষ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ।"

বলতে গেলে আশুতোষ-দীনেশচন্দ্রের যোগাযোগ থেকেই ইংরেজি-প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষার যোগ্য স্থান আদায়ে আশুতোষ একজন উপযুক্ত সহায়ক পেলেন। দীনেশবাবু পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। দীর্ঘকাল পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, ও প্রশ্নকর্তা হিসাবে কাজও করেছেন। কিন্তু আশুতোষ দীনেশচন্দ্রকে পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত করে তাঁর দু'পয়সা আয়ের পথ প্রশস্ত করাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্য উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উন্নততর ফল ফলাবার অভিপ্রায় মনে পোষণ করছিলেন। আশুতোষ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠের জন্য দেশবিদেশের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা-দানের জন্য 'রিডারশিপ' প্রথার প্রবর্তন করেন। দীনেশচন্দ্র পরীক্ষক নিযুক্ত হবার বছর খানেক যেতেই আশুতোষ তাঁকে 'স্পেশাল রিডার' নিযুক্ত করলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর ইংরেজিতে বক্তৃতা দানের জন্য। এখানে প্রকাশ থাকে যে আশুতোষ এই 'রিডারশিপ' বক্তৃতামালা প্রচলন করেন 1908 সাল থেকে। দীনেশচন্দ্র নিযুক্ত হন 1909 সালে। তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং বাঙালি বক্তৃতাদাতা। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল : The History of the Bengali Language and Literature from the Earliest Times down to the Middle of the 19th century.

সিণ্ডিকেট ও সেনেট কার্যবিবরণী থেকে দীনেশচন্দ্রের নিযুক্তির সমর্থন মেলে:—

> Read an application from Babu Dineschandra Sen, B.A., offering himself as a candidate for appointment as a University Reader in the subject of the History of the Bengali Language and Literature from the earliest times down to the middle of the 19th century. Resolved– That the Syndicate recommend to the Senate that Babu Dineschandra Sen, B.A., be appointed a University Reader and that the subject of his lectures be the History of the Bengali Language and Literature from the earliest times down to the middle of the 19th century.
>
> (Syndicate Dated March 28, 1908)

484. Mr. Harinath De moved, on behalf of the Syndicate, that Babu Dineschandra Sen, B. A., be appointed University Reader and that the subject of his lecture be the History of the Bengali Language and Literature from the earliest times down to the middle of the 19th century.

(Senate April 11, 1908)

আশুতোষ মুখার্জী, হরিনাথ দে, গৌরীশঙ্কর দে—বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন কাদের সম্মেলন ঘটেছিল—এ থেকেই অনুমান করা যায়।

দীনেশচন্দ্র যখন এই খবর শুনলেন তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া :—"একদিন শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য 'রিডার' নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। এই সম্মান বড় কম নহে, কারণ ইহার পূর্বে অন্য কোন বাঙ্গালি এ পদ পান নাই। পৃথিবীজোড়া যাঁহাদের নাম, এমন সকল বড় বড় সাহেব রিডার হইয়াছিলেন। শুনিলাম, সিন্ডিকেটে একটা আপত্তির তুফান উঠিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিলেন বাংলা ভাষার গৌরব এত বড় নহে যে তজ্জন্য একটা রিডারের পদ সৃষ্টি হইতে পারে। কেহ বলিয়াছেন, দীনেশবাবু অপরাপর রিডারের তুলনায় নগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু ভাইস্-চ্যান্সেলার নিজে যাহা বুঝেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তিনি নাকি শেষে বলিয়াছিলেন, I know my man, যিনি যে কাজের যোগ্য আমি তাঁকে সেই কাজ দিই।

তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, 'ইংরাজি অনেকদিন লিখি নাই, লিখতে পারব তো?' তিনি বলিলেন, 'ঠিক পারবেন'।

ঐ বছরই আশুতোষ দীনেশচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত করার ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক স্তরে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে দেন। —"একদিন রোগশয্যায় পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ একদা প্রাতে ধম্মপদের অনুবাদক চারুবাবু আমায় বলিয়া গেলেন, আমি ইউনিভারসিটির 'ফেলো' হইয়াছি। অযাচিতভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন।"

দীনেশচন্দ্রের বক্তৃতামালা শেষ হল। এবার সে বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পালা। গ্রন্থের পান্ডুলিপি তৈরিতে দীনেশচন্দ্রকে সাহায্য করতে বিশ্ববিদ্যালয় একজন সহায়ক নিযুক্ত করেছিল। 1909 সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে বক্তৃতাগুলি পঠিত হয়, আর 1911 সালে তা বিশাল গ্রন্থাকারে সুপরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদ ও চিত্র-সুশোভিত হয়ে প্রকাশিত হল — 'History of Bengali Language and Literature' নামে। বলা বাহুল্য দীনেশচন্দ্র গ্রন্থখানি আশুতোষকে উৎসর্গ করে লেখেন:-

TO THE
HON'BLE MR. JUSTICE
ASUTOSH MOOKERJEE SARASWATI,
C.S.I. M.A., D.L., D.Sc., F.R.A.S., F.R.S.E.,
VICE-CHANCELLOR OF THE CALCUTTA UNIVERSITY
Whose sound and far-sighted educational measures in furthring
the cause of our beautiful language will be ever gratefully
remembered by his countrymen.
THESE PAGES
*ARE INSCRIBE*
IN TOKEN OF THE AUTHOR'S GRATITUDE AND ESTEEM.

এই বক্তৃতামালা পাঠ শেষ না হতেই আশুতোষ 1909 সালের 13 মার্চ অনুষ্ঠিত সমাবর্তন ভাষণে এগুলির বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন—

> "We have had a long series of luminous lectures from one of our own graduates Babu Dinesh Chandra Sen, on the fascinating subject of the history of the Bengali Language and Literature.

> These lectures take a comprehensive view of the development of our vernacular and their publication will unquestionably facilitate the historical investigation of the origin of the vernacular literature of this country, the study of which is avowedly one of the foremost objects of the new Regulations to promote."

দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে এই বক্তৃতামালা প্রদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও গোপনেচ্ছার কথা অশুতোষ প্রকাশ করেছিলেন দীর্ঘ দশ বছর পর। সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

### রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিফ পদে দীনেশচন্দ্র সেনের যোগদান

ইংরেজিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বছর বছর বাংলা প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র পরীক্ষা করা মাত্র। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালন-সভা সেনেটর সদস্যও তিনি রয়েছেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণা প্রতিভাকে আরো সৃষ্টিশীল কর্মে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা আশুতোষ মনে মনে তৈরি করছিলেন।

'Lahiri's Select Poems'-এর কপিরাইট থেকে প্রাপ্ত অর্থে শরৎকুমার লাহিড়ীর পিতামাতার স্মৃতিতে বছর বছর পদক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে-পদকের খরচ মিটিয়েও দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু টাকা জমা হয়েছে। আশুতোষ তখন শরৎকুমার লাহিড়ীকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করালেন। তার মর্মার্থ: তাঁর পিতামাতার স্মৃতিতে প্রদত্ত পদক-দানের পর যে-অর্থ সঞ্চিত রয়েছে তার দ্বারা তাঁর পিতার নামে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিয়মিত গবেষণামূলক বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হোক। বাংলা-সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে এই পত্রখানির অপরিসীম গুরুত্ব ও অবদান আছে বিধায় সম্পূর্ণ পত্রখানিই হুবহু উদ্ধৃত করা হল:

3998. Read the following letter:-

Dear sir,

> It may be in your recollection that just five years ago, on the 27th August, 1908, I ventured to offer to the University for kind acceptance the copyright of my publication known as "Select Poems". I expressed a desire at the time that part of the income might be applied for the institution of two annual gold medals to be awarded to the two best graduates (one male and one female) in Mental & Moral Philosophy at the B.A. Examination in memory of my late father, Babu Ramtanu Lahiri, and my late mother Smt. Gangamani Devi. The Syndicate was pleased to accept the offer on the 29th August, 1908. Since then I have often considered how the balance of the income of the fund should be applied for the promotion of the cause of education in which my late father was deeply interested. There is, I understand a considereable balance exceeding Rs. 5,500/=, to the credit of the fund and the net income, after payment of the costs of publication of the book and of the Medals, amounts on an average to Rs. 1800/=. Under this circumstances, I beg to propose that a Research Fellowship should be established in the name of my late father, Babu Ramtanu Lahiri, to promote the investigation of the History of the Bengali Language and Literature. In the first

instance, a Fellow may be appointed for a term of five years, and his duties may be defined as follows:–

(1) To devote himself to the investigation of the History of the Bengali Language & Literature from the earliest times.

(2) To deliver annually a course of twelve public lactures embodying the results of his invetigations; the lectures to be published by the University as speedily as practicable after they have been delivered. A grant of Rs. 200/= a month may be made from the fund to the Research Fellow, but I ventue to express the hope that the University may be in a position to supplement this sum so as to secure the services of a really competent scholar and expect him to devote his whole time to the work of Research on the boundless field of the history of our mother tongue. I shall be deeply grateful if you will take steps to create a Ramtanu Lahiri Research Fellowship in the History of Bengali Language & Literature on the lines indicated. I may be forgiven if I venture to draw your attention to section 19 of Chapter IV of the University Regulations which clearly authorise the University to make grants for the encouragement of Research in Vernacular Literature and Languages with a view to foster their growth.

63/1, Harrision Road, I beg to remain
Calcutta Yours sincerely
The 5th September, 1913 S. K. Lahiri

To

The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, KT., C.S.I.
M.A., D.L., D.Sc., F.R.A.S., F.R.S.E., F.A.S.B.,
Vice-Chancellor, University of Calcutta.

আশুতোষ স্বয়ং যেখানে প্রস্তাবের উদ্যোক্তা, সেখানে সিণ্ডিকেটে তা অনায়াসে গৃহীত হল—নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত আকারে :—

Resolved—

(1) That the proposal made in the above letter be cordially accepted.

(2) That the Syndicate recommend to the Senate :–

(a) That a Research Fellowship in History of Bengali Language and Literature be established and be maintained out of the income of the fund placed at the disposal of the University by Mr. S. K. Lahiri.

(b) That the Fellowship be named after the late Babu Ramtanu Lahiri, father of the donor.

(c) That Rai-Saheb Dineshchandra Sen B. A., be appointed Research Fellow in Bengali Language and Literature for five years on a salary of Rs. 250.00 a month. (Syndicate, 6.9.1913)

এবার উক্ত প্রস্তাব সেনেটে অনুমোদনের পালা। সেখানে প্রস্তাব ও তার উপর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত উত্থাপনের প্রারম্ভে আশুতোষ এই 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ'-এর পরিকল্পনার অনুপূর্বিক বর্ণনা করে বলেন:—

4267. With reference to the next item on the agenda, the Hon'ble the vice-Chancellor informed the Senate that in August, 1908, Mr. S. K. Lahiri placed at the disposal of the University the copyright of his publication known as "Select Poems" on condition that part of the income out of the sale of the publication might be applied for instituting two annual gold medals to be awarded to the two best graduates (one male and one female) in Mental and Moral Philosophy at the B.A. Examination in memory of his father, the late Babu Ramtanu Lahiri, and his deceased mother, Srimati Gangamani Debi. Since then after defraying the costs of the medals there had been considerable balace at credit of the Fund which at present exceeded Rs. 5,000 and the net annual income, after payment of the costs of publication and the medals now amounted on an average to Rs. 1,800. In these circumstances the donor Mr. S. K. Lahiri recently submitted a proposal to the Syndicate that a Resarch Fellowship should be established in the name of his father, the late Babu Ramtanu Lahiri, to promote investigation into the History of Bengali Language and Literature and that the Fellow be appointed in the first instance for five years. The proposal had been accepted by the Syndicate and their recommendation would now be placed before the Senate for acceptance.

(Senate, 27.9.1913)

নিজের বক্তব্য শেষ করে আশুতোষ সেনেট সিণ্ডিকেটের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ জে. এন. দাশগুপ্তকে সিণ্ডিকেটের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য পেশ করতে আদেশ দেন। সিণ্ডিকেটের সুপারিশ সেনেটে পেশ করার সাথে সাথে আশুতোষ রিসার্চ ফেলো'র করণীয় কর্তব্য কি হবে, তাও স্থির করে দেন। সেনেট কার্য-বিবরণী থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল — তা থেকে বোঝা যাবে আশুতোষ কেমন আঁট ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিলেন:—

With these remarks the Hon'ble the Vice-Chancellor called upon Mr. Das Gupta to move the adoption of the following recommendation of the Syndicate:–

(a) That a Research Fellowship in the history of Bengali Language and Literature be established and be maintained out of the income of the fund placed at the disposal of the University by babu Saratkumar Lahiri.

(b) That the Fellowship be named after the late Babu Ramtanu Lahiri, father of the donor.

(c) That Rai Saheb Dineschandra Sen, B.A., be appointed Research Fellow in the History of Bengali Language and Literature for a term of five years on a salary of Rs. 250 a month.

(d) That the duties of the Fellow be defined as follows:–

(i) To devote himself to the invetigation of the History of Bengali Language and Literature from the earliest times.

(ii) To deliver annually a course of twelve public lectures embodying the results of his investigations; the lectures to be published by the University.

(iii) To submit to the Syndicate every six months a report of the progress of work done by him during the preceding six months. The Fellowship to be suspended if on the report of a competent authority the work be not found to be satisfactory or up to the standard expected.

Mr. Das Gupta in moving the adoption of the above recommendation of the Syndicate said that he felt sure that the proposal would commend itself to the Senate without a word of comment from him. Bengali Language and Literature had of late been engaging the sympathetic attention of Oriental scholars in Europe and elsewhere and the rare and exquisite literary beauties of some of its authors had succeeded in evoking the admiration of these savants. Any systematic historical investigation of the origin and development of Bengali Language and Literature would therefore be of special interest and value in the present circumstances, and the speaker knew no one better qualified to undertake this important and arduous task than the nominee of the Syndicate. The original and highly interesting researches which Rai Saheb Dineschandra Sen had already done in the field of Bengali Language and Literature had earned for him a European reputation, and the speaker felt confident that the Rai Saheb, if elected to the Fellowship, would fill the chair with highest credit and would do full justice to the subject to the study of which he had devoted his whole life.

Mahamhopadhyay Dr. Satischandra Vidyabhushan seconded the motion which was carried unanimously.

(Senate, 27.9.1913)

দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্বে দীনেশচন্দ্র পাঁচ বছরের জন্য রামতনু লাহিড়ী ফেলো পদে নিযুক্ত হলেন। এই পাঁচ বছরে তিনি যেসব বিষয়ে গবেষণামূলক বক্তৃতা দান করেন, এবং তার ভিত্তিতে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:—

1. Chaitanya And His Companions.
2. Old Bengali Literature.
3. Bengali Ramayanas.
4. The Folk Literature of Bengal.
5. The forces that developed our early literatures, with special reference to Bengali Folk Tales.
6. Chaitanya And His Age.

ফেলোশিপের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে দীনেশচন্দ্রকে পুনর্নিয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে। সিণ্ডিকেট দীনেশচন্দ্রের পাঁচ বছরের কার্য-বিবরণে সন্তোষ প্রকাশ করে। অবশ্য তার আগে তিনজনের এক কমিটি দ্বারা তাঁর কাজের গুণাগুণ যাচাই করান হয়। কমিটির সুপারিশ অনুসারেই সিণ্ডিকেট তাঁকে পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এবং সেই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেনেটের কাছে পাঠায়।

### ফেলোশিপ পদে পুনর্নিয়োগে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বাধা:

1918 সালের 24 সেপ্টেম্বর। ভারতীয় ভাষা সমূহের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐদিনই কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট বাংলা সমেত অন্যান্য কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্থাৎ এম. এ. পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-গ্রহণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। আশুতোষ তখন ভাইস-চ্যানসেলর নন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ভাইস-চ্যানসেলরের অনুপস্থিতিতে তাঁকেই 'চেয়ারম্যান' নির্বাচন করে সভার কাজ চালানর ব্যবস্থা করা হয়। সেদিনের কার্যক্রমের প্রথম দফা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেবার নীতিপদ্ধতি বিনা বিতর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দফায় ছিল দীনেশচন্দ্রের রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপে পুনর্নিয়োগের প্রশ্ন। সেখানেই গোল বাধে।

ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের একদল প্রতিপক্ষ তৈরি হয়েছে। সরকারি সদস্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী ছিলেন। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রাইভেট কলেজ থেকে এম.এ. এবং আইন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সে সব কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং পরিচালকমণ্ডলীর কর্তাব্যক্তিরা (যাঁরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন) আশুতোষর উপর বিরূপ ছিলেন। তাছাড়া কারো কোনও ব্যক্তিগত আশা বা উদ্দেশ্য আশুতোষ পূরণ করেননি বলে তারাও বিক্ষুব্ধদের দলে যোগ দেন। ফলে এই তিন শ্রেণীর বিক্ষুব্ধদের একটা বড়সড় জোট গড়ে ওঠে। এদের নেতৃত্বে থাকেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গোষ্ঠী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন দীনেশচন্দ্রের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। একবার হরপ্রসাদ ও দীনেশচন্দ্র ছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের বাংলা বিষয়ের যুগ্ম-প্রশ্নকর্তা। ঐ প্রশ্নপত্রে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের অংশ নিয়ে মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটে। আশুতোষের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনোমালিন্য অনেকেই জানতেন। দীনেশচন্দ্র ছিলেন আশুতোষের প্রিয়পাত্র। সুতরাং শাস্ত্রীমশাই দীনেশচন্দ্রকে উচিত শিক্ষা দিতে কোমর বাঁধেন।

দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত হতেই বিরুদ্ধবাদী সদস্যগণ নানা ওজর আপত্তি তুলতে থাকেন। কেউ বলেন প্রস্তাব সিণ্ডিকেটের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেতর পাঠান হোক। কেউ বললেন প্রস্তাবের বিবেচনা বিলম্বিত করা হোক। কারো ইচ্ছা 'ফেলোশিপ' পদটির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক। কারো মতে দীনেশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কাজ মোটেই আশানুরূপ ও সন্তোষজনক নয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — যিনি সিণ্ডিকেটের বিশেষ কমিটির সদস্য হিসাবে দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন, সেনেটে তিনি তাঁর সুপারিশের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখতে লাগলেন। মোট কথা সেনেটে এই প্রস্তাবের উপর তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলল। পক্ষে বিপক্ষে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন নি।

দীনেশচন্দ্র এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন:—'সেইবার আমার 'রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ'-এর পাঁচ বৎসরের মেয়াদী সময় শেষ হইবে। এই পদের জন্য আবার নির্বাচনের সময় আসিল। শুনিলাম, আমাকে সরাইয়া দিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিন্তু পান্থ যেরূপ খর রৌদ্রের তাপ অগ্রাহ্য করিয়া বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমায়, আমিও সেই বিশালবাহু পুরুষবরের আশ্রয়ে নিজের বিষয় লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতাম না। ...

যেদিন আমার ভাগ্য-নির্ণায়ক সিনেট সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দুইদিন পূর্বে আমার জ্বর হইয়াছিল। সেই সভার একদিন পূর্বে আশুবাবু আমাকে দেখিতে আমার বেহালার বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, —"আপনার বন্ধুরা খুব জোট পাকাইয়াছে।" আমি বলিলাম— "আমার জ্বরটা একটু আছে, কালই ছাড়িয়া যাইবে। আমি সভায় উপস্থিত হইব কি?" তিনি

বলিলেন—"যাইবেন বই কি?" কিন্তু মুহূর্ত পরেই বললেন—"যাইয়া দরকার নাই, —দেখুন এই ঝগড়াটা আপনার সঙ্গে নহে,—আপনাকে উপলক্ষ করিয়া এই ঝগড়া আমার সঙ্গে।"

আবার সেনেট সভায় ফেরা যাক। তার আগে দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব ও তার উপর সংশোধনীগুলির উল্লেখ করা দরকার:—

> "Mr. J. N. Das Gupta moved on behalf of the Syndicate, that Rai Saheb Dineschandra Sen, B. A., be re-appointed Ramtanu Lahiri Research Fellow, on the same coditions as before, for a period of five years from the date of expiry of his present term."

এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন একজন সদস্য :—

> Rai Chunilal Basu Bahadur : I beg to move that the consideration of this matter be postponed to a future and a fuller meeting of the Senate.

নির্দিষ্ট প্রস্তাবটির বিবেচনা মুলতুবী রাখার পক্ষে বিপক্ষে কয়েক জনের বক্তৃতার পর তা ভোটে দেওয়া হলে পক্ষে 14 ও বিপক্ষে 15 ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

এবার আর একজন সদস্য বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন:—

> Mr. G. C. Bose moved the following amendment of which he had given notice:–
>
> "That applications from members of the Senate, be invited for the Ramtanu Lahiri Research Fellowship, which will fall vacant on the 30th September, 1918.

এই সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষেও বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলে। অবশেষে এটিও ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অধ্যক্ষ বসু এর পরেও পুনরায় নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন:—

Mr. G. C. Bose moved the following amendment:–

1. "That a Committee of Five be appointed to report if and to what extent the terms and conditions of appointment of the Ramtanu Lahiri Research Fellowship have been complied with during the tenure of the present incumbent and to enquire into the nature and value of his work."
2. "That the question of his re-appointment or of otherwise filling up the vacancy in the appointment that will be caused on the 30th September, when the present tenure will end, be kept in abeyance till the report of the Committee has been received by the Syndicate and dealt with."

এই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষেও দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তুমুল বাকবিতণ্ডা। সদস্যদের বক্তৃতার প্রভঞ্জন থামলে সেদিনের সেনেটের চেয়ারম্যান আশুতোষ তাঁর বক্তব্য বলতে উঠলেন। তাঁর বক্তব্যে যেহেতু পুরো বিতর্কের নির্যাস পাওয়া যায় এবং বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও পুষ্টি সাধনে তাঁর নিজের কথা না বলে, দীনেশচন্দ্রের অবদানের কথা যেরকম মুক্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আশুতোষের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি উদ্ধৃত করা হল:—

...In fact the series for 1916 was composed of five diffeent sections. The first was on early Bengali Ballads; those are the lectures to which reference was made by Mr. Dasgupta who had listened to some of them when they were

delivered. The second section was on Chandidas. The third was upon the desertion of Nadiya by Chaitanya. The fourth was on Bengal life during the Hindu and Mahomedan periods. The fifth gave glimpses of Bengali History during the Hindu and Mahomedan periods. There was another set for 1917, which was on the Folklore of Bengal. There was also a draft of the opening lecture for 1918. And as reference to it has been made by Dr. Suresprased Sarvadhikari, I may tell you what my feeling was when I perused that draft. That dealt with the subject of the earliest type of Buddhistic Literature in Bengal. The series was to be on the early forces that developed our literature, and I found that Rai Saheb Dineschandra Sen had made an attempt to demolish the views of Mr. Shastri; I said to myself at the time that there will be a row when this gets out. I decline to be dictated to by people in the country that my views are right and the views of my opponents are wrong. There is no final word in matters like this. Let me given you this assurance on my behalf, I do not speak on behalf of either of the other members of the committee, that I read every single line of the manuscript which was placed before me. It occupied me several weeks; it was very arduous work but very pleasant; and I felt at the end of the study that I was wiser than when I undertook the burden upon myself.

I do not endorse the view that it is not open to the Senate to sit in judgment over the work that was done by me or my colleagues. This is foreign to my nature and to the profession to which I belong. We are accustomed to have our judgments upset by full benches. We may have our private opinions, but still we do not feel hurt. After all, on most questions in this world it is possible to hold two views. But there is one point which seems to me to be rather obscure in these proceedings. I have a copy of the original report, which shows that the Syndicate resolved that the report be accepted. I now find that two of my esteemed friends consider the report to be of such a character that they think the whole matter required reconsideration. It is perfectly open to the Senate to appoint a committee of five, if the Senate think that justice requires it, and I shall certainly not make a grievance if the Senate proceeds to adopt that course. But the mater is not quite so simple. Reference has been made here to extraneous matters, what has been said outside and so on. I do not allow my judgment to be affected by what is said in the newspaper press. But who is this Rai Saheb Dineschandra Sen who is sought to be vivisected in this way? Who is this person and what do we know about him? Now let us see. I have a book of his in my hand which was referred to by Mr. Shastri. It is the second edition of Bangabhasa-o-Sahitya. I find at the end of the book a despatch from the Secretary of Sate to the Governor-General in Council.

This gentleman evidently is not an unknown quantity. It was for him that the Secretary of State laid the foundation of the system of literary pensions which had not previously existed. Since then what has he done? The University has given him some recognition which the University should not have given. I find from the Calendar that in 1909 he was appointed Reader to deliver a course of lectures on the History of Bengali Language and Literature. That book has been before the world. My friend opposite says that it is his original work.

If so, it cannot be valueless. Nobody has qustioned the value of this work. That has been pronounced by competent authorities on whose report the Secretary of State was satisfied that the work was of such a character as to justify the grant to him of a literary pension. This book has been read much more outside than here, and we know what opinions have been expressed by very competent scholars as to the value of that work, by men known all over the world, in England, France, Germany and Italy. And the best review I read was one by Dr. Kern. I find that in 1913 he was appointed Reader and delivered a course of lectures on Vaishnavism in Bengal. Then came the ill-fated day just five years ago, the 27th September, 1913, when he was appoined Ramtanu Lahiri Research Fellow. I find that the motion was put before the House by Mr. Das Gupta, seconded by Dr. Satischandra Vidyabhusan, and that the motion was carried unanimously. Then you have a record of the work which has been done by him. Opinions may differ, and probably opinions will differ among scholars. When the time came to take steps either to re-appoint him or to seek out his successor, I suggested to the Syndicate that they might re-appoint Rai Saheb Dineschandra Sen. What took place in the Syndicate you can judge from what you have seen to-day. I will not reveal the secrets more than has been done by other members. If I were to state all that took place there, people might be surprised. One of my friends here enquired, whether it was open to the members of the Syndicate to challenge the decision of the Syndicate when it came up before the Senate for confirmation.

On the 30th August the Syndicate formed their opinion. Then I find that on the 13th September the matter was re-considered and the previous decision was not altered. Since the 30th August till now, has not there been time for members of the Syndicate to find out another man and put him against the present incumbent? I would have been very pleased if any member of the Senate had done so. I have tried to place myself in a position of absolute judicial authority, and I have been obliged to reject the names of everyone whom I could think of. There are men in better situations who would not think of this appointment. Then I thought that here is a man who has done the work for the last five years, and we might re-appoint him. It has been said that by this appointment the University will be brought to disrepute. I am prepared to take the responsibility.

Mr. G. C. Bose enquired if he could place before the Senate the name of a likely candidate.

The Chairman said that it was then too late to do so.

The amendment, on being put to the vote, was lost.

The original motion was then put to the vote and carried 26 voting for the motion and 3 against it.

দেখা যাচ্ছে আশুতোষের বক্তৃতার তোড়ে সব বাধা প্রতিবন্ধকতা ভেসে গেল। যেখানে মূল প্রস্তাব মুলতুবী রাখার সংশোধনী প্রস্তাব মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়, আশুতোষের বক্তৃতার পর সেই মূল প্রস্তাবই 26-3 ভোটে গৃহীত হল। বাধাদানকারীরা একবারে পর্যুদস্ত হয়ে গেলেন। দীনেশচন্দ্র আবার পাঁচ বছরের জন্য ফেলোশিপ-পদে পুনর্বহাল হলেন। সেদিনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:—

"সেদিন বিকালে সভা হইবে, —আমি বেহালায় রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া কত কি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছি। সন্ধ্যাকালে তমোনাশবাবু (আমার জামাতা) আসিয়া বলিলেন — আপনার পদে আপনিই বহাল হইয়াছেন, কিন্তু শুনিলাম সভায় খুব তুফানের মত একটা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; — সকলই আপনাকে লইয়া।"

সে কথা আর বলতে। তার পরিচয় তো উপরেই দেওয়া হয়ছে।

**বাংলায় এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা: নেপথ্য কাহিনী:**

দীনেশচন্দ্রের 'ফেলো' পদে পুনর্নিয়োগ আর স্নাতকোত্তর বাংলা-বিভাগের প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সঙ্গে ঘটে বলা যায়। বাংলা-বিভাগের কাজের সঙ্গে 'ফেলোশিপ'-এর কাজের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও এই বিভাগের গঠনকার্যে দীনেশচন্দ্র আশুতোষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, এবং প্রায় অলিখিত বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। 'ফেলো' হিসাবে কাজ এবং বাংলা বিভাগের কাজে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন থেকে বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্নের বিচিত্র কাহিনী জানা যায়:—

"১৯২০ সনে একদিন আশুবাবুর নিকট হইতে ডাক আসিল। আমি যাওয়ামাত্র তিনি বলিলেন —'এবার বাংলায় এম. এ. বিভাগ খুলিব, স্থির করিয়াছি। আপনি এণ্ডারসন সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিন, তিনি একটা খসড়া সিলেবাস ঠিক করিয়া পাঠান।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম —"এতকাল অরণ্যে-রোদন করিয়া যাহা পাওয়া যায় নাই, আজ কোন্ সৌভাগ্যে হঠাৎ বঙ্গভাষার সেই ফল-লাভ হইল?

তিনি বলিলেন—"আপনারা যতদিন ধরিয়া চিৎকার করিয়া আসিয়াছেন, আমি তাহারও পূর্ব হইতে বাঙ্গালায় এম. এ. বিভাগের সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শুধু খেম্‌চির জোরে কিছু হয় না। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা হইবে, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কোথায়? হয়ত বিদেশীরা বাঙ্গালায় এম. এ. দিতে চাহিবে — আপনার বাঙ্গলা ভাষায় রচিত ইতিহাসে তো তাহা চলিবে না। সংস্কৃত, পার্শী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে টেক্সট্ ছাড়া অপরাপর বিষয় ইংরাজিতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আপনাকে 'History of Bengali Language and Literature' সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম কেন? বৈষ্ণব-ইতিহাস সম্বন্ধে 'রিডার' নিযুক্ত করিয়া আপনার দ্বারা তাহা লিখাইয়া লইয়াছি কেন? শ্রীযুক্ত জে. এন. দাস সাহেবের দ্বারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে বর্ণিত বঙ্গদেশের অবস্থা লিখাইলাম কেন? বিজয় মজুমদার ভাষার ইতিহাস রচনায় উৎসাহ পাইয়াছেন কেন? এগুলি আমার মুখ্য উদ্দেশ্যের অবতরণিকা স্বরূপ। এখন ভিত তৈরি হইয়া গিয়াছে, মন্দির গঠন করিতে আর বিলম্ব হইবে না। আপনারা ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার পূর্বে ফসলের জন্য হৈ চৈ করিয়াছেন, —তা'ও কি হয়? এইবার যান, এণ্ডারসন যেন শীঘ্র একটা খস্‌ড়া পাঠাইয়া দেন, এ জন্য চিঠি লিখুন।"

দীনেশচন্দ্রকে সে সময় দ্বৈত ভূমিকায় কাজ করতে হয়েছিল। বাংলা বিভাগ গড়ে তোলা, ও সে বিভাগে অধ্যাপনায় যেমন তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, সে সঙ্গে 'রামতনু লাহিড়ী ফেলো', হিসেবেও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় এম. এ. পঠন-পাঠন ব্যাপারে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র দু'জনের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষাবিভাগ স্থাপন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করা হলে, রবীন্দ্রনাথ এক সুদীর্ঘ পত্রে এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। যা হোক, স্নাতকোত্তর বাংলা-বিভাগের কাহিনী বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে সে প্রসঙ্গে ইতি টেনে রামতনু লাহিড়ী ফেলো হিসাবে দীনেশচন্দ্রের গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কথায় ফেরা যাক।

**পল্লীগীতি সংগ্রহঃ বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক উন্মোচনঃ আশুতোষের প্রেরণা**

দীনেশচন্দ্রের 'ফেলোশিপ' দ্বিতীয় দফায় মঞ্জুর হবার কিছুকালের মধ্যে তিনি লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য নিদর্শনের সন্ধান. পেলেন। দীনেশচন্দ্রের জহুরী মন নতুন জহরের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তারপর তাঁর নিজের কথায়:—

"১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর; সেইদিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।

এই চন্দ্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল আমার চিন্তার বিষয়। 'সৌরভ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার আমার পুরাতন বন্ধু। আমি চন্দ্রকুমার সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, চন্দ্রকুমার একটি দরিদ্র যুবক, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে, এবং তিনি একবারে কাজের বাহিরে গিয়াছেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিলেন, — চন্দ্রকুমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার আরও চিকিৎসার দরকার।

স্ত্রীর দুই একখানি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া চন্দ্রকুমার পাথেয় সংগ্রহ করিলেন; এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পূর্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রোগ-দুঃখে জীর্ণ, — মুখ পাণ্ডুরবর্ণ, —অর্দ্ধাশনে-অনশনে বিশীর্ণ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাষী। তিনি পল্লীজীবনের যে-কাহিনী শুনাইলেন ও মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত পল্লীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাঁহাকে আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল।

এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন, এবং শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী মহাশয় কতক দিনের জন্য তাঁহাকে নিজ বাটিতে আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার সংগৃহীত পল্লীগাথা সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়া একটি ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, তাঁহাকে এই ভরসা দিলাম।"

দীনেশচন্দ্রের দেওয়া ভরসা নিষ্ফল হয়নি। তিনি জানতেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও স্বীকৃতি আদায়ে নিবেদিত প্রাণ আশুতোষের কাছে বাংলা পল্লী-গীতিকারূপ অমূল্য সম্পদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কথা উত্থাপিত হলে তিনি অবশ্যই এব্যাপারে আনুকূল্য করতে অনাগ্রহী হবেন না। কার্যত হলও তাই : "আমি আশুবাবুর কাছে যাইয়া বলিলাম, —"বাঙ্গলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব কবিতা এতদিন জানিতাম; কিন্তু আমি আর এক ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীর প্রায় গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই গীতগুলি উদ্ধার করিতেই হইবে, আজ সরস্বতীর (আশুতোষ) ভুজাশ্রয় করিয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাই।" আশুতোষ বলিলেন, আপনি যখন এতটা প্রশংসা করিতেছেন, তখন চেষ্টা করুন, যাহা আপাততঃ দরকার, আমি মঞ্জুর করিব।"

যে কথা সে কাজ। "স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহের গাথা সংগ্রহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।"

"আমি চন্দ্রকুমার দে-কে দিয়া কতকগুলি পল্লীগাথা সংগ্রহ করিলাম। আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তজ্জন্য চন্দ্রকুমারকে পারিশ্রমিক দিলেন এবং সেই গাথাগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।"

দীনেশচন্দ্রের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপানোর ব্যাপারে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে নথিপত্র থেকে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি 1921 সাল পর্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর পরিষ্কার নকল ও টাইপ করার খরচ চেয়ে যে চিঠি দেন তার উপর সিদ্ধান্ত হয়:—

86. Read a letter from Rai Saheb Dineschandra Sen, Ramtanu Lahiri Research Fellow, on the subject of his lectures delivered up to 1921, and requesting that Rs. 65 may be paid to him as the total costs for paper and for getting his lectures for 1919 type-written and also for making a fair coy of the lectures for 1920.

Resolved—

1. That the Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, be requested to favour the Syndicate with a report on the matter.
2. That the sum of Rs. 65 be paid.

(Syndicate, 29.7.1921)

দেখা যাচ্ছে সিণ্ডিকেট তাঁর টাইপ-খরচ মঞ্জুর করে এবং অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় স্যার আশুতোষের কাছে রিপোর্টের জন্য পাঠাবার আদেশ দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই আশুতোষ তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন:—

34. Read a report from the Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I., on the work done by Rai Saheb Dineschandra Sen as Ramtanu Lahiri Research Fellow during the period 1918-21, stating that his duties have been satisfactorily discharged.

Resolved—

That the report be adopted

(Syndicate, 2.9.1921)

কিছুদিন পর দীনেশচন্দ্র পুনরায় একটি দরখাস্তে ইতিপূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী অনুমোদন এবং অনুমোদিত বক্তৃতাবলী ছাপাবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। দীনেশচন্দ্রের ফেলোশিপ বক্তৃতার বিষয়বস্তু যে বিচিত্রমুখী তার প্রমাণ মেলে দরখাস্তে বর্ণিত বিবরণী থেকে :—

30. Read a letter from Rai Dineschandra Sen, Bahadur B.A., D.Litt. Ramtanu Lahiri Research Fellow, making the following requests:–

(1) That his lectures on 'Bengali Prose Style from 1800 to 1857' delivered in 1920 and those on 'Chaitanya And His Age' delivered in 1919 and 1921 may be approved.

(2) That steps may be taken for a speedy publication of the following lectures deliverd in the years stated against each:–

1. Miscellaneous subjects relating to old Bengali literature comprising the following (1914-15):–
(a) Glimpses of Bengal history from our old literature.
(b) Songs and ballads of the Buddhistic period.
(c) Chandi Das.
(d) Desertion of Nadia by Chaitanya.
(e) Humour in old Bengali poetry.
2. The forces that developed our early literature. (1919).

(3) That the work of printing his current year's lectures on 'The Lyrical Songs and Ballads of the District of Mymensingh' may be commenced now, as otherwise it would be a great strain on his nerves to see the work, voluminous as it is expected to be, through the press.

Resolved—

That the Hon'ble the Vice-Chancellor be requested to consider the matter and favour the Syndicate with a report.

(Syndicate, 23.6.1922)

দীনেশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ভাইস-চ্যানসেলর আশুতোষের উপরই সিণ্ডিকেট সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার ও রিপোর্ট দানের ভারার্পণ করে। অনতিবিলম্বে আশুতোষ এক বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে "মৈমনসিংহ গীতিকা" সমেত পাণ্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত সমস্ত বক্তৃতাই মুদ্রণের সুপারিশ করেন। সেই সঙ্গে আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের 'ফেলোশিপের' মেয়াদও পুনরায় পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার সুপাশি করেন ও অনুমোদন করে নিলেন:—

70. Read the following report by the Hon'ble the Vice-Chancellor on the work done by Rai Dineschandra Sen, Bahadur, B.A., D. Litt., Ramtanu Lahiri Research Fellow, during 1921-22.

## REPORT

Rai Bahadur Dr. Dineschandra Sen, B.A., D. Litt., has submitted a report of the progress of the work done by him as Ramtanu Lahiri Research Fellow during 1921-22. The statement has been referred to me by the Syndicate for considertion and report.

I have examined the work done by Dr. Sen and I have formed the opinion that the work is highly satisfactory and is calculated to enhance the reputation of the University. It is desirable that steps should be taken to publish as early as practicable such of his lectures as have not yet been printed. It would be convenient to set out here in chronological order the titles of the series of lectures delivered by him :–

1913-14. Chaitanya And His Companions.

1914-15. Old Bengali Literature–

(a) Glimpses of Bengal history from our old literature.

(b) Songs and Ballads of the Buddhistic period.

(c) Chandidas.

(d) Desertion of Nadia by Chaitanya.

(e) Humour in old Bengali Poetry.

1915-16. The Bengali Ramayanas

1916-17. The Folk Literature of Bengal.

1917-18. The forces that developed our early literature, with special reference to Bengali Folk Tales.

1918-19. Chaitanya and his age

1919-20. Bengali Prose Style (1800-1857).

1920-21. Chaitanya and his age — continued.

1921-22. Lyrical Songs and Ballads of Mymensingh.

The lectures for 1914-15 and 1917-18 have not yet been published, although the manuscripts have been in the possession of the University for a long time. The lectures. so far as they have been published, have attracted widespread attention, specially amongst scholars beyond the limits of India, and notices from the pen of competent scholars in highly appreciative terms have appeared in standard literary organs. The work upon which Dr. Sen is now engaged is of unique importance. The lyrical songs and ballads of Mymensingh have never before been reduced to writing; for many months past, they have been taken down by a competent person appointed by the University, Babu Chandra Kumar De, who has proceeded for the purpose from village to village and town to town. A large mass of material has thus already been collected and more will be accumulated before long. It will be a very arduous task to edit, elucidate and translate the ballads, and this will occupy not less than three years of continuous work at the lowest estimate. I know of no one equally competent and accomplished for the performance of this great work. My recommendations are as follows:–

(1) That arrangements be made for the publication of the lectures yet in manuscript and also of the lectures on the Mymensingh Ballads as they are delivered.

(2) That Dr. Sen's term as Ramtanu Lahiri Research Fellow be extended for five years from the date of expiry of his present term.

ASUTOSH MOOKERJEE

*6th September, 1922.*

Resolved—

That the report be placed before the Senate with the recommendation that it be approved.

(Syndicate, 8.9.1922)

এবারে বিনা প্রতিবাদে সেনেটে দীনেশচন্দ্রের দ্বিতীয়বারের জন্য পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

মৈমনসিংহ গীতিকার উপর প্রদত্ত বক্তৃতা তো অনুমোদিত হল এবং গীতিকাগুলি মুদ্রণের আদেশও দেওয়া হল। দীনেশচন্দ্র পাণ্ডুলিপি রেজিষ্ট্রারের কাছে জমা দিলেন। রেজিষ্ট্রার মুদ্রণ ব্যয়ের হিসাব কষে পুরো ব্যাপারটা সিন্ডিকেটে পেশ করলেন:—

The Registrar placed on table the manuscript of the lectures by Rai Bahadur Dineschandra Sen as Ramtanu Lahiri Research Fellow for 1922 (Subject Mymensing Ballads).

The Registrar also, submitted an estimate for Rs. 1595 for prnting 500 copies of lectures, at the University Press.

Resolved—

That the estimate be sanctioned and the printing undertaken.

মৈমনসিংহ গীতিকা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত হলে দীনেশবাবু টীকা শব্দার্থ ইত্যাদি নিরূপণের কজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য মৈমনসিংহের চলতি ভাষায় পারদর্শী একজন সহায়ক তিন মাসের জন্য নিয়োগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুরও হয়:—

83. Read the following Proceedings of the Press and Publication Committee dated the 29th March, 1923.

1. Read a letter from Rai Dineshchandra Sen, Bahadur B.A., D.Litt., Ramtanu Lahiri Research Fellow, requesting that he may be allowed to have an Assistant for a period of three months to copy out his lectures on Mymensingh Ballads and the text with their commentaries and suggesting that the appointment of a person on Rs. 60 per month, having a mastery over the colloquial languages of Eastern Bengal, specially Mymensingh, and writing a good hand both in English and Bengali.

Resolved—

That Dr. Sen be authorised to employ a temporary Assistant for three months on a salary of Rs. 60 a month.

**মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশ:**

সব ব্যবস্থাই তো হল। তারপর দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:

"পুস্তকের কয়েকটি ফর্মা ছাপা হইবার পর আমি সেই অংশটুকু বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্ডসে (অধুনা মার্কুইস্ অব্ জেটল্যান্ড) মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি যদি ঐগুলি উপযুক্ত মনে করেন, তবে যেন একছত্র অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করেন। তিনি 'মহুয়া' (ইংরেজি অনুবাদ) পড়িয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, প্রার্থিত একছত্র মন্তব্যের স্থলে পুরোপুরী একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠাইলেন।"

রোনাল্ডসে-র মন্তব্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য:—

** I have just read Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen's translation of a ballad of Eastern bengal entitled "Mahua". Here is a delightful specimen of the seed from which modern Bengali has sprung. It is charming in English; but from the point of view from which I have written above it is the langage in which the ballad is sung that is of paramount interest and importance.

'Mahua' is but one of a large number of ballads now being collected, aranged, translated and commented on with the untiring interest of the enthusiast and the skill of the expert scholar, by Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen. And it is obvious that in addition to the philological interest attaching to such a collection it must possess also a special interest in respect of its subject matter. *** In short these ballads should prove a mine of wealth alike to the philogogist and the historian and last, but not least, to the administrator who seeks to penetrate the inner thought and feeling of the people."

যখন বিদেশীরা প্রশংসা করেছেন, তখন "সকলে বুঝিলেন যে, যে-পল্লী-গীতির আমি অজস্র প্রশংসা করিয়াছি তাহা নিতান্ত বাজে নহে।"

যা হোক পালা গীতগুলি সংগৃহীত হল; এখন ছাপাবার পালা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। বিদ্বেষী বিদেশী শাসক ও তাঁদের স্বদেশী খয়েরখাঁদের অশুভ যোগসাজসে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষকে নাস্তানাবুদ করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

"সেই দুঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাঁহাকে অতি কুণ্ঠার সহিত ভয়ে ভয়ে জানাইয়াছিলাম। কোথা হইতে টাকা আসিবে, দুর্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তো আমরা তাহা জানিতাম না। সেই সময়েও তাঁহার সেই চিরশ্রুত অভয় বাণী শুনিয়াছিলাম: "ভয় কি দীনেশবাবু, ছাপিতে দিন, আমি চালাইব।"

তা আশুতোষ চালিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত

হয়। গ্রন্থখানি দীনেশচন্দ্র আশুতোষকেই উৎসর্গ করেন তাঁর অননুকরণীয় ভক্তিশ্রদ্ধা-বিজড়িত বিনম্র ভাষায়:—

"উৎসর্গ-পত্র
যাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এই পালাগানগুলি সংগৃহীত হইত না,
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর দুর্দিনেও যিনি উচ্চশিক্ষা কল্পে
আমাদের প্রযত্ন একদিনের জন্যও শিথিল হইতে দেন নাই,
সেই অপরাজেয় কর্মবীর, বঙ্গ-ভারতীর আশ্রয়-কল্পতরু,
জ্ঞানরাজ্যের কল্পবৃক্ষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি. এস. আই,
এম. এ., ডি. এল., ডি. এস. সি. পি. এইচ. ডি.
মহোদয়ের করকমলে
ভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য
'মৈমনসিংহ-গীতিকা'
অর্পিত হইল।"

গ্রন্থাখানা হাতে পেয়ে আশুতোষের প্রতিক্রিয়া দীনেশচন্দ্র নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন:—

"যখন পুস্তকখানি হাতে লইয়া আশুতোষ তাঁহার সমস্ত প্রাণভরা সন্তোষের হাসিতে স্বীয় গুম্ফপর্যন্ত উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়া আমার দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন — পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে "পুন্নমাসী চাঁদ যেমন দেখায় নদীর তলা"—সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে নিঃশেষভাবে ধরা পড়িয়া গেল,—তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্ স্বর্ণপদক তাহা আমাকে দিতে পারিত?"

চন্দ্রকুমার, দীনেশচন্দ্র ও আশুতোষ — এই ত্রয়ীর সমবেত চেষ্টায় বাংলা লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য শাখার আবিষ্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল; গীতিকাগুলি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেল। রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপের অবদান এক্ষেত্রে যে তুলনা-রহিত, তা সর্বজন স্বীকৃত।

### গীতিকা সংগ্রহের পৃষ্ঠপোষণায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রকুমার দে'-র পরিশ্রমে, দীনেশচন্দ্রের প্রেরণায় এবং আশুতোষের পৃষ্ঠপোষকতায় মৈমনসিংহে প্রচলিত পল্লী-গাথাগুলির অনেকাংশ সংগৃহীত, সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হল; কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও তো সংগ্রহযোগ্য এরূপ অনেক গাথা আছে। সেসব সংগ্রহের কি ব্যবস্থা হবে? ইতিমধ্যে অকস্মাৎ স্যার আশুতোষের মহাপ্রয়াণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ভাঁটার টান শুরু হয়েছ। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ার-ভুক্ত হবার ফলে, যে কোনও আর্থিক প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। অথচ গীতিকা-সংগ্রহে যে গতিসঞ্চার হয়েছিল তা অব্যাহত না রাখলে এই প্রকল্পের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

স্যার আশুতোষের জীবদ্দশাতেই তাঁর মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর সিণ্ডিকেটে আশুতোষের শূন্য আসনে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও পিতার নির্দেশে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। সেদিক থেকে তিনি দীনেশচন্দ্রের ছাত্রও বটে। সুতরাং এবার গুরু-শিষ্য সমবেতভাবে পল্লী-গীতিকা-সংগ্রহ-প্রকল্প রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকল্পের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিণ্ডিকেট 'Bengali Ballads Committee' নামে তিন সদস্যের এক কমিটি গঠন করে। এই কমিটি, চন্দ্রকুমার দে ছাড়াও আরও তিনজন সংগ্রাহক, একজন রিসার্চ স্কলার ও একজন সহায়ক নিয়োগ, এবং অফিস-পরিচালনা ও প্রকাশনার খরচ সম্পর্কিত

খরচপত্রাদি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। সিণ্ডিকেট এই সুপারিশ অনুমোদন করে। কার্য-বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশ:—

125. Read the following Proceedings of the Bengali Ballads Committtee. dated the 6th April, 1925.

"(1) To appoint three men to collect ballads.

Resolved—

That the following gentlemen be appointed to collect ballads with effect from the beginning of the next session on a monthly salary of Rs. 50 and monthly allowance of Rs. 20 on condition that the continuation of their services will depend on quarterly reports from Dr. Dineshchandra Sen to be submitted to the Committee:

(i) Asutosh Chaudhuri.
(ii) Beharilal Roy.
(iii) Md. Jasimuddin.

(2) To recommend a Research Scholar to the Director of Public Instruction to work under Dr. Sen in connection with the ballads.

Resolved—

That the name of Babu Sachindranath Rudra, M.A., (Ind. Vernacular First in First Class, 1922), be recommended to the Director of Public Instruction, Bengal, for appointment.

3. Resolved—

That Babu Janardan Chakrabarti, B.A., be appointed an assistant to Dr. Sen for one year with effect from the beginning of the next session on a salary of Rs. 60 per month.

4. Resolved—

That, as sanctioned by the Syndicate and approved by Government, an increase of salary of Rs. 25 per month be granted to Babu Chandrakumar De.

5. Resolved—

That the Registrar be requested to include the following items of expenditure in the next year's Budget, as already sanctioned by the Syndicate:

| | Rs. |
|---|---|
| (i) One Typewriter | 350 |
| (ii) Contingencies | 100 |
| (iii) A clerk at Rs. 60 per month | 720 |
| (iv) Cost of publication of one volume of Ballads, consisting, roughly, of 500 pages | 2,000 |

SYAMAPRASAD MOOKERJEE
DINESCHANDRA SEN.
SAILENDRANATH MITRA."

Resolved—

1. That the Proceedings be approved.
2. That the Board of Accounts be requested to provide for the items and expenditure mentioned in item No. 5 of the Proceedings.

(Syndicate, 9.4.1925)

এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের দ্বারস্থ হলে, সরকার থেকে কাজের অগ্রগতি এবং কতদিনের জন্য এই অনুদান আবশ্যক হতে পারে তা দীনেশচন্দ্রের নিকট থেকে জেনে সরকারকে অবহিত করতে বলা হয়:—

55. Read a letter from the Director of Public Instruction, Bengal, requesting that, in connection with the grant to the Calcutta Univerity, to enable Rai Bahadur Dr. Dineschandra Sen to carry on his researches in Bengali ballads, he may be favoured with a report from Dr. Sen showing the amount of work done during the last six months and giving an indication of the total period for which the grant will be required.
Read also a report from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen on the subject.
Resolved – That a copy of the report from Rai Bahadur Dr. Dineschandra Sen be forwarded to the D. P. I., Bengal.

(Syndicate date July 10, 1925)

এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের তৈরি রিপোর্টের এক কপি সরকারের কাছে পাঠান হল। সেটি পেয়ে এই পরিকল্পনা সম্পর্কিত আরও নানা তথ্য চেয়ে সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেয়। সেটি সিণ্ডিকেটে পেশ হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়:—

58. Read a letter from the Director of Public Instruction, Bengal, requesting that, in connection with the collection of old Bengali Ballads by Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen and for considering the amount of subsidy required from Government in future years, clear statements should be furnished showing the expenditure incurred up to the present time and the total expenditure likely to be incurred during the current financial year and in each of the successive years during which the work will be continued as well as the proposed contribution of the University in each year.
Resolved – That Mr. Syamaparasad Mookerjee, M.A., B.L., and Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, B.A., D. Litt., be requested to draw up the statement asked for by Government.

(Syndicate date August 21, 1925)

শ্যামাপ্রসাদ ও দীনেশচন্দ্র তাঁদের যুগ্ম রিপোর্ট তৈরি করলেন। ইতিমধ্যে সরকার থেকেও একখানা তাগিদ চিঠি এল। উক্ত রিপোর্ট এবং চিঠি একসঙ্গে সিণ্ডিকেটে পেশ হলে, রিপোর্টের একটা কপি সরকারের কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়:—

72. Read a letter from the Director of Public Instruction, Bengal, on the subject of financial asistance for the publication of old Bengali Ballads.
Read also a report from Mr. Syamaprasad Mookerjee and Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, on the subject.
Ordered–That a copy of the report be forwarded to the D.P.I., Bengal, for information.

(Syndicate date September 4, 1925)

শ্যামাপ্রসাদ ও দীনেশচন্দ্রের তৈরি উল্লিখিত বিস্তৃত বিবরণী নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হল:—

127. Read the following joint report from Dr. Dineshchandra Sen and Mr. Syamaprasad Mookerjee on the question of Government grant to the Bengali Ballad Fund :–

"TO

THE REGISTRAR
CALCUTTA UNIVERSITY,

Sir,

In reply to your letter No. A. 187, dated 18th August, 1925, forwarding for our observations copy of a communication received from the Director of Public Instruction, Bengal, dated the 7th August, 1925, on the subject of financial assistance in connection with the collection of old Bengali Ballads, we have the honour to report as follows:–

(1) In our joint report, dated the 12th December, 1924, adopted by the Syndicate on the same date, we stated that Government should be approached with a request to provide an annual grant of Rs. 3,070 to facilitate the collection of old Bengali Ballads. We further indicatd that the amount should be spent as follows:–

1. Proposed increase of salary to the Assistant — Rs. 300 per annum
2. Pay of 3 prsons to be appointed for the purpose of collecting materials on Rs. 50 a month each and a fixed travelling allowance of Rs. 20 a month each Rs. 2,500 per annum.
3. Purchasing materials from different independent sources Rs. 350 per annum.

Our report containing these details was duly forwarded to the Director of Public Instruction in December last year. It will appear from the details, noted above, that the first two items of expenditure are being regularly met, month after month, from the Government grant. The appointments, according to the new scheme, were made with effect from 1st June, 1925, and the amount actually spent till to-day is equivalent to the pay of the Assistant and the three Collectors for June and July, which comes up to Rs. 470. The grant allotted on these two heads will, therefore, be spent in course of the present financial year.

As regards the third item, the Standing Committee has called for Manuscripts from different sources; the materials are gradually pouring in, as will appear from the report of Dr. Dineschandra Sen which was considered by the Syndicate on the 10th July and forwarded to the Director of Public Instruction on the 14th. They have, however, not yet been scrutinised by the Committee but we are in a position to give the assurance that the allotted sum of Rs. 250 will be barely adequate for the purpose. The amount, we need not add, will be spent before the end of the present financial year.

This exhausts our examination of the Government contribution.

(2) The grant made this year by the Univeristy in this connecton is Rs. 3,170. This also is in accordance with the recommendations contained in our joint report. Of this a sum of Rs. 350 need not be renewed in future years as it concerns an item of non-recurring expenditure. The University grant will accordingly henceforth amount to Rs. 2,820 per annum. This sum will be spent as follows:–

| | | Rs. |
|---|---|---|
| (i) | Cost of printing and publishing a volume of about 500 pages | 2,000 |
| (ii) | Contingencies | 100 |
| (iii) | Clerk on Rs. 60 per month | 720 |

(3) In conclusion we desire to repeat what Dr. Dineshchandra Sen observed in his report, dated the 8th July, 1925, that we have but just begun to explore an unknown and neglected field of which the possibilities seem to be almost unlimited. We have no doubt that much of this literary treasue will be brought to light, if we vigorously proceed with the work for at least four yars to come.

Yours faithfully,
SYAMAPRASAD MOOKERJEE
DINESHCHANDRA SEN."

Resolved—

That the report be adopted.

Ordered—

That a copy of the report be forwarded to the D.P.I., Bengal.

(Syndicate, 21.8.1925)

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত রিপোর্ট পেয়ে ডি. পি. আই. মিঃ ই. এফ. ওটেন (সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের হাতে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রহৃত) শিক্ষা সচিবকে এতদর্থে আংশিক অর্থ মঞ্জুরের সুপারিশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেও তা জানিয়ে দেন:—

127. Read a memo from the Director of Public Intruction, Bengal, forwarding for information copy of the following letter he has written to the Secretary to the Government of Bengal, Education Department, on the subject of financial assistance for the publication of old Bengali Ballads during 1926-27:–

No. $\frac{872}{1G\text{-}14_s}$

TO
THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL,
EDUCATION DEPARTMENT
Calcutta, 5th October, 1925.

Sir,

I have the honour to invite a reference to Government Order No. 468 Mis., dated 28th February, 1925, sanctioning a non-recurring grant of Rs. 3,070 to Calcutta University as an experimental measure during 1924-25 to enable Rai Dr. Dinesh Chandra Sen, Bahadur, the Ramtanu Lahiri Research Fellow of the University to carry on his researches in connexion with the collection and publication of old unwritten Bengali Ballads.

2. A copy of the report, dated 8th July, 1925, submitted by Rai Dr. Dinesh

Chandra Sen, Bahadur is enclosed for the information of Government. It will be seen from this report that the staff required for the collection of old Bengali Ballads has been engaged wth effect from 1st June, 1925 and that during this short period a large number of ballads has been collected. There seems to be a good field for exploration and the Rai Bahadur is sanguine that much literary treasure will be brought to light if the work be vigorously pursued for at least four years.

3. A statement is submitted herewith showing (a) the estimated initial cost of Rai Dr. Dinesh Chandra Sen, Bahadur's researches in connexion with the collection of old unwritten Bengali Ballads, (b) the expenditure incurred up to 1st September, 1925 and (c) the expenditure likely to be incurred in the current financial and future years. It will be seen that out of the total grant of Rs. 6,240 recommended in terms of para. 5. of this Office letter No. 35, dated 14th January, 1925, there will be an unspent balance of Rs. 885 during the current financial year owing to the employment of the staff required with effect from 1st June, 1925. This amount may be set against the estimated expenditure of Rs. 5,890 during the next financial year. The net expendture during next year will, therefore, be Rs. 5,000 in round figures.

4. I recommend that Rs. 2,500, viz., half the expenditure to be incurred, may be sanctioned by Government during 1926-27 and that this Office may be permitted, as a special case, to include the necessary provision in the Education Budget for that year.

I have the honour to be, etc.
(Sd.) E.F. OATEN,
Director of Public Instruction, Bengal.

No. $\frac{5812C}{1G\text{-}14_s}$

Copy forwarded to the Registrar, Calcutta University, for present information with reference to the correspondence resting with his letter No. A. 293, dated 9th September, 1925.

Calcutta, E.F. OATEN,
the 5th October, 1925 Director of Public Instruction, Bengal.

Ordered—

To be recorded

গীতিকা সংগ্রহে তখন বাংলায় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত সংগ্রাহক ছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গীতিকা সংগ্রহ করে দেন এবং তজ্জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও পান। এরকম ঘটনার নিদর্শনও নথিপত্রে মেলে:—

93. Read a Report of the Bengali Ballads Committee on the ballads and songs collected by certain gentlemen outside the staff in which is recommended that the Collectors might be granted remuneration amounting to Rs. 135. in all in accordance with the scale shown below:–

| | | | *Rs. |
|---|---|---|---|
| Babu | Haragopal Daskundu | ... | 35 |
| ,, | Manoranjan Chaudhuri, M.A. | ... | 55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Babu | Tarapada Raha, M.A. | ... | 30 |
| ,, | Mokshadacharan Chakrabarti, M.A. | ... | 5 |
| ,, | Shivaratan Mitra | ... | 10 |
| | | | * |
| | | ... | Rs. 135 |

Resolved—

That the report be adopted and the amount be paid.

(Syndicate date December 11, 1925)

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মনোরঞ্জন চৌধুরী নোয়াখালী জেলার লামচর চৌধুরী বাড়ির ছেলে। পরবর্তী জীবনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সহকারী সম্পাদকপদে বৃত হন। অন্যতম সংগ্রাহক বিহারীলাল রায়ের মৃত্যু হলে তিনি তাঁর শূন্যস্থানে স্থায়ী সংগ্রাহক নিযুক্ত হন:—

39. Read a report of the Bengali Ballads committee, dated the 14th December, 1925. recommending that Babu Manoranjan Chaudhuri, M.A. be appointed a Ballad Collector in the place of Babu Beharilal Ray, deceased, on Rs. 50 per month with a travelling allowance of Rs. 20 per month with effect from 1st January, 1926, subject to the conditions laid down in respect of the other ballad collectors.

Resolved—

That the report be adopted and that Babu Manoranjan Chaudhuri, M.A., be appointed a Ballad Collector in the place of Babu Beharilal Ray, deceased, on a salary Rs. 50 and a travelling allowance of Rs. 20 per month with effect from the 1st January, 1926, subject to the usual conditions.

(Syndicate date December 18, 1925)

মনোরঞ্জন চৌধুরী 'নোয়াখালীর চৌধ্রীর লড়াই' নামক ঐতিহাসিক পালা-গীতিকাখানি সংগ্রহ করেন। কিছুদিন পর তিনি পদত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় নগেন্দ্রচন্দ্র দে সংগ্রাহক নিযুক্ত হন:—

50. Read a letter, from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, stating that Babu Manoranjan Chaudhuri, one of the Ballad Collectors, has resigned with effect from the 15th March, 1927, and requesting that Babu Nagendrachandra De may be appointed in his place on the sanctioned pay of Rs. 70 per month.

Resolved—

That the resignation tendered by Babu Manoranjan Chaudhuri be accepted and that Babu Nagendrachandra De be appointed in his place till 31st May, 1927.

(Syndicate dated March 11, 1927)

সংগ্রাহকদের সমবেত প্রচেষ্টায় গীতিকা সংগ্রহের কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। দেখা যায়, গীতিকাগুলির প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র তাই এগুলির নামকরণ করলেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। তাঁর সম্পাদনায় এগুলি একের পর এক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে আর্থিক অনুদান পুনর্নবীকরণের আবেদন জানালে শিক্ষা-বিভাগ থেকে এই কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়:—

146. Read the following letter from the Secretary to the Government of Bengal, Department of Education, on the subject of financial asistance for the publication of old Bengali Ballads :–

'No. 4224 Edn.
GOVERNMENT OF BENGAL,
DEPARTMENT OF EDUCATION
(EDUCATION BRANCH)

FROM
J. H. LINDSAY, ESQ., M.A., I.C.S.
SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL.
TO
THE REGISTRAR,
UNIVERSITY OF CALCUTTA.

*Calcutta, the 13th December, 1926.*

Sir, I am directed to refer to your letter No. A979, dated the 12th Aprl, 1926, addressed to the Director of Public Instruction, Bengal, regarding the grant to the University towards the Scheme for the collection and publication of old unwritten Bengali Ballads by Rai Dr. Dineshchandra Sen Bahadur and to say that the Government of Bengal, after reviewing the situation, desire to reconsider the question of making further financial assistance to the University towards the publication of more ballads. I am, therefore, to request that you will be so good as to ask the University to renew their application to Government, showing the details of expenditre incurred in 1926-27, together with an estimate for the completion of the work during the next 3½ years, indicating how it is proposed to balance the expenditure.

I have, etc.,
J. H. LINDSAY,
Secretary to the government of Bengal.'

Ordered—That an estimate of the total expenditre and time for the completion of the undertaking and financial assistance required from Government be asked for from Prof. Dineshchandra Sen.

Ordered also—That, on receipt of the estimate, a reply be sent to Government.

(Syndicate, 21.12.1926)

সিণ্ডিকেটের নির্দেশানুসারে দীনেশচন্দ্র খরচপত্রের আনুমানিক হিসাবপত্র তৈরি করেন। সেসব সিণ্ডিকেটে পেশ হলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও আদেশ দেওয়া হয়:—

63. Read a letter from the Government of Bengal, Department of Edcation, on the sbject to financial assistance for the publication of old unwritten Bengali Ballads.

Read also a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen on the subject.

Ordered—That the details of expenditure for 1926, together with a copy of Dr. Sen's letter, be submitted to Government and that a subsidy of Rs. 3,000 per annum for 3½ years, being approximately half the estimated cost, be asked for from Government.

(Syndicate dated 7, 1927)

সিণ্ডিকেটের নির্দেশানুসারে প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র সরকারের কাছে প্রেরিত হল। যথাযথ বিবেচনার পর সরকার গীতিকা-মুদ্রণের ব্যয়ভার আংশিক বহন করতে রাজি হয়; সে সঙ্গে বাকী অর্থ বেসরকারী সূত্র থেকে সংগ্রহের পরামর্শ দিতেও ভোলে নি:—

45. Read the following letter from the Government of Bengal, Department of Education, conveying sanction to the payment of annual grant of Rs. 3,000 or half the total expenditre whichever is less, for two years from 1927-28 towards the scheme for the collection and publication of old unwritten Bengali ballads.

"From

B.B.Sarkar, Esq., M.A.,

*Assistant Secretary to the Government of Bengal*

To

The Registrar, University of Calcutta.

*Calcutta, the 17th March, 1927*

The Hon'ble Mr. Byomkes Chakravarti,

Minister in-Charge.

Sir,

With reference to the correspondence ending with your letter No. A. 693, dated the 14th January, 1927, regarding the grant to the University towards the scheme for the collection and publication of old unwritten Bengali Ballads by Rai Dr. Dineshchandra Sen, Bahadur, I am directed to say that the Government of Bengal in the ministry of Education, after reconsidering the question, are pleased to sanction the payment to the Calcutta University of an annual grant of Rs. 3,000, or half the total expenditure whichever is less, for two years, from 1927-28, sbject to the vote of the Council towards the publication of more ballads. Government trust that the Rai Bahadur would be able with this money to rescue more important ballads and anything beyond that, in the opinion of Government, should be financed by private efforts.

I have, etc.,

B. B. Sarkar,

Asst. Secretary to the Government of Bengal."

Ordered—To be recorded.

প্রথম দফায় যে কয়জন সংগ্রাহক এক বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে দীনেশচন্দ্র পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব করেন এবং তা সিণ্ডিকেটে পেশ হয় ও মঞ্জুর হয়:—

71. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, recommending that the following appointments for the publication of Bengali Ballads, may be renewed for another year from 1st June, 1926.

| Name | Period. | Monthly Salary |
|---|---|---|
| Babu Janardan Chakrabarti, Clerk | Up to 26th June, 1926. | 60 |
| Babu Subodhchandra Sen (in place of Janardan Babu) | From 27th June, 1926 to 31st May. 1927. | 60 |
| Babu Chandrakumar De (Ballad Collector) | One year from 1st June, 1926. | 25 |

| Name | | Period. | Monthly Salary |
|---|---|---|---|
| Babu Asutosh Chaudhuri<br>Babu Jessamuddin Munshi<br>Babu Manoranjan Chaudhuri<br>(Ballad Collectors). | } | Ditto | 70<br>each. |

Resolved—

That the appointments be renewed for one year with effect from 1st June, 1926, and that Babu Subodhchandra Sen be appointed from 27th June, 1926, till 31st May, 1927, in place of Babu Janardan Chakrabarti, resignes from 27th June, 1926.

(Syndicate, 18.6.1926)

এই এক বছর মেয়াদ শেষ হলে পুনরায় সংগ্রাহকদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন দীনেশচন্দ্র; কারণ তাঁরা তখনও গীতিকা সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সে প্রস্তাবও মঞ্জুর হয়:—

14. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen recommending that the appointments of the following Ballad Collectors may be renewed for another year from 1st June, 1927 :-

| Name | Period | Monthly Salary |
|---|---|---|
| 1. Chandrakumar De | 1 year from 1st June | 25 |
| 2. Asutosh Chaudhuri | Ditto | 70 |
| 3. Jassimuddin Munshi | Ditto | 70 |
| 4. Nagendrachandra De | Ditto | 70 |

Resolved—That the appointments be renewed for one year in each case with effect from the 1st June, 1927, on the salary noted against the name of each.

(Syndicate Dated July 1, 1927)

দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপক তাঁদের কর্মজীবনের প্রারম্ভে পল্লীগীতি সংগ্রাহক বা গবেষণা সহায়করূপে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মনীন্দ্রকুমার বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, পল্লীকবি জসীমুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রও কিছুদিন দীনেশচন্দ্রের সহায়করূপে কাজ করেছিলেন:—

8. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen stating that his Assistant Babu Subodhchandra Sen resigned his post with effect from 31st October, 1927, and that he has appointed Babu Premendra Mitra in his place in anticipation of the sanction of the Vice-Chancellor and Syndicate.

   It is requested that if, however, some other candidate is to be appointed to the post, Babu Premendra Mitra be temporarily retained till the permanent man is found.

   Resolved – (1) That the services of Babu Premendra Mitra, appointed in the place of Babu Subodhchandra Sen, resigned, be continued till the 31st December, 1927.

   (2) That, in the meantime, the Registrar be authorised to publish advertisements inviting applications for the post.

(Syndicate dated November 18, 1927)

ইতিমধ্যে সম্ভবত দীনেশচন্দ্রের কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি আর কতদিনে এই গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনা সম্পর্কীয় কাজ সমাপ্ত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তার উত্তরে তিনি যে জবাব দেন, তা সিণ্ডিকেটে পেশ করা হয়েছিল। সিণ্ডিকেট তা নথিভুক্ত করে রাখে:—

53. Read a letter from Rai Bahadur Prof. Dineshchandra Sen, B. A., D. Litt., Ramtanu Lahiri Research Fellow, reporting that he has been carrying on researches in the field of ballads secured from Mymensingh and other Eastern Districts and stating that he hopes to be able to complete his work at the end of the session.
Ordered – To be recorded.

(Syndicate date April 29, 1927)

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তো অস্থায়ীভাবে সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন সে স্থলে একজন স্থায়ী সহায়ক নিযুক্ত করা হল:—

13. Read a joint report from Rai Bahadur Khagendranath Mitter and Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, recommending that Babu Ramendra Dutta may be appointed to the post of Assistant in the Bengali Ballad Department.
The post carries a salary of Rs. 60 per month.
Resolved—That Babu Ramendra Dutta be appointed to the post on a salary of Rs. 60 per month till the end of the present term of the Bengali Ballad Department.

(Syndicate date January 13, 1928)

ইতিমধ্যে দু'জন 'রিসার্চ' সহায়কের কার্যকাল শেষ হয়ে এলে তারা মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে। সে আবেদন সিণ্ডিকেটে পেশ হয় (3 মার্চ, 1928)। সিণ্ডিকেট 15 দিন পরে বিষয়টি সিণ্ডিকেটে পুনরায় উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দেয় এবং তার আগে—"... the Ramtanu Lahiri Research Fellow be requested to favour the Syndicate with a report in the matter."

'রিসার্চ ফেলো' অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের রিপোর্টসহ বিষয়টি আবার সিণ্ডিকেটে পেশ হল:

9. Read a letteı from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, Ramtanu Lahiri Research Fellow, forwarding a report in respect of Mr. Manindrachandra Bose and Mr. Tamonashchandra Dasgupta, Ramtanu Lahiri Research Asistants.
Read also an endorsement from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen Ramtanu Lahiri Research Fellow, forwarding a joint application along with two separate statements from Babu Manindrachandra Bose and Babu Tamonashchandra Dasgupta, Ramtanu Lahiri Research Assistants.
Resolved—That the term of appointment of the applicants be extended in each case by one year on a monthly salary of Rs. 150 and that the Ramtanu Lahiri Research Fellow be requested to report within three months as to when each of them is expected to finish the specific pieces of research work on which each is at present engaged under the terms of appointement.

(Syndicate date March 30, 1928)

বোঝা যাচ্ছে, সিন্ডিকেট গবেষণা-সহায়কদের কাজকর্ম ত্বরান্বিত করতে 'রিসার্চ ফেলো'-কে উদ্যোগী হতে বলছেন। এদিকে গীতিকা-সংগ্রাহকদের কার্যকালও আবার শেষ হয়ে এসেছে এবং তা পুনরায় এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করার সুপারিশ করলেন দীনেশচন্দ্র:—

67. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen recommending that the following appointments may be renewed for another year from 1st June, 1928.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Chandrakumar De | Ballad Collector | Rs. 25 p.m. |
| 2. Asutosh Chaudhury | Do | Rs. 70 p.m. |
| 3. Jassimuddin Munshi | Do | Rs. 70 p.m. |
| 4. Nagendrachandra De | Do | Rs. 70 p.m. |
| 5. Ramendra Dutta, Assistant | Rs. 60 p.m. | |

Read also a note on the subject

Resolved—That the term of appointment of the gentlemen be renewed for a period of one yar on the salaries mentioned againt their names.
(Syndicate date May 11, 1928)

সংগ্রাহকদের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি তো হোলো এবং সম্ভবতঃ এটাই তাদের শেষ কিস্তি। এদিকে স্বয়ং 'ফেলো' মহোদয়ের অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের 'ফেলোশিপ'-এর মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছে। তিন দফে 15 বছর 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' হিসাবে কাজ করার পর এবার তিনি চতুর্থ বারের জন্য 'ফেলোশিপ' বৃদ্ধির আবেদন করেন। তা ছাড়া তাঁকে যে অপরিমিত পরিশ্রম করতে হচ্ছে সে কথা বিবেচনা করে তাঁর মাহিনা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির আবেদনও তিনি করলেন। একাধিকবার তাঁর আবেদন পত্র সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয় (93 জুলাই, 20 জুলাই); কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অবশেষে 27 জুলাই, 1928 তারিখে তাঁর আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য সিন্ডিকেটে পেশ হল:—

5. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen stating that the term of his appointment as Ramtanu Lahiri Research Fellow will expire on the 30th September. 1928, and requesting for the extension of the same for a further period of five years.

It is further stated that considering the heavy amount of work he has been doing his pay is inadequate and requesting that the question of a suitable increment of his pay along with that of an extension of his term may be considered.

A list of works written by him during the period embodying the results of his researches in the field of the history of Bengali language and literature is also forwarded.

Resolved—That the Syndicate recommend to the Senate that the term of appointment of Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, B. A. D. Litt., as Ramtanu Lahiri Research Fellow, be extended from 1st October, 1928 to 30th September, 1930 on the same terms and conditions as at present. Ordered–That Dr. Sen be informed that the Syndicate regret they are unable to recommend any increment of his salary.
(Syndicate dated July 27, 1928)

দীনেশচন্দ্রের কার্যকাল দু'বছরের জন্য বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু তাঁর মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন অগ্রাহ্য হল। অর্থাৎ 1913 সালে স্যার আশুতোষ তার মাসিক 250 টাকা হারে যে মাহিনা সাব্যস্ত করেছিলেন

15 বছর পরেও সেই মাহিনাই বহাল রইল। সে সময় স্যার আশুতোষ মাহিনার ব্যাপারে তাঁকে যা বলেছিলেন, পরবর্তীকালে সেকথা স্মরণ করে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:—

"বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষতঃ শিক্ষা-বিভাগ, সর্বদাই অর্থ-কৃচ্ছ্রের দরুণ বিপন্ন অবস্থায় ছিল। যাঁহাকে যতটা পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার হইত, অনেক সময় তাহা তিনি দিতে পারিতেন না। রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপের কার্যে প্রথমতঃ আমাকে ২৫০ টাকায় নিযুক্ত করেন; কিন্তু আমার কাছে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ৫০০ টাকায় নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি পারিয়া উঠিলেন না।"

এই সময় দীনেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. ক্লাশে বিনা পারিশ্রমিকে বাংলা পড়াবার অনুমতি চাইলে সিণ্ডিকেট তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর করে:—

70. Read a letter from the Secretary, Council of Post-Graduate Teaching in Arts, in reference to this Office letter No. C. 93-P. G. (Arts), dated the 9th July, 1928, in which he was requested to submit his obsevations on an application from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, B. A., D. Litt., for permission to teach Bengali in the B. A. Classes of the Vidyasagar College in an honorary capacity (vide Syndicate, dated 6th July, 1928, Item 11), forwarding the following extract from the Proceedings of the Executive Committe of the Council, dated the 10th July, 1928.

"Read a letter from the Registrar, Calcutta University, forwarding for observations, copy of a letter from Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, requesting permission to teach Bengali in the B. A. Clases of the Vidyasagar College in an honorary capacity.

Resolved—That Dr. Sen be permitted to deliver lectures on the subjects of his special study."

Resolved—That Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen, B.A., D. Litt, to be informed that the Syndicate has no objection to his delivering lectures on the subjects of his special study in the B. A. classes of the Vidyasagar College in an honorary capacity.

(Syndicate date July 13, 1928)

দীনেশচন্দ্রের অধীনে কর্মরত দু'জন গবেষণা-সহায়ক তাঁদের বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ও কার্যকাল পুনরায় দু'মাসের জন্য বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করলে, সিণ্ডিকেট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দেয়:—

41. Read a joint letter from Babu Manindrachandra Bose, and from Babu Tamonashchandra Dasgupta requesting that, under the circumstances stated therein, their pay may be increased to Rs. 200 a month each, with extension of the service for a further period of two years.

Resolved—That the Syndicate regret that they cannot entertain the application at this stage.

(Syndicate dated September 14, 1928)

তবে দীনেশচন্দ্র যখন এই গবেষণা-সহায়কদের কার্যকাল বৃদ্ধির সুপারিশ করেন, তখন সিণ্ডিকেট একজনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অনুমোদন করে এবং অপর দু'জনের আবেদন পরে বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়।

37. Read a letter, from Rai Bahadur, Dr. Dineschandra Sen, Ramtanu Lahiri Research fellow, stating that the term of the three undermentioned

Ramtanu Lahiri Research Assistants working under him will expire on the dates mentioned against their names and recommending that, under the circumstances referred to therein, the period of appointment in each case may be extended up to 31st December, 1930:

1. Mr. Biswapati Chaudhury ... 31st December, 1929
2. Mr. Manindramohan Bose ... 31st May, 1930
3. Mr. Tamonashchandra Dasgupta ... 31st May, 1930

Resolved—(1) That Mr. Biswapati Chaudhury be appinted a Ramtanu Lahiri Research Assistant for a further term of one year up to 31st December, 1930, on the same terms and conditions as before.

(2) That the question of extension of the appointments of Mr. Manindramohan Bose and Mr. Tamonaschandra Dasgupta be brought up for consideration in April next.

(Syndicate dated December, 6, 1929)

ইতিমধ্যে গীতিকা-বিভাগের সহায়ক রামেন্দু দত্ত পদত্যাগ করলে তার জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সহায়করূপে নিয়োগ করা হয়:—

48. Read a letter from Rai Bahadur Dr. Dineschandra Sen, Ramtanu Lahiri Research Fellow, forwarding an application from Babu Ramendu Datta, an Assistant in the Ballad Department, resigning his appointment with effect from 1st January, 1930.

Read also an application from Babu Premendra Mitra, recommended by the Ramtanu Lahiri Research Fellow, praying that he may be appointed as a Assistant in the Ballad Department for 5 months.

Note : There is a provision of Rs. 60 per month for the salary of an Assistant for the Ballad Department in the current year's Budget.

Resolved—(1) That the resignation tendered by Babu Ramendu Datta with effect from the 1st January, 1930, be accepted.

(2) That Babu Premendra Mitra be appointed an Assistant in the Ballad Department on a salary of Rs. 60 per month for five months.

(Syndicate date December 20, 1929)

একদিকে একের পর এক গীতিকা সংগৃহীত হচ্ছে; দীনেশচন্দ্রের হাতে সেগুলি সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়ে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যদিকে এসব গীতিকার ভাব ও বিষয়বস্তু ইংরেজিতে তর্জমা করে দীনেশচন্দ্র তাঁর 'ফেলোশিপ' বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সেগুলিও 'Eastern Bengal Ballads' নামে বিভিন্ন খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত পুস্তক ও বক্তৃতাবলী মুদ্রণ করতেই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেস হিমসিম খাচ্ছে। গীতিকাগুলির ভাবানুবাদ ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে দেশে বিদেশে বাংলা ভাষা না-জানা পণ্ডিত সমাজেও তা উচ্চ প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হয়। বাংলার লোকসাহিত্য বিশ্বের গুণীজন সমাজে সাদর স্বীকৃতি লাভ করে। এ সকল গ্রন্থের পরবর্তী সংস্কারণগুলির স্বত্ব বা কপিরাইট সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানতে চাইলে দীনেশচন্দ্রকে জানান হয়:—

Resolved—That the first edition of the Ramtanu Lahiri Lectures is the property of the University and the copyritht would revert to the author for all futuie editions.

গীতিকা-গ্রন্থগুলি প্রকাশনার কাজে ব্যস্ত থাকায় দীনেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য বক্তৃতা প্রদান থেকে অব্যাহতি পেলেন:—

"Exempted from delivering public lectures during the period he is engaged in publishing the Eastern Bengal Ballads"–তারপর তিনি যখন কিছুটা অবসর পেলেন, তখন তিনি বকেয়া বক্তৃতাগুলি পাঠ করে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে কর্মরত গবেষণা সহায়কদের কার্যকালও কিছুকালের জন্য বৃদ্ধি করা হল:—

(i) Term of appointment of the two Research Assistants, (Manindramohan Basu and Tamonashchandra Dasgupta) extended by one year.

(ii) Term of appointment of Babu Biswapati Chowdhuri, Research Assistant, Extended up to 31st May, 1931.

এঁদের পক্ষে এটাই শেষ দফার কার্যকাল বৃদ্ধি। দীনেশচন্দ্রের নিজের কার্যকালও সমাপ্তির পথে। তাঁর ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি হিসাবে এক বছরের জন্য কার্যকাল বৃদ্ধি হল:—

"On the recommendation of the Syndicate, the Senate on the 9th May 1931, extended the term of appointment of Rai Bahadur Prof. Dineshchandra Sen, B. A., D. Lilt., as Ramtanu Lahiri Research Fellow, for a period of one year with effect from 1st June, 1931, on the same terms and conditions as before.

দীনেশচন্দ্র জীবনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্ত সাহিত্য সেবার জন্য বিভিন্ন সম্মানাত্মক পদবীতে ভূষিত হয়েছিলেন। স্যার আশুতোষ তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সরকার থেকে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। তাঁর কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' প্রদান করে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য প্রতিভাকে সম্মান জ্ঞাপন করে। এতদুদ্দ্যেশ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ সিণ্ডিকেটে পেশ করা হলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল:—

The following report was adopted by the Syndicate on 26th September, 1931 and the Jagattarini Gold Medal for the year 1931 was awarded to Rai Bahadur Prof. Dineshchandra Sen, B. A., D. Litt.

"We recommend that the Jagattarini Gold Medal for the year 1931, be awarded to Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen for original contribution to letters in the Bengali Language.

Among his chief contributions may be mentioned Bangabhasha-O-Sahitya, Mymensing Gitika, Behula, Fullara, Ramayani Katha, Muktachuri Series, Gharer Katha-O-Jugasahitya, Griha-Sri, Typical Selections from old Bengalee (2 vols.) etc."

এই কমিটির সদস্য ছিলেন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র সেন স্বয়ং। তবে যেহেতু কমিটি তাঁর নামই পদকের জন্য বিবেচনা করছে, তাই তিনি কমিটির কাজে সেবার অংশ গ্রহণ করেন নি।

1932 সালের 31 মে দীনেশচন্দ্র 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদে তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ ব্যক্তি। তাঁর অবসরের পরে 'রিসার্চ ফেলো' পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বিভাগে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করে। সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' হিসাবে নিজের বরাদ্দ কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বাংলা-ভাষা বিভাগ পরিচালনা ও বাংলা-পুঁথিশালা সংগঠনে অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। আশুতোষ তাঁর উপর

যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভার অর্পণ করে গেছেন, তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে তা সুসম্পন্ন করেছেন। সুদীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর কাল নিরলস পরিশ্রমে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সঙ্কলন, পুঁথি সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও দলিল সংগ্রহ, এবং আলোচনা ও গবেষণার এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়ে উত্তরসূরীদের এগিয়ে যাবার পথ মসৃণ করে দিয়ে গেছেন— যা আজ পর্যন্ত একক প্রচেষ্টার এক অনতিক্রমনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

আর এ প্রসঙ্গেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করতে হয় স্যার আশুতোষের দৈবী প্রতিভা ও বাংলা ভাষা প্রীতিকে। ইংরেজি পাঠ্য পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশের দ্বারা সর্বোচ্চস্তরে বাংলা ভাষা পঠনপাঠন ও গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করার উদ্ভাবনী ক্ষমতা একমাত্র আশুতোষের পক্ষেই সম্ভব। সে সঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ীর পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার আন্তরিকতাকে। আশুতোষ-শরৎকুমার-দীনেশচন্দ্র এই ত্রয়ীর শুভ সম্মিলনে শিক্ষাক্রমে বাংলার ভাষা তার যোগ্যস্থান লাভ করে। গুণমুগ্ধ ছাত্র ও অধ্যাপকগণও আশুতোষের প্রতিভাকে সম্মান জানায় এই কথা বলেঃ—

"His greatest achievement, surest of all,
The place for his mother-tongue, in step-mother's hall."

(সমতট প্রকাশনঃ ১২৫ সংখ্যা)

# কুলপতি আশুতোষ ও বাংলার নবীন মনীষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংগঠনশক্তি, তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্য এবং একগুচ্ছ তরুণ প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল। একই সঙ্গে অর্থ সামর্থ্য ও মেধার এমন একত্র সমাবেশ বিরলদৃষ্ট। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলশ্রুতি ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা চর্চা এবং গবেষণার দ্বার উন্মোচন। মাত্র আট দশ বছরের ব্যবধানে একের পর এক মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. ও এম. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে। তার মধ্যে ১৯১৫ সালে তো জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটল যেন। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, নিখিলরঞ্জন সেন, স্নেহময় দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা প্রমুখ ঐ বছরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত না নিলে এঁরা অথবা এঁদের মতো অনেকেই হয় সরকারী চাকরির প্রত্যাশায় দিন গুণতেন, অথবা অপর কোনও জীবিকান্বেষণে ব্যস্ত হতেন। মেঘনাদ সাহা স্বয়ং অর্থ দপ্তরে চাকরিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু গায়ে স্বদেশী আন্দোলনের গন্ধ থাকায় সে চাকরি জোটে নি। আশুতোষের গঠনশীল প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি এবং তারকনাথ-রাসবিহারী এবং খয়রার রাজকুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর বদান্যতা এঁদের অনেকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পর ভারতের শূন্যস্থান পূরণে অপরিসীম সহায়তা করে। বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হলে এবং কলা বিষয়সমূহে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হলে, আশুতোষ একে একে এঁদের প্রায় সকলকে বিজ্ঞান বা কলা বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত করে দেন। নিম্নোক্ত তালিকা থেকেই এইসব তরুণ প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের মাপকাঠি অনুধাবন করা যাবে:—

| | |
|---|---|
| সত্যেন্দ্রনাথ বসু | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| মেঘনাদ সাহা | মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ | রাধাকমল মুখোপাধ্যায় |
| স্নেহময় দত্ত | রমেশচন্দ্র মজুমদার |
| জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ | হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী |
| জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | সুশীলকুমার দে |
| অবিনাশচন্দ্র সাহা | বেণীমাধব বড়ুয়া |
| সুশীলকুমার আচার্য | শিশিরকুমার মৈত্র |
| শিশিরকুমার মিত্র | সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ |
| নীলরতন ধর | আবদুল্লা-আল-মামুন সুরাবর্দী |
| পুলিনবিহারী সরকার | রসময় ভট্টাচার্য |
| প্রিয়দারঞ্জন রায় | সুরেন্দ্রনাথ সেন |
| নিখিলরঞ্জন সেন | প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সতীশচন্দ্র ঘোষ | প্রিয়রঞ্জন সেন |
| জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় | হরিদাস বাগচী |
| হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ | রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। |

নতুন প্রতিভার অন্বেষণ ও আবিষ্কারে এবং স্ফুটমান প্রতিভাকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করতে আশুতোষের অনন্যসাধারণ দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। উপরোক্ত তালিকা থেকে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর কথা এসে পড়ে। ১৯১৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করে মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। সেখানে অন্যতম সহকর্মী সতীর্থ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। "সুবেশ ও সুকণ্ঠ অধ্যাপক তাঁর শিক্ষাদানের নিষ্ঠায় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন।" আশুতোষের দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপর। তারপর স্বয়ং শিশিরকুমারের কথায়—"ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যখন অপেশাদার অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করতাম তখন জাস্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় অত্যন্ত উৎসাহিত করতেন। বাংলার বাঘ আশু মুখুজ্জেকেও তিনি আমার অভিনয় দেখাতে শত কাজের মধ্যেও টেনে আনতেন। আমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। অনেকগুলি ছোট ভাইবোনকে প্রতিপালন করতে হত। অর্জন ত শুধুমাত্র অধ্যাপকের সামান্য বেতন। সেই সময়ে আমার কাছে ম্যাডান কোম্পানী থেকে তাদের আলফ্রেড থিয়েটারে বাংলা নাটকের পরিচালনা ও অভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার এক লোভনীয় প্রস্তাব এসে পৌঁছায়। আমি ছুটে গেলাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি সব শুনে বললেন—যে কোন পেশাই যদি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা যায়, তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। যদিও আমি ভাবছিলাম—তোমায় ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকের পদে নিয়ে আসব। তোমার এই নাট্য প্রচেষ্টায় আমার প্রাণঢালা আশীর্বাদ রইল।" (শিশিরকুমার: অন্তরঙ্গ স্মৃতি—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেশ ৩০.৯.৮৯)।

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম ধারাই ছিল গবেষণাভিত্তিক। তোতা পাখির মতো পাঠ্যপুস্তক আউড়ে যাওয়াকে তিনি প্রকৃত শিক্ষকের ধর্ম মনে করতেন না। বিশেষতঃ স্নাতকোত্তর স্তরে তো নয়ই। বলতে গেলে একদা বিজ্ঞানচর্চায় বিশ্বে অগ্রগণ্য অথচ দীর্ঘ সহস্রাধিক বছরের পরাধীনতা নিবন্ধন তমসাচ্ছন্ন ও পশ্চাৎপদ ভারতবর্ষকে পুনরায় বিশ্ব-বিজ্ঞানের পাদপ্রদীপে এনে হাজির করেছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার প্রাণ-পুরুষ আশুতোষ। আর সে মশাল বহন করেছিলেন পূর্বোক্ত তরুণ প্রতিভাবানেরা। শুধুমাত্র এম. এ. বা এম. এস. সি.-তে ভাল ফল করে এরা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনাতেই লিপ্ত থাকবে এটা আশুতোষ কখনোই পছন্দ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকগণ অধ্যাপনার সঙ্গে নিজেরাও গবেষণায় লিপ্ত থাকবে, এটাই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। একাধিক ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অধ্যাপকদের কর্তব্যকর্ম নির্দেশ করে বলেছেন:

"We maintain a distinguished staff, not solely with a view to communicate existing knowledge to our young men, but also to extend the boundaries of the domain of knowledge. We adopt as our motto: "Search for the truth is the noblest occupation of men; its publication a paramount duty."

এই সত্যানুসন্ধান ও সত্যের প্রকাশ ছাড়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অর্থহীন সে সম্পর্কে আশুতোষ সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন:

"It is rather late in the beginning of the twentieth century to doubt or dispute the value and importance of research as a part of academic training and as necessary qualification for admission to the highest degrees of the University. *** No University is now-a-days complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of Sciences and Arts and unless it provides ample opportunities for research."

(Convocation Addresses)

সুতরাং তরুণ ও প্রতিভাবান অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরাই অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের

গবেষণা-কর্মের মধ্যেও নিয়োজিত রেখেছেন, অর্থাৎ পি. আর. এস., জুবিলী রিসার্স প্রাইজ, গ্রিফিথ পুরস্কার, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট. বা ডি. এস. সি. ইত্যাদি ডিগ্রি বা পদকের জন্য গবেষণামূলক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন, তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের নিকট থেকে অধিকতর অনুপ্রেরণা ও আনুকূল্য পেয়েছেন। এঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনার্থে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃতি ও আবিষ্কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপনার্থে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন—যাতে তাঁরা ফিরে এসে তাঁদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের গভীরতর জ্ঞানোন্মেষে ও সত্যানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

প্রবাসকালে এইসব যুবক-শিক্ষক ও গবেষকগণের সঙ্গে আশুতোষের (তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি থাকুন বা নাই থাকুন) নিয়মিত পত্রালাপ হতো। তাদের সুবিধা অসুবিধা, বা কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে তারা আশুতোষকে অবহিত করত; আদেশ নির্দেশ প্রার্থনা করত; কখনো কখনো সবিনয়ে আবেদন নিবেদন জানাত। আশুতোষ এঁদের পুত্রাধিক স্নেহ করতেন এবং তাঁর প্রিয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধিতে তাঁদের আন্তরিক সহায়তা আশা করতেন, তাঁদের *Alma Mater*-এর জন্য ত্যাগ স্বীকারে আহ্বান জানাতেন। একাধিক চিঠিপত্র থেকে আশুতোষ ও তাদের মধ্যে এ জাতীয় ভাব বিনিময়ের প্রমাণ মেলে। এ জাতীয় কয়েকখানি পত্রের অনুলিপি বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত হচ্ছে:

(ক) নীলরতন ধরের পত্র— ২৯.১.১৬

Imperial College of Science, London

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আশা করি আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

দাদার চাকুরীর এই শেষ বৎসর। আপনার তাঁহাকে করিয়া দিতেই হইবে। আমার যাহাকিছু হইয়াছে তাহা আপনি সবই করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আপনার নিকট হইতে আমি সবই আশা করিতে পারি।

আশা করি বাসার সব কুশল। আমার শরীর ভাল আছে এবং কাজ-কর্ম ভালই চলিতেছে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি, প্রণত

নীলরতন।

(খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র—১

London<br>C/o Messers Grindlay & Co.<br>54 Parliament Street<br>২১শে ডিসেম্বর, ১৯১৯

শ্রীচরণেষু,

প্রণাম পূর্বক নিবেদন—ইহার পূর্বে আপনার নিকট এক পত্র দিই, আশা করি যথা সময়ে আপনার কাছে পৌঁছিয়াছে। গত ১৮ই তারিখে Mr. Hartog Royal Society of Arts-এ এক প্রবন্ধ পাঠ করেন—On Some Problems of Indian Education. প্রবন্ধের proof copy একখানি পাইয়াছি, আপনার পাঠের জন্য এইসঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। Lord Meston ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন কথা ছিল, কিন্তু ঐদিন House of Lords-এ India Government Bill লইয়া বিচার ছিল, তিনি আসিতে পারেন নাই। Sir William Duke সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, Mr. H. R. James ও Sir George Forest বক্তৃতা করেন। ভূপেনবাবুর বক্তৃতায় আমরা বিশেষ সুখী হইতে পারি নাই—বাঙলা ভাষায় যে বিজ্ঞান ও ইংলাণ্ডের ইতিহাস পড়া হইতে পারে

না—একথা তিনি বিলাতি audience-এর সামনে ঘোষণা করিলেন। Mr. James বলিলেন তিনি আগে Commission-এর বিরোধী ছিলেন। Commission-এর Report পড়িয়া তিনি converted হইয়াছেন। সকলেই এক বাক্যে Report-এর প্রশংসা করিলেন—Sir George Forest (ইনি প্রায় ৪৯ বৎসর ধরিয়া Bombay Educational Service-এর সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন) বলিলেন যে Report হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হউক, ও ইংলাণ্ডের educationist-দের সেই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করা হউক। সভার পর আমরা (প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ভূতপূর্ব ছাত্র—জিতেন্দ্রমোহন সেন বি. এস্. সি. কেশব একাডেমীর হেডমাষ্টার ছিলেন; এক্ষণে London University Diploma in Education ও M. A. in Education-এর জন্য পড়িতেছেন—ও আমি) Presidency College-এর পুরাতন ছাত্র বলিয়া James-এর সঙ্গে দেখা করিলাম—তিনি দুই-এক কথা কহিয়াই চলিয়া গেলেন। Percival সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করি—অনেকক্ষণ ধরিয়া ইনি নানা বিষয়ে আলাপ করেন, ইহার সহৃদয়তার পাশে James সাহেবের ব্যবহার বড়ই বিসদৃশ লাগিল।

আমার দরখাস্ত (Permission to Proceed to the D. Lit. with Exemption from the M. A.-এর জন্য) School of Oriental Studies forward করিয়া দেওয়ার পর, London University Board of Oriental Studies-এর কাছে আসে ও উক্ত বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে আমার দরখাস্ত approve করেন। এখন Faculty of Arts ও Senate এই দুই জায়গায় যদি বাধা না পায়, তাহলে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে। কিন্তু আশা হয় না—কারণ এখানে অনেকের মধ্যে বড়ই সঙ্কীর্ণ ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—ভারতবাসী বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে।

রমেশবাবুর পত্রে জানিলাম যে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদিগের service-এর cadre প্রভৃতি শীঘ্রই স্থির হইবে। আশা করি ইহাতে যথানিয়ম আমারও স্থান থাকিবে।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীসুনীতিকুমার

(গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র—২

32, BEDFORD PLACE
RUSSEL SQUARE, W. C. 1.
৫ই জুলাই ১৯২০

শ্রীচরণেষু,

প্রণাম পূর্বক নিবেদন—এই মেলে P.R.S.-এর শেষ Thesis পাঠাইলাম।

এখানে আমি এই Session-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িয়াছি—

Phonetics–University College ও School of Oriental Studies.
Old English, Gothic– University College.
Comparative Philology– ,, ,,
Prakrit–School of Orintal Studies.

Phonetics-এ পরীক্ষা দিয়া English Phonetics for Foreign Students-এ Proficiency Certificate পাইয়াছি। আগামী বৎসরে General Phonetics-এর পরীক্ষা, দুই বৎসর পড়িয়া তবে এই পরীক্ষা দিতে হয়—এই পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে thesis দিতে হইবে। D. Lit.-এর জন্য কাজ করিতেছি—D. Lit-এর বিষয় হইতেছে Prakritic Philology–Historical Grammar of Bengali, Phonology and Morphology. আমার ইচ্ছা আমাদের ইউনিভার্সিটির

doctorate-এর জন্যও চেষ্টা করি—Bengali Syntax-এর ইতিহাসের উপর thesis লেখার বাসনা আছে। আপনার আশীর্বাদে কাজ এক রকম বেশ চলিতেছে। এখন নির্বিঘ্নে কার্যসমাধা করিয়া কবে ইউনিভার্সিটিতে পুনরায় কর্তব্যভার গ্রহণ করিব সেইদিকে তাকাইয়া আছি।

ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকদের, আমাদের ইউনিভার্সিটির লেকচারারদের Syllabus কতকগুলি দেখাই। দেখিয়া ইঁহারা বিশেষ প্রীত হইয়াছেন ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতেও এই প্রকার Syllabus-এর পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া উচিত, তাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

আমার সমস্ত সংবাদ ভাল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি।

সেবক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(ঘ) মেঘনাদ সাহাকে পত্র—১

SENATE HOUSE,
CALCUTTA.
The 9th February, 1921.

My Dear Dr. Meghnath,

Yesterday a cable was received at the University from Sir William Meyer, High Commissioner for India, stating that you had applied for a grant for £ 125 and proposing that the University should finance you. We have sent a cable to the High Commissioner requesting him to pay the money to you at once on our behalf and we are repaying the money to him by a draft which will follow by next mail. I wish you had applied to your Alma Mater and not to the High commissioner. **We are in great financial crisis here on account of Non-Co-operation movement, but you may rest assured that so long as it is practicable, your Alma Mater will not be slow to help you.** When you return to this country, I trust you will bring back the instrument to be deposited in our physical laboratory. I have read with much interest your latest papers and I feel proud of the work accomplished by one of my fellow graduates. I trust you will not hesitate to serve your Alma Mater when you return. I was deeply grieved to hear that Dr. Jnanendra Ghosh had decided to give up his Alma Mater and accept service in the Dacca University. When will the children of our Alma Mater realise that it is absolutely necessary for all of them to stand by Her at the most critical period of the history of Her development?

I hope you are keeping good health,

Your well wisher,
Asutosh Mookerjee

(ঙ) মেঘনাদ সাহাকে পত্র—২

COUNCIL OF POST GRADUATE TEACHING,
SENATE HOUSE,
CALCUTTA.
The 11th May, 1921.

My Dear Dr. Meghnad,

I have read with indescribable interest and pleasure the account of your work. I had already seen the notice in the Nature. I trust that you will utilise to the

fullest your great opportunity of your association with Professor Nernst. I have read his published papers and I realise his eminence as a physical chemist. I am now endeavouring to provide for you an independent position and a suitable Laboratory when you return here and I have little doubt that my efforts will be successful. I do not think you will have to regret your decision to stay in your own University rather than accept an appointment elsewhere.

People here understand little about the needs of the University College of Science. Our financial difficulties are consequently great; but I have faith in the cause we have taken up and I trust, better days will dawn before long. Can you give me a rough estimate of what you require for the purchase of appliances in Germany, so that I may make an effort to raise some money.

I had you nominated as one of the representatives of your Alma Mater at the forthcoming Congress of the Universities of the Empire. I suppose it will be too expensive for you to go to Oxford from Berlin and again return to your work.

Your well-wisher,
Asutosh Mookerjee.

(চ) মেঘনাদ সাহার পত্র

Gottingen
May 19, 1921

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার এক German অধ্যাপক বন্ধু Westphal-র সহিত Phingdt (?) নামক জার্মান পর্বের ছুটি উপলক্ষে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। আর দু'দিন পরেই বার্লিন ফিরছি। এখানে অধ্যাপক Wiechert-র বিখ্যাত Geophysical Observatory দেখিলাম। এখানে Wiechert-র উদ্ভাবিত নানা যন্ত্র সাহায্যে Earthquake Waves Registry করা হচ্ছে। একমাত্র ষ্টেশন হইতে কোথায় Earthquake হচ্ছে বলতে পারে। বিখ্যাত Gauss এই observatory-র স্থাপয়িতা।

আমি বার্লিন থাকতে জানতে পারিয়াছি যে আমাকে Calcutta University-র প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছে। এই সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানাইতেছি। ইতি

প্রণত
মেঘনাদ

(ছ) মেঘনাদ সাহাকে পত্র—৩

CONFIDENTIAL

SENATE HOUSE,
CALCUTTA.
The 30th June, 1921.

My Dear Dr. Meghnad,

It now looks probable that I shall be able to arrange for the creation of a new University Chair of Physics. The initial salary will be, as in the case of the Ghosh Professors, Rs. 500 a month; but I am in hopes that it may be possible to make it Rs. 600 before very long. If you are willing to take up the work, I shall not look about for any one else. The Chair will give you an independent position and freedom of work. I hope you will let me know without delay whether this will suit you and for what period you would like the first appointment to be made (three years or five years or seven years).

Can you give me a complete list of your papers hitherto published and statement of your career as also of the work you have in hand or intend to undertake. I hope you are keeping good health.

Your well-wisher,
Asutosh Mookerjee.

ডঃ মেঘনাদ সাহাকে লিখিত প্রথম পত্রের শেষাংশে আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন—"When will the children of our Alma Mater realise that it is absolutely necessary for all of them to stand by Her at the most critical period of the history of Her development?"

আশুতোষের এই ক্ষোভ ও উষ্মার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনজনিত বিশৃঙ্খলা এবং আর্থিক সঙ্কটকালে বড় লাটের আহ্বানে আশুতোষ পুনরায় ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্যভার গ্রহণ করেন। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চতম স্তরে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত। তাতে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হল এবং প্রাদেশিক দেশীয় মন্ত্রীদের উপর তার দায়িত্ব বর্তাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বের অবসান ঘটল। সেখানে প্রাদেশিক গভর্নর চ্যান্‌সেলারের পদাভিষিক্ত হলেন। অন্যান্য প্রদেশে যাই হোক, কিন্তু বাংলায় সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কুলপতি আশুতোষের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। যে ব্রিটিশ সিংহের হুঙ্কারকে আশুতোষ হেলায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিও এবার দেশীয় ডাঁশের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি চিন্তাভাবনা না করেই যথেচ্ছা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ চালু করেছেন, তজ্জন্য অর্থব্যয় করেছেন এবং বেশী বেতনে অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনটন চলছে। "এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহা বলিবার নহে। অধ্যাপকদের বহু মাসের বেতন বাকি; প্রত্যহ এই দুরবস্থাপন্ন অধ্যাপকের দল ভিড় করিয়া আশুতোষের নিকট স্ব-স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন। তিনি যেভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাপুরুষের অলোকসামান্য দৃঢ়তা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

পুনশ্চ—"আশা ছিল (সরকার থেকে) টাকা পাবেন এবং সেই টাকা দিয়ে অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। শিক্ষকদের তিনি নিরন্ন দেখতে পারতেন না। প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের। ...অবশেষে... সরকারী প্রত্যাখ্যানের ফলে যখন আত্ম-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো, তখন, কথিত আছে, পুরুষসিংহ আশুতোষ নির্জন নিশীথে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।" (মণি বাগচি)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ সূচনা-লগ্ন থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সুনজরে ছিল না। কোন প্রকার সরকারী দান-দাক্ষিণ্যের তোয়াক্কা না করে, শুধুমাত্র এদেশীয় শিক্ষানুরাগী দাতাকর্ণদের অর্থানুকূল্যে এত বড় কর্মযজ্ঞ সঙ্ঘটিত হল—এটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই সঙ্কটকালে বাংলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন সাহায্য করা তো দূরের কথা, বরং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগগুলিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন। সেই ষড়যন্ত্রে বিদেশী লাট সাহেবের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন স্বদেশী মন্ত্রীপুঙ্গব। আশুতোষ তাঁর শেষ সমাবর্তন ভাষণে লাট সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলেন—

"We cannot shut our eyes to the lamentable fact that there have been abundant indications in recent times of the existence of what look like a determined conspiracy to bring this University into disesteem and discredit."

লোকচক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে ও আশুতোষকে কেবল হেয় করা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগগুলিকে হাতে না মেরে ভাতে মারার, অধ্যাপক ভাগিয়ে ও ভাঙিয়ে নিয়ে সেগুলিকে ভেতর থেকে জীর্ণ ও দুর্বল করে তোলার খেলায় সরকার মেতে উঠলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে ১৯১৭ সালে পাটনায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। চার বছর পর ১৯২১ সালে স্থাপিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে এলাহাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী অকৃপণ আনুকূল্যে দিন দিন জাঁকিয়ে উঠল। সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অধ্যাপকদের বেশী হারে মাইনে দেবার অভিযোগ তুললেন; অথচ তারাই কিন্তু এসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতুল্য পদে অধ্যাপকদের জন্য অধিকতর বেশী বেতনক্রম নির্ধারণ করেন। আবার এদিকে সরকারী অনুদানের বেলায় যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার মুষ্টিভিক্ষা, সেখানে 'সুয়োরাণী' ঢাকার বরাতে জুটল ৯ লক্ষ টাকার বস্তা। এই দৃষ্টি-বৈষম্য চোখে পড়ার মতো!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ বেতনক্রমের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের জীবন গঠনে যে প্রেরণা ও রসদ জুগিয়েছে অনেকেই তা বেমালুম ভুলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আশুতোষের প্রতি তাঁদের অনুরাগে ভাঁটা লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কটকালে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার পাশে না দাঁড়িয়ে তারা নানা অজুহাত তুলে নিজ নিজ সুযোগ সুবিধার পথ দেখলেন। মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ পাড়ি দিলেন। সত্যেন বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার দে, মহম্মদ শহীদুল্লা, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঢাকায় গেলেন বেশী টাকার আকর্ষণে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। "এক-একজন কৃতী পুরুষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরিয়া রাখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে বিদেশে গবেষণা-কর্মে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে আর বিশ্ববিদ্যালয়মুখো হলেন না। সরকারী শিক্ষা বিভাগে চাকরী নিলেন বা অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। সবচেয়ে করিৎকর্মণ্যতা দেখালেন ডঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ডঃ জ্ঞান ঘোষ)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগোচরে বিদেশে থেকেই সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহাকে লিখিত পত্রের শেষাংশে ডঃ জ্ঞান ঘোষের এই সিদ্ধান্তের কথাই আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদিন ফিরে এলে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পালিত, ঘোষ বা খয়রা অধ্যাপকরূপে কিংবা উপাচার্যরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবির্ভূত অনেক বাঙালী মনীষার সফল প্রস্ফুটনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসদ জুগিয়েছে। আশুতোষের প্রেরণায় ও ব্যবস্থাপনায় তাঁদের অনেকের জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে অর্থ ও যশের উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছে। সেই নিমকের ঋণ অনেকেই মনে রাখেন নি। আবার কেউ কেউ হয়তো ভুলতেও পারেন নি। এমনই একজন হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মনের কথা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

"অধ্যাপকের কাজে জীবন অতিবাহিত করব, এই রকম একটা অস্পষ্ট চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়েছে মাত্র; আশুতোষ অতি সহজভাবেই আমার জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে পথ দেখিয়ে দিলেন। নতুন এম. এ. পাস; একেবারেই এম. এ. ক্লাসে পড়াতে হবে। এ প্রস্তাবটা শুনে বুক টিপটিপ করছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমার আশঙ্কার কথা নিবেদন করি। তিনি সমস্ত ভয়, সমস্ত

সঙ্কোচ তাঁর সকল বাধা উপেক্ষা করা, সকল ভয়-হরা উৎসাহের পিঠ চাপড়ানি দিয়ে বললেন. 'ভয় কি? যেটুকু পড়েছ, সেটুকু ভালো করেই পড়েছ, এ বিশ্বাস মনে আছে ত? এই ত পড়বার সময় হলো, সারা জীবন এখন থেকে জ্ঞানে এগোতে হবে। সাহস কর, উচ্চ সঙ্কল্প নিয়ে নেমে যাও, যাতে নিজের ইউনিভার্সিটির নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পার'। তাঁর এই উৎসাহবাণী কখনো ভুলিনি, তাঁর কথাগুলি এখনো আমার মনে মন্ত্রশক্তিযুক্ত হয়ে আছে।"

এই অকৃত্রিম স্বীকৃতির জের, নাকি কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ জানি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রাঙ্গণে আশুতোষ ভবনের দ্বারদেশে স্থাপিত হয়েছে।

এরকম আরো কারও কারও জীবনের গতিপথ পরিবর্তনে আশুতোষ যে দিক-নির্দেশকের ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কেউ কেউ পরবর্তীকালে অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। তিনি "রংপুর কারমাইকেল কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদের নিযুক্তিপত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্যর আশুতোষ তাঁহাকে সেখানে যাইতে দেন নাই। স্যর আশুতোষ বলিয়াছিলেন—"Don't go there. That's a bad place–damp and malarious. I'll do something here." স্যর আশুতোষ তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন।" ১৯১৯ খ্রীঃ ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন।

আর একজনের কথা বলে এই প্রসঙ্গের ইতি করব। ইনি দেশবিশ্রুত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—যাঁকে আশুতোষ বসিরহাট মহকুমা আদালত থেকে তুলে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিয়েছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর স্বরচিত "বাংলা সাহিত্যের কথা" দ্বিতীয় খণ্ডে উৎসর্গপত্রে ডঃ শহীদুল্লাহ্ স্যর আশুতোষের প্রতি এই বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন—

"যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, Bar is not for you. Come to University'—বলে আমাকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।"

---

**[কৃতজ্ঞতা: দেশ ৫৬/৩৬ সংখ্যায়, ৮ জুলাই, ১৯৮৯, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় "প্রকৃতির সেই মুখ" প্রবন্ধে একটি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন—"আশুতোষ মুখুজ্জ্যে মশায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি হয়েছেন (তাঁকে 'উপাচার্য' বলাটা ভুল হবে, তিনি কারো উপ (গ্রহ) ছিলেন না।)" দীপঙ্করবাবুকে ধন্যবাদ জানাই এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।] উদ্ধৃত চিঠিগুলির প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পরিমল করের সৌজন্যে আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত।**

(কৃশানু: ১৩৯৯)

# মুসলমান ছাত্রের সংস্কৃত পাঠে বাধা: আশুতোষের হস্তক্ষেপে জীবনের গতি পরিবর্তন

মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নামে একজন মুসলমান ছাত্র ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ. পড়ার জন্য ভর্তি প্রার্থী হন। এম.এ.তে বেদ অবশ্য পাঠ্য ছিল এবং পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বেদ পড়াতেন। তিনি কোনও অহিন্দু ছাত্রকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করায় শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃতে ভর্তি হতে পাচ্ছেন না। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন কর্তৃপক্ষ যেন তাকে সংস্কৃত ক্লাশে ভর্তি করার জন্য অধ্যাপকদের নির্দেশ দেয়। বিষয়টি সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হয়, এবং সিণ্ডিকেট এ বিষয়ে অধ্যাপকদের নির্দেশ দিতে অক্ষম বলে দুঃখ প্রকাশ করে:—

2053. Read an application from Md. Sahidullah, praying that the University Lecturers in Sanskrit may be directed to admit him to their lectures.

Ordered—

That Md. Sahidullah be informed that the Syndicate regret that they cannot take any action in the matter.

(Syndicate, 20.8.1910)

এই ঘটনায় চারদিকে খুব হৈচৈ শুরু হল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'Bengalee' কাগজে কড়া সম্পাদকীয় লেখা হল। সে প্রবন্ধ পাঠ করে সুদূর আলিগড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণীমূলক এক পত্র এলো। সে পত্রও যথারীতি সিণ্ডিকেটে পেশ করা হল, কিন্তু তার উপর কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে তা নথিভুক্ত করে রাখা হল:—

2315. Read a letter from the Honorary Joint Secretary, Central Standing Committee, All India Mahomedan Anglo-Oriental Educational Conference, Aligarh, inviting attention to an editorial note in a recent publication of the Bengalee with reference to the case of a Mahomedan student who has been refused permision to attend University Lectures in Sanskrit.

Ordered—

To be recorded.

তখন ভাইস-চ্যানসেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে শহীদুল্লাহ্ ভাষাতত্ত্ব ক্লাশে ভর্তি হন এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস করেন। সে সঙ্গে ওকালতি পরীক্ষায়ও পাস করে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বসিরহাট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তারপরের ঘটনাকে বিধি নির্দিষ্টই বলা চলে। যার ফলে শহীদুল্লাহর জীবনের গতিই পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ বলে পরিগণিত হলেন। সে ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

অন্যতম ভাষাতত্ত্ববিদ মুহম্মদ শহীদুল্লা ছিলেন বসিরহাট কোর্টের উকিল। বিচারপতি হিসাবে আশুতোষ গিয়েছিলেন কোর্ট পরিদর্শনে। শহীদুল্লাকে দেখে বলেন—Sahidullah, Bar is not for you. Come to the University. তার পরের ইতিহাস তো সবারই জানা। শহীদুল্লা আশুতোষকে কি চোখে দেখতেন সে সম্পর্কে কিছু বলছি।

## মুসলমান ছাত্রের সংস্কৃত পাঠে বাধা: আশুতোষের হস্তক্ষেপে জীবনের গতি পরিবর্তন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। ক্লাসে মাত্র দু'জন ছাত্র। একজন রাজবন্দী হিসাবে জেলে আটক। অধ্যাপক শহীদুল্লা ক্লাসে ঢুকলেন হাজিরা খাতা হাতে। তারপর আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায়:—

"তিনি আর কিছু না বলে রেজিস্ট্রি খুলে আমার নামটি দেখলেন। সেখানে দু'টি নাম — একটি ক্রমাগত অনুপস্থিত। সুতরাং যে উপস্থিত তার নামটি যে কি তা সহজেই বুঝতে পারলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করলেন, আশুতোষ?

আমি বল্লাম, হাঁ স্যার।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি জান এক আশুতোষের কাছে আমার ঋণ কত গভীর?

আমি কিছুই জানতাম না। বললাম, না স্যার, কিছুই জানি না।

তিনি বললেন, তাঁর জন্যই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি। আর যে দেখছ আমি বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ঘুরে এসেছি তাও তাঁরই জন্য।

আমি তখন পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। তাই-জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

আমি বললাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর?

তিনি বললেন, সাধারণ লোক তাঁকে তাই বলে জানে। কিন্তু আমার কাছে তিনি আরও অনেক বেশী। তিনি আমার পিতৃতুল্য। তাঁর নিকট আমি পিতৃঋণে আবদ্ধ।"

(সূত্র: বাংলা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'সুবর্ণলেখা')

আশুতোষের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর প্রকাশিত স্বরচিত "বাংলা সাহিত্যের কথা" দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে মুক্ত কণ্ঠে এই ঋণ স্বীকার করে ড. শহীদুল্লাহ্ আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন:—

"যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, Bar is not for you. Come to University' — বলে আমাকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।"

# বিজ্ঞান কলেজে বারুদের গন্ধ: শৈলেন্দ্রনাথ; আশুতোষ এবং বিপ্লববাদ

উনিশ শ' পনের খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল কয়টি বিষয়ে কয়েকজন ছাত্র অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নিম্নরূপ স্থান লাভ করেছেন—

**মিশ্র গণিত**

| | |
|---|---|
| সত্যেন্দ্রনাথ বসু | — প্রথম শ্রেণীতে প্রথম |
| মেঘনাদ সাহা | — প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় |

**রসায়নবিদ্যা**

| | |
|---|---|
| জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ | — প্রথম শ্রেণীতে প্রথম |
| জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | — প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় |

**পদার্থবিদ্যা**

| | |
|---|---|
| শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ | — প্রথম শ্রেণীতে প্রথম |
| স্নেহময় দত্ত | — প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় |

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হবার শুভলগ্নে এরূপ একদল প্রতিভাবান ছাত্রের একত্রে আত্মপ্রকাশ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত বলেই মনে হয়। বিজ্ঞান কলেজের রূপকার এবং প্রতিভা-সন্ধানী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ামাত্র এঁদের একে একে লুফে নিলেন এবং ঘোষ, পালিত প্রভৃতি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে গবেষণা-বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন—যাতে তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর ক্লাসে গবেষণামূলক শিক্ষাদানের জন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারেন।

উল্লিখিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ সর্বপ্রথম আশুতোষের স্নেহানুকূল্য লাভ করেন। আশুতোষের পরামর্শে তাঁরা তিনজনই গবেষণামূলক বৃত্তির জন্য আবেদন করেন—

1. The Secretary requested the governing Body to award Scholarships.
2. Read an application from Sailendranath Ghosh, who passed the last M.Sc. Examination in Class I, standing First in order of merit, praying that he may be helped with a Research Grant out of the Palit Scheme to enable him to commence research work in Physics in the Univerisity College of Science, and submitting certificates in support of his application.
3. Read an application from Satyendranath Basu, who pased the B.Sc. Examination in 1913 with 1st Class Honours in Mathematics standing First in order of merit and obtained the M.Sc. degree in Mixed Mathematics this year standing First in Class I, praying that he may be helped with a Research Grant out of the Palit or the Ghosh Endowment Funds.
4. Read an application from Meghnad Saha, who passed the B.Sc. Examination in 1913 with 1st Class Honours in Mathematics standing

2nd in order of merit and who passed the M.Sc. Examination this year in Mixed Mathematics standing 2nd in order of merit, praying that he may be granted a Research Grant from either the Palit or the Ghosh Endowment Fund.

Resolved—

That out of the Sir Taraknath Palit Fund Research Scholarships of Rs. 150 a month each, tenable for one year, be awarded to the following students:-

1. Satyendranath Bose to prosecute studies on the Theory of Relativity.
2. Meghnad Saha to prosecute studies in the Theory of Radiation.
3. Sailendranath Ghosh to continue his investigation on the Electric Conductivity of Powdered Metals with special reference to Diamagnetic Metals and their Use in Coherences.

Resolved Further–

That Rupees 500 be sanctioned for the purchase of books required for their researches by Satyendranath Bose and Meghnad Saha and Rs. 2,000 for the purchase of instruments in connection with the research proposed to be carried out by Sailendranath Ghosh. (Syndicate, 18.12.1915)

এভাবে এই তিন তরুণ প্রতিভার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করে দিলেন আশুতোষ। এই তিনজনের মধ্যে আবার পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আশুতোষের নজর কেড়েছিলেন সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক। তার কারণ, শৈলেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি. পাঠরত অবস্থাতেই গবেষণামুখী প্রতিভা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে খবর আশুতোষের অজানা ছিল না। শৈলেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—

'I had decided to major in Physics and was engaged in special work that brought me into close contact with Mr. E. P. Harrison, the junior Professor in that subject. After Mr. Harrison had watched my work for a few months, he set me the task of determining the specific gravity of a meterorite that had fallen in northern India and was still emitting gases. When I had finished my work, we worte a paper about it, which was published under our joint authorship in the journal of the Astronomical Society of India. This was a record performance for a student up to that time, and as far as I know nothing of the sort has been achieved by a student since.'

বি.এসসি. পাঠরত ছাত্রের পক্ষে এটি এক কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যই বটে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে শৈলেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এসসি. পাস করেন। সেই পরীক্ষায় তাঁর গবেষণাপত্রের বিষয়বস্তু ছিল—'Some Properties of Iron Deposited Electrically in a Magnetic Field.'

এম.এসসি. পরীক্ষার এই গবেষণাপত্রটি আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈলেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'This work brought me under the favourable notice of the late Sir Asutosh Mookerjee, Vice-Chancellor of the University, who sent me on a tour of the Colleges in the neighbourhood of Calcutta to see what instruments could be begged or borrowed with which to set up a department of research in Physics in the newly created College of Science.' ১

বিজ্ঞান কলেজের জন্য সাজসরঞ্জামাদি সংগ্রহের ব্যাপারে শৈলেন্দ্রনাথ আশুতোষের সঙ্গে কাশিমবাজারের মহারাজার বাড়িতেও যান। ছাত্রদরদী আশতোষ শৈলেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থাও স্থির করে দেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। শৈলেন্দ্রনাথের জীবনেও তাই ঘটল। তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ ছক পাল্টে গেল। তিনি বলেছেন—

'The Vice-Chancellor continued to take an interest in my welfare. But as he was on the point of doing me a very great favor, something entirely changed the current of my existence.'

শৈলেন্দ্রনাথের জীবনের গতি পরিবর্তনের কাহিনীর সঙ্গে স্যার আশুতোষ এবং বিজ্ঞান কলেজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ।

তারকনাথ পালিত ফান্ড থেকে গবেষণামূলক বৃত্তি পেয়ে শৈলেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট মনে গবেষণা কর্মে ব্যাপৃত হলেন এবং সে সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজ সংগঠন সম্পর্কিত কাজকর্মে আশুতোষের সহায়করূপে অংশগ্রহণ করছেন—

'Through the kindness of the late Sir Asutosh Mookerjee..., I was given a part in the work of getting the College ready to receive students and was commissioned to recruit a small group of recent Science graduates.'

গবেষকরূপে মাস পাঁচ ছয় কাজ করার পর আশুতোষের নির্দেশে শৈলেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার্থে আমেরিকা যাবার জন্য স্কলারশিপ প্রার্থী হলেন—

Read an application from Sailendranath Ghosh, M.Sc., Sir Taraknath Palit Scholar in Physics, requesting that he may be awarded a scholarship for study outside India, out of the Sir Taraknath Palit Foreign Scholarship fund, with a view to enable him to prosecute his studies in Physics for the Degree of Doctor of Philosophy at the Harvard University.

Resolved—

That Sailendranath Ghosh, M.Sc., be awarded a Palit Foreign Scholarship of Rs. 250 a month, tenable for three years to enable him to undertake a course of study in Physics at the Harvard University and obtain the Degree of Ph.D.; that he be also paid Second Class passage and Rs. 1,000 for outfit.

Resolved Further–

That the Registrar do take the necessary steps to secure for him a passport and that he do execute a bond in favour of the University in the terms stated in the Second Trust Deed of Sir Taraknath Palit (Synd. 19.5.1916)

শৈলেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এই ঘটনার নিম্নরূপ সমর্থন মিলেছে—

Toward the end of the term. in May, 1916, I was informed by Sir Asutosh Mookerjee that I had been nominated for the fellowship in Physics given by Sir Taraknath Palit. They had decided that it would be wise to send someone to America to study for three years. I had been selected, and I was to go to Harvard University. A promise not to marry while abroad was required of me, but otherwise there were no restrictions. The money provided would be ample for my needs. So my passport was applied for, and, after a month spent by the authorities in investigation, it was received.'

যথাসময়ে শৈলেন্দ্রনাথের আমেরিকা যাবার পাসপোর্ট মঞ্জুর হল। তিনি বিদেশযাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য গবেষণা করতে তিনিই সর্বপ্রথম নির্বাচিত

হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। সুতরাং মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু অচিরে এই আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হল। বিদেশ যাত্রার তিন দিন আগে পুলিশ তাঁর আমেরিকা যাওয়ার পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে নিল। শৈলেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ এই দুঃসংবাদ নিয়ে আশুতোষের কাছে হাজির হলেন—শৈলেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'But on Monday a police official came, took away the passport and informed me that I was not permitted to leave India. Greatly puzzled, I went at once to see Sir Asutosh Mookerjee at his home.

'He was as much mystified as I was. "Do you know of any reason for this action, anything by which it can be explained?" he asked.

'"No," I answered truthfully; for I had just then no inkling of precisely what revolutionary activities of mine could have been discovered.

'"Very well, leave it with me till the morning, and I will see what I can learn."'

আশাহত শৈলেন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন বিস্ময়বিমূঢ় আশুতোষ। কিন্তু বড়লাট ছোটলাট উভয়ের কাছে খোঁজ করেও শৈলেন্দ্রনাথের পাসপোর্ট প্রত্যাহারের কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে পারেননি। তবে শৈলেন্দ্রনাথের দেশত্যাগের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে সে পাকা খবর পেয়েছেন:—

'After I went away, Sir Asutosh called the Governor of Bengal, Lord Ronaldshay by telephone, but there was nothing to be learned in that quarter. Then Viceroy, Lord Chelmsford, said that he had heard nothing about the affair and that it must concern the India Office, in London. I wondered whether, if I offered to go to England instead of America, I might be allowed to do so. Sir Asutosh undertook to find out, and, after a few days, he learned that the orders were positive. I was forbidden to leave India.'

যা হোক, শৈলেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকার Harvard University'-র পরিবর্তে বিলাতের Royal College of Science-এ পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ মঞ্জুর করতে ও পাসপোর্ট পেতে সাহায্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। তিনি ভেবেছিলেন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আমেরিকায় যেতে না দিলেও, তাদের নাকের ডগায় লন্ডনে যেতে দিতে আপত্তি করবে না। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রার্থনা বিবেচনার আগে কেন তাঁর আমেরিকা যাবার পাসপোর্ট প্রত্যাহার করা হল, তার কারণ জানতে চেয়ে গভর্নমেন্টের কাছে চিঠি লেখার জন্য রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিল—

1621. Read a letter from Babu Sailendranath Ghose, who has been awarded Sir Taraknath Palit Foreign Research Scholarship requesting that in the circumstances stated therein, his scholarship may be made tenable at the Royal College of Science, London, and that steps may be taken for securing him a passport.

Resolved—

That the Registrar be authorised to address the Government of Bengal, with the request to state, if permissible, the reasons for the withdrawal. (Synd. 15.7.1916)

ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে জল আরো ঘোলা হতে শুরু করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ শৈলেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত বাসায় তল্লাশি চালায়। সেখানে তাঁকে না পেয়ে বিজ্ঞান কলেজে তাঁর গবেষণাকক্ষে খানাতল্লাশি করে। শৈলেন্দ্রনাথের লেখাতেও এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়—

'Meantime I had given up my room, and, finding it already rerented, I took another in a different quarter of the city. Next day a friend came to tell me that at half past three that morning the police had raided my old room and made a search of the whole house. A little later I got another message. The police had also gone to my room at the University with a summons, ordering me to report to the Commissioner of Police and to be ready for deportation to the Andaman Islands, a penal colony where political prisoners were being interned. Not finding me, they had searched my room and left the summons. All this was sufficiently disturbing. I spent the night without much sleep, debating what I ought to do.'

সমনের নির্দেশানুসারে এত্তেলা দিতে শৈলেন্দ্রনাথ পুলিশ কমিশনারের অফিসে গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন পুলিশ কমিশনার নয়, তাঁকে কিড স্ট্রিটে, Deputy Commissioner, Special Branch-এর অফিসে হাজিরা দিতে হবে। সেমতে তিনি কিড্ স্ট্রিট অভিমুখে চললেন। কিন্তু পথে তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাঁকে কিড্ স্ট্রিটের পথ থেকে বিজ্ঞান কলেজের পথে চালিত করল। বিজ্ঞান কলেজের পথে তিনি জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনলেন যে সেখানে পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। সুতরাং তিনি সটান তাঁর নতুন বাসার দিকে পা বাড়ালেন—যার সন্ধান পুলিশ তখনও পায়নি—

'On the way, however, it occurred to me that, were I ever to have the benefit of sounder judgment than my own, I had better get it then for, if it was decided at Kidd Street that I must be locked up, I should have precious little chance of consulting anybody or of acting upon what advice I might get. Instead of going to Kidd Street, therefore, I started for the college; but on the way I met someone who told me the police were waiting for me. So I turned homeward.'

শৈলেন্দ্রনাথ বাসায় ফিরলেন; কিন্তু এমতাবস্থায় কি করণীয় তা স্থির করতে না পেরে পরামর্শের জন্য আশুতোষের কাছে ছুটলেন। শৈলেন্দ্রনাথ যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠরত অবস্থায় হিন্দু হোস্টেলে আবাসনকালে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, সে তথ্য আশুতোষের অজানা ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমেরিকায় হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং বুড়িবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘাযতীন) ও সঙ্গীদের ব্যর্থ সংঘর্ষের পর বিপ্লবীদের বিদেশি অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে শৈলেন্দ্রনাথও আপাতত বৈপ্লবিক কাজকর্মে ইতি টেনে শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই প্রতিভাবান ছাত্রটির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী আশুতোষ তাঁর এই চরম বিপদে পাশে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁকে পুলিশের নজর এড়াতে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিতে পরামর্শ দিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যও করলেন। এই সব ঘটনার কথা পরবর্তীকালে শৈলেন্দ্রনাথ নিজেই প্রকাশ করেছেন—

'...in the evening I went again to see Sir Asutosh Mookerjee. He received me with great kindness, and we spent a long time in trying to decide on the best course for me to pursue.

Finally I said to him: 'Your judgment is much better than mine, and I am ready to be guided absolutely by what you advise.'

শৈলেন্দ্রনাথের মুখে সব কথা শুনে আশুতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন; তারপর বললেন—'তোমার মতো অবস্থায় পড়লে আমি কি করতাম, সে কথাই ভাবছিলাম।' এরপর তিনি যা বললেন এবং করলেন তা শৈলেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই শোনা যাক—

'He was silent for a while and then replied: "I have been thinking what I should do if it were my problem instead of yours. I hope that in that case I should act as it would be fitting for a man to act. And so I feel that, if you value your manhood, you will not surrender and ruin your career. Meantime, just wait a minute." He left the room and presently came back with a little purse, which I found afterward, contained a few hundred rupees. He gave me his blessing. Apart altogether from the fact that he was a Brahman, he was the kind of man from whom a young man in trouble might take a blessing and be the better for it.'

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রবীণ ও বিচক্ষণ বিচারপতি—যিনি আইনের মর্যাদা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অপরাধীকে আইনানুসারে শাস্তি দিতে দায়বদ্ধ, তিনি একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ না দিয়ে, আত্মগোপনের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন—এ কথা আজ শুনতেও অবাক লাগে। আশুতোষের ছাত্রদরদী হৃদয়ের আর একবার পরিচয় পাওয়া গেল এই ঘটনায়।

যা হোক, আশুতোষের পরামর্শে শৈলেন্দ্রনাথ ফেরার হলেন। আর এ দিকে স্বদেশে তাঁর গবেষণাকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্কলারশিপ ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে সঙ্গে বিদেশে গবেষণার জন্য অগ্রিম প্রদত্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল:—

'The Secretary placed before the meeting papers relating to Babu Sailendranth Ghose, M.Sc., who was awarded Palit Research Scholarship for study outside India.

Resolved—

That the research scholarship held by Babu Sailendranath Ghosh be continued to the end of December 1916.

Resolved Also–

That the Secretary be requested to take steps to have recovered as much as possible of what has been advanced to or spent on behalf of Babu Sailendranath Ghosh in connection with the Palit Foreign Scholarship recently awarded to him. (Synd. 29.7.1916)

কিন্তু টাকা উদ্ধার করবে কার কাছ থেকে! শৈলেন্দ্রনাথের তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তিনি তো মুখে কুলুপ এঁটে স্বয়ং সভায় সভাপতিত্ব করছেন। শৈলেন্দ্রনাথের কোনও পাত্তা না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তখন তার জীবনবীমা থেকে অগ্রিম-প্রদত্ত টাকা উদ্ধার করা যায় কি না সে বিষয়ে বীমা কোম্পানির সঙ্গে লেখালেখি শুরু করে—

'2849. Read a letter from the Chief Agents, Empire of India Life Assurance Company, Ltd., stating, with reference to this Office letter No. 3714, dated the 25th September, 1916, that as the life insurance policy of Mr. Sailendranath Ghosh has not been assigned by him to the University, it entirely belongs to him and as such no action can be taken with regard to it without any request from him and that the above-named company has been on the risk since the 4th July, 1916, when the insurance was effected and consequently it cannot even, as a special case, refund the whole of the premium paid; and stating that if the assured will address the Chief Agents on the subject without delay they will move the Board to cancel the policy and refund a portion of the premium.

Resolved—

That the Registrar be authorized to inform the Chief Agents of the Empire of India Life Assurance Company Limited that the whereabouts of Babu Sailendranath Ghose cannot be traced and that it is therefore impossible at present, to take the steps indicated by the Chief Agents in their letter.

(Synd. 28.9.1916)

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় যে শৈলেন্দ্রনাথের গতিবিধি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, এরকম একটা বাতাবরণ সৃষ্টির সজ্ঞান প্রচেষ্টা চালালেন আশুতোষ।

কয়েক মাস এখানে ওখানে আত্মগোপন করে থাকার পর শৈলেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরলেন। এ দিকে সরকার তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বেগতিক দেখে শৈলেন্দ্রনাথ আশুতোষের কাছে হাজির হলেন—

'Since I was again in Calcutta, I deemed it advisable to call on Sir Asutosh Mookerjee. At the end of my recital of what had happened, his comment was: "My boy, it is getting to be too hot for you. I advise you to see if you cannot leave India for a while." So I began to make plans for leaving India.'

আশুতোষ বললেন যে, অবস্থা বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তিনি শৈলেন্দ্রনাথকে এবার দেশত্যাগের চেষ্টা করতে বললেন। আশুতোষের উপদেশ মতো শৈলেন্দ্রনাথ ভারত-ত্যাগের বিভিন্ন পথ খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন তিব্বতের পথে চিনে পাড়ি দিবেন; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। তখন বর্মার পথে দেশ থেকে পালাবার মনস্থ করলেন। কিন্তু পুলিশের নজর এড়িয়ে সে পথে যাবারও সুবিধা হল না। তাই এবার স্থলপথ ছেড়ে জলপথে ভারত ছাড়ার প্রচেষ্টা। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে এক ডাচ জাহাজে করে জাভা যাবার এক রকম ব্যবস্থা করলেন। এবং এই সম্পর্কে পরামর্শের জন্য পুনরায় অগতির গতি আশুতোষ সকাশে—

'I told Sir Asutosh Mookerjee about it, but he did not favour my taking that ship. "You may get out of India. You may even get as far as Java. But the British control the sea, and they are very curious about all who travel on the sea. You would be returned to India before long." I expressed my willingness to rely upon his judgement, since by this time I had begun to realize that, for a large country, India is hard to get out of. He asked me to go to see a certain stevedore, a man who was under some obligation to him. Perhaps a solution might be found in that quarter.'

আশুতোষ শৈলেন্দ্রনাথকে এমনভাবে ঝুঁকি নিয়ে জলযাত্রা করতে নিষেধ করলেন। তখন নিরুপায় শৈলেন্দ্রনাথ আশুতোষের উপরই পথনির্দেশের ভার দিলেন। আশুতোষ তাঁকে জনৈক স্টিভেডরের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ওই স্টিভেডর কোনও কারণবশত আশুতোষের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। আশুতোষ নিশ্চিত ছিলেন যে, ওই স্টিভেডর চেষ্টা করলে পুলিশের নজর এড়িয়ে শৈলেন্দ্রনাথকে ছদ্মবেশে জাহাজে করে বিদেশে সরিয়ে দিতে পারে। কার্যত হলও তাই। শৈলেন্দ্রনাথ স্টিভেডরের সঙ্গে দেখা করার আগেই সুকৌশলী আশুতোষ স্টিভেডরকে যা বলার বলে দিয়েছিলেন। তার সাহয্যে শৈলেন্দ্রনাথ "Muslim খালাসি"-র বেশে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারত ত্যাগ করে গেলেন এবং অনতিকাল মধ্যে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে পৌঁছলেন। এই কাহিনী উল্লেখ করে পরবর্তীকালে শৈলেন্দ্রনাথের পত্নী পরলোকগতা রেবেকা ঘোষ (Rebecca Ghosh) লিখেছেন—

'It appears from some records, that Sir Asutosh Mookerjee, the then Vice-Chancellor (প্রকৃতপক্ষে আশুতোষ তখন ভাইস-চ্যানসেলর ছিলেন না) of the Calcutta University, was helpful in getting Sailendra passage on a ship to America. He became a stoker and took a Moslem name.'

প্রতিভাসম্পন্ন শৈলেন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতিময় জীবনের এভাবেই করুণ পরিণতি ঘটে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বাধীনতা সংগ্রাম কতটুকু লাভবান হয়েছে তার বিচার না করেও বলা যায়, ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তাঁর জীবনগতি অন্য খাতে প্রবাহিত না হলে বিজ্ঞানজগতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের পাশে শৈলেন্দ্রনাথের নামও স্বর্ণাক্ষরে শোভা পেত। আর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি? তাঁর পত্নী স্বর্গতা রেবেকা ঘোষের মতে—

'He (Sailendra) died of a broken heart. He had wanted a united India, not a Hindu and Moslem division, which he saw as socially and economically unsound. To him, regardless of religion, an Indian was an Indian.'

## দুই

শৈলেন্দ্রনাথ তো পালিয়ে বাঁচলেন; কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ সূচনালগ্নেই ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়ে। এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে বিদেশি সরকারের কার্পণ্য তো সুবিদিত; কিন্তু এদেশীয় শিক্ষানুরাগীদের বদান্যতায় যেটুকু প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তাতেও তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না। বিজ্ঞান কলেজের উপরও সরকারি-শনির দৃষ্টিপাত ঘটেছিল অনতিবিলম্বে। সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রচেষ্টায় ও স্বেচ্ছাদানে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, শাসকগোষ্ঠী সে শুভযাত্রায় শামিল হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাতে অশুভ বার্তার সঙ্কেত পেল। শৈলেন্দ্রনাথের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা বিজ্ঞান কলেজে বারুদের গন্ধ পেল। তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঘোর সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, ওখানে বিজ্ঞানচর্চার চেয়ে বোমা-পিস্তল চর্চাই প্রাধান্য পাবে। তাদের এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস থেকে রেহাই পাননি স্যার আশুতোষও। তার সাক্ষ্য মেলে খ্যাতনামা বাগ্মী দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের কথায়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের একদিনের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন:—

"ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম অনেক লোক সেখানে বসিয়া আছেন। আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কি কাজে নিবিষ্ট ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নামিয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়াই অতিপরিচিত আত্মীয়ের মতন অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, 'আপনি এমন সময় আসিলেন যে, একটু বসিয়া খোশগল্প করিব, সে অবসর নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আসিবেন, অনেক কথা হইবে।' আমি বিদায় লইয়া বাহিরে আসিবার সময় আমার সঙ্গে আসিলেন। বারান্দায় আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'বিপিনবাবু, ভাববেন না, ওরা আমাকে আপনার চাইতে বেশী বিশ্বাস করে। এই সেদিন আমি Mysore গিয়েছিলাম, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম উপলক্ষে। আমার পিছনেও গোয়েন্দা গিয়েছিল। এ সম্মান যে কেবল আপনারই আছে, তা মনে করবেন না, আমিও এভাবে সম্মানিত হয়ে থাকি।"

আশুতোষের পেছনে গোয়েন্দা লাগার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভিত্তিস্থাপন হলেও বাড়ি তৈরি, সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ এবং গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান কলেজে ক্লাস শুরু হল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত হল। রসায়ন ও

পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আশুতোষ নিম্নরূপ ছক তৈরি করেন। নবীন ও প্রবীণ প্রতিভার সমন্বয়ে সে এক সর্বকালের সেরা 'টিম'—যা আর কোথাও তেমনভাবে কখনও গড়ে ওঠেনি।—

**রসায়ন বিভাগ**

| | | |
|---|---|---|
| প্রফুল্লচন্দ্র রায় | — | পালিত অধ্যাপক |
| প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র | — | ঘোষ অধ্যাপক |
| জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী<br>জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ | } | অধ্যাপকদের সহকারী |
| নীলরতন ধর<br>পুলিনবিহারী সরকার<br>প্রিয়দারঞ্জন রায় | } | লেকচারার |

**পদার্থবিদ্যা বিভাগ**

| | | |
|---|---|---|
| চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন | — | পালিত অধ্যাপক |
| দেবেন্দ্রমোহন বসু | — | ঘোষ অধ্যাপক |
| সুশীলকুমার আচার্য<br>শিশিরকুমার মিত্র | } | অধ্যাপকদের সহকারী |
| যোগেশচন্দ্র মুখার্জি<br>ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ | } | সহকারী অধ্যাপক |
| সত্যেন্দ্রনাথ বসু<br>মেঘনাদ সাহা<br>অবিনাশচন্দ্র সাহা | } | রিসার্চ স্কলার |

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আশুতোষ পরিকল্পিত উপরোক্ত শিক্ষা-ছকের মধ্যে তাঁর অন্যতম প্রীতিভাজন শৈলেন্দ্রনাথের নাম নেই। না থাকারই কথা; কারণ তিনি তো পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। কিন্তু বিধি বিমুখ। অদূর ভবিষ্যতে যাঁর গবেষণা সমাপনান্তে দেশে ফিরে এসে ঘোষ, পালিত, খয়রা বা অন্য কোনও অধ্যাপক-পদে আসীন হওয়ার কথা এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার মতো আজ যাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হওয়ার কথা, তিনি তখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে গা ঢাকা দিচ্ছেন এবং দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছেন। এ দিকে তাঁরই কৃতকর্মের সূত্র ধরে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র বিজ্ঞান কলেজের (রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ) উপর সরকারের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে কার্যারম্ভের কয়েক মাসের মধ্যেই। নথিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

1711. Read a letter from Babu Jnanendrachandra Ghosh reporting that the Police searched the premises of the Science College in the morning of the 14th July, 1916. (Syndicate, 22.7.1916)

বিনা অনুমতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পুলিশের এই খানা-তল্লাশিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তারা পুলিশের এই অবিমৃশ্যকারিতার বিরুদ্ধে লাটসাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—

Resolution to send representation to H.E. Governor calling for his attention to the circumstances of Police search in the University Science College.

এবং রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

Resolved—

That the Registrar be authorised to address the Government of Bengal on the subject. (Synd. 22.7.1916)

নির্দেশমতো রেজিস্ট্রার চিঠি লিখেছিলেন এবং সময়মতো জবাবও এসেছিল—

2238. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Bengal, having a reference to this office letter No. 1140, dated the 27th July, 1916, on the subject of the search which took place at the Science College Building on the 14th July.

Ordered—

To be recorded.

কিন্তু জবাব যা-ই আসুক, বিজ্ঞান কলেজে বোমার মশলা খোঁজা এবং সেই মশলা যারা বানাচ্ছে তাদের পিছু-ধাওয়া থেকে পুলিশ নিরস্ত হল না। পুলিশের অনুমান যে একেবারেই অমূলক তাও বলা যায় না। একের পর এক দুঃসংবাদ আসতে থাকে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের কেন্দ্র করে—

2443. Read a letter from the Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Calcutta, reporting that Manoranjan Bhattacharyya, a student of the 5th year class of the Science College was arrested under the Defence of India Act on the 12th of September, 1916.

Ordered—

To be recorded. (Synd. 21.9.16)

এই মনোরঞ্জন হলেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার এবং 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পর একে একে বিজ্ঞান কলেজের আরও কয়জন ছাত্রের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতারের সংবাদ আসতে থাকে। যেমন—

3068. Read a letter from the Deputy Commisioner of Police, Special Branch, Calcutta, reporting that Adiswar Bhattacharyya, a student in the Fifth year Mathematics class of the University College, has been arrested under the Defence of India Act.

Ordered—

To be recorded. (Synd. 17.11.16)

3309. The Registrar reported that the following student of the University College had been arrested under the Defence of India Act:

Subodhkumar Bose.

Resolved—

That the Governing Body, Post-Graduate Teaching, be requested to enquire into the antecedents of Subodhkumar Bose and report to the Syndicate. (Synd. 8.12.16)

3388. Read a letter from the Deputy Commissioner of Police, Calcutta, reporting that Atulkrishna Basu, a student of the Fifth year M.Sc. class of the University has been arrested under the Defence of India Act.

Resolved—

That the letter be referred to the Governing Body, Post-Graduate Teaching for favour of an enquiry and report. (Synd. 8.12.16)

সিন্ডিকেটের নির্দেশানুসারে স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিষয়ক গভর্নিং বডি, উপরোক্ত ছাত্রগণ সমেত আরও কয়েকজনের গ্রেফতারি সম্পর্কীয় ব্যাপারটি আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়—

Read letters from the Deputy Commissioner of Police, reporting that the undermentioned students of the University Post-Graduate Classes have been arrested under the Defence of India Act:–

Trailokyanath Basu (M.A. Class)

Subodhkumar Basu (M.Sc. Class)

Bhubanmohan Basu (M.Sc. Class)

Atulkrishna Basu (M.Sc. Class)

Resolved—

That the letters be recorded. (Synd. 18.5.17)

সত্যি কথা বলতে গেলে এ ব্যাপারে গভর্নিং বডি-র কিছুই করার ছিল না; তাই তারা এতৎ সম্পর্কীয় কাগজপত্র নথিভুক্ত করে রাখল। কিন্তু এরপরেও রেহাই নেই। কিছুদিন পর আরও একজন ছাত্রের গ্রেফতারের খবর জানিয়ে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার লেখেন—

4137. Read a letter from the Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Calcutta, reporting that Ajay Chandra Dasgupta, a student in the 6th year M.Sc (Mathematics) class of the University College and in the 2-year class of the University Law College, was arrested on the 9th October, 1917, under the rule 12-A of the Defence of India Act, having been found to be a member of the revolutionary party.

Resolved—

That the President of the Councils, Post-Graduate Teaching in Arts and Science, be informed accordingly. (Syndicate, 30.11.17)

এই চিঠিও যথারীতি গভর্নিং বডি-র সামনে পেশ হল এবং তা ফাইলবদ্ধ হয়ে রইল।

বিজ্ঞান কলেজ থেকে পরপর এতগুলি ছাত্রের গ্রেফতারের ঘটনায় সরকার পক্ষ নিঃসন্দেহে বিচলিত হয়েছিল। বিজ্ঞান কলেজ অদূর ভবিষ্যতে গোলাবারুদ ও বোমা পিস্তল তৈরির কারখানায় না পরিণত হয়—এই তাদের ভয়। বিজ্ঞান কলেজের রূপকার আশুতোষ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই তাদের মোহচ্যুতি ঘটেছিল; এখন এসব ঘটনায় বিপ্লবীদের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক সম্পর্কে তারা বেশ সন্দিহান হয়ে উঠল। তাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে কেন্দ্র করে। আশুতোষের সস্নেহ প্রশ্রয়েই যে শৈলেন্দ্রনাথ স্বদেশে পুলিশকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে এবং তাঁর কারসাজিতেই যে শৈলেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি দিতে পেরেছেন, সে সংবাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তৎকালীন দুঁদে পুলিশ প্রশাসকদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিনায়ক এবং হাইকোর্টের ডাকসাইটে বিচারপতি আশুতোষকে হাতেনাতে ধরতে না পারলেও তাঁর উপর অলক্ষ্যে নজর রাখতে তারা কসুর করেনি। বিপিন পাল মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনাকালে আশুতোষ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। তবে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী আশুতোষকে যে একেবারেই খালাস দিয়েছে তা বলা যায় না। তাঁকে হাতে মারতে

না পেরে তাঁর হাতে গড়া বিজ্ঞান কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে সঙ্গত ও প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে ভাতে মারার ব্যবস্থা করে মনের ঝাল মিটিয়েছে। তবে তা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ হলেও একেবারে সম্পর্কহীন নয়।

সংযোজন:

আশুতোষ একই সঙ্গে হাই কোর্টের জজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলরের দায়িত্ব পালন করছেন। সে সময় অনেক ছাত্র-শিক্ষক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। আশুতোষের হাতে গড়া বিজ্ঞান কলেজ থেকেও একের পর এক ছাত্র সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধরা পড়লে বিচারপতি আশুতোষের কাছে তা অস্বস্তিকর ঠেকেছে বই কি। তবে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী এসব যুবকদের প্রতি তিনি যে কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন তা শৈলেন্দ্রনাথের প্রতি আচরণেই প্রকাশ পায়। এদের তিনি সন্ত্রাসবাদী (terrorist) না বলে বিপ্লববাদী বলেই মনে করতেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা তাঁর এজলাসে বিচারের জন্য এলে, তিনি অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:—

"As regards the Anushilan Samiti, it was held by the Hon'ble Justice Ashutosh Mukherjee, that judged from their methods of work and from the nature of their proved act, there is no room for doubt that their ultimate object was revolutionary." (Terrorism in Bengal, Vol. I – Compiled and Edited by Amiya Kumar Samanta)

(২৫ মার্চ ১৯৮৯ 'দেশ' পত্রিকায় আমার নিবন্ধ 'বিজ্ঞান কলেজের পঁচাত্তর বছর' পড়ে আমেরিকা প্রবাসী তপন মুখার্জি আমার উদ্দেশে পত্রিকা দফতরে এক চিঠি লেখেন। 'দেশ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ সে পত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই চিঠিতে শ্রীমুখার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ে শৈলেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন সম্পর্কীয় কিছু তথ্য জানতে চান। আমি যথাসময়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করি। তিনি আরও জানান যে, তিনি ও শৈলেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মারিয়াম ঘোষ (Mariam Ghosh Sherar) মিলে শৈলেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মধারার উপর ভিত্তি করে যৌথভাবে তথ্যভিত্তিক জীবনী গ্রন্থ প্রকাশে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তা ছাড়া, ১৯২৭ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত "ASIA" Magazine (Pearl Buck তখন সম্পাদক) পত্রিকায় শৈলেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলার ও ছাত্রাবস্থার যে কাহিনী লেখেন, তার থেকে বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমাকে পাঠান। বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় সে সব তথ্যের অনেকটা ব্যবহার করেছি। সম্পূর্ণ কাহিনীটি 'শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি' কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তার থেকেও প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছি। অন্যান্য তথ্যাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির মিনিটস্ থেকে গৃহীত। শৈলেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নিবন্ধটি রচিত।)

(দেশ - ১৩ আগস্ট ১৯৯৪)

# বিজ্ঞান কলেজের পঁচাত্তর বছর

উনিশ শো চোদ্দ সালের ২৭ মার্চ তারিখটি আমাদের দেশে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় দিন। পঁচাত্তর বছর আগে ওই দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের শিলান্যাস হয়। তার আগে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র বলতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (১৮৭০)। বিশ্ববিদ্যালয় তো ছিল শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণের আখড়াবিশেষ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাতের পটভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড বিলাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত ঐতিহাসিক 'উডস ডেসপাচে' ভারতে ইউরোপীয় ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ওই ডেসপাচে বলা হয়েছিল—"The Universities were to be established not so much to be in themselves places of instruction, as to test the values of the education obtained elsewhere." অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং শিক্ষা দান ও সম্প্রসারণের কেন্দ্র হবে না; অন্যত্র অধীত ও অর্জিত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণই হবে তার মুখ্য কাজ।

যা হোক, কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউন—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৭৫৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। তার ঠিক এক-শ' বছর পরে ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৭ সালের ২নং আইন অনুযায়ী স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—"..... it has been determined to establish a University at Calcutta for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments." অর্থাৎ সাহিত্য বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা গ্রহণ করে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিগ্রি প্রদানার্থে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় বৃহৎ এক পরীক্ষালয় হিসেবে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণরূপ মহান কর্তব্য সম্পাদন করে আসছে। তার সঙ্গে 'অ্যাডভান্সমেন্ট অভ্ লার্নিং' শিক্ষার বিবর্ধন তথা সম্প্রসারণ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আদর্শ, তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এভাবেই শেষ হল ঊনবিংশ শতাব্দী।

ইতিমধ্যে দেশে শিক্ষা প্রসারে সরকারি আনুকূল্য ছাড়াই অনেক স্কুল এবং একটি দুটি করে কলেজ স্থাপিত হয়ে চলেছে। তাদের ছাত্রসংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহের মূল কারণ ছিল সরকারি চাকরির প্রতি মোহ। কিন্তু পরীক্ষায় পাসের সংখ্যার তুলনায় সরকারি চাকরির সংখ্যা তো খুবই কম। ফলে, বছর বছর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকার বিচলিত হয়ে ওঠে এবং উচ্চশিক্ষার দরজায় আরো শক্ত অর্গল লাগাতে মনস্থ করে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য

স্যার টমাস র‍্যালের সভাপতিত্বে এক কমিশন (র‍্যালে কমিশন নামে খ্যাত) গঠন করেন। বলা বাহুল্য, সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিকে কার্যে রূপদানের জন্য কমিশনের রিপোর্টে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও অনুমোদনের ব্যাপারে ভাল-মন্দ মিঠে-কড়া বেশ কিছু শর্ত আরোপের সুপারিশ ছিল। সে সকল সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যাক্ট' রচিত হয়। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—"The University shall be and shall be deemed to have been incorporated for the purpose of making provision for the instruction of students, with power to appoint University Professors and Lecturers, and to erect and maintain University Libraries, Laboratories and museums." দেখা যাচ্ছে নতুন আইনের বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি দানের কারখানারূপে না রেখে তার উপর অধ্যাপক নিয়োগ, লাইব্রেরি, গবেষণাগার ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মারফত ছাত্রদের শিক্ষাদান ও গবেষণা করার সুযোগ দেবার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দেওয়া হয়েছে। নানাবিধ বিধিনিষেধের বজ্র আঁটুনির মাঝে এটুকুই যা ফস্কা গেরো।

এই আইনকে কাজে রূপদানের জন্য নতুন নিয়মবিধি (রেগুলেশন) প্রণয়নের জন্য শিক্ষা অধিকর্তা স্যার আলেকজান্ডার পেডলারকে উপাচার্য নিযুক্ত করা হল। কিন্তু দুই বছরের চেষ্টাতেও তিনি আরব্ধ কার্য শেষ করতে পারলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দারুণ সঙ্কট সৃষ্টি হল। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে সরকার বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করলেন উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। আশুতোষ ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন সমগ্র বঙ্গ দেশ লর্ড কার্জনেরই অপর কীর্তি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে টলমল করছে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ এক নতুন খাতে বইবার পথ সুগম হল। উপাচার্যপদ গ্রহণের অব্যবহিত পরে প্রদত্ত প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন—"To my mind the University is a great store-house of learning, a great bureau of standards, a great workshop of knowledge, a great laboratory for the training of men of thought as well as of men of action. The University is thus the instrument of the State of the conservation of knowledge, for the applications of the knowledge, and above all, for the creation of knowledge-makers."

১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণেও আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও করণীয় কর্মের উল্লেখ করে বলেছেন—"The present conception of the function of the University is that it is an institution for the acquisition, conservation, refinement and distribution of knowledge."

বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের যে সুযোগ আইনে রয়েছে, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে আশুতোষ বদ্ধপরিকর হলেন এবং ১৯১২ সালের মধ্যেই ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্শি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও গণিত বিষয়ে এম. এ. পড়াশোনা ও গবেষণার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র আশুতোষের মন তাতে ভরল না। বর্তমান যুগ ও জীবনের চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কোন ব্যবস্থাই তখনো করা যায়নি। কারণ তার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা যোগাবে কে? সরকার তো আইন পাস করেই খালাস; কিন্তু আইনকে কার্যে রূপায়ণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাবেই বা কেন? বিশেষত, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ভাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছে, তার ফলে সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যাপারে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। আশুতোষ নিজেও হতাশা ও মর্মপীড়া অনুভব করছেন। তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ পেলে সমাবর্তন

ভাষণে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারছেন না বলে—"No University is nowadays complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of the Sciences and Arts and unless it provides ample opportunities for research."

ঠিক এই সময়ে বিনা মেঘে বারিপাতের মতো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব এল। স্বনামধন্য আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত উক্ত সমাবর্তন ভাষণের কয়েক মাসের মধ্যে ১৯১২ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে সাত লক্ষ টাকা (নগদ সাড়ে চার লাখ এবং বাড়ি ও জমি মিলে আড়াই লাখ) অর্পণ করেন। চার মাস বাদেই স্যার তারকনাথ আরো সাত লক্ষ টাকা দান করলেন। এই অর্থ থেকে আহৃত আয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য দুইটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি সমেত যে মহৎ উদ্দেশ্যের কথা দানপত্রে উল্লেখ করা ছিল তা উদ্ধৃতিযোগ্য—"the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advance of science, pure and applied, amongst his countrymen by and through indigenous agency. Such Chairs shall always be filled by Indians (persons born of Indian parents as contradistinguished from persons who are called statutory natives of India) to be nominated by a Governing Body."

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সময়ে তারকনাথের এই অযাচিত দানে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত আশুতোষ পরবর্তী সমাবর্তন ভাষণে সর্বসমক্ষে এই মহান দাতার গুণকীর্তন করে বলেছিলেন—"To the benefactor we cannot indeed be grateful enough. Sir Taraknath Palit stands before us in a double character, –in the first place, as an eminent and learned lawyer, and in the second place as a great benefactor of our University on a scale hitherto unparalleled...He has given not a fraction or part only of his wealth–he has freely given us the whole."

কিন্তু একটা পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনে তারকনাথ প্রদত্ত অর্থই তো যথেষ্ট নয়; আরো অর্থের প্রয়োজন। তারকনাথের দানপত্র সম্পাদনের কয়েক মাসের মধ্যে আশুতোষ সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে নিম্নোক্ত পত্র পেলেন—

46, Theatre Road,
Calcutta
8th August, 1913.

My Dear Sir Asutosh,

For some time past, it has been my desire to place at the disposal of my University, a substantial sum for the promotion of Scientific and Technical Education and for the cultivation and advancement of Science, Pure and Applied, amongst my countrymen by and through indigenous agency. I have now decided to make over to the University a sum of ten lakhs of Rupees in furtherance of the University College of Science projected by you with sanction of the Senate etc. etc.

Believe me,
Yours Sincerely,
Rashbehari Ghosh,

স্যার রাসবিহারী ঘোষের থেকে এই বিপুল অর্থ পেয়ে আশুতোষ আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি সেনেট সভায় দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতার উল্লেখ করে

বললেন—"I ask you for a moment to consider the munificent gift of Dr. Rashbehary Ghosh not merely in relation of the University College of Science projected by you, but also in relation to the wider and more comprehensive scheme for the development of this University into a true teaching University, which it has been the aim of the Senate to accomplish during the last five years."

এই অর্থ থেকে অর্জিত আয়ে চারটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করার শর্ত ছিল। বিষয় চারটি হল—(১) ফলিত গণিত, (২) পদার্থ বিদ্যা, (৩) রসায়নশাস্ত্র এবং (৪) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। প্রত্যেক অধ্যাপকের কর্তব্যকর্মও দানপত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল—"(a) To carry on original research in his special subject with a view to extend the bounds of knowledge and to improve by the application of his researches the arts, industries, manufactures and agriculture of this country. (b) To stimulate and guide research by advanced students and generally to assist them in post-graduate work so as to foster the growth of real learning amongst our own men."

পূর্বোক্ত দশ লাখ টাকা দানের কিছুকাল পরেই স্যার রাসবিহারী তাঁর দানপাত্র উজাড় করে পুনরায় এগার লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়—যেমন কথায় বলে বার বার তিন বার—স্যার রাসবিহারীও তেমনি তৃতীয় দফায় আরো দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার দানপত্র লিখে দিলেন। সর্বসাকুল্যে তাঁর দানের পরিমাণ দাঁড়াল তেইশ লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা। দানবীর রাসবিহারীর এই রাজকীয় দানের কথা সেনেট সভায় আবেগজড়িত কণ্ঠে উল্লেখ করে আশুতোষ তাঁর 'মাস্টারমশাই'র গুণগান করে বলেছিলেন—"Logic and eloquence are equally superficial to justify the acceptance of a truly munificent offer. It would be inappropriate in the highest degree if, I his pupil, were to use language with regard to my revered Master, which might bear the semblance even of patronising commendation of his great achievement as the foremost benefactor of our University....To us all, it is a source of infinite joy that by the liberality of Sir Rashbehary Ghosh we are placed in a position to take one decisive step forward towards the accomplishment of what has been our avowed purpose for many years past, viz., the establishment of a University College of Science and Technology."

প্রদত্ত অর্থ ব্যবহারের একটা মোটামুটি ছক তৈরি করে দিয়ে রাসবিহারী তাঁর উপযুক্ত ছাত্রের হাতেই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়নের ভার দিয়ে লিখলেন—

"This is an outline of the scheme I have in mind, and I trust you will exert yourself to the utmost so that my long cherished ambition to promote scientific and technical education amongst my countrymen may be speedily realised."

স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত প্রথম দশ লাখ টাকার আয় থেকে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ বা "চেয়ার" প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আটটি ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের দুই জন করে প্রত্যেক অধ্যাপকের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান করবে কিংবা মৌলিক গবেষণাকর্মে তাঁকে সহায়তা করবে। এর ফলে প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম হয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ

খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা "পালিত" অথবা "ঘোষ" অধ্যাপকদের অধীনেই রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টরূপে কাজ করেছিলেন।

১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাসবিহারী দ্বিতীয় দফায় যে ১১ লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান করেন তা সম্পূর্ণভাবে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের দুইটি "চেয়ার" প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের সঙ্গে দুই জন করে রিসার্চ স্কলার নিযুক্তির জন্য ব্যয় করার শর্ত ছিল।

আর ২৩ মে ১৯২০ তারিখের শেষ দানপত্রে প্রদত্ত দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দ্বারা ভারতের বাইরে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণার জন্য তিনটি ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

তারকনাথের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু করার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং সে কাজে পরিপূরক অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে আশুতোষ সম্পর্কে সরকারের মোহচ্যুতি ঘটে গেছে। সরকারের তখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। আশুতোষ তাঁদের কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ করেননি। সরকারি জজিয়তিকার্যে নিযুক্ত আশুতোষ সরকারের মনোরঞ্জনার্থে শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি রূপায়ণে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা তো নিলেনই না, বরং সরকারের আশা ও দেশবাসীর আশঙ্কা নস্যাৎ করে দিয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার দরজা দেশবাসীর সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। উপরন্তু স্বদেশী আন্দোলনে সরকারবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের শাস্তি না দিয়ে তাদের প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় এবং সরকারের কাছে রাজনৈতিক কারণে অবাঞ্ছিত কোন কোন ব্যক্তিকে অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত করায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের উপর হাড়ে হাড়ে চটেছিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করা তো দূরের কথা, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নেই আশুতোষকে উপাচার্যপদ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হল। অথচ সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবস্থিতি ছিল সর্বাধিক প্রয়োজন। তাঁর কার্যকাল শেষ হবার মাত্র চার দিন আগে ২৭ মার্চ ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় আশুতোষ স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্য সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ চাপা রাখতে পারেননি। "Considerable disappointment was in store for the promoters of the scheme. The Government of India did not respond to the request of the University for liberal financial assistance to supplement the gift of Sir Taraknath Palit."

১৯১৪ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোৎসব উপলক্ষে আহূত বিশেষ সেনেট সভায় উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সামনে আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণের প্রারম্ভ ও শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল—

The Senate met to lay the Foundation Stone of the Laboratory Building for the University College of Science at 92, Upper Circular Road, the land given by Sir Tarak Nath Palit, Kt., D.L., for the purpose. There was a large assembly of Registered Graduates, Professors, University Students and notable gentlemen of the city.

The Hon'ble the Vice-Chancellor delivered the following address:–

FELLOWS, GRADUATES, TEACHERS AND STUDENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA,

I do not give expression to mere conventional politeness when I say that I deem it a high honour to be permitted to lay the Foundation Stone of the University College of Science. I sincerely regard it as a high privilege thus to associate myself intimately with the actual establishment of an institution, the project for the foundation of which has been nearest to my heart, ever since it became incumbent upon our University to make provision for the instruction of students under the Indian Universities Act of 1904.

* * * * *

Gentlemen, I shall now, with your permission, lay the Foundation Stone of the University College of Science, and I call upon you all to bless this great undertaking from the innermost depths of your souls.

The Hon'ble the Vice-Chancellor on behalf of the Senate then laid the Foundation Stone which was of white marble and which bore the following inscription:–

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

FOUNDATION STONE

LAID BY

SIR ASUTOSH MOOKERJEE, Kt., C.S.I.,

VICE-CHANCELLOR

*The 27th March, 1914*

আশুতোষের জায়গায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। তিনিই প্রথম বে-সরকারি উপাচার্য। এই পরিবর্তনে স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠনে কোন বাধাই সৃষ্টি হল না। দেবপ্রসাদের পূর্ণ সহযোগিতায় আশুতোষ অনন্যমনা হয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা ও গবেষণার ব্যবস্থায় নিমগ্ন রইলেন। ইতিমধ্যে আরো একটি বিরাট অঙ্কের দান বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে জমা পড়ল। খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং পাঁচ লাখ টাকা দান করলেন কয়েকটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য। তা ছাড়া দুই বিজ্ঞান শিক্ষক ও সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দিলেন যথাক্রমে দুই লাখ ও এক লাখ টাকা। এ প্রসঙ্গে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দানের কথাও অবশ্যই স্মরণীয়।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ও অর্থদানের বহর দেখে সারা ভারতে সাড়া পড়ে গেল। বলতে গেলে বিদেশী সরকারের সাহায্যের তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ বে-সরকারি প্রচেষ্টা ও প্রেরণাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। "গোলদিঘির গোলামখানা" বলে কথিত বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রকৃত মানুষ তৈরির কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। আর এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণকামীদের স্বার্থলেশহীন অর্থসাহায্য এবং আশুতোষের অন্তহীন সামর্থ্যের সার্থক সমন্বয়ে। ভাবতে অবাক লাগে, পরাধীন ভারতে মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বোপার্জিত অর্থসাহায্যে যে বিশাল

কর্মযজ্ঞ সম্ভব হয়েছে, স্বাধীন ভারতে অলিতেগলিতে কোটিপতিরা কিলবিল করলেও সেই হৃদয়বত্তার পরিচয় আর নেই। এখন গবেষণাকর্মে অর্থসাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং গবেষণামূলক কাজে অর্থসাহায্যকারী সংস্থাগুলির দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিতে দিতেই গবেষকদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

যা হোক, দাতারা উদার হাতে দান করেছেন; দানযজ্ঞে ব্রতী দাতাদের সেই অর্থে জ্ঞানতপস্বী, কর্মবীর আশুতোষ দানকৃত অর্থের শর্তানুসারে নতুন নতুন বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করে পড়াশোনার এবং রিসার্চ ফেলোশিপ, ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপের ব্যবস্থা করে দেশে-বিদেশে প্রতিভাবান ছাত্রদের গবেষণাকর্মে নিয়োজিত করলেন। শিক্ষক নির্বাচনে তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মাপকাঠি ছিল। তিনি বলতেন—"All students gain inestimably from an intimate association with a teacher of ripe experience and scholarly habits who will not only assist him in solving difficulties but also inculcate in him the proper habits of study and thought."

এই মাপকাঠির ভিত্তিতে তিনি সারা ভারত থেকে বেছে বেছে যে সব শিক্ষককে বিভিন্ন 'চেয়ারে' প্রথম নিযুক্ত করলেন তার তালিকা থেকেই শিক্ষক নির্বাচনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ভূয়োদর্শিতার প্রমাণ মেলে। শিক্ষকতা কর্মে নিষ্ঠাবান, উৎসাহী ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষক নির্বাচনে আশুতোষ যে কত বড় জহুরি ছিলেন নিম্নোক্ত তালিকাই তার অকাট্য প্রমাণ। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণামূলক পঠনপাঠনের দিকে স্যার আশুতোষ কেমন দৃষ্টি রেখেছিলেন তা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষকদের নিম্নোক্ত কর্মবিন্যাস থেকেই সুস্পষ্ট হবে:—

রসায়ন বিভাগ

| | |
|---|---|
| প্রফুল্লচন্দ্র রায় | — পালিত অধ্যাপক |
| প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র | — ঘোষ অধ্যাপক |
| জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি<br>জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ | } সহকারী অধ্যাপক |
| নীলরতন ধর<br>পুলিনবিহারী সরকার<br>প্রিয়দারঞ্জন রায় | } লেকচারার |

**পদার্থবিদ্যা বিভাগ**

| | |
|---|---|
| সি.ভি রামন | — পালিত অধ্যাপক |
| দেবেন্দ্রমোহন বসু | — ঘোষ অধ্যাপক |
| যোগেশচন্দ্র মুখার্জি<br>ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ | } অধ্যাপকদের সহকারী |
| সত্যেন্দ্রনাথ বসু<br>মেঘনাদ সাহা<br>অবিনাশচন্দ্র সাহা | } রিসার্চ স্কলার |
| সুশীলকুমার আচার্য<br>শিশিরকুমার মিত্র | } অধ্যাপকদের সহকারী |

রিসার্চ স্কলার ও অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

বিভিন্ন "চেয়ারে" নিযুক্ত অধ্যাপকবৃন্দ:

A. Professorship created in the name of Taraknath Palit:–
   1. Taraknath Palit Professor of Chemistry–Prafulla Chandra Ray.
   2. Taraknath Palit Professor of Physics–C. V. Raman.

B. Professorship created in the name of Rashbehari Ghosh:–
   1. Rashbehari Ghosh Professor of Applied Mathematics–Ganesh Prasad.
   2. Rashbehari Ghosh Professor of Physics–Debendramohan Basu.
   3. Rashbehari Ghosh Professor of Chemistry–Prafulla Chandra Mitra.
   4. Rashbehari Ghosh Professor of Botany–S. P. Agharkar.
   5. Rashbehari Ghosh Professor of Applied Physics–Phanindranath Ghosh.
   6. Rashbehari Ghosh Professor of Applied Chemistry–Hemanta Kumar Sen.

C. Professorship created out of Khaira Fund:–
   1. Rani Bagiswari Professor of Fine Arts–Abanindranath Tagore.
   2. Guruprasad Singh Professor of Philology–Suniti Kumar Chatterjee.
   3. Guruprasad Singh Professor of Physics–Meghnad Saha.
   4. Guruprasad Singh Professor of Chemistry–Jnanendranath Mukherjee.
   5. Guruprasad Singh Professor of Agriculture–Nagendranath Ganguli.

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিজ্ঞান বিভাগের সূচনালগ্নেই বিভিন্ন বিষয়ে উপরোক্ত খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নিয়োগের সংবাদ আশুতোষ সগর্বে সেনেটের সামনে ঘোষণা করলেন—"It is a matter for sincere congratulation that we have been able to secure scholars of high distinction as our first Professors, because it is obviously of supreme importance that our work should be initiated under the guidance of not merely the most accomplished but also the most devoted and the most enthusiastic workers available."

শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে তিনি সারা দেশ তো বটেই বিশ্বের সেরা গুণীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দানের জন্য। "... যে সকল অধ্যাপক ও গুণী ব্যক্তিরা জগৎ জুড়িয়া যশ: অর্জন করিয়াছেন, যাঁহাদের পুস্তক পড়িয়া আমরা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দর্শনে বিস্মিত হই, তাঁহাদের তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাইয়া বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" জীবনের অন্তিম লগ্নেও তিনি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং সমাজবিজ্ঞানী বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাসেলকে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব স্বয়ং আশুতোষই সেনেট সভায় উত্থাপন করেন:—

3. **The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee** moved that the Hon'ble Bertrand Arthur Russel, M.A., F.R.S., author of Foundation of Geometry, Philosophy of Leibnity, Principles of Philosophy, The External World as a Field for Scientific Method, Mysticism and Logic, Social Reconstruction, Roads to Freedom, Mathematical Philosophy and other works, be invited to deliver a course of Readership lectures, and that an honorarium of Rs. 2,500 be offered to him. (Syndicate, 9 June, 1923)

এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও শোনা যায় রাসেলের মতো একজন সোসিয়ালিস্টকে নিমন্ত্রণ অনেকেই ভালো মনে গ্রহণ করেননি। আরও শোনা যায় ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় রাসেল সাহেবও আসতে পারেননি। আর আইনস্টাইন যে আসতে পারবেন না, সেকথা তিনি ডঃ মেঘনাদ সাহার নিকট লিখিত এক পত্র মারফৎ স্যার আশুতোষকে জানিয়ে দেন:—

208. Read a letter from Professor Meghnad Saha, forwarding copy of a letter from Professor Einstein in which the latter regrets his inability to accept the invitation to deliver lectures in this University.

HONOURED COLLEAGUE,

I regret to say that it is not possible for me to come to Calcutta, as I have not much time at my disposal. I request you to convey my thanks to Mr. Vice-Chancellor for his kind invitation. Wishing for you the best luck in life as well as in the continuation of your beautiful work.

I am, with hearty greetings,
Yours,
A, Einstein

Ordered—
To be recorded.

(Syndicate, Jan. 12, 1923)

একটি পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণের কারখানাকে গুটিকয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির অর্থসাহায্যে বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় আশুতোষ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উচ্চতম বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের 'নালন্দার' পূর্ণ রূপদানের পূর্বেই নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে ছিনিয়ে নেয়। তাঁর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে "বাংলার ইন্দ্রপাত হইয়াছে; বঙ্গজননীর কণ্ঠহারের অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি খসিয়া পড়িয়াছে; বাঙালী জাতির গৌরব সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশেই অস্তমিত হইয়াছে। বাংলার আশুতোষ, বাঙালীর আশুতোষ আর নাই। ...আশুতোষ যে বাংলা ও বাঙালীর কি ছিলেন, তাহা আজ লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাঁহার প্রতিভা এত বহুমুখীন ছিল, বুদ্ধি ও মেধায় তিনি সাধারণ বাঙালীর এত উর্ধ্বে ছিলেন, তাঁহার কার্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল, তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন বিরাট ও বিশাল ছিল যে, সামান্য সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার মত নহে। বর্তমান যুগে যাঁহারা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে গঠন করিয়াছেন, বাঙালীর নাম দেশেবিদেশে প্রখ্যাত করিয়াছেন, জগতের সমক্ষে বাঙালী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন—আশুতোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আশুতোষের নামও অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—সম্পাদকীয়, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

আর আশুতোষ তাঁর সম্পর্কে কী বলেছেন? মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দীনেশচন্দ্র সেন কথাচ্ছলে তাঁকে একবার বলেছিলেন—"আপনি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল,—কায়াহীন ছায়া মাত্র।" তার উত্তরে আশুতোষ তাঁকে বলেছিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুজ্যে থেকে ঢের বড়ো; আশু মুখুজ্যে একদিন না একদিন মরে যাবে—কিন্তু বাঙালীজাতি যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকবে।"

বিশ্ববিদ্যালয় টিকে আছে ঠিকই; কিন্তু আশুতোষের মৃত্যুর পর যে অবক্ষয়ের সূচনা তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রেহাই পেয়েছে কি? একদা জ্ঞানগরিমা শক্তিসাহসের উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন বাঙালীর পেছনের দিকে ছাড়া সামনের দিকে তাকাবার কিই বা আছে! তাই আশুতোষের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান

কলেজের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তথা প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে এই দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ও প্রেরণাদাতা তারকনাথ, রাসবিহারী, কুমার গুরুপ্রসাদের সঙ্গে বিজ্ঞানশিক্ষার রূপকার শিক্ষাগুরু আশুতোষের নামও একবাক্যে স্মরণীয়—যিনি বলতেন—"Science in its ultimate essentials, echoes the voice of the living God."

"Let knowledge reach the ignorant mind as air goes to the tired lungs and water the parched lips."–Sir Asutosh.

---

তথ্যসূত্র:

১। C. U. Convocation Addresses.

২। C. U. Calendars.

৩। C. U. Acts, Statutes & Regulations.

৪। C. U. Senate/Syndicate Minutes.

৫। আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন।

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা।

৭। শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি।

(দেশ-২৫ মার্চ, ১৮৮৯ পরিবর্ধিত)

# ছাত্র-সখা ও শিক্ষক-বন্ধু আশুতোষ

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নতুন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তিত হয়। আর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তখনও 'স্যার' হননি) ভাইস-চ্যানসেলর পদে অভিষিক্ত হন। বলতে গেলে সেদিন থেকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ঋতু পরিবর্তনের সূচনা হয়। আশুতোষ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে যিনি সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। একই সঙ্গে ভাঙাগড়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত। পুরাতন, জীর্ণ-দীর্ণ, সঙ্কীর্ণতার বেড়ি ভেঙে নতুন রূপদানে, নতুন সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে না ধরতেই তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে, তাদের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কোন্ স্কুলের কি সমস্যা, কোন্ কলেজের কি হাল, ছাত্রদের কি অসুবিধা, শিক্ষকদের কোথায় ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর বিশাল বক্ষপটের অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল ছাত্রদের প্রতি অসীম ভালবাসা। বাংলার অভিভাবকরা দরিদ্র, শিক্ষককুল নিরন্ন, ছাত্রদের নিয়মিত জুটত না প্রয়োজন মতো অন্ন, বস্ত্র, বইপত্র। কারও বেতন দেবার ক্ষমতা নেই, কারও বই কেনার পয়সা নেই, পরীক্ষার ফি দেবার সংস্থান নেই। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে কারও হৃতস্বাস্থ্য, শীর্ণ শরীর। দরিদ্র পিতামাতা ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় বুক বেঁধে কায়ক্লেশে পড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষাভিলাষী অথচ দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালী সমাজের সকল অভাব অভিযোগ নিরসনের দায় যেন বর্তেছে আশুতোষের উপর। সকাল হতে না হতে সবাই এসে তাঁর দরবারে ভিড় করত।

ছাত্রদের জন্য আশুতোষের ঔদার্য ও দরদের নমুনা হিসাবে প্রবন্ধকারের শিক্ষাগুরু নোয়াখালি জেলার অন্যতম সুসন্তান স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন মিত্র মহাশয়ের জীবনকাহিনী থেকে কিছু উল্লেখ করতে চাই। শ্রদ্ধেয় নলিনীবাবু ছিলেন নোয়াখালি জেলাধীন রামগঞ্জ থানার খিলপাড়া হাই স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক। বাংলার শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। এ বি টি এ-এর নোয়াখালি জেলা শাখার সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ ২৫ বছর। বিপ্লবী আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পুরস্কার হিসাবে হাজতবাসও ঘটেছিল। কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়ে বইপত্রের জন্য আশুতোষের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে সম্পর্কে নলিনীবাবু বলেছেনঃ—

"এক প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে কলেজ স্কোয়ার থেকে হেঁটে আশুতোষের বাড়ি গেলাম। ভবানীপুরের ৭৭নং বাড়িটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জনসমাগমে মুখরিত হতো। সেখানে গিয়ে দেখি রাস্তার উপর থেকে শুরু করে প্রবেশ দ্বারের এবং দোতালায় উঠার সিঁড়ির দুই পাশে সারি বেঁধে বহু দর্শনার্থী ও প্রার্থী অপেক্ষমান। আমি অতি কষ্টে এক সারির শেষ প্রান্তে একেবারে সিঁড়ির উপর একটু স্থান করে নিলাম। কিছুক্ষণ পর বিরাট দুই অশ্ববাহী গাড়ি ঝুন্‌ঝুন্ ঠক্‌ঠক্ শব্দ করতে করতে বাড়ির সামনে উপস্থিত। আশুতোষ গড়ের মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরলেন। গাড়ি থেকে একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি নেমে এলেন। পরিধানে একখানা সাধারণ ধুতি, গায়ে লম্বা কোট, স্ফীত উদরদেশ বেয়ে জানু পর্যন্ত নেমেছে। গাড়ি থেকে নেমেই অপেক্ষমান জনতার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। চলতে চলতে ডানে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাঁ—না একটা উত্তর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। এদিন কেবল না—না—না। মনে হল প্রশ্নগুলি যেন তাঁর আগে থেকেই জানা ছিল এবং উত্তরগুলিও পূর্ব থেকে তৈরি ছিল। এত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতা আমি কোথাও দেখিনি।

এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হঠাৎ তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে হাতে একখানা ব্যাকরণ পুস্তক দিয়ে বললেন—

"এই পুস্তকখানি স্কুলে পাঠ্যের ব্যবস্থা করে এই গরীব ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করুন, এই আমার ভিক্ষা।"

আশুতোষ গর্জন করে বললেন, "আপনি কেন পায়ে হাত দিলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্মশান থেকে উঠে তাঁর 'উপক্রমণিকার' কথা স্মরণ করে দিতে পারেন না সত্যি; কিন্তু তাই বলে আপনি কি মনে করেন আশুতোষের পদধূলি গ্রহণ করলেই আপনার পুস্তক 'উপক্রমণিকার' স্থান দখল করে বসবে?"

একটি ছাত্র হাত জোড় করে বলল—"স্যার, আমার পার্সেন্টেজ নেই, পরীক্ষা দিতে পারব না।" —বলতেই আশুতোষ চোখ রাঙিয়ে বললেন—"এখানে কি? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, আর পার্সেন্টেজ নিতে আসবে আশুতোষের বাড়িতে? যাও, প্রিন্সিপালকে বল গিয়ে।"

অবস্থা বেগতিক। ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার হাতে ছিল কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তকের একটি তালিকা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমার কি চাই ছোকরা? হাতে ওটা কি?" আমি বললাম, "স্যার পুস্তক কিনতে পারছি না, কিছু পাঠ্যপুস্তক চাই।" —"আমার কি পুস্তকের দোকান আছে? না, হবে না"—এই বলে তিনি দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। আমিও চুপিচুপি পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমায় দেখতে পাননি।

বসবার ঘরে ঢুকে লাঠি ও ওভারকোট যথাস্থানে রেখে একখানা প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আশুতোষ আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাপিত দাড়ি কামাবার কাজে লেগে গেল। সম্মুখে ও দুই পাশে বসে আছেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার মধ্যে দু'তিনজন সাহেবকেও দেখলাম। সবাই হোমড়া চোমড়া। আশুতোষ কিন্তু ঐ অবস্থাতেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই; ভদ্রতা অভদ্রতার বালাই নেই। আমি কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিতরের কাণ্ড কারখানা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর আশুতোষের ব্যাঘ্র দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। গর্জে বললেন—"ছোকরা, তুমি এখান পর্যন্ত জ্বালাতে এসেছ?"

আমি—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর যাব কোথায়? আপনি কত গরীব ছাত্রকে পুঁথি পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেন, আমাকে কেন দেবেন না? আমি কি অপরাধ করেছি?"

আশুতোষ মুখ ফিরিয়ে জনৈক ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বললেন—"ঐ শুনুন ছোকরার আবদার?" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমার কি বাপু অফুরন্ত বইয়ের ভাণ্ডার আছে? যাকে যা দেবার দিয়ে ফেলেছি। আর হবে না। আমাকে কেন জ্বালাতন কর? আমি ত এখন আর তোমাদের ভাইস-চ্যানসেলর নই। নতুন ভাইস-চ্যানসেলর হয়েছেন, তাঁর কাছে যাও।"

আমি—"স্যার, ভাইস চ্যানসেলরের কাছে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার প্রয়োজন আপনার কাছে। আপনি গরীব ছাত্রদের উপকার করেন, অনেকের মুখে একথা শুনে আমি এসেছি। পুস্তক আমাকে দিতেই হবে।"

আশুতোষ—"আচ্ছা নাছোড়বান্দা দেখছি!"

অগত্যা আর কি করা যায়। মেজ ছেলে শ্যামাপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন—"দ্যাখ শ্যামা, এই ছেলেটিকে নিয়ে যা। ওর কি কি পুস্তকের দরকার লিখে রাখ।"

আমি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে নিচে এলাম। তিনি সমস্ত বইয়ের নাম লিখে নিলেন। এবং পরের রবিবার প্রাতে যাওয়ার জন্য বললেন। নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি সমস্ত বই সুন্দর করে কাগজে মুড়ে মোড়কের উপর আমার নাম লিখে রেখেছেন।

আমার হাতে মোড়কটি তুলে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ আমার বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বৎসরের মাঝখানে পুস্তকের জন্য আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমি বরিশাল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

মামলার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তি রাজদ্রোহের অপরাধে কাটা গিয়েছে জানতে পেরে শ্যামাপ্রসাদ সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, যদি কোনও বিপদে পড়ি তবে যেন তাঁকে জানাই। সেই থেকে আমরণ শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের চোখে দেখতেন।"

আশুতোষের ছাত্র বাৎসল্যের অসংখ্য কাহিনী আছে। একটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সুদূর গ্রামাঞ্চলের জনৈক বিধবার সন্তান ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে ভাল পরীক্ষা দিয়েও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হবার দরুণ বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি। গ্রামের জমিদার আশ্বাস দিয়েছিলেন পরীক্ষা পাস করতে পারলে একটি চাকুরী দেবেন। তাহলে বিধবা মায়ের অন্নকষ্ট ঘুচবে। এখন পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। পাশ করতে পারবে না। ফলে মা-ছেলে দুজনকেই উপবাসে মরতে হবে। ছেলেটি কলেজ স্কোয়ারে এককোণে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছিল। তাকে অনেকক্ষণ ক্রন্দনরত দেখে জনৈক যুবকের মনে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি ছেলেটির দুর্দশার কথা শুনে দয়াপরবশ হয়ে আশুতোষের কাছে নিয়ে যান। সৌভাগ্যবশত ঐ যুবককে আশুতোষ চিনতেন। ছেলেটি তো আশুতোষের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। যুবকটি আশুতোষের কাছে সব কথা বলে ছাত্রটির পরীক্ষা পাশের একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে।

আশুতোষ সব শুনে বললেন—"তোমরা আমাকে কি মনে করিয়াছ? আমি কি সর্ব শক্তিমান? পরীক্ষা দিতে পারে নাই, আমি ইহাকে পাশ করাইয়া দিব কিরূপে? তুমিই একটা উপায় বলিয়া দাও না।" যুবক বলিল—"উপায় আপনি না করিলে, আমি কি করিয়া উপায় বলিয়া দিব? আপনার কাছে আসার অর্থ যদি কোনও উপায় থাকে, তবে এখানেই পাইব।"

তারপর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"হঠাৎ আশুতোষের মুখে প্রসন্নতার ঔজ্জ্বল্য খেলিয়া গেল। তিনি বালকটির কাঁধে হাত দিয়া একটা মৃদু চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার উপায় ঠিক হইবে। দেখ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু আই. এ. হয় নাই, তুমি আই. এ'র বাংলা পরীক্ষা দাও। তুমি আজই আমার নিকট দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া যাও, তাহাতে বলো যে, জ্বরের জন্য ম্যাট্রিকের বাঙ্গলার দিন উপস্থিত হইতে পার নাই, আই. এ'র বাঙ্গলার পরীক্ষা দিবে। তুমি যখন কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে চাহিতেছ, তখন সিণ্ডিকেট অবশ্যই তোমার আবেদন মঞ্জুর করিবেন।"

সিণ্ডিকেট মানে তো আশুতোষ। দীনেশ সেন মশাই লিখেছেন—"সেইবার আমি আই. এ'র বাঙ্গলার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। সিণ্ডিকেট হইতে একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর রোল আমার নিকট আসিল, তৎসহ সিণ্ডিকেট আমায় আদেশ করিয়াছেন যে, একখানি ম্যাট্রিকের কাগজ যেন আমি আই. এ'র প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নম্বর দেই।" সেই ছেলেটি দ্বিতীয় বিভাগে সেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল।

এই যে অপূর্বরূপে উদ্ভাবিত উপায়ে আশুবাবু বালকটিকে উদ্ধার করিয়া দিলেন, তাহা একদিকে যেরূপ তাঁহার মস্তিষ্কের উপায়-উদ্ভাবনী শক্তি প্রমাণ করে, অপরদিকে তাহা তাঁহার পরদুঃখ কাতর, দয়ার্দ্র, মহানুভবতার পরিচায়ক। এই উদ্ভাবন যতটা তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল, ততোধিক উহা তাঁহার হৃদয় হইতে আসিয়াছিল।"

এসব তো গেল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঔদার্য ও সহানুভূতির কথা। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে ছাত্র সমাজের মঙ্গল সাধনের কথা আশুতোষের মতো আর কেউ ভেবেছেন কি? প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারেও আশুতোষ নতুন রীতি প্রচলিত করেন। জনৈক প্রশ্নকর্তা অঙ্কের প্রশ্নপত্র তৈরি করে আশুতোষকে দেখাতে আনলে তিনি প্রশ্নকর্তাকেই তাঁর উত্তর লিখতে অনুরোধ করেন। তাতে প্রশ্নকর্তার আড়াই

ঘণ্টা সময় লাগে। তখন আশুতোষ প্রশ্নকর্তাকে যে কথাগুলি বলেন তা আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। তিনি বলেন—"ছেলেরা তিন ঘণ্টাকাল সময় পাইবে, তন্মধ্যে তাহাদিগকে প্রশ্নগুলি পড়িয়া লওয়ার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া উচিত। তারপর উত্তর লেখা শেষ হইলে, তাহা একবার পড়িয়া দেখিবার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া সঙ্গত। দুইবার ১৫ মিনিট করিয়া আধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল, সুতরাং ২½ ঘণ্টা সময় তাহারা পাইল এবং তাহারই মধ্যে তাহাদিগকে সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। এখন দেখিতে পাইতেছি আপনার মত মনস্বী ও গণিতের প্রধান অধ্যাপককে নিজের রচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে ২½ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। ছাত্ররা কি আপনার মতো কৃতী যে, তাহাদের নিকট আপনি এইরূপ ফল প্রত্যাশা করিতে পারেন? ...জানিবেন প্রশ্ন হইবে average ছেলেদের জন্য; প্রশ্নকর্তার বিদ্যার দৌড় তাহাতে যেন না দেখান হয়।"

প্রশ্নপত্রের পর খাতা দেখার প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারেও আশুতোষ ছিলেন প্রকৃতই ছাত্র-বন্ধু। এক্ষেত্রেও তিনি উদারতা ও ছাত্রহিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আগে একটা রেওয়াজ ছিল যে উত্তর যতই ভাল হোক না কেন, সম্পূর্ণ নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। আশুতোষ বলতেন—"যদি লেখা নির্দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহার নম্বর কাটিবেন কেন?—পুরা নম্বরই তাহার পাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে, তাহা কমাইবার অধিকার কাহারও নাই।"

ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে আশুতোষের এই সওয়ালের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো বুকের পাটা কারও ছিলনা।

শুধুমাত্র ছাত্রহিতৈষী নয়, আশুতোষ শিক্ষকদেরও পরম বন্ধু ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকালে তাঁকে দুটি রাজনৈতিক আন্দোলনজনিত সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। প্রথমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন; পরে অসহযোগ আন্দোলন। দুটি আন্দোলনেই স্কুল কলেজের অনেক ছাত্র ও শিক্ষক জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাদের শাস্তিদান ও সায়েস্তা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রচণ্ড চাপ আসে। আশুতোষ তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কৌশল বলে ঐসব ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দকে সরকারি রোষের কবল থেকে রক্ষা করেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে নলিনীরঞ্জন মিত্র নামে যে ছাত্রটি জোর করে আশুতোষের থেকে পাঠ্যপুস্তক আদায় করে, সে তো বি.এ. পাস করে স্ব-জেলা নোয়াখালি গিয়ে খিলপাড়া হাই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেয়। প্রথম জীবনে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। এবং কিছুকাল পর ছাড়া পান। তারপরে নলিনীবাবুর নিজের কথায়:—

"প্রশাসনের শাসানি

জেলখানা হতে বের হয়ে আমি আর স্কুলের কাজে গেলাম না। নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অসহযোগ আন্দোলনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অভিনন্দন কুড়ালাম। এভাবে কেটে গেল প্রায় ছয় মাস। তারপর খিলপাড়া স্কুল কমিটির ও ছাত্রদের অনুরোধের চাপ সহ্য করতে না পেরে পুনরায় যোগ দিলাম স্কুলের কাজে। এ খবর শোনা মাত্র তদানীন্তন জেলাধিপতি O. M. Martin ছুটে এলেন খিলপাড়ায়। ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের ডেকে শাসালেন যে আমাকে না তাড়ালে তিনি স্কুল ভেঙ্গে দিবেন। আমি সাহেবের এ কথায় বাধা দিয়ে বললাম—একজন উচ্চশিক্ষিত I. C. S. অফিসারের পক্ষে গ্রামে ঢুকে নিরীহ ও সরল লোকদের এরকম ধমক দিয়ে কার্য সাধন করা কি উচিত হচ্ছে? তিনি অবস্থা বুঝে আমাকে বললেন—তোমাকে একরারনামা (undertaking) দিতে হবে যে তুমি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করে শিক্ষকতার কাজেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে। আমি বললাম—এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতে আমার শিক্ষক জীবনের

অপমৃত্যু ঘটবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে শাসিয়ে গেলেন—তবে এবার তোমাকে দেখে নেব। দুই তিন দিন পর তাঁর কোর্টে হাজির হবার পরোয়ানা পেলাম। আমি আমার রচিত একখানা স্বদেশী গানের পুস্তিকায় জাতি বিদ্বেষ প্রচার করেছি, "শ্বেতাঙ্গ সঙ্গ জেনো কুসঙ্গ" এই উক্তিতে হিংসার বিদ্বেষ ছড়িয়েছি। সুতরাং অমুক আইনের তমুক ধারা অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ করেছে, তজ্জন্য আমার বিচার হবে।

আমিও নির্দিষ্ট দিনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে খাস কামরায় ডেকে নিয়ে বললেন—দেখ, তোমাকে আমি রাস্তায় দাঁড় করাতে চাই না। তুমি বুঝে শুনে চল এ বেলা। আপাতত তোমাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি যথারীতি সেলাম ঠুকে চলে আসি।"

**আশুতোষের দরবারে**

১৯২২ সাল। অসহযোগ আন্দোলনের বেগ একটু মন্দীভূত। ইত্যবসরে অসহযোগ আন্দোলনে যে সকল ছাত্র ও শিক্ষক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছিল, তাদের শাস্তি দান করতে সরকার দমননীতির লাগাম টানতে লাগল। পূর্ববঙ্গের কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর অভিযোগ এল। অন্যতম অভিযুক্ত ছিল খিলপাড়া হাই স্কুল।

বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের কার্যবিবরণীতে ডি. পি. আই.-র নালিশের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে :—

> 76. Read a report from the D. P. I., Bengal, in connection with the political activities of some teachers and pupils of Khilpara H. E. School in the District of Noakhali.

Ordered—

> That a confidential letter be addressed to the President of the Management Committee of the school suggesting necessary action.
>
> (C. U. Syndicate, 24.11.22.)

সরকারী মহল থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক আসামীদের বিচারের জন্য সিণ্ডিকেট যে কমিটি নিযুক্ত করেন তার চেয়ারম্যান উপাচার্য স্যার আশুতোষ এবং অপর সদস্যগণ ছিলেন ডঃ জে. আর. ব্যানার্জী, ডঃ হীরালাল হালদার (দুইজন খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী) ও মন্মথনাথ রায়।

এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের ১৯২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নিম্নোক্ত তথ্য উদ্ধার করা গেছে:—

> The following Committee was appointed to consider the cases of those schools the authorities of which have been summoned to attend a meeting of the Committee on the 20th January, 1923:
>
> Sir Asutosh Mookerjee, Kt. C. S. I.
>
> Jnanranjan Banerjee, Esq., M.A., B.L.
>
> Prof. Hiralal Haldar, M.A., Ph. D.
>
> Manmathanath Ray, Esq., M.A., B.L., M.L.C.

নলিনীবাবু তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন:—

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাস দুই পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সশরীরে সিণ্ডিকেটের এক কমিটির সামনে হাজির হবার তলব করেন। আমি নির্দিষ্ট দিনে দারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ হাজির হয়ে দেখি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আরও কুড়ি-বাইশ জন শিক্ষকের এরকম তলব হয়েছে।

যথা সময়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের কক্ষে আসামীদের ডাক পড়ল। প্রথমেই এই লেখকের পালা। আমাকে দেখেই আশুতোষ মাথা নেড়ে গুরুগম্ভীরভাবে বললেন, 'O I see, you are my old client!'

আমি বললাম—আমার সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন সুবিচারক আমার বিচার করবেন।

আমার উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। নোয়াখালীর তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তদুপরি বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের গণ্ডায় গণ্ডায় অভিযোগ। সর্বোপরি ডি.পি. আই. সাহেবের ব্রহ্মাস্ত্র। সব পড়ে আমাকে শোনান হল। তৎপর স্যার আশুতোষ বললেন—"এ কি ব্যাপার, স্কুলের কাজকর্মে অবহেলা করে কেবল রাজনৈতিক হৈ চৈ?"

আমি স্কুল থেকে যেসব কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছি তা থেকে দেখলাম যে আমি দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও স্কুল কামাই করিনি। এমন কি ক্যাজুয়াল ছুটিও ভোগ করি নি। হৈ চৈ এর ঐ দুই তিন বৎসর দশম শ্রেণীর প্রায় সব ক'টি ছাত্রই ভালভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আরও দেখালাম যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং আমার স্কুল পরিদর্শন করে আমার কাজের প্রশংসা করে কি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

স্যার আশুতোষ তা পড়ে বললেন,—"আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেট হতাম, তবে কখনও এরূপ সার্টিফিকেট তোমাকে দিতাম না। ম্যাজিস্ট্রেট যদিও তোমার কাজের প্রশংসা করেছেন, তবু তিনি বিদ্যালয় হতে তোমার অপসারণই চাইছেন, যেহেতু তুমি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী (political agitator)—এই বিষয়ে তোমার বলবার কি আছে?"

আমি সরকারী Education Code খানা থেকে দেখলাম যে ১৮৮৫ সালে ডেসপ্যাচে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে "...it is not the intention of the Government to curb the legitimate right of the teachers to participate in the constitutional political movement of the country."

স্যার আশুতোষ আমার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বললেন, "I have nothing to do with it. I have got my own code."

আমিও সবিনয়ে জানতে চাইলাম সেটা কি? তিনি বললেন—My teachers shall be always busy with academic activities and nothing else. Enough of discussion; now tell me if you like to work as a teacher or to pose yourself as a political leader.

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জবাব দিলাম—মহাশয়, আমি শিক্ষাব্রতী, শিক্ষকের ধর্মই আমার ধর্ম। আমাকে যদি সমাজ সেবার কাজে বাধা দেন, তবে সে শিক্ষক জীবন আমার কাম্য নয়।—If I can serve my society in my humble capacity as a teacher, I shall feel obliged; but I have a favourite hobby of social service—to educate the people, to love freedom, to work for freedom, to propagate to use *swadeshi* goods, to remove untouchability and to bring Hindu and Muslim unity.—এখন আমাকে দয়া করে বলুন, শিক্ষক বলে এসব গঠনমূলক সামাজিক কর্মে কি আমার কোন অধিকার নেই?

প্রিন্সিপ্যাল জে. আর. ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কেন অধিকার থাকবে না? I find no harm; no objection; this is a social serice. সমাজসেবা শিক্ষকের সম্পূর্ণ বৈধ কাজ।

খ্যাতনামা দার্শনিক ডঃ হীরালাল হালদার বললেন—You can do all these, but not in the name of Mr. Gandhi. He is an anarchist.

আমি বিরক্তির সহিত উত্তর দিলাম—আমি আদার বেপারী, আমার জাহাজের খবরে প্রয়োজন নেই। গান্ধীজী anarchist না patriot, না আর কিছু সে বিচার আমি করব না। কিন্তু আমারও দেশ আছে, সমাজ আছে। গান্ধীজী বলুন আর নাই বলুন, আমার নিজ দেশ ও সমাজের প্রতি কি আমার কোন কর্তব্য নেই?

স্যার আশুতোষ দুটি চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—Dr. Haldar, we do not sit here to judge the activities of Mr. Gandhi. ডাঃ হালদার লজ্জিত ও নীরব হলেন।

আশুতোষ আমায় বললেন—দ্যাখো, আমি চাই আমার শিক্ষকগণ সব সময় কায়মনোবাক্যে সমগ্র শক্তি দিয়ে বিদ্যালয়ের সেবা করবে। তুমি যদি তোমার শক্তিকে সময়কে রাজনৈতিক কাজে বিনিয়োগ না করতে, তাহলে খিলপাড়া স্কুলের আরও উন্নতি হতো। এ সম্বন্ধে তোমার কি বলার আছে?

আমি বললাম—সর্বক্ষণ যদি স্কুল নিয়ে থাকি, স্কুলেও স্কুল বাড়িতেও স্কুল, তাহলে আমি তো স্কুল স্কুল করেই পাগল হয় যাব। একঘেঁয়ে পাগলামি ত জীবন নয়।

স্যার আশুতোষ এখানেই আলোচনায় দাঁড়ি টেনে বললেন—Now you go, and let the University know that you prefer teaching profession to that of a political worker.

আমি বললাম—এই দুই কথা এখনি এবং এখানেই লিখে দিতে পারি। তিনি উত্তর করলেন—না, এখনে নয়। ওরা (অর্থাৎ গভর্নমেন্ট) মনে করে আমি রাজনৈতিক কাজে শিক্ষক-ছাত্রদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। তুমি দেশে গিয়ে স্কুলের সেক্রেটারীর যোগে অফিসিয়েল কায়দায় তোমার বক্তব্য পাঠিয়ে দিবে।*

আমি তথাস্তু বলে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এই প্রসঙ্গে স্যাডলার কমিশনে আশুতোষের আর একটি রূপের কথা মনে পড়ে। তিনি এই কমিশনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কমিশনের রিপোর্ট পড়লে অনেক জায়গাতেই তার পরিচয় মেলে। ঐ রিপোর্টে এক স্থানে উল্লেখ আছে—"Here in India education has been unfortunately subordinated to political considerations.' পড়লেই মনে হয় এ বক্তব্য আশুতোষেরই লেখনীপ্রসূত। সরকারী অর্থপুষ্ট সরকারী খাসের স্কুল কলেজগুলি অপেক্ষা অভাবগ্রস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ দেশের শিক্ষাবিস্তারে অধিকতর সাহায্য করেছে এবং বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের উপর রাজনৈতিক কারণেই বিদেশী সরকারের বৈমাত্রেয় ভাব—আশুতোষ এই সত্যটি স্যাডলার কমিশনের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আশুতোষের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজগুলি 'গোলামখানা' ছিল না—ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক তৈরীর কারখানা। যদি এই সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় তবে জানা যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কি বিরাট অংশ গ্রহণ করেছিল। কুখ্যাত রৌল্যাত কমিটির রিপোর্টের এক জায়গায় লিপিবদ্ধ রয়েছে—"In Bengal most of the

---

* নলিনীবাবু খিলপাড়া ফিরে এসে আশুতোষের নির্দেশ মতো যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, নথিপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে:—

45. Read an endorsement from the President, Khilpara H.E. School (Noakhali), forwarding a letter from the Head Master of the school, stating in reply to the allegation made against him for taking an active part in the political agitations as reported by the Inspector of Schools, Chittagong Division, and noticed by the D. P. I., Bengal, that he is not a political leader or an agitator and that he will discharge his humble duties to his native land, physical and moral, as a teacher should do, without having any concern with the administratio-political activities of the country.

Ordered—

To be recorded.

(Calcutta University Syndicate, dt. 16.2.23)

Schools and Colleges are fruitful ground of sedition"—এই 'most of the Schools and Colleges' তৎকালীন বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহ। আশুতোষের পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয় সমূহকে লক্ষ্য করেই রৌল্যাত কমিটি এই উক্তি করেছে। মনে হয় আশুতোষকে এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেই উদ্দেশ্যে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছিল তা সফল হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আশুতোষকেই বোঝাত, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার তুলনা নেই। শর্তসাপেক্ষে সরকারী সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সিনেট সভায় আশুতোষ চ্যান্সেলার Lord Lytton-কে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ভোলা যায় না সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার কথা—

"If you give me slavery in one hand and money in the other, I despise the offer...Freedom first, freedom second, freedom always–nothing else will satisfy me." তেমন তেমন বাঘা রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকেও স্বাধীনতার এমন বজ্র নির্ঘোষ শোনা যায় নি। আশুতোষ সরকারী অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিক্রয় করেন নি। আর আজ? Money first, money second, money always–আজ শিক্ষার আদর্শ এবং উদ্দেশ্যও টাকা। সরস্বতী লক্ষ্মীর হাতের রঙ্গিনী। আশুতোষের মতো শিক্ষাবিদ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশে আজ শিক্ষা সঙ্কট। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।"

---

**তথ্যসূত্র:**

১। আশুতোষ-স্মৃতিকথা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
২। শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি
৩। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ
৪। নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ
৫। আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক
৬। আশুতোষের দিনলিপি—

# সুভাষচন্দ্রের ছাত্র-জীবনে ছন্দপতন

নিজের ছাত্র-জীবন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মকথা 'ভারত পথিক' গ্রন্থে বলেছেন—"1913 খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আমি সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করলাম। ... আমাকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।"

সুতরাং 1913 সালে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ.-তে ভর্তি হন। "1915 সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও (যা অবশ্য একটি সহজ ব্যাপার ছিল) তালিকার নিচের দিকে স্থান পেয়েছিলাম।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ বলে গণ্য হত। ... প্রেসিডেন্সী কলেজের বৈশিষ্ট্যও সে সময়েও ভিন্ন প্রকারের ছিল। যদিও এটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, তবু ছাত্ররা সচরাচর আর যাই হোক না কেন রাজানুগত্যে বিশ্বাসী ছিল না। কারণ, কোনও অতিরিক্ত সুপারিশ ও বংশ পরিচয় ব্যতিরেকে সবচেয়ে ভাল ছাত্রদেরকেই কলেজে ভর্তি করা হত। C.I.D.-র দপ্তরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের একটা দুর্নাম আছে—এরূপ একটা গুজব ছিল। কলেজের প্রধান হোস্টেল, যা ইডেন হিন্দু হোস্টেল নামে পরিচিত ছিল, তাকে রাজদ্রোহের উপযোগী ক্ষেত্র ও বিপ্লববাদের মিলনস্থল বলে মনে করা হত; এবং সেখানে প্রায়ই পুলিশের তল্লাসী চলত।"

সুভাষচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্যে আদৌ অতিশয়োক্তি নেই। 1915 সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন, তখনই বাঘাযতীন বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা জাপান ও জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় তিনি জার্মান জাহাজ 'মেভেরিক' থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেল লাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু পুলিশ সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরে 9.9.1915 সালে বিরাট বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ও তার 4 জন সঙ্গীকে ঘেরাও করে ফেলে। এই সময় তিনি অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে বীরবিক্রমে সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ করেন।"

এই অসম যুদ্ধের পরিণতি সবারই জানা। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাঁসি হয় আর জ্যোতিশ পালের হয় 14 বছর কারাদন্ড। জেলে পুলিশের অত্যাচারে পাগল হয়ে 1924 সালে জেলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বয়ং বাঘা যতীন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে প্রাণ ত্যাগ করেন। তবে এই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনা বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তাদের শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে।

সেকালে পথে ঘাটে ট্রেনে ট্রামে ভারতীয় যাত্রী ও পথচারীরা ইংরেজদের হাতে কেমনভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হত সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

> "ব্রিটিশরা চাইত ভারতীয়রা তাদের পথ ছেড়ে দেবে এবং যদি তারা এ কাজ না করত, তাহলে জোর করে ঠেলে তাদের পাশে সরিয়ে দেওয়া হত অথবা তাদের কান মলে দেওয়া হত। এ বিষয়ে অসামরিক ব্যক্তিদের চাইতে ব্রিটিশ টমিরা ছিল আরও খারাপ, এবং তাদের মধ্যে গর্ডন হাইল্যান্ডারদের কুখ্যাতিই ছিল সর্বাধিক। রেলগাড়িগুলিতে কখনও কখনও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত না হয়ে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আত্মসম্মানের সঙ্গে ভ্রমণ করা কঠিন হত। রেলের কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ ভারতীয় যাত্রীদের রক্ষার কোন বৈধ ব্যবস্থা করত না; হয় তারা নিজেরাই

ব্রিটিশ (অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান) ছিল, কিংবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ভয় পেত। যখন আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, তখন কটকের একটি ঘটনার কথা মনে আছে। রেলের উচ্চতর শ্রেণীর কামরা দখলকারী ব্রিটিশরা কোনও ভারতীয়কে সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। এজন্য আমার এক মাতুলকে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমরা উচ্চপদে আসীন ভারতীয়দের সম্বন্ধে গল্প শুনতাম—তাঁদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতিও ছিলেন—রেলগাড়িতে ব্রিটিশদের সঙ্গে যাঁদের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। গল্পগুলি স্বভাবতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।”

সুভাষচন্দ্র যে গল্পের কথা বলেছেন সেরূপ একটি গল্প নয়, সত্যি ঘটনারই উল্লেখ করা গেল—

“1921 খ্রীস্টাব্দ কোলকাতায় হরতালের সময়ে ইংরাজ সরকার রাস্তায় গোরা সৈন্য নামিয়ে দেয়। শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র ঐ সময় সিটি কলেজের Principal এবং Calcutta University Senate-এর সদস্য ছিলেন। হরতালের দিন গোরা সৈন্যরা তাঁর Harrison Road-এর বাড়ির কাছে একদল পথচারীর ওপর অযথা মারধোর করতে থাকে। হেরম্ববাবু তার প্রতিবাদ করলে সৈন্যরা তাঁকেও মারতে যায়। এ সময় কামিনীরঞ্জন সেখানে গিয়ে পড়েন, এবং প্রচণ্ড সাহস ও শক্তির বলে সৈন্যদের সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন। এরপর ঘটনাটি তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে জানান। স্যার আশুতোষ তখন কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি ঘটনাটি শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হন এবং এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখে গভর্নরকে চিঠি দেন। তিনি তাঁকে একথাও জানিয়ে দেন যে Chief Justice হিসেবে এই ঘটনার বিচারের ক্ষমতা আমার আছে। এই চিঠি পাওয়া মাত্র গভর্নর কোলকাতা থেকে গোরা সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন।” (বরিশালের স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ও ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্তের জীবনচরিত তৎসহ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের আত্মচরিত)

আবার সুভাষ প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বালেশ্বর ঘটনা ও যতীন মুখার্জীর মরণোত্তর উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এবং পরিবেশে 1916 খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বি. এ. ক্লাশে পঠনরত অবস্থাতেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ঘটল সেই ‘ওটেনিক কাণ্ড’। সেই অশোভন ও অপ্রীতিকর ঘটনার পশ্চাৎপট বর্ণনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

“পড়াশুনা নিয়ে বেশ আনন্দে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার জীবনে অকস্মাৎ একটি ঘটনা ঘটে গেল। 1916 সালের জানুয়ারী মাসে একদিন সকালে যখন আমি লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন শুনলাম যে একজন ইংরেজ অধ্যাপক আমাদেরই শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী Mr. O-এর লেকচার ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে Mr. O গোলমালে বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসেন এবং ছাত্রদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল তাদের অনেককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক ক্লাস থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার নিয়ম ছিল, যাদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে অধ্যক্ষ পরামর্শ করতেন এবং আমি ছিলাম আমার ক্লাসের প্রতিনিধি। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি আমি অধ্যক্ষকে জানালাম। এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই প্রস্তাব করলাম যে, যে সমস্ত ছাত্রকে অপমান করা হয়েছে, Mr. O-র তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অধ্যক্ষ বললেন যে, যেহেতু Mr. O ইন্ডিয়ান

এডুকেশনাল সার্ভিসের একজন সদস্য, একাজ করবার জন্য তিনি তাঁকে বাধ্য করতে পারেন না। তিনি আরও বললেন যে, Mr. O কোনও ছাত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার বা তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেননি—তবে 'তাদের হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছেন' মাত্র, যাকে অপমান বলে ধরা যায় না। স্বভাবতই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এবং পরদিন সমস্ত ছাত্রদের একটি সাধারণ ধর্মঘট হল। এই ধর্মঘটকে ভেঙ্গে দেবার জন্য অধ্যক্ষ সব রকমের দমনমূলক ও কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। এমন কি মুসলমান ছাত্রদের নিরস্ত করার জন্য মৌলবী সাহেবের সকল চেষ্টাও ব্যর্থতায় পরিণত হল। তদ্রূপ স্যার পি সি রায় ও ডাক্তার ডি এন মল্লিকের মতো জনপ্রিয় অধ্যাপকদের আবেদনেও কাজ হল না। অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে, অধ্যক্ষ সকল অনুপস্থিত ছাত্রের উপর একটা পাইকারী জরিমানা ধার্য করলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে এই ধর্মঘটের সাফল্যে সারা শহরে প্রবল উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, ধর্মঘটের ছোঁয়াচ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াতে শুরু করলেন। আমার অধ্যাপকদের একজন—যিনি আমাকে ভালবাসতেন,—ভয় পেয়ে গেলেন যে ধর্মঘটের নেতাদের একজন হিসেবে আমি বিপদে পড়ব। তিনি আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন কিসের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি তা আমি বুঝছি কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি জানি,—যার উত্তরে তিনি বললেন যে, আর কিছু তাঁর বলবার নেই। যা হোক দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘটের শেষে Mr. O-কে চাপ দেওয়া হল। তিনি ছাত্রদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন এবং আপোষে তাদের সাথে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললেন। উভয় পক্ষের দিক থেকে সম্মানজনক একটা সূত্র ইতিমধ্যেই বের করা হয়েছিল।

পরদিন পড়াশোনা শুরু হল, এবং ছাত্ররা 'ক্ষমা কর ও যা হয়েছে ভুলে যাও' এরকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে ক্লাসে যোগদান করল, স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল যে, ধর্মঘটের সময় অধ্যক্ষ যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, মিটমাট হয়ে যাবার পর তিনি সেগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন; কিন্তু নিরাশ হতে হল। তিনি এক চুলও নড়বেন না—দারিদ্র্যের জন্য অপারগ না হলে ছাত্রদের জরিমানা দিতেই হবে। ছাত্রদের সাথে সাথে অধ্যাপকদের সকল আবেদনও নিষ্ফল হল। এই জরিমানা ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করল, কিন্তু কিছুই করতে পারা গেল না।

প্রায় একমাস পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অনুরূপ আর এক ঘটনা ঘটল। খবর ছড়িয়ে পড়ল যে Mr. O আবার এক ছাত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন—কিন্তু এবার ছাত্রটি ছিল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর। ছাত্রদের কি করণীয়? ধর্মঘটের মতো নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদগুলোর দ্বারা কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই ডেকে আনা হবে এবং অধ্যক্ষের কাছে সমস্ত আবেদনও বিফল হবে। সুতরাং কিছু কিছু ছাত্র স্থির করল তারা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ফল হল এই যে Mr. O-র বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পন্থা বেছে নেওয়া হল এবং তদানুযায়ী তাঁকে নিদারুণ ভাবে প্রহার করা হল। সংবাদপত্রের অফিস থেকে গভর্নমেন্ট হাউস পর্যন্ত সর্বত্র দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল।"

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসের (1916) মাঝামাঝি সময় ঘটে। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং অধ্যাপক ওটেনের গায়ে হাত না তুললেও তিনি যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং এই ঘটনায় তাঁর নেতৃত্বে না হোক, সম্পূর্ণ সায় যে ছিল, তা তিনি নিজেই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিলেন। যা হোক, তারপর সুভাষচন্দ্রের নিজের লেখা থেকে—

"এর পরেই বাংলা সরকার কলেজ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে ও ঐ প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত গোলমালের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকার খুব রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং অবাধে এরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে চিরকালের মতো কলেজ বন্ধ করে দিতেও সরকার ইতস্তত করবেন না। ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকার অধ্যাপকদেরই পুরোপুরি সমর্থন জানাতেন সন্দেহ নেই; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকারি ইস্তাহার নিয়ে গভর্নমেন্টের সাথে অধ্যক্ষের ঝগড়া বেধে উঠল। যেহেতু সরকারি আদেশগুলো তাঁকে পরামর্শ না করেই জারী করা হয়েছিল; তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। তিনি মাননীয় শিক্ষা-সচিবের সাথে দেখা করে সেখানে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করলেন। পরদিন আর একটা সরকারি ইস্তাহার প্রচার করে বলা হল যে মাননীয় সচিবকে 'ব্যক্তিগত গুরুতর ধরনের অপমান' করার জন্য অধ্যক্ষকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হল।

কিন্তু অধ্যক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবার পূর্বে তিনি কিছু কাজ করেছিলেন। তাঁর অপরাধীদের তালিকায় যে সব ছাত্রের নাম ছিল, আমার নামও ছিল তাদের মধ্যে, তাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি যে কথাগুলো বললেন—প্রায় গর্জন করে উঠলেন—সেগুলো ভুলবার নয়, 'বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব নষ্টের গোড়া। আমি তোমাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম।' আমি 'ধন্যবাদ' বলে বাড়ি চলে এলাম।"

এই ঘটনায় সে সময় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে যে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হল তা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদের দলবদ্ধভাবে কলেজ বা ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন যে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে আদৌ অনুমোদন পায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কলকাতার কলেজ সমূহের অধ্যক্ষদের এক যুক্ত বৈঠকে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাব থেকে। প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাতে পূর্ণ সমর্থন জানান—

820. Read a letter from the Principal, Presidency College, Calcutta, reporting that a conference of the Principals of Calcutta colleges was held on the 21st February, 1916, at the Scottish Churches College, Calcutta, under the presidency of Dr. J. Watt.

Read also a letter from Dr. J. Watt, Chairman of the Conference of the Principals of Calcutta Colleges, forwarding the following recommendation of behalf of the Principals of the Presidency, City, Metropolitan, Sanskrit, Bangabasi and Ripon Colleges–

"That this Conference of Principals of Calcutta Colleges recommend to the Hon'ble the Vice-Chancellor and Syndicate that the Registrar be directed to issue a circular condemning in strongest terms the combination of students to absent themselves from their

classes, known as striking, making it plain that in no case can such combination be justified, even if the alleged grievances be found well-grounded, and assuring all college authorities that they will have the full support of the Vice-Chancellor and Syndicate in punishing such combination with the utmost severity."

Resolved—

That the recommendation be adopted and that the Registrar be instructed to issue a circular to the Principals of the affiliated colleges.

(Syndicate, 26.2.16)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অধ্যক্ষদের এই সমবেত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে ছাত্রদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণের কোন সুযোগই ছিল না। বিশেষত এক্ষেত্রে অপরাধ যে অত্যন্ত গুরুতর তা তো অনস্বীকার্য। ছাত্র হয়ে শিক্ষকের গায়ে হাত—তা হোক না তিনি বিদেশী শাসক-শোষক শ্রেণীভুক্ত—কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই—অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের এক চিঠি সিণ্ডিকেটের ঐ একই সভায় উত্থাপিত হল। তবে সিণ্ডিকেট তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে তার উপর বিবেচনা স্থগিত রাখে—

883. Read a letter from the Principal, Presidency College, Calcutta, forwarding a copy of the following resolutions passed at a meeting of the Governing Body of the aforesaid college held on Saturday, the 19th February, 1916:–

1. That Satischandra De, a student of the 6th-year Chemistry Class of the aforesaid college, who was guilty of gross insubordination, be rusticated for one year with the further condition that he should not be allowed to return to the college.
2. That Kamalabhushan Basu be kept back one year in the 1st-year I.Sc. Class, for bringing exaggerated and inaccurate charges against a Professor.
3. That Subhaschandra Basu and Anangamohan Dam be expelled from the college for taking a leading part in the assault on Professor Oaten.

Resolved—

That the consideration of the letter be postponed.

(Syndicate, 26.2.16)

কয়দিন পর স্থগিত ব্যাপারটি পুনরায় সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হল। এদিনও এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না; তবে কলেজে ভর্তি ইত্যাদি সম্পর্কীয় নিয়মবিধির 3 নং ধারার প্রতি অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আদেশ হল মাত্র—

906. Read a letter from the late Principal, Presidency College, Calcutta, forwarding a copy of the following resolutions passed at a meeting of the governing Body of the aforesaid college, held on Saturday, the 19th February, 1916 :–

(a) That Satischandra De, a student of the Sixth-year Chemistry

Class of the aforesaid college, who was guilty of gross insubordination, be rusticated for one year with the further condition that he should not be allowed to return to the college.

(b) That Kamalabhushan Bose be kept back for one year, in the First-year I.Sc. Class, for bringing exaggerated and inaccurate charges against a Professor.

(c) That Subhaschandra Bose and Anangamohan Dam be expelled from the college for taking a leading part in the assault on Prof. Oaten.

Resolved—

That the consideration of the letter be postponed and that attention of the Principal, Presidency College, be drawn to Section 3, Chapter XXIII of the Regulations.

(Syndicate, 4.3.16)

মোদ্দা কথা, যেহেতু কলেজে ভর্তি, কলেজ বদল, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার ষোল আনা দায়িত্বই কলেজ পরিচালকমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত, তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাদের উপর কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। তবে এই ঘটনার কিছু কালের মধ্যেই অধ্যক্ষ মিঃ এইচ. আর. জেম্‌স অবসর গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জায়গায় অধ্যক্ষ হয়ে এলেন মিঃ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তার ফলে কলেজে আপাতত শান্তি ফিরে এল।

সিণ্ডিকেট কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও কার্যত সুভাষচন্দ্রকে যে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল, তা বহালই রইল। সুভাষচন্দ্র তখন সিণ্ডিকেটকেই এই বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে বা উপযুক্ত নির্দেশ দানের অনুরোধ জানালেন—

921. Read an application from Subhaschandra Basu, lately a student in the Third-year B.A. Class of the Presidency College, Calcutta, who has been expelled by the Governing Body of the aforesaid college, on a charge of taking a leading part in the assault on Professor E. F. Oaten, praying that the Syndicate may be pleased to institute an enquiry regarding his case or to pass such other orders as the Syndicate may think fit.

Resolved—

That the consideration of the application be postponed.

(Syndicate, 4.3.16)

দেখা যাচ্ছে সিন্ডিকেট সুভাষচন্দ্রের আবেদনের উপর কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রাখল। মনে হয় সিন্ডিকেট ইতিমধ্যে সরকারপক্ষ থেকে নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে তারা চিঠিখানা অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইল। তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন—

1066. Read a letter from the Principal, Presidency College, stating, with reference to this Office letter No. 10375, dated the 2nd May, 1916, regarding a petition submitted by Subhaschandra Basu, who was expelled from the Third-year Class of the aforesaid college, that as the student was expelled by the governing Body of the

College, the matter will be referred to that Body for consideration after which he will forward his opinion on the matter.

Ordered—

To be recorded. (Syndicate, 19.5.16)

তবে এটাও দেখা যাচ্ছে অধ্যক্ষ নিজে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে ব্যাপারটা গভর্নিং বডির কাছে পেশ করেছেন। ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও দু'জন ছাত্র সম্পর্কে কলেজ গভর্নিং বডি তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে সিন্ডিকেটের কাছে নিম্নরূপ রিপোর্ট পাঠালেন—

1277. Read a letter from the Principal, Presidency College, Calcutta, stating, with reference to the disciplinary action taken by the Governing Body of the aforesaid college in the case of certain students and the Syndicate's order thereon, that the Governing Body modified the sentence on Kamalabhushan Basu, who was ordered to be kept back for one year in the First-year I.Sc. Class to one of rustication until the end of the academical year and that the re-consideration of the case of Satischandra De has been deferred.

Resolved—

That the fact that Kamalabhushan Basu was rusticated to the end of the session be recorded and that the consideration of the case of Satischandra De be postponed pending the receipt of a further report from the Principal, Presidency College.

(Syndicate, 23.6.16)

এরপর সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—"অন্য কোনও কলেজে পড়ার অনুমতি দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানালাম। তা অগ্রাহ্য হল। সুতরাং কার্যত আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একেবারে বহিষ্কৃত করা হল।" বিশ্ববিদ্যালয় কার্যবিবরণীতেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। সিন্ডিকেট তাঁর আবেদন পত্র অধ্যক্ষের মন্তব্যের জন্য পাঠিয়েছিল এবং তা পাওয়ার পর পুনরায় বিবেচনার জন্য সিন্ডিকেটে পেশ করা হল। তার উপর সিদ্ধান্ত হল নিম্নরূপঃ—

1539. Read a letter from the Principal, Presidency College, Calcutta, stating, with reference to this Office letter No. 10375, dated the 2nd May, 1916, regarding a petition from Subhaschandra Basu, who was expelled from the Third-year Class of the aforesaid college, for taking a leading part in the assault on Professor Oaten, praying for permission to continue his study in some other college affiliated to this University, that in consideration of the facts stated therein, he cannot recommend the grant of the prayer of the student.

Resolved—

That the application of Subhaschandra Basu be refused.

(Syndicate, 15.7.16)

অর্থাৎ কলেজ গভর্নিং বডি ও অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে সিণ্ডিকেট রাজী হল না; সুভাষচন্দ্রের শাস্তি বহাল রইল। পুনরায় সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য—"এখন কি করণীয়? কোনও কোনও রাজনীতিবিদ এই বলে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে অধ্যক্ষের এই আদেশ দেবার কোনও অধিকার নেই কারণ তদন্ত কমিটি তার ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল কমিটির দিকে।"

সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটির terms of reference বা বিচার্য বিষয় সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে এক চিঠি লেখেন—

38/2, এলগিন রোড
কলিকাতা
29/2/16

হেমন্তকুমার,

তোমাকে মধ্যে যে 2/1 দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্বন্ধে চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুন তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহির করিবে না—বোধ করি Committee-র report প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। আজ Committee-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং পুনর্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় আরও 3/4 দিন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

(1) Relation between European & Indian Professors in Presidency College.
(2) Relation between European Professors and Indian Students.
(3) Relation between Indian Professors and Indian Students.
(4) Cause of Indiscipline leading on to the Strike.
(5) Ditto leading on to assault.

Committee-র recommendation-এর উপর গভর্ণমেন্ট বোধ হয় Presidency College-কে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মতো নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বুঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদের Rights Suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয় তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা হইলে আমি practically rusticated হইব। তবে এ রকম rustication এক বৎসরের বেশি করে না। খুব বেশি অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনার "ইতি"।

যাক আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে—বড়লোকের মহলে অন্তত নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দোষী বলিয়া public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষ্য তাহা বড় weak—সুতরাং, আমার নির্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্তত transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি। শেষে কিছু না হয়ত Law suit আনা যাইতে পারে।

এই কমিটি গঠন ও তার সামনে সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আত্ম-জীবনীতে লেখেন—

> "প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ও হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। স্বভাবতই আমরা সুবিচার আশা করেছিলাম। ছাত্রদের পক্ষ থেকে যাদের সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করা হল—Mr. O-র ওপর এই

আক্রমণকে আমি সমর্থন করি কি না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে যদিও এই আক্রমণকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার গুরুতর কারণ ছিল। তার পর আমি গত কয়েক বছরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্রিটিশদের কুকীর্তিগুলোর আনুপূর্বক বিবরণ দিতে শুরু করলাম। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ ছিল, কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যের দল মনে করলেন যে, অন্য কথা বাদ দিয়ে Mr. O-র ওপর আক্রমণকে বিনাসর্তে নিন্দা না করে আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি। তবুও আমার মনে হয়েছিল যে আমার ওপর তার ফল যাই হোক না কেন, আমি ঠিক কাজই করেছি।

অনুকূল কিছু ঘটতে পারে, নৈরাশ্যের মধ্যেও এরূপ একটা আশা নিয়ে আরও কিছুদিন কলকাতায় থেকে গেলাম। কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেন এবং তাতে ছাত্রদের অনুকূলে একটা কথাও ছিল না। কেবল আমার নামটাই আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছিল—অতএব আমার ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল।"

অর্থাৎ কলেজ বেয়াদপ ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা খন্ডন করার মতো উপযুক্ত তথ্য ও কারণ কমিটি খুঁজে পায়নি। ঐ সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

"ইতিমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, এবং সর্বশেষ শিকার যারা হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন বহিষ্কৃত ছাত্র ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা শঙ্কিত হয়ে জরুরী পরামর্শ করলেন। সকলেই একমত হলেন যে কোন বিশেষ কর্মোপলক্ষে ছাড়া কলকাতায় থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব আমাকে কটকের মত শান্তিপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনও স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"

সুভাষচন্দ্র বর্ণিত কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ হিসেবে প্রেসিডেন্সীর ঘটনার প্রায় চার মাস আগে অনুষ্ঠিত বুড়িবালামের তীরের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ঐ ঘটনায় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কাগজপত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং বিপ্লবীদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর পুলিশের হস্তগত হয়। তার সূত্র ধরে পুলিশ প্রেসিডেন্সীর প্রাক্তন ছাত্র ও হিন্দু হোস্টেলের প্রাক্তন আবাসিক এবং নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে আশুতোষের অন্যতম প্রিয় গবেষক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু আশুতোষের সহায়তায় শৈলেন্দ্রনাথ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে যান (এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেশ, 13 আগস্ট, '94 সংখ্যায় লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তারই জের হিসেবে পুলিশ বিজ্ঞান কলেজ থেকে 5/6 জন স্নাতকোত্তর ছাত্রকে বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতরক্ষা আইনেও অনক ছাত্রযুবক বিনা বিচারে বন্দী হয়। সব মিলিয়ে কলকাতায় তখন দারুণ চাঞ্চল্যকর ও শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে বাস করতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সেই পরিস্থিতির প্রতিই তাঁর লেখায় ইঙ্গিত করেছেন। যা হোক, এই রকম সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে কটকে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর আবার সুভাষচন্দ্রের লেখা থেকে—

"1916 সালের মার্চের শেষাশেষি একজন বহিষ্কৃত ছাত্র হিসাবে কটকে এসে উপস্থিত হলাম। ... এখন আমার কি করণীয়? পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ কোথায় ও কবে আমাকে আবার শুরু করতে হবে, তা আমি জানতাম

> না। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই বহিষ্কার কার্যত সারাজীবনের জন্য শাস্তির সামিল ছিল, এবং এরকম কোনও নিশ্চয়তা ছিল না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কিছুকাল পরে নরম হয়ে আমাকে পুনরায় আমার পড়াশোনা শুরু করার অনুমতি দেবেন। আমাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো হবে কিনা এ বিষয়ে আমার পিতা-মাতার অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার পিতা এ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানালেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে বিদেশে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগে আমাকে আমার বংশের নামে যে কলঙ্ক পড়েছে তা অপনোদন করতে হবে। অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমাকে প্রথমে ডিগ্রী লাভ করতে হবে।
>
> সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে পর্যন্ত না তাঁদের আদেশগুলি পুনর্বিবেচনার কথা চিন্তা করছেন, ততদিন আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে কোনরকমে সময় কাটাতে হয়েছিল। বইপত্র সরিয়ে রেখে আমি গভীর উৎসাহের সঙ্গে সমাজসেবায় লেগে গিয়েছিলাম।"

এভাবে 1916 সাল শেষ হল। সুভাষচন্দ্রের দুটি শিক্ষাবর্ষও নষ্ট হল। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রেসিডেন্সীর ঘটনাও ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিখিত নিয়ন্তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিকট প্রতিবেশী। 38/2, এলগিন রোড আর 77, রসা রোড (অধুনা আশুতোষ মুখার্জী রোড) এর দূরত্ব সামান্যই। সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল ছাত্রজীবন যাতে একেবারে বরবাদ হয়ে না যায়, সেজন্য তাঁর পিতা, ভ্রাতা বা হিতৈষীরা আশুতোষের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের নতুন অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থও হয়তো একটু নমনীয় মনোভাব নিয়ে থাকতে পারেন। তা যে নিয়েছেন তা সুভাষচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায়, কারণ তিনি বিনা মন্তব্যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না দিলে অন্য কলেজ তো ভর্তি করবেই না। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

> "আমাকে জানানো হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণ সম্ভবত সদয় হবেন, তবে আমাকে তখন একটি কলেজ দেখতে হবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি না থাকলে আমি ভর্তি হতে পারি। বঙ্গবাসী কলেজ আমাকে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়বার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য স্কটিশ চার্চ কলেজে চেষ্টা করব স্থির করলাম। যাই হোক, একদিন সুপ্রভাতে কোনও সুপারিশ ছাড়াই ঐ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Urquhart-এর কাছে সোজা গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে বললাম যে, আমি একজন বহিষ্কৃত ছাত্র, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং আমি তাঁর কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। স্পষ্টতই আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভালই হয়েছিল, কেন না তিনি আমাকে ভর্তি করে নিতে সম্মত হলেন, তবে এই শর্তে যে যদি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বাধা না দেন। আমাকে তাঁর কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি আনতে হবে যে স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার ভর্তিতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। এটি আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। যা হোক, কলকাতায় আমার অভিভাবক, আমার মেজদাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আমার হয়ে তা করতে চাইলেন এবং নতুন অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে Mr. W খুব সহজেই স্বীকৃত হয়েছিলেন, তবে তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি গেলাম এবং তিনি আমাকে পূর্ববর্তী বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করলেন। শেষে

এই বলে তিনি ক্ষান্ত হলেন যে, অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যতের গুরুত্বই তাঁর কাছে বেশি এবং অন্য কলেজে আমার ভর্তির ব্যাপারে তিনি আপত্তি করবেন না। এমনটি আমি চেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে যাবার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না।"

সাধারণত এক কলেজ থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রকে অন্য কলেজ ভর্তি করতে রাজী হয় না—যদি না প্রথম কলেজ বিনা মন্তব্যে ট্রান্সফার দেয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ বিনা মন্তব্যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিলে বঙ্গবাসী কলেজ সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের কলেজে ভর্তি করতে রাজী হল। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সেকালে অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসুর বঙ্গবাসী কলেজে অনেক নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র বা অধ্যাপক স্থান পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর দরখাস্তের সঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এরকম এক মন্তব্য সম্বলিত দরখাস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করে বঙ্গবাসী কলজে ভর্তির অনুমতি প্রার্থনা করে—

2449. Read an application from Subhaschandra Basu, who was a student in the 3rd-year Class of the Presidency college, Calcutta, who was expelled by the Governing Body of the College on the 19th February, 1916, on the charge of having taken part in the assault on Prof. Oaten, and who was informed in this Office letter No. 877, dated the 20th July, 1916, that he could not be permitted to continue his study in any college affiliated to this University, praying that, as he has already lost one year, he may be permitted to continue his study in some college affiliated to this University during the session 1917-18, and enclosing a note from the Principal, Bangabasi College, who states that he has no objection to admit the student to his college if the Syndicate grants the student the necessary permission.

Resolved—

That Subhaschandra Basu be informed that he is permitted to take his admission during the session 1917-18 to a college affiliated to this University.

(Syndicate, 20.7.17)

কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। সুভাষচন্দ্রের ছিল দর্শনে অনার্স। কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজে অনার্স পঠনপাঠনে অনুমোদন ছিল না। তখন শোনা যায় স্যার আশুতোষের সাহায্যে দর্শন বিষয়ে অনার্সে অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ ডঃ জে. ওয়াট সাহেব সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কলেজে নিতে রাজী আছেন। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের আবেদনপত্রের উপর বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেয়—

3064. Read an endorsement from the Principal, Scottish Church College, forwarding, with his recommendation, an application from Subhaschandra Bose, who was expelled from the 3rd-year Class of the Presidency College on the 19th February, 1916, and who was permitted in this Office letter No. 1913, dated the 27th July, 1917, to take his admission to the Bangabasi College and to continue his study for the Degree Examination of this University, stating that, as he took up Honours in Philosophy at the Presidency

College and intends to continue his studies in Philosophy, he has taken his admission to the Scottish Church College instead of the Bangabasi College which is not affiliated in Philosophy and requesting that under the circumstances, his admission to the Scottish Church College may be sanctioned.

Resolved—

That Subhaschandra Bose be permitted to take his admission to the Scottish Church College, Calcutta.

(Syndicate, 17.8.17)

সুতরাং সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে পুনরায় 'থার্ড ইয়ার' ক্লাশে ভর্তি হলেন। সাময়িক বিরতির পর পুনরায় তাঁর ছাত্রজীবনের শুরু হল বলা চলে। এরপর তাঁর নিজের কথায়—

"ভর্তি হয়েই আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করতে লেগে গেলাম। দুটি বছর আমার নষ্ট হল, এবং 1917 সনের জুলাইয়ে যখন পুনরায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যোগদান করলাম তখন আমার সহপাঠীরা, বি.এ. পাশ করে এম.এ. ডিগ্রীর জন্য পড়াশুনা করছে। কলেজে আমি গণ্ডগোল এড়িয়ে চলেছিলাম।"

এভাবেই সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে যে ছন্দপতন ঘটে তিনি আবার সে ছন্দ ফিরে পান। 1919 সালে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ তিনি সসম্মানে বি.এ. পাশ করেন। তবে তাঁর ছাত্রজীবনের এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যতে 'নেতাজী' হবার পথে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে।

(সমতট প্রকাশন — জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)

# স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপেক্ষিত:
# ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রামায়ণে উল্লেখ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র যখন সমুদ্রবন্ধনে উদ্যোগী হন, তখন ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও তাঁর সহায়ক হয়েছিল। রামায়ণকারের কলমে বড় বড় বীর মহাবীরদের বিরাট কর্মকাণ্ডের মাঝে কাঠবিড়ালীর নগণ্য সহায়তার কথাও অনুল্লেখ থাকেনি। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অমূল্য অবদানের কথা যথাযোগ্য স্থান পায়নি। আচমকা বাংলা ভাগে বাঙালীর জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে, তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান হারিয়ে গেছে বা উপেক্ষিত রয়েছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই অবিভক্ত বাংলাদেশে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের সূচনা। অবশ্য ছাত্রদের রাজনৈতিক বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কারাদণ্ডাদেশকে কেন্দ্র করে। তবে তার স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকাল এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল শহরাঞ্চলে; গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গ্রামগ্রামান্তরে, বিশেষত যুক্ত বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

১৯০৩ সালের মাঝামাঝি থেকেই বাংলা ভাগ সম্পর্কে সরকারী মতিগতি নিয়ে নানা কানাঘুষা শোনা যেতে লাগল। বাংলাভাষী হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করা ছাড়া এই সরকারী সিদ্ধান্তের আর যে কোন যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা নেই, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটা আলাদা প্রদেশ গঠন করে তার কর্তৃত্বভার মুসলমানদের হাতে দিয়ে তাদের রাজানুগত্যের পুরস্কার প্রদান এবং হিন্দুদের দ্বিধাবিভক্ত করে দুর্বল করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। যা হোক, পাকাপাকি সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই ৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ তারিখে টাউন হলে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিদেশী দ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের নীতি গৃহীত হয়। সে সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত ঘটে। অবশেষে ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়; এবং ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখ থেকে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। ঐ দিনটি সারা বাংলায় জাতীয় শোক দিবসরূপে পালিত হয়।

কিন্তু বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই যে ভাবে তার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে, অতি-সতর্ক সরকার তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে কোমর বাঁধতে লাগল। বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বিশেষতঃ ছাত্র সমাজকে সে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখে, বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী আর. ডব্লিউ. কার্লাইল এক সার্কুলার জারি করেন। কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার নামে খ্যাত উক্ত হুকুমনামায় ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করা হল যে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছাত্রদের কোনও বৃত্তি বা জলপানি দেওয়া হবে না এবং তাদের স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ৪ঠা নভেম্বর (১৯০৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই গোলদিঘীতে (কলেজ স্কোয়ার) ছাত্ররা প্রথম সার্কুলার বিরোধী প্রতিবাদ জানাল। বিভিন্ন স্কুল কলেজে সার্কুলার বিরোধী (এন্টি-সার্কুলার) সোসাইটি গড়ে ওঠে। রংপুর জেলা স্কুলে কয়েকজন ছাত্র এই সার্কুলার বলে দণ্ডিত ও বিতাড়িত হল। খ্যাতনামা বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী তাদের অন্যতম।

ইতিমধ্যেই বাংলার জননেতাগণ ছাত্রদের স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করতে আহ্বান জানান এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই অবশ্য বাংলার শিক্ষাজগতে এক অস্বস্তিকর অবস্থা চলছিল। দেশবাসীর মনে উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হতে দেখে, এবং নতুন নতুন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা মারফৎ উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে দেখে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সরকার উচ্চ শিক্ষাকে সাধারণের পক্ষে দুর্লভ্য ও দুর্মূল্য করে তোলার অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। তারই ফল ১৯০৪ সালের 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন'; যার মোদ্দা উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা সঙ্কোচন—শিক্ষার সম্প্রসারণ নয়। এই নয়া শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অনেক আন্দোলন আস্ফালন চলে এবং যথারীতি কিছু দিন পর তা থিতিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর এই তেজী-মন্দী মনোভাবে উষ্মা প্রকাশ করে বঙ্গদর্শনে (নবপর্যায়) লিখলেন—

"আন্দোলন সভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে।"

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেশবাসীর এই দপ্ করে জ্বলে ওঠা ও ফুস্ করে নিভে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করে বলেছেন—"ইহার একটি কারণ বোধ হয় বিল যেভাবে পাশ হইয়াছিল তাহা কার্যক্ষেত্রে আসিয়া অনেকখানি ভোঁতা হইয়া গেল, কলেজের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে সেই হইতে চলিল, অবশ্য সেজন্য দায়ী প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা।" আশুতোষ কিভাবে এই শিক্ষা সংহার ও সঙ্কোচন নীতিকে শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারণ নীতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন সে স্বতন্ত্র কথা।

১৯০৪-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন আর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত, লর্ড কার্জনের এই দুই দুরভিসন্ধির ফসল প্রায় একই সঙ্গে বঙ্গবাসীর উপর চাপান হল। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হল বটে; কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় আইন আর কার্যকরী হচ্ছে না; প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে জটিলতা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। এই অচলাবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় সরকার বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উপাচার্যপদে নিযুক্ত করেন। আশুতোষ ১৯০৬ সালের ৩১শে মার্চ উপাচার্যের দায়িত্বভার নেন। তার কয়েক দিনের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বরিশালে আয়োজিত প্রাদেশিক সম্মেলন সরকারী দমন নীতির দরুণ পণ্ড হয়ে যায়। নেতৃবৃন্দ অপদস্থ হন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করার অপরাধে ছাত্রদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলে। সারা বাংলা এক অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ভার নিলেন, তখন দেশবাসী তাঁকে ইংরেজের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির সহচর বোধে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল।

চারদিকে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে জননেতাদের মধ্যে যেমন উদ্দীপনা, তেমনি ছাত্র সমাজের মধ্যেও আশা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের প্লাবন বইছে। "১৯০৫-এর ১৪ই নভেম্বর ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় 'বয়কট' করার জন্য ফতোয়া জারী করেছিলেন। ১৬ই নভেম্বর পার্ক স্ট্রীটস্থ 'বেংগল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশ'নের সভায় বাংলার সম্মিলিত নেতারা 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন এম.এ. ইত্যাদি বয়কট করার পূর্ব ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। এই দিনের সভায় বার ঘণ্টা ধরে নেতারা জাতীয় শিক্ষা বিষয় ব্যাপক আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে সতীশ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেরম্ব মৈত্র, ব্রজেন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য,

সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সুবোধ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।" (জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়)।

খ্যাতনামা বাগ্মী ও জননায়ক বিপিন পাল স্বভাবসিদ্ধ আবেগ মথিত কণ্ঠে বলতেন, 'তোমরা কি আসবে না ভাই, ওই গোলামখানার মোহ কাটিয়ে? ওই একখানা চোতা কাগজের লোভে আকাশচারী হয়ে শুধু ভাগাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকবে? বয়কট করো ওদের স্কুল কলেজ।'

'সুরেন্দ্রনাথ বললেন—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবে। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ঘৃণা উৎপাদক অনেক কথা বললেন। ওর সার্টিফিকেট বা চোতা কাগজের মোহ কাটাতে বললেন। *** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আলকাতরা দিয়ে কে লিখে দিয়ে এল 'To Let'—এইটি ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে 'লায়ন' সার্কুলার এবং অবশিষ্ট বাংলায় 'কার্লাইল' সার্কুলার জারী হয়েছে। উভয় বাংলার ডি.পি.আই.দের নামাঙ্কিত এই সার্কুলারের মোদ্দা কথা হল—ছাত্ররা সব সময় অধ্যয়নরূপ তপস্যায় নিমগ্ন থাকবে। তারা কোনওরকম রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভাসমিতিতে যোগদান করবে না। মুখে কখনো 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করবে না। স্কুল কলেজের শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীকে জানানো হল, তাঁরা যেন এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। অন্যথায় সরকারী সাহায্য বন্ধ হবে। কোন আন্দোলনকারী ছাত্র বৃত্তি লাভের উপযুক্ত নম্বর পেয়ে পরীক্ষা পাশ করলেও তাকে বৃত্তি দেওয়া হবে না ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে বাংলার দুই বুদ্ধিজীবী মহল এক জোটে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ডাক দিয়েছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার করেছেন। তাঁদের জ্বালাময়ী ভাষণে এবং যৌবনোচিত উন্মাদনায় ছাত্ররা দলে দলে স্কুল কলেজ ত্যাগ করল। আহ্বানকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও ভবিষ্যৎ উপাচার্যরাও ছিলেন। ছিলেন বিদগ্ধ অধ্যাপক অধ্যক্ষ সাহিত্যিক। সুতরাং ছাত্র সম্প্রদায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যথেষ্ট আশান্বিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অচিরেই তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। বিলম্বে হলেও নেতৃবৃন্দের বোধোদয় হল যে, "জাতীয় শাসনতন্ত্র না হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভব নয়।" অর্থাৎ পরাধীন দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সোনার পাথরবাটি। যে আশুতোষ চৌধুরী সর্বাগ্রে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন, তিনিই এক সভায় বললেন, "খতিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা এখন সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন (জাতীয় শিক্ষা মণ্ডলী) স্থাপিত করা স্থির করলেন। ছাত্রদের মন ভাঙল এতে। কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি। আর কোথায় তার একটা সস্তা অনুকরণ।"

ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। ছাত্রদের উৎসাহের আগুনে হতাশার ঠাণ্ডা জল ঢালা হল। "ছাত্র ধর্মঘট ভাঙল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ছাত্রেরা স্কুল কলেজে ফিরল। মনের মতো না হওয়ায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে খুব কম ছাত্রই যোগ দিল।" এদিকে বয়কট আহ্বানকারীদের মধ্যে অনেকেই আশুতোষ পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত রয়ে গেলেন—কেউ সেনেট সদস্য হিসেবে, কেউবা শিক্ষক হিসেবে।

এখন এই সব স্কুল কলেজ পালানো, মোহচ্যুত ভগ্ন মনোরথ ছাত্রদের পাঠ্যজীবনে পুনর্বাসিত করার ভার পড়ল আশুতোষের উপর। আন্দোলনের নেতাদের ব্যর্থতায় ব্রিটিশ সরকারের মনোবল বেড়ে গেছে। তারা আর কোন রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করতে রাজী নয় এবং যে কোনও রকম অভব্যতা অশালীনতা কঠোর হস্তে দমন করতে এবং অভিযুক্ত ছাত্র শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

শায়েস্তা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হুকুম জারি করেছে। এরকমই এক নির্দেশ জারি করেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হার্বার্ট রিজলে। আয়তনে দীর্ঘ হলেও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিবেচনা করে সম্পূর্ণ নির্দেশনামাখানি উদ্ধৃত করা হলো:

স্কুল-কলেজের উপর সরকারি হুলিয়া

**Students And Politics**

Government Action

*Simla, May 4. 1907.*

The following important letter has been addressed by Sir Herbert Risley on behalf of the Home Department to the Local Governments and Administrations:–

"I am directed to address you on the subject of the principles to be observed and the line of action to be followed with the object of protecting Higher Education in India from the dangers with which it is threatened by the tendency of both teachers and pupils to associate themselves with political movements and to take a prominent part in the organizing and carrying out of event of political agitation. This tendency is of comparatively recent growth, and the Government of India have refrained from adopting specific measures to counteract its effects, in the belief that the parents and teachers and the more sensible or less impressionable students could not fail to realize that the spirit of lawlessness and resistance to authority thus engendered among the young, is bound in the long run to set back the advance of genuine education, to injure the material prospects of students, and to subvert the traditional foundation of Indian family life."

"The Governor-General-in-Council entertains no doubt that the great majority of sensible Indian parents, whatever may be their political opinions, regard with the gravest apprehensions the imminent danger that education will be interfered with and efficiency of schools and colleges inspired by the mind of pupils and students being diverted from their proper work and by the relaxation of discipline which must inevitably result from their being allowed to take part in political agitation. The question affect the entire field of Higher Education, but the principles to be applied and the procedure to be adopted will differ as schoolboys or college students, school masters or Professors of colleges have to be dealt with."

**Preventive Measures**

"The case of pupils of the High Schools presents little difficulty. In the interest of the boys themselves, it is clearly undesirable that they should be distracted from their work by attending political meetings or engaging in any form of political agitation. In the event of such misconduct being persisted in and encouraged or permitted by masters or managing authorities, the offending school can, after due warning, be dealt with:

a) by the Local Government, which has the power of withdrawing any grant-in-aid, of withholding the privilege of competing for scholarships and of receiving scholarship holders;

b) by the University, which can withdraw recognition from the school, the effect of which is to prevent it from sending up pupils as candidates for Matriculation Examination. Action under the first head can be taken by the Local government of its own motion. Without reference to the University. Should this measure prove inadequate and should it be thought necessary to have recourse to the more severe punishment of the withdrawal of recognition or threat thereof, the facts of the case should be reported to the University, which alone is legally competent to inflict the requisite penalty.
In such cases I am to request that the following practice of the Government of India in conducting their own correspondence with University be followed. A communication may be addressed to the Registrar through the Rector of the University.

**The University Students**

"The case of students of affiliated colleges stands on a somewhat different footing. They are no longer schoolboys but undergraduates, and a certain proportion of them are bachelors of arts, who may reasonably claim some wider liberty of action than is permitted to schoolboys. In regard to them, therefore, the Government of India are not prepared to lay down as a general rule that mere attendance at political meetings, as distinguished from taking an active part in their proceedings, would necessarily call for the adoption of disciplinary measures against the college although, however, they admit that the degree of discipline which is essential for a schoolboy may be inappropriate and even undesirable in the case of a college student.

Still they must insist upon the Principals that colleges exist for the purpose of education and they cannot regard with indifference the conversion of such institution into centres for the dissemination of political doctrines of whatever character. If, therefore, certain students of an affiliated college were to attend political meetings and there so conduct themselves, so as to bring undesirable notoriety upon their college, or to engage in political agitation in such a way as to interfere with the corporate life and educational work of the place and still more, if such propagandism assume the form of picketing and open violence, it is obvious that the Local Government conerned could no longer remain passive but would be bound in the interest of education to take steps to procure withdrawal from college at any rate for a period, of privilege of affiliation to a University. In such a case it would probably be desirable, in the first instance, that a formal warning should be addressed to the Principal of the college by the Director of Public Instruction. If that warning were disregarded, the facts of the case would be reported by the Local Government through Rector to the Syndicate of the Universities.

**The Position of Teachers**

"The further question arises :–How far the participation of schoolmasters or Professors of colleges in political movements may be held to call for

disciplinary action against the institution in which they were employed. As to this, I am to say that the Government of India recognise that in this matter, the masters of High English School should not be treated as being in the same footing as their pupils. Although it is the firm intention of the Governor-General-in-Council to neglect no means of preventing schools and Colleges from being turned into centres of political agitation, he does not wish unduly to circumscribe the liberty of individual teachers. A school master has a right to his own opinion, as any one else, but he is subject to very special responsibilities and it is recognised in every civilized country that these responsibilities limit the extent to which the is entitled to give expression to his individal views. If, therefore, the public utterances of a schoolmaster are of such a character as to endanger the ordinary development of the boys under his charge by introducing into their immature minds, doctrine subversive of their respect for authority and calculated to impair their usefulness as citizens and to hinder their advancement in after life, his proceedings must be held to constitute dereliction of duty, and may properly be visited with disciplinary action. Still more, will this be case, if he is found to have personally conducted his pupils to a political meeting or to have deliberately encouraged their attendance at such a meeting for the purpose of educating them in his own political views.

**Latitude For Professors**

"The principle here laid down extends also to college professors but it cannot be applied so fully. A professor is dealing with more advanced and more responsible material than schoolmaster, and is everywhere recognised that he may claim a larger discretion in respect of the expression of opinion. But he also has his special obligations. If he abuses his position by diverting the minds of his students to political agitation, if he encourages them to attend politically or personally conducts them to such meetings, or if, while avoiding open propagandism, he adopts a line of action which disturbs and disorganise the life and work of the college at which he is employed, and if the Governing Body of the college fail to check such abuse, then it is clearly the duty of the University to interfere in the interest of the educational efficiency of which it is the constituted guardian. If the University were to refuse to control its affiliated colleges in this respect, it would fail to carry out the educational trust with which the law has invested it and it would be the duty of the Government to intervene."

বঙ্গদেশের চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে লিখিত উক্ত নির্দেশপত্রে ছাত্রদের যে কোন রকম রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত নির্দেশনামার এক কপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রেরিত হলে, সিণ্ডিকেট তা নথিবদ্ধ করে রাখে—

Read a letter from the Under Secretary to the Government of Bengal, forwarding for the information of the Syndicate, a copy of the Government

of India's Letter No. 332, dated the 4th May, 1907 regarding the association of teachers and students with political movements.

Ordered—to be recorded.

### তিন

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরকে আশ্বস্ত করেন যে সুকুমার মতি ছাত্রদের রাজনীতির বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখার জন্য সিণ্ডিকেট আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তদুত্তরে লাট সাহেবের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানানো হয়—

> Read a letter from the Secretary to the Government of India, in the Home Department stating that he has been directed by His Excellency the Viceroy and the Hon'ble Member in charge of the Home Department to express their gratification at the cordial support which has been given by the Syndicate to the endeavours of the Government of India to keep school boys and students away from politics.
>
> Ordered—To be recorded.

এদিকে পূর্বোক্ত সার্কুলারের ভিত্তিতে প্রত্যেক কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নরূপ নির্দেশনামা পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজ দায়িত্ব পালন করল:—

"The following two circulars were issued under orders of the Hon'ble Vice-Chancellor and the Syndicate to the Principals of affiliated colleges and Head Masters of recognised High Schools with a view to discourage the students from joining in any of the political demonstrations or ceremonies expected to take place on the 7th August and the 16th October:–

"To

**THE PRINCIPALS OF AFFILIATED COLLEGES**

I am requested by the Hon'ble Vice-Chancellor and the Syndicate of the University to invite your attention to the desirability, or more precisely, the necessity of your making the fullest use of all legitimate means within your power to prevent the students of your College from joining in political agitation or demonstration of any kind. The disastrous effects which premature meddling with Politics is sure to have on the minds and characters of young people, and how seriously it must interfere with the formation of habits of steady work and discipline, need not be dwelt upon at length; and it is known to all of us how sadly the prospects in life of many a promising Indian youth has been marred by such early misdirection of his thoughts and energies. There, however, is another aspect of the question on which a word may be said. The time evidently has come for teachers, to make energetic efforts to check, in every possible way, such conduct on the part of the youths entrusted to their charge as might tend further to alienate valuable sympathies from the cause of highter education. There can be no doubt that the reckless rushing of School boys and College students into Politics constitutes at the present moment a grave danger to the advance of culture and prosperity in this country."

"To

**THE HEAD MASTERS OF RECOGNISED HIGH SCHOOLS**

By direction of the Hon'ble Vice-Chancellor and the Syndicate of the University, I have the honour to request you to be good enough to exert yourself to the best of your ability with a view to keep the boys of your Institution from joining in any of the political demonstrations or ceremonies which are likely to take plae on the coming 16th of October. The Syndicate do not hesitate thus again to request your co-operation in this matter; for they feel convinced that in taking measures to prevent students and school boys from taking a premature part in political activity they are rendering the best service possible to the young people themselves as well as to those most nearly interested in their welfare."

## চার

যে 'Risley Circular' নিয়ে সারা বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে তোলপাড় হচ্ছে, কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই রিজ্‌লে সাহেবের নামেই এক পদক প্রদানের প্রস্তাব করে বসলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের প্রাক্তন সদস্য এবং ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ভাষাচার্য হরিনাথ দে মহাশয়। তজ্জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দু' হাজার টাকা দিতেও রাজী ছিলেন—

433. Read a letter from Harinath De, Esq, M.A., offering to place at the disposal of the University the sum of Rupees two thousand for the foundation of a Gold Medal to be named after the Hon'ble Sir Herbert Hope Risley, K.C.I.E., C.S.I., I.C.S. on the following conditions:–

(1) That the Medal shall be awarded to the best original composition in Sanskrit verse in a metre and on a subject to be specified by a subcommittee of three experts appointed for this purpose consisting of himself and two other Scholars, one of whom must be a European Sanskritist of approved attainments, to be named by the founder in his lifetime and after his death by the surviving members of the sub-committee, who shall also choose his successor from such graduates of the Calcutta University as have taken a First Class in the M. A. Examination in Sanskrit and also possess European qualification (*i.e.* who have studied in any European University).

(2) That any under-graduate of an Indian University may compete for the Medal, provided that he produces a certificate from the Principal of his College that the exercise submitted by him is his own composition.

(3) That on or before the 4th January in each year the Registrar of the University of Calcutta shall give public notice of the subject of the Sanskrit ode, and that all exercises must be sent to the Registrar, Calcutta University, on or before February 12th of the following year.

(4) That each candidate shall send five copies of his exercises written in the Devanagri character with a literal English translation of the same to the Registrar, Calcutta University. The exercises shall bear a motto but not the candidate's name and shall be accompanied by a sealed envelope bearing the same motto outside and containing the candidate's name and College.

(5) That the exercises shall be examined by the sub-committee of three mentioned in clause (1) and the Medal shall be awarded to the candidate whose exercise they shall consider to be the best, but the sub-committee shall not be bound to award a Medal if no exercises which in their judgement is worthy of the Medal, shall be sent in.

(6) That no exercises shall exceed one hundred lines and that the exercises of the successful candidates shall be printed in part II of the Calcutta University Calendar.

(7) That for the present the sub-committee shall consist of–
Dr. G. Thibaut, C.I.E., D.Sc., Ph.D.
Pandeya Ramavatara Sarma, M.A. Sahityacharyya.
Harinath De, Esq., M.A.,

Resolved—

That it be explained to Mr. Harinath De, that to enable the Syndicate to take his offer into consideration he should be good enough to state (1) whether he would be willing to raise the sum offered to Rs. 2500 which the Syndicate consider the minimum required for the foundation of a Gold Medal and (2) whether he would agree to the appointment of the Examiners of the prize odes being left altogether to the Syndicate; also that Mr. H. N. De be requested to procure from Sir H. Risley a written statement to the effect that the foundation of the Medal to be named after him, has his consent.

(Syndicate, 12.2.10)

অবশ্য ব্যাপারটা এরপরে আর এগোয়নি। কারণ—প্রস্তাবকের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের জিজ্ঞাসার কোন জবাব পায় নি।

## পাঁচ

আশুতোষের তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। একেই তো দেশবাসী তাঁর উপাচার্যপদ গ্রহণ ভালভাবে মেনে নেয় নি; তদুপরি যে সকল স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত সার্কুলার ও নতুন নতুন ফরমান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তিদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ আসতে থাকে।

সেকালে বাংলাদেশের স্কুলগুলিতে এক ধরনের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্কুলগুলির

অনুমোদন ও পরীক্ষা গ্রহণের ভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু যে পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অনুমোদন দেওয়া হতো, তার দায়িত্ব ছিল ডি. পি. আই. মারফৎ ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ইনস্পেকটরদের হাতে। তারা সবাই সরকারী কর্মচারী। ফলে সরকারী নীতির বিরোধিতা করে কোনও স্কুলের পক্ষে অনুমোদন পাওয়া ছিল একান্ত দুরূহ।

আবার এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও তখন সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকার মনোনীত সদস্যরাই তার পরিচালকমণ্ডলী। উপাচার্য হাইকোর্টের বিচারক হলে কি হবে, তিনিও সরকারী কর্মচারী। জজ হবার সুবাদে তাঁকে সরকারী আইনকানুন অধিকতর কঠোরভাবে প্রয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। একজন বিচারকের পক্ষে কোনও ছাত্র বা শিক্ষকের সরকারী বিধি-নির্দেশ লঙ্ঘন ও অমান্য করার অপরাধ লঘুভাবে দেখার সুযোগও কম। সুতরাং এমনি এক জটিল উভয়-সঙ্কট পরিস্থিতিতে উপাচার্য আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করতে হচ্ছিল।

আশুতোষ কার্যভার গ্রহণ করার অনতিকাল মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একে একে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগ এবং দুর্বিনীত ছাত্র, শিক্ষক ও স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ (নির্দেশনামা বলাই সঙ্গত) আসতে থাকে। আশুতোষকে তখন দ্বৈত ভূমিকায় কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। দশটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের—তা সমাজবিরোধী হোক আর বাংলা ভাগ বিরোধী হোক—বিচার করছেন; আবার পাঁচটার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে সকল ছাত্র শিক্ষক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে তাঁকে তাদের বিচার করতে হচ্ছে। জজিয়তি চাকরিসূত্রে আইন আদালতে যে কাজ খুব সহজ, উপাচার্য হিসেবে সিণ্ডিকেট মিটিং-এ সে কাজ তত সহজ ছিল না। বিশেষতঃ যে সিণ্ডিকেটে তিনি একাই সব নন। সেখানে সরকারপন্থী ও বঙ্গভঙ্গ সমর্থক ব্যক্তিরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই উভয়সঙ্কট পরিস্থিতিতে আশুতোষ ধীরে চল, সমঝে চল নীতি অবলম্বন করলেন; কারণ ছাত্র আন্দোলনের ফলে একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অস্থির অবস্থা চলছে, তার উপর সরকারী হুকুমনামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গেলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ হবে। তাই সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের ছাত্রদের বেয়াড়াপনার ও অবাধ্যতার জন্য চোখ রাঙানি, শাসানি, কৈফিয়ৎ তলব, সতর্কীকরণ, কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ জারি, আবার তজ্জন্য সময়বৃদ্ধি ইত্যাদি কালহরণজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। আবার সরকারকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্র শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের বেয়াদপির জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারও তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

প্রায় ছয় বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার যে কয়টি স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলী মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নালিশ জানিয়েছিল, সে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে যেটুকু উল্লেখ আছে, তা স্বাধীনতার ইতিহাসের অঙ্গ এবং সে সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন এই কারণে যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী সরকারের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী সে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কথা আজ কারো মনে নেই। বিশেষতঃ স্বাধীনতার মাশুল দিতে গিয়ে দ্বিতীয় বার বাংলা ভাগে সে সকল স্কুল কলেজ প্রায় সবই বর্তমানে বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবার ফলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তারা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সেই অনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং তাদের গোষ্ঠীগোত্র স্বভূমি থেকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যদিও স্কুল কলেজগুলি প্রায়

সবই বর্তমান আছে, কিন্তু তাদের গরবে গৌরবান্বিত বোধ করার কেউ নেই, ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ হবার কেউ নেই। তথাপি উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী যে সকল সংগ্রামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনামী সংগ্রামীদের কথাকাহিনী লোকচক্ষুর আড়ালে রক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র থেকে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করে জনসাধারণ্যে তুলে ধরা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। কারণ, তা না হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সংগ্রামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও তার শিক্ষক ছাত্র ও পরিচালকমণ্ডলী সেই সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল উপেক্ষিতই থেকে যাবেন।

## আশুতোষের দৃঢ়তা: ফুলারের পদত্যাগের নেপথ্য কাহিনী

স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণে সর্বপ্রথম অপরাধী সাব্যস্ত হল পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের বনওয়ারী লাল হাই স্কুল ও ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল। ঐ দু'টি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে—সরকারের দৃষ্টিতে যা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বলে গণ্য। স্কুল দু'টির অনুমোদন প্রত্যাহারের জন্য নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট ব্যামফিল্ড ফুলার সুপারিশ করেছেন এবং সিরাজগঞ্জে একটি সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। এই দু'টি স্কুলের ব্যাপারে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছোট লাট, বড় লাট, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে বিলাতে ভারত সচিব পর্যন্ত জড়িয়েছিলেন।

আশুতোষ উপাচার্য পদে যোগদানের (৩১শে মার্চ ১৯০৬) আগের সপ্তাহের সিণ্ডিকেটে (তিনি তখন সিণ্ডিকেট সদস্য) উক্ত দুটি স্কুল সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

**Syndicate dated 23.3.1906**

668. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, stating that on account of the recent serious misbehaviour of the students and teaching staff of the Banwari Lal and Victoria High Schools at Serajgonj in Pabna and their persistent disobedience of the orders issued to them, the Lieutenant Governor has been forced to recommend to the Syndicate that the recognition at present extended to those two institutions should be withdrawn, and that he has given orders for the establishment of a Government School at Serajgonj.

Read also a letter from the Proprietor, Banwarilal H. E. School, Serajgonj, requesting that he may be supplied with a copy of the correspondence relating to the withdrawal of the privileges of recognition from the above named school, in order to enable him to submit an explanation in defence of his school.

Ordered—

(1) That copies of papers received from Government recommending the withdrawal of the privileges of recognition from the Banwarilal and Victoria High School at Serajgonj be sent to the Secretaries of these schools and they be asked to furnish within six weeks information as to what action, if any, they have taken with reference to the disturbances which are alleged to have taken place at Serajgonj and to show reasons why the privileges of recognition should not be withdrawn from their schools.

(2) That the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam be informed of the action taken.

(3) That the proprietor, Banwarilal H. E. School, Serajgonj, be informed that a copy of the papers has been sent to the Secretary of his school.

দেখা যাচ্ছে লাট সাহেবের হুকুমে ও ইচ্ছানুসারে পত্রপাঠ স্কুলের অনুমোদন বাতিল না করে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়েছে, একতরফা ভাবে হুকুম তালিম করেনি। আবার এদিকে যে বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে ঘুমিয়ে নেই বরং যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে সে সম্পর্কেও লাট সাহেবকে আশ্বস্ত করছে। যথাসময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্য পাঠালেন এবং সে জবাব সিণ্ডিকেটে পেশ হল এবং সিদ্ধান্ত হল:

**Syndicate 28.7.1906**

63. The Registrar laid before the Syndicate the explanations submitted by the authorities of the Victoria H. E. School and B. L. H. E. School, Serajgonj, showing cause why the privilege of recognition should not be withdrawn from those institutions, and other papers connected with the case.

Ordered—

That the matter be brought up again when the new regulations come into force and that meanwhile the connected papers be printed and circulated to the members.

এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে জবাব পেয়েও বিশ্ববিদ্যালয় তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিল না, এবং ভবিষ্যতে যখন নতুন রেগুলেশন প্রস্তুত ও প্রয়োগ হবে, সে পর্যন্ত ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভেতরে ভেতরে জল অনেক ঘোলা হয়েছিল। আশুতোষ দেখলেন স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ, উত্তেজনায় টগবগ করছে। এই অবস্থায় ছোট লাট ফুলারের আবদার রক্ষা করতে গেলে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে মাত্র। সুতরাং ঐ সব বালখিল্য কাণ্ডকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না। তাই গয়ং গচ্ছ নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। অথচ ফুলারের আর তর সইছে না। তিনি স্কুল দু'টির অনুমোদন বাতিলের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। আশুতোষ তখন ফুলারের জেদের পরিণতি কি হতে পারে তা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বড়লাট লর্ড মিন্টোকে লিখলেন—

"Let me point out to Your Excellency that if the Lieutenant Governor insists on taking action by the University, the result will be acrimonious public discussion in the Senate and outside...The administration will be bitterly attacked. I therefore, think it most desirable to avoid such a contingency."

"বলা বাহুল্য, লর্ড মিন্টো লর্ড আশুতোষের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন এবং ফুলারকে এই অনুরোধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিলেন। বাংলার সেই আগ্নেয় পরিবেশে স্কুল কলেজগুলির ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা স্বাভাবিকভাবেই জেগেছিল। দূর থেকে আশুতোষ সেটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং উপাচার্যরূপে সেদিন তিনি এই ঘটনা উপলক্ষে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সেদিনকার সংবাদপত্রগুলিতে যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু ঘটনাটির শেষ এখানেই নয়। আচার্যের অনুরোধ সত্ত্বেও ফুলার তাঁর জেদ ত্যাগ করলেন না—তিনি লর্ড মিন্টোকে সোজাসুজি লিখে পাঠালেন যে, হয় তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হবে, নতুবা তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে হবে।

মিন্টো তখন আশুতোষের কাছে লিখলেন: "সিণ্ডিকেট বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে কিনা," উত্তরে আশুতোষ জানালেন, "ইহা অসম্ভব"। সমগ্র বিষয়টি তখন ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হয়। লর্ড মর্লে তখন ভারত সচিব। তিনি আচার্যের মতই বহাল রাখলেন এবং তারযোগে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ সম্মতি বড়লাটকে জানিয়ে দেন।"

অর্থাৎ আশুতোষের সিদ্ধান্ত বহাল রইল; ফুলারের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল। যে ফুলার সারা পূর্ববঙ্গে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, স্যার আশুতোষের দৃঢ়চিত্ততায় তাঁকে মাথা নত করে সরে যেতে হল। পূর্ববঙ্গবাসী অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অবশেষে পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারী স্কুল দু'টির অনুমোদন প্রত্যাহার বিষয়ক চিঠি প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে যে চিঠি লেখেন তা সিণ্ডিকেটে বিবেচিত হল এবং নথিবদ্ধ হল।

> 15.9.06
>
> 286. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, stating that he is desired by the Lieutenant Governor of the Province to withdraw the recommendation made in his letter No. 840 F. C. dated the 10th February last, for the withdrawal of recognition from the Banwarilal and Victoria. H. E. Schools at Serajgonj.
>
> Ordered—To be recorded.

আশুতোষ সেদিন দৃঢ়তার সঙ্গে ফুলারের অন্যায় জেদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে এবং তাঁর একগুঁয়ে মনোভাবে সায় দিয়ে স্কুলের অনুমোদন বাতিল করলে সরকারী বাহ্‌বা হয়তো পেতেন, কিন্তু বাংলার জতুগৃহ অবস্থার তাতে অবনতি বই উন্নতি হতো না। তবে এই ঘটনার জন্য পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষকে মূল্য দিতে হয়েছিল। অবশ্য সে স্বতন্ত্র কাহিনী এবং আলাদাভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

## ছয়

এরপরের ঘটনা শ্রীপুর-বনগ্রাম সেঞ্চুরি স্কুলকে নিয়ে। ঐ স্কুলের ছাত্রগণ ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে রায়ঘাট স্টীমার ঘাটে জনৈক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোককে নিগৃহীত করে বলে অভিযোগ। রেজিস্ট্রার ও উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টারের মধ্যে এ ব্যাপারে চিঠিপত্র চালাচালি হয়। সেগুলি সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্রদের সংযত রাখতে না পারার জন্য সিণ্ডিকেট অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিয়ে এ ব্যাপারে পরিসমাপ্তি ঘটায়—

> 419. The Registrar laid before the Syndicate the correspondence that has passed between him and the Head Master, Sripur-Banagram Century School, with regard to an assault on a European gentleman at the steamer station Raighat on or about the 24th November, 1905, in which some students of the School were implicated, who were subsequently convicted and fined by Criminal Court.
>
> Ordered—
>
> That the Head Master of the School be informed that the Vice-Chancellor and Syndicate view with displeasure the unruly conduct

> of the boys of his school and the want or control on the part of the school authorities over their students as indicated by the occurrence of the 24th of November last, and that the school authorities be warned that a repetition of such unruly behaviour on the part of the students will render the school liable to have the privileges of recognition withdrawn from it.

ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারীর কাছ থেকে পরীক্ষা বিধি সংশোধনের এক প্রস্তাব এল। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, পরীক্ষা বিধি এমনভাবে সংশোধন করা হোক যাতে পরীক্ষা আরম্ভের দশ দিন আগে পর্যন্ত ছাত্রদের আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির উপর নজর রেখে তবেই তাদের Fee-Receipt দেওয়া হয়। এই Fee-Receipt বর্তমানের Admit Card-এর সমতুল্য। সেকালে কোন ছাত্র পরীক্ষার ফি জমা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তাকে রসিদ দিত, এবং সেই রসিদে ছাত্রের নাম, পরীক্ষার নাম, বৎসর, রোল নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ থাকত। Fee-Receipt হাতে না আসা পর্যন্ত ছাত্রদের পরীক্ষায় বসা সম্পর্কে নিশ্চয়তা ছিল না। চীফ্ সেক্রেটারী মহাশয়ের আশা ছিল যে পরীক্ষার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত Fee-Receipt আটকে রাখতে পারলে ছাত্ররা ভয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের সংযত রাখবে। এটা ছাত্রদের ওপর এক রকম পরোক্ষ চাপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এই অযৌক্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করেনি—

> 414. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, suggesting that a rule to the following effect might, with advantage, be introduced in Chapter XXX after Rule 5, in Chapter XXXI after rule 3, in Chapter XXXII after Rule 3, and so on for other Examinations:–
>
> "Examination Fee-Receipts shall not be issued by Principals of Colleges (or Head Masters of High Schools as the case may be) till ten days before the examination commences. Irregularity of attendance, or undisciplinary conduct on the part of any student up to this date, will justify the Principal (or the Head Master) in withholding the fee-receipt. Candidates from whom fee receipts are withheld will be excluded from the Examination. And Principals (or Head Masters) may further exclude from the Examination any candidate at the centre at which he presides, who is guilty of any grave breach of discipline or decorum up to or during the Examination. Should any such case as is contemplated in the rule arise, the name of the candidate and the reasons for his exclusion should be at once reported to the Registrar."
>
> Ordered—
>
> That the letter be recorded and that the suggestion therein made be brought up again for consideration when the question of amending the Regulations comes up before the Syndicate.

অর্থাৎ চীফ-সেক্রেটারীর প্রস্তাব পুরোপুরি ধামা চাপা দেওয়া হল।

এদিকে একের পর এক পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সে সকল স্কুল কর্তৃপক্ষকে সতর্কীকরণ করে দিতে থাকে বা কারো কারো কাছ থেকে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার অঙ্গীকারপত্র দাবী করে।

অভিযুক্ত স্কুলগুলির নাম পরপর উল্লেখ করা গেল, সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সমেত—

**Hasan Ali Jubilee School, Tippera**

The Syndicate learn with regret that discipline in this School leaves much to be desired. It is evident that for shortcomings in this respect the Headmaster must be held responsible. (19.6.1308)

**Gabha H. E. School, Barisal**

Strenuous measures should be taken to improve discipline, and the staff as well as the Managing Committee should discourage boys from taking part in political agitation or demonstration of any kind. (20.6.1908)

**Lakshipur H. E. School, Noakhali**

The Syndicate learn with regret that quite recently the discipline in this school left so very much to be desired, and they trust that the Managing Committee and the staff will do their best to maintain the better state of things which, the Inspector thinks, is prevailing at present. (25.6.08)

**Raja Suryakumar Institution, Rajbari**

The Syndicate give to the school an emphatic warning with regard to discipline. Any attempt on the part of the boys to join in agitation or demonstration of a political character must be discouraged by the Managing Committee and the teaching staff in the most energetic way. (25.6.08)

**Perozpur High School, Barisal**

The Syndicate wishes to remind the authorities of the school that the school must be managed in strict compliance with the term of the Circular letter No. 332, dated the 4th May, 1907, from Sir Herbert Risley, K.C.I.E., C.S.I. ... and trust that the authorities will, accordingly, use their best endeavours to discourage the boys from associating themselves in any way, with political agitaton or demonstration of any kind. (25.6.08)

**Kotwalipara Union Institution, Faridpur**

The attention of the Managing Committee and the teaching staff is particularly drawn to the need of strict discipline being maintained and the boys being discouraged from joining in political agitation and demonstration of any kind. Any contraventon of the existing rules on this subject would result in the withdrawal of recognition (25.6.08)

**Sunamganj Jubillee School, Sylhet**

Syndicate strongly object to any one who holds the position of Headmaster of a recognised School taking active part in political agitation. (27.6.08)

**Patuakhali H. E. School, Barisal**

The undesirable state of things set forth in Inspector's report ... calls for special notice. It is of course essential for the welfare of the School that the staff should have been allowed to take part in political discussion to such an extent as thereby to prejudice the interests of the school is regrettable in the highest degree and the Syndicate trust that this condition of things will not be allowed to continue (27.6.08)

**Satirpara Kalikumar Institution, Dacca**

The School appears to require a serious warning against participation in

political agitation. Papers representing extreme political views should not of course be taken in (27.6.08)

**Idilpur High School, Faridpur**

Teachers should of course carefully abstain from referring to politics in their classes. The special attention of the Managing Committee is invited to this point. (27.6.08)

**Murapara Victoria High School, Dacca**

Early and strongest measures should be adopted to improve discipline. This is an absolutely essential requirement. (4.7.08)

**Madaripur H.E. School, Faridpur**

There is an absolute need of better discipline being maintained in future. The school must not be allowed to mix itself up with politial agitation of any kind and to ensure this reconstitution of the Managing Committee appears to be urgently called for. The Secretary of the Managing Committee ought to be a person animated by single-minded devotion to the true interest of the School and not liable to be influenced by either personal or political consideration. (8.7.08)

## সাত

সে সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনাধীনে সর্বমোট প্রায় ৬৫০টি হাই স্কুল ছিল। বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম এবং ব্রহ্মদেশব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে অবস্থিত এসমস্ত স্কুলে এযাবত কাল কোন পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল না। স্কুল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, কমিটি গঠন, শিক্ষকদের মাহিনা, উপযুক্ত ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যাপারে কোন নিয়ম নীতির বালাই ছিল না। এককথায়, বেশীর ভাগ স্কুলেই ছিল চরম বিশৃঙ্খলা ও দৈন্যদশা। ১৯০৭ সালে প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই আশুতোষ স্কুলগুলির দুরবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"They are, without exception, undermanned, of libraries and laboratories, there are only few which can satisfactorily stand the scrutiny of most reasonable test."

একথা কারো অজানা নয় যে ব্রিটিশের তৈরী ১৯০৪ সালের ভোঁতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে আশুতোষ স্বকৃত রেগুলেশন মারফত ধারাল ইস্পাতে পরিণত করেন। তিনি নতুন রেগুলেশন অনুসারে স্কুলগুলির প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে সরেজমিনে তদন্ত ও পরিদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা তাঁর মনোগত অভিপ্রায়, তার প্রথম ধাপই ছিল স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি, পরিবেশ পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও সঠিক উন্নতি সাধন। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশ না ঘটলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের আশা দুরাশামাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্যেকটি স্কুল সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হল।

তখন স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে। সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছাত্র সম্প্রদায়—বিশেষতঃ হাই স্কুলের ছাত্রগণ। তখন কলেজ কটিই বা ছিল। জেলাপ্রতি একটিও নয়। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় পূর্ব বঙ্গের গ্রাম গ্রামান্তরে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে

লাগে। কারণ সেকালেও স্কুল ও ছাত্র সংখ্যায় পূর্ববঙ্গ ছিল অগ্রণী। ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি স্কুলই কমবেশী স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যেও নিম্নলিখিত স্কুলগুলির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তদন্ত রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার প্রশ্নে তাদের সম্পর্কে ছিল বিরূপ মন্তব্য:—

| | | |
|---|---|---|
| ১. | হবিগঞ্জ হাই স্কুল | — শ্রীহট্ট |
| ২. | জামালপুর ডোনো হাই স্কুল | — ময়মনসিংহ |
| ৩. | বাঙ্গোরা হাই স্কুল | — ত্রিপুরা |
| ৪. | ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউশন | — ফরিদপুর |
| ৫. | সিরাজগঞ্জ ব্রিজলাল ফ্রি স্কুল | — পাবনা |
| ৬. | গৈলা হাই স্কুল | — বরিশাল |
| ৭. | বাবুরহাট হাই স্কুল | — ত্রিপুরা |
| ৮. | ভোলা এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ৯. | মহারাজগঞ্জ মার্চেন্টস্ এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ১০. | ডব্লিউ. বি. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন | — উজিরপুর, বরিশাল |
| ১১. | বইসারি এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ১২. | কার্তিকপুর এইচ. ই. স্কুল | — ফরিদপুর |
| ১৩. | সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া স্কুল | — পাবনা |
| ১৪. | চিকনদি হাই স্কুল | — ফরিদপুর |
| ১৫. | বানারিপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন | — বরিশাল |
| ১৬. | ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন | — বরিশাল |
| ১৭. | মাদারিপুর এইচ. ই. স্কুল | — ফরিদপুর |
| ১৮. | শোলক ভিক্টোরিয়া এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ১৯. | বাটাজোড় এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ২০. | টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী এইচ. ই. স্কুল | — ময়মনসিংহ |
| ২১. | গাভা এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ২২. | রাজা সূর্যনারায়ণ ইনস্টিটিউশন, রাজবাড়ী | — ফরিদপুর |
| ২৩. | পীরোজপুর হাই স্কুল | — বরিশাল |
| ২৪. | কোটালিপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন | — ফরিদপুর |
| ২৫. | সুনামগঞ্জ জুবিলী স্কুল | — শ্রীহট্ট |
| ২৬. | পটুয়াখালী এইচ. ই. স্কুল | — বরিশাল |
| ২৭. | সাটিরপাড়া কালীকুমার ইনস্টিটিউশন | — ঢাকা |
| ২৮. | ইদিলপুর হাই স্কুল | — ফরিদপুর |
| ২৯. | ঝালকাটি হাই স্কুল | — বরিশাল |
| ৩০. | বগুড়া হাই স্কুল | — বগুড়া |
| ৩১. | লক্ষ্মীপুর এইচ. ই. স্কুল | — নোয়াখালি |
| ৩২. | ন্যাশনাল হাই স্কুল | — চট্টগ্রাম |
| ৩৩. | রাজকুমার এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন, বাজিতপুর | — ফরিদপুর |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৪. | বাজিতপুর এইচ. ই. স্কুল | — ময়মনসিংহ |
| ৩৫. | মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল | — ঢাকা |
| ৩৬. | রহমতপুর হাই স্কুল | — বরিশাল |
| ৩৭. | হাসান আলি জুবিলী স্কুল | — ত্রিপুরা |
| ৩৮. | বাকেরহাট এইচ. ই. স্কুল | — ? |
| ৩৯. | শিবসাগর হাই স্কুল | — আসাম |
| ৪০. | এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — ত্রিপুরা |
| ৪১. | নবীনগর হাই স্কুল | — ত্রিপুরা |

স্কুল পরিদর্শকদের প্রতিবেদনে উপরোক্ত স্কুলগুলিতে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সমূহের পরিচালকমণ্ডলীকে চিঠি দিয়ে জানান যে তারা সরকারী নির্দেশ মতো আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্কুল পরিচালনা করবে—এতদর্থে তাদের এক একরারনামা বা প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে হবে। এই বিষয়ে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

902. Read a report from Dr. P. K. Roy, D. Sc., on the alleged want of discipline in certain recognised schools in Eastern Bengal.

Resolved—

That the managing authorities of the schools concerned be called upon to give an assurance to the Syndicate that they are prepared fully and faithfully to comply with the terms laid down for High Schools in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 332, dated the 4th May, 1907 and that they be informed that the schools will be specially inspected six months hence, with a view to ascertaining whether their condition is satisfactory and such as to justify a continuation of the privilege of recognition by the University.

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে সকল স্কুলে জোরদার আন্দোলন চলছিল তাদের কাছে বেশ কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ তবল এবং মুচলেকা দাবী করা হয়। বিশেষভাবে চিহ্নিত স্কুলগুলি থেকে যে যে বিষয়ে মুচলেকা চাওয়া হয়েছিল, তার বয়ান মোটামুটি নিম্নরূপ:

1077. Read a report from the University Inspector on Madaripur H. E. School.

Ordered—

(i) That a copy of the report be forwarded to the authorities of the school with the intimaiton that the Syndicate have learned with much regret that students as well as teachers of the School have been allowed to take active part in political movements and they accordingly demand as a preliminary condition for the continuance of recognition of the school that a declaration signed by the members of the Managing Committee as well as by all the members of the teaching staff be submitted to the Syndicate within three weeks from the receipt of this conmunication to the effect that they are prepared to manage the school in full and loyal

compliance with the terms of the Circular letter No. 332, dated the 4th May. 1907, from Sir Herbert Risley, K. C. I. E., C. S. I., Secretary to the Government of India, Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, General Department and will, accordingly, use their best endeavours to discourage the boys from associating themselves, in any way, with political agitation or demonstration of any kind. That the Committe be further asked to call upon all the Teachers formally to pledge themselves not to make any attempts to disseminate their political views among the boys, and to use their influence in a way likely to further the action of the committee demanded above. A report on the steps taken by the committee in this latter matter should accompany the 'declaration'.

পাছে এই নির্দেশ অমান্য করলে স্কুলের অনুমোদন নিয়ে টানাটানি পড়ে এই আশঙ্কায় সামান্য কয়টি ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্বোক্ত তালিকার প্রায় সব স্কুল কর্তৃপক্ষ বেশী গড়িমসি না করে তড়িঘড়ি মুচলেকা দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। অঙ্গীকার-পত্র দানকারী এমন দু'টি স্কুলের উল্লেখ করা গেল দৃষ্টান্ত রূপ—

1081. Read a letter from the Secretary, Edward Institution, Brahmanbaria, stating with reference to this office letters No. 391, dated the 30th July, 1907 that the Managing Committee of the School are prepared fully and faithfully to observe all the terms laid down for High Schools by the Government of India in their Notification No. 332, dated the 4th May, 1907.

Ordered—To be recorded.

1221. Read a letter from the members of the Managing Committee of the Nabinagar H. E. School giving a definite assurance to fully and faithfully observe all the terms laid down for High Schools by the Government of India in their Notification No. 332 dated the 4th May, 1907.

Ordered—To be recorded.

## আট

### বরিশাল বি.এম. স্কুল/কলেজের উপর সরকারি আক্রোশ

কার্যক্ষেত্রে যে যাই করুক, কাগজ কলমে এরকম অঙ্গীকার-পত্র দিয়ে প্রায় সব স্কুলই নিজেদের অনুমোদন রক্ষা করে। কিন্তু কয়েকটি স্কুলের সঙ্গে এ ব্যাপারে দীর্ঘ দিন টানাপোড়েন চলে। সরকারী মহল এদের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকে এবং এদের বিরুদ্ধে নালিশ করে করে বিশ্ববিদ্যালয়কে উত্যক্ত করে মারে। সরকারী সংজ্ঞানুসারে এজাতীয় 'দুষ্ট' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের (বি. এম. কলেজ) কথা। খ্যাতনামা জননেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ ছিল বঙ্গদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ও সৈনিক তৈরীর অন্যতম পীঠস্থান। ঐ স্কুল ও কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছিলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে দায়ের করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় তার অনেকগুলির উপর কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ফাইলবন্ধ করে রাখে, কোন কোনটা মন্তব্যের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আনে, কিছু বা কলেজ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির কাছে প্রেরণ করে। সে সময় বি. এম. কলেজ ও স্কুল নিয়ে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক ধরনের ট্রাপীজ খেলা চলছিল যেন। একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর এই অভিযোগ, তদন্ত, মন্তব্য ও জবাবের খেলা চলে এবং কালক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থিতিয়ে আসতে আসতে তার সমাপ্তি ঘটে। এককালে বাংলার জনচিত্ত আলোড়নকারী সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে নিচে লিপিবদ্ধ হল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, বি. এম. স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই কানামাছি খেলার সূত্রপাত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ডি. পি. আই. থেকে প্রাপ্ত কিছু গোপন চিঠি পত্র থেকে; যাতে অভিযোগ করা হয়েছে:—

> 1348. Read a confidential letter from Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting, in continuation of his letter No. 84C/18 dated the 14th May, 1908, certain facts about Babu Bhabaranjan Majumdar, a teacher of the Brajamohan Institution, Barisal.
>
> Read also a confidential letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting that certain political meetings were held at Barisal in which the students of the Brajamohan Institution took active part.
>
> Ordered—
>
> That copies of the above communications be forwarded to the gentlemen appointed to inspect and report on the Brajamohan Institution, Barisal. (18.7.1908)
>
> 1594. Read letters from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, furnishing further reports on the Raj Kumar Edward Institution, Bajitpur, the Chikandi High School, the Brajamohan Collegiate School and the Jhalakati High School.
>
> Ordered—To be recorded.
>
> 1595. Read letters from the University Inspector of Colleges, having reference to this office endorsement Nos. 393 and 394, dated the 20th July, 1908, forwarding copies of letters from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, containing reports of certain political meetings in which the students of the Brajamohan Institution, Barisal, took part.
>
> Ordered—To be recorded.

ইতিমধ্যে অন্যান্য স্কুলের মতো বি. এম. কলেজিয়েট স্কুল সম্পর্কে স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেটে এল। যেহেতু আর দশটা স্কুলের মতো বি. এম. কলেজিয়েট স্কুল রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরত থাকার কোনও অঙ্গীকারপত্র তখনো দেয়নি, এবং সরকার থেকে নালিশের পর নালিশ আসতে শুরু করেছে, তাই সিণ্ডিকেট অবিলম্বে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করার জন্য স্কুলকে নির্দেশ দেয়:—

> 1075. Read the report on the B. M. Collegiate School, Barisal.

Ordered—

(i) That a copy of the report be forwarded to the authorities of the School and that they be informed–

(a) That a continuance of the recognition of the school will depend in the first place on satisfactory assurances being given that strict discipline will be maintained in the future and that the boys will cease to mix themselves up with political agitation; and that accordingly the Syndicate call upon the Managing Committee of the school to submit within a fortnight from the date of this communication, a declaration signed by all the members of the committee as well as by the members of the teaching staff to the effect that they are prepared to manage the school in strict and loyal compliance with the terms of the Circular letter No. 332, dated the 4th May, 1907, from Sir Herbert Risley, K.C.I.E., C.S.I., Secretary to the Government of India, Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, General Department and will, accordingly, use their best endeavours to discourage the boys from associating themselves, in any way, with political agitation or demonstration of any kind. That the Committee be further asked to call upon all the teachers formally to pledge themselves not to make any attempts to disseminate their political views among the boys, and to use their influence in a way likely to further the action of the Committee demanded above. A report on the steps taken by the Committee in this latter matter should accompany by the 'declaration'. (20.6.1908)

এই নির্দেশ পাওয়ার পর বি. এম. কলেজিয়েট স্কুলের সম্পাদক স্কুলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে এবং অঙ্গীকারপত্র দান থেকে অব্যাহতি চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানায়। বি. এম. স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই অভিযোগ অস্বীকৃতির প্রতিকার কল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধামা চাপা দেবার ও কালহরণের চিরাচরিত রীতি অবলম্বন করলেন। তাঁরা ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য বাংলার শিক্ষাজগতের কয়েকজন খ্যাতনামা মনীষীকে নিয়ে এক শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং উভয় পক্ষকে উক্ত কমিটির কাছে তাদের বক্তব্য পেশের জন্য নির্দেশ দেন:—

1652. Read a letter from the Secretary, Managing Committee, Barisal Brajamohan Collegiate School, requesting that under the circumstances therein stated, the Hon'ble Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to reconsider their order demanding a declaration from the teaching staff and the Managing Committee of the School as communicated in this office letter No. 586, dated the 27th July, 1908.

Ordered—

That a copy of the above letter be forwarded to the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, for information.

Resolved—

(i) That as the fact set forth in the report on the inspection of the School Department of the Brajamohan Institution, Barisal, are disputed and the allegations made against the Institution are emphatically denied, the Syndicate find it impossible to judge the case fairly and to pass any final orders thereon without a thorough and independent enquiry.

(ii) That a committee be appointed to investigate and report on the condition of the Brajamohan Institution, College and School Departments, with special reference to the allegations that the Governing Body, the instructive staff and the students have taken part in political agitation and demonstration in such a manner and to such an extent as to prejudice its character as a place of sound education and discipline.

(iii) That the Committee consist of the following Members of the Senate:–
Sir Gooroo Dass Banerjee kt. M.A., D.L., Ph.D. President
The Hon'ble Mr. S. P. Sinha.
Professor P. Bruhl, M.I.E.E., F.C.S., F.G.S.
Professor J.A. Cunningham. M.A., F.C.S., A.R.C.S.I.,
Dr. G. Thibaut, C.I.E., Ph.D., D.SC.

(iv) That the Committee be authorised to take evidence and to adopt such other measures as may be necessary to enable them to submit a full report in the matter.

Ordered—

(i) That a copy of the above resolutions be forwarded to the Government of Eastern Bengal and Assam, through the Director of Public Instruction of the Province, wth the intimation that in order to make the enquiry as full and satisfactory as possible it would be necessary that the Government should furnish the Syndicate with a statement of the case against the Institution and should be prepared to support the statement by evidence.

(ii) That the Government be further informed that the evidence which they may desire to adduce will be taken in Calcutta by the Committee who will commence their proceedings early in November.

Ordered Also—

That a copy of the foregoing resolutions and orders be forwarded to the Secretary to the Governing Body of the Brajamohan Institution and he be informed that the authorities of the Institution will have a full opportunity of defending their position before the Committee. (22.8.1908)

কয়দিন না যেতেই ডি. পি. আই., কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তৎসহ পুরো প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন:—

1726. Read letters from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting against Babu Satischandra

Mukherjee, a teacher in the Bajamohan Collegiate School; also forwarding further reports on the Institution.

Ordered—

That the letters be circulated among the members of the Syndicate and brought up again at their next meeting. (29.8.1908)

নয়

এবং তারপর থেকে কোন না কোন ছুতানাতায় ডি.পি.আই. ব্রজমোহন স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে নালিশ পেশ করতে থাকে। সে সব অভিযোগ এবং তাদের উপর সিদ্ধান্ত পরপর লিপিবদ্ধ করা গেল:—

1760. Read letters from the Director Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, forwarding for the consideration of the Syndicate further reports on the Brajamohan Institution, Barisal.

Ordered—

That the letters be referred to the Committee appointed to enquire into and report on the present condition of the Brajamohan Institution. (5.9.1908)

1977. Read a letter from the Director of Public Instruction Eastern Bengal and Assam, enclosing copies of a report on the Barisal District Conference and stating that the attendance of teachers and students of the Brajamohan Institution, Barisal, together at this Conference appears to constitute a breach of the principles laid down in the Government of India Letter Nos. 332-334, dated the 4th May, 1907.

Resolved—

That the letter and its enclosures be laid before the Committee appointed to consider and report on the Brajamohan Institution, Barisal (9.10.1908)

2014. Read a letter from the DPI, EB & A, forwarding further reports on the conduct of certain teachers and students of the Brajamohan Institution, Barisal.

Ordered—

That the letter be forwarded to the Committee appointed to consider the report on the present condition of the Brajamohan Institution, Barisal, as a place of education.

Ordered Also—

That the attention of the DPI, EB & A, be invited to this office letter No. 1365, dated the 27th August, 1908 in which the appointment of the above, Committee was suggested and that he be requested to state whether the suggestion has been or is likely to be accepted by the Government of his Province.

2070. Read letters from the Director of Public Instruction, Eastern

Bengal and Assam forwarding further reports regarding the Brajamohan Institution, Barisal, and the Jhalakati High School, Bakerganj.

Ordered—

That the letters be referred to the Committee appointed to consider the present conditions of the Brajamohan Institution as a place of education (16.11.1908)

শুধুমাত্র শিক্ষক বা পরিচালকমণ্ডলী নয়, বি. এম. কলেজ/স্কুলের ছাত্ররা কে কোথায় কি করছে তার বিরুদ্ধেও সরকার পক্ষ থেকে নালিশের অন্ত ছিল না:—

2143. Read a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting that a Swadeshi Meeting took place at Raerkati in which Haridas Majumdar, a student of the first year class of the .Brajamohan College, took a leading part.

Ordered—

That the letter be laid before the Committee appointed to consider the present condition of the Brajamohan Institution as a place of education. (28.11.1908)

2147. Read a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, submitting further reports on the Brajamohan Institution, Barisal.

Ordered—To be recorded. (28.11.1908)

2212. Read a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting that his Office Letter. No. 1365, dated the 27th August, 1908, regarding the College and School departments of the Brajamohan Institution, Barisal, has been referred to the Government of the Province, and stating that he will soon be in a position to address the Syndicate upon the subject.

Ordered—To be recorded (5.12.1908)

2329. Read letters from the Director of Public Instruction. Eastern Bengal an Assam, forwarding further reports on the Brajamohan Instittion, Barisal, and the Jhalakati High School.

Resolved—

That the reports on the Brajamohan Instittion, Barisal, be forwarded to the Committee appointed to investigate and report on the condition of the Brajamohan Institution, College and School Departments.

Resolved Also—

That the Director of public Instruction, Eastern Bengal and Assam, be informed that as the University has withdrawn recognition from the Jhalakati High School, it does not stand in need of further reports on the School. (Synd. 23.12.1908)

2345. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam having reference to this Office letter

No. 1365 dated the 27th August, 1908, addressed to the Director of Public Instruction of that Province on the subject of the Committee of Investigation appointed by the Syndicate to report on the condition of the Brajamohan Institution, Barisal.

Ordered—To be deferred. (Synd. 23.12.1908)

2369. Read letters from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, forwarding further reports on the Brajamohan Institution, Barisal, and the Jhalakati High School.

Ordered—

That the letters be referred to the Committee appointed to report on the present condition of the Brajamohan Institution, Barisal, as a place of education. (Synd. 30.18.1908)

10. Read letters from the Director of Public Instruction Eastern Bengal and Assam forwarding further reports on Brajamohan Institution,. Barisal.

Ordered—

That the letters be forwarded to the Committee appointed to consider and report on the present condition of the Brajamohan Institution as a place of education. (Synd. 8.1.1909)

26. Read a confidential endorsement from the Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, forwarding copies of papers showing that certain Professors and students of the Brajamohan Institution, Barisal, participated in political agitation.

Ordered—

That a copy of the communication be forwarded to each of the members of the Committee appointed to consider and report on the condition of the Brajamohan Institution, Barisal as a place of education and that a copy of it be also forwarded to the authorities of the Institution for information and for any representation they may wish to make (Synd. 8.1.1909)

76. Read a letter from the Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam having reference to this Office letter No. 1365, dated the 27th August, 1908, addressed to the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, on the subject of the Committee of investigation appointed by the Syndicate to report on the condition of the Brajamohan Institution, Barisal.

Resolved—

That the consideration of the letter be postponed until a report is received from the College authorities. (Synd. 22.1.1909)

332. Read a letter from the Secretary to the Governing Body, Braja Mohan Institution, Barisal, having reference to the documents, forwarded with this Office Memo, No. 3177, dated the 6th February, 1909.

Resolved—

That a copy of the letter of the Secretary to the Governing Body, Braja Mohan Institution, Barisal, be forwarded to the Government of India, and that Government be asked whether under the circumstances of the case they would be inclined to forward to Babus Aswinikumar Datta, Satischandra Chatterjee and Bhabaranjan Majumdar copies of the charges made against them, so as to give them an opportunity of replying to those charges.

Resolved Aslo—

That the Secretary to the Governing Body, Braja Mohan Institution, Barisal be requested to send in not later than the 20th of March an explanation with regard to the charges made against Members of the staff of the Institution, other than Babus Aswinikumar Dutta, Satischandra Chatterjee and Bhabaranan Majumdar and against the students of the Institution. (Synd. 19.2.1909)

1049. Read a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting that the students of the Brajamohan Institution, Barisal, therein named attended political meetings held at Barisal in April last. (15.5.09)

Ordered—To be recorded (15.05.09)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রজমোহন স্কুলের একজন শিক্ষক বাবু সতীশচন্দ্র মুখার্জীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ডি.পি.আই. থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এখন অভিযুক্ত হলেন বি.এম. কলেজের অধ্যাপক সতীশ চ্যাটার্জী। এই দুই সতীশ—সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও সতীশচন্দ্র মুখার্জী সর্বকর্মে অশ্বিনী কুমারের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় সৃষ্টি করেও শাসকগোষ্ঠীর স্বস্তি ছিল না। তারা মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্বগ্রাম বাটাজোড়ে অবস্থিত বাটাজোড় হাই স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধেও স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণগোচর করে—

1246. The Registrar laid before the Syndicate the report of the University Inspector on the Batajore High School in connection with a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, reporting that a case of picketing at the Batajore Mela has been brought to his notice in which the volunteers concerned are said to be students of the Batajore High School.

Ordered—

That the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, be requested to furnish the Syndicate with more definite information to enable them to deal with the case adequately. (Synd. 4.7.08)

ব্রজমোহন স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তির মাঝে ঝালকাটি হাই স্কুলের নামও যে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে তার প্রমাণ পূর্বোদ্ধৃত কার্য্যবিবরণীতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আরো একটি তথ্য নিচে সন্নিবিষ্ট করছি—

2013. Read a letter from the D.P.I., EB & A forwarding further reports regarding the misconduct of the teachers of the Jhalakati High School.

Ordered—To be recorded. (Synd. 16.11.08)

উদ্ধৃত তথ্যাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে মাসে মাসে, এমন কি প্রতি সপ্তাহে একটা করে নালিশ ঠোকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ডি.পি.আই.-র অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Wait and See' বা গয়ং গচ্ছ নীতি অবলম্বন করার ফলে তার ইচ্ছাপূরণের আশা নাই দেখে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সায়েস্তা করতে সরকার বদ্ধ পরিকর হল। এবং সে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের মূল হোতা জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তকে বরিশাল থেকেই সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল।

"১৮৯৭-৯৮ খ্রীঃ সরকারী বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সম্বন্ধে মন্তব্য ছিল— 'The School is unrivalled in point of discipline and efficiency. It is an institution that ought to serve as a model to all schools, Government and private.' এই সরকারই স্বদেশী আন্দোলনের কালে এই বিদ্যালয়কে পিষে মারার চেষ্টায় কসুর করেনি। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভের যোগ্য নম্বর পেয়ে পাশ করলেও সরকারী বৃত্তি তাদের দেওয়া হল না। দৃষ্টান্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন; মধুসূদন সরকার তৃতীয় স্থান অধিকার করেও বৃত্তি পান নি। ... ১৯০৮ খ্রীঃ রাজনৈতিক নেতারূপে গ্রেপ্তার হয়ে (অশ্বিনীকুমার) লক্ষ্ণৌ জেলে আটক ছিলেন। এই সময় থেকে সরকারী রোষ ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের উপর পড়ে। সরকারের নানারকম নিপীড়নের জন্য শিক্ষালয় দু'টির অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়।" (সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান)

সরকারী রোষ ও নিপীড়নের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র থেকে উদ্ধৃত তথ্যাবলী। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার সমেত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের পরিচালকমণ্ডলীর কোন কোন সদস্য, ছাত্র ও শিক্ষকদের পেছনে পুলিশ ও ডি.পি.আই. যেন অনবরত ফেউ-এর মতো লেগেছিল। অবশেষে এঁদের কাউকে কাউকে কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ করে সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অবশ্য ব্রজমোহন স্কুল/কলেজের বিরুদ্ধে সরকারের এভাবে আদা জল খেয়ে লাগার কারণও ছিল। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজকে কেন্দ্র করে অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে রাজনৈতিক চিন্তাধারা (অহিংস এবং সহিংস) বরিশাল তো বটেই, সমগ্র পূর্ব বঙ্গে ব্যাপক সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। অহিংস ও সহিংস উভয় পন্থায় সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে শাসকগোষ্ঠী প্রমাদ গুণছিল। সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করতে পারলে জনসাধারণের মন থেকে তার প্রভাব হ্রাস পাবে এবং সরকার-বিরোধী মনোভাবে ভাটা পড়বে বলেই শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল।

### সরকারি রোষে পাবনার ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল ও বনওয়ারিলাল হাইস্কুল

ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের মতো তীব্র না হলেও আর যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের রোষ দৃষ্টি পড়েছিল তাদের সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমেই প্রবন্ধের প্রারম্ভে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের যে দু'টি স্কুল নিয়ে শিক্ষা জগতে ও রাজনৈতিক মহলে তোড়পাড় হয়েছিল এবং যার পরিণতিতে ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের কথা। সেই ফুলার-পর্ব মিটে গেলেও বনওয়ারীলাল হাই স্কুল এবং ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলও পুনরায়

খবর হয়ে দাঁড়ায়। তবে বনওয়ারীলাল হাই স্কুল তড়িঘড়ি প্রতিশ্রুতি পত্র দিয়ে ঝামেলা এড়িয়ে গেলেও, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের সঙ্গে কিছুকাল টানাপোড়েন চলে। এই স্কুল সম্পর্কীয় ঘটনাবলী নিম্নরূপ—

1111. Read reports from the University Inspector on the Victoria High School and Banwarilal High School at Serajganj.

Ordered—

(i) That copies of the reports be forwarded to the authorities of the schools concerned and that they be informed that if their schools desire continuance of recognition they must, in the first place, furnish guarantees that they will in future studiously abstain from mixing themselves up in political agitation, and that accordingly the Syndicate call upon the Managing Committees of the respective schools to submit within a fortnight from the date of the receipt of this communication a declaration signed by the members of each of the Committees as well as by the members of the teaching staff of the each of two shools, to the effect that they undertake to manage the schools, to the effect that they undertake to manage the schools in the full and loyal compliance with the terms of the Circular letter No. 332, dated the 4th May, 1907, from Sir Herbert Risley, K.C.I.E., C.S.I., Secretary to the Government of India, Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, General Department and will, accordingly, use their best endeavours to discourage the boys from associating themselves, in any way, with political agitation or demonstration of any kind.

(ii) That the auhorities of both the schools be further informed that the Managing Committee of the schools should be reconstituted so as to consist of not more than 10 or less than 7 members each. The teaching staff of each school should be represented on the Committee by its Head Master and one other teacher to be elected by the teachers from among themselves. The members should be local men taking single minded interest in the welfare of the schools and anxious to prevent the schools from being entangled in political agitation of any description. The Sub-Divisional Officer or the Munsiff of the place should be President of the Managing Committee of either of the schools. The Committees should act under a set of rules fully defining their constitution and functions. They should meet at least once a month and formal records should be kept of their proceedings. (Synd. 25.6.08)

কিছুদিন পর DPI থেকে এক পত্রাঘাত। তার ভাষ্যও পরিষ্কার। একই শহরে অবস্থিত বনওয়ারিলাল হাই স্কুল যে শর্তে অনুমোদন পেয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের ব্যাপারেও সেই শর্ত আরোপ করা হয় যেন। কার্যত হয়েছিলও তাই—

2587. Read a letter from the Offg. Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, forwarding in continuation of his letter

No. 857-T. dated the 25th July 1909 and with reference to the final paragraph thereof a copy of the resolutions passed at the meeting of the Managing Committee of the Serajganj Victoria School and inviting attention to the fact that the declaration which the Secretary undertakes that all the Members of the Committee and of the Teaching staff will sign makes no mention of the Government of India Letter No. 332, dated the 4th May, 1907, (Risley Circular) but is couched in terms which differ materially from the explicit declaration required by the Syndicate and suggesting that before the School is recognised by the University, the Syndicate should see that the authorities of the School are not permitted to take up a position differing from that assumed by the authorities of the Banwarilal School which is also situated in the same town and that they promptly comply with the University's demands.

Ordered—

That a copy of the letter be forwarded to the authorities of the Serajganj Victoria School, with the intimation that the recognition of the School will be continued on condition that steps are taken to carry out the suggestions made by the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, and that an undertaking is given to the Syndicate at once to the effect that in future the school will be conducted in full and loyal compliance with the Government of India letter No. 332 (Risley Circular) (Synd. 2.10.08)

3068. Read a letter from the Secretary, Serajganj Victoria High School, forwarding with reference to this office letter No. 2144, dated the 6th November, 1909, a declaration signed by the members of the Managing Committee and the teaching staff of the School to the effect that they undertake to conduct the School in full and loyal compliance with the terms of the Government of India's Circular Letter No. 332, dated 4th May, 1907. and also stating that in accordance with the suggestion made by the Syndicate an additional Mahomedan member and a second teacher elected by the teaching staff have been added to the Managing Committee of the School.

Ordered—

That the recognition of the School be continued. (Synd. 18.12.09)

## ভোলা হাই স্কুল ও মহারাজগঞ্জ হাই স্কুলের অনুমোদন বাতিল

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিরত থাকার মুচলেকা দিতে অস্বীকার করে যে দু'টি স্কুলের অনুমোদন বাতিল হয়, তার একটি হল ভোলা হাই স্কুল, অপরটি মহারাজগঞ্জ হাই স্কুল। মহারাজগঞ্জ হাই স্কুল সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট এবং তার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা উদ্ধৃত করা গেল:—

1110. Read the report on the Merchant's H.E. School, Maharajganj. Ordered—

(i) That a copy of the report be forwarded to the authorities of the School with the intimation that before the question of continuance of recognition could be considered sufficient guarantees must be given that the school would in future carefully abstain from mixing itself up in any way with political agitation and that the Syndicate accordingly call upon the Managing Committee–

*(a)* to submit within three weeks from the receipt of this communication a declaration signed by all the members of the committee as well as by all the members of the teaching staff to the effect that they undertake to manage the school in full and loyal compliance with the terms of the Circular letter No. 332. dated 4th May, 1907, from Sir Herbert Risley, K.C.I.E., C.S.I., Secretary to the Government of India, Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, General Department and will, accordingly, use their best endeavours to discourage the boys from associating themselves, in any way, with political agitation or demonstration of any kind.

*(b)* to dispense with the service of the three teachers, Rajanikanta Chatterjee, Sasibhushan Acharyya and Hemantakumar Sen, who by their conduct, have clearly proved themselves unfit to be entrusted with the guidance of young boys; and to submit along with the declaration demanded in (a) a report as to the action taken by the Committee with regard to the three teachers above named.

(ii) That the authorities of the school be also informed that the Syndicate demand that the Managing Committee be reorganised at once; that it represent the various interests concerned as adequately as possible; that it consist of men holding moderate political views, or at any rate of men who are fully prepared not to entangle the school in political movements; that the number of its members be not more than 10 or less than seven; that the staff of the school be represented on it by the Head Master and another teacher to be elected by the teachers from among themselves; that it act under a set of rules fully defining its constitution and functions; that it meet at least once a month and that a formal record be kept of its proceedings. (Synd. 25.6.08)

2068. Read a letter from the Secretary, Managing Committee, Maharajganj Merchant's H.E. School, having reference to the declaration demanded in this office letter No. 723, dated the 28th July, 1908.

Ordered—To be deferred. (Synd. 16.11.08)

নথিপত্রে দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ আরোপিত শর্ত মানতে অস্বীকার করলে স্কুলটির অনুমোদন বাতিল ছাড়া কোন পথ ছিল না।

তবে রবিশাল জেলার ভোলা হাই স্কুল কিন্তু সরকারী চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই মেনে চললেও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে নিঃশর্ত মুচলেকা দিতে রাজী না হওয়ায় নিজেদের বিপদ ডেকে আনে; স্কুলটির অনুমোদন বাতিল হয়। নথিপত্র থেকে তার সাপেক্ষে প্রমাণ মেলে—

1131. Read a representation from the Authorities of the Bhola H.E. School in reply to this office letter. No. 3740, dated the 5th June, 1908.

Resolved—

That the Syndicate adhere to their previous resolution and reiterate their orders that the services of the Head Pandit be dispensed with at once; that the two members of the Managing Committee who have been reported against by the Inspector resign their seats on the Committee without further delay, and that the action taken by the authorities of the school in compliance with the above orders be reported to the Registrar within a fortnight of the date of receipt of this communication. (Synd. 27.6.08)

1430. Read a letter from the Secretary, Bhola H. E. School, stating that the resignations of Babus Nabinchandra Das and Mahendra Chandra Roy have been accepted by the Managing Committee of the School and that Babu Sasibhushan Banerjee, Pleader and Ramanimohan Das, B. L., Pleader, have been elected members in their places, and requesting that the elections may be approved by the Syndicate.

Read also a letter from the Secretary, Bhola H. E. School, stating that the resignations of the Head Pandit and two members of the committee referred to in this office letter No. 19 dated the 3rd July. 1908 have been accepted by the School Committee, and requesting that as one of the members, Babu Rasiklal Gupta, is at present away from station, the Committee may be granted an extension of a fortnight's time to submit a reply to this office letter referred to above.

Ordered—

That the matter be brought up again when the declaration has been signed by all the members of the Managing Committee of the School including the newly elected members as well as by all the members of the teaching staff of the school. (25.7.08)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোলা হাই স্কুল পরিচালক সমিতি মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় স্কুলের অনুমোদন বাতিল হল। তবে সে বছরের এন্ট্রাস পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিও দিল সে সঙ্গে—

1839. Read a letter from the Secretary, Bhola H. E. School, stating that the Managing Committee of the School are not prepared to submit a declaration as demanded in the office letter No. 3740, dated the 8th June, 1908.

Resolved—
That recognition be withdrawn from the Bhola H.E. School with effect from the 1st of January, 1909.

Ordered—
That a copy of the above resolution be forwarded to the Secretary to the Managing Committee of the Bhola H.E. School with the intimation that it will not affect the students at present reading in the Entrance Class of the School, who will be permitted to appear at the forthcoming Entrance Examination as students of the School on their fulfilling the necessary conditions.

Ordered Also—
That a copy of the above resolution and order be forwarded to the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, for information. (Synd. 10.9.08)

শিক্ষালয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনজনিত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় যখন জেরবার হচ্ছে, তখন বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ এক প্রস্তাব পাঠালেন যে, কোন ছাত্র রাজনৈতিক সভায় হাজির হয় কিনা তা প্রত্যক্ষ করার জন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলের সভায় পাঠান হোক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এধরনের গোয়েন্দা কাজে লাগানোর প্রস্তাব বাতিল করে দেয়:—

760. Read a letter from the Principal, Burdwan Raj College, forwarding for the consideration of the Syndicate an extract from the proceedings of the Raj College Council, regarding the deputation of Professors or teachers to political meetings with the view to ascertain whether any students attend those meetings.

Ordered—
That the Principal Brudwan Raj College, be informed that the Syndicate do not consider it advisable to adopt his sugestion. (Synd. 19.3.10)

ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর হাই স্কুলের ছাত্ররা বিদেশী পণ্য বিক্রয়কারী দোকানদারের উপর চড়াও হয়েছিল, এরকম অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে ঘটনার সত্যাসত্য জানতে চাওয়া হয়। প্রধান শিক্ষকের চিঠি সিণ্ডিকেটে পেশ করা হলে স্কুলটিকে এবারের মতো সতর্কীকরণ করে ছেড়ে দেওয়া হয়:—

326. Read a letter from the Secretary, R. K. Edward Institution, Bajitpur, having reference to an alleged assault on a shop-keeper and trespass into his shop by certain students and teachers of the School.

Ordered—
That the Secretary, R. K. Edward Institution Bajitpur, be informed that the Hon'ble Vice-Chancellor and Syndicate strongly disapprove of the very imperfect state of discipline which appears to prevail at the school; that a special inspection of the School six months hence will be arranged for; and that if the state of discipline then be found unsatisfactory the School will be struck off the list of Schools recognised by the University.

কিন্তু কিছুকাল পরে উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারির পক্ষ থেকে আবেদনের ফলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—

1908. Read a letter from the Head Master. Rajkumar Edward Institution, Bajitpur requesting that under the circumstances therein setforth the Institution may be authorised to send up candidates to the ensuing Entrance Examination, although the Syndicate have ordered withdrawal of recognition from the School with effect from January, 1909.

Read also a letter from the Secretary, R. K. Edward Institution, Bajitpur requesting that the order withdrawing the privileges of recognition from the Institution may be held in abeyance, pending a further inspection of the school.

Resolved—

That the Raj Kumar Edward Institution, Bajitpur, be allowed to send up candidates to the ensuing Entrance Examination and that the school be again inspected in January next.

Resolved Also—

That the Inspector of College be instructed to inspect the school in January next and to furnish the Syndicate with a report on the general condition of the school and with special reference to the state of discipline among the students as well as among the members of the staff. (Synd. 26.9.08)

## দশ

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নেয়। সেখানে বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী হিন্দুদের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক এবং বিদেশী পণ্য বিক্রয়ে উৎসাহী মুসলমান দোকানদারদের সঙ্গে বচসা থেকে কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণ চলে। ধনসম্পত্তির বিনাশ ছাড়াও হিন্দু নারীরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। জামালপুর ডোনা (Donough) হাই-স্কুলের ছাত্ররাও এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ঐ স্কুলের বিরুদ্ধে ডি.পি.আই. বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অভিযোগ জানায়। সে উপলক্ষে যে সব পত্র বিনিময় হয় ও স্কুল সম্পর্কে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলি পরপর উদ্ধৃত করা হল—

1298. Read a letter from the Secretary, Jamalpur Donough H. E. School, forwarding a declaration signed by the members of the Managing Committee of the School and a pledge from the Head Master, as required in this office letter No. 3824, dated the 22nd June, 1908.

Ordered—

That the declaration be recorded and that the member of the Managing Committee of the School who is away and has not signed the declaration be asked, when he returns, to submit a similar declaration duly signed by him. (Synd. 11.7.08)

1347. Read a confidential letter from the Director of Public

Instruction, Eastern Bengal and Assam, forwarding an account of a meeting held at the Jamalpur Donough High School, and requesting that he may be supplied with copy of the reply made by the Committee of the School to this Office letter No. 3824, dated the 22nd June, 1908, and a copy of the assurance given by the Head Master.

Ordered—

That a copy of the letter from Managing Committee of the Jamalpur Donough School be forwarded to the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam. (Synd. 18.7.08)

2327. Read a letter from the Dirctor of Public Instruction Eastern Bengal and Assam, forwarding, for the consideration of the Hon'ble Vice-Chancellor and the Syndicate, copies of documents relating to recent misconduct in the Jamalpur Donough High School in the district of Mymensingh.

Resolved—

That a copy of the documents be forwarded to the authorities of the Jamalpur Donough High School, and that the authorities be asked what they have to say in the matter.

Resolved Also—

That the Hon'ble Babu Debaprasad Sarbadhikari and Professor J. A. Cunningham be requested to proceed to Jamalpur as soon after the 1st of January, 1909, as may be convenient to them and hold an investigation bearing mainly on the following two points–(a) Whether the demonstration referred to in para 2 of Mr. Sharp's letter actually took place; and, if so, (b) whether the Committee of the school took any action on it. (23.12.1908)

79. Read a letter from the Director of Public Instruction, Eastern Bengal and Assam, suggesting, at the instance of the Sub-Divisional Officer, Jamalpur, and President of the Donough School Committee, that as the Committee have resolved to carry out the reforms suggested by the Inspector and demanded by the University, further action regarding the School may be withheld for the present.

Ordered—To be recorded. (2.1.09)

126. Read a letter from the Headmaster, Jamalpur Donough H. E. School, forwarding in continuation of his letter No. 41 dated the 3rd July, 1908, a declaration signed by the remaining members of the Managing Committee who were away from the station at the time of submitting the original declaration.

Ordered—To be recorded (28.1.09)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই দুঃখজনক ঘটনার এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে ময়মনসিংহ জেলার আরো একটি স্কুল—বাজিতপুর হাই স্কুল যে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তারও সাক্ষ্য পাওয়া যায় নথিপত্রে:—

1463. The Registrar laid before the Syndicate an extract from a report by the Eastern Bengal and Assam Government, having reference to an alleged assault on a shop-keeper and trespass into his shop by certain teachers and students of the Bajitpur H.E. School on the 19th September last and also a letter from the Secretary of the above named school denying the above allegations.

Resolved—

That the Registrar make enquiries whether his letter was forwarded to that school to which the report by the Government of Eastern Bengal and Assam refers.

## এগারো

### সরকারের কোপানলে অধ্যাঃ জে. এল. ব্যানার্জী ও অধ্যাঃ ললিতমোহন দাস

পূর্বোল্লিখিত ছাত্র ও অধ্যাপক শিক্ষকগণ ছাড়া আরো দু'জন অধ্যাপক নিয়ে নাছোড়বান্দা সরকার সংশ্লিষ্ট কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দড়ি টানাটনি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। তাঁরা হলেন রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জী নামে সমধিক পরিচিত) এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক ললিতমোহন দাস।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক হিসেবে প্রবাদতুল্য খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর খৈ-ফুটানো বক্তৃতা ছাত্র-যুবকদের রক্ত সচঞ্চল করে তুলতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে বিভিন্ন জনসভায় তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুণল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অভিযোগ দায়ের করল। তারপর থেকে ঘটনাপ্রবাহ নিম্নরূপ:—

2583. Read a letter from the Principal, Ripon College, forwarding with reference to this office letters Nos. 1258 and 1271, dated the 17th and 21st September, 1909, a copy of the statement submitted by Professor Jitendralal Banerjee and statng that the College Council while completely disassociating themselves from his views and disapproving of his conduct, feel that his conduct was not such as to amount to a violation of Sir Herbert Risley's Circular or to infringe the principles laid down for the guidance of Professors in paragraph 5 thereof.

Resolved—

That the Syndicate are of opinion that the conduct of Professor Jitendralal Banerjee has been highly injudicious and constitutes conduct unbecoming a Professor that they agree with the College Council in their disapproval of the Professor's conduct and that they desire the Council to obtain from the Professor an assurance, to be communicated to the Syndicate at an early date, that such conduct on his part will not be repeated and that the Council be informed that in the event of the Professor refusing to give the required assurance, he, in the opinion of the Syndicate, should be requested to resign his appointment at the College.

Resolved Also—
That the College Council be informed that the Syndicate are unable to accept the Council's view as to the non-political character of the meeting of the 21st. (Synd. 2.10.09).

সিণ্ডিকেটের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান হল। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের নিকট থেকে অধ্যাপক ব্যানার্জীর প্রতিশ্রুতি সম্বলিত যে জবাব পাওয়া গেল তার ভাষার ম্যারপ্যাঁচটুকু বেশ লক্ষণীয়—

2750. Read a letter from the Principal, Ripon College. forwarding the following copy of an extract from a letter to the College Council from Professor Jitendralal Banerjee–
'So far as the demand for an assurance is concerned, I beg to point out that the words 'such conduct' are vague and indefinite. If I am to give an undertaking, which will be binding upon my future conduct, I ought to know precisely what ground the undertaking is intended to cover. But, notwithstanding this vagueness in the language of the Syndicate I am prepared to say (as I indicated in my statement) that I shall not incite students to take part in active political agitation, nor shall I countenance such agitation on their part. But this undertaking will not prevent me, and I am sure it is not meant by the Syndicate to prevent me, from taking part in the political meetings of citizens."
Ordered—
That it be pointed out to Professor Jitendralal Banerjee through the Principal, Ripon College, that it is evident that the conduct of his which the Syndicate disapprove is just the kind of conduct which has been condemned by the College Council, and that hence no further definition is required; that the Syndicate accordingly insist on the Professor furnishing them with an assurance in the terms of their previous resolution or if he is not prepared to do so, on his resigning his appointment on the staff of the College. (Synd. 16.10.09)

অর্থাৎ অধ্যাপক ব্যানার্জী বলতে চাইছেন যে তিনি ছাত্রদের সভায় উত্তেজনাকর বক্তৃতা না হয় নাই দিলেন, কিন্তু নাগরিকদের সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে নিশ্চয়ই সিণ্ডিকেটের আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু সিণ্ডিকেট এই ব্যাপারে কোন বাদবিতণ্ডায় না গিয়ে তাঁর কাছ থেকে নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি চাইল। ইতিমধ্যে সরকার থেকে আর এক প্রস্থ অভিযোগ এল যে অধ্যাপক ব্যানার্জী টাউন হলে দারুণ আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়েছেন—

2833. Read a letter from the Offg. Chief Secretary to the Government of Bengal, forwarding with reference to the correspondence ending with this Office Letter No. 4479, dated the 7th April, 1910, to the address of the Director of Public Instruction, Bengal a copy of a speech delivered by Babu Jitendralal Banerjee, Professor, Ripon College, at a sitting of the Bengal Provincial Conference held at the Town Hall on the 18th September last, as

it was recorded by one of the Government Reporters present at the meeting, in which it was alleged that Government in introducing the Reform Scheme was actuated by no good intentions and that the scheme had brought to the country dissension and disunion as it was intended to do; and stating that the Lieutenant Governor considers the tone of the speech to be altogether objectionable and that the Professor by this speech has violated the assurance given by him to the Syndicate in December last that he would refrain from making such speeches in the public in future, an assurance which was accepted by the Syndicate and on the strength of which he was allowed to retain his appointment on the staff of the Ripon College.

Ordered—

That the speech delivered by Babu Jitendralal Banerjee be printed and circulated to the Members of the Syndicate and that meantime a copy of it be forwarded confidentially to the Principal, Ripon College, with a request that it may be handed to Babu Jitendralal Banerjee for such explanation or remarks as he may have to offer. (Synd. 19.11.10)

যথারীতি সিণ্ডিকেট কলেজ কর্তৃপক্ষকে উক্ত আপত্তিকর বক্তৃতার উপর তাদের এবং অধ্যাপক ব্যানার্জীর মন্তব্য চেয়ে পাঠাল এবং তা পাওয়ার পর সদস্যদের অবগতির জন্য পরবর্তী সিণ্ডিকেট মিটিং-এর আগে তাদের কাছে পাঠান হল—

2975. Read a letter from the Principal, Ripon College, forwarding with reference to this office letter No. 1927, dated the 25th November, 1910, the explanation offered by Professor Jitendralal Banerjee in connection with speech deliverd by him at a sitting of the Bengal Provincial Conference.

Ordered—

That the papers relating to the case be printed and circulated to the Members of the Syndicate and that the case be brought up again at the next meeting. (3.12.10)

সিণ্ডিকেটের পরবর্তী সভায় বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হলে সদস্যগণ একবাক্যে অধ্যাপক ব্যানার্জীর কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন; এবং এরকম আগুনখেকো বক্তৃতা দানকারী অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে কোমলমতি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যে মোটেই নিরাপদ নয় সে সম্পর্কে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যত শীঘ্র তাঁর সঙ্গে রিপন কলেজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, ততই মঙ্গল—

3034. Read a letter from the Principal, Ripon College, forwarding a letter from Professor Jitendralal Banerjee in which he offers an explanation with regard to the speech delivered by him at a sitting of the Bengal Provincial Conference.

Resolved—

That in the opinion of the Syndicate the pervading tone of the speech, delivered by Babu Jitendralal Banerjee at the sitting of the

Bengal Provincial Conference on the 18th September last, is decidedly objectionable and shows him to be a person unfit for the responsible post of a College Professor, who is expected to guide, and has ample opportunities to influence the opinions of the students entrusted to his charge; that hence the Syndicate consider it desirable that Babu Jitendralal Banerjee's connection with the Ripon College should cease.

Ordered—

That copy of the above resolution be forwarded to the authorities of the Ripon College and that they be requested to report with as little delay as possible what action they have taken in the matter. (Synd. 10.12.10)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এভাবেই এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে।

## বার

এবারে অধ্যাপক ললিতমোহন দাসের কথা। বরিশালের গৈলা গ্রামের সন্তান ললিতমোহন সিটি কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সত্য-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ললিতমোহন স্যার সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক শিষ্য হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার ফলে সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। অধ্যাপক জে.এল. ব্যানার্জীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নালিশ করা হলো একই চিঠিতে —

2298. Read a Confidential letter from the Offg. Director of Public Instruction, Bengal, forwarding copies of speeches delivered by Professor Lalitmohan Das of the city College, Calcutta and Professor Jitendralal Banerjee of the Ripon College, which are highly objectionable in tone, and requesting that the conduct of these Professors may be brought to the notice of the Syndicate in order that they may be suitably dealt with.

Ordered—

That the letter and its enclosure be printed and circulated to the members of the Syndicate and that it be brought up at subsequent meeting for consideration.

Ordered Also—

That copies of the above letter be forwarded to the Professors concerned through the Principals of their respective Colleges for such remarks as they may wish to make and that the Governing Bodies of the College be also asked to state their views upon the question raised. (Synd. 21.08.08)

এরপর থেকে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র চালাচালি হয় এবং তার উপর যেসব সিদ্ধান্ত হয় তা পরপর উল্লেখ করা গেল—

2012. Read a confidential letter from the Director of Public Instruction, Bengal, reporting on the conduct of Babu Lalitmohan Das, Professor of the City College, Calcutta.

Ordered—

That a copy of the letter be forwarded to the Secretary, City College Council, for such observations as the Council may have to make with regard to the allegation therein made and that the Secretary be requested to send the Council's reply to the Registrar within 10 days of the receipt of this communication. (Synd. 16.11.08)

2209. Read a letter from the Secretary, City College Council, making certain observations with regard to the allegations made in a confidential report from the Government of Eastern Bengal and Assam, against Babu Lalitmohan Das, a Professor of the College.

Ordered—

To be deferred. (Synd. 5.12.08)

2239. Read a letter from the Secretary, City College Council, making certain observations with regard to the allegations made in a confidential report from the Government of Eastern Bengal and Assam, against Babu Lalitmohan Das, a Professor of the College.

It was **UNANIMOUSLY** Resolved–

That, in the opinion of the Syndicate, neither the report nor the speech of Babu Lalitmohan Das is covered by the terms of the Circular Letter No. 332 dated the 4th May, 1907, from the Secretary to the Government of India in the Home Department to the Chief Secretary to the Government of Bengal, since no students of the City College at which Babu Lalitmohan Das is a Professor were present at the Conference where the speech was delivered, and since it has not been shown that the report was intended to be, or was actually, communicated to the students of the City College.

It was resolved by a majority of ten to three that the utterances of Babu Lalitmohan Das appear to the Syndicate to have been highly injudicious and to constitute conduct unbecoming a professor of a College.

It was further resolved that a copy of the above resolutions be forwarded to the authorities of the City College with intimation that the Syndicate do not propose in the present case to take any further action.

It was also resolved that a copy of the three preceeding resolution be forwarded to the Director of Public Instruction, Bengal for communication to Government. (Synd. 14.12.08)

2584. Read a letter from the Principal, City College forwarding with reference to this office letter, dated the 22nd September, 1909, a copy of the statement made by Professor Lalitmohan Das, and stating that the College Council feel that the Professor's conduct

did not amount to a violation of the Home Department Circular 332, and that this speech did not exceed the limits of lawful freedom.

Resolved—

That as the College Council have accepted the resignation of Professor Lalitmohan Das the Syndicate do not consider it necessary to consider his case; that the Council be informed however, that the Syndicate understand that the Professor's resignation has been accepted with effect from a date not later than October 15th, and that if the Council desire to retain the Professors services up to the 15th of January, 1910, they should obtain from him an undertaking, to be communicated to the Syndicate at a very early date, that he will not in the intervening period take part in political agitation or demonstration.

Principal Heramba Chandra Maitra desired it to be put on record that he dissented from the above resolution. (Synd. 2.10.09)

2751. Read a letter from the Principal, City College, requesting that the Syndicate may be pleased to reconsider their decision requiring the College Council to obtain an undertaking from Babu Lalitmohan Das not to take part in political meetings.

Ordered—

That the Principal, City College, be informed that the Syndicate do not see any reason for reconsidering their previous resolution on the subject which was arrived at after a full and mature deliberation and that they accordingly insist on the resignation of Professor Das being accepted and arrangements made for filling up the vacancy caused by his resignation on the reopening of the College after the Puja Holidays. (Synd. 16.01.09)

3137. Read a letter from the Principal, Ripon College, Calcutta forwarding the assurance by Professor Jitendralal Banerjee, demanded in this office letter No. 2215, dated the 11th November, 1909, and stating that the College Council understanding the conduct complained of to be addressing meetings of students in connection with political agitation.

Ordered—

That the letter be recorded and that the Principal, Ripon College, be informed that the assurance given by Professor Jitendralal Banerjee has been accepted by the Syndicate. (Synd. 31.12.09)

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারী দৌরাত্ম্যে সিটি কলেজ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হলে অধ্যাপক ললিতমোহন দাস আর কোনও কলেজ বা অন্যত্র কর্মপ্রার্থী হন নি। স্বাধীন জীবিকার্জনের পন্থা হিসেবে তিনি বাকী জীবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন এবং ছাত্রদের নিয়ে 'মেস' করে বাস করতেন। তিনি 'বরিশাল সেবা সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ বলে স্বীকৃত। ১

## তের

একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্গভঙ্গ শুধু একই বাংলাভাষাভাষী হিন্দু মুসলমানকে দ্বিধা বিভক্ত করার পরিকল্পনা নয়, এটা ছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার গৌরচন্দ্রিকা বিশেষ। আর সে সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর বাঙালী হিন্দুদের কোমর ভেঙ্গে দেবার দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত প্রচেষ্টাও বটে। বঙ্গভঙ্গ বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবনে যৌবনের জলতরঙ্গ ধ্বনি তুলেছিল; ভারতীয় রাজনীতির অসাড় অঙ্গে আচমকা সাড়া জাগিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পূর্ববঙ্গের ছাত্র সমাজের মাঝে যে প্রতিবাদী প্রতিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে, তা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হবার কথা, কিন্তু দেশের পল্লবগ্রাহী ঐতিহাসিকদের কাছে তা যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। যে সব স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও পরিচালকবর্গ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আজ সে সব স্কুল কলেজের শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে, হচ্ছে বা অদূর ভবিষ্যতে হবে; কিন্তু বর্তমানে বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলে একদা ঐসব স্কুল-কলেজ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল, তা স্মরণ করার কেউ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তাদের ছাত্র ও শিক্ষকগণ চিরদিন উপেক্ষিতই থেকে গেলেন।

(সমতট প্রকাশনঃ ১১৭ সংখ্যা)

# শিক্ষাগুরু আশুতোষের শিক্ষাচিন্তায় দেশপ্রেমের ফল্গুধারা

কিছু লোক এ পৃথিবীতে আসেন, যাঁরা একটিমাত্র আদর্শ আঁকড়ে ধরে জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যান। কোনও মতেই তা থেকে বিচ্যুত হন না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'-ই হয় তাঁদের চলার পথের পাথেয়। আশুতোষ ছিলেন তেমনই একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারকেই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কোনও ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান বা পারিবারিক শোকতাপই তাঁকে সেই লক্ষ্য-পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

আমাদের দেশে ও সমাজে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর প্রবল প্রভাব ছিল একসময়। দীক্ষাগুরুর সম্পর্ক ছিল গুরুশিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষাগুরু ছিলেন সমগ্র সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য। স্যার আশুতোষ ছিলেন সমগ্র দেশের শিক্ষাগুরু, বরং বলা ভাল, শিক্ষাগুরুদেরও গুরু। তিনি শিক্ষক তৈরি করেছেন। আর এই শিক্ষকরাই ছিলেন মানুষগড়ার কারিগর। আর্থিক দিক থেকে বঞ্চনার শিকার হয়েও তাঁরা পরের ছেলেকে মানুষ করেছেন। তারাই সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বিশ্বে দেশের মাথা উন্নত করেছে।

সূচনায় যেমন বলেছি দীক্ষাগুরুর শিক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রজপা, শিষ্যর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু শিক্ষাগুরুর শিক্ষার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। বংশপরম্পরায় সমগ্রজাতি তার ফলভাগী হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা আইন পরীক্ষা পাস করেন, কিংবা বিজ্ঞান কলেজ থেকে যারা এম. এস. সি ডিগ্রী লাভ করেন, তারা অনেকেই হয়তো জানেন না, আইন শিক্ষার কেন্দ্রিকরণ এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্যার আশুতোষ যে দু'টি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কথা। তাঁর মৃত্যুর পর তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হয়ে চতুর্থ পুরুষ চলছে। কিন্তু আজও আইন-শিক্ষা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা তিলমাত্র প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

আইন ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষ দু'টি ভারি সুন্দর কথা বলে গেছেন। আইন সম্পর্কে বলেছেন:

Law is neither a trade nor a solemn jugglery, but a living science in the proper sense of the word.

আর বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

Science in its ultimate essentials, echoes the voice of the living God.

এত অল্প কথায় জ্ঞানবিজ্ঞানের দু'টি বৃহৎ শাখার সংজ্ঞা নিরূপণ আর কেউ করেছেন কিনা জানা নেই।

আমি যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একজন নগণ্য ছাত্র, আমিও কি ভুলতে পারি কী অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায়, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বাংলাভাষায় এম.এ. পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন? বিদেশী সাহেবদের ভ্রূকুটি, দেশী মোসাহেবদের পদে পদে বাধাদান প্রতিহত করে তিনি যে ইংরেজি শিক্ষার ইডেন গার্ডেনকে বঙ্গসরস্বতীর কমলবনে রূপান্তরিত করেছিলেন, সে চাঞ্চল্যকর ইতিহাসই বা ক'জন জানে?

আশুতোষ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণার মূল হোতা। তার জন্য অর্থ জুগিয়েছেন আইন জগতের দুই দিকপাল—স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিত।

তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন খয়রার রাজকুমার গুরুপ্রসাদ সিং। কিন্তু অর্থ হাতে এলেই তার সার্থক ব্যয় হয় না সর্বক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে যেমন দাতা, তেমনি গ্রহীতা। আশুতোষের হাতে তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের স্বার্থক রূপায়ণে। দাতাদের স্বপ্ন ও আশুতোষের সাধনার যুগ্ম ফসল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ, যা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সারা দেশে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও সাড়া জাগিয়েছিল। আশুতোষকে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান সাধক ও মনীষীদের সঙ্গে বাংলার তরুণ প্রতিভার যোগাযোগ সাধনের পথিকৃৎ বলা যায়। এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রখ্যাত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের অভিমত উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন:

"১৯১৮ সনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তখন একদিন আমেরিকার নিউইয়র্কে পাবলিক লাইব্রেরীতে ইয়াঙ্কী, বিলাতী, ফরাসী, জার্মান পত্রিকা ঘাঁটিতেছিলাম। হঠাৎ ঐসব বিদেশী পণ্ডিত পরিষদের মুখপত্রে বাঙালীর লেখা আমার চোখে পড়িল। বাঙালীর লেখা আমেরিকা-ইংলণ্ডের কাগজে বাহির হইয়াছে—একথা ভয়ানক আশ্চর্য বোধ হইল। তাও আবার একটা দুইটা নয়। বছরের মধ্যে এই ধরণের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রায় দশ-বারটা। তখন দেখিতে আরম্ভ করিলাম কোন্ তারিখের জিনিষ এসব। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, মোটের উপর ১৯১৬-১৭ সনের পেছনে এ জিনিষ ঠেলিয়া দেওয়া যায় না। ঐ সময় হইতে বাঙ্গালাদেশ জ্যান্তভাবে দুনিয়ার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে চাহিয়াছে। এই যুগটাই আশুতোষের যুগ। ১৯১৫ কি ১৬তে এর পত্তন। *** বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাঙ্গালী জাতের অতি বড় দুরাকাঙ্খা প্রচার করিয়াছে। এই দুরাকাঙ্খার আসল এবং সকলের সেরা উৎস হইতেছেন আশুতোষ।" (নয়া বাংলার গোড়াপত্তন—অধ্যাঃ বিনয়কুমার সরকার)

আশুতোষ সম্পর্কে কোনও কথাই নতুন নয়। সবই বহুকথিত। কিন্তু তা চর্বিতচর্বনও নয়। গুরুমন্ত্র যেমন দিবানিশি জপ করলেও পুরনো হয় না, বাসি হয় না, আশুতোষ সম্পর্কীয় কোনও কথা কাহিনীও তেমনি পুরনো হয় না, বাতিল হয় না। সেসব এমনই বিশুদ্ধ ও পবিত্র নির্মাল্য তুল্য যে, বারংবার উচ্চারণ ও ব্যবহারেও তার শুচিতা নষ্ট হয় না। বরং স্মরণ করলে দেহ শুদ্ধ, মন পবিত্র হয়।

আশুতোষ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম. এ., এম. এস-সি., আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং সর্বক্ষেত্রে ছাত্রভর্তি থেকে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র তৈরিকরণ, পরীক্ষাগ্রহণ, উত্তরপত্র পরীক্ষা, ফলপ্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁর অদৃশ্য হাতের ছাপ দেখতে পাওয়া যেত, তবে সে-হাত সংশোধন সংস্কারের হাত, সহযোগিতা সহানুভূতির হাত। বরাভয়ের হাত। ছাত্র-শিক্ষক, কলেজ-স্কুলের পরিচালক সবাই সেই হাতে নির্ভয় ও নির্ভরতার আশ্বাস পেত।

ছাত্রদের প্রতি আশুতোষের দরদ তো প্রবাদবাক্যে পরিণত। তাঁর এই ছাত্রদরদী মনোভাবই সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। তাঁর এই দরদী ও সহানুভূতিশীল মনের পেছনে যে চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল, তা অনুভব করার শক্তি ক'জনেরই বা ছিল? আশুতোষের সময় ছাত্রদের পাশের হার কেন অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার কারণ ব্যাখ্যা করে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন:

"বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কাজেই তাঁহার ছাত্রদের উপর প্রাণের একান্ত দরদ প্রকাশ পাইত। যে-সকল পরীক্ষক নম্বর দিতে কার্পণ্য করিতেন, তাঁহাদের উপরও তাঁহার ধারণা ভাল হইত না। তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু। তাঁহার পূর্বে সচরাচর একটা ধারণা ছিল যে, উত্তর যতই ভাল হউক না কেন, সম্পূর্ণ নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। তিনি বলিতেন—"যদি লেখা নির্দোষ হইয়া থাকে,

তবে তাহার নম্বর কাটিবেন কেন? পুরা নম্বরই তাহার পাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে, তাহা কমাইবার অধিকার কাহারও নাই।"

"এইভাবে প্রশ্নগুলি সরল ও সহজ হইতে লাগিল। নম্বর-দানেও পরীক্ষকদের হস্তের কুণ্ঠা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল ও পাশের সংখ্যা সমধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিল।

ঘরে ডাকাত পড়িলে যেরূপ হৈ চৈ রব পড়িয়া যায়, প্রতিপক্ষগণ (তাঁহাদের মধ্যে অনেক সাহেব ছিলেন) চীৎকার করিয়া গগন-মেদিনী ফাটাইতে লাগিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে গেল, ইহার উচ্চ আদর্শের কনক-কিরীট ভাঙ্গিয়া পড়িল, পাশ-করা ছাত্রেরা জাতীয় শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল না হইয়া জাতীয় আবর্জনা-স্বরূপ হইল, 'Sir Ashutosh-এর বি.এ'র গোষ্ঠী'—নিন্দাসূচক একটা প্রবাদ বাক্যের মত দাঁড়াইল। লাটদের সঙ্গে এ বিষয়ে আশুবাবুর কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন— যদি ছেলেদের পাশ না করাইয়া অযথা ঠেকাইয়া রাখা হয়, তবে ইহারাই সরকারের শত্রু হইবে, ইহারা বেকার-সমস্যা বাড়াইবে এবং চুরি-ডাকাতি করিবে।

"লাট-বেলাটদিগকে তিনি এইভাবে এ বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একদিন বলিলেন—"উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতটা বাড়িয়াছে বলুন দেখি! যদি ছোট ছোট ছেলের পক্ষে অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগকে থার্ড ক্লাস হইতেই ফটক বন্ধ করিয়া বিদায় দেওয়া হয় তবে মূর্খ হইয়া তাহারা ঘরে বসিয়া থাকিবে। কিন্তু সেই সহস্র সহস্র ছাত্র, যাহারা ইহার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহ-দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিতে পারিত না, তাহারা এখন বি.এ., এম.এ পাশ করিয়া আসিতেছে, —যাহারা বাঙলায় একখানি খবরের কাগজ কষ্টে-সৃষ্টে পড়িয়া বুঝিতে পারিত না, তাহারা এখন বড় বড় ইংরাজী বই ও পত্রিকা পড়িয়া বুঝিতেছে। যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে, প্রকৃত গুণী ও মনস্বী ছেলেদের গুণপনার কোন হানি হইয়াছে—তাহারা তো উচ্চস্থান অধিকার করিয়া এখনও পরীক্ষায় বিশিষ্ট ফললাভ করিতেছে। তথাপি যদি মানিয়া লই যে, শিক্ষার আদর্শ পূর্বাপেক্ষা একটু খর্ব হইয়া গিয়াছে, তথাপি শিক্ষার বিস্তার যে বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? পল্লীতে পল্লীতে, বঙ্গের দূর-দূরান্তরে আজ কত শত গ্রাজুয়েট পাওয়া যাইবে,—যাহারা বড় বড় ইংরাজী বই পড়িতে পারে এবং সাহিত্য, দর্শন, অর্থবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। স্কুলের কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া যদি নিরুৎসাহ হইয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইত, তবে কি বঙ্গদেশ আজকার মত শিক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে পারিত? ভারতের যে কোন দেশের জন-সাধারণ অপেক্ষা বঙ্গের জন-সাধারণের মধ্যে এই উপায়ে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার বেশী হইয়াছে।

"মোট ছয় শত, কি আট শত নম্বরের মধ্যে দুই, চার, পাঁচ, এমন কি দশ নম্বরের জন্য ছাত্রের জীবন মাটি হইয়া যায়, ইহা তাঁহার নিকট ন্যায়-সঙ্গত বিচার বলিয়া মনে হইত না। কত কষ্টে বাঙালী মাতাপিতা ও অভিভাবকেরা—কোন কোন সময় বাড়ীর ভিটা বন্ধক দিয়া—ছেলেদের অধ্যয়নের গুরু ব্যয়ভার বহন করেন। ৫টি নম্বর কি ১০টি নম্বরের জন্য তাহার সম্বৎসরের সমস্ত অধ্যয়ন ও বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে লাগিত এবং ইহা তিনি কখনই সঙ্গত বলিয়া মনের করতে পারিতেন না। হয়ত ২টি নম্বর বাড়াইয়া দিলে আরও ৩০০ শত ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। ৬০০ নম্বরের মধ্যে ২টি নম্বরের মূল্যই বা কি? এবং দৈব যে ছাত্রদের অদৃষ্ট লইয়া নিরন্তর ছিনিমিনি খেলিয়া থাকেন, তাহা আশুবাবু বিলক্ষণ জানিতেন। যখন তিনি দেখিতেন, এই ছয়শত কি আট শত নম্বরের মধ্যে মাত্র দুই-একটি নম্বরের ত্রুটিতে পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ একেবারে মাটি হইয়া যায় তখন তাহাদের সেই অবস্থা তিনি দয়ার্দ্র চক্ষে দেখিতেন, কারণ কোন মুক্তহস্ত পরীক্ষকের নিকট কাগজ পড়িলে এই দুই-এক নম্বর পরীক্ষার্থী সহজেই পাইতে আশা করিতে পারিত।" (আশুতোষ-স্মৃতিকথা: দীনেশচন্দ্র সেন)

ছাত্রদের অসুবিধা দূরীকরণার্থে প্রয়োজনে আইন পরিবর্তনেও আশুতোষ দ্বিধা করতেন না। এ সম্পর্কে অতীতে অনেক বইপুস্তকে স্মৃতিকথায় অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কিছুকাল আগে বিখ্যাত কুষ্ঠ-চিকিৎসক ডাঃ পার্বতীচরণ সেনের আত্মকাহিনী "প্রতিবাদই আমার জীবন" শীর্ষক গ্রন্থখানি হাতে আসে। তাতে তাঁর ডাক্তারি পড়ার সুবিধার জন্য আশুতোষ কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সে-কথা লেখা আছে। মাত্র ১২ বছর আগে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে—ডাঃ সেনের মৃত্যুর ১২ বছর পরে। এরপরে আশুতোষের সঙ্গে আর কোনও ছাত্রের সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি বলে মনে হয় না বলেই ঘটনাটির উল্লেখ করছি। ডাঃ সেন লিখেছেন:

"বহরমপুর থেকে টাকা পাঠিয়ে কলকাতায় চলে এলাম আমার দরখাস্তের খোঁজ নিতে। ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সব দরখাস্তের উপরই এ্যাকশন নেওয়া হয়েছে, আমারটা ছাড়া। কারণ হল আমার আই.এসসি-তে ফিজিক্স ছিল না। প্রিন্সিপাল ডাঃ বার্নাডো আমার দরখাস্ত নাকচ করে দিয়েছেন এই কারণে। সাহসে ভর করে ডাঃ গর্ডনের চিঠি নিয়ে আমি ডাঃ বার্নাডোর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। দারোয়ানের কাছে স্লিপ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার ডাক আসল। ঘরে ঢুকে দেখি মাঝখানে একটা বড় টেবিলের ওপারে বসে আছেন ডাঃ বার্নাডো—সামনে একটা টেবিল ল্যাম্প। আমি ডাঃ গর্ডনের চিঠি তাঁকে দিলাম। তিনি তো রেগে টং। কেন আমি তাঁর রোগী দেখার সময় দরখাস্তের সুপারিশ নিয়ে হাজির হয়েছি? যা হোক পরে রাগ কমলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন, যাও, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রস্তাবটি দেখে এস। ফিরে এসে আমাকে খবর দিও। ইউনিভার্সিটি সিণ্ডিকেটের রেজুলিউশন পাশ হয়েছে এই মর্মে—যেসব ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায় তাদের আই.এসসি-তে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি থাকা চাই। তারিখ ১৩ মার্চ ১৯২২। আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম মাত্র দু'মাস আগে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে, আর আমরা আই. এসসি. তে বিষয় নির্বাচন করেছি দু'বছর আগে। উনি শুনে বললেন, এবিষয়ে আমার কিছু করণীয় নেই। তুমি ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে দেখা কর।

হোস্টেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হলাম। তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে আর্দালিকে প্রশ্ন করাতে সে বলল—উনি কোর্টে গেছেন, চারটেয় ফিরবেন। তারপর চারটে বাজলে আবার গেলাম। গিয়ে আর্দালিকে স্লিপ দেওয়ার কথা বলতে সে জানাল, উনি ওসব নেন না। পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখলাম বিরাট ঘরের বিশালাকার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বিরাট এক মুখ—সেই বিখ্যাত গোঁফ। আমি ঘরে সবে পা দিয়েছি, এমন সময় গুরু গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কে হ্যাঁ তুমি, কে হ্যাঁ তুমি? আমি একেবারে থ। আমি আমতা আমতা করে বললাম, আমি। উনি সেই হেঁড়ে গলায় বলে উঠলেন, আমি কে? আমি আস্তে আস্তে তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বললাম, আমি বহরমপুর কলেজের ছাত্র। মেডিকেল কলেজে পড়ব বলে দরখাস্ত দিয়েছি, কিন্তু ওঁরা তা নিচ্ছেন না।

উনি বললেন, কেন? আমি বললাম, আমার আই. এস.সি.-তে ফিজিক্স ছিল না। উনি ধমকে বললেন, "ব্যস্, ডাক্তারি পড়তে পারবে না অমনি তোমার জীবন নষ্ট হয়ে গেল! ডাক্তারি না পড়লে আর চলবে না, অন্য কোন লাইন নেই? তোমরা সব ভাল ছেলে আই. এম. এস.-এ যাবে, ফার্স্ট সেকেণ্ড হবে, ওরা (অর্থাৎ ইংরেজ ছাত্ররা) তোমাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে না, অমনি হবে ইণ্ডিয়ার স্ট্যান্ডার্ড নিচু। ইনস্পেকটর্স পাঠাবে। তখন সিলেবাসের দোষ দেখবে—এটা নেই, ওটা নেই। এইভাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কমপালসারি করা হল, সব জায়গায় জানান হয়েছে, গভর্নমেণ্টকে

জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেডিকেল কাউন্সিলকে জানান হয়ে গেছে, এখন আর কি করে বদলানো যায়? এভাবে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বকে গেলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, যাও যাও। একেবারে কুকুর তাড়ানোর মতো করে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন তিনি। ভীষণ অপমান বোধ হল। আস্তে আস্তে সেখান থেকে ফিরে এসে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর নিচে বসলাম।"

অনেক সময় প্রথম দর্শনেই ধমকধামক দিয়ে আশুতোষ ছাত্রদের কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতা পরীক্ষা করতেন। এ ছাত্রটি তা না বুঝেই অপমানিত বোধ করেছে। আর তাছাড়া তখন আশুতোষের উপাচার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার মুখে। বিশ্ববিদ্যালয় চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন। সরকারের সঙ্গে চলছে তুমুল বিতণ্ডা। ছাত্রটির এই অসুবিধার জন্যও সরকারী নীতিই দায়ী। আশুতোষের মেজাজ উষ্ণ থাকারই কথা। রুক্ষ ব্যবহার করলেও ছাত্রটির আবেদন যে তাঁর মনে নাড়া দিয়েছে, তা পরবর্তী ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। ডাঃ সেন লিখেছেন:—

"পরদিন সকালে ঠিক করলাম রেজিস্ট্রারের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলব। তখন রেজিস্ট্রার ছিলেন জ্ঞান ঘোষ—পণ্ডিত লোক। আমি সকাল সকাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আর্দালিকে স্লিপ দিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, টেবিলের উপর ফাইলের স্তূপ—তার আড়ালে উনি—তখনই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমি ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি বললেন, বল, কি বলার আছে বল। আমি সমস্ত ব্যাপারটা ওঁকে আনুপূর্বিক বললাম। উনি শুনে বললেন, তুমিই কি কাল আশুবাবুর কাছে এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু উনি আমাকে প্রায় কুকুর তাড়ানোর মতো তাড়িয়েছেন। উনি বললেন, যাও না, আজ একবার আশুবাবুর কাছে যাও। আমি বললাম, উনি যে রকম অপমান আমাকে করেছেন, আমি আর যাব না। আরো বললাম, আমাকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না দিয়ে ইউনিভার্সিটি আমার উপর অবিচার করেছে।

উনি বললেন, আশু মুখার্জির ইউনিভার্সিটিতে অবিচার! আমার কাছে যা বলেছ বলেছ, বাইরে কোথাও বলো না।

আমি বললাম, যা হোক উপায় তো একটা বার করতে হবে। আমি না হয় মেডিকেল কলেজে ঢুকে ফিজিকস পড়তে শুরু করে দেব এবং আই. এসসি.-র ফিজিক্স পরীক্ষা দেব। পাশ না করতে পারলে আমার কেস কনসিডর করবেন না। অন্তত আমাকে মেডিকেল কলেজে ঢোকার চান্সটা তো দিন। রেজিস্ট্রার বললেন, ঠিক আছে, তুমি বহরমপুরে ফিরে যাও। লেদার সাহেবকে দিয়ে ঐ শর্ত দিয়ে একটা ভাল করে দরখাস্ত লিখে নিয়ে এস। আমি দরখাস্ত লিখে লেদার সাহেবের সুপারিশসহ তা নিয়ে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি বললেন, ঠিক আছে সুপারিনটেণ্ডেন্টকে ডেকে নিয়ে এস। সুপারিনটেন্ডেট কাছে এলে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, সিণ্ডিকেটের মিটিং-এর এজেণ্ডা কি তৈরি হয়ে গেছে? পরে আমার দরখাস্তটা দেখিয়ে বললেন, এটাকে এজেণ্ডায় ঢুকিয়ে দিন। তারপর আমাকে বললেন, আজ সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ এটা প্লেসড হবে। কাল এসে আমার কাছে জেনে যেয়ো। সেদিন সন্ধ্যায়ই আমি মিটিং শেষে ওঁর ঘরে ঢুকলাম। উনি আমাকে বললেন, তোমার কেসটা পাশ হয়ে গেছে। আমরা তোমার রেজুলিউশনটা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেব।"

এই ছাত্রটি যথারীতি ডাক্তারি পাস করেন এবং কুষ্ঠরোগ ও রোগীর চিকিৎসাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন। এভাবে আইন বাঁচিয়ে, আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে, আশুতোষ কত ছাত্রকে যে পরীক্ষা-সাগর পার করে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তার ফলে অনেকের জীবনের গতিই পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

অধ্যাপক নিয়োগে আশুতোষের জহুরী দৃষ্টি সম্পর্কে সবারই অল্পবিস্তর জানা আছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল না ধরলে স্যার সি.ভি. রামন বড় জোর অ্যাসিস্টান্ট একাউন্ট জেনারেল হতে

পারতেন, আর মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষেরা হয় কোনো আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজে ফিজিকস কেমিষ্ট্রি পড়াতেন কিংবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য দরখাস্ত দিতেন। তিনি কাউকে রংপুর থেকে ফিরিয়ে এনেছেন ঐ স্থান 'malarious' বলে। কাউকে বিহার থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন সেখানে প্লেগ-এর প্রকোপ বলে। ড. রাধাবিনোদ পাল এক মফঃস্বল কলেজে পড়াতেন। তাঁকে এনে আইন কলেজে ঢোকালেন। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা আইনবিদ হিসাবে তাঁর বিশ্বজোড়া পরিচিতি। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার জীবনের গতিপথ নির্ধারণে ও নির্মাণে স্যার আশুতোষের অবদানের কথা পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ রকম কতশত কাহিনী ও ঘটনা যে আছে, তার সংখ্যা কে নির্ণয় করবে?

ব্রিটিশ আমলে রাজনীতি না করলে, জেল না খাটলে নিদেনপক্ষে লাল-পাগড়ী দেখে দৌড়ে না পালালে, কেউ দেশপ্রেমীর তকমা পেতেন না। আশুতোষ কখনো রাস্তার রাজনীতি করেননি, কিন্তু রাজনীতির রসদ ও সৈনিক জুগিয়ে গেছেন। কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁরই উদার শিক্ষানীতির ফসল। কর্মজীবনে তিনি হাই-কোর্টের বিচারক। দেশসেবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাদের বেশির ভাগই আশুতোষের হাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র ছাত্রছাত্রী। সাজপোষাকে আচার আচরণে স্বধর্মনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি, ঘোরতর স্বদেশী, স্বদেশপ্রেমের ফল্গুধরা তাঁর অন্তরে নিরন্তর প্রবহমান ছিল। বিজাতীয় ভাবধারাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। ছাত্রদের আহ্বান করে বলেছিলেন—Never denationalise you. দেশবাসীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, দেহপাত করেছেন।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস গেয়েছিলেন—

ভাইরে মানুষ নাইরে দেশে
 ভাইরে মানুষ নাইরে দেশে।
দেখি সকল মেকি, সকল ফাঁকি
 যে যার মজে আপন রসে।
 মানুষ নাইরে দেশে।।

আশুতোষ এই দেশে খাঁটি মানুষ তৈরির ভার নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রকৃত হয়ে। অন্তরের তাগিদে।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস ছিলেন ব্রিটিশের চক্ষুঃশূল। তাঁর স্বদেশী যাত্রা বাংলাদেশকে মাতাল করে তুলেছিল। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাঁকে জেলে পুরেছিল। তাঁর স্বদেশী যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তাঁর রচিত যাত্রাপালায় 'মায়ের ডাক' নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেই মুকুন্দ দাসকে বাড়িতে এনে তিনি যাত্রার আসর বসিয়েছেন, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে গান শুনিয়েছেন। গান শেষ হলে সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁকে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেছেন। ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউট হলেও মুকুন্দ দাসের যাত্রা শুনতে যান। গান শুনে সন্তুষ্ট হয় তাঁকে একখানি লাঠি উপহার দেন। তাতে খোদাই করে লেখা ছিল—

যে রাখে আমায় তার হয় না বিপদ।
মুকুন্দের সখা আমি, মূর্খের ঔষধ।।

ভাবতে পারা যায় আশুতোষ তখন হাইকোর্টের প্রবীনতম বিচারপতিদের একজন। কিন্তু তিনি আজীবন অকুতোভয়। ছোট হুজুর বড় হুজুর কাউকে তোয়াক্কা করেননি, কারো কাছে নতি স্বীকার করেননি।

আশুতোষের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটে তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই। শুধুমাত্র ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার অবিচার নয়, সেসময় বার্মার (অধুনা মায়ানমার) স্বাধীনতা অপহরণ করলে তিনি যে মর্মপীড়া অনুভব করেন এবং ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তাও তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে:

"বার্মা অধিকৃত হয়েছে। এই লজ্জাজনক অপকর্মকে যথেষ্ট নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অপরাধের জন্য লর্ড ডাফরিনের ফাঁসী হওয়া উচিত; আবার একটি দেশকে দাসত্বের অবস্থায় নামিয়ে আনা হল। ... এই পদক্ষেপ শুধু সাংঘাতিক ভুল নয়, এটি একটি অপরাধ।"

নবীন যুবক আশুতোষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় এই কটি বাক্যের মধ্যে, আর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার জন্য তিনি যে কী মর্মবেদনা অনুভব করতেন, তাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন দিনলিপির পাতায়:

"দুর্ভাগা ভারতবর্ষ! আমার মাতৃভূমি, স্বদেশ। অত্যাচারী শাসকের দ্বারা পদদলিত। জঘন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক। তারা যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনরীতি শুরু করেছে তা অত্যন্ত অন্যায় রীতি।" (দিনলিপি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়)

এই যে পরাধীনতার গ্লানি এবং অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশানুরাগ, তাই পরবর্তীকালে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরে শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত দেশসেবক ও স্বাধীনতা-সৈনিক তৈরি করার কাজে। তিনি যখন হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত তখন রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারকালে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী আসামিদের তিনি সন্ত্রাসবাদী (terrorist) না বলে দেশপ্রেমিক (patroit) বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অন্তরে দেশপ্রেমের এই ফল্গুপ্রবাহই তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয় বিপ্লবী ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। আবার একদা যে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান ও স্বদেশি যাত্রা সরকারি নির্দেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল, আশুতোষ সেই মুকুন্দ দাসকে বাড়িতে আহ্বান করেই গানের আসর বসিয়েছিলেন। একজন হাইকোর্ট জজের পক্ষে সেকালে এটা এক দুঃসাহসিক কাজ।

আমরা প্রতিবছর সতিলগঙ্গোদকে পিতৃপুরুষের তর্পণ করে থাকি। সে-তর্পণ যেমন কখনো পুরনো হয় না; শিক্ষাগুরু আশুতোষের স্মৃতিতর্পণ, তাঁর সম্পর্কীয় কথাকাহিনীও কখনো পুরনো হবার নয়। পিতৃঋণ যেমন অপরিশোধ্য, আমি মনে করি শিক্ষাগুরু আশুতোষের ঋণও চিরদিন বাঙালি জাতির কাছে অপরিশোধ্য থাকবে।

(রুদ্রলোক)

# ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে: বিশ্ববিদ্যালয়-মেঘনাদ সাহা সম্পর্কে

(১)

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জন্ম শতবর্ষে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাছাড়া, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ প্রমুখ মনীষীদের জন্ম শতবর্ষও কিছু দিন আগে পালিত হয়েছে। এসব উপলক্ষ্যে ঐসব মনীষীর কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অমূল্য অবদানের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ মেঘনাদ সাহা সম্পর্কিত রচনার কোনও কোনওটিতে তাঁকে 'নিম্ন বংশজাত' 'ব্রাত্য বিজ্ঞানী' (পথিক গুহ, আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়, ৩ অক্টোবর, ১৯৯৩) ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বাংশ অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের সাহা সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে 'নিম্ন বংশ' ভুক্ত কিনা তা জানা নেই, তবে যতদূর জানি ধনে মানে দানে ধ্যানে সাহা সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেন। এরা এবং সে অঞ্চলের তিলী এবং বণিক সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্যে এমন নিপুণতা দেখিয়েছিলেন যে, বহিরাগত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

আর ডঃ সাহা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাত্যই বা হতে যাবেন কোন দুঃখে? তাঁর কর্মক্ষেত্রে বিশেষত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান অবধি, তিনি সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পাঠ্য-পরবর্তী জীবন গঠনে ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। যদি দারিদ্র্যের কথাই বলা হয়, তা হলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্গদেশের অনেক মনীষীর ছাত্রজীবনই দারিদ্র্যের করুণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ডঃ সাহার পিতার তবু দিনান্তে দু'পয়সা আয়ের পথ ছিল; অনেক মনীষীর পিতৃ-পিতামহের মাসান্তেও তা ছিল না। তবু তাঁদের প্রতিভা ছাই চাপা থাকেনি।

সে যা হোক, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এম. এ./এম. এসসি. পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর যে কয়জন উজ্জ্বল রত্নের সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সতেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা, মিশ্রগণিতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তখন তিনি ভাইস-চ্যানসেলার নন) তাঁদের গবেষণামূলক বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে বললেন। তাঁরাও সে মতো দরখাস্ত পেশ করেন। মেঘনাদ মাসিক ১৫০ টাকা করে রিসার্চ স্কলারশিপ এবং বই কেনার জন্য এককালীন ৫০০ টাকা লাভ করেন। সিণ্ডিকেট কার্যবিবরণীতে তার সাক্ষ্য মেলে:

4706. Read the following Proceedings of the Joint Meeting of the Governing Body of Sir Taraknath Palit Endowment and of the Board of Management of Sir Rashbehary Ghosh Endowment, dated the 8th December, 1915:

"The meeting considered the following items of business:

1. The Secretary requested the Governing Body to award Scholarships.
2. Read an application from Sailendranath Ghosh, who passed the last M. Sc. Examination in Class I, standing first in order of merit, praying

that he may be helped with a Research Grant out of the Palit Scheme to enable him to commence research work in Physics in the University college of Science, and submitting certificates in support of his application.

3. Read an application from Satyendranath Basu, who passed the B. Sc. Examination in 1913 with 1st Class Honours in Mathematics standing First in order of merit and obtained the M. Sc. degree in Mixed Mathematics this year standing First in Class I, praying that he may be helped with a Research Grant out of the Palit or the Ghosh Endowment Funds.
4. Read an application from Meghnad Saha, who passed the B. Sc. Examination in 1913 with 1st Class Honours in Mathematics standing 2nd in order of merit and who passed the M. Sc. Examination this year in Mixed Mathematics standing 2nd in order of merit, praying that he may be granted a Research Grant from either the Palit or the Ghosh endowment Fund.

Resolved—

That out of the Sir Taraknath Palit Fund Research Scholarships of Rs. 150 a month each, tenable for one year, be awarded to the following students:

1. Satyendranath Bose to prosecute studies on the Theory of Relativity.
2. Meghnad Saha to prosecute studies in the Theory of Radiation.
3. Sailendranath Ghosh to continue his investigation on the Electric Conductivity of Powdered Metals with special reference to Diamagnetic Metals and their use in Coherences.

Resolved Further—

That rupees 500 be sanctioned for the purchase of books required for their researches by Satyendranath Bose Meghnad Saha and Rs. 2,000 for the purchase of instruments in connection with the research proposed to be carried out by Sailendranath Ghosh.

(Syndicate, 18.12.1915)

উল্লিখিত তিনজন ছাত্রের মধ্যে সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহার কৃতিত্ব ও সফলতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। কিন্তু অপর কৃতী ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। অথচ ঐ বৎসরেই এম. এসসি. পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থানাধিকারী শৈলেন্দ্রনাথ মেধা ও প্রতিভায় সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না। বি. এসসি. পাঠরত অবস্থায় তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা স্পৃহার জন্য তিনি আশুতোষের খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য তাঁর জীবনের ছক সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে পুলিশের বেড়াজাল ছিন্ন করে, আশুতোষের পরামর্শে ও সাহায্যে, খালাসী বেশে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে কিভাবে তিনি আত্মরক্ষা করেন, তা স্বতন্ত্র কাহিনী। তবে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক প্রতিশ্রুতিময় প্রতিভা যে অকালে বিনষ্ট হল, তা অনস্বীকার্য।

সে যা হোক, ১৯১৬ খ্রীঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু সমেত মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে 'Assistant to Palit Professor of Physics' পদে নিযুক্ত হন—

2. That Babu Satyendranath Bose, M. Sc., Gold Medalist, 1915, Babu Meghnad Saha, M. Sc., Silver Medalist, 1915, both Palit Research students and Babu Abinashchandra Saha, M. Sc., Gold Medalist, 1914, Palit Research student in Physics, be appointed Assistants to the Palit Professor of Physics for a term of two years from the 1st July. 1916.

(দেশ, ৯ অক্টোবর ১৯৯৩ সংখ্যায় বিকাশ সিংহ যে লেখেন, "স্যার আশুতোষ ১৯১৬ সালে মেঘনাদ সাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।"— একথা ঠিক নয়, তিনি ছিলেন 'Assistant to the Palit Professor'। মাসিক বেতন স্থির হল দুই শত টাকা)

বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিনি পি. আর. এস. অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রার্থী হলেন, এবং তা লাভ করলেন। সেবারে যে কয়জন ঐ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেন, তাদের মধ্যে মেঘনাদের গবেষিতব্য বিষয়টিই স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হয়—

77. Considered a report of the Board of Examiners of the Premchand Raychand Studentship Examination in Scientific subject, 1919.

Resolved—

That the report be adopted and a Premchand Raychand Studentship be awarded to Dr. Megnad Saha, D. Sc. on the usual conditions.

(Syndicate dated 28.11.1919)

পি. আর. এস. গবেষণার কাজ করতে করতেই মেঘনাদ সাহা ডি. এস.-সি. ডিগ্রীর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর থিসিস তৈরি হতেই তা দাখিল করার অনুমতি চেয়ে তিনি আবেদন করলেন—

153. Read application from the following candidates for the Degree of Doctor of Science:

(a) * * * *

(b) Meghnad Saha passed the M.Sc. Examination in 1915 in the First Class; the subject of his thesis being "on the fundamental law of electrical action"; the appllication is supported by certificate from two members of the Faculty of Science.

Resolved— * * * *

Resolved Also—

That the following Board of Examiners be appointed to examine the thesis submitted by Babu Meghnad Saha:

Prof. O. W. Richardon, M.A., D. Sc., F.R.S.

Prof. A. W. Porter, D. Sc., F.R.S.

Dr. N. R. Campbell, M.A., D.Sc.

(Syndicate dated 4.5.1918)

থিসিস দাখিল করার কয়েক মাস পরে তারই সংযোজন হিসেবে মেঘনাদ সাহা আরও কিছু গবেষণামূলক কাগজপত্র পেশ করার অনুমতি চাইলেন, এবং তা পেলেনও—

56. Read a letter from Mr. Meghnad Saha, forwarding some reports of some of his original papers mentioned in his previous application

for the Degree of Doctor of Science as well as some type written papers which are in continuation of a certain part of his thesis already submitted and requesting that the papers may be forwarded to the examiners.

Resolved—That the request be complied with.

(Syndicate dated 28.11.18)

অবশেষে পরীক্ষকদের অনুমোদনমূলক সুপারিশ গ্রহণ করে সিণ্ডিকেট মেঘনাদ সাহাকে ডি.এস.-সি ডিগ্রী প্রদান করে—

68. Read a report from the Board of Examiners on the thesis submitted by Mr. Meghnad Saha, M.Sc. for the D.Sc. Degree.

Resolved—

That Mr. Meghnad Saha, M.Sc. be admitted to the Degree of Doctor of Science. (Syndicate dated 25.7.1919)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Dr. Campbell অস্বীকৃত হলে তাঁর স্থলে Prof. A. S. Eddington এবং তিনিও রাজী না হওয়ায় তাঁর জায়গায় Mr. E. Canningham মেঘনাদের থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য তখনও তাঁর পি. আর. এস-এর গবেষণাকর্ম পুরোদমে চলছে। অনেকের হয়তো জানা নেই, মেঘনাদ সাহার পি. আর. এস. থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন স্বয়ং আশুতোষ। কৌতূহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে পি. আর. এস. সম্পর্কিত সে তথ্য পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করা গেল—

112. Read a statement of research work done by Dr. Meghnad Saha, D. Sc., during his second year's term (1921) as a Premchand Roychand Student.

Resolved—

That the Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I., be requested to examine the thesis and favour the Syndicate with a report.

79. Read a report from the Hon'ble Vice-Chancellor on the research work carried on by Dr. Meghnad Saha during his second year's term as Premchand Roychand Student.

অনুরূপভাবে ডঃ সাহার তৃতীয় বৎসরের পি. আর. এস. গবেষণাপত্রটিও পরীক্ষা করেছিলেন আশুতোষ স্বয়ং—

148. Read a statement of research work done by Prof. Meghnad Saha, D. Sc., during the third year's term of his Premchand Roychand studentship, awarded to him in the year, 1919.

Resolved—

That the Hon'ble Vice-Chancellor be requested to examine the research work and favour the Syndicate with a report.

132. Read a report from the Hon'ble Vice-Chancellor on the research work carried on by Dr. Meghnad Saha during the third-year's term of his Premchand Roychand Studentship, awarded to him in the year, 1919.

Resolved—

That the report be adopted and that the balance of the Scholarship be paid to Dr. Saha.

(২)

এযাবত বিধৃত তথ্যাবলী থেকে দেখা যায় যে—এম. এসসি. পাশ করার পর থেকেই তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় মেঘনাদ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত রাখেন। একের পর এক তাঁর গবেষণাপত্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৮-১৯ সালের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের আশুতোষের তৈরি বার্ষিক প্রতিবেদনে ডঃ সাহার গবেষণাকর্মের নিম্নোক্ত ফিরিস্তি দেখা যায়—

Research work by Dr. M. N. Saha—

1. On a new equation of State (Phil. Mag., September, 1918) by M. N. Saha and S. N. Basu.
2. On the Dynamics of the Electron (Phil. Mag. Aug., 1918)
3. On the Fundamental Law of Electrical Action (Phil. Mag., April, 1919)
4. On the mechanical and Electrodynamical Properties of the Electron. (Phys. Rev., February, 1919).
5. On the Pressure of Light, (J. A. S. B., September, 1918). by M. N. Saha & S. Chakravati.
6. On a new theorem in Elasticity (J. A. S. B., September, 1918).
   The following papers have been communicated to the Astrophysical Journal, U.S.A.:–
7. On Radiation, Pressure and Quantum Theory.
8. On Selective Radiation Pressure, and problems of the Solar Atmosphere.
   The following paper has been communicated to the Indian Astronomical Society:
9. On the problem of Nova Aquila III.
   The following book is being publishd by the Calcutta University Press:–
10. "The Principle of Relativity (containing translations of the classical papers by Einstein, Minkowski, with notes.)"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম ধারাই ছিল গবেষণা ভিত্তিক। তোতা পাখির মতো পাঠ্যপুস্তক আউড়ে যাওয়াকে তিনি প্রকৃত শিক্ষকের ধর্ম মনে করতেন না। বিশেষত স্নাতকোত্তর স্তরে তো নয়ই। বলতে গেলে একদা বিজ্ঞানচর্চায় বিশ্বে অগ্রগণ্য অথচ দীর্ঘ সহস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতা নিবন্ধন তমসাচ্ছন্ন ও পশ্চাদপদ ভারতবর্ষকে পুনরায় বিশ্ব-বিজ্ঞানের পাদপ্রদীপে এনে হাজির করেছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার প্রাণপুরুষ আশুতোষ। আর সে মশাল বহন করেছিল একদল মেধাবী তরুণ শিক্ষক ও গবেষকের দল। এম. এ. কিংবা এম. এসসি.-তে ভাল ফল করে এঁরা শুধুমাত্র স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনাতেই লিপ্ত থাকবে—এটা আশুতোষ কখনই পছন্দ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকগণ অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবে—এটাই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। একাধিক ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অধ্যাপকদের কর্তব্যকর্ম নির্দেশ করে বলেছেন—

"We maintain a distinguished staff, not solely with a view to communicate existing knowledge to our young men, but also to extend the boundaries of the domain of knowledge. We adopt as our motto: "Search for the truth is the noblest occupation of men; its publication a paramount duty." (Convocation Address)

এই সত্যানুসন্ধান ও সত্যের প্রকাশ ছাড়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অর্থহীন, সে সম্পর্কে আশুতোষ সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—

"It is rather late in the beginning of the twentieth century to doubt or dispute the value and importance of research as a part of academic training and as necessary qualification for admission to the highest degree of the University. *** No University is now-a-days complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of Sciences and Arts and unless it provides ample opportunities for research."

(Convocation Addresses)

সুতরাং তরুণ ও প্রতিভাবান অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরাই অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গবেষণার কাজেও নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের নিকট থেকে অধিকতর অনুপ্রেরণা ও আনুকূল্য পেয়েছেন। এঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনার্থে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃতি ও আবিষ্কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপনার্থে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন।

১৯২০ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ মেঘনাদ সাহাকে 'ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ' দিয়ে বিদেশে পাঠায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য। অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে যেমন, ডঃ সাহার ক্ষেত্রেও শর্ত ছিল যে ফিরে এসে অন্তত তিন বছর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করবেন—

38. Read the following report of the Committee appointed by the Syndicate to consider applications from the candidates for the Guruprasanna Ghosh Scholarship for 1919:–

"The Committee appointed by the Syndicate to consider the applications of candidates for the Guruprasanna Ghosh Scholarship have the honour to recommend that four scholarships be awarded this year, one to each of the following gentlemen:

Dr. Meghnad Saha
Mr. Mohitkumar Ghosh
Mr. Saral Kumar Bose
Mr. Karunaranjan Ray

ASUTOSH MOOKERJEE
P. BRUHL
W. S. URQUHART

Resolved—

That the report be accepted and a Guruprasanna Ghosh Scholarship awarded to each of the candidates named therein on the usual conditions. (Syndicate dated 12.9.1919)

প্রবাসে অবস্থানকালে যুবক শিক্ষক-গবেষকগণের সঙ্গে আশুতোষের (তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার পদে থাকুন বা নাই থাকুন) নিয়মিত পত্রালাপ হত। তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা, পারিবারিক অবস্থা ব্যবস্থা বা কাজকর্মের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত করতেন; আদেশ নির্দেশ প্রার্থনা করতেন; কখনও কখনও সবিনয়ে আবেদন নিবেদন জানাতেন। আশুতোষ এঁদের পুত্র সদৃশ স্নেহ করতেন এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধিতে তাঁদের আন্তরিক সহায়তা আশা

করতেন; তাঁদেরও 'Alma Mater'-এর জন্য ত্যাগ স্বীকারে আহ্বান জানাতেন। একাধিক চিঠিপত্র থেকে এ জাতীয় ভাব বিনিময়ের প্রমাণ মেলে। বক্তব্যের সমর্থনে আশুতোষ ও ডঃ সাহার মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছে তার কিছু অনুলিপি উদ্ধৃত করা গেল—

মেঘনাদ সাহাকে পত্র—১

Seal of
University of Calcutta

SENATE HOUSE,
CALCUTTA
The 9th February, 1921

My Dear Dr. Meghnad,

Yesterday a cable was received at the University from Sir William Meyer, High Commissioner for India, stating that you had applied for a grant for £ 125 and proposing that the University should finance you. We have sent a cable to the High Commissioner requesting him to pay the money to you at once on our behalf and we are repaying the money to him by a draft which will follow by next mail. I wish you had applied to your Alma Mater and not to the High Commissioner. We are in great financial crisis here on account of Non-Cooperation movement, but you may rest assured that so long as it is practicable, your Alma Mater will not be slow to help you. When you return to this country, I trust you will bring back the instrument to be deposited in our physical laboratory. I have read with much interest your latest papers and I feel proud of the work accomplished by one of my fellow graduates. I trust you will not hesitate to serve your Alma Mater when you return. I was deeply grieved to hear that Dr. Janaendra Ghosh had decided to give up his alma Mater and accept service in the Dacca Univeristy. When will the children of our Alma Mater realise that it is absolutely necessary for all of them to stand by Her at the most critical period of the history of Her development?

I hope you are keeping good health,

Your well wisher,
Sd. Asutosh Mookerjee

উদ্ধৃত প্রথম পত্রের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে ডঃ সাহা আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অর্থ না চেয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের কাছে টাকা চাওয়ায় স্বদেশাভিমানী আশুতোষের কাছে মর্যাদাহানিকর মনে হয়েছে। তাই তিনি ডঃ সাহাকে অনুযোগ করেছেন। কারণ সেই সময় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িত। যা হোক, যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হাই কমিশনার কর্তৃক ডঃ সাহাকে দেওয়া টাকা শোধ করেছিল—

> 59. Read a cablegram from the High Commissioner for India, London, stating that Dr. Meghnad Saha has applied to him for a grant of £ 125/- to purchase apparatus necessary for his work, and recommending that his application may be favourably considered by the Calcutta University which has sent Dr. Saha to England.
>
> Ordered—
>
> That the amount be remitted to the High Commissioner for India.
>
> (Syndicate, 11.2.1921)
>
> 5. Read a letter from the Secretary to the High Commissioner for India, forwarding copies of recommendation receivd from Sir, J.

J. Thomson, Master of Trinity College, Cambridge and Sir E. Rutherford. Cavendish Professor of Physics, Cambridge, in support of Dr. Meghnad Saha's application for a grant of £ 125, and intimating that as requested by the Vice-Chancellor the sum of £ 125 has been paid to Dr. Saha to enable him to purchase the apparatus necessary for his work, in anticipation of a remittance of that amount by the University.

Ordered—

To be recorded. (Syndicates, 11.3.1921)

ডঃ সাহা দেশে ফিরে আসার আগেই তাঁর জন্য আলাদা পদ ও যথোপযুক্ত গবেষণাগার তৈরির চিন্তা করেছেন আশুতোষ। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ডঃ সাহা ফিরে এসে তাঁর 'Alma Mater'-এর সেবায় ব্রতী হবেন। লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে ডঃ সাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিও মনোনীত করা হয়েছিল। আশুতোষ এসব খবর দিয়ে ডঃ সাহাকে লিখেছিলেন—

মেঘনাদ সাহাকে পত্র—২

COUNCIL OF POST-GRADUATE TEACHING,
SENATE HOUSE,
CALCUTTA,
The 11th May, 1921

My Dear Dr. Meghnad,

I have read with indescribable interest and pleasure the account of your work. I had already seen the notice in the Nature. I trust that you will utilise to the fullest your great opportunity of your association with Professor Nernst. I have read his published papers and I realise his eminence as a physical chemist. I am now endeavouring to provide for you an independent position and a suitable Laboratory when you return here and I have little doubt that my efforts will be successful. I do not think you will have to regret your decision to stay in your own University rather than accept an appointment elsewhere.

People here understand little about the needs of the University College of Science. Our financial difficulties are consequently great; but I have faith in the cause we have taken up and I trust, better days will dawn before long. Can you give me a rough estimate of what you require for the purchase of appliances in Germany, so that I may make an effort to raise some money.

I had you nominated as one of the representatives of your Alma Mater at the forthcoming Congress of the Universities of the Empire. I suppose it will be too expensive for you to go to Oxford from Berlin and again return to your work.

Your well-wisher,
Sd. A. Mookerjee

ডঃ সাহার সঙ্গে আর যে দু'জন এই সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁরা হলেন—ডঃ আবদুল্লা-আল-মামুন সুরাবর্দী ও মিঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী। এঁরা দু'জন সে সময় লন্ডনেই ছিলেন। সিন্ডিকেট কার্য বিবরণীতে দেখা যায়—

61. Resolved—

That Dr. Abdulla-al-Mamun Suhrawardy, M.A., D. Litt., Ph. D.,

১

M.L.C., Bar-at-Law, Dr. Meghnad Saha, D.Sc., and Mr. Sunitikumar Chatterjee, M.A., be appointed representatives of the University to the ensuing Congress of the Universities of the British Empire.

(Confirmed)

ASUTOSH MOOKERJEE — Vice-Chancellor

J. C. GHOSH — Registrar

বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনীত করার জন্য ডঃ সাহাও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশুতোষকে পত্র লেখেন—

Gottengen
May 19, 1921

পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আমার এক German অধ্যাপক বন্ধু Westphal-র সহিত Phringdt (?) নামক জার্মান পর্বের ছুটি উপলক্ষে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। আর দু'দিন পরেই বার্লিন ফিরছি। এখানে অধ্যাপক Wiechert-র বিখ্যাত Geophysical Observatory দেখিলাম। এখানে Wiechert-র উদ্ভাবিত নানা যন্ত্র সাহায্যে Earthquake Waves Registry করা হচ্ছে। একমাত্র স্টেশন হইতে কোথায় Earthquake হচ্ছে বলতে পারে। বিখ্যাত Gauss এই Observatory-র স্থাপয়িতা।

আমি বার্লিন থাকতে জানতে পারিয়াছি যে আমাকে Calcutta University-র প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছে। এই সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানাইতেছি। ইতি—

প্রণত
মেঘনাদ

ডঃ সাহার স্বহস্থ লিখিত পত্রের অনুলিপি নিচে দেওয়া গেল—

ডঃ সাহার আর একখানা চিঠিও (লন্ডন থেকে লেখা) সিন্ডিকেট সভায় পেশ হয়েছিল। তাতে তিনি লন্ডনে তাঁর গবেষণা কর্মের সংবাদ দিয়ে ছয় মাসের স্কলারশিপের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর টাকার ব্যবস্থা করেছিল—

27. Read a letter from Dr. Meghnad Saha, D. Sc., Guruprasanna Ghosh Scholar for 1920, stating that he has been working in the Spectroscopic Laboratory of the Royal College of Science, London, since September last and requesting that the six monthly instalment of his scholarship due in February may be ordered to be remitted to him. The statement is endorsed by Professor A. Fowler.

Ordered—
That the request be complied with.

(Syndicate, 4.2.1921)

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জার্মানী থেকে ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগ দিতে ডঃ সাহার খরচপত্রও বিশ্ববিদ্যালয় জুগিয়েছিল—

47. Read a letter from Dr. Meghnad Saha, one of the Delegates of this University to the ensuing Universities Congress of the British Empire, requesting that as he is at present in Germany he may be paid at least the sum of £ 50 (fifty pounds) so as to enable him to meet the total expenditure for his journey from Germany to England and back again there including the cost of living in England.

Resolved—
That the amount be paid to Dr. Meghnad Saha.

(Syndicate, 1.7.1921)

(৩)

ডঃ সাহাকে স্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আশুতোষের চেষ্টার বিরাম ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে চারটি 'খয়রা' অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হলে, তার একটি তিনি ডঃ সাহার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখলেন—ডঃ সাহাকে তার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

মেঘনাদ সাহাকে পত্র—৩

**CONFIDENTIAL**

SENATE HOUSE,
CALCUTTA
The 30th June, 1921

My Dear Dr. Meghnad,

It now looks probable that I shall be able to arrange for the creation of a new University Chair of Physics. The initial salary will be, as in the case of the Ghosh Professors, Rs. 500 a month; but I am in hopes that it may be possible to make it Rs. 600 before very long. If you are willing to take up the work, I shall not look about for any one else. The Chair will give you an independent position and freedom of work. I hope you will let me know

without delay whether this will suit you and for what period you would like the first appointment to be made (three years or five years or seven years). Can you give me a complete list of your papers hitherto published and statement of your carrer as also of the work you have in hand or intend to undertake? I hope you are keeping good health.

Your well-wisher,
Sd. A. Mookerjee

জার্মানী (বার্লিন) থেকে শিক্ষা ও গবেষণা সমাপনান্তে ডঃ সাহার কলিকাতা ফিরে আসার রাহা খরচও বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করেছিল—

8. The Registrar reported that under orders of the Hon'ble the Vice-Chancellor he had cabled through Messrs. Thomas Cook & Son, Rs. 1,600 to Dr. Meghnad Saha, *Guruprasanna Ghosh Scholar,* for his return passage from Berlin.

Resolved—
That the action taken be approved.

(Syndicate, 16.9.1921)

ডঃ সাহা শিক্ষা ও গবেষণা সমাপনান্তে দেশে ফিরে এলেন এবং 'খয়রা অধ্যাপক' পদে যোগদান করলেন—

3. That the Syndicate recommend to the senate that Dr. Meghnad Saha, D.Sc., be appointed Guru Prasad Singh Professor of Physics for a term of five years on a salary of Rs. 500 a month.

সরকার পক্ষ থেকেও অন্যান্যদের সঙ্গে অনতিবিলম্বে তাঁর নিয়োগের অনুমোদন পত্র পাওয়া গেল—

87. Read a letter form the Deputy Secretary to the Government of Bengal, conveying sanction of the Government to the following appointments as University Professors:

Dr. Meghnad Saha–Guruprasad Singh professor of Physics
Dr. Jnanendranath Mukherjee–Guruprasad Singh Professor of Chemistry
Dr. Sunitikumar Chatterjee–Guruprasad Singh Professor of Phonetics.

এই ফাঁকে ডঃ সাহা Griffith Memorial Prize-এর জন্য থিসিস দাখিল করেন এবং তা লাভ করেন।

89. Read the following report of the Board of Examiners for the Griffith Memorial Prize for 1920:

**REPORT**

"We recommend that the Griffith Prize for the year 1920, be awarded to "Heliophilus" for his paper "On a Physical Theory of the Stellar Spectra."

P. C. Mitter
D. M. Bose
The 19th August, 1921 P. Bruhl

Resolved—
That the report be adopted and that the Griffith Memorial Prize for 1920 be awarded to Dr. Meghnad Saha, D. Sc.

এরপর বিভাগীয় কাজকর্মের সুবিধা অসুবিধা চাহিদা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ডঃ সাহার মধ্যে যে সব চিঠিচাপাটি ও পত্র বিনিময় হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি পরপর লিপিবদ্ধ করা গেল—

74. Read a letter from Dr. Meghnad Saha, requesting that he may be provided with a sitting room and a working room in the Science College Building. He reports that a room in the Physics Section of the College, measuring about 45 ft., may serve the purpose, it divided with suitable partition.

Resolved—

That the Hon'ble the Vice-Chancellor be requested to take necessary action.

(Syndicate 27.1.22)

40. The Registrar reported that under orders of the Hon'ble the Vice-Chancellor, he had paid Prof. Meghnad Saha Rs. 225 on account of his travelling expenses for attending the Science Congress in Madras.

Ordered—

1. To be recorded.
2. That the amount be debited to the Travelling Allowance Fund.

(Syndicate 10.2.22)

30. Read a letter from Prof. Meghnad Saha, D. Sc., furnishing an estimate from the Nepal Border Timber & Trading Co. Ltd., amounting to Rs. 637, for equipments of his sitting room.

Resolved—That the estimate be sanctioned.

(Syndicate 10.3.22)

18. Read a letter from Professor M. N. Saha, forwarding an account of expenditure of £ 125 paid to him as a research grant, while in England, and stating that the apparatus purchased have been deposited in the Laboratory of the Science College.

Resolved—

That the statement of account submitted by Professor Saha be passed. (Syndicate 31.3.22)

43. Read a letter from Prop. C. V. Raman, M.A., D. Sc., Palit Professor of Physics, forwarding a copy of a letter from Prof. Meghnad Saha regarding allotment of rooms for the continuance of his invetigations, and stating that the letter from Prof. Saha contains statement which seems to him misleading.

Resolved—

That the matter be referred to the Hon'ble the Vice-Chancellor.

(Syndicate 10.2.22)

67. The Registrar reported that under orders of the Hon'ble the Vice-Chancellor, orders for the supply of apparatus of the approximate value of £ 179 to Professor M. N. Saha, had been

placed with Messrs. Adair, Dutt & Co. and that a sum of £ 100 had been advanced to them, out of the Sir Rashbehary Ghose Funds (Second) for supplying a lathe to the Science College Workshop.

Resolved—

That the mater be reported to the Governing Body of the University College of Science.

8. Read a letter from Professor M. N. Saha stating that certain instruments the estimated cost of which is £180, are absolutely necessary for his research work, and requesting that they may be procured at an early date.

Resolved—

That a sum of £ 180 be sanctioned for the purpose and the Governing Body of the Khaira Fund be requested to arrange for the payment of the amount from that fund as far as practicable.

(Syndicate 1.9.22)

72. Read a letter from Professor Meghnad Saha, D. Sc., regarding removal of X'Ray apparatus fitted in the Laboratory of the University College of Science.

Read also a letter from Prefessor C. V. Raman, D. Sc., furnishing his observations on the points raised in Professor Meghnad Saha's letter.

Read also another letter from Professor C. V. Raman, D. Sc., informing that the X' Ray apparatus was set up in his room on Monday last.

Resolved—

That the matter be referred to the Governing Body of the University College of Science.

(Synd. 8.9.22)

144. Read the following Proceedings of the Governing Body of the University College of Science, dated the 14th September, 1922.

"The governing Body considered, at the request of the syndicate, a letter from Professor Meghnad Saha, D.Sc., regarding removal of X' Ray apparatus fitted in the Laboratory of the University College of Science.

Read also a letter Prof. C. V. Raman, D. Sc., furnishing his observations on the points raised in Prof. Meghnad Saha's letter.

Read also another letter from Prof. C. V. Raman, D. Sc., informing that the X'Ray apparatus was set up in his room on Monday last.

Resolved—

That the Hon'ble the Vice-Chancellor be requested to enquire into the matter.

(Syndicate 15.9.22)

6. Read a letter from Professor Meghnad Saha, forwarding a statement of expenses for Rs. 1,640.40, incurred by him in

connection with his journey from Berlin to Calcutta, to join his appointment as Guruprasad Singh Professor of Physics.

*Note*–A sum of Rs. 1600 was paid out of the Guruprasanna Ghose Legacy Fund of the University for the purpose. (Vide item No. 8 of Syndicate, dated 16th September, 1921).

Resolved—

That the statement be approved and that Rs. 40.40 be paid to Prof. Saha from the Guruprasanna Ghosh Fund.

(Syndicate 14.7.22)

76. Read a letter from Professor Meghnad Saha, Secretary, Workshop Committee, University Science College, requesting that a sum of Rs. 1000 may be set apart from the Budget Grant for the current year, under head "Repairs and alterations for repairing the Workshop".

Resolved—

That the matter be referred to the Governing Body of the University College of Science.

Read a letter from Prof. M. N. Saha, D. Sc., Khaira Professor of Physics for sanction of appiontment of a Laboratory Assistant in the Department.

Resolved—

That a Laboratory Assistant be appointed on a pay of Rs. 20 a month.

Read a letter from Prof. Meghnad Saha, D. Sc., Secretary Workshop Committee, University Science College, requesting that a sum of Rs. 1,000 may be set apart from the Budget grant for the current year under head "Repairs and alteration" for repairing the workshop.

Resolved—

That a sum of Rs. 1,000 be sanctioned as an emergency grant.

80. Read a letter from Professor Meghnad Saha, Secretary, Workshop, Committee, explaining the circumstances under which the Budget Grant for the Wrokshop Department has been exceeded.

Ordered—

That the bills amounting to Rupees 126-8-3 and Rs. 81-8-0 be paid and that the matter be reported to the Senate for sanction.

16. The Offg. Registrar reported that he had paid a bill of Messrs. Gindlay & Co. for Rs. 46-0-6 for clearing goods required for Prof. M. N. Saha out of research grant.

Resolved—

That the action taken be approved.

18. Read endorsements from Professor Meghnad Saha forwarding for payment two bills amounting to £ 55-1-1 from Messrs. Adair Dutt & Co., Ltd., for supplying goods for his research work.

Note–Rs. 586 is available this year from Prof. M. N. Saha's research grant: the balance may be debited to Physics Department grant.

Resolved—

That Rs. 586 be paid out of the research grant of Prof. M. N. Saha and that the balance be debited to the grant for the Physics Department.

উপরে উদ্ধৃত কার্য বিবরণীতে পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সি. ভি. রামনের সঙ্গে অধ্যাপক সাহার মনোমালিন্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

(৪)

ডঃ মেঘনাদ সাহাকে লিখিত প্রথম পত্রের শেষাংশে আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন—"When will the children of our Alma Mater realise that it is absolutely necessary for all of them to stand by Her at the most critical period of the history of Her development?"

আশুতোষের এই ক্ষোভ ও উষ্মার যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনজনিত বিশৃঙ্খলা এবং আর্থিক সঙ্কটকালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টলটলায়মান অবস্থা, তখন বড় লাটের আহ্বানে আশুতোষ ভাইসচ্যান্সেলার রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরলেন। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্তরে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের ভিত্তিতে রচিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হল এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর তার দায় বর্তাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বের অবসান ঘটল। সেখানে প্রাদেশিক গভর্নর চ্যানসেলারের পদাভিষিক্ত হলেন। অন্যান্য প্রদেশে যাই হোক, বাংলায় কিন্তু দেশীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আশুতোষের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি চিন্তাভাবনা না করেই যথেচ্ছা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ বাড়িয়েছেন, এবং বেশি বেতনে অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন; ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট চলছে।

"এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহা বলিবার নহে। অধ্যাপকদের বহু মাসের বেতন বাকী; প্রত্যহ এই দুরবস্থাপন্ন অধ্যাপকের দল ভিড় করিয়া আশুতোষের নিকট স্ব স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন। তিনি যেভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাপুরুষের অলোকসামান্য দৃঢ়তা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল।"

(দীনেশচন্দ্র সেন)

পুনশ্চ—"আশা ছিল (সরকার থেকে) টাকা পাবেন এবং সেই টাকা দিয়ে অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। শিক্ষকদের তিনি নিরন্ন দেখতে পারতেন না। প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের। ... অবশেষে সরকারী প্রত্যাখ্যানে যখন আত্ম-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হল তখন, কথিত আছে, পুরুষসিংহ আশুতোষ নির্জন নিশীথে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।" (মণি বাগচি)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ সূচনা-লগ্ন থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সুনজের ছিল না। কোনও প্রকার সরকারি দান-দাক্ষিণ্যের তোয়াক্কা না করে, শুধুমাত্র শিক্ষানুরাগী দেশীয় দাতাকর্ণদের অর্থানুকূল্যে এত বড় কর্মযজ্ঞ সংঘটিত হল—এটা ব্রিটিশ সরকার ও তার চেলাচামুন্ডাদের মনঃপূত হয়নি। তাই সঙ্কটকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দান তো দূরের

কথা, বরং সরকার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগগুলিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। সেই ষড়যন্ত্রে বিদেশী লাট সাহেবের সঙ্গে শরিক হয়েছিল স্বদেশী মন্ত্রীপুঙ্গব। আশুতোষ তাঁর শেষ সমাবর্তন ভাষণে লাট সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন—

"We cannot shut our eyes to the lamentable fact that there have been abundunt indications in rcent times of the existence of what look like a determined conspiracy to bring this University into disesteem and discredit."

লোকচক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষকে শুধু হেয় করা নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগগুলিকে হাতে না মেরে ভাতে মারার, অধ্যাপক ভাগিয়ে ও ভাঙিয়ে সেগুলিকে ভেতর থেকে জীর্ণ ও দুর্বল করে তোলার খেলায় মেতে উঠল সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে পাটনায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। চার বছর পর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে এলাহাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি অকৃপণ আনুকূল্যে দিন দিন জাঁকিয়ে উঠেছে। সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেশি মাইনে দেবার অভিযোগ তুললেন; অথচ তারাই কিন্তু এসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতুল্য পদে অধ্যাপকদের জন্য অধিকতর বেতনক্রম নির্ধারণ করে। আবার, সরকারি অনুদানের বেলায় যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার মুষ্টি ভিক্ষা, সেখানে 'সুয়োরানী' ঢাকার বরাতে জুটল নয় লক্ষ টাকার বস্তা। এই দৃষ্টি বৈষম্য চোখে পড়ার মতো!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চতর বেতনক্রমের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের জীবনপথের লক্ষ্য নির্ধারণে ও অভীষ্ট সাধনে যে রসদ জুগিয়েছে, কেউ কেউ তা বেমালুম ভুলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আশুতোষের প্রতি তাঁদের অনুরাগে ভাটা লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কটকালে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁরা নানা অজুহাত তুলে নিজনিজ সুবিধার পথে দেখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার দে, মহম্মদ শহীদুল্লা, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঢাকায় গেলেন বেশি টাকার আকর্ষণে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাস্তব জীবনে হয়তো তাই স্বাভাবিক। তবু "এক-একজন কৃতী পুরুষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। তিনি ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরিয়া রাখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে বিদেশে পড়াশোনা ও গবেষণা-কর্মে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে সরকারি শিক্ষা বিভাগে বা অপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সবচেয়ে করিৎ-কর্মণ্যতা দেখালেন ডঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ডঃ জ্ঞান ঘোষ)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগোচরে বিদেশ থেকেই সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহাকে লিখিত প্রথম পত্রের শেষাংশে ডঃ জ্ঞান ঘোষের এই সিদ্ধান্তের কথাই আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

যা হোক আবার ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। খয়রা অধ্যাপকরূপে ডঃ সাহার কার্যকাল কিঞ্চিদধিক দু'বৎসর কাল। তারপরই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রথমে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখেন—

66. Read the following letter from Dr. M. N. Saha, Khaira Professor of Physics:

University College of Science,
Department of Physics,
92, Upper Circular Road,
Calcutta.
June 26th, 1923

FROM
M. N. SAHA, ESQR, D. SC.
KHAIRA PROFESSOR OF PHYSICS
TO
THE VICE-CHANCELLOR,
CALCUTTA UNIVERSITY.

SIR,

I beg to inform you that I have been offered the Chair of Physics at the Benares Hindu University on a salary of Rs. 750-50-1,000 plus many other advantages for continuing my research work.

I am, however, willing to continue to serve my Alma Mater, provided the University is willing to grant me a graded scale of pay, namely, Rs. 650-50-1,000 plus Rs. 15,000 to be placed immediately at my disposel as my personal research grant.

I have only one week's time to consider the Benares offer; I shall, therefore, be highly obliged if you kindly let me have your reply at the earliest opportunity.

I have, etc.,
M. N. Saha,
Khaira Professor of Physics.

Ordered—
That Dr. Saha be informed that in view of the present financial position of the University and in view of the claims of the other University teachers, his request cannot be complied with.

তাঁর উচ্চতর বেতনক্রম এবং গবেষণা খরচের জন্য মোটা অঙ্কের টাকার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আর্থিক সঙ্কটকালে পূরণ করা কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। ডঃ সাহা তা ভালভাবেই জানতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যত্র যাবার জন্য পা বাড়িয়েই ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে আরও বেশি মাইনেতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগদানের ডাক পেলেন এবং তা গ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন—

1. Considered, at the request of the Syndicate the following letter from Dr. Meghnad Saha, D. Sc., resigning his appointment as Khaira Professor of Physics:

University College of Science.
Department of Physics,
92, Upper Circular Road, Calcutta.
September 11th, 1923.

From
M. N. Saha, Esq., D. Sc.
Khaira Professor of Physics.

To
The Registrar, Calcutta University.
Sir,

I have the honour to inform you that I have been offered an appointment in the University of Allahabad on Rs. 800-50-1250 and have decided to accept it. I have been asked to join at earliest convenience.

Regarding my work here, I beg to add that I have delivered nineteen lectures on the Electron Theory to the Sixth Year students in Physics, the total number prescribed by the Physics Board being 20. The course will be finished by the end of this week. Excepting this course of lectures, I have at present no other work in either the Sixth or the Fifth Year Class.

It will thus be seen that it is possible for the University to spare my services from the beginning of the next week. I shall be obliged if you would kindly place the matter before the meeting for favour of their permitting me to lay down my office from the next week (17th September).

I may be permitted to add that I have been serving the University in various capacities for upwards of seven years beginning from January, 1916) and, in laying down my present office, I request you to be good enough to convey my thanks to the Hon'ble the Vice-Chancellor and the Syndicate for the facilities which they had placed at my disposal. I would particularly record my heartfelt gratitude to the Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee who has always taken the keenest interest in my work, an has always helped and encouraged me in various ways.

I have, etc.,
M. N. Saha

Resolved—
That the resignation tendered by Dr. Meghnad Saha be accepted.

অধ্যাপক সাহার পদত্যাগের পর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘর ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হল; এবং তাঁর স্থলে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হল—

3. Read a letter from Prof. P. N. Ghosh, Ghose Professor of applied Physics, stating that he took over charge of the two rooms occupied by Dr. M. N. Saha from the evening of the 16th instant, and enclosing a list of articles found in the said rooms.

Ordered—
To be recorded.
(Confirmed.)

B. N. BASU — President
J. C. CHAKRABORTI — Offg. Registrar

Resolved—
(1) That the Proceeding be placed before the Senate for confirmation.
(2) That the Syndicate recommend to the Senate that the following resolution of the Board be confirmed. That

Dr. Sisirkumar Mitra be appointed Khaira Professor of Physics for five years on Rs. 500 per month together with a monthly house allowance of Rs. 100.

অধ্যাপক সাহা বিজ্ঞান কলেজ থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য নিয়ে যাবার অনুরোধ করলে, বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গত কারণেই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে—

56. Read a letter from Dr. Meghnad Saha, formerly Khaira Professor of Physics, requesting that he may be permitted to make use of certain Scientific apparatus, which he bought, on behalf of the University College of Science, in the Physical laboratory of the University of Allahabad on any terms which the University may dictate.

Ordered—

That Dr. Meghnad Saha be informed that the Syndicate regret they cannot entertain his proposal.

এভাবেই অধ্যাপক সাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে পাঠকগণ অধ্যাপক সাহার প্রতিভা বিকাশে ও জীবনের পথনির্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্যার আশুতোষের অবদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর বিদায়ের প্রকৃত কারণ অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর সঙ্কটের দিনে আশুতোষের অনেক স্নেহভাজনই যে তাঁর পাশ থেকে সরে গেছেন, তা তো ধ্রুব সত্য। অধ্যাপক সাহার বিদায়ের কারণ হিসেবে ইদানীংকালে আলোচক ও সমালোচকগণ নানারকম কৈফিয়ৎ খাড়া করছেন—যেমন, "আশুতোষের অত্যধিক রামন-প্রীতি", "মেঘনাদ কর্তৃক আশুতোষ কৃত অঙ্কের প্রশ্নপত্রে ভুল নির্দেশ" (এই কথাটি লেখকগণ কখনও অধ্যাপক সত্যেন বসুর মুখে, কখনও অধ্যাপক সাহার মুখে বসাচ্ছেন) ইত্যাদি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে স্বীয় মেধা ও মনীষার জোরে এবং আশুতোষের স্নেহানুকূল্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যেই অখ্যাত গ্রাম শেওড়াতলির মেঘনাদ বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা নামে বিশ্বের বিজ্ঞানমঞ্চে স্থায়ী আসন দখল করে আছেন। তাঁকে নিম্নবংশীয় ব্রাত্য বিজ্ঞানী বলে পাঠকের মনে সহানুভূতি সঞ্চার ও করুণা উদ্রেকের বৃথা প্রয়াস অর্থহীন।

(সমতট প্রকাশন - ১০০ সংখ্যা)

# আশুতোষের অক্ষয় কীর্তি বাংলাভাষা বিভাগঃ ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অবিস্মরণীয় অবদান

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষের অনেক অক্ষয় কীর্তির অন্যতম প্রধান কীর্তি হল 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ' তথা 'বাংলা সাহিত্য' বিভাগ। উচ্চশিক্ষার কলাবিভাগে (Arts বিভাগে) যে ২০টি বিষয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছে তা হল—"ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূ-বিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, শরীর-তত্ত্ব, ভূ-নিম্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি—বিজ্ঞান বিভাগে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, উচ্চতর গণিত শাস্ত্র, জড় বিজ্ঞান প্রভৃতি।"

কিন্তু তাঁর নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না, সে ক্ষোভ তিনি মনে মনে পোষণ করে আসছেন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ থেকেই। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ত্রিশটির মতো বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন। তারজন্য তাঁকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল তাঁর হাতে থাকলেও সবকিছুই তাঁর ইচ্ছামতো হবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর একদল প্রতিপক্ষও তৈরি হয়েছে। এরা সরকারি মদতপুষ্ট। কেউ কেউ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধ না হওয়াতে তাঁর উপর রুষ্ট। মাতৃভাষার বিরোধিতায় তারা এককাট্টা। সুতরাং মাতৃভাষা পঠনপাঠন ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সেনেট সিণ্ডিকেটে যাতে বেকুব বনতে না হয়, সেজন্য ধীরে ধীরে এগোনই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং তৃণমূল স্তর থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুতে কোমর বেঁধে নামলেন। বাংলা বিভাগের জন্য শুরু হল তাঁর একটি একটি করে ইঁট গাঁথার কাজ।

সৌভাগ্যবশত তাঁর এই সাধু উদ্যোগের মুখেই তিনি সহায়করূপে পেলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে। "বিশ্ববিদ্যালয়-এর আঙিনায় আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মিলন এক কথায় মণি-কাঞ্চন যোগ। একজন এদেশে বিশ্ববিদ্যার বিধাতা, আর একজন 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী' মায়ের আত্মহারা সন্তান।" (ড. জনার্দন চক্রবর্তী)

আশুতোষ দীনেশ সেন মশাইকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'Special Reader' নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর এই বক্তৃতাবলীই পরে 'History of Bengali Language and Literature' নামে সুশোভিত চিত্রাদি সজ্জিত হয়ে ১৩৩০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার পরিচয় ঘোষণা করে।

১৯১২ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণামূলক রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য "রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রবর্তন করেন আশুতোষ এবং ১৯১৩ সালে দীনশচন্দ্র সেন প্রথম 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' নিযুক্ত হন। 'রিসার্চ ফেলো' হিসাবে দীনেশচন্দ্র যেসব গবেষণামূলক ভাষণ দেন ও গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন সেগুলি হল—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (Typical Selections from old Bengali Literature), চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ (Chaitanya and His companions), বাংলা রামায়ণ (The Bengali Ramayanas), বাংলার লোক-সাহিত্য (The Folk Literature of Bengal), 'Glimpses of Bengali Life' ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্য যেমন একা আসেনা; সৌভাগ্যও অনেক সময় একা আসে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯১৩ সাল সগৌরবে উল্লেখযোগ্য বর্ষ। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' (Nobel Prize) লাভ করেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই আশুতোষের প্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক 'D. Litt' (Honoris Cousa) উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘরে বাইরে তখন বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের বিজয়কেতন উড়ছে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা বিভাগের জন্য একটা অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রসঙ্গ উঠতেই "একদিন ফ্যাকাল্‌টির সভায় প্রকাশ্যভাবে এক প্রবীণ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে কি ছাই-ভস্ম আছে? এক রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়িলেই বাঙ্গলা-সাহিত্যের সার-কবিত্ব পাওয়া যায় এবং তাহা তো আমাদের মেয়েরাও পড়িয়া বোঝে। বাঙ্গলায় মুদি-দোকানের পাঠ্য কতকগুলি খাতাপত্র পড়াইবার জন্য আবার এম.এ. ক্লাশ। তাহার আবার অধ্যাপক!!" আত্মঘাতী বাঙালী বোধ হয় এদেরই বলে!

১৯১৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় ভাষা সমূহের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট বাংলা সমেত অন্যান্য কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্থাৎ এম. এ. পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-গ্রহণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। আশুতোষ তখন ভাইস-চ্যানসেলর নন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ভাইস-চ্যানসেলরের অনুপস্থিতিতে তাঁকেই 'চেয়ারম্যান' নির্বাচন করে সভার কাজ চালানর ব্যবস্থা করা হয়। সেদিনের কার্যক্রমের প্রথম দফা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেবার নীতিপদ্ধতি বিনা বিতর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দফায় ছিল দীনেশচন্দ্রের রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপে পুনর্নিয়োগের প্রশ্ন। সেখানেই গোল বাধে।

ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের একদল প্রতিপক্ষ তৈরি হয়েছে। সরকারি সদস্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী ছিলেন। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রাইভেট কলেজ থেকে এম. এ. এবং আইন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সে সব কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং পরিচালকমণ্ডলীর কর্তাব্যক্তিরা (যাঁরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন) আশুতোষের উপর বিরূপ ছিলেন। তাছাড়া কারো কোনও ব্যক্তিগত আশা বা উদ্দেশ্য আশুতোষ পূরণ করেননি বলে তারাও বিক্ষুব্ধদের দলে যোগ দেন। ফলে এই তিন শ্রেণীর বিক্ষুব্ধদের একটা বড়সড় জোট গড়ে ওঠে। এদের নেতৃত্বে থাকেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গোষ্ঠী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন দীনেশচন্দ্রের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। একবার হরপ্রসাদ ও দীনেশচন্দ্র ছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের বাংলা বিষয়ের যুগ্ম-প্রশ্নকর্তা। ঐ প্রশ্নপত্রে বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদের অংশ নিয়ে মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটে। তারপর, শাস্ত্রী মশাইর আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-দোহা ও গান প্রকাশিত হলে দীনেশবাবু এক সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সেগুলিকে বাংলাভাষার আদিরূপ বলে স্বীকার না করে বরং হিন্দি ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে সেসব দোহার ভাষাগত ঐক্য বেশি বলে অভিমত প্রকাশ করায় তাঁর উপর শাস্ত্রীমশাই আরও খাপ্পা হয়ে ওঠেন। আশুতোষের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনোমালিন্য অনেকেই জানতেন। দীনেশচন্দ্র ছিলেন আশুতোষের প্রিয়পাত্র। সুতরাং শাস্ত্রীমশাই দীনেশচন্দ্রকে উচিত শিক্ষা দিতে কোমর বাঁধেন। ঝি-কে মেরে বৌকে শেখানো নীতি আর কি!

দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত হতেই বিরুদ্ধবাদী সদস্যগণ নানা ওজর আপত্তি তুলতে থাকেন। কেউ বললেন প্রস্তাব সিণ্ডিকেটের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান হোক। কেউ বললেন প্রস্তাবের বিবেচনা বিলম্বিত করা হোক। কারো ইচ্ছা

'ফেলোশিপ' পদটির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক। কারো মতে দীনেশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কাজ মোটেই আশানুরূপ ও সন্তোষজনক নয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি সিণ্ডিকেটের বিশেষ কমিটির সদস্য হিসাবে দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন, সেনেটে তিনি তাঁর সুপারিশের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখতে লাগলেন। মোট কথা সেনেটে এই প্রস্তাবের উপর তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলল। পক্ষে বিপক্ষে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন নি।

দীনেশচন্দ্র এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ— 'সেইবার আমার 'রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ'-এর পাঁচ বৎসরের মেয়াদী সময় শেষ হইবে। এই পদের জন্য আবার নির্বাচনের সময় আসিল। শুনিলাম, আমাকে সরাইয়া দিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিন্তু পান্থ যেরূপ খর রৌদ্রের তাপ অগ্রাহ্য করিয়া বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমায়, আমিও সেই বিশালবাহু পুরুষবরের আশ্রয়ে নিজের বিষয় লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতাম না। ...

যেদিন আমার ভাগ্য-নির্ণায়ক সিনেট সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দুইদিন পূর্বে আমার জ্বর হইয়াছিল। সেই সভার একদিন পূর্বে আশুবাবু আমাকে দেখিতে আমার বেহালার বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, —"আপনার বন্ধুরা খুব জোট পাকাইয়াছে।" আমি বলিলাম— "আমার জ্বরটা একটু আছে, কালই ছাড়িয়া যাইবে। আমি সভায় উপস্থিত হইব কি?" তিনি বলিলেন—"যাইবেন বই কি?" কিন্তু মুহূর্ত পরেই বললেন—"যাইয়া দরকার নাই,—দেখুন এই ঝগড়াটা আপনার সঙ্গে নহে,—আপনাকে উপলক্ষ করিয়া এই ঝগড়া আমার সঙ্গে।"

আবার সেনেট সভায় ফেরা যাক। তার আগে দীনেশচন্দ্রের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব ও তার উপর সংশোধনীগুলির উল্লেখ করা দরকার ঃ—

"Mr. J. N. Das Gupta moved on behalf of the Syndicate, that Rai Saheb Dineschandra Sen, B. A., be re-appointed Ramtanu Lahiri Research Fellow, on the same conditions as before, for a period of five years from the date of expiry of his present term."

এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন একজন সদস্য ঃ—

Rai Chunilal Basu Bahadur: I beg to move that the consideration of this matter be postponed to a future and a fuller meeting of the Senate.

নির্দিষ্ট প্রস্তাবটির বিবেচনা মুলতুবী রাখার পক্ষে বিপক্ষে কয়েক জনের বক্তৃতার পর তা ভোটে দেওয়া হলে পক্ষে 14 ও বিপক্ষে 15 ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

এবার আর একজন সদস্য বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন:—

Mr. G. C. Bose moved the following amendment of which he had given notice:–

"That applications from members of the Senate, be invited for the Ramtanu Lahiri Research Fellowship, which will fall vacant on the 30th September, 1918.

এই সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষেও বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলে। অবশেষে এটিও ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অধ্যক্ষ বসু এর পরেও পুনরায় নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন ঃ—

Mr. G. C. Bose moved the following amendment:–

1. "That a committee of Five be appointed to report if and to what extent the terms and conditions of appointment of the Ramtanu Lahiri Research Fellowship have been complied with during the tenure of the present incumbent and to enquire into the nature and value of his work."

2. "That the question of his re-appointment or of otherwise filling up the vacancy in the appointment that will be caused on the 30th September, when the present tenure will end, be kept in abeyance till the report of the Committee has been received by the Syndicate and dealt with."

এই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষেও দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তুমুল বাকবিতণ্ডা। সদস্যদের বক্তৃতার প্রভঞ্জন থামলে সেদিনের সেনেটের চেয়ারম্যান আশুতোষ তাঁর বক্তব্য বলতে উঠলেন। তাঁর বক্তব্যে যেহেতু পুরো বিতর্কের নির্যাস পাওয়া যায় এবং বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও পুষ্টি সাধনে তাঁর নিজের কথা না বলে, দীনেশচন্দ্রের অবদানের কথা যেরকম মুক্ত কন্টে তিনি ঘোষণা করেছেন, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আশুতোষের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি উদ্ধৃত করা হল:—

... In fact the series (of lectures) for 1916 was composed of five different sections. The first was on early Bengali Ballads; those are the lectures to which reference was made by Mr. Dasgupta who had listened to some of them when they were delivered. The second section was on Chandidas. The third was upon the desertion of Nadiya by Chaitanya. The fourth was on Bengali life during the Hindu and Mahomedan periods. The fifth gave glimpses of Bengali History during the Hindu and Mahomedan periods. There was another set for 1917, which was on the Folklore of Bengal. There was also a draft of the opening lecture for 1918. And as reference to it has been made by Dr. Suresprasad Sarvadhikari, I may tell you what my feeling was when I perused that draft. That dealt with the subject of the earliest type of Buddhistic Literatre in Bengal. The series was to be on the early forces that developed our literature, and I found that Rai Saheb Dineschandra Sen had made an attempt to demolish the views of Mr. Shastri; I said to myself at the time that there will be a row when this gets out. I decline to be dictated to by people in the country that my views are right and the views of my opponents are wrong. There is no final word in matters like this. Let me give you this assurance on my behalf, I do not speak on behalf of either of the other members of the committee, that I read every single line of the manuscript which was placed before me. It occupied me several weeks; it was very arduous work but very pleasant; and felt at the end of the study that I was wiser than when I undertook the burden upon myself.

I do not endorse the view that it is not open to the Senate to sit in judgement over the work that was done by me or my colleagues. This is foreign to my nature and to the profession to which I belong. We are accustomed to have our judgements upset by full benches. We may have our private opinions, but still we do not feel hurt. After all, on most questions in this world it is possible to hold two views. But there is one point which seems to me to be rather obscure in these proceedings. I have a copy of the original report, which shows that the Syndicate resolved that the report be accepted. I now find that two of my esteemed friends consider the report to be of such a character that they think the whole matter required reconsideration. It is perfectly open to the Senate to appoint a committee of five, if the Senate think that justice requires it, and I shall certainly not make a grievance if the Senate proceeds to adopt that course. But the matter is not quite so simple. Reference has been made here

to extraneous matters, what has been said outside and so on. I do not allow my judgment to be affected by what is said in the newspaper press. But who is this Rai Saheb Dineschandra Sen who is sought to be vivisected in this way? Who is this person and what do we know about him? Now let us see. I have a book of his in my hand which was referred to by Mr. Shastri. It is the second edition of Bangabhasa-o-Sahitya. I find at the end of the book a despatch from the Secretary of State to the Governor-General in Council.

This gentleman evidently is not an unknown quantity. It was for him that the Secretary of Sate laid the foundation of the system of literary pensions which had not previously existed. Since then what has he done? The University has given him some recognition which the University should not have given. I find from the Calendar that in 1909 he was appointed Reader to deliver a course of lectures on the History of Bengali Language and Literatre. That book has been before the world. My friend opposite says that it is his original work. If so, it cannot be valueless. Nobody has questioned the value of this work. That has been pronounced by competent authorities on whose report the Secretary of State was satisfied that the work was of such a character as to justify the grant to him of a literary pension. This book has been read much more outside than here, and we know what opinions have been expressed by very competent scholars as to the value of that work, by men known all over the world, in England, France, Germany and Italy. And the best review I read was one by Dr. Kern. I find that in 1913 he was appointed Reader and delivered a course of lectures on Vaishnavism in Bengal. Then came the ill-fated day just five years ago, the 27th September, 1913, when he was appointed Ramtanu Lahiri Research Fellow, I find that the motion was put before the House by Mr. Das Gupta, seconded by Dr. Satischandra Vidyabhusan, and that the motion was carried unanimously. Then you have a record of the work which has been done by him. Opinions may differ, and probably opinions will differ among scholars. When the time came to take steps either to re-appoint him or to seek out his successor, I suggested to the Syndicate that they might re-appoint Rai Saheb Dineschandra Sen. What took place in the Syndicate you can judge from what you have seen to-day. I will not reveal the secrets more than has been done by other members. If I were to state all that took place there, people might be surprised. One of my friends here enquired, whether it was open to the members of the Syndicate to challenge the decision of the Syndicate when it came up before the Senate for confirmation.

On the 30th August the Syndicate formed their opinion. Then I find that on the 13th September the matter was re-considered and the previous decision was not altered. Since the 30th August till now, has not there been time for members of the Syndicate to find out another man and put him against the present incumbent? I would have been very pleased if any member of the Senate had done so. I have tried to place myself in a position of absolute judicial authority, and I have been obliged to reject the names of everyone whom I could think of. There are men in better situations who would not think of this appointment. Then I thought that here is a man who has done the work for

১

the last five years, and we might re-appoint him. It has been said that by this appointment the University will be brought to disrepute. I am prepared to take the responsibility.

Mr. G. C. Bose enquired if he could place before the Senate the name of a likely candidate.

The Chairman said that it was then too late to do so.

The amendment, on being put to the vote, was lost.

The original motion was then put to the vote and carried 26 voting for the motion and 3 against it.

দেখা যাচ্ছে আশুতোষের বক্তৃতার তোড়ে সব বাধা প্রতিবন্ধকতা ভেসে গেল। যেখানে মূল প্রস্তাব মুলতুবী রাখার সংশোধনী প্রস্তাব মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়, আশুতোষের বক্তৃতার পর সেই মূল প্রস্তাবই 26-3 ভোটে গৃহীত হল। বাধাদানকারীরা একবারে পর্যুদস্ত হয় গেলেন। দীনেশচন্দ্র আবার পাঁচ বছরের জন্য ফেলোশিপ-পদে পুনর্বহাল হলেন। সেদিনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:—

"সেদিন বিকালে সভা হইবে, —আমি বেহালায় রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া কত কি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছি। সন্ধ্যাকালে তমোনাশবাবু (আমার জামাতা) আসিয়া বলিলেন—আপনার পদে আপনিই বহাল হইয়াছেন, কিন্তু শুনিলাম সভায় খুব তুফানের মত একটা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে,—সকলই আপনাকে লইয়া।"

সে কথা আর বলতে। তার পরিচয় তো উপরেই দেওয়া হয়েছে।

দীনেশচন্দ্রের 'ফেলো' পদে পুনর্নিয়োগ আর স্নাতকোত্তর বাংলা-বিভাগের প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সঙ্গে ঘটে বলা যায়। বাংলা-বিভাগের কাজের সঙ্গে 'ফেলোশিপ'-এর কাজের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও এই বিভাগের গঠনকার্যে দীনেশচন্দ্র আশুতোষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, এবং প্রায় অলিখিত বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। 'ফেলো' হিসাবে কাজ এবং বাংলা বিভাগের কাজে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন থেকে বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্নের বিচিত্র কাহিনী জানা যায়:—

"১৯২০ সনে একদিন আশুবাবুর নিকট হইতে ডাক আসিল। আমি যাওয়ামাত্র তিনি বলিলেন— "এবার বাংলায় এম. এ. বিভাগ খুলিব, স্থির করিয়াছি। আপনি এণ্ডারসন সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিন, তিনি একটা খসড়া সিলেবাস ঠিক করিয়া পাঠান।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম—"এতকাল অরণ্যে-রোদন করিয়া যাহা পাওয়া যায় নাই, আজ কোন্ সৌভাগ্যে হঠাৎ বঙ্গভাষার সেই ফল-লাভ হইল?

তিনি বলিলেন—"আপনারা যতদিন ধরিয়া চিৎকার করিয়া আসিয়াছেন, আমি তাহারও পূর্ব হইতে বাঙ্গালায় এম. এ. বিভাগের সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শুধু খেম্‌চির জোরে কিছু হয় না। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা হইবে, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কোথায়? হয়ত বিদেশীরা বাঙ্গালায় এম. এ. দিতে চাহিবে—আপনার বাঙ্গলা ভাষায় রচিত ইতিহাসে তো তাহা চলিবে না। সংস্কৃত, পার্শী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে টেক্স্‌ট্‌ ছাড়া অপরাপর বিষয় ইংরাজিতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আপনাকে 'History of Bengali Language an Literature' সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম কেন? বৈষ্ণব-ইতিহাস সম্বন্ধে 'রিডার' নিযুক্ত করিয়া আপনার দ্বারা তাহা লিখাইয়া লইয়াছি কেন? শ্রীযুক্ত জে. এন. দাস সাহেবের দ্বারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে বর্ণিত বঙ্গদেশের অবস্থা লিখাইলাম কেন? বিজয় মজুমদার ভাষার ইতিহাস রচনায় উৎসাহ পাইয়াছেন কেন? এগুলি আমার মুখ্য উদ্দেশ্যের অবতরণিকা স্বরূপ।

এখন ভিত তৈরি হইয়া গিয়াছে, মন্দির গঠন করিতে আর বিলম্ব হইবে না। আপনারা ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার পূর্বে ফসলের জন্য হৈ চৈ করিয়াছেন,—তা'ও কি হয়? এইবার যান, এণ্ডারসন যেন শীঘ্র একটা খস্ড়া পাঠাইয়া দেন, এ জন্য চিঠি লিখুন।" বাংলা ভাষার পাঠ্যসূচী তৈরি করবেন বিলাতি সাহেব! বিভিন্ন রতনে ভাণ্ডার-পূর্ণ বঙ্গভাষা জননীর কি দৈন্য দশা।

দীনেশচন্দ্রকে সে সময় দ্বৈত ভূমিকায় কাজ করতে হয়েছিল। বাংলা বিভাগ গড়ে তোলা, ও সে বিভাগে অধ্যাপনায় যেমন তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, সে সঙ্গে 'রামতনু লাহিড়ী ফেলো' হিসেবেও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় এম. এ. পঠন-পাঠন ব্যাপারে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র দু'জনের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কবির পূর্ণ সহযোগিতা পাননি। এই অ্যাণ্ডারসন সাহেবের জীবনেতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময় এবং বাংলা বিভাগের সূচনালগ্নে জড়িত থাকায় সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা গেল:—

"এণ্ডারসন সাহেব (আই.সি.এস.) চট্টগ্রাম বিভাগের ভূতপূর্ব কমিশনার ছিলেন। অবসর লইয়া তখন তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন। তিনি আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন, আশুবাবু তাহা ভালরূপেই জানিতেন। আমি বাড়ী আসিয়া সেই 'মেলেই' এন্ডারসন সাহেবকে চিঠি লিখিলাম। যথাকালে তাঁহার খসড়া-সহ উত্তর আসিল, আমি তাহা আশুবাবুর হাতে দিলাম।" (আশুতোষ স্মৃতিকথা—ড. দীনেশচন্দ্র সেন)

"অ্যাণ্ডারসন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যখন শিশু তখন সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গামা হয়। তাঁহার মাতাও তাঁহার শৈশব অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন। পিতা একটি হিন্দু আয়া ও হ'রে নামক বাঙালী চাকরের উপর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বিদ্রোহ সংক্রান্ত কাজে চলিয়া যান। হ'রে তাঁহাকে ভূতের গল্প শুনাইত, তিনি ভয়ে চক্ষু বুজিয়া শুনিতেন কিন্তু নেটের মশারীর ভিতরে গেলে মনে করিতেন, ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে ভূত-প্রেত প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রায় ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, ইংরাজি জানিতেন না। একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এই কয়েক বৎসরের প্রভাব জীবনে এতটা বেশী হইয়াছিল যে ইংরাজীর উচ্চারণ বাঙালীরা যে ভাবে করিয়া থাকে, আমি এখন পর্যন্ত কোন কোন শব্দ সেই ভাবে উচ্চারণ করিয়া ধরা পড়িয়া যাই। সেই প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড ফ্রেজার (এখন রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) আমাকে লিখিয়াছেন, একবার শিশু এ্যাণ্ডারসনের জ্বর হইয়াছিল, তখন হিন্দু আয়া কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলি দেওয়া পাঁঠার রক্তে স্নান করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই নাকি তাঁহার জ্বর সারিয়া যায়। অ্যাণ্ডারসনের মত বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি য়ুরোপেও খুব বিরল। তিনি ভারতবর্ষীয় বহু ভাষা জানিতেন; মেচ্, টিবেটান, অহম্দের ভাষা, আকা ভাষা, টিপ্রা ভাষা, প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল; তাহা ছাড়া সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতিতেও তাঁহার আশ্চর্য দখল ছিল। বিলাতী বড় বড় সমস্ত পত্রিকার তিনি রীতিমত লেখক ছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি আধুনিক ভাষা সংক্রান্ত একটা নূতন সিরিজ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। অ্যাণ্ডারসনের বাংলা ভাষার বইখানি দিয়া এই সিরিজের মুখপাত করা হইয়াছে। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি 'ঘুমের ব্যারামে' আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

(ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য—ড. দীনেশচন্দ্র সেন)

এম. এ. ক্লাসের জন্য শিক্ষক সংগ্রহ সমস্যা সম্পর্কে দীনেশবাবু লিখেছেন:—

"এম. এ. ক্লাসে বাঙ্গলা পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করার সময় বিপদে পড়া গেল। অন্যান্য

বিষয়ের অধ্যাপক পদ প্রার্থীর অভাব কোন কালেই দেখা যায় নাই। সমস্ত বিষয়েই এম. এ. পাশ প্রার্থী জোটে; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য কে-ই বা পড়িয়াছেন, কেই বা পড়াইবেন? প্রাচীন বাঙ্গলায় কৃতিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ কাহারও 'বিদ্যাভূষণ', বা 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি নাই, এম. এ. উপাধির তো নতুন সৃষ্টি হইবে। সুতরাং অধ্যাপকের বিদ্যাবুদ্ধি কোন্ মাপকাঠির দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে? আশুবাবু বলিলেন—"আপনি লোক নির্বাচন করিয়া আনুন।" আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বাঙ্গলা বই লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে পরিচিত ব্যক্তি; অবশ্য এই গুণপনা আমাদের উদ্দীষ্ট ছিল না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই খুঁজিতেছিলাম। চারুবাবু কবি-কঙ্কনের একটি সটীক সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন, বলিয়া জানিতাম। সুতরাং তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আশুবাবুর নিকট হাজির করিয়া দিলেন। এইভাবে 'কৃষ্ণকীর্তন' সম্পাদক বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয়ের কথাও আশুবাবুকে বলিয়াছিলাম। তিনি সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থশালায় কাজ করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার থাকার অসুবিধা হইয়াছিল। আশুবাবু তাঁহাকে আমাদের বাঙ্গলা পুঁথিশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। শেষটায় তিনি অধ্যাপনার ভার পাইলেন। ইঁহাদের ছাড়া শশাঙ্কমোহন সেন এবং রাজেন্দ্র শাস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, এই কয়েকটি পণ্ডিত লইয়া বাঙ্গলার অধ্যাপক-মণ্ডলী গঠিত হইল।"

(আশুতোষ স্মৃতিকথা — ড. দীনেশচন্দ্র সেন)

# মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রামাণিকতা: দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে'র বিরুদ্ধে জসীমউদ্দীনের অসত্য অভিযোগ

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (উল্টোরথ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮)* চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন—যা জালিয়াতি, প্রতারণা ও চৌর্য্যাপরাধের সামিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জসীমউদ্দীনের এ সম্পর্কীয় আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত করছি:—

"কবি বাংলা কবিতার একটি সংকলন বাহির করিবেন; কবি আমাকে বলিলেন, 'তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু গ্রাম্য গান আমাকে দিও' আমার বইয়ে ছাপব।"

"আমি কতকগুলি গ্রাম্য গান কবিকে দিয়া আসিলাম। তাহার চার-পাঁচ দিন পর মিঃ প্রশান্ত মহলানবীশের গৃহে কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। মিঃ ও মিসেস মহলানবীশ তখন কবির কাছে ছিলেন। কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ওহে, তোমার সংগ্রহ করা গানগুলি পড়লাম। আমাদের দেশের রসপিপাসুরা ওগুলোর আদর করবে, কিন্তু আমি এইটি সঙ্কলন করছি বিদেশী সাহিত্যিকদের জন্য। অনুবাদে এগুলির কিছুই থাকবে না। মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে কিছু নিলাম। ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকেও কিছু নেওয়া গেল'। আমি বলিলাম, মৈমনসিংহ গীতিকার গানগুলি শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকেই পাওয়া যায়। মৈমনসিংহে সাত-আট বৎসর গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু এই ধরনের মাজাঘষা ধরনের গীতিকা পাওয়া যায়নি। গ্রাম্য গাথার একটা কাঠামো সংগ্রহ করে চন্দ্রকুমার দে এর উপর নানা কারুকার্য্যের বুনট পরিয়ে দীনেশবাবুকে দিয়েছেন। তাহাই পল্লীর অশিক্ষিত কবিদের নামে চলে যাচ্ছে।' কবি বললেন, 'কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার কোন কোন জায়গয় এমন সব অংশ আছে যা গীতিকারদের রচনা বলে মনে হয়। আমি উত্তর করিলাম, 'এ কথা সত্য। এই অংশগুলি ছোট ছোট প্রচলিত গ্রাম্যগান। চন্দ্রকুমারবাবু এগুলি সংগ্রহ করে সেই প্রচলিত পল্লীগীতিকার কাঠামোর মধ্যে ভরে দিয়েছেন।"

প্রথমে আলোচ্য পালাগানগুলির অপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। যারা এখন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হয়েছেন তারা যে ছোটবেলায় ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমার কোলে বসে বা পাশে শুয়ে উপকথা, রূপকথা শুনেছেন, তা নিশ্চয়ই এখনও ভুলে যাননি! কিন্তু তাদের নাতি-নাতনীরা? বর্তমান কালের মায়েরা যেমন সিনেমার জৌলুষে অন্ধ হয়েছেন তেমনি তাদের ছেলে-মেয়েরাও রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সিনেমা পত্রিকায় চিত্রতারকাদের সচিত্র ও বিচিত্র জীবনী, সংবাদপত্রে মামলা বিশেষের শুনানীর সরস বিবরণ, রহস্যোপন্যাস বা রম্যরচনা পড়ে শৈশবে গল্প শোনার স্বাভাবিক প্রবণতাকে পরিতৃপ্ত করে। ফলে ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, রাজকুমার-পক্ষীরাজ ঘোড়া এবং বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শোনার রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, ওই জাতীয় গল্পকথা (পূর্ববঙ্গে শোলক ও পরস্তাব নামে খ্যাত) অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাই বলে কি আমরা* দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংগৃহীত ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুর্দর ঝুলির মনোরম কাহিনীগুলিকে তাঁর নিজের বানান কাহিনী বলে মনে করব? যুগধর্মের পরিবর্তনে, আর্থিক পরিস্থিতির বিবর্তনে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে এবং সমঝদারের অভাবে এই সমস্ত কাহিনী

বা গীতিকার গায়কগণ কালস্রোতে হারিয়ে গেছে, যেমন হারিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে বাংলা ও বাঙালীর অনেক লোকশিল্পের নির্দশন—আমাদের চোখের সামনেই। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে তা কি যথার্থ হবে? এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মূল্যবান উক্তি স্মরণীয়:—

'এই সকল অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালাই কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই ... এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতূহলপূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্যকথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই।'

(ভূমিকা; মৈমনসিংহ গীতিকা)

পালাগানগুলির উৎসক্ষেত্র ও তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং সত্যতা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের অভিমত এইরূপ:

'পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ... আমি পূর্ব মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম সম্বলিত মানচিত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চন্দ্রকুমারের সাহায্য গ্রহণপূর্বক যে মানচিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা ১ম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বারা গীতোক্ত স্থানগুলি নখদর্পণের ন্যায় পরিষ্কার বোঝা যাইবে।"

অধিকন্তু কঙ্ক ও লীলা গীতিকার অন্যতম রচয়িতা রঘুসুতের বংশধরগণ যে উৎকৃষ্ট পালাগান গাওয়ার পুরস্কারস্বরূপ গৌরীপুরের জমিদারদের নিকট থেকে অনেক নিষ্কর জমি পেয়েছিল, তা তো প্রতিষ্ঠিত সত্য; তাছাড়া যে সমস্ত গায়ক-গায়িকাদের কাছ থেকে গীতিকাগুলি সংগৃহীত (আংশিক বা সম্পূর্ণ) তাদের নাম ঠিকানা প্রতিটি কাহিনীর মুখবন্ধে দেওয়া আছে। সম্পাদক দীনেশচন্দ্র নিজেই বলেছেন:—

'এই সকল পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহুলোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি—নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া বহুলোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার উদ্ধার করিতে পারা যায়। এই জন্য চন্দ্রকুমার প্রতিটি পালা সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।'

এখানে একটিমাত্র পালাগান সংগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা করা গেল:—

"মলুয়া—চন্দ্রবাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকণ্ঠস্থিত পদমশ্রী গ্রামের পাষাণী বেওয়া, রাজীবপুরের সেখ কাঞ্চা, মঙ্গলসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমালীর সাধু ধুপী, সাউদপাড়ার জামালদি সেক, দুলাইল নিবাসী মধুর রাজ এবং পদমশ্রীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" (ঐ)

দ্বিতীয়ত যে 'নক্সী কাঁথার মাঠ' লিখে জসীমউদ্দীন দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন সে বইতে বর্ণিত তেমন একখানা নক্সা করা কাঁথা এখন সুদুর্লভ। অথচ ছোট বেলা দেখেছি মা-খুড়ী-জেঠীরা শুধু সূঁচ ও কাপড়ের পাড়ের সুতার সাহায্যে লতাপাতা, পশু-পাখী, বরবধূ, বিবাহ সভা, ও রামায়ণ, মহাভারত এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর নানা প্রকার ছবি তোলা কাঁথা যত্ন সহকারে শ্বাশুড়ী, দিদিশ্বাশুড়ী, মাসী প্রভৃতি গুরুজনের দেওয়া স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রক্ষা করতেন। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেই ঐ জাতীয় কাঁথা তৈরী করার প্রথা বিলুপ্ত। তাই বলে কি ধরে নিব যে বাংলাদেশে কোনদিন নক্সী কাঁথা ছিল না। এমতাবস্থায় এ জাতীয় কাহিনী জসীমউদ্দীন সাহেব খুঁজে পাননি বলেই এ গুলির অস্তিত্ব বাতিল হয়ে যেতে পারেনা।

জসীমউদ্দীন সাহেব ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত বাউল গান সম্পর্কেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের "কবিতার ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীমার" সঙ্গে পরিচিত সেনশাস্ত্রী মশাই স্বরচিত গানকেই গ্রাম্য বাউলদের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য শুনে কবিগুরু

নাকি বলেছিলেন—"তাইতো ভাবি, এরা যদি আগেই এরূপ লিখে গেলেন, তবে আমার পরে আসার কি সার্থকতা থাকল"। জসীমউদ্দীন কর্তৃক ভেজাল গ্রাম্যগাথা ও মেকী বাউল গান সম্বন্ধে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করতে অনুরূদ্ধ হয়ে গুরুদেব নাকি বলেছিলেন, "দেখ, ক্ষিতিমোহন আমার ওখানে আছে, তার সংগ্রহ বিষয়ে কিছু বিরুদ্ধমত দিয়ে তার মনে আঘাত দিতে চাইনে।"

প্রশান্তবাবু এ বিষয়ে জসীমউদ্দীনকে প্রবন্ধ লিখতে বললে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'দীনেশবাবু আমার জীবনে সব চাইতে উপকারী বন্ধু। কত ভাবে যে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। আমি যদি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি তিনি বড়ই ব্যথা পাবেন।"

আবার প্রশান্তবাবু তাঁকে "তথাকথিত গ্রাম্য গানগুলির বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখে গুরুদেবের নিকট"—তাঁর মন্তব্যের জন্য দাখিল করতে বললে—যা বহু বৎসর পরে প্রয়োজন হলে গুরুদেবের মন্তব্যসহ সাধারণের দরবারে হাজির করা যবে এবং যে প্রস্তাবে নাকি কবি রাজীও হয়েছিলেন বলে প্রকাশ—তিনি নানা ঝঞ্ঝাটের জন্য তা লিখে কবিকে পাঠাতে পারেন নাই।

দীনেশবাবুর মনে ব্যথা দিবার অজুহাতে জসীমউদ্দীন তখন কিছু বলেন নাই, কাজের ঝঞ্ঝাটের অছিলায় প্রবন্ধ লিখে কবিগুরুর নিকট পাঠাতে পারেন নাই; আর আজ পরলোকগত দীনেশচন্দ্র, ক্ষিতিমোহন ও চন্দ্রকুমারের নামে জাল জোচ্চুরির ও লোক ঠকানোর অভিযোগ এনে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী রেখে "জীবনের সব চাইতে উপকারী বন্ধুর" প্রতি কর্তব্য পালন করছেন! এদের জীবিতকালে স্বনামে না হোক বেনামেও ত তিনি গীতিকা ও গানগুলির সমালোচনা করে স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে পারতেন। তা ছাড়া দীনেশচন্দ্রের মনোব্যাথার কারণই বা কি; তিনি ত ছিলেন সম্পাদক মাত্র। বরং সংগ্রাহক চন্দ্রকুমারের জোচ্চুরি ধরিয়ে দিতে পারলে বৃদ্ধ বয়সে দীনেশচন্দ্র গীতিকা-সম্পাদনার প্রাণান্তকর পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পেতেন। যদি কেহ মনে করে যে তাঁর দেওয়া গ্রাম্যগানগুলি অনুবাদে ধোপে টিকবে না বলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতা সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা ও ক্ষিতিমোহন বাবুর সংগ্রহ থেকে অংশ বিশেষ উক্ত পুস্তকে গ্রহণ করেছেন বলে ঈর্ষা পরবশ হয়ে তিনি দীনেশচন্দ্র, চন্দ্রকুমার এবং ক্ষিতিমোহন বাবুদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নেমেছেন, তবে কি তাকে দোষ দেওয়া যাবে? কারণ তিনি নিজেই এ সম্পর্কে উষ্মা চেপে না রাখতে পেরে কবিগুরুকে বলেছেন, "আপনার সংকলন পুস্তকে যদি এই সব গান গ্রাম্য সাহিত্যের নামে চলে যায়, তবে ইহার পরে যাঁরা খাঁটি গ্রাম্য গান সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বড়ই বেগ পেতে হবে।" এখন জসীমউদ্দীন সাহেবের সংগৃহীত গানই যে খাঁটি গ্রাম্য গান সে বিচারের মাপকাঠি কি?

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাউল গান প্রিয় ছিলেন। মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীনের 'হারামনি' গ্রন্থে তাঁর লিখিত যে পত্র আছে তাতে তিনি খাঁটি বাউল গান সম্বন্ধে লিখেছেন, "বাউল সংগীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক। হাল আমলের কলেজে পাশকরা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজী পোড়ো বাউলের রচিত গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য।" তিনি আরো বলেছেন, "প্রচলিত লোক সাহিত্যে গ্রন্থস্বত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে। নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না, ওর মধ্যে যে একটি আশ্চর্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটে নি যাতে একেবারে তার সুর কেটে যায়, তাল কেটে যায়। ওর ভেতরকার জিনিষ রয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করবার সাধ্য কারো নাই। বাইরে দুটো একটা জায়গায় একটু আধটু চুন বালির পলস্তারা লাগলেও ইমারৎটা বাতিল হয়ে যায় না। মৈয়মনসিংহ গীতিকার কাল নির্ণয় চলে না, জাত নির্ণয় চলে; ওটা আবহমানকালের। কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে।"

রবীন্দ্রনাথ কথিত কলেজে পাশ করা লেখকের রচিত পল্লীগীতি থেকে এবং মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে দু'টি উদ্ধৃতি দিয়ে রচনার সরলতা, সাবলীলতা ও রস মাধুর্য্যের বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি—

(ক) দেখেছি এই চাষী মেয়ের সহজ গেঁয়োরূপ।
তুলসী ফুলের মঞ্জরী, কি দেব-দেউলের ধুপ।।
দু' একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা ব'য়ে।।
(নক্সী কাঁথার মাঠ—জসীমউদ্দীন)

(খ) সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।।
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।।
হাট্টিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল।।
আগল ডাগল আঁখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখিলে কইন্যা না যায় পাশুরা।।
(মহুয়ার রূপ বর্ণন—মৈমনসিংহ গীতিকা।)

কবি জসীমউদ্দীন যে তাঁর রচিত কাব্যে বুনট পরিয়েছেন এবং পলেস্তারা লাগিয়েছেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন:

"... এই পুস্তকের চরিত্রগুলি সবই গ্রাম্য, তাহাদের মুখ দিয়া আমি যেসব কথার অবতারণা করাইয়াছি তাহাতে মাঝে মাঝে আমি গ্রাম্য কবিদের রচনা হইতে পদ বিশেষ জুড়িয়া দিয়াছি।"
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

এবং তিনি সখেদে বলেছেন—

'কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এই রচনা রীতিকে কেহ কেহ ভুল চক্ষে দেখিয়াছেন। তাহাদের ধারণা আমি গ্রামের নিরক্ষর পল্লী কবিদের রচনা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দিতেছি।" (ঐ)

সুতরাং 'মাজাঘষা' বিষয়ে জসীমউদ্দিন সাহেব যে বিশেষজ্ঞ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর মত প্রাজ্ঞ লোকের নিশ্চয় জানা উচিত যে কাচের ঘরে বাস করে অপরের প্রতি ঢিল ছোঁড়া নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। অবশ্য তিনি যে অভিযোগে অভিযুক্ত তাতে যদি চন্দ্রকুমার এবং ক্ষিতিমোহনকেও জড়িয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, তা স্বতন্ত্র কথা।

তাছাড়া, পল্লীগীতি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র ছিলেন পাকা জহুরী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে তিনি জিলায় জিলায় গ্রামে গ্রামে পুঁথি সংগ্রহ করে কাটিয়েছেন। তাঁকে চন্দ্রকুমার দে ফাঁকি দিয়েছে বলা তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিই কটাক্ষ করার সামিল। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রথম পালা মহুয়া'র সংগ্রহ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের অভিমত এইরূপঃ—

"চন্দ্রকুমার দে প্রেরিত মহুয়ার পালায় কতকগুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খল ভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি।"

তারপর বছরের পর বছর চন্দ্রকুমার দে, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকগণ দীনেশবাবুকে বোকা বানিয়ে রেখেছে—একথা বিশ্বাসেরও অযোগ্য। জসীমউদ্দিন নিজেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাগান সংগ্রাহক ছিলেন, কিন্তু অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর সংগ্রহ নামমাত্র। কেননা সামান্য লেখাপড়া জানা মাসিক এক টাকা বেতনের মুদীখানার কর্মচারী, পরে দুই টাকা বেতনের তহশীলদার চন্দ্রকুমারের পক্ষে গ্রামের চাষা ভূষাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে গাথা সংগ্রহ করা যত সহজ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। মৈমনসিং গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তার আবিষ্কারক ও সংগ্রাহক চন্দ্র কুমার দে এবং সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন এই অমূল্য রত্ন-খনির আবরণ উন্মোচনের জন্য দেশে বিদেশে মনীষীবৃন্দ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছেন। আজ সে সমস্ত মৃত আত্মার প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে তাঁদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলে জসীমউদ্দীন সাহেব, —কবি হিসাবে যাঁর প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, নিজেই হাস্যাস্পদ হবেন। তাঁর লেখা কাব্যালোচনা ছেড়ে ব্যক্তিগত সমালোচনায় পর্যবসতি হয়েছে; যা অত্যন্ত দুঃখজনক। যাক, এ সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য দিয়েই আলোচনা শেষ করছি—

"কেহ কেহ" এই গুলিকে (মৈমনসিংহ গীতিকা) চন্দ্র কুমারেরই রচনা বলিয়া মনে করেন। চন্দ্রকুমারকে ঘনিষ্ঠ ভাবেই আমি জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তাঁহার সুরজ্ঞানও ছিল—কিন্তু তিনি এত বড় কবি ছিলেন না,—যে ঐ অপূর্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পারিতেন।"

(প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা)

(জনসেবক ৪/৮/১৯৬৩)

# রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর বিয়ে হয় বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান ভক্ত বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তারিখ ৬ জুন, ১৯০৭ সাল।

নগেন্দ্রনাথ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁর বিলাত যাবার একান্ত বাসনা। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা সে ইচ্ছাপূরণের অনুকূল ছিল না। তাই তাঁর বিলাত যাবার ব্যয় বহনে ইচ্ছুক এমন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করতেও তিনি রাজি। এদিকে রবীন্দ্রনাথ শ্বশুরের খরচে বিলাতগমনেচ্ছু পাত্র তেমন পছন্দ করতেন না। কারণ, বিয়ের নামে এই বিনিময় প্রথা তাঁর একেবারে না-পছন্দ। তদুপরি অর্থাভাব। কিন্তু প্রিয়দর্শন তেজস্বী যুবক নগেন্দ্রনাথকে দেখে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকা পাঠাবার কড়ারে কন্যাদান করলেন।

সুদূর বরিশালের এই ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগর প্রাথমিক সূত্র এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে ১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্স উপলক্ষে কবির বরিশাল গমন ও অবস্থানকালে ব্রাহ্ম বামনচন্দ্র ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ যে উক্ত সম্মেলনের মূল হোতা জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের একজন চেলা ছিলেন তা পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথের কাছে লিখিত কবির এক পত্র থেকেই জানা যায়।

সে যা হোক, মীরা-নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বেই কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং কবির বন্ধু-পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নার্থে আমেরিকা গেছেন। কবির ইচ্ছানুসারে নতুন জামাই নগেন্দ্রনাথও বিয়ের তিন সপ্তাহ পরে ২৮ জুন, ১৯০৭ সালে আমেরিকা যাত্রা করেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে নগেন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে দেশে ফিরে এলেন। তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও জামাতাকে জমিদারি পরিচালনা, পত্রিকা সম্পাদনা, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসার তদারকি প্রভৃতি কাজের ভার দিলেন। জমিদারির অধীনস্থ প্রজা ও চাষীদের হিতার্থে এই দুজনের অধীত ও অর্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাবারও একান্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন। পুত্র ও জামাতা মিলে শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। নগেন্দ্রনাথকে পারিবারিক ভারমুক্ত করতে তাঁর পৈতৃক দেনা শোধ করলেন, তাঁর ভাইদের পড়াশোনার ভারগ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। কন্যা-জামাতার ভরণপোষণের জন্য কবি মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে নিয়ে কবির সকল আশা ভরসা অচিরকালমধ্যে বিলীন হয়ে গেল। পুত্র ও জামাই মিলে পল্লি সংগঠন, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা পরিচালন ইত্যাদি সমাজ হিতৈষণামূলক যেসব রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা থেকে নগেন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই ছিটকে গেলেন। শ্বশুরের এসব খামখেয়ালিপনায় (?) তিনি নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করতে পারলেন না। শ্বশুর-নির্ধারিত সকল কাজকর্ম থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি অন্যত্র চাকরি প্রয়াসী হলেন। কিন্তু যতদিন চাকরি হয়নি, ততদিন শ্বশুরের প্রদত্ত মাসোহারাই তাঁর জীবিকাবলম্বনের পন্থা হয়ে দাঁড়াল।

নগেন্দ্রনাথের কোনও নির্দিষ্ট কাজকর্ম নেই, আয় নেই। অথচ টাকাপয়সা খরচে তিনি দরাজহস্ত। কাপড় বুঝে কোট কাটায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। এদিকে যে কোনও বিষয়ে অমিতব্যয়িতা রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। যে কোনও বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকার মানসিকতা, সব বিষয়ে গা-ছাড়া

ভাব অথচ বে-হিসেবি জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে কবির সঙ্গে মতান্তর থেকে মনান্তর শুরু হল এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ঘটল মীরাদেবীর উপর। যে সরল সৌন্দর্য ও সুরুচিপূর্ণ পরিমণ্ডলে কবি-কন্যা লালিতপালিত হয়েছিলেন জামাইয়ের পারিবারিক পরিবেশে মনে হয় তার কিঞ্চিৎ ঘাটতি ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৯১৮ সাল নাগাদ কবির কন্যা ও জামাতর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল বলা চলে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৩৯৭, '৯৮, '৯৯ ও ১৪০১ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথ-মীরা দেবীর পত্রাবলী থেকে কবি-কন্যা ও জামাতার বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনের সম্যক পরিচয় পেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণকুমার সেনের কথা এসে পড়ে। ইনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের অন্যতম ছাত্র হিসাবে ১৯০৭ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলকাতায় নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে নগেন্দ্রনাথ কবির কাছে অভিযোগ জানান (চিঠি, ২০ ফাল্গুন, ১৩২৬)। তাঁর এই দুর্ব্যবহারের সঙ্গে মীরা-নগেন্দ্রের সম্পর্কের উপর কোন ছায়াপাত আছে কি না বোঝা গেল না। মনে হয় এই পারিবারিক গোলযোগে অরুণ সেনও কোনওভাবে জড়িয়ে পড়েন; যার ফলে ডঃ দীনেশ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে সাময়িক চিড় ধরে। কবিকে লিখিত ডঃ দীনেশ সেনের একটি চিঠিতেও এই পারিবারিক কথার ইঙ্গিত রয়েছে।

কন্যা-জামাতা সম্পর্কে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটলেও কবি নগেন্দ্রনাথের জন্য একটা কাজের চেষ্টায় ত্রুটি করেননি। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে তাঁর পরিচয় দিয়ে কাজের চেষ্টা করতে নগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। পাটনা, পুনা, রামগড়, রাঁচি প্রভৃতি স্থানেও তাঁর কাজকর্মের সুবিধা হয় কি না সেসব ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। মনের মাঝে হয়তো একটু ক্ষীণ আশা তখনও পোষণ করে আসছিলেন যে যদি জামাইকে একটা নির্দিষ্ট মাইনের স্থায়ী কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো কন্যা-জামাতার জীবনের দুর্গ্রহের মোচন হলেও হতে পারে। এই আশার বশবর্তী হয়ে তিনি যখন দিন গুণছেন, বলতে গেলে অপ্রত্যাশিতভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির আবার যোগাযোগ ঘটল। এবং সম্ভবত তারই ফলে নগেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ সুগম হল। সে ঘটনার প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ—

খয়রা স্টেটের রানী বাগীশ্বরী দেবী ও রাজকুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ-এর মধ্যে এক পারিবারিক মামলার মীমাংসার শর্তানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার অধিকারী হয়। সে টাকায় স্যার আশুতোষ 'খয়রা ফাণ্ড' গঠন করেন। ১৯২১ সালের ২৯ জুলাই আশুতোষ সিণ্ডিকেটে এক 'স্কিম' পেশ করেন। ওই স্কিমের মূল বক্তব্য হল—'খয়রা ফান্ড' থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক আয়ের দ্বারা পাঁচটি অধ্যাপক পদ ('চেয়ার') প্রতিষ্ঠা করা হবে। সে পাঁচটি অধ্যাপক পদ হবে নিম্নোক্ত পাঁচ বিষয়ে—

(i) Indian Fine Arts
(ii) Phonetics
(iii) Physics
(iv) Chemistry
(v) Agriculture

আর এই খয়রা ফান্ড পরিচালনার জন্য ১৬ জন সদস্য নিয়ে একটি Board Management গঠন করা হবে। অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সেই বোর্ড এর সদস্য থাকবেন:—

Dr. Rabindranath Tagore, N. L. D. Litt.
Sir Jagadishchandra Bose, Kt. C.S.I. C.I.E., M.A., D.Sc., F.R.S.
Sir Nilratan Sircar, Kt. M.A. M.D. LL.D.D.C.L.
Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I., M.A., D.L., D.Sc., Ph.D.

আশুতোষ পূর্বোক্ত পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করলেন। প্রথমটি রাণী বাগীশ্বরী দেবীর নামে, আর বাকি চারটি কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ-এর নামে। চারটি চেয়ারে প্রথম অধ্যাপক হিসাবে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

1. Bagiswari Professor of Indian Fine Arts–Abanindranath Tagore.
2. Guruprasad Singh Professor of Phonetics–Dr. Sunitikumar Chatterjee.
3. Guruprasad Singh Professor of Physics–Dr. Meghnad Saha.
4. Guruprasad Singh Professor of Chemistry–Dr. Jnanendranath Mukherjee
5. Guruprasad Singh Professor of Agriculture–Nagendranath Gangopadhyay.

প্রথম চারজন অধ্যাপকের পরিচয় অনাবশ্যক। পঞ্চম অধ্যাপক পদটি অর্থাৎ Guruprasad Singh Professor of Agriculture পদে নিযুক্ত হলেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের জামাতা। তাঁকে নিয়েই আমাদের আলোচনা।

জামাই নগেন্দ্রনাথকে নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অশান্তির সীমা ছিল না, তা খুব সম্ভব আশুতোষের অজানা ছিল না। স্বয়ং কবির মুখেই তিনি হয়তো সে কথা শুনে থাকবেন, কিংবা অন্য কোনও সূত্র থেকেও সে খবর কানে এসে থাকতে পারে। ডঃ দীনেশ সেনের কাছ থেকেও আশুতোষ এ বিষয়ে শুনেছেন হয়তো। তাছাড়া আমাদের দেশে বড় ঘরের অনেক ছোট খবরও বেশ পল্লবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঠাকুর বাড়িও সেদিক থেকে কোনও ব্যতিক্রম নয়। যা হোক, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কবিকে কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তি দিতে এবং কবি কন্যার ভাঙা সংসার জোড়া দেবার আন্তরিক প্রেরণাতেই, স্বয়ং নিজ কন্যা কমলার পুনঃ পুনঃ বৈধব্যে তাপিত আশুতোষ নগেন্দ্রনাথকে কৃষি বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিয়োগের কথা ভেবে থাকতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নিয়োগের শর্তাবলীও কিঞ্চিৎ শিথিল করে থাকবেন। নগেন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক ডিগ্রি ছিল B.Sc. (Illinois) তবে আশুতোষ ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেটের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, হাতেকলমে শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দক্ষতা অর্জনের উপর যে অনেক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাও অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথই তার বিশিষ্ট উদাহরণ, নগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তিনি সে মনোভাব দেখিয়েছেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে পাঁচটি 'খয়রা চেয়ারের' মধ্যে দুটোতেই আশুতোষ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত আগেভাগেই নিয়েছেন। পাছে Khaira Management Board-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে কবিগুরু, ভাতিজা ও জামাইয়ের নিযুক্তির ব্যাপারে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং বিড়ম্বনা বোধ করেন, তাই সুকৌশলী আশুতোষ প্রথম খয়রা অধ্যাপক পদ পূরণের ব্যাপারটা বোর্ডের হাতে না রেখে সরাসরি সিণ্ডিকেটের হাতে রাখলেন—

VIII. That the appointments to the Professorship and Readerships be made by the Senate upon recommendation of the Board of Management...

Provided that the first appointments to the five Chairs...shall be made by the Senate on the recommendation of the Syndicate.

সিণ্ডিকেটে আশুতোষই সর্বেসর্বা; সুতরাং কোনও বাধা বা প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা নেই। ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যমে এবং বিনা বিজ্ঞাপনে ও দরখাস্ত ব্যতিরেকেই আশুতোষ প্রথম চারজন অধ্যাপকের নিযুক্তি প্রস্তাব সিণ্ডিকেটকে দিয়ে পাস করিয়ে সেনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। নির্বাচিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ না থাকায় সেনেট একবাক্যে প্রথম চারজন অধ্যাপকের নিয়োগ অনুমোদন করে। পঞ্চম অধ্যাপক অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাপরে আশুতোষ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি সিণ্ডিকেটের অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ বয়ানের এক খসড়া বিজ্ঞাপন পেশ করেন এবং তা অনুমোদিত হয়। একটু খুঁটিয়ে পড়লে লক্ষ্য করা যাবে বিজ্ঞাপনে প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে গবেষণাগত অভিজ্ঞতা ও হাতেকলমে লব্ধ বিদ্যার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, নগেন্দ্রনাথ কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন না। অথচ তাঁকে স্নাতকোত্তর স্তরেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকতে হবে। বিজ্ঞাপনটির ভাষ্য লক্ষ্য করা যাক:—

5. That the following advertisement be published for the Guru Prasad Singh Professorship of Agriculture:

CALCUTTA UNIVERSITY

NOTICE

Applications (which must reach the undersigned not later than 1st September, 1921) are invited for the Guru Prasad Singh Professorship of Agriculture. The duties of the Professor will be as follows:

a) to carry on original research in his special subject with a view to extend the bounds of knowledge;
b) to take steps to disseminate the knowledge of his special subjet with a view to foster its study and application;
c) to stimulate and guide research by advanced students and generally to assist them in Post-graduate work so as to secure the growth of real learned among our young men.

The salary of the Chair (which is open only to Indians) is Rs. 500/- a month. It is proposed to make the appointment in the first instance for a term of 5 years. Applicants should state their qualifications in detail and forward testimonials, list of publications, as also outline of intended programme of work.

J. C. Ghose,
Registrar

Senate House:
The 12th August, 1921.

(Synd. 12.8.1921)

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যেসব দরখাস্ত জমা পড়ে সেগুলি সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হলে সিণ্ডিকেট সব দিক বিবেচনান্তে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

Resolved—
That the Syndicate recommend to the Senate that Mr, Nagendranath Ganguli, B.Sc. (Illionois), be appointed Guruprasad Singh Professor of Agriculture for a term of five years and a salary of Rs. 500 a month.

সিন্ডিকেটের প্রস্তাব যখন অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত হল, তখন এই নিয়োগ নিয়ে বেশ দড়ি-টানাটানি ও প্যাঁচ কষাকষি চলল। ততদিনে সেনেটে আশুতোষের একদল প্রতিপক্ষ গড়ে উঠেছে। তদুপরি ইতিমধ্যে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয় বলে নির্দিষ্ট হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-বিদ্বেষী প্রাদেশিক সরকার এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আস্থাভাজন কোনও কোনও সেনেট সদস্য আশুতোষের বিভিন্ন কাজে বাগড়া দিতে শুরু করেছে। নগেন্দ্রনাথের নিয়োগ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি অনুমোদনের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়-রাজনীতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে

বলে সেনেট কার্যবিবরণী থেকে এই নিয়োগ সম্পর্কিত অংশটুকু প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল। একটু অভিনিবেশ সহকারে অংশটুকু পাঠ করলে দেখা যাবে যে জীবনে বহু প্রাচীন নবীন অধ্যাপক নিয়োগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আশুতোষকে আর কোনও নিযুক্তির ব্যাপারে এমন 'apologetic' দেখা যায়নি। এই নিযুক্তির ব্যাপারে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী এবং তা কেন, তা খুলে না বললেও তাঁর বক্তব্যে মনোগত অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আশুতোষের জামাতা সেনেট সদস্য প্রথমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থন করেন তাঁর বিশ্বাসভাজন মন্মথনাথ রায়। আলোচনা শুরুতেই এক প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যের ধার কমাবার প্রয়াস পান স্যার আশুতোষ:—

3. Mr. Pramathanath Banerjee proposed that Mr. Nagendranath Ganguli, B. Sc. (Illinois), be appointed Guru Prasad Singh Professor of Agriculture for a term of five years on a salary of Rs. 500 a month.

Mr. Manmathanath Ray seconded the proposal.

প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনে সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ তাঁর বক্তব্য পেশ করতে উঠলেন যা কিছুটা অস্বাভাবিক এবং অর্থবহ—

**The Hon'ble the Vice-Chancellor:–** It is desirable that I should state, for the information of the Senate, the steps which had been taken by the Syndicate when this recommendation was made. It will be in the recollection of the members of the Senate that, when appoinments were made to the four of the Chairs which will be maintained out of the Khaira Fund, in answer to an enquiry by Principal Bose, I said at the time that the Syndicate had not brought up any recommendation for the Chair of Agriculture but had decided to invite applications. Advertisements were issued in the leading papers both in Bengal and elsewhere. A notification was also sent to all the Indian Universities and to all Agricultural Institutions in every part of India. Applications were received from 12 candidates. These were carefuly considered by the Syndicate.

The Hon'ble the Vice-Chancellor continuing said—After the applications were considered and after discussion, we came to the conclusion that the gentleman whose name was before them was the most suitable candidate. He had gone to study Agriculture in the University of Illinois and was there from 1907 to 1910. After he had taken his degree of B.Sc. in Agriculture, he took the Post-Graduate Course. He returned to India in 1911 and since then he has devoted his time to the study of agricultural conditions of this country. He is the author of a book in Bengali, which, perhaps, some gentlemen round this table may have read. It is an extrmely interesting book called "Bharatbarsher Krisir Unnati."

**Mr. Girischandra Bose:–** May I enquire what were his educational qualifications before he left for America?

**The Hon'ble Vice-Chancellor:–** I do not know.

আশুতোষের এই নেতিবাচক জবাব বিস্ময়কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র পাঁজিপুঁথি যাঁর নখদর্পণে তিনি নগেন্দ্রনাথের আমেরিকা গমনের পূর্বেকার শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন না—তা হতেই পারে না। তবে তাঁর এই 'জানি না'র অর্থ 'জানি কিন্তু বলব না' হতে পারে। কারণ, সেটা বলার মতো নয় বলেই হয় তো সর্বসমক্ষে বলতে চাননি। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা যাবার আগে নগেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র এনট্রান্স পাস করেছিলেন দ্বিতীয় বিভাগে, ১৯০৪ সালে রবিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে। তখন তাঁর বয়স ১৬ বৎসর ২ মাস।

**Mr. Girischandra Bose:–** The four men that have been appointed already to the four Chairs are not only well known and eminently fitted for the appointments, but they have also already made their mark in the cultural world of Arts and Science. I thought we could get one, if not equal to them, at least approaching them in quality. I would ask the Senate not to be in a hurry. I do not think we need be in hurry. The appointment may very well be postponed for 5 or 6 months, if not longer. We are going to lose nothing. I hope I shall not be misunderstood. Before I got the Agenda I never knew the man. I know nothing absolutely against him. The only thing that I know from the paper is that he is a B. Sc. I may tell you frankly that degrees in America are rather cheap. This is common knowledge. Personally, I have come in contact with several American degree-holders and they have not impressed me very much. **I am also told that he is highly connected but I do not believe that this will carry weight with the Syndicate or Senate.**

**The Hon'ble the Vice-Chancellor :–** You should not speak like that about people in their absence.

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসুর এই ইঙ্গিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তা বলাই বাহুল্য। আশুতোষ এ ধরনের ইঙ্গিতে আপত্তি জানালেন। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সে সময় যে কয়জন বিশিষ্ট বঙ্গ সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি প্রতিষ্ঠানগতভাবে এবং আশুতোষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কেউ বা প্রবাসী পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম। এঁরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৈকট্য এবং আশুতোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রতিও বিরূপ ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের নিয়োগ নিয়ে তাই বিতর্ক চলতেই থাকে—

**Mr. Girischandra Bose:** I suppose, as President of the Post-Graduate Councils, you know very well the capacities for work of some American University men who are employed here. My frank opinion is that we should hesitate to employ men whose whereabouts we know very little. I attach little importance to paper qualifications. Testimonials are obtained in ways that need not be gone into. ...The gentleman recommended is a young man who has no degree, excepting an American one. He is not more hopeful than the high-degree Professor with whom we are very familiar. I would, therefore, entreat the Senate to postpone the matter for a short time till we find a better man....With these words, I propose that the consideration of the matter be postponed.

**The Hon'ble the Vice-Chancellor:** Principal Bose is perfectly right in saying that the other four Chairs have been filled by distingished men and for obvious reasons. Physical Science has been studied in this University for some years and we have produced many distinguished graduates. It is not difficult to find out men of this description. We have already sent boys to England and Germany. We have produced a number of very distinguished men in Chemistry, some of whom have been sent to England at our expence. One of them we have been able to get for Chemistry. In the case of Phonetics, we have Suniti Kumar Chatterjee who have a distingished career here. He had been sent out not by us but by Government to pursue studies in London. Unfortunately, Agriclture is a subject which has not been studied in this country. If it has been studied,

it has not been studied by men of first rate ability. Therefore, what we have to do is what we did in 1914 in respect of some of the Chairs founded by Sir Rashbehary. We had to create our men. Sir Rashbehary put in a clause in his letter to the effect that Professors might be required to spend a prescribed period outside India. not necessarily for degree but to undergo a career of research to learn modern methods of investigation and study foreign conditions, so that they might be enabled, by the knowledge.acquired there, to discharge their duties here. I am convinced that nothing will be.gained by postponement. I have explored the thing. I claim to have some knowledge of the men who have worked in this line. I cannot think of suitable men who may be appointed here to organise a new department and devote his life to the service of the University. My own plan is that if this appointment is confirmed we can take steps to have this gentleman trained again for the purpose of his duties here.

**The Hon'ble the Vice-Chancellor:–** I am not speaking at random. I have a very definite plan. This very question was put to me 8 years ago when I got Dr. P. C. Mitter appointed Professor of Chemistry. It was asked–Where is your University laboratory? Where is your laboratory of Physics? You want your professor to sit idle. The things will come in regular order–probably much sooner. I shall be very much disappointed if what I am anticipating does not come about much sooner so far as agriculture is concerned than people feel inclined to be doubtful.

**Mr. Girishandra Bose:–** In view of what has been said by the Hon'ble the Vice-Chancellor, I withdraw my amendment.

The motion was put to the vote and carried unanimously (Senate, 21.9.21).

এই দীর্ঘ বিতর্কে যে জিনিসটি স্পষ্ট হল, তা গতানুগতিকতা ও গতিশীলতার লড়াই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ গড়ে তোলার ব্যাপারে আশুতোষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোগত অভিপ্রায়ের পরিচয়ও মেলে এই বিতর্কের মধ্যে। সব ছাপিয়ে নগেন্দ্রনাথের নিয়োগের ব্যাপারে আশুতোষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা গোপন থাকে না। অবশেষে অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু তাঁর আপত্তি তথা সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করলে সর্বসম্মতিক্রমে নগেন্দ্রনাথের নিয়োগ-প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তৎকালীন নিয়মানুসারে নগেন্দ্রনাথের নিযুক্তির সিদ্ধান্ত সরকারি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল। যথাসময়ে অনুমোদন পাওয়া গেল এবং নগেন্দ্রনাথ কাজে যোগদান করলেন—

179.Read a letter from the Deputy Secretary to the Gvernment of Bengal, Education Department, conveying sanction of the Government of Bengal to the appointment of Mr. Nagendranath Ganguli as Guruprasad Singh Professor of Agriculture, on the condition that in the present financial postion of the University, it must find all the expense of the Chairs of the Khaira Endowment from that fund.

Resolved—

1. That a letter of appointment be issued to Mr. Nagendranath Ganguli.
2. That the Deputy-Secretary to the Government of Bengal be informed that the condition mentioned in his letter cannot be imposed on the University and that it really calls upon the University to violate the terms of the Trust. (Syndicate, 9.12.21)

সিন্ডিকেটের ২নং সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পরাধীন আমলেও বিশ্ববিদ্যালয় অযৌক্তিক সরকারি নির্দেশ অমান্য করার হিম্মৎ ধরত। স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতো তাঁরা রাইটার্স বিলডিংস-এর ন্যায় অন্যায় সকল হুকুম তালিম করার জন্য 'জো হুকুম' ভঙ্গিতে নতশির ছিলেন না।

## দুই

বিলম্বে হলেও নগেন্দ্রনাথের তো একটা জীবিকার ব্যবস্থা হল; কিন্তু এদিকে কন্যা-জামাতার জীবন-বীণার ছেঁড়া তারে জোড়া লাগার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কন্যার প্রতি মমত্ববোধ আর জামাই-এর প্রতি কর্তব্যবোধে কবির দিক থেকে কোনও ঘাটতি না থাকলেও উভয়ের মানসিকতায় যে যোজন পরিমাণ ফারাক সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধান কবির সাধ্যাতীত। ফলে মীরাদেবী স্বামীর ঘর করতে কলকাতা যেতেই অনিচ্ছুক। নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা কবি তাঁকে জোর করে স্বামীর কাছে পাঠান। সেখানেই কবির আপত্তি। তিনি লিখেছেন—"মীরার সঙ্গে তোমার লেশমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ আমার কিছুতেই ইচ্ছাসম্মত নয়। এর দায়িত্বও আমার পক্ষে কঠিন। তবু আমাকে পরম দুঃখে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে। এবার মাদ্রাজে যখন দেখলুম মীরা তোমাকে ভয় করে, তোমার হাত থেকে প্রকাশ্য অপমানের সঙ্কোচে একান্ত সঙ্কুচিত হয়, তখন স্পষ্ট দেখতে পেলুম তোমাদের দুজনের প্রকৃতির মূল সুরে মিল নেই।" (চিঠি, ৮ ভাদ্র ১৩২৬) সুতরাং মীরাদেবী পুত্র-কন্যা (নীতীন্দ্র ও নন্দিতা) নিয়ে রয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে, কখনও বা পিতার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয়; আর নগেন্দ্রনাথ কলকাতায়। নগেন্দ্রনাথ বারংবার চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে নিজের কাছে আনতে; কিন্তু মীরাদেবী রাজি হচ্ছেন না। কারণ, কবিই তাঁর জামাইয়ের স্বভাবচরিত্র ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "তোমার অধৈর্য অসহিষ্ণুতা, তোমার আত্মসম্বরণে অসাধ্যতা, তোমার দুর্দান্ত ক্রোধ এবং আঘাত করিবার হিংস্র ইচ্ছা সাংসারিক দিক থেকে আমাকে অনেক সময়ে কঠিন পীড়া দিয়েছে।" (চিঠি, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) এবংবিধ পরিবেশে কন্যা স্বামীগৃহে যেতে না চাইলে কবি তাকে জোর করে পাঠাবেন না।

অন্য একটি চিঠিতেও কবি লিখেছেন—"মীরা যে প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিঃশব্দে আপন দুঃখ বহন করে তাতে ওর মুখের দিকে তাকালে আমার চোখে জল আসে। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে কোনও জীবনযাত্রা বহন করতে যদি প্রস্তুত হতে হয় তবে সে চিন্তা আমার পক্ষে দুর্বিষহ। ...এখন সে শুধু আমার কন্যা নয়, সে যে আমার আশ্রয়ে আছে, আমি যদি তাকে বলি তার এখানে থাকা হবে না তাহলে তাকে চলে যেতেই হবে—জানি সে কখনও আভাসেও অসম্মতি জানাবে না। কিন্তু কোনোমতেই আমার দ্বারা এমন নির্মম কাজ হবে না। মীরা যখনই ইচ্ছা করবে, যখনি সে আমাকে বলবে আমি যাব, তখনি আমি তাকে যেতে বলব।" (চিঠি, ২০ ফাল্গুন, ১৩২৬)।

উপরে উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি নগেন্দ্রনাথের চাকরি-পূর্বকালে লিখিত। নগেন্দ্রনাথের কাছে লিখিত পত্রগুলির গায়ে মাঝেমাঝেই যেন মণিমুক্তা খচিত রয়েছে। এক একটা চিঠিতে বিষয়ী রবীন্দ্রনাথ, কল্পনাপ্রবণ রবীন্দ্রনাথ, সমাজসেবী দেশহিতৈষী রবীন্দ্রনাথ, স্বপ্নবিলাসী রবীন্দ্রনাথ থেকে বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সশরীরে উপস্থিতি অনুধাবন করা যায়। চিঠিগুলির কোনও কোনও অংশ যেমন উচ্চ দার্শনিক চিন্তাভাবনায় আপ্লুত, তেমনি মানবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রসে নিষিক্ত। আদেশে উপদেশে, যুক্তি পরামর্শে সংসার পরিচালনার কলাকৌশলে, সুখদুঃখ, তৃপ্তিঅতৃপ্তির মানদণ্ড নির্ধারণে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ বিশ্লেষণে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথের এক ভিন্ন রূপ পাঠকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু সুখ-

দুঃখ, শোকতাপ সব অবস্থায় নিজেকে স্থিতধী রাখা, হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করা 'Plain living and high thinking'-কে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করা ইত্যাদি নীতিবাক্যে নগেন্দ্রনাথের তেমন কোনও আস্থা ছিল না বলে মনে হয়—যদিও রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের প্রারম্ভিককালে তাঁর মধ্যে এই গুণাবলীর স্ফুরণ কবি দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের গতি সেভাবেই প্রবাহিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বস্তুত ১৯১৬-১৭ সাল থেকেই মেয়ে-জামাইয়ের অবনিবনার সূত্রপাত; নগেন্দ্রনাথ যে কার্যত কিছু একটা হয়ে উঠতে পারেননি তজ্জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে সে অভিযোগ স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নগেন্দ্রনাথের একটা কাজ জুটলে, দেরিতে হলেও নগেন্দ্রনাথের জীবনের গতি তাঁর নিজের ইচ্ছামতো প্রবাহিত হতে পারে, কবি সে চেষ্টা করেছিলেন বলেই অনুমান।

নগেন্দ্রনাথ কাজে যোগদানের পর তাঁর একটা ঘরের প্রয়োজন দেখা দিল। সিণ্ডিকেট বিষয়টি ভাইস-চ্যানসেলার অর্থাৎ আশুতোষের উপর ছেড়ে দেয়—

The question of providing a room for Prof. Nagendranath Gangulee, referred to the Hon'ble the Vice-Cehancellor. (5.5.22)

আশুতোষ যথাসময়ে তাঁর ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক কাজে সহায়তা করার জন্য দুজন মালীর প্রয়োজন হলে, তাও যথাসময়ে মঞ্জুর হল—

Appointment of two Malies by Prof. N. Ganguli on Rs. 16 each to look after small plots of land prepared for experiment. (15.11.22)

নগেন্দ্রনাথ কাজে যোগদান করেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাঁর মাস মাহিনা ৫০০ টাকা। ১৯২১-২২ সালে এটা মোটেই সামান্য টাকা নয়। ভদ্রভাবে সংসার চালনার পক্ষে এটা তৎকালে যথেষ্টই বলা চলে। অবনীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, মেঘনাদ সবাই এই মাহিনাই পেতেন। নগেন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ ক্যাম্পাসে স্যার তারকনাথের বাড়িতে থাকার জায়গা পেয়েছেন। এ সময়কার দু-একখানা চিঠি থেকে অনুমান করা যায় মীরাদেবী ছেলেমেয়েকে নিয়ে কিছুদিন নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বালিগঞ্জের বাসায় কাটান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মীরাদেবী পুনরায় বাবার কাছে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। এবং নগেন্দ্রনাথের কাছে ফিরে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন। ব্যথাহত রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লিখছেন, "তোমাদের দুইজনেরই ভাগ্য তোমাদের নিজেদের হাতে। আমি জোর করে তার গতি পরিবর্তন করতে পারিনে। এ সকল দুর্ঘটনার মূল অন্তরের মধ্যে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সে তো বাইরের জিনিস নয়। বাইরে থেকে জোর করে শাসন করে ভয় দেখিয়ে জোড়া দেবার যে চেষ্টা সে আমার দ্বারা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ তার মতো নীচতা ও নিষ্ঠুরতা আর কিছু নাই।

তুমি এ সম্বন্ধে আদালতে নালিশ করতে চাও, মীরা যদি সেই আঘাতও সহ্য করতে সম্মত থাকে, তা হলে আমি কি করতে পারি? তুমি এ সম্বন্ধে তাকেই বরঞ্চ ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখো। যদি ভয় পেয়ে সে হার মানে তাহলে তাই হোক।" (চিঠি, ২৫ মাঘ, ১৩২৯)

মীরাদেবী স্বামীর ঘরে না থেকে বাবার কাছে থাকলে লোকনিন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করে নগেন্দ্রনাথ কবিকে লিখলে তিনি জবাবে লিখেছেন, "মীরা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকলে তোমার সম্বন্ধে লোকনিন্দার আশঙ্কা আছে বলে তুমি কল্পনা করচ। মীরা নিজের সম্বন্ধে লোকনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না তোমাকে লিখেচে শুনে আমি খুসি হলুম। জীবনে সব মানুষের ভাগ্যে সুখ থাকে না—তা নাই থাকল—কিন্তু স্বাধীনতা যদি না থাকে তবে তার চেয়ে দুর্গতি কিছু হতে পারে না। মীরা এখানে আপন মনে একটা কোণে থাকে—বেশি কিছুই চায় না—একটুখানি শান্তি এখানে পায়, আর জানে

আমি ওকে কত স্নেহ করি। লোকনিন্দার ভয়ে মীরার এই অধিকারটুকুকে নষ্ট হতে দেখলে আমার আর দুঃখের অন্ত থাকবে না।" (চিঠি, মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৯)

কিছুকাল আগে বিদেশ থেকে কবি মীরা দেবীকে লিখেছিলেন, "তোর দুঃখে আমার হৃদয় ভরে আছে, আমি একদিনও ভুলতে পারিনে। এ দুঃখ দূর করি এমন শক্তি আমার নেই ... তোদের নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হব ঈশ্বর আমাকে সে অবকাশ দেবেন না ... সুখের আশা রাখিস নে মীরু, দুঃখকে ভয় করিসনে—তুই যে কোনো শাসনের ভয়ে কোনো পীড়নের দায়ে নিজের সত্যকে বিকোতে চাসনে এতে আমি সুখী" (১৯২১)

কিছুদিন পরে নগেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখলেন, "এই দুঃখ রয়ে গেল যে, তোমাদের দুজনের কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি—তার শাস্তি নিয়ত অন্তরের মধ্যে ভোগ করছি অতএব আমাকে ক্ষমা কোরো।" (২১ আশ্বিন, ১৩২৯) তার কয়েক মাস পরে আর একটি চিঠিতে—"তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দেবার কোন ক্ষমতা আমার হাতে যদি থাকত তাহলে আমি চেষ্টার ত্রুটি করতুম না।" (৬ ফাল্গুন, ১৩২৯)

আর গভীর দুঃখ ও মর্মবেদনায় কবি রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল তখন একটা গোখরো সাপ ফস করে ফণা ধরে উঠেছিল—আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনি তাকে কাটত, তাহলে ও পরিত্রাণ পেত।" বিশাল বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র সাহিত্যের কোনও চরিত্রের মুখে এমন নিষ্ঠুর নিষ্করুণ সংলাপোক্তি শোনা যায়নি। কি গভীর মনস্তাপে রবীন্দ্রনাথের মতো স্নেহশীল পিতা ও সংবেদনশীল কবির কলমে এমন নির্মম নির্দয় উক্তি বেরোতে পারে তা অনুভব করা যায়, বোঝান যায় না।

নগেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানীয় অধ্যাপক পদে আসীন আছেন, তার পরিবার বর্তমান আছে, অথচ তারা তাঁর কাছে থাকে না—এটা বাঙালী সমাজে খুব সম্মানের নয়। কবিকে সে কথাই তিনি বলেছিলেন; কিন্তু মীরা দেবীর অমতে তার কাছে পাঠাতে তিনি অপারগ—এই সমস্যার সমাধানে কবি স্থির করলেন তিনি মীরাদেবীকে তাঁর ছেলেমেয়ে সহ বিলাতে লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়ে দেবেন এবং এ খবর জানিয়ে নগেন্দ্রনাথকে এক বুদ্ধি বাতলে দিলেন "তুমি সবাইকে বলতে পারবে, পড়াশুনো করবার জন্যে ওরা বিলেতে গেছে। ... মীরার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে এখান থেকে কলকাতায় পাঠিয় দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্য আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য—ওদের বিলেতে পাঠাতে অনেক খরচ হবে জানি কিন্তু সেও আমি সানন্দে স্বীকার করব।" (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৯)

স্বয়ং কবিগুরুকে এই ছলনার আশ্রয় নিতে দেখে আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয় বই কি! কিন্তু বাস্তব জগতে মানুষমাত্রই যে অবস্থার দাস তাও তো অস্বীকার করা যায় না।

## তিন

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথেরও বিলাত যাবার কথা উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির শর্তও তাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার উপযুক্ত করে নিজেকে তৈরি করে তুলতে তিনি দু বছরের সবেতন ছুটি পান।

Application of Prof. Nagendranath Ganguli for going over to England to complete his thesis, on some specified conditions, placed before the Senate.

সেনেট যথাসময়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে, এবং পাথেয় হিসেবে তাঁকে ৮০০ টাকা প্রদান করে—

Rs. 800 paid to Prof. Nagendranath Ganguli, for his passage to England. (2.3.23)

প্রবাসকালে তাঁর মাসমাহিনার ব্যবস্থা করার জন্য নগেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে—

> 79. Read a letter from Professor Nagendranath Gangulee stating that he will leave Calcutta by the first week of April and during his absence his monthly Salary may be paid to his Banker Messrs Grindlay and Co.
>
> Resolved—That the request be complied with (29.3.23)

নগেন্দ্রনাথের বিলাত যাবার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুসি হয়ে লিখেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুমি বিলাতে যাওয়ার সম্মতি পেয়েছ শুনে খুসি হয়েছি।" (১৯ মাঘ ১৩২৯) বিলাত যাবার প্রাক্কালে কবি জামাতাকে ৫০০ টাকা দেন এবং আরও বেশি দিতে পারেননি বলে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। তবে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো মীরাদেবী কিন্তু সন্তানদের নিয়ে বিলাত গেলেন না। নগেন্দ্রনাথ একাদশবর্ষীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে নিয়ে পিয়ার্সনের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। নগেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এড়াতেই মীরাদেবীর বিলাত যাবার পরিকল্পনা বাতিল হল কি না সেটা এক প্রশ্ন বটে!

বিলাতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ স্যার জন রাসেলের গবেষণাগারে যোগদান করেন। সেখানে গবেষণা কার্যে ব্যবহারের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি কেনার দরকার হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অর্থ চেয়ে চিঠি লিখলেন এবং পেলেনও—

Rs. 500 remitted to Prof. Nagendranath Ganguli to purchase apparatus for his research work in the laboratory of Sir John Russell. (27.7.23)

একটা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র কেনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় নগেন্দ্রনাথকে নিম্নোক্তরূপে অর্থ জুগিয়েছিল—

High Commission for India, informed that an advance be paid to Prof. N. Gangulee for purchasing microscope, and the matter referred to the Board of Accounts. (12.10.23)

Report of the advance of d 24-8-9 to Prof. N. Gangulee for purchasing microscope, referred to Board of Accounts. (30.11.23)

আর নগেন্দ্রনাথের গবেষণা ও বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে:—

Quarterly report of the Work of Prof. Nagendranath Gangulee, referred to the Board of Management of the Khaira Fund. (10.11.23)

Quarterly report of Work of Prof. N. Ganguli recorded. (21.12.23)

Balance of £15-17 to Prof. N. Ganguli for purchasing certain instruments for the Agricultural Dept of the University, paid. (21.12.23)

১৯২৩ সাল শেষ হল। ১৯২৪ সালের প্রথম চিঠিতে নগেন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষা ও গবেষণার রিপোর্ট পাঠালেন এবং সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কিছু টাকাও চাইলেন—

A letter from Mr. Nagendranath Ganguli, Guruprasad Singh Professor of Agriculture, forwarding a report of work done by him and requesting that £3-4 may be paid to him, referred to the Board of Accounts (7.3.24)

নগেন্দ্রনাথের গবেষণার জন্য এই দেশের কিছু মাটির নমুনা প্রয়োজন হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বাংলা সরকারের মাধ্যমে তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে—

Necessary arrangement for sending some typical samples of Indian soil to Prof. N. N. Gangulee in England through the Agricultural Department of the Government of Bengal, ordered to be made. (8.3.24)

কিছুদিন পর সরকার থেকে এই ব্যাপারে একখানা চিঠি এল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাননি।

A Government letter reporting that two samples of soil were sent to Prof. N. N. Gangulee and that the authorities of the Agricultural Institute at Pusa have been asked to supply other samples of typical Indian soils, recorded (26.4.24).

আন্তর্জাতিক মৃৎবিজ্ঞান সম্মেলনে নগেন্দ্রনাথের অংশগ্রহণের ব্যয় বহন করতে রাজি না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণার টাকা জোগাতে কার্পণ্য করেনি—

Request of Prof. Nagendranath Ganguli for payment of £25 as expenses for attending the International conference on soil science in Rome, not complied with (26.7.24).

A sum of Rs. 300 (with the intimation that this would exhaust his research grant for the current year) paid to Prof. Nagendranath Ganguli. (2.8.24).

বিলাতে অধ্যাপক গাঙ্গুলির দুই বছর অর্থাৎ ১৯২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকার কথা। দুই বছর শেষ হবার আগেই তিনি ১৯২৫ সালের শেষ পর্যন্ত ছুটি বাড়াবার প্রার্থনা জানান। সিন্ডিকেটে সে আবেদন পেশ হল—

> Read a letter from Professor N. Ganguly (G. P. Singh Professor of Agriculture), requesting that, for reasons stated therein, the leave granted to him for study in England may be extended till the end of December, 1925.
>
> The application had been supported by Sir John Russell, Director, Rothamsted Experimental Station.
>
> Resolved–That the letter be referred to the Board of Management of the Khaira Fund. (Syndicate, April 3, 1925)

সিন্ডিকেটের নির্দেশানুসারে খয়রা ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের সম্মতিসহ আবেদনপত্রটি পুনরায় সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হলে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল।

বিলাতে তাঁর অবস্থানকাল বর্ধিত হলে তার মধ্যে তিনি তাঁর গবেষণাপত্রের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সে খবর জানান—

2. Considered, at the request of the Syndicate, a letter from Professor N. Gangulee, Guruprasad Singh Professor of Agriculture, stating that the University of London had conferred on him the degree of Ph.D. on the approval of his thesis.

Read another letter from Professor Gangulee, enquiring whether he could expect any amount out of his research grant before September, 1925, to carry on his research work.

Note:–Rs. 800 has been provided in this year's Budget as research grant for the Guruprasad Singh Professor of Agriculture.

> Resolved—
>
> That Rs. 400 be sanctioned for payment to Professor Gangulee out of his research grant.
>
> Resolved—
>
> That Professor Gangulee be requested to produce vouchers for

the amount expended out of the research grant, and to render accounts supported by vouchers, if possible, for such grants made before. (4.9.25)

নগেন্দ্রনাথের এই কৃতিত্বে ও সাফল্যে তাঁর অন্তরঙ্গজনেরা কে কেমন খুশি হয়েছেন জানা যায় না। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আশুতোষ প্রয়াত হয়েছেন।

বিলাত প্রবাসকালেও নগেন্দ্রনাথকে তাঁর কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করতে হয়েছিল; এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়েই কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রবাসকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি ওই সময় কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কতগুলি বই কেনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলেন।

Read a letter from Mr. N. Ganguli intimating that in collaboration with Sir John Russell he has made a list of Books for the Faculty of Agriculture of the Calcutta University and requesting that a sum of £50 be remitted to him to made the necessary purchase if the University intended to purchase books on Agricultural Science.

Resolved—
That Mr. N. Ganguli be informed that the Syndicate regret there is no money available for the purpose.
(Syndicate, May 22, 1925)

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরেই নগেন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে স্যার তারকনাথের প্রদত্ত জমি ও বাড়িতে থাকার জন্য একখানা ঘর পেয়েছিলেন এবং সেখানে কিছু দিন সপরিবারে বাসও করেছিলেন (যদিও এ সুখ তাঁর কপালে বেশি দিন সয়নি)। এখন দেশে ফেরার মুখে তিনি আবার সেই ঘরখানি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ওই ঘর ডঃ স্টেলা ক্রামরিশকে দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় নগেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিল—

Ordered—
That Professor N. Gangulee be informed that as the quarters in question are now occupied by Dr. Stella Kramrisch, the Syndicate regret, they cannot be made available for his use.
(Syndicate, November 6, 1925)

নগেন্দ্রনাথের এবার ঘরে ফেরার পালা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পথ খরচ চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু আর্থিক অনটনে ব্যতিব্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি—

Ordered—
That Prof. N. Gangulee be informed that the Syndicate regret, they are unable to comply with his request there being no fund from which the amount might be paid. (Syndicate, Nov. 6, 1925)

নগেন্দ্রনাথ যখন দেশে ফেরার জাহাজ ভাড়ার টাকা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাল, তখন কর্তৃপক্ষ তাঁকে এক মাসের মাইনের টাকা অগ্রিম হিসেবে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

Ordered—That Prof. N. Gangulee be informed that the Syndicate, while adhering to their previous resolution that the passage money cannot be paid to him for want of funds, agree to advance him one month's salary in order to enable him to meet his passage.

## চার

ডঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেশে ফিরলেন এবং পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পূর্ব-পদে যোগদান করলেন। সিন্ডিকেটকে এ বিষয়ে অবহিত করা হল।

সিন্ডিকেটের নির্দেশ মতো নগেন্দ্রনাথের কার্যে যোগদানপত্র খয়রা বোর্ডের কাছে প্রেরিত হল। তাদের সুপারিশ সমেত বিষয়টি আবার সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হল। সিন্ডিকেট থেকে তা সেনেটের জ্ঞাতব্যের জন্য প্রেরিত হল—

"Considered at the request of the Syndicate, a letter from Professor Nagendranath Gangulee, G. P. Singh Professor of Agriculture, reporting that he has resumed charge of his duties with effect from the 4th January, 1926.

Ordered—to be recorded.

Ordered Also—
That Professor Nagendranath Gangulee be asked to draw up a report on the utilisation of the land on the river Rupnarayan and submit it to the Syndicate.

Resolved—
That the Proceedings be placed before the Senate for confirmation.

(Syndicate, January 29, 1926)

সেই সঙ্গে সিন্ডিকেট খয়রা বোর্ড যে নগেন্দ্রনাথকে রূপনারায়ণ নদের বুকে জেগে ওঠা চরভূমিতে চাষের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তদন্ত করে যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আদেশ দিয়েছিল, সেই আদেশও অনুমোদন করে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, রূপনারায়ণের বুকে জেগে ওঠা জমি কৃষি-গবেষণামূলক কাজের ব্যবহারের অনুমতি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বাংলা সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রালাপ চলছিল।

পুরনো কর্মস্থলে ফিরে এসে নগেন্দ্রনাথ নবীন উদ্যমে তাঁর গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের ফলে এখন তাঁর মাথা উঁচু। কিন্তু তিনি যখন তাঁর পূর্বনির্ধারিত ঘরটির পুনরাধিকার প্রার্থনা করেন, তখন কর্তৃপক্ষ ডঃ স্টেলা ক্রামরিশকে উচ্ছেদ ক'রে তাঁকে অধিকার দানে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। উপায়ান্তর না দেখে নগেন্দ্রনাথ শ্বশুর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। রবীন্দ্রনাথ তখন সিন্ডিকেটের তরুণতম সদস্য আশুতোষ-তনয় শ্যামাপ্রসাদের কাছে এক চিঠি লেখেন যেন তিনি 'নগেনের বিষয়টি' তাঁর পিতার মতোই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার ব্যবস্থা করেন। নীচে কবিগুরুর পত্রখানি উদ্ধৃত হল:

ওঁ

কলিকাতা

RABINDRANATH TAGORE

কল্যাণীয়েষু,

শ্রীমান নগেন্দ্রনাথকে তোমার পিতা যেখানে আশ্রয় দিয়াছিলেন সেখান হইতে অকস্মাৎ বঞ্চিত হইয়া তিনি সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আমার কাছে মনে হয় কাজটা বিধিবিহিত হয় নাই। যখন তাঁহাকে তোমরা য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলে সেই সময়েই যদি তিনি তোমাদের কাছ হইতে নোটিস পাইতেন তাহা হইলেও সঙ্গত হইত। সেখানে থাকিতেও তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থার কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। ঠিক কাজ আরম্ভ করিবার মুখে বিনা কারণে বিনা অপরাধে তাঁহাকে তাঁহার অধিকারচ্যুত করা কি উচিত হইয়াছে? তোমরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলে বলিয়াই

তাঁহার অনুপস্থিতি ঘটিয়াছিল—সে কাজও তিনি প্রশংসার সহিত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে কি তিনি এমন কোনো দোষ করিয়াছেন যাহাতে তিনি শাস্তি বা অবমাননার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন? ইতি ১০ জানুয়ারী ১৯২৬।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের গৃহ-সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদুষী বিদেশিনীকে গৃহচ্যুত করে নগেন্দ্রনাথকে ঘরের দখল দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। তবে তারা তাঁকে ঘরভাড়া হিসেবে মাসিক অতিরিক্ত একশো-টাকা ভাতা দিতে স্বীকৃত হলেন। এই সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

Read a letter from Prof. N. Gangulee, Khaira Professor of Agriculture, stating that, in the interest of research it is desirable that his department may co-ordinate and co-operate with the Department of Botany located at Ballygunj, he may be allowed to re-occupy his quarters at Palit House which he had before he went abroad and requesting that the decision of the Syndicate in regard to the quarters in question which are now used by Dr. Stella Kramrisch may be reconsidered.

Resolved—
That the Syndicate regret they are unable to make any change in the present occupation of the quarters in question.
(Syndicate, January 8, 1926)

Resolved—
That a house allowance of Rs. 100 be paid to Prof. N. Gangulee with effect from 1st January, 1926.
(Syndicate, January 15, 1926)

কাজে যোগদান করেই অধ্যাপক গাঙ্গুলি কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ গঠন ও উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিম্নোক্ত পত্রটি তাঁর সে প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়—

Read a letter from Professor N. Gangulee, Khaira Profesor of Agriculture, in reference to this office letter No. C 3356/Rec dated 9th/12th January, 1926, stating in connection with his quarters at the Palit House, Ballygunj, that he is making arrangements elsewhere for his residence, and requesting that he may be permitted to use a portion of the Laboratory so that his work may be continued and that Agricultural Books bought by the University and those collected by him from various agricultural stations may be placed in the Library Room of the Palit Building.

Resolved—
That the letter be placed before the Governing Body of the University College of Science with a report from the Registrar.
(Syndicate, Jannuary 15, 1926)

বিজ্ঞান কলেজের গভর্নিং বডি-তে উক্ত প্রস্তাবটি বিবেচিত হবার পর তাদের সুপারিশ সহ তা পুনরায় সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয় এবং অধ্যাপক গাঙ্গুলির প্রস্তাব রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

"Considerd, at the request of the Syndicate, a letter from Professor N. Ganguli, Khaira Professor of Agriculture, asking for permission to use a portion of the Laboratory of the Botanical Department at Ballygunge so that his work may be continued and also requesting that the Agricultural Books bought by the University and those that were collected by him from various Agricultural Stations may be placed in the Library room of the Palit Building.

Resolved—

That the Governing Body intimate to the Syndicate that a room should be found for Professor N. Ganguli in the Botanical Laboratory at Ballygunge.

Resolved Further—

That Sir Nilratan Sircar be requested to select the room in consultation with the Department of Botany and Zoology which are located in the Palit Buildings at Ballygunge.

Resolved Also—

That the request of Professor Ganguli about placing the Agricultural books in the Library room of the Palit Buildings be complied with."

অধ্যাপক গাঙ্গুলি তাঁর বাসগৃহ হিসেবে কাঙ্ক্ষিত ঘরটি পেলেন না বটে, তবে তার বিনিময়ে ১০০ টাকা করে মাসে ঘরভাড়া পেলেন। এখন তিনি আবেদন করলেন যে অন্যান্য অধ্যাপকের মতো তাঁকেও মাসে ১০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা করে ঘরভাড়া হিসেবে দেওয়া হোক। সিন্ডিকেট বিবেচনার পর তাঁর এই আবেদন আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও মঞ্জুর করতে পারেনি আর তার কারণও তারা গোপন রাখেনি—

Resolved—

That the letter be referred to the Board of Management of the Khaira Fund. (Syndicate, March 12, 1926)

এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কমিটি সাব কমিটির মতামত নেওয়া হলো এবং নীট ফল—আবেদন নামঞ্জুর—

Resolved—

That the Syndicate be informed that as the Fee Fund from which the allowance is payable, is expected to close with a debit balance in the year 1926-27, the Board cannot propose to pay any sum out of this fund. (25.6.26)

নগেন্দ্রনাথ বর্ধিতহারে বাড়িভাড়া পেলেন না। আগে বিলাত থেকে ফেরার ভাড়াও পান নি। তবু দেশে ফিরে এসেও তিনি জাহাজ ভাড়ার টাকার জন্য বারংবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আর্জি পেশ করতে থাকেন—কিন্তু সবই নিষ্ফল।

(23.6.26)

আর্থিক অনটনহেতু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দেশে ফেরার খরচ মিটাতে না পারলেও বিলাতে গবেষণাকার্যে ব্যয়িত টাকার বকেয়া অংশ কিন্তু মিটিয়ে দেয়—

Read a letter from, Prof. N. Gangulee, forwarding a statement of expenditure of £42-19-9 in connection with his research work in England and requesting that the balance of £12-14-7, still due may be paid to him.

Ordered—That Rs. 175 be paid to Prof. Nagendranath Gangulee out of his research grant. (Syndicate, May 7, 1926)

এদিকে নগেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃষিবিজ্ঞানে পঠন-পাঠন শুরু করতে একটি স্কীম তৈরি করার জন্য নগেন্দ্রনাথ সমেত নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করেন। কমিটির নাম 'Agricultural Education Committee: এটি সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত হয় ২৬ জুলাই, ১৯২৪ সালে। এঁর সদস্যরা হলেন—

1. W. E. Greaves.
2. Nilratan Sircar
3 G. C. Bose
4. Jnanchandra Ghosh
5. B. M. Majumdar
6. B. C. Roy
7. P. N. Banerjee
8. S. P. Agharkar
9. N. Gangulee.

নগেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসে কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাক্ষর দেন।

যেহেতু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে কৃষিবিদ্যা পড়ানোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না, তাই কমিটি সর্বপ্রথম 'Bachelor of Science in Agriculture' প্রচলনের জন্য এবং যারা এই ডিগ্রি অর্জন করে আসবে তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এক সুসংবদ্ধ কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করে। নগেন্দ্রনাথ ও পি. এন. ঘোষকে ভার দেওয়া হয় আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যসূচী তৈরি করার। তাঁরা তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেন।

## পাঁচ

ইতিমধ্যে নগেন্দ্রনাথের চাকরির পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে 'খয়রা অধ্যাপক' পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু হল। খয়রা ফান্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের কাছে তাঁর বিগত পাঁচ বছরের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে সে মতে প্রস্তাব পেশ হল:—

The Registrar placed for consideration of the Board a statement showing the work done during the last five years by Professor Nagendranath Gangulee' Khaira Professor of Agriculture.

Prof. Nagendranath Gangulee, B. Sc. (Illinois), Ph. D.–

(1) Has published five original papers on soil, one of which obtained for him the Ph.D. degree of the London University.

(2) Has propagated Agricultural knowledge by publishing theses on Agriculture in English and Vernacular.

(3) Hopes to organise agricultural research in the University and has submitted a scheme for agricultural education in the University.

(4) His activities in the interest of the cultivators of the soil have secured for him a seat in the Royal Commission on Indian Agriculture.

Resolved—

That Dr. Nagendranath Gangulee B.Sc. (Illinois), Ph.D. (Lond.), be re-appointed Guruprasad Singh Professor of Agriculture for a further period of five years with effect from 1st December, 1926 (23.7.26)

নগেন্দ্রনাথের এই চাকরির মেয়াদবৃদ্ধি যথাসময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরুর আগেই নগেন্দ্রনাথ বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে কর্মের আহ্বান পেলেন—

Read a telegram from the Education department, Government of India, stating, with reference to Dr. Nagendranath Gangulee's appointment as a member of the Royal Commission of Agriculture in India, that the Government of India agree to payment of substitute for the Professor if required by the University.

Ordered—

That Dr. Gangulee be informed that the Government of India should formally write to this University for the loan of his services for the period of his deputation on the Royal Commission of Agriculture in India. (1.10.26)

এই নির্দেশের জবাবে নগেন্দ্রনাথ ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞপ্তির কপি সংযোজন করে সবেতন ছুটির আবেদন করলে খয়রা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড সিন্ডিকেটের কাছে নিম্নরূপ সুপারিশ করে:—

"1. Read a letter from Professor Nagendranath Gangulee, forwarding a copy of the letter addressed to him by the Secretary, Government of India, Department of Education, Health and Lands, on the subject of his appointment as a Member of the Royal Commission on Agriculture in India and stating that as his appointment has been made by His Majesty the King Emperor and not by the Government of India, the Question of approaching this University, as contemplated in this Office letter No. C. 2300, dated the 6th October, 1926, for the loan of his services during the period of his deputation on the Commission could not arise."

Resolved—

That the Board rcommend that Professor Nagendranath Gangulee be granted leave for a period of fifteen months on full pay or such time as may be required by his work as a member of the Royal Commission on Agriculture in India. (26.11.26)

যথাকালে সিন্ডিকেট উপরোক্ত সুপারিশ অনুমোদন করে এবং নগেন্দ্রনাথ কমিশনের কাজে যোগদান করেন।

নগেন্দ্রনাথের পারিবারিক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। মীরাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এক পত্র থেকে দেখা যায় ১৯২৩ সালে নগেন্দ্রনাথ যখন বিলাতে তখন কবি মীরাদেবীকে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র সংসার পাতবার সরঞ্জাম কেনার এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন। আড়াই বছর পর শিক্ষা সমাপনান্তে নগেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলে আর মীরাদেবীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছেন বলে মনে হয় না। ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট কবি এক পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

"তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। যদি এর কোনো প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকত আমি চেষ্টা করতুম। কিন্তু জিনিষটা এমন যে লেশমাত্র জোর খাটানোটা আমি কোনোমতেই উচিত মনে করিনে। এমন অবস্থায় তোমাদের নিষ্কৃতি দেবার পক্ষে আমার দ্বারা যা করা সম্ভব আমি তা করতে বাধ্য। কি রকমভাবে চিঠিপত্র দেওয়া দরকার তোমরা পরামর্শ করে আমাকে জানিয়ো।"

কবিগুরুর এই চিঠিতে নগেন্দ্রনাথ ও মীরাদেবীর মধ্যে আইনসিদ্ধ সম্পর্কচ্ছেদের ইঙ্গিত রয়েছে। এই চিঠি লেখার সময় নগেন্দ্রনাথ সাত বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসাদ সিংহ প্রফেসর' বা 'খয়রা অধ্যাপক' রূপে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট। তখন তাঁর আর্থিক সঙ্কটও কেটে

গেছে। কৃষিবিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি দেশেবিদেশে পরিচিত। ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা বিষয়ক রাজকীয় কমিশনে তিনি বিশেষজ্ঞ-সদস্য হিসেবে আমন্ত্রিত। কিন্তু তাতে তাঁর পারিবারিক জীবনে হারানো সুর ফিরে আসেনি, সুখশান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেনি। স্যার আশুতোষ ও কবিগুরুর একান্ত আশা ও অন্তরের কামনা অপূর্ণই রয়ে গেল।

## ছয়

নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ে চাকরির মেয়াদ তখনও তিন বছর বাকি। এই তিন বছরের মধ্যে গতানুগতিক ব্যাপার ছাড়া যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর চাকরি জীবনে ঘটে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল। তিনি "Agricultural Tour in India and Burma" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সেটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের আবেদন করলে তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর হয়। কার্যবিবরণীতে তার প্রমাণ মেলে:—

The Registrar placed before the Committe a letter from Professor N. Gangulee, forwarding MSS of his Agricultural Tour in India and Burma with a foreword by Lord Linlithgow for publication by the University of Calcutta and also an estimate of cost for printing 500 copies of the same.

> Resolved—
> That 500 copies of the book be printed in the next session.
> (Syndicate, February 14, 1930)

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিজ্ঞানে গবেষণার উৎকর্ষ বিষয়ক এক প্রকল্প প্রণয়ন করেন। সে প্রকল্প রূপায়ণ সম্পর্কে এক 'নোট' সমেত তিনি তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ধারা অনুযায়ী ওই প্রকল্প বিভিন্ন কমিটি উপ-কমিটিতে বিবেচিত হবার পর তা সিন্ডিকেটে আসে। সেখানে তার উপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়:—

The Offg. Registrar reported that the Proceedings of the Committee appointed by the Syndicate to consider the question of Development of Agricultural Research in this University, dated the 29th January, 1930, which were placed before the Syndicate on the 28th February, 1930, were confirmed with the execption of Resolution No. I which was ordered to be brought up for consideration at the next meeting.

Rsolution no. 1 is as follows:–

"That the scheme outlined in the note of Professor Nagendranath Gangulee be adopted."

> Resolved—
> That the note of Prof. Gangulee be placed before the Senate and it be referred to the Committee appointed by the Senate to consider the financial effect of the recommendations of the University Organisation Committee as also of the various committees appointed with reference thereto. (Syndicate 7.3.30)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো তা জোগাবার মতো অবস্থা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। তাই ওই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এদিকে নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে এল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁর বিগত পাঁচ বছরের কাজকর্মের যে ফিরিস্তি দাখিল করেন তা নথিভুক্ত করে রাখার আদেশ হল:—

106(2) Read a letter from Professor Nagendranath Gangulee, Guruprasad Singh Professor of Agriculture, forwarding a brief statement showing the work done by him from the 1st December, 1926.

Ordered—To be recorded. (Synd. 26.9.31)

আর নগেন্দ্রনাথের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারটি রেজিস্ট্রার সিন্ডিকেটের অবগতি ও বিবচনার জন্য পেশ করেন:—

7. The Registrar reported that the terms of appointment of Professor Nagendranath Gangulee, Khaira Professor of Agriculture, would expire on the 30th November, 1931.

Resolved—

That the question of renewal of the appointment of Prof. Nagendranath Gangulee be referred to the Board of Management of the Khaira Fund (Synd. 28.8.31)

উক্ত নির্দেশ মতো নগেন্দ্রনাথের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নটি খয়রা ফান্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হল। বোর্ড সকল দিক বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তা আদৌ নগেন্দ্রনাথের স্বার্থের অনুকূল বলা চলে না। তারা খয়রা অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রশ্নটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখে দিলেন—

Note–Professor Nagendranath Gangulee was appointed Guruprasad Singh Professor of Agriculture for 5 years. He joined on 1st December, 1921 (vide Senate, dated 14th September, 1921). He was re-appointed for 5 years from 1st December, 1926 (vide Syndicate, dated 23rd July, 1926, item No. 60-1, and Senate, dated the 7th August, 1926).

Resolved—

(1) That in view of the fact that the University cannot provide for funds for suitably equipping and maintaining an Agriculture Department, the Board is of opinion that the post be kept in abeyance for the present.

(2) That the salary of the professor, namely Rs. 500 a month be funded.

খয়রা বোর্ডের এই সুপারিশ সিন্ডিকেটের সামনে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হল। সিন্ডিকেট এই সুপারিশে সম্মতি জানিয়ে তা অনুমোদনের জন্য সেনেটে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিল:—

Resolved that the Proceedings be placed before the Senate with the recommendation that they be confirmed...(26.9.31)

এর মর্মার্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নগেন্দ্রনাথের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি তো হলই না, এমন কি ওই পদে অন্য কারও নিয়োগও আপাতত বন্ধ হয়ে রইল। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ খয়রা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তৎস্থলে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে মনোনীত করেছেন। তা ছাড়া নগেন্দ্রনাথের স্বপক্ষে বলার মতো কেউ ছিলেন না। কারণ, নগেন্দ্রনাথের কাজকর্মের ফলাফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুব যে সন্তুষ্ট ছিলেন তাও বলা চলে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নগেন্দ্রনাথের চাকরির মেয়াদ শেষ হল ৩০ নভেম্বর ১৯৩১ সালে।

এভাবেই আশুতোষের বদান্যতায় ও রবীন্দ্রনাথের জামাতৃ সম্পর্ক সূত্রে প্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির যবনিকাপাত ঘটে। সংসার ও কর্মক্ষেত্রের তিক্ত ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে নগেন্দ্রনাথ আর বেশি দিন এদেশে ছিলেন না। বছর খানেকের মধ্যেই ১৯৩২ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে চলে যান। (শারদীয় দেশ ১৪০৪)

# বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ
## (আশুতোষ পর্ব)

(এক)

কোনও বিষয়ে অবিরত ও ক্রমাগত চর্চা পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধান চলতে থাকলে সে বিষয়ে নতুন তথ্য যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি অনেক অমূলক ও মনগড়া তথা জনশ্রুতিনির্ভর ধারণার অবসান ঘটে। এই কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যাপারে। এই একটিমাত্র বিষয়ে গত বত্রিশ বছরে একমাত্র 'দেশ' পত্রিকাতেই পাঁচ-সাতটি রচনা এবং অন্তত তার দ্বিগুণসংখ্যক চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রত্যেকটিতেই অনেক নতুন এবং অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান যেমন মিলেছে, তেমনি কোন কোন ব্যাপারে অনুমান ও ভিত্তিহীনতার আবরণ অপসারণ করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে (যেমন ডি-লিট ডিগ্রি প্রসঙ্গ)। কিন্তু বিশ্বকবির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে—বিশেষত আশুতোষ পর্ব সম্পর্কে এখনো শেষ কথা বলা হয়নি বলেই বিশ্বাস। এই দুই মনীষীর মধ্যে যোগাযোগের সূত্র সন্ধান করলে এখনো অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান মিলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাধারণত ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, কর্মচারী কিংবা সেনেট সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে। তাছাড়া যোগাযোগের আর একটি সূত্র হল কোন Trust, Endowment, Prize, Medal, Scholarship, Fellowship বা Chair প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করে পৃষ্ঠপোষকরূপে। পরীক্ষার পাঠ্যসূচী নির্ণয়, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র পরীক্ষা, ফল নির্ণয় প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার গৌরব দাবি করতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত কোনও অধিকার বলেই রবীন্দ্রনাথের আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কোনও ব্যক্তির বা এত বড় ঠাকুর এস্টেটের সঙ্গে কোনো যোগাযোগের সন্ধান এ যাবৎ মেলেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ), মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমার্ধ বিষয়ানুরাগে এবং দ্বিতীয়ার্ধ ধর্মানুশীলনে লিপ্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁরও তেমন কোন যোগাযোগ ঘটেনি।

অবশ্য শুধুমাত্র ঠাকুর এস্টেট নয়; বাংলার বৃহৎ জমিদার শ্রেণীর কারো সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আত্মিক সম্পর্ক কখনো গড়ে ওঠেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম উত্তরপাড়া ও কাশীমবাজার রাজ পরিবার। সে কথা থাক। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে; রবীন্দ্রনাথের জন্ম চার বছর পরে ১৮৬১ সালে। একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর ছাত্রজীবন আর দশ জনের মতো স্কুল কলেজের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী ছিল না। অনিয়মিতভাবে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ইত্যাদি বিদ্যালয়ে কিছুদিন করে যাতায়াত করলেও ১৪ বছর বয়স থেকে তিনি স্কুলে যাওয়া ছেড়েই দিলেন। দেশে প্রথাসিদ্ধ পড়াশোনায় এখানেই তাঁর ইতি। এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝায় তা হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তার প্রাথমিক সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্ক বড়ই ক্ষীণ ও শিথিল। তারপর থেকে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ

ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্কসূত্র পাওয়া যায় না। তখন কবি সাহিত্য সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন এবং পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে ঘোরতর ব্যস্ত থাকেন।

এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি এবং বিংশ শতাব্দীর পদার্পণ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে পরোক্ষভাবে কলম ধরেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ।

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সমাবর্তন সভায় চ্যান্সেলার হিসেবে ভাষণ দান প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন প্রাচ্য দেশীয়দের বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অতিরঞ্জন প্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ করে বলেন: "If I were asked to sum in a single word, the most notable characteristics of the East–physical, intellectual and moral–as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the native press."

(C. U. Convocation Address, 1902)

জাতীয় চরিত্রের প্রতি এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক কটাক্ষপাতে শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। টাউন হলে স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বড় লাটসাহেবের এই অশোভন উক্তির প্রতিবাদ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন "অত্যুক্তি" নামে এক প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কর্তাব্যক্তির বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে কবি কলম ধরলেন এই প্রথম।

এই ঘটনার অনতিকাল মধ্যে ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন ও আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। এই আইনে শিক্ষার সম্প্রসারণ না হয়ে সঙ্কোচন ঘটবে— এই আশঙ্কা করে অনেক আন্দোলন আস্ফালন চলে এবং যথারীতি কিছুদিন পর তা থিতিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর এই তেজী-মন্দী মনোভাবে উষ্মা প্রকাশ করে "বঙ্গদর্শনে" লিখলেন:—

"আন্দোলনের সভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে।"

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশবাসীর এই দপ্ করে জ্বলে ওঠা এবং ফুস করে নিবে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করে বলেছেন—"ইহার একটা কারণ বোধ হয় বিল যেভাবে পাশ হইয়াছিল, তাহা কার্যক্ষেত্রে আসিয়া অনেকখানি ভোঁতা হইয়া গেল; কলেজের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে সেই হইতে চলিল; অবশ্য সে জন্য দায়ী প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা।"

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের আর এক কীর্তি বঙ্গভঙ্গ। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলা প্রতিবাদমুখর। চারদিকে বাংলার মাটি, বাংলার জল, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়— ইত্যাদি গানের ছড়াছড়ি, এবং বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠের হুড়োহুড়ি। বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে দেশবাসী এককাট্টা। (হায়! তখন কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে মাত্র ৪০ বছর না পেরোতে বাংলা ভাগের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত বাঙালী দু'হাত তুলে মাথা পেতে নেবে?)

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয় জীবনেরও বটে) চরম সঙ্কটজনক মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার আশুতোষকে বেহাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে আহ্বান করেন। আশুতোষের দুর্ভাগ্য—এবং দেশবাসীর সৌভাগ্য যে, আশুতোষ যে দুই দফায় ভাইস চ্যানসেলার নিযুক্ত হন, দুই বারেই রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়কে জনরোষের কবলে পড়তে হয়। দু'বারই আশুতোষ

সেই টালমাটাল অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্ব-বলে রক্ষা করেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আশুতোষ যখন ভাইস-চ্যানসেলার পদে বৃত হলেন, তার মাত্র ৬ মাস আগে ১৯05 সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত বঙ্গজনমত রুখে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতিও দেশবাসী বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ভাইস-চ্যানসেলার আন্দোলনকারীদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। জননেতাগণ ছাত্রদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের আহ্বান জানান। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন মারফত স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন ছাত্রদের সামনে। সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে দলে দলে ছাত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। ১৯05 সালের ১৬ নভেম্বর পার্ক স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বারো ঘণ্টাব্যাপী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। "সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেরম্ব মৈত্র, ব্রজেন শীল, গিরীশ বোস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সুবোধ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য

প্রাগুক্ত সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলার বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সামগ্রিকভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তার মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, হেরম্ব মৈত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গিরীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সমেত অন্তত দশ জন বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের বাঘা বাঘা সদস্য। ইতিমধ্যে কারা যেন সেনেট হলের দরজায় আলকাতরা দিয়ে লিখে গেছে "TO LET"—অর্থাৎ এটি ভাড়া দেওয়া হবে। এককথায় সমগ্র বঙ্গ জনমত একদিকে, আর একা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ পরস্পর মুখোমুখি। একজন স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবক্তা; আরেকজন বিশ্ববিদ্যালয়কেই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে কিছুকাল পর স্বদেশী আন্দোলনে ক্রমশ ভাটা নেমে এল। কিন্তু প্রকাশ্যে আন্দোলন মন্দীভূত হলেও গোপনে সহিংস পথে আন্দোলন মোড় নিল। খুব ত্বরিতগতিতে মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যাপরাধে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি, মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার ও আলিপুর বোমার মামলা প্রভৃতি রোমহর্ষক ঘটনা একের পর এক ঘটে গেল। রবীন্দ্রনাথের কবিমন এই গোলাবারুদের গন্ধে অস্বস্তি বোধ করল। ওদিকে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল এবং তার নির্দেশে মুসলমান সমাজ প্রায় একজোট হয়ে স্বদেশী আন্দোলন থেকে তফাৎ রইল।

ঠিক এই সময়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না স্বদেশী আন্দোলনের ডামাডোল এবং জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপনের শোরগোলের মধ্যে আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এবং তারই ফলে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে ১৯০৯ সালের বি-এ পরীক্ষার বাংলা কম্পোজিশনের প্রশ্নপত্র রচয়িতা নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনই ছিলেন খাস ইউরোপীয়ান। অবশিষ্ট ৩৬ জনের মধ্যে

মুষ্টিমেয় ক'জন ছাড়া বাকিরা ছিলেন সাহেবদের মোসাহেব। সরকারের অনুগ্রহভাজন কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত; রাজভক্তির পুরস্কার হিসেবে সেনেটের সদস্যরূপে মনোনীত। সুতরাং ১০০ জনের মধ্যে সাকুল্যে ১০/১৫ জনের বেশী সদস্য স্বদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সার্বিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামান প্রয়োজনবোধ করতেন না। এই প্রতিকূল পরিবেশে আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে হত। কিন্তু অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, সংগঠন ক্ষমতা, বিরুদ্ধবাদীদেরও স্বমতে আনায় অনন্যসুলভ দক্ষতা এবং আরব্ধ কার্যের পূর্বাপর ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত অনুধাবনশক্তির বলে একটি জরদ্গব প্রতিষ্ঠানের খোলনলচে পালটে তাকে সম্পূর্ণ নবজন্ম দান করেন।

এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষগণ কথায় কথায় সরকার থেকে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা পাচ্ছেন; অথচ প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হিমসিম খাচ্ছেন। তাঁরা কি সে-দিনের মুষ্টিভিক্ষায় মহোৎসব অনুষ্ঠানের কর্মকুশলতা কল্পনা করতে পারেন? একেই বলে আন্ডার উপর (ডিমের উপর) হাতি নাচানোর ম্যাজিক। আশুতোষ এই ম্যাজিকশক্তির অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে সরকারের সঙ্গে বিরোধের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল—"সিনেটে এক শতজন সদস্যের মধ্যে আশিজনই গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া পদাধিকারের বলে সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্নমেন্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে গঠিত সিনেটের শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলার অধিকার রাখিতে চান কেন—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন।"

যা হোক, আশুতোষ যখন দেখলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের লোকের নাড়ীর যোগ নেই, অথচ আইনের নিশ্ছিদ্র ফাঁক দিয়ে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করাও দুষ্কর, তখন তিনি কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেককেই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথকেও আশুতোষ সে অভিপ্রায়েই প্রশ্নকর্তারূপে নিয়োগ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসাধনে আশুতোষের এই প্রথম প্রয়াস। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য নিম্নরূপ:

498. The Syndicate then proceeded to appoint gentlemen to set papers for the following examination in 1909:–

B. A. Examination 1909
Composition in Vernaculars
Bengali
Babu Rabindranath Tagore
Babu Jogendranath Basu, B. A.

(April, 11, 1908)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই প্রথম আহ্বানে সাড়া দেননি:

633. Read a letter from Babu Rabindranath Tagore, resigning his appointment as a member of the Board of Paper-setters in Bengali composition at the next B. A. Examination.

Ordered—to be recorded. (May 2, 1908)

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" বাংলা বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বে থেকে এবং প্রশ্নপত্র রচনার সঙ্গে যুক্ত থেকে একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচয়িতারূপে যুক্ত থাকা সমীচীন মনে করেননি। অবশ্য অন্যবিধ কারণও থাকতে পারে। যা হোক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগের অদ্যাবধি এই হল প্রত্যক্ষ নির্দশন।

২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" নামে প্রাচীন বাংলা কাব্যের এবং "প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ" নামে সঙ্কলন গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই দু'টি পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আশুতোষকে লিখেছেন বলে দীনেশ সেন উল্লেখ করেছেন। "আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যসমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করিব, এই জন্য তিনি (রবীন্দ্রনাথ) স্যার আশুতোষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।"—এই ঘটনা যদি দীনেশ সেনকে লিখিত পত্রের সময়কালে (১৬ কার্তিক ১৩১৩ অর্থাৎ নবেম্বর ১৯০৬) ঘটে থাকে, তা হলে বলতে হয় আশুতোষ ভাইস-চ্যানসেলর হবার কয়েক মাসের মধ্যেই কবি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। আবার "গদ্যপ্রকাশ" গ্রন্থ সম্পর্কেও ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ (নবেম্বর ১৯০৮) তারিখের চিঠিতে দীনেশ সেনকে কবি লিখেছেন, "আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।" নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে কবি এই দু'টি বিষয়ে আশুতোষকে চিঠি লিখেছিলেন—যদিও এসব ব্যক্তিগত পত্র নথীপত্রে লিপিবদ্ধ হবার কথা নয়। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় থাক বা না থাক, এই ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাংলা ভাষা সম্পর্কীয় কোনও ব্যাপারে আশুতোষের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব রাখলে তা যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে বিবেচিত হবে এ বিশ্বাস কবির মনে ছিল। হয়েছিলও তাই; অল্প কয় বছরের মধ্যে দীনেশ সেনের সম্পাদনায় বিশ্ববিদ্যালয় এই দু'টি বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করে। "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশ সেন বলেছেন:—

"The importance of publishing these Mss. was greatly felt by Mr. Rabindranath Tagore... Mr. Rabindranath Tagore sought the Opinion of Sir Asutosh Mookerjee as to whether the University of Calcutta could undertake to do so. The Vice-Chancellor, whose zeal in the cause of the vernacular language is well-known, at once realised the matter, ***"– এবং দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ যোগাযোগের প্রথম প্রমাণ (এখন পর্যন্ত) মেলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে:—

"এই সময়ে (মার্চ, ১৯১১) সর্বপ্রথম কবির মনে শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপনের কথা জাগে। ...কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া কবি কলকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু আলাপ আলোচনায় কলেজ পরিচালনার খরচের যে ফর্দ পাইলেন, তাহা সংগ্রহ করা কবির সাধ্যাতীত বুঝিয়া কলেজ স্থাপনের আশা ছাড়িয়া দিলেন।"

পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালের মে মাসে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯) বিলাত যাত্রার দিন কবি আশুতোষকে যে পত্র লেখেন (দেশ ২৫ জুন সংখ্যায় মুদ্রিত) সুনির্দিষ্ট দলিল হিসেবে সেটিই প্রদর্শনযোগ্য প্রথম প্রমাণপত্র। ঐ চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, "বোলপুর বিদ্যালয়ের অভাব মোচনের কামনায় 'পাঠ সঞ্চয়' পুস্তকখানি আপনার হস্তে দিয়া আসিয়াছিলাম।" কবির এই বক্তব্য থেকে এ কথা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা ও বিলাত যাত্রার দিন—এই চৌদ্দ মাসের মধ্যে কবি "পাঠ সঞ্চয়" প্রদানের জন্য আশুতোষের সঙ্গে একবার দেখা করেছিলেন।

এখন "পাঠ সঞ্চয়" প্রসঙ্গ। পূর্বোক্ত চিঠিখানা কবি জগদানন্দ রায় মারফত আশুতোষের কাছে পাঠান। আশুতোষ নিশ্চয়ই জগদানন্দবাবুকে বলে দিয়েছিলেন যে নির্দিষ্ট "Board of Studies" কর্তৃক বিবেচনার জন্য ১২ কপি বই জমা দেওয়ার প্রয়োজন। জগদানন্দবাবু যে সে-মতে কাজ করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে—

3054. Read a letter from Babu Jagadananda Ray, forwarding twelve copies of "Patha Sanchay" by Babu Rabindranath Tagore for adoption as a text-book in Bengali for the Matriculation Examination of this University.

Ordered—

That the book be reffered to the Board of Studies in Sanskritic Languages for opinion. (Syndicate, July 20, 1912)

প্রসঙ্গক্রমে, সে সময় শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষার স্থান কেমন ছিল দেখা যাক। তখন ম্যাট্রিক স্তরে বাংলা ছিল "Bengali Composition" হিসেবে। তাতে খানিকটা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ, সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় অথবা চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর, অশুদ্ধি সংশোধন, শূন্যস্থান পূরণ, সরল বা যৌগিক বাক্য গঠন, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এবং রচনা—এই নিয়ে ১০০ নম্বরের এক পত্র। মহিলা পরীক্ষার্থীরাই একমাত্র বাংলা ভাষা পূর্ণ বিষয় হিসেবে নিতে ও পরীক্ষা দিতে পারত। আই এ এবং বি এ স্তরে অবস্থা আরো করুণ। তাতে পূর্বোক্ত ধরনের ১০০ নম্বরের "Bengali Composition" ধার্য ছিল বটে, কিন্তু কার্যত সে বিষয়ে পাস ফেলে পরীক্ষার ফলাফলে কোন হেরফের ঘটত না। তবে পাস করলে আলাদা একখানা সার্টিফিকেট পাওয়া যেত মাত্র। ভাবতে অবাক লাগে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের মৃত্যুর ১৮/২০ বছর পরে, এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে এই ছিল বাংলা ভাষার স্থান। বাংলা ভাষার জন্য আলাদা "Board of Studies" পর্যন্ত ছিল না। বাংলার পাঠ্য বিষয় বিবেচিত হতো "Board of Studies in Sanskritic Languages" কর্তৃক। স্কুলে ছিল না বাংলা পড়াবার উপযুক্ত শিক্ষক; সে কর্মটা সংস্কৃত পণ্ডিত মশাইরাই সারতেন। তাঁরা কাহিনী, জীবনী ও নীতি বিষয়ভিত্তিক রচনা পঠনপাঠনেই ছিলেন অভ্যস্ত।

সুতরাং উক্ত "Board of Studies" যখন ১৯১৫ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য পুস্তক নির্বাচন করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের 'পাঠ সঞ্চয়' স্থান পেল না। কারণ বোধ হয় একটাই—বিচিত্র রচনাসমৃদ্ধ রবীন্দ্র রচনা পড়াবার মতো উপযুক্ত শিক্ষক সেকালে কোনও বিদ্যালয়েই ছিল না। "বোর্ড অফ স্টাডিজের' সুপারিশ অনুসারে ২৮ সেপ্টেম্বর (১৯১২) তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠের জন্য নির্বাচিত হয়: (to be read as indicating models of style);

| | | |
|---|---|---|
| ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ... | সীতার বনবাস |
| রজনীকান্ত গুপ্ত | ... | আর্যকীর্তি |
| চন্দ্রনাথ বসু | ... | সংযম শিক্ষা |
| তারাকুমার কবিরত্ন | ... | চরিতামৃত |
| দীনেশচন্দ্র সেন | ... | সতী |
| শরৎচন্দ্র বিদ্যারত্ন | ... | ভীষ্ম |

'পাঠ সঞ্চয়' নির্বাচিত না হওয়াতে জগদানন্দবাবু নাকি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে কোন বৈষম্যের অনুযোগ করা বা এটাকে রবীন্দ্রবিদ্বেষের নমুনা হিসেবে তুলে ধরা অর্থহীন, অসমীচীন। কারণ, তাই যদি হত, তা হলে দু'বছর আগেই ১৯১৩ সালের বি এ পরীক্ষার্থীদের জন্য রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য" নির্বাচিত হত না। আর বিশ্ববিদ্যালয় এক চোখা হলে জগদানন্দবাবুরই দু'খানা বিজ্ঞান-ভিত্তিক বই, 'প্রকৃতি পরিচয়' ও 'বৈজ্ঞানিকী' যথাক্রমে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালের আই এসসি পরীক্ষার্থীদের বাংলা পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হল কেমন করে? যে

কারণেই হোক ম্যাট্রিকুলেশনে তুচ্ছ বাংলা পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথের—যাঁকে ডি লিট ডিগ্রী দানের জন্য আশুতোষ ভেতরে ভেতরে তোড়জোড় করছিলেন—রচনা অন্তর্ভুক্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয় কবির মর্যাদা হানি করে নি। বরং তাতে কবির গৌরব অক্ষুণ্ণই রয়েছে।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য রেখে ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু কাল পরেই পরিষদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষার উপযুক্ত স্থানদানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়। এবং এই সম্পর্কে যথাযথ তদ্বির তদারকের জন্য যে ৫-সদস্যের কমিটি গড়া হয়, তার অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার ঐ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আর্টস ফ্যাকাল্টির সদস্যদের মধ্য থেকে যে কমিটি গঠিত হয়, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষেই উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৯১৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট রবীন্দ্রনাথ সমেত সাতজন দেশীবিদেশী মনীষীকে অনারারি ডি লিট ডিগ্রী দানের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯১৩ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখের বিশেষ সেনেট সভায় ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। ঐ বৎসরেই ২৬ ডিসেম্বর লাটভবনে (বর্তমান রাজভবন) গভর্নর জেনারেল তথা চ্যানসেলার লর্ড হার্ডিঞ্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তনে অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ডি লিট ডিগ্রী অর্পণ করা হয়। ডিগ্রী প্রদানের প্রাক্কালে কবির সংক্ষিপ্ত অথচ সার্বিক গুণাবলী বর্ণনা করে ভাইস-চ্যানসেলার আশুতোষ বলেছিলেন:—

"... in Mr. Rabindranath Tagore, we have our national poet, who, to our pride and satisfaction, is at the present moment not only the most prominent figure in the field of Bengali Literature, but also occupies a place in the foremost rank amongst the living poets of the world. This is not an occasion on which I could undertake a critical estimate of his voluminous work as a lyrical poet, dramatist and prose-writer, but one may, without fear of contradiction venture upon the statement that the finest products of his imagination are characterised by an element of beauty, patriotism, and spirituality, which is of perennial value and independent of local and racial accidents and which will appeal to all cultured minds qualified to appreciate the highest flights of poetic thought and manifestations of spiritual beauty. Apart, however, from the pre-eminence of Mr. Rabindranath Tagore as a poet, we must not overlook the true significance of the worldwide recognition now accorded for the first time to the writings of an author who has embodied the best products of his genius in an Indian vernacular; this recognition, indeed, has been immediately preceded by a remarkable revolution in what used to be not long ago the current estimate, in academic circles, of the true position of the vernaculars as a subject of study by the students of our University."

এই ডিগ্রী প্রদান উৎসব উপলক্ষেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার উপেক্ষা ও অবহেলার কথাটি উত্থাপন করেন। মাতৃভাষার যথাযোগ্য স্থান ও স্বীকৃতি দানের বারংবার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার কথা সক্ষোভে উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন:—

"It is now nearly twenty-three years ago that a young and inexperienced Member of the Senate earnestly pleaded that a competent knowledge of the vernaculars should be a pre-requisite for admission to a Degree in the Faculty

of Arts in this University. The Senators complimented the novice on his eloquence and admired his boldness, but doubted his wisdom, and, by an overwhelming majority, rejected his proposal, on what now seems the truly astonishing ground that the Indian Vernaculars did not deserve serious study by Indian students who had entered an Indian University. Fifteen years later, the young Senator, then grown maturer, repeated his effort, with equally disastrous result. In the year following, he was however more fortunate and persuaded the government of Lord Minto to hold that every student in this University should, while still an under-graduate acquire a competent knowledge of his vernacular, and that his proficiency in this respect should be tested precisely in the same manner as in the case of any other branch of knowledge and should be treated as an essential factor of success in his academic career. After a struggle of a quarter of a century, the elementary truth was thus recognised that if the Indian Universities are ever to be indissolubly assimilated with our national life, they must ungrudgingly accord due recognition to the irresistible claims of the Indian Vernaculars. The far-reaching effect of the doctrine thus formulated and accepted, has already begun to manifest itself, but time alone can prove conclusively the beneficent results of this vital and fundamental change."

আশুতোষের ক্ষোভের কারণ স্বাভাবিক। যে ভাষায় কাব্যসাধনা করে কবি বিশ্বসভায় জয়মাল্য লাভ করেছেন, স্বদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোন সম্মানজনক স্থান নেই—ভাইস-চ্যানসেলার হিসেবে এটা ছিল তাঁর কাছে গভীর দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপার। কারণ বাংলা ভাষার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি ছিল তাঁর আশৈশব স্বপ্ন ও সাধনা। তিনি নিজেই স্বকণ্ঠে তা ঘোষণা করেছেন:—

"প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল।"

সুতরাং বিশ্বসভায় বাংলা সাহিত্যকে নন্দিত বন্দিত ও পুরস্কৃত হতে দেখে আশুতোষের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি তাঁর আবেগ চেপে রাখতে পারেন নি। সেদিন মাতৃভাষা বিরোধীদের অনেককে হাতের কাছে পেয়ে প্রকাশ্য সভায় তাঁদের অর্বাচীনতার প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। যা হোক, পুনরায় কবির প্রশস্তি গেয়ে তাঁকে ডিগ্রী দানের জন্য চ্যানসেলারকে আহ্বান করলেন:—

"Meanwhile, the young Senator of twenty-three years ago has the privilege to ask your Excellency to confer the Honorary Degree of Doctor of Literature and thus to set, as it were, the seal of academic recognition upon that pre-eminently gifted son of Bengal who has been a loyal and life-long devotee of the most progressive of the Indian Vernaculars."

অতঃপর চ্যানসেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ কবিকে উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং সে সঙ্গে সভাসমিতিতে যোগদানে কবির অস্বস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে রহস্যচ্ছলে বললেন—

"... I can only hope that the retiring disposition of our Bengali poet will forgive us for thus dragging him into publicity once more and recognise with due resignation that he must endure the penalties of greatness."

সপারিষদ বড়লাট, ছোটলাট, আমলা, ওমরাহ এবং সমাজের সর্বস্তরের শিরোমণিদের এমন বৃহৎ সম্মেলন ছাড়া (বাংলা ভাষার হতমানের জন্য যাঁরা অনেকেই দায়ী) এই অপ্রিয় সত্য কথাগুলি

শোনাবার এর চেয়ে বড় সুযোগ পাওয়া যেত কি? কিন্তু সুপণ্ডিত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মশাই তাঁর "তেহি নো দিবসাঃ" গ্রন্থে অভিযোগ করেছেন যে আশুতোষ রবীন্দ্রপ্রতিভাকে ঈর্ষা করতেন এবং রবীন্দ্র-প্রশস্তির ফাঁকে নিজের প্রশস্তি গেয়েছেন সাতকাহন করে। তিনি উক্ত সংবর্ধনা সম্ভাষণের শব্দ গুনে গুনে বলেছেন, "ডি লিট, প্রদান উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় আশুতোষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশস্তি করেন ১৩৫টি শব্দে, আর নিজের পরিশ্রমের কথা বলেন ৪১৫টি শব্দে।" এখানে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত সেই আম খাওয়া আর আমপাতা গোনার গল্প। রসগ্রাহী আর পল্লবগ্রাহীর তফাত এখানে। যাকে দেখতে নারি তার শুধু চলন নয়, বলনও বাঁকা। ন্যাবা দৃষ্টি আর কাকে বলে।

তারপরে সেই সাধু-অসাধুর দ্বন্দ্ব। ১৯১৪ সালের ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা প্রশ্নপত্রে সম্ভবত "ছিন্নপত্র" থেকে নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করে ছাত্রদের বল হয়:—

"4. Rewrite in chaste and elegant Bengali

> যেদিন লিখবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। এক সাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে, আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয় ত অনেক পড়ে থাকে। এতটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?"

সেই সময় সাহিত্য রচনায় সাধু বা চলিত ভাষার প্রয়োগ নিয়ে সুধী সমাজে তর্কবিতর্ক চলছিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্ররচনার অংশবিশেষকে সাধু ও মার্জিত ভাষায় রূপান্তর করতে দিলে রবীন্দ্র-ভক্তগণ উষ্মা চেপে রাখতে পারেননি। এই সম্পর্কে কবি-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষাকে সাধু (chaste) বলিয়া স্বীকার করেন নাই।" কথাটা মনে হয় ঠিক তা নয়। এটাকে রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর খোদকারি বলা বা কবি "Chaste and elegant" বাংলা লিখতে অক্ষম ছিলেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করতো—এই ধারণা মূর্খামি ছাড়া কিছু নয়। ছিন্নপত্রের উদ্ধৃত ছিন্নাংশ যে আদৌ সাধু ভাষা নয়, বরং বিশুদ্ধ চলিত ভাষা তা তো অনস্বীকার্য। সে সময়ে অনেক বিখ্যাত লেখকের রচনা থেকেই স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করে সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায়, অথবা চলিত ভাষা থেকে সাধুভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হত। কিন্তু তাই বলে ১৯১৪ সালের পূর্ববর্তীকালে রচিত বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের গদ্যাংশকে অসাধু ও অমার্জিত বলার মতো অর্বাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছিলেন না। তা ছাড়া, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগও ছিল না; বা বাংলা বিভাগের কর্তৃপক্ষও কেউ ছিলেন না। তখন আশুতোষ দীনেশ সেনকে দিয়ে বাংলা বিভাগের জন্য একটি একটি করে ইঁট তৈরি করাচ্ছিলেন। মনে হয় আশুতোষের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় একের পর এক দীনেশ সেনের সাফল্যে ও সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরা প্রশ্নপত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে জল ঘোলা করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এই প্রশ্নপত্রের জের ওখানেই থামে নি। দীর্ঘ ৬০ বছর পরেও সে ঘটনার কুশীলবদের বিদেহী আত্মার ব্যবচ্ছেদ চলছে। ঐ প্রশ্নপত্র রচনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী "in consultation with the Vice-Chancellor"—অর্থাৎ স্যার আশুতোষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে। কারণ, কে না জানে যে আশুতোষ শিক্ষকদেরও প্রশ্নপত্র রচনা শিক্ষা দিতেন! অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত অভিযোগ করেছেন যে আশুতোষ ইচ্ছাকৃতভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে এই দুষ্কর্ম করেছেন; পরে এ নিয়ে হই চই শুরু হলে আত্মকৃত অপরাধ দীনেশ সেন ও সতীশ বিদ্যাভূষণের ওপর চাপিয়ে দেন। তাঁরা এ মিথ্যা অপবাদ মুখ বুজে সইলেন এবং এই মুখ বুজে থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আশুতোষ এই দু'জনকে নানাবিধ

সুযোগ সুবিধা দান করে বশীভূত করে রাখেন। একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সঙ্গে এতগুলি মানী লোকের চরিত্রে কলঙ্কারোপ কদচিৎ চোখে পড়ে। অধ্যাপক সেনগুপ্তের হয়তো জানা নেই যে দীনেশ সেন এবং সতীশ বিদ্যাভূষণ ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়ে যে-স্থান দখল করেছিলেন তাতে তাঁদের আর অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা প্রদানের প্রশ্ন অবান্তর। সতীশচন্দ্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি এইচ ডি। আর বাংলা ভাষা-সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা ধৃষ্টতামাত্র।

অধ্যাপক সেনগুপ্ত আরো লিখেছেন, "১৯১৪ সালের ১লা মার্চ যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে অবশ্যই ছাপা হইয়া গিয়া থাকিবে এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিতরণের কাজও শুরু হইয়া থাকিবে।" এই প্রসঙ্গে বিলাত থেকে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে আনার কথাও বলেছেন। এগুলি সবই তাঁর অনুমাননির্ভর আষাঢ়ে গল্প; প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। পাঁচ ছয় মাস তো দূরের কথা, দুই মাস আগেও কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হয় না বা কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিতরিত হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে না এনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। ১৯১৪ সালে নলিনীসুন্দরী গোল্ড মেডেলের জন্য জনৈক প্রার্থী "ভারত রমণী" নামে কবিতা দাখিল করে। রবীন্দ্রনাথকে ঐ কবিতার যোগ্যতা নিরূপণের ভার দেওয়া হয়:—

291. The Offg. Registrar placed before the Syndicate a Bengali poem titled "Bharat Ramani" for Nalinisundari Medal for 1913. Resoved–That Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt., be requested to examine and report on the poem.

কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতার বিচার করে রায় দেন:—

1403. Read a letter from Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt. stating that the poem entitled, "Bharat Ramani" submitted by a candidate for the Nalinisundari Medal for 1913 does not, in his opinion, show sufficient merit to deserve the medal.

Ordered—To be recorded.

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পট পরিবর্তন ঘটেছে। আশুতোষ ভাইস-চ্যানসেলার পদ থেকে অপসৃত হয়েছেন। যজ্ঞ সমাপ্তির আগেই কর্মযজ্ঞের মাঝখান থেকে যজ্ঞেশ্বরকে সরিয়ে দেওয়া হল। আশুতোষের হাতে নিজেদের শিক্ষানীতি বানচাল হয়ে যাবার ক্ষোভে এবং তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপে (এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা আবশ্যক) আশাহত ও হতভম্ব ব্রিটিশ সরকার আশুতোষকে হটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি রবীন্দ্র সুহৃদও বটেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় ত্রুটি ঘটল না।

দেশবিদেশ থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত সুধী ও গুণিজনদের আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা আশুতোষের আর একটি কীর্তি। সারা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান জগতের বহু মনীষী তাঁদের অনুশীলন, অধিকার ও গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার ও চিন্তাভাবনার উপর মূল্যবান বক্তৃতা সেনেট হলে দান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব এবং বিভিন্ন কলেজের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রবৃন্দ, অধ্যাপকমণ্ডলী ছাড়াও শহরের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সে সব বক্তৃতা শ্রবণে উপকৃত হতেন। আশুতোষের পরিকল্পিত রীতি অনুসরণ করে ১৯১৫ সালে যে ক'জন মনীষীকে বক্তৃতাদানের নিমন্ত্রণ জানান হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। যতদূর জানা যায় বাংলা সাহিত্যে বক্তৃতা দেবার জন্য কবিই প্রথম নিমন্ত্রিত হন। এ সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে দেখা যায়:—

3286. Considered the question of delivery of certain University lectures in the next cold weather.

Resolved—

That Sir Rabindranath Tagore, Kt., D. Litt., Dr. J. C. Bose, C. S. I., M. A., D. Sc., Dr. P. C. Ray, CIE, Ph. D., FCS, and Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri, CIE, M. A., be invited to deliver courses of lectures on some subject to be chosen by themselves during the session 1915-16. (Syndicate, dt. 27.8.15)

কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে বক্তৃতাদানে তাঁর অক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেন:—

3552. Read a letter from Sir Rabindranath Tagore, Kt. D. Litt., expressing his inability to accept the invitation of the Hon'ble the Vice-Chancellor and Syndicate to deliver a course of lectures in the Univeristy during the ensuing cold weather. Ordered–That the letter be recorded.

(Syndicate, 28.9.15)

সেবারে কবি স্বয়ং বক্তৃতাদানে অপারগ হলেও অনতিকাল মধ্যে প্রকাশিত স্বরচিত শিক্ষাবিষয়ক এক প্রবন্ধে আশুতোষ-প্রবর্তিত এই বক্তৃতা প্রদান রীতির সপ্রশংস উল্লেখ করতে ভোলেন নি:—

"আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরী হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্জামিন পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মহাশয়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।"

(শিক্ষার বাহন—পৌষ, ১৩২২)

(২)

এবার ঋণ শোধের পালা। অনেকের হয় তো জানা নেই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী ছিলেন—ভাবার্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেই। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারতেন। তিনি ছিলেন খাতক, বিশ্ববিদ্যালয় মহাজন। কবির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্কীয় ব্যাপারটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

সম্ভবত ১৩০২ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্ঠিয়ায় "ঠাকুর কোম্পানী" নামে এক কারবার খোলেন। কয়েক বছর পর সুরেন্দ্রনাথ অন্য বিষয়কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কুষ্ঠিয়ার কারবার বলেন্দ্রনাথ একাই দেখাশোনা করতে থাকেন। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সরলমনা সাহিত্যিক, আদর্শবাদী। মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাঁর বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগে জনৈক কর্মচারী বহু সহস্র টাকা তছরূপ করে সরে পড়ে। ১৩০৬ সালে বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে ব্যবসায়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের কাঁধে চাপে। কবি কালবিলম্ব না করে ব্যবসা গুটিয়ে নেন। এবং পাওনাদারদের দেনা মেটাতে বন্ধু লোকেন পালিতের পিতা স্যার তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা ধার করেন। ১৯১২ সালে তারকনাথ পালিত তাঁর বিপুল সম্পত্তি (১৪ লাখ টাকা—নগদ এবং বাড়ি জমি বিষয় আশয় সমেত) বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। তার মধ্যে তিনি যে সব লোককে ধার কর্জ দিয়েছিলেন সেসব টাকাও ছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ তারক

পালিতের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণবদ্ধ হলেন। ১৯১৭ সালের মধ্যে সেই ঋণ শোধের কথা। ১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর তিনি লস্ এঞ্জেলস্ থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন—"তারকবাবুর যে টাকাটা ধারি এখন সে দেনাটা কলকাতা য়ুনিভারসিটির হাতে গিয়ে পৌঁছেছে; ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তার মেয়াদ ফুরোবে—অতএব আগামী বৎসরেই এই টাকাটা শোধ করে দিয়ে মাসিক সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিস।" কবি আরো জানিয়েছিলেন যে তাঁর হাতে ত্রিশ হাজার টাকা জমলেই তিনি ঐ উদ্দেশ্যে তা পাঠিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে কবি ঋণ পরিশোধের জন্য কিছুদিন সময় প্রার্থনা করেছিলেন—

Read a letter from Sir Rabindranath Tagore, Kt., D. Litt., requesting that he may be allowed to pay in June, next the sum of Rs. 30,000 which he borrowed from the late Sir T. N. Palit.

Resolved—

That time be allowed to Sir Rabindranath Tagore, till the 30th June, 1917 to pay the sum of Rs. 30,000 borrowed from the late Sir T. N. Palit. (Syndicate, 11.5.1917)

বিশ্ববিদ্যালয় কবির ঋণ পরিশোধের মেয়াদবৃদ্ধির অনুরোধ রক্ষা করেছিল; এবং কবিও সেই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তাঁর দেনা শোধ করেছিলেন—

The Registrar reported that Sir Rabindranath Tagore, one of the debtors of the late Sir T. N. Palit had paid in full the principal and interest for May, 1917.

Resolved—

That the Governing Body, Sir Taraknath Palit Endowment be informed accordingly. (Syndicate, 8.6.1917)

কবির সঙ্গে দীনেশ সেনের পরিচয় ও সৌহার্দ্য দীর্ঘকালের, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আশুতোষের সঙ্গে পরিচয়েরও আগে থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও ব্যক্তিগত কারণবশত উভয়ের মধ্যে কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইত্যবসরে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। এম এ কোর্সের পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নকে কেন্দ্র করেও আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং দীনেশ সেনকে জড়িয়ে এক ব্যক্তিগত মন কষাকষির কাহিনী কোন কোন মহল থেকে উঠেছিল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দীনেশ সেন কবির কাছে এক পত্র লিখে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং পুনরায় পুরনো সৌর্হাদ্য কামনা করেন। কবি সে পত্র পাওয়ামাত্র গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সেদিনই (১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫) তার জবাব দেন। ঐ পত্রে তিনি একথাও লেখেন যে, "এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।" কেবল তাই নয়, কবি "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় এক পত্র লিখে বাংলায় এম এ কোর্স প্রবর্তনের জন্য আশুতোষের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। সে চিঠি পড়ে আশুতোষ খুবই প্রীত ও উৎসাহিত হন। কবি কলকাতায় এলে তিনি তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার একান্ত আশা প্রকাশ করেছেন বলে দীনেশ সেন কবিকে জানান। "এ সম্বন্ধে আপনার মতো উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি এম এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটির কমিশনের কার্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।"

এম এ পাঠক্রমের ব্যাপারে কবির সঙ্গে আশুতোষের কোন বৈঠক বা আলোচনা হয়েছে কিনা জানা যায় না; তবে ১৯১৯ সাল থেকে এম এ বাংলা ক্লাস শুরু হল। আশুতোষের বহুদিনলালিত স্বপ্ন সফল হল। ওদিকে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়লেন। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত কবি "স্যার" উপাধি ত্যাগ করেন (৩০ মে ১৯১৯)। ব্রিটিশ সরকার এ-কারণে কবির উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়।

বাংলায় এম এ ডিগ্রীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আশুতোষ তাঁর মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদকে—যিনি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছেন—বাংলা এম এ-তে ভর্তি করিয়ে দেন। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়" নীতির এও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান কালের জননেতাদের মতো পুত্রপৌত্রাদিদের ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠিয়ে জনগণকে "মাতৃভাষা মাতৃস্তন্য" বলার মতো ভণ্ডামি নয়।

বাংলা এম এ কোর্স সম্পর্কে কবি নাকি খুশী হন নি; কারণ তাঁর কোনও রচনা তাতে স্থান পায় নি। সিন্ডিকেট নিয়ম করেছিল যে কোন জীবিত গ্রন্থকারের বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হবে না। এই অজুহাতে রবীন্দ্র সাহিত্যও বাদ পড়ে যায়; এবং সে জন্য আশুতোষকে দোষারোপ করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "তিনি (আশুতোষ) এম-এর বাংলা সিলেবাস হইতে সমস্ত জীবিত লেখককে বাদ দেওয়ার অজুহাতে রবীন্দ্ররচনাবলীকে বাদ দিলেন—যেন রবীন্দ্রনাথ অন্য জীবিত লেখকের সমগোত্রীয়!" (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)। এবং একারণেই নাকি কবি এম এ কোর্সের ব্যাপারে কিংবা এম এ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখান নি শুধু নয়; কার্যত সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কবির ভক্তবৃন্দ যাই বলুন, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের পক্ষ থেকেও কিছু বলার ছিল; কিন্তু তিনি কোথাও তা বলেন নি। কারণ তিনি ছিলেন "কথা কম কাজ বেশী পন্থী।" বাংলায় রবীন্দ্ররচনার অন্তর্ভুক্তির অসুবিধা তাঁর চেয়ে বেশী কেউ জানত না। একে তো যে ভাষার ম্যাট্রিক থেকে বি এ পর্যন্ত কোন স্থান ও স্বীকৃতি নেই সেই ভাষাতেই এম এ পড়াবার ব্যবস্থা। এ যেন ভিত ও খুঁটি ছাড়া শূন্যে ঘর তৈরি করা। তার উপর রবীন্দ্রসাহিত্য পড়াবার মতো শিক্ষক কোথায় তখন? এ তো আর "ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে", কিংবা "কুমোরপাড়ার গুরুর গাড়ি" পড়ানো নয়। আর পড়াবেন কারা? বি এ পাশ অধ্যাপক দিয়ে এম এ পড়ান শুরু। আশুতোষের মতো দুঃসাহসী লোকের পক্ষেই তা সম্ভব। দীনেশ সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশাঙ্কমোহন এঁরা সবাই বি এ পাস; বসন্তরঞ্জন রায়, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাও নন। রবীন্দ্রসাহিত্য পড়াতে তো কবিকেই অধ্যাপনা করতে হতো। আর এম এ-র পড়াশোনা তো সাহিত্যের শব ব্যবচ্ছেদতুল্য। কবির কানে সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রুচিকর ঠেকত কি? এক "সোনার তরী"র ভাব-ব্যাখ্যা নিয়ে কত না মতভেদ। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" রেহিনীর মৃত্যু ঘটানর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে জীবিতকালেও কি কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল? সেকারণেই মৃত লেখকদের লেখা নিয়ে কাটাছেঁড়া করাই তো নিরাপদ। মড়া তো আর সাড়া দেবে না!

আর রবীন্দ্রসাহিত্যকে ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার ও পরিচয় করা, তার রসগ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার জন্য আশুতোষ ক্রমাগত নীরবে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কিভাবে একের পর এক রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে সে বিবরণী থেকে:—

| অনুমোদন বর্ষ | পুস্তকের নাম | পরীক্ষা বর্ষ |
|---|---|---|
| ১৯১৯ | গীতাঞ্জলি | আই এ ১৯২২ |
| ১৯২১ | প্রাচীন সাহিত্য | বি এ ১৯২৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯২২ | পাঠসঞ্চয় | ম্যাট্রিক ১৯২৫ |
| | কথা ও কাহিনী | আই এ ১৯২৫ |
| | রাজর্ষি (উপন্যাস) | বি এ ১৯২৫ |
| ১৯২৩ | ঐ | ম্যাট্রিক, আই এ |
| | | বি এ ১৯২৬ |

এর পরেও কেউ যদি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি, তা হলে তা আশুতোষ সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত অসত্য ভাষণ ছাড়া আর কি বলা যায়। অতি ভক্তির আতিশয্যবশত কবির ভক্তবৃন্দ যাই বলে থাকুন, নিজের বই গৃহীত না হওয়ায় কবি এম এ বাংলা কোর্স সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নি—একথা বললে কবির মর্যাদা হানি ঘটে, এটুকু বুদ্ধি তাঁদের ঘটে আশা করা অন্যায় নয়।

১৯২১ সাল থেকে একাধিক কাজে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান; এবং কবিও তাতে সাগ্রহে সাড়া দেন। প্রথমেই "জগত্তারিণী স্বর্ণ পদকের" কথা। এদিকে কবি তো স্যার উপাধি ত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারকে বিরূপ করে রেখেছেন। আশুতোষ সরকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ঠিক এই সময়েই তাঁর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণপদক কবিকেই প্রথম প্রদান করার মনস্থ করেছেন। অবশ্য প্রথানুসারে প্রার্থী বাছাই-র জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল।

1. The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I. (Nominated by the Faculty of Arts)
2. Rai Bahadur Dr. Chunilal Bose, M.B., I.S.O., F.C.S. (Nominated by the Faculty of Science)

3 & 4. Rai Saheb Dineschandra Sen, B.A. and Mr. B. C. Majumdar, B. L. (nominated by the Board of Higher Studies in Indian Vernaculars)

5. Babu Amulyacharan Vidyabhushan (nominated by the Bangiya Sahitya Parishad) [Syndicate, 29.7.21]

যথাসময়ে কমিটি তাঁদের সুপারিশ জানালেন এবং তা বিবেচিত হল:—

3. Read the following report of the Special Committee constituted for the award of the Jagattarini Medal for the year 1921:–"We recommend that the Jagattarini Medal for 1921 be awarded to Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt., as most eminent for original contributions to letters written in the Bengali Language. Among his chief contributions may be mentioned Gitanjali, Balaka, Kathika and Galpaguchha.

Asutosh Mookerjee
Chunilal Bose
Dineshchandra Sen
B. C. Majumdar
Amulya Charan Vidyabhushan

The 13th August, 1921

Resolved—

That the report be confirmed and that the Jagattarini Medal for 1921 be awarded to Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt. as most eminent for original contribution to Letters written in Bengali Language. (Syndicate, 19.8.21)

খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও একটা কথা বলা আবশ্যক যে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের পরেই দ্বিতীয় বারের জগত্তারিণী পদক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দান করে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শরৎচন্দ্র তখনও নাক-উঁচু সমাজের একাংশের কাছে এখনকার ভাষায় 'নষ্ট-চরিত্র' বলে সন্দেহভাজন।

ফরাসী মনীষী সিলভাঁ লেভিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতাদানের জন্য ১৯১৪ সালে আশুতোষ আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি সময় করে আসতে পারছিলেন না। পরে কবির সঙ্গে পরিচয় হলে লেভি ১৯২১ সালে অধ্যাপনার জন্য শান্তিনিকেতনে আসা স্থির করেন। লেভি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানতে চান তাঁকে যে বক্তৃতাদানের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তা কি বহাল আছে; না বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় লেভিকে জানাল যে তাঁর বক্তৃতার নিমন্ত্রণ বহাল আছে। লেভি তখন রবীন্দ্রনাথকে জানান যে তিনি ভারতে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণও রক্ষা করবেন। কবি এই সংবাদ জানতে পেরে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা জানিয়ে আশুতোষকে লেখেন—"অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁর স্ত্রীর যাতায়াতের খরচা ছয় হাজার টাকা আমরা পাঠাইয়াছি। ইহার তিন হাজার টাকা যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন, তবে আমরা তাঁহার আগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।" (৩ কার্তিক, ১৩২৮)

আশুতোষ সে সময় পূজাবকাশে মধুপুর অবস্থান করছিলেন। মনে হয় কবি লোক মারফতে উক্ত চিঠি পাঠান। কারণ, দেখা যাচ্ছে আশুতোষ পরদিনই (৪ কার্তিক) কবিকে জবাবে জানাচ্ছেন,—"আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া সিন্ডিকেটকে আপনার পত্রের মর্ম জানাইয়া টাকার ব্যবস্থা করিব। কাহারও কোন আপত্তির সম্ভাবনা দেখি না। শান্তিনিকেতনের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।" আশুতোষ কলিকাতা ফিরে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের অপেক্ষা করেন নি। রেজিস্ট্রারকে দিয়ে আগেভাগেই টাকা পাঠিয়ে দেন। পরে সিন্ডিকেটের কাছে সে ঘটনা রিপোর্ট করেন—

14. The Registrar reported that under instruction from the Hon'ble the Vice-Chancellor, he had sent a cheque for Rs. 3,000 to Dr. Rabindranath Tagore to meet part of the travelling expenses of Professor Sylvan Levi as University Reader.

খয়রার মহারাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিং এবং রাণী বাগেশ্বরী দেবীর মধ্যে উদ্ভূত মামলার মীমাংসার শর্তানুসারে দান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ৬,৫০,০০০ টাকা আসে। এই সাড়ে ছ' লাখ টাকার খয়রা ফাণ্ড পরিচালনার জন্য ১৯২১ সালে আশুতোষ Board of Management for the Khaira Fund" নামে এক কমিটি গঠন করেন এবং কলা বিভাগে দু'টি ও বিজ্ঞান বিভাগে তিনটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। কলা বিভাগে ফাইন আর্টস ও ভাষাতত্ত্বের মতো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ প্রয়োজনীয় মনে করে স্যার আশুতোষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও "নমিনি" মনোনয়নের ক্ষমতাসহ উক্ত কমিটির সদস্য মনোনয়ন করেন। পরবর্তীকালে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির "নমিনি" হিসেবে বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন।

ফাণ্ডের আয় থেকে সৃষ্ট পাঁচটি অধ্যাপক পদে যাঁরা প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের তালিকা দেওয়া গেল—

(১) ফাইন আর্টস-এ খয়রা (বাগেশ্বরী) অধ্যাপক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) ভাষাতত্ত্বে খয়রা অধ্যাপক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৩) পদার্থ বিজ্ঞানে খয়রা অধ্যাপক—মেঘনাদ সাহা
(৪) রসায়ন বিজ্ঞানে খয়রা অধ্যাপক—জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৫) কৃষিবিজ্ঞানে খয়রা অধ্যাপক—নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপরোক্ত তালিকা থেকে সেকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। এঁরা সবাই জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কৃষিবিজ্ঞানী নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা।

১৯১৫ সালের শীতকালে কবিকে নিজের পছন্দ মতো বিষয়ে কয়টি বক্তৃতা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করেছিল; কিন্তু কবি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ১৯২৩ সালে আশুতোষ পুনরায় কবিকে দিয়ে সাহিত্যের উপর "রীডারশিপ বক্তৃতামালা" দানের সিদ্ধান্ত নেন এবং সিন্ডিকেটকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেন। কিন্তু ততদিনে শিক্ষাব্যবস্থা ভারত সরকারের হেফাজত থেকে প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারে রাইটার্স বিলডিংসে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে সরকারী অনুমোদন আবশ্যিক করা হয়েছে। কার্যবিবরণী থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তার সাক্ষ্য দেয়:—

3. Read a letter from the Secretary, Council of Post-graduate Teaching in Arts, forwarding copy of a resolution of the Executive Committee on the subject of inviting Dr. Rabindranath Tagore, N. L., D. Litt. to deliver a course of Readership Lectures on "Sahitya" on an honorarium of Rs. 2,000.

Resolved—

That the Syndicate recommend to the Senate that Dr. Rabindranath Tagore, N. L., D. Litt. be invited to deliver a course of Readership Lectures on "Sahitya" on an honorarium of Rs. 2,000. (Syndicate, 13.7.23)

সেনেটের অনুমোদন পাওয়ার পর সরকারের অনুমোদন চাওয়া হল; এবং কিছুদিনের মধ্যে তা পাওয়া গেল:—

98. Read a letter from the Secretary to the Government of Bengal, Education Department, conveying sanction to the appointment of Dr. Rabindranath Tagore, as University Reader to deliver a course of lectures on "Sahitya" on an honorarium of Rs. 2,000.

Ordered—To be recorded. (Syndicate, 24.9.23)

কবি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি তখন বিদেশ যাত্রার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। বক্তব্য বিষয় লেখবার সময় করে উঠতে পারছেন না। অবশেষে আশুতোষ-পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে লিখলেন যে মৌখিক বক্তৃতাদানে কোন আপত্তি না থাকলে তিনি চীনে যাবার আগে মুখে মুখে কিছু বলতে রাজি আছেন। আশুতোষ তাতেই রাজি হলেন এবং ১৯২৪ সালের ১ থেকে ৩ মার্চ আশুতোষের সভাপতিত্বে সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা দেন। পরবর্তীকালে কবির সংশোধনী সহ এই বক্তৃতামালা 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' নামে প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হয়।

আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"শান্তিনিকেতনের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।" শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সহযোগিতায় সিলভ্যাঁ লেভির আগমন ও বক্তৃতাদানে সন্তোষ প্রকাশ, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার আশা প্রকাশ করে এবং সর্বোপরি শান্তিনিকেতনকে "Academy of Culture" অভিধায় অভিহিত করে আশুতোষ তাঁর সর্বশেষ সমাবর্তন ভাষণে যে মন্তব্য করেছেন তাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শান্তিনিকেতনের প্রতি অকৃত্রিম দরদের আভাস পাওয়া যায়—

"We consider this (অর্থাৎ সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পন্ডিতদের বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা) one of the most valuable features of our arrangements for the promotion of special studies and research by the rising generation of our scholars, and to me

personally it is a matter for peculiar satisfaction that, our efforts in this direction are likely to be materially facilitated, if we can act in close co-operation with the Academy of Culture, the Viswabharati at Santiniketan, which owes its existence to the inspiring influence of our great national poet."

তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালের সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ কবিগুরুর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'প্রার্থনা' কবিতাটি সানুবাদ উদ্ধৃতি সহকারে, নবদীক্ষিত ছাত্রদের কবির মহৎ বাণী স্মরণ রেখে, শত দুঃখকষ্ট বাধাবিপত্তির মাঝেও মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে দৃঢ়পদে, অকুতোভয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার উদাত্ত আহ্বান জানান:—

I call upon you to take this as your motto and to join with me in a fervent prayer for the well-being of our motherland in the words of the message of our great national poet, Rabindranath Tagore:

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

কবিকে দিয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে আশুতোষের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হল। তারপর কবির সঙ্গে আশুতোষের মাত্র একবারের এবং শেষবারের সাক্ষাতের কথা জানা যায়—বক্তৃতা দানের ১৭ দিন পরে কবির চীনযাত্রার আগের দিন অর্থাৎ ২০ মার্চ (১৯২৪) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাসভবনে, কবির বিদেশ গমন উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মেলনে। তখন আর তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার নন; ইতিপূর্বেই সে ঘটনার ১৪ দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাইস-চ্যানসেলার হিসেবে আশুতোষেরও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে গেছে চরম তিক্ততা ও পরম পৌরুষত্বের মাঝে। সে অবশ্য অন্য ইতিহাস।

বৃহৎ পরিবারের বিরাট খরচ। বাধ্য হয়ে আশুতোষ ষাট বছর বয়সে আবার কোর্টে যাতায়াত শুরু করেন।

পাটনা গেলেন। ডুমরাঁওর সেই বিখ্যাত মামলায় সওয়াল করতে। সেই প্রবাসেই অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে আশুতোষ দেহত্যাগ করেন—২৫ মে, ১৯২৪; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার মাত্র এক বছর এক মাস বাইশ দিন পরে।

আশুতোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কবির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ পর্বের সমাপ্তি। সে সময় কবি দেশের বাইরে—পথে প্রবাসে। দেশে ফিরে এসে কবি এই মহান শিক্ষাগুরুর মৃত্যুতে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সুযোগ সুবিধা শান্তিনিকেতন স্কুল

পাইয়াছিল—সে তাঁহারই জন্য; আজ কৃতজ্ঞচিত্তে কবি সে সব স্মরণ করিলেন।" বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি পত্রিকায় কবি আশুতোষের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রতি আশুতোষের শুভাকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করে লিখেছিলেন:—

"Asutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education. We, who in our own ways have been working for the same cause, who deserve to be treated as outlaws by the upholders of law and order in the realm of the dead, had the honour of receiving from him the extended hand of comradeship, for which we shall ever remember him. In fact he removed for us the ban of official untouchability and opened a breach in the barricade of distrust, establishing a path of communication between his institution and our own field of work, but never asking us to surrender in the least our independence."

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ বাংলার আধুনিক যুগের ইতিহাসে দুই মহান দিকপাল। দুইজনের জীবিকা ও জীবনচর্চার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। একজন আইনজীবী, আরেকজন সাহিত্যসেবী। একজন আইন আদালতের আঙিনায় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন: আরেকজন জমিদারী পরিচালনার কাজে লিপ্ত থেকেও সাহিত্যের আঙিনায় একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। শিক্ষাপ্রথা শিক্ষাসমস্যার সঙ্গে কারো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু এঁরা দু'জনই যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই দেশের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও অনুধ্যান করেছেন, সমাধানের পথ খুঁজেছেন, হিতকারী শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। একজন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন ও পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; আরেকজন বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন। একজন শান্তিনিকেতনে নিজের আদর্শ ও অভিরুচি অনুসারে নতুন ধরনের পঠনপাঠন পদ্ধতি প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করলেন; আরেকজন বাংলার শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাটভবন এবং রাইটার্স বিলডিং থেকে দারভাঙ্গা বিলডিং-এ ছিনিয়ে আনলেন। ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিকে বানচাল করে বাংলাদেশে তো বটেই সারা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক মহা আলোড়ন তুলে দিলেন। শিক্ষাকে সরকারী কবলমুক্ত করার ব্যাপারে দুই মনীষী ভিন্ন পথে একই উদ্দেশ্যে আমৃত্যু নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। উভয়ের মধ্যে এ এক আশ্চর্য সমধর্মিতা সহমর্মিতা।

## স্বীকৃতি


*ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, আশুতোষ স্মৃতিকথা, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন।*

*জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়*

*রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়*

*জাতীয় সাহিত্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়*

*তে হি নো দিবসাঃ—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত*

*দেশ—বিভিন্ন সংখ্যা*

*Convocation Address*

*Minutes of the C. U. Senate, Syndicate & P. G. Councils etc.*


(দেশ, ৫ মে ১৯৯০)

# বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্যার আশুতোষ

**"Freedom first, Freedom second, Freedom always"**

যেমন ইদানীংকালে তেমনি স্যার আশুতোষের সময়ও শিক্ষায় স্বরাজ, শিক্ষা ও গণতন্ত্র, শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল। উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী আশুতোষ সক্রিয়ভাবে কখনো কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা সরকার বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হননি। বরং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাতেই তিনি উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ জাতির বিভিন্ন চারিত্রিক গুণের তিনি অনুরাগী ছিলেন। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষায় তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের প্রশ্নে তিনি তৎকালীন সরকারের সঙ্গে যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তাই তাঁকে প্রবাদ পুরুষে পরিণত করেছিল। অবশ্য সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের আগেও তিনি "শিক্ষা ও সরকার" এই প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতপক্ষে স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রীতি স্বাধীনতাস্পৃহা কত গভীরভাবে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রথিত ছিল তার পরিচয় মেলে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিয়ে যেসব পত্রালাপ হয়েছে, এবং তিনি যেসব ভাষণ ও বক্তৃতা দিয়েছেন তা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার—এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক কি ধরনের হবে তার কিছুটা আভাস আশুতোষ কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক সভায় 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪' আলোচনাকালেই দিয়েছিলেন। তখনো তিনি উপাচার্য হননি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' বা স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মনে তখন থেকেই নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন—

"I willingly concede that high education is one of the paramount duties of the State, and that it must be nurtured and developed under the fostering care of a beneficient Government. But—I deny most emphatically that it is necessary or desirable to have any provision in the law which may possibly convert the University into mere department of the State; it is quite possible to stunt the growth of a beautiful tree by constant prunning and too affectionate care."

(আমি স্বেচ্ছায় এ কথা মেনে নিচ্ছি যে উচ্চ শিক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব; এবং তা জনহিতাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রের সযত্ন তত্ত্বাবধানে পরিপালিত ও পরিপুষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী দপ্তরে পরিণত হতে পারে, আইনে এমন কোন ধারার যৌক্তিকতা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করি। একটা সুন্দর চারা গাছকে অতিরিক্ত যত্ন করলে এবং ক্রমাগত ছাঁটতে থাকলে, তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হতে বাধ্য।)

আশুতোষ ছিলেন দুর্নিবার স্বাধীনচেতা মানুষ। আজীবন কারও কাছে মাথা নত করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা তিনি দাবী করেছিলেন শিক্ষা প্রসারের জন্য—ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য নয়। তিনি জানতেন 'academic freedom' না থাকলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তার দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। প্রতিটি ব্যাপারে তাকে যদি পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, তা হলে তার স্বাভাবিক বিকাশ কখনো ঘটে না। কারণ শিক্ষার চাহিদা অন্য যে কোন চাহিদার চেয়ে স্বতন্ত্র। তার উপর সরকারী খবরদারি বা তদারকি আরোপিত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশ বিঘ্নিত হবেই। সেকালে ব্রিটিশ সরকারের আটঘাটবাঁধা আইনের মধ্যে কাজ করেও কেবলমাত্র ক্ষুরধার বুদ্ধি, অনন্যসুলভ কূটকৌশল, অসীম সাহস, অগাধ

জ্ঞান, অদম্য মনের জোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম বলেই সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রায়-বাঙালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন। যে আশুতোষকে একান্ত আস্থাভাজন বিবেচনায় সরকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধি মানসে উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল, তিনি সেই ইস্পাত কঠিন কাঠামোর ভেতর থেকেই যেভাবে সরকারী শিক্ষানীতিকে বানচাল করে দিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গলদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন, তাতে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত বেকুব বনে গেলেন। আর দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে দেখল, ব্রিটিশ সরকারের বানর তৈরী করার জন্য আয়োজিত মালমসলা দিয়েই আশুতোষ কেমন চমৎকার শিব গড়ে তুললেন—যা একাধারে সত্য ও সুন্দর।

আশুতোষের এই তেজস্বিতা, নয় কে হয় করার ক্ষমতাই তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল। ছোটলাট লর্ড লিটনের পত্রের জবাবে এবং সিনেট মিটিং-এ ভাষণে পুরুষসিংহ আশুতোষের সুপ্ত স্বাধীনতা প্রীতির দীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার দাবী করে তাঁর সে সব ঐতিহাসিক পত্র ও ভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

"দেশহিতের জন্য আশুবাবু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, পাঠ্য নির্ধারণ, অধ্যাপক মনোনয়ন, শিক্ষার বিষয় স্থিরীকরণ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত সিনেটের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা কেন ডিঙাইয়া যাইবেন? ... সিনেটের একশত জন সদস্যের মধ্যে আশিজনই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া পদাধিকারের বলে সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্ণমেন্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে গঠিত সিনেটের শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলার অধিকার রাখিতে চান কেন—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন। রাজপুরুষেরা তো এই দেশের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে সিনেটের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আশুতোষ অন্যায় মনে করিতেন।"

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। কর্তৃপক্ষের কানে এসব হিতকথা মধুর শোনাবে কেন? তাদের যুক্তির জোর নেই, আছে গায়ের জোর, আর সাম্রাজ্য-স্বার্থ-রক্ষার তাগিদ। আশুতোষ যখন আদর্শ শিক্ষানীতি রূপায়ণে ব্যস্ত, কর্তৃপক্ষ তখন রাজনীতির কূটকচালে ব্যতিব্যস্ত।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন চালু হল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসার সঙ্কুচিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব লোপ করা। যদিও শিক্ষার পুনর্গঠন, প্রসারণ প্রভৃতি আপাত স্বাদু প্রলেপ দিয়ে তাকে দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণীয় করে তুলতে সরকার পক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাতে দেশবাসীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হল না। স্যার আশুতোষ যখন এই আইনকে কাজে রূপায়িত করতে উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন, তখন তিনিও ঐ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শিকার হন। কিন্তু অচিরেই দেশবাসীর সে ভুল ভাঙল।

উক্ত আইনে নানারকম বিধিনিষেধের মধ্যেও একটু ফাঁক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণে ব্যাপৃত না রেখে "to appoint University Professors and Lecturers for promotion of study and research" এর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সরকার শিক্ষার অগ্রগতির পথে যে বাধা ও বাঁধ দিয়েছিল স্যার আশুতোষ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ফাঁক দিয়ে তাকে চুরমার করে দিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষা প্রবাহে সারা দেশ প্লাবিত হবার উপক্রম হল। হতভম্ব ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনলেন। তারা অনেক আশা করে আশুতোষকে উপাচার্য পদে বসিয়ে ছিলেন তাদের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিকে সার্থক করে তুলতে। কিন্তু এ যে উল্টা বুঝলি রাম! সরকারের

শিল নোড়া দিয়েই আশুতোষ সরকারের দাঁতের গোড়া ভাঙলেন। উপায়ান্তর না দেখে তারা প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে অস্বীকার করল। আশুতোষ তাতে মোটেই দমলেন না। তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুপ্রসাদ সিং প্রমুখ দানশীল ব্যক্তিরা এমন দরাজ হাতে অর্থ জোগালেন যে, তার তুলনায় সরকারী অনুদান তুচ্ছ মুষ্টি-ভিক্ষা বলে গণ্য হল।

আশুতোষ পূর্ণোদ্যমে স্নাতকোত্তর কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগ খোলার কাজে লেগে গেলেন। এদিকে ঘরে ঘরে ম্যাট্রিকুলেট, গ্রামে গ্রামে গ্রাজুয়েট-এর সংখ্যা বেড়ে চলছে। বেসরকারী পর্যায়ে স্কুল কলেজ খোলার ধুম পড়ে গেল। শিক্ষার এই অস্বাভাবিক প্রসারে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা আর আশুতোষকে উপাচার্য পদে বহাল রাখা নিরাপদ মনে করল না। স্নাতকোত্তর বিভাগের কাজকর্ম শুরু হবার মুখেই তাঁর আট বছরের কার্যকাল শেষ হয়ে এল; এবং তাঁকে পুনর্নিয়োগের কোন গরজ দেখা গেল না সরকারপক্ষে; যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে তখনই তাঁর ঐ পদে আসীন থাকা ছিল সর্বাধিক প্রয়োজন।

১৯১৪ থেকে আশুতোষের জায়গায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে সরকার প্রথম বেসরকারী উপাচার্যরূপে নিয়োগ করলেন। তিনিও দুই দফে ৪ বছর ঐ পদে আসীন ছিলেন। আশুতোষ কিন্তু স্নাতকোত্তর বিভাগ গড়ার কাজে অনন্যমনা হয়ে লেগে রইলেন। তিনি "বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন; প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম তাঁহারই ছাপমারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুতোষ যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোনো নির্দেশ পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।"

সরকার অনেক চেষ্টা করেও আশুতোষকে অনুগত বশংবদ ভৃত্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে এক নতুন পথ ধরল। মিঃ ল্যান্সলট স্যাণ্ডার্সন ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, আর আশুতোষ ছিলেন তাঁরই অধীনে অন্যতম বিচারপতি। স্যাণ্ডার্সনকে উপাচার্য নিয়োগ করে সরকার ভাবলেন তিনি তাঁর অধস্তনকে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবিয়ে রাখতে পারবেন। "কিন্তু সিনেটের সেই সময়ের দুই এক অধিবেশনের পরেই তিনি আশুতোষের এরূপ দুর্দান্ত মূর্তি দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একান্তরূপে ভড়কাইয়া গেলেন। সেই হইতে আশুবাবুই যে কর্ণধার, সেই কর্ণধারই রহিলেন।"

ইত্যবসরে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা হিসেবে বিদ্যালয় বর্জনের ডাক। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপর্যয়কর অবস্থা। এই বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে সরকার বাধ্য হয়ে আশুতোষের শরণাপন্ন হলেন। বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের অনুমোদনক্রমে ছোটলাট রোনাল্ডসে আশুতোষকে উপাচার্যের পদ পুনরায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আশুতোষ সে পদ গ্রহণের প্রাক্কালে এই ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন—

"The greater the peril of the task, the greater attractive is the performance of the duty."

কিন্তু আশুতোষ তখনো অনুমান করতে পারেন নি, তাঁর জন্য কেমন দুর্যোগময় দিন অপেক্ষা করছে।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার অনুসারে ভারতবর্ষে নতুন শাসনবিধি প্রচলিত হল ১৯১৯ সালে। ঐ শাসন সংস্কারে দেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার ভারত সরকারের হাত থেকে বাংলা সরকারের হাতে এল। গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটের জায়গায় গভর্ণর বা ছোটলাট হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ভার পেলেন বিশিষ্ট আইনজীবি স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার এতদিনে আশুতোষকে জব্দ করার মহৌষধ আবিষ্কার করলেন। তারা এতদিন আশুতোষের দাপটে হিমসিম খেয়েছেন, এবার আশুতোষকে

হিমসিম খাওয়াতে দেশী ঔষধ প্রয়োগ করলেন। এদেশের ক্ষতিসাধন করতে এবং শুভকাজে বাধা সৃষ্টি করতে দেশীয় লোকই যে সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র তা তাদের চেয়ে আর বেশী কে জানে। মন্ত্রী হয়েই প্রভাস মিত্র আশুতোষের পেছনে লাগলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের সেই যে শুরু, আজো তার জের চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র শর্ত সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব করেন—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বভৌমত্ব হরণেরই নামান্তর। এই ঘৃণ্য প্রস্তাব সক্রোধে প্রত্যাখ্যান করে সিনেট সভায় আশুতোষ বলেছিলেন—

"Take it from me that as long as there is one drop of blood in me, I will not participate in the humiliation of this University. This University will not be a manufactory of slaves. We want to think truly. We want to teach freedom. We shall inspire the rising generation with thoughts and ideas that are high and ennobling. We shall not be a part of the Secretariat of the Government. Forget not that what is offered is not even a periodical grant, much less a perpetual grant. What is the offer? Two and a half lakhs! And you solemnly propose that you should barter away your independence for it....What authority! I ask, have we. who are assembled here to night, to barter away for-ever the rights and privileges of this University? What will Bengal say? What will India say? What will the Post-graduate teachers say? They will resign to-morrow. They will go into banishment rather than take money under these humiliating conditions. What will posterity say? Will not future generations cry shame, that the Senate of this University of Calcutta bartered away their freedom for two and half lakhs of rupees?"

(আপনারা শুনে রাখুন, যতদিন আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে সে পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমাননায় অংশ গ্রহণ করব না। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরির কারখানা হতে দেব না। আমরা সত্যের সন্ধানে থাকব। আমরা স্বাধীনতার শিক্ষা দেব। আমরা উঠতি প্রজন্মকে উচ্চ ও মহৎ চিন্তা এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত করব। আমরা সরকারের দপ্তরখানার অংশবিশেষে পর্যবসিত হব না। ভুলে যাবেন না, যে টাকাটা আমাদের দেবার প্রস্তাব এসেছে তা কোন স্থায়ী অনুদান নয়, এমন কি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দানও নয়। কত টাকা দেবে? মাত্র আড়াই লাখ। এর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিরতরে বন্ধক দিতে হবে! আমি জিজ্ঞাসা করি, আজ সন্ধ্যায় এখানে যারা সমবেত হয়েছি, তাদের কি অধিকার আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার ও মর্যাদা চিরতরে বিকিয়ে দেবার? বাংলার লোক আমাদের কি বলবে! ভারতবাসী আমাদের কি বলবে! পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ কি বলবেন? তাঁরা আগামী কালই পদত্যাগ করবেন। এই অবমাননাকর শর্তে টাকা নেবার চেয়ে তারা বরং নির্বাসনে যাবেন। অনাগত বংশধরগণ আমাদের কি বলবে? ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কি আমাদের এই বলে ধিক্কার দেবে না যে এই বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মাত্র আড়াই লাখ টাকার জন্য তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছে?)

এই ভাষণের শেষাংশে আশুতোষ যে বৈপ্লবিক উক্তি করেছিলেন তা পৃথিবীর যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা শিক্ষায় স্বরাজ আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকার উপযুক্ত। আশুতোষের অন্তরে স্বাধীনতার অন্তঃসলিলাপ্রবাহ ফল্গুধারার মতো যে প্রবাহিত ছিল এই ভাষণে ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন এই কথা বলে—

"If you give me slavery in one hand and money in the other, I despise the offer. We will not take the money. We shall retrench and we shall live within

our means. We shall go from door to door all through Bengal. We shall rouse the public conscience of Bengal, which has been lying dormant, for some time past, and make the people of Bengal realise their responsibility for the maintenance, in a state of efficiency of their chief seat of learning, their potent instrument for the human activity. Our cause is just and we shall not submit to humiliating conditions. Our post-graduate teachers would starve themselves, rather than give up their freedom...I call upon you, as members of the Senate to stand up for the rights of your University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as Senators of this University, as true sons of your Alma Mater. Freedom first, freedom second, freedom always; nothing else will satisfy me."

(আপনারা এক হাতে দিচ্ছেন দাসত্ব, আরেক হাতে অর্থ। আমি এই দান প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা এই অর্থ নেব না। আমরা খরচ ছাঁটাই করব এবং আয়ের মাঝে চলতে চেষ্টা করব। আমরা সারা বাংলায় ঘরে ঘরে ভিক্ষা করব। বাংলার যে জনমত কিছুকাল ধরে নির্জীব হয়ে রয়েছে, আমরা সেই জনমত উজ্জীবিত করব। বাঙালীর বিদ্যাশিক্ষার প্রধান আলয়, মানবিক ক্রিয়াকর্মের প্রধান হাতিয়ার, এই বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলব। আমাদের দাবী ন্যায্য, আমরা অবমাননাকর শর্তের কাছে নত হব না। আমাদের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ স্বাধীনতা বিসর্জনের চেয়ে বরং উপবাসী থাকবেন। আমি আপনাদের আহ্বান করছি, সিনেটের সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষায় রুখে দাঁড়ান। বাংলা সরকারের কথা ভুলে যান। ভুলে যান ভারত সরকারের কথা। আপনাদের মাতৃ-প্রতিম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবে কর্তব্য করে যান।

স্বাধীনতাই প্রথম, স্বাধীনতাই দ্বিতীয়, স্বাধীনতাই সর্বক্ষণ। স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই আমার সন্তুষ্টি নেই।)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অছিলা অজুহাত তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার কিছুদিন থেকেই যে খুঁজছে আশুতোষ তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সরকার-প্রণোদিত এই ষড়যন্ত্রের কথা তিনি সমাবর্তন সভায় লাট সাহেবের সামনে (লর্ড লিটন) খোলাখুলি ভাবেই উল্লেখ করে বলেন—

"We cannot shut our eyes to the lamentable fact that there have been abundant indications in recent times of the existence of what looks like a determined conspiracy to bring this University into disesteem and discredit."

(গত কিছুকাল ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকচক্ষে অশ্রদ্ধেয় ও হেয় প্রতিপন্ন করতে যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষড়যন্ত্র চলছে সেই শোচনীয় অথচ সত্য ঘটনার প্রতি আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না।)

সেদিন আচার্য তথা লাট সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে আশুতোষ দীপ্ত কণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে বলেছিলেন—

"The University must be free from external control over the range of subjects of study and methods of teaching and research. We have to keep it equally free from trammels in other directions—political fetters from the State, ecclesiastical fetters from religious corporations, civic fetters from the community and pedantic fetters from what may be called the corporate repressive action of the University itself."

(বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠ্য বিষয় নির্ণয়, শিক্ষাদানের রীতি নির্ধারণ এবং গবেষণার ব্যাপারে বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। তদনুরূপভাবে তাকে অন্যান্য দিক থেকে আগত প্রতিবন্ধকতা, যেমন—রাষ্ট্রের দিক থেকে রাজনৈতিক বন্ধন, ধর্মসভাসমূহের ধর্মীয় নিগড়, সম্প্রদায় বিশেষের সামাজিক শৃঙ্খল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ পণ্ডিতদের সঙ্ঘবদ্ধ পাণ্ডিত্যের বেড়ি থেকেও মুক্ত রাখতে হবে।)

বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সঙ্কটে ফেলে বা তার সামনে টাকার টোপ ফেলে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা বহু পুরণো ইংরেজি খেল। ব্রিটিশ সরকার সেকালে তার দেশীয় 'সরকার'দের দিয়ে এই মজার খেল খেলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা আশুতোষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল তিনি চিন্তাভাবনা না করে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। একদিকে আচার্য লর্ড রোনাল্ডসে স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য আশুতোষকে তারিফ করে বলছেন—

"Sir Asutosh Mookerjee has been responsible for converting it from a mere examining board into an active centre of teaching and research. The greatest landmark in the history of the University in recent years is undoubtedly the creation of the Council of Post-graduate studies."

অপরদিকে তাঁরই শিক্ষা মন্ত্রী প্রভাস মিত্র আশুতোষকে অভিযুক্ত করে বললেন—

"I am of opinion that the deficit of Calcutta University amounting to nearly five lakhs of rupees is due to thoughtless expansion of the University in the past."

ইংরেজের দু'মুখো নীতি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি, ভারতীয়দের দিয়ে ভারতের স্বার্থ হানি কর কু-নীতির এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি আছে?

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কেমন ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শীর (ড. দীনেশচন্দ্র সেন) বিবরণ থেকে জানা যায়—

"এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহা বলিবার নহে। অধ্যাপকদের বহু মাসের বেতন বাকি; প্রত্যহ এই দুরবস্থাপন্ন অধ্যাপকের দল ভিড় করিয়া আশুতোষের নিকট স্ব স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন। তিনি যেভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাপুরুষের অলোকসামান্য দৃঢ়তা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল।"

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ও জাঁকিয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের 'সুয়োরাণী নীতি' (favoured wife policy)। টাকা পয়সার কোন অভাব নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ মাত্র দেড় লাখ টাকা, সেখানে ঢাকার জন্য বরাদ্দ নয় লাখ। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেশি বেতন কবুল করে অধ্যাপক নিযুক্ত করতে লাগল। এখানেও সরকারের একদেশদর্শিতা। আশুতোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বেশি বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বেতন দিয়ে সরকারের স্নেহধন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ করছে তা দোষের নয়। আশুতোষ খুঁজে খুঁজে স্নাতকোত্তর শিক্ষকতার জন্য যে সব রত্ন সংগ্রহ করেছিলেন, তারা অনেকেই বেশি মাইনের লোভ সামলাতে পারলেন না। "এই আকর্ষণ আশুতোষের অনুরাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। রাধাকুমুদ, রাধাকমল—দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন, রমেশ মজুমদার ঢাকায় কাজ গ্রহণ করিলেন। মেঘনাদ সাহা, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকরাও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন। সহিদুল্লা ৪০০ টাকা বেতন পাইয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। ... এক একজন কৃতী

পুরুষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরিয়া রাখিবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।"

ঘটনাচক্রে ৬০ বছর পরে আজ সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুরু হয়েছে। সেদিন বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক ভাগিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আর এখন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়কেই ভাগিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয় দফায় দ্বিতীয়বার উপাচার্য-পদ প্রত্যাখ্যানের পর আশুতোষ খুব বেশি দিন বেঁচেছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগে দীনেশচন্দ্র সেন একদিন তাঁকে বললেন, "আপনি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল—কায়াহীন ছায়ামাত্র।" তখন তার উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেনঃ "বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুজ্জ্যে থেকে ঢের বড়ো; আশু মুখুজ্জ্যে একদিন না একদিন মরে যাবে—কিন্তু বাঙালী জাতি যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকবে।"

আশুতোষের অনেক ভবিষ্যৎ বাণীর মতো এই ভবিষ্যৎ বাণীও সত্যে পরিণত হতে চলেছে। তিনি যে শর্তসাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় টিকে থাকার কথা বলেছিলেন, সে শর্ত পূর্ণ হতে চলেছে। তিনি বলেছিলেন বাঙালী টিকে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় টিকে থাকবে। সামান্য ৬০ বছরের ব্যবধানে বাঙালী জাতির বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্বই বিপন্ন। কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর দুর্ভাগ্যের সূচনা ঘটে বহু বছর আগে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে—যখন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সেদিন যে একজন মাত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, তিনি স্যার আশুতোষ। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তকে "মাথার মুকুট কেড়ে নেবার" সাথে তুলনা করে এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে গভীর সঙ্কট বলে বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন—

"Bengal has been for more than a century the leading province of India; Calcutta has been the capital, in name no less than in fact of a great empire and now these high distinctions are all at once passing away from us. Calcutta, Bengal, are discrowned and cannot help feeling desolate. The gloom of grievous bereavement lies heavy on our minds, we feel like men who have "fallen from their high estate ... In addition, as misfortune never comes single, it appears likely that before long the jurisdiction of the University may be contracted very considerably."

কলিকাতার দুর্ভাগ্যের সেই যে সূচনা তা ষোল কলায় পূর্ণ হল ইংরেজের দেওয়া স্বাধীনতার প্রাক্কালে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বেয়াড়া বাঙালী হিন্দুকে জন্মের শোধ শিক্ষা দিতে তারা তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শহর—লণ্ডনের পরেই ছিল যার স্থান—তা ভারতবর্ষের রাজধানী থেকে অবমনিত হয়েছিল সারা বাংলার রাজধানীতে; কিন্তু ৩৬ বছর না পেরোতেই তার থেকে বিচ্যুত হয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ" নামক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের রাজধানীতে তার রূপান্তর। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারও ছাঁটাই হতে হতে, সত্যিকথা বলতে গেলে, বর্তমানে একটি 'সিটি ইউনিভার্সিটি' তে রূপান্তরিত।

(শারদীয়া কৃশানু ১৩৯২)

# কলেজ হোস্টেলে সরস্বতী পূজা: বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও কবি জীবনানন্দ

কর্মক্ষেত্রে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা একজন কবি সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে, কবি জীবনানন্দ দাশ তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বরিশালের এক সম্পন্ন ও যৌথ ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান জীবনানন্দ 1919 সালে ইংরেজিতে "সেকেণ্ড ক্লাশ" পেয়ে এম. এ. পাস করেন এবং ব্রাহ্মমতাবলম্বী পরিবারের সন্তান হবার সুবাদে 1922 সালে ব্রাহ্ম-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সিটি কলেজে শিক্ষকতার চাকুরী পেয়ে যান। শিক্ষকতার সঙ্গে তাঁর অনলস সাহিত্য সাধনা চলতে থাকে। কিছুকালের মধ্যে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং এক কন্যার জনকত্ব লাভ করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও মা-বাবার শিক্ষা ও আদর্শে গঠিত জীবনানন্দের তখন এক সুখী ও আনন্দময় জীবন।

কিন্তু তাঁর জীবনে এ সুখ বছর পাঁচেকের বেশি স্থায়ী হল না। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘটল তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনা। সিটি কলেজ যেহেতু নিরাকার একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত, তাই সে কলেজে হিন্দুছাত্রদের সরস্বতী পূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। কলেজ হোস্টেলেও সরস্বতী পূজানুষ্ঠান হতো না। কিন্তু 1928 সালে মেছুয়া বাজার স্ট্রীটে অবস্থিত রামমোহন রায় হোস্টেলের আবাসিক ছাত্ররা কলেজ হোস্টেলেই সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিনা অনুমতিতে ছাত্রাবাসে মূর্তিপূজা করায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কয়েকজন ছাত্রকে আর্থিক জরিমানা করেন। ছাত্ররা এই শাস্তির বিরুদ্ধে এবং হোস্টেলে পূজার অধিকারের দাবীতে সত্যাগ্রহ অনশন ইত্যাদি নিরস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। শুরু হয়ে গেল ছাত্র ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বৈরথ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তারকেশ্বর মন্দিরের মোহন্তর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের ফল হিসাবে ততদিনে অনশন, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি আন্দোলনের আয়ুধের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য ছাত্ররা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামার আগে কলেজ অধ্যক্ষ এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হোস্টেলে পূজানুষ্ঠানের অনুমতির জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে আবেদন করেছে দেখা যায়:

19. Read a joint petition, forwarded by the Principal, City College, from Bibhutibhushan Acharya and a large number of other Hindu boarders of the Rammohan Roy Hostel attached to the College, praying, in view of the reasons set forth therein, that as rules 18 and 19 of the Hostel Rules, as interpreted and applied by the College authorities constitute an undue interference with the Hindu boarders' freedom of religious worship, they may be abrogated altogether or so modified as to remove all restraints from their free right of public worship.

Read also a joint petition, forwarded by the Principal, City College from Syamadas Nag and a large number of other Hindu boarders of its attached Mess at 86, Mechuabazar Street, praying, in consideration of the circumstances stated therein, that the authorities of the College may be directed to modify rules 18 and 19 of the Hostel Rules framed by them so as to make it perfectly clear that no interference with rights of religious worship may be made hence forth.

Read also joint petitions from the abovementioned Boarders of the aforesaid Hostel and attached mess respectively, forwarded by Dr. Narendranath Law, M. A., Ph. D., BL., Member of the Senate, on the subject.

A copy of the Hostel Rules was submitted in each case.

Ordered–that a copy of the petition be forwarded to the Principal, City College, for his observations. (Syndicate, 23.2.28)

সিটি কলেজে ধর্মভিত্তিক ছাত্রসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

হিন্দু 1280, ব্রাহ্ম 38, মুসলমান 64, ভারতীয় খৃষ্টান 6, বুদ্ধিষ্ট 1, ইহুদি 1, শিখ 2, (1928 সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকের রিপোর্ট)। আর হোস্টেলে একজনমাত্র ব্রাহ্ম ছাত্র ছিল, আর বাকী সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

সংখ্যাধিক্যের জোরে হিন্দু ছাত্রগণ তাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণে দৃঢ়সঙ্কল্প, কলেজ কর্তৃপক্ষও তাদের আদর্শ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবে হিন্দু ছাত্রদের ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরাগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। হলও তাই। ছাত্রদের দাবীর ন্যায্যতা সমর্থনে এগিয়ে এলেন জননেতারা। একটা তুচ্ছ ঘটনা ডালপালা ছড়িয়ে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করল। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে লিখেছেন:

"এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সত্যাগ্রহ অনাহার প্রভৃতি রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছাত্ররা শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী লোকের অভাব নেই, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদের পক্ষ লইয়া বিষয়টাকে জটিল ও কদাকার করিয়া তুলিলেন। কোন কোন রাজনৈতিক নেতাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন মাইনরিটির ধর্মাধিকারের বুলি তুলিয়া। ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষও সর্বদা যে সুবিবেচনার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। হিন্দু সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের উদারতার অভাবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খণ্ড)

প্রভাতকুমার যে রাজনৈতিক নেতার নামোল্লেখ করেননি তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে তিনি এগিয়ে এলেন। হিন্দু ধর্মের পক্ষ নিয়ে নয়; ছাত্রদের দাবীর যৌক্তিকতার সমর্থনে। 1928 সালের 1 মার্চ কলকাতার এলবার্ট হলে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রের উপর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। "সেদিন এই একটি সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে কলকাতার জনজীবন ভীষণভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, এবং এই একটি পূজাকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিয়েছিল, তার এক মেরুতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্য মেরুতে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় যে প্রতিবাদ সভার খবর দেওয়া হয়েছিল সেই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভেদানন্দ।" (প্রণবেশ চক্রবর্তী—বর্তমান)

এই ঘটনার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সুভাষচন্দ্র যে 1912 সাল অর্থাৎ মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন তার প্রমাণ 1912-র 17 সেপ্টেম্বর কটক থেকে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি। এরপর সুভাষচন্দ্র জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সংঘাত সংশয়ের পর্ব অতিক্রম করে 1921 সালে পুরোপুরি রাজনৈতিক মঞ্চে অবতরণ করেন; আর রবীন্দ্রনাথ 1908 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাঝপথেই যে রাজনীতির অঙ্গন ত্যাগ করে গেলেন, তাতে আর কখনোই পূর্ণভাবে নিজেকে মিশালেন না—মাঝে মাঝে সরকারের মানবতা বিরোধী দমনমূলক ক্রিয়াকলাপে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেও। তবে 1925 সালে সুভাষচন্দ্র বন্ধুবর দিলীপকুমার রায়কে মান্দালয় জেল থেকে যে চিঠি লেখেন,

তাতে লোক-সাহিত্য লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি যে অনুরাগ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন দিলীপকুমার তা কবিগুরুর গোচরীভূত করার লোভ সামলাতে পারেননি। কবিও দিলীপকুমারের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে লোকসংস্কৃতির প্রতি সুভাষচন্দ্রের এই আন্তরিক অনুরাগের অকুণ্ঠ তারিফ না করে পারেন নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পাঠক 'সমতট-116' সংখ্যায় উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র' রচনাটি পড়তে পারেন।

যা হোক, মান্দালয় জেল থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একাধিক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সাহিত্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সুদূর মান্দালয় জেলে বাসকালে 'সোনার বাংলা'র জন্য তাঁর গভীর আকুলতার কথা তিনি 12.8.25 তারিখে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন:

"If I had not been here, I would never realise the depth of my love for golden Bengal. I sometimes feel as if Tagore visualised the feelings of a prisoner when he wrote:

"Sonar Bangla, ami Tomae bhalobasi!

Chiradin tomar akash tomar batas

Amar prane bajae banshi." (ইংরেজিতে অনুদিত চিঠি থেকে)। ঐ মান্দালয় জেল থেকেই 11.9.25 তারিখে মেজবৌদি বিভাবতী বসুকে হাল্কা সুরে লেখা এক চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রসঙ্গক্রমে টেনে এনেছেন:

"If my letters make you happy, I shall take it that I have not yet lost the power to bring happiness to others.

The greatest in this world for instance, Deshbandhu, Rabindra Nath Tagore and others—till very late in life or even till the last day of their lives—never lost their sense of humour and enjoyment" (অনুদিত চিঠি থেকে গৃহীত)।

তারপর 1926 সালের কোনো এক তারিখে ঐ মান্দালয় জেল থেকেই হরিচরণ বাগচীকে লেখা এক চিঠিতে প্রত্যহ পাঠের জন্য যে পুস্তক তালিকা দেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বইগুলির নাম দেখা যায়:

(6) Rabindra Nath Tagore's 'Katha O Kahini', 'Chayanika', 'Gitanjali', 'Ghare Baire', 'Gora'.

ঐ 1926 সালেই মান্দালয় থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসার (তাঁর মনোবাঞ্ছা কি?) জবাবে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে জবাব দেন:

"You have asked about myself, what can I say? One of Rabindranath's poems I like very much. Will it sound impertinent if I replied to you in the poet's words. Poets are held in high esteem because they can express our inner-most thoughts more eloquently and clearly than we can do ourselves. So I say:

"এখনো বিহার কল্পজগতে  
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,  
এখনো কেবল নীরব ভাবনা  
কর্মবিহীন বিজন সাধনা  
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা  
আপন মর্মবাণী।

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

(সূত্র—Subhas Chandra Bose Correspondence 1924-32)

মান্দালয়ের মন্দ আবহাওয়ায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে তাঁকে সেখান থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং শিলং শহরে অন্তরীণ করে রাখা হয়। 15.7.27 তারিখে শিলং থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখেন:

"I have enquired of the D. I. G. if he would pass 'Bichitra' a monthly magazine in Bengali recently started in Calcutta by some of Dr. Tagore's following."

ঘটনাচক্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় শিলং-এ উপস্থিত ছিলেন। অথচ সুভাষচন্দ্রের চিঠিতে 'বিচিত্রা' প্রসঙ্গে কবির নামোল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ দেখা যায় না। আর কবিগুরুর জীবনীকারগণও ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎকারের কোনো ঘটনার উল্লেখ করেননি। তা হলে, তাঁরা কি পরস্পরের উপস্থিতির কথা পরিজ্ঞাত ছিলেন না? কিংবা থাকলেও নজরবন্দী সুভাষচন্দ্রের যেমন কবির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না—কবিও হয়তো রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে অনর্থক হৈ চৈ তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র সেই ত্রিশ বছর বয়সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শ ও ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত ও নির্যাতীত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন—অন্তত বাংলার মধ্যে। কবিগুরুর সেসব ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। তা হলে তাঁদের পরস্পরের প্রতি এই নিস্পৃহতা ও শীতলতা কেন?

সে প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু ঘটনাচক্রে বছরখানেকের মধ্যেই যুবনেতা সুভাষচন্দ্র ও পিতামহ ভীষ্মসদৃশ রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সম্মুখীন হলেন যুযুধান দুই শিবিরের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে সিটি কলেজে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনই গোঁড়া ব্রাহ্মবাদী বলে পরিচয় দেননি। বস্তুত সিটি কলেজ পরিচালনার সঙ্গেও তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। সে সময় কলেজ পরিচালক মন্ডলীর সদস্যারা ছিলেন—কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, পরেশনাথ সেন, সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, হীরালাল হালদার, শশীভূষণ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, রজনীকান্ত গুহ, অন্নদাচরণ সেন, কালীপ্রসন্ন চট্টোরাজ, শ্রীগোপাল চক্রবর্তী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এস. এম. বোস, কালিদাস নাগ, ব্রজশঙ্কর গুহ এবং অমিয়কুমার সেন। বস্তুত এঁরা যে সবাই ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ছিলেন তা দেশের লোক এ ঘটনার আগে জানতই না। ফলে রবীন্দ্রনাথ কেন এদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন তা বোঝা গেল না।

এলবার্ট হলের পূর্বোক্ত সভায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, "সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদের ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করে যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তারই ফলে সিটি কলেজের

ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার উষ্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন আছে।" (সুভাষ রচনাবলী, প্রথম পর্ব)

সে সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন 'জানি, কিন্তু বলবনা' খ্যাত নীতিবাগীশ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়। ছাত্র আন্দোলন ব্যাপকতর হচ্ছে দেখে এবং সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জানালে তাকে প্রতিহত করতে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মতো গোঁড়া ব্রাহ্মদের চাপেই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সপক্ষে কলম ধরলেন। সঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে। তাঁরা দুজনে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন (মে 1928)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে লেখেন—"ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, তবে সে স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হোস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা পাইবে, এমন তো নহে, মুসলমান ছাত্ররাও পাইবে। মুসলমানের পক্ষে গো কোরবানি ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং কর্তৃপক্ষ হোস্টেলে তাহাদের তাহাও করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলেনা, একটা প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে সেগুলিকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্মরা প্রতিমাপূজক নহেন একথা প্রত্যেক ছাত্রই জানেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ সেখানে প্রতিমাপূজা করিবার জন্য জিদ অশোভন।"

ছাত্রদের এবং তাদের সমর্থকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই মতামত ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। সুতরাং তাদের মধ্যে ঘটল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কবিগুরুর প্রবন্ধ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এলবার্ট হলে আবার অনুষ্ঠিত হল এক বিরাট ছাত্রসমাবেশ (19 জুন 1928)। ঐ সমাবেশে সুভাষচন্দ্র কবিগুরুর নামোল্লেখ করেই বললেন—"রবিবাবু এবং মিঃ এণ্ড্রুজ এ ব্যাপারে এসে লড়েছেন দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছিলাম তখন তিনি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁকে ডাকা হল এবং কেনই বা তিনি এলেন তা বুঝিনি।" সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের মতামতের উপর আরও অম্লমধুর কটাক্ষ ছিল এবং ছাত্র আন্দোলনও ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে থাকে।

এই হোস্টেলের মালিকানা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে দাবী করেছেন, তদুত্তরে খ্যাতনামা বাগ্মী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে কবির বক্তব্য খণ্ডন করেন:—

"সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা লইয়া কিছুকাল যাবৎ যে তর্কবিতর্ক চলিতেছে তৎসম্পর্কে কেহ কেহ এরূপ কথা বুঝাইয়াছেন যে, হিন্দু ছাত্রদের অসহিষ্ণুতার ফলেই হাঙ্গামা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছাত্রেরা নিজেদের ধর্ম্মচরণ এই ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠানে জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং বাহিরের লোক তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে। একথা এত বেঠিক, ভ্রমাত্মক এবং সত্যলেশহীন যে, সাধারণ অবস্থায় এই কথাকে চুপচাপ উপেক্ষা করিলেই চলিত; কিন্তু যখন সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত লোকও স্বীয় ভাষায় অপরিসীম ক্ষমতা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন ইহা আর উপেক্ষা করা চলে না। এই ব্যাপারের প্রথম হইতেই সিটি কলেজের ছাত্রদের সহিত আমাকে জড়ান হইয়াছে, সুতরাং সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমস্ত অসত্য কথাকে ভিত্তি করিয়া স্বীয় যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্পষ্ট মিথ্যার সংশোধন করা আমি আমার নিজের প্রতি তথা ছাত্রগণের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সিটি কলেজে কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ প্রচার এবং পরোক্ষ ভাবভঙ্গী দ্বারা যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে এরূপ একটা ভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামমোহন রায় হোষ্টেলটি (যেখানে ছাত্রেরা সরস্বতী পূজা করিবার অধিকার দাবী করিয়াছিল) 'সিটি কলেজেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ', এবং

তাঁহারা এমন কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত হোষ্টেলটি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়েরই একটি প্রতিষ্ঠান। সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের অধিকাংশই এই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'অপরের দখলী জমী'তে পুতুল পূজা করিবার 'দৃঢ় সংকল্প'এর জন্য তিনি হিন্দু ছাত্রদের প্রতি বহু বহু সুতীক্ষ্ণ উপহাসবাণ বর্ষণ করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা এই যে, তিনি যাহা ধরিয়া লইয়াছেন তাহা অতিমাত্রায় ভুল। বিদ্যাসাগর হোষ্টেল, রিপণ হোষ্টেল এবং বঙ্গবাসী হোষ্টেলের মত রামমোহন রায় হোষ্টেলটিও ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ভারত সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই টাকায় নির্ম্মিত। পরে গবর্ণমেন্ট এই ছাত্রবাসগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৮ সালের কোন সময় ঐ ছাত্রাবাসগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান কয়েকটি কলেজের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। এখন পর্য্যন্তও এই হোষ্টেলগুলি রক্ষা করা এবং পোষণ করার নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর, সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির উপর নহে। শুধু আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার ভার কলেজগুলির উপর ন্যস্ত আছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—২৫ মে ১৯২৮)

ছাত্ররা তো ধর্মঘট করে চলেছে। "সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি এমন ভয়ও দেখালেন যে, তাঁর নির্দেশ না মানলে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসাই বন্ধ করে দেবেন (সুভাষচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড)। কার্যত তিনি করলেনও তাই। যেহেতু কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা ও আবাসনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ভূমিকা আছে, তাই 'বল' এবার এল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের কোপ প্রথমেই পড়ল হোস্টেলের রেসিডেন্ট সুপারিন্টডেন্ট এবং অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টডেন্টের উপর—যেহেতু তারা সময় মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন নি এই অভিযোগে। বিশ্ববিদ্যালয় নথিপত্র থেকে দেখা যায়:

78. Read the followings Proceedings of the Students' Residence Committe, dated the 29th February, 1928.

"17. Read a letter from the Principal, City College, reporting the circumstances under which he has been obliged to grant leave with full pay for a month with effect from the 24th and 23rd February, 1928 respectively to Prof. Brajasundar Roy, Resident Superintendent and Babu Kalimohan Ghosal, Assistant Superintendent of the Rammohan Roy Hostel; also requesting that Prof. Dhirendranath Mukherjee and Babu Amritalal Ghosh, Lecturer, who have been asked to officiate for Prof. Brajajasundar Roy and Babu Kalimohan Ghoshal respectively, may be given the same salary for whom they are officiating and that Chittaranjan Chakorvarty, Prefect of the Hostel, who has been obliged to leave the Hostel may be allowed to draw his pay for February, 1928.

Resolved—

That the proposal made by the Principal of the College be sanctioned in the special circumstances of the case.

Resolved that the Proceedings be confirmed (Syndicate, 2.3.28)

দেখা যাচ্ছে কলেজ অধ্যক্ষ ছাত্রদের সবিনয় নিবেদনে কর্ণপাত না করে সংঘর্ষের পথ বেছে নিলেন। তিনি হোস্টেল বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। হোস্টেল বন্ধ করে দেওয়ায় সবচেয়ে বিপাকে পড়ল পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ। কিছুদিনের মধ্যে তাদের পরীক্ষা;

তারা কলেজ সেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত হোস্টেল ও মেস খোলা রাখার আবেদন জানাল কলেজ অধ্যক্ষ মারফত। কিন্তু যে অধ্যক্ষ হোস্টেল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন, ছাত্রদের দরখাস্ত তাঁর কাছেই এল বিবেচনার জন্য। তিনি সিণ্ডিকেটের জাঁদরেল সদস্য এবং সিণ্ডিকেটে তাঁর পক্ষাবলম্বী সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই ছাত্রদের প্রার্থনা নামঞ্জুর হল; তবে সিণ্ডিকেট মেস এবং হোস্টেল ইনস্পেকটরকে অনুরোধ করল তিনি যেন সিটি কলেজের পরীক্ষার্থী আবাসিক ছাত্রদের কলকাতার অন্যান্য কলেজ হোস্টেলে পরীক্ষা পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করেন। কার্যবিবরণী থেকে এই অনুজ্ঞার প্রমাণ মেলে:

46. Read an application, forwarded by the Principal, City College, from the Boarders of the Rammohan Ray Hostel and other City College Mess situated at 86. Mechuabazar Street, requesting that, in the circumstances therein, the Rammohan Ray Hostel and the City College Mess may be directed to be kept open till the end of the College session.

Resolved—

(1) That, in view of the request made by the Principal, City College and of the circumstances under which the Rammohan Ray Hostel and the Mess at 86. Mechuabazar street have been closed, the University Inspector of Messes and Hostels be requested to arrange accommodation for the Boarders of the above two places who are appearing at or due to appear at the University Examinations in other Hostels and Messes on the understanding that if this involves any extra charge as seat rent on the boarders the City College authorities will bear the same. That the Syndicate ask for the co-operation of the Principals of the College in this matter.

(Syndicate 16.3.28)

এবারে এল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দু'একজন ছাত্রের প্রসঙ্গ। বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা বণিক নামে একটি ছাত্র সরস্বতী পূজা সম্পর্কিত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়। অধ্যক্ষ নিয়মমাফিক বিষয়টি সিণ্ডিকেটের গোচরে আনেন এবং সেটি নথিভুক্ত হয়:

45. Read a letter from the Principal, City College, reporting that Brindabanchandra Saha, a student in the 3rd year B. Sc. Class of the College, has been expelled from the College and the Rammohan Ray Hostel under the direction of the Governing Body for having committed grave breach of discipline, and submitted a brief statement of the case. Read also a representation from Brindabanchandra Saha.

Ordered—to be recorded. (Syndicate, 16.2.28)

শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রটি তখন বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ তাকে নিতে রাজী আছেন, আর সিটি কলেজের অধ্যক্ষ তাতে তাঁর আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন। সুতরাং বৃন্দাবনচন্দ্রের আবেদন মঞ্জুর হল। কার্যবিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু:

36. Read an application, forwarded by the Principal, Bangabasi College, from Brindabanchandra Saha Banik, who was a student in the 3rd year B. Sc. Class of the City College, stating that on a charge of breach of discipline in connection with last Saraswati Puja Festival in the Rammohan Roy Hostel, the Principal of the City College has expelled him from the College and the Hostel and

praying that he may be permitted to join the 3rd year B.Sc. Class of the Bangabasi College to which he seeks admission now.

Read also a note from the Principal, City College, reporting that he has no objection to the candidate being admitted elsewhere.

Resolved that the application be granted. (Syndicate, 30.3.28)

ছাত্রদের হাঙ্গামা তো শাসনক্ষমতা প্রয়োগে দমন করা গেল। এবারে অধ্যাপকদের পালা। অবাধ্য ছাত্ররা বিতাড়িত হল; আর দলে দলে হিন্দু ছাত্র সিটি কলেজ ত্যাগ করে অন্যান্য কলেজে চলে গেল। ফলে কলেজের আয় ব্যয় সমতা রাখা দুরূহ হয়ে পড়ল। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মাস মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তাঁরা শিক্ষক ছাঁটাই করতে বাধ্য হলেন। ব্রাহ্ম-সরস্বতী দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় কোপটা পড়ল জনা বারো জুনিয়র শিক্ষকের উপর। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে 'গুপ্ত' পরিত্যক্ত)। চাকুরিচ্যুতির বছরে অর্থাৎ 1928 সালের কলেজ ইন্‌স্‌পেকটরের রিপোর্ট থেকে তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

10. Jibanananda Dasgupta M.A. in English. Class II 1919/Tutor in English/ Since 1922/Pay 100.

1928 সালে 100 টাকার চাকরি। নিশ্চিন্ত জীবন। কাব্য ও সাহিত্য সাধনার পক্ষে কলকাতাবাস দারুণ লোভনীয়—বিশেষতঃ সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে। কিন্তু জীবনানন্দের কপালে এই সুখ বেশিদিন সইল না। "জীবনানন্দ পাকেচক্রে হিন্দু ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। অবাধ্য ছাত্ররা কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন, পরে পরেই অন্যান্য কয়েকজন কনিষ্ঠ শিক্ষকের সঙ্গে জীবনানন্দেরও চাকরি গেল। 1928-এ"। (ভূমেন্দ্র গুহ, 'বিভাব' জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা)

চাকরি হারাবার ফলে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে দুর্বিসহ দুর্দশা ও হতাশা নেমে আসে তা এককথায় অবর্ণনীয়। দীর্ঘ সাত বছর তিনি প্রায় কর্মহীন অবস্থায় কাটান। তাঁর সেই দুর্দশাময় জীবনের কাহিনী তিনি সেসময়ে লিখিত দিনলিপিতে দু'চার কথায় লিখে গেছেন। 'বিভাব' পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় তার সামান্য অংশ মুদ্রিত হয়েছে। "1931-এ দিনলিপি লেখার সময় তাঁর অর্থসংকটের সীমাপরিসীমা নেই, আক্ষরিক অর্থেই তাঁর মাত্রই ক্ষুণ্ণিবৃত্তির সামান্য সুযোগটুকুও নেই, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যে সব অল্পস্বল্প বিনোদনের দরকার পড়ে মানুষের—খেলা দেখা, একদিন দু'দিন সিনেমা থিয়েটার যাওয়া—তার তো কথাই ওঠেনা; তাঁর তখন শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে একটাই বিব্রত হয়ে থাকার বিষয়; একটা অধ্যাপনার চাকরি জোগাড় করা। পারিবারিক ধর্মে যেহেতু ব্রাহ্ম ছিলেন, পূর্ব অভিজ্ঞতায় ভেবেছিলেন যে, ব্রাহ্মদের পরিচালিত কলেজে বা স্কুলে তিনি আবার একটা চাকরি পেয়ে যাবেন যদি তেমনভাবে ব্রাহ্মসমাজের রথীমহারথীদের ধরাধরি করতে পারেন। চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি, পায়ে পায়ে প্রচুর ঘুরেছেন, চিঠিচাপাটি জোগাড় করেছেন ও চিঠি লিখেছেন, কারো কারো বাড়িতে তোষামোদ করতে গিয়ে নির্ভেজাল অপমানিত হয়েছেন, অন্যান্য সাধারণ মেধার করিতকর্মা অধ্যাপকদের নানাপ্রকারে সফল হয়ে উঠে চর্বচোষ্য খেতে, লেহন করতে ও দাম্ভিক হতে দেখেছেন, তাঁদের হাঁপানি টাপানি হলে আবার রাত জেগে সেবাও করেছেন, সুভাষিতাবলীও কম শোনেন না, কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি; পুনর্নিয়োগের প্রশ্নে এবার অন্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; তিনি অশ্লীল কবিতা লিখেছেন।" (ভূমেন্দ্র গুহ-ঐ)

উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যে তিলমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। দিনলিপির ছত্রেছত্রে যেমন জীবনানন্দের মানসিক অশান্তির, বেকার জীবনের গ্লানির ছাপ পড়েছে, তেমনি সমকালীন সমাজের সার্বিক

পরিস্থিতির এক নিখুঁত চালচিত্রও বলা যায় এটাকে। ধর্মীয় প্রশ্নে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অভিমতও প্রকাশ পেয়েছে স্থানে স্থানে। কোনো কোনো ব্রাহ্মবাদীর মানসিক সঙ্কীর্ণতায় ব্যথা পেয়েছেন আবার ক্ষেত্রবিশেষে উদারহৃদয় হিন্দুদের কুণ্ঠাহীন প্রশংসা করেছেন। নিজের সহকর্মী, কলেজ পরিচালক সমিতির সদস্য এবং ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটির কোনো কোনো কর্তাব্যক্তির (যাঁরা এখনও সশ্রদ্ধে স্মরণীয়) ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে তিনি তাঁদের ভণ্ডামি ও কুটিলতা সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তাঁর দুঃসময়ে বাবা ও মায়ের বন্ধুরা কেউ যে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি সে কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন:

25.7.31

–Irony : Though Annada & Co., Ramananda & Co. etc. etc. my mother's and father's friends, still my being what I am, I stand estranged-stranded-hounded...

অর্থের অনটন এবং অশ্লীল কবিতা লেখার অজুহাত ছাড়াও সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তিনি হিন্দু ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। তাদের এ অভিযোগ মনে হচ্ছে একেবারে অমূলক ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের আচার অনুষ্ঠান তাঁর কবিমনে নীরস নিষ্প্রাণ মনে হতো। পিতা সত্যানন্দের কড়া ব্রাহ্মনীতিবাদ ও আদর্শ কবিকে আকর্ষণ করে না। ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন। তিনি লিখেছেন:

8.8.31

6. জ্যেঠামশায়ের শ্রাদ্ধ: The conventional & placidity content & facile naivette & so on... উপাসনা ... song ... terrible atmosphere of ব্রহ্ম and ব্রাহ্ম ... these the God's circumstances have left me in the same bed with ... Relief after coming out.' অথচ হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক নায়ক সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তি লক্ষ্য করা যায়:

25.7.31

"On beauty & fascination of Kali & Krishna (Keshab) slokas ... how much more liberal/Catholic and deep & wide I am becoming day by day ...Education with an open mind and sympathetic experience (wide) does it...narrow dogma inconceivable also to an artist...I might unfold & reveal the invisible appeal of many things horrible to the dogmatists."

যা হোক, দীর্ঘ সাত বছর পর 1936 সালে কবির বেকার জীবনের নরকযন্ত্রণার অবসান ঘটে। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। এটা কি ব্রহ্মশাপ মোচনের ফল, না সরস্বতীর বর লাভ তা ভেবে দেখার বিষয়।

আর এদিকে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তিন বছর না পেরোতেই তার অবসান ঘটে। দেশের ডাকে দু'জনেই পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসেন। 1931 সালে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বন্যা পরিত্রাণে এবং হিজলী বন্দীশিবিরে রাজবন্দীদের উপর নির্মম গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ জ্ঞাপনে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তা 1941 সালে কবির মৃত্যু এবং গৃহ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

(সমতট প্রকাশন: ১১৯ সংখ্যা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ তথা স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ স্থাপনের সঙ্গে নানা ঘটনা ও কাহিনী জড়িত প্রচলিত ও প্রচারিত আছে। তার কিছু সত্য, কিছু সত্যাসত্য মিশ্রিত। গত কিছুকাল ধরে রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী ও প্রশান্ত মহলানবীশ প্রভৃতি মনীষীদের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায়, আলোচনায়, রচনায় অনেক ভ্রান্তি যেমন অপনোদন হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু নতুন বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। তবু যে কোনো বিষয়ে ক্রমাগত আলোচনা সমালোচনা ও গবেষণায় যে একসময় প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা অস্বীকার করা যায় না।

এই দেশে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র স্যার তারকনাথ পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর অর্থ এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনশীল প্রতিভা ও সংগঠন শক্তির সমন্বয়েই প্রস্তুত হয়েছিল, তা তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। তারকনাথ ও রাসবিহারীর দানপত্রের শর্তানুসারে প্রাপ্ত অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির দখল ও রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করে একসঙ্গে এতগুলি কলা ও বিজ্ঞানবিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নয়—বিশেষত যেখানে প্রতিপদে প্রতিকূল সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রত্যাশায় থাকতে হয়। আর, কলেজ খোলার জন্য জমি পাওয়া গেলেও তার উপর বাড়ি তৈরি, ক্লাসরুমের ব্যবস্থা, লেবরেটরি-স্থাপন, উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগ করে তবেই তো নিয়মিত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা। এদিকে জমি পাওয়া গেছে, তার উপর বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ক্লাস-রুম ও লেবরেটরি স্থাপিত হবে। ছাত্র যে পাওয়া যাবে তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ, ইতিমধ্যেই কলাবিদ্যা (আর্টস) শাখায় এম. এ. পড়াশোনা শুরু হয়েছে। ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে এম. এ. ক্লাসে ছাত্র উপচে পড়ছে। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে সে সুবিধা কোথায়? এ ক্ষেত্রে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের বদান্যতায় খড় ও কাদামাটি সংগ্রহ হয়েছে মাত্র। এবার তার দ্বারা মূর্তি তৈরি শুরু করতে হবে। তাই সর্বাগ্রে চাই কারিগর। একদিকে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ ভবন তৈরি হচ্ছে, অপরদিকে সেই কারিগর সংগ্রহে আশুতোষ ব্রতী হলেন। স্যার তারকনাথের প্রদত্ত অর্থের উপস্বত্ব থেকে ব্যয় নির্বাহ হবে এমন দুটি অধ্যাপক পদ ('চেয়ার') সৃষ্টি করলেন। সেই চেয়ারে অধ্যাপক পদে যারা নিযুক্ত হবেন, তাদের চাকুরীর নিম্নলিখিত শর্তাবলী স্থির করেন:

445. Read the following Proceedings of the Governing body of the Sir Taraknath Palit Endowment and of the Dr. Rashbehary Ghose's Endowment, dated the 24th January, 1914:–

## PROCEEDINGS OF THE GOVERNING BODY
OF
### SIR TARAKNATH PALIT ENDOWMENT
NO.1

—

THE 24TH JANUARY, 1914

**PRESENT:**

THE HON'BLE JUSTICE SIR ASUTOSH MOOKERJEE, SARASWATI, SASTRA-BACHASPATI, KT., C.S.I., M.A., D.L., D.SC., F.R.A.S., F.R.S.E., F.A.S.B., Vice-Chancellor, in the Chair.

Babu Ramendrasundar Trivedi, M.A.
Dr. P. J. Bruhl, D. Sc. F.C.S., F.G.S.
Dr. J. Watt, M.A., D.D.
The Hon'ble Mr. S. P. Sinha.
The Hon'ble Mr. Justice B. K. Mullick, I.C.S.
The Hon'ble Dr. Nilratan Sarkar, M.A., M.D.

The Governing Body met to consider the question of appointment of a Professor of Chemistry and a Professor of Physics. A summary of the applications received had been previously circulated to the Members.

Resolved—

I. That the duties of each of the Profesors be specified as follows:

(1) To devote himself to original research, in the subject in which he has been appointed, with a view to extend the bounds of knowledge.

(2) To stimulate and guide research by advanced students in his special subject in the University College of Science and generally to assist such students in Post-graduate study and research.

(3) To superintend the formation and maintenance of the Laboratory of the College of Science in his own subject.

II. That the Professors be appointed subject to the following conditions :–

(1) (a) The salary of the Sir Taraknath Palit Professor of Chemistry be Rs. 800 a month rising to Rs. 1,000 a month by annual increment of Rs. 50.

(b) The salary of the Sir Taraknath Palit Professor of Physics be Rs. 800 a month rising to Rs. 1000 a month, by annual increment of Rs. 50.

(2) Each Professor shall be a whole-time officer of the University College of Science and shall not, without the special sanction of the Governing Body and of the Senate previously obtained, hold any other office to which any salary, emolument or honorarium is attached.

(3) The appoint of each Professor shall be permanent, and no Professor shall be liable to loss of or removal from office or to reduction of the emolument attached thereto on any ground whatsoever, subject, however, to the following provisos:

(a) A Professor shall vacate his office upon completion of the sixtieth year of his age, unless, upon the recommendation of the Governing Body, the Senate is satisfied that his services should, in the interests of research, be still retained by the University, and in such event, the Senate may, on the recommendation of the Governing Body, sanction his retention for such period as may be determined.

(b) A Professor may voluntarily resign his appointment at any time, upon not less than six months' notice given by him in writing to the Governing Body.

(c) A Professor, on retirement on the ground of *either* attainment of age *or* of proved ill-health, will be entitled to receive a gratuity of one month's pay for each completed year's tenure of appointment,

but such gratuity shall in no case exceed a maximum limit of eighteen months' salary.

(d) A Professor shall be liable to removal by the Senate on the ground of misconduct or neglect of duty, if a recommendation to the effect is made by the Governing Body after a full enquiry into specific charges brought against him; provided that at such enquiry the Professor concerned shall be allowed adequate opportunity to defend himself.

(e) Every Professor shall be eligible for the privilege of the regular academic vacations. In the event of a Professor requiring leave on account of duly certified ill-health or on urgent private affairs, in addition to the period of the regular academic vacations, the Senate may, on the recommendation of the Governing Body, grant leave on conditions analogous to those prescribed in the Civil Service Regulations for officers in the Indian Educational Service.

এই দুটি চেয়ারে এমন দুজন বিজ্ঞান-সাধক প্রথম অধিকারী হলেন যদ্দ্বারা দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হল। এঁদের একজন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন), অপরজন চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন (পদার্থ বিদ্যা)। প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন শিক্ষাব্রতী; কিন্তু রামন পেশায় অডিট এ্যাণ্ড একাউন্টস বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী; আবার নেশায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (Indian Association for the Cultivation of Science) সৌখীন গবেষক। বস্তুত রামনের মতো একজন লোককে—যাঁর শিক্ষা জগতের সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ ছিল না; এম. এ. পাস করার পর প্রায় দশ বছর যিনি অডিট এবং একাউন্টস বিভাগে হিসাবরক্ষকের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন লোককে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান করতে আহ্বান করা স্যার আশুতোষের মতো দূরদর্শী লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

শুধু রামনই নয়, এমন অনেককেই আশুতোষ কোর্ট, কাছারি ও স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত প্রাঙ্গণে তুলে এনেছেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের একচেটিয়া অধিকারী তা আশুতোষ স্বীকার করেননি। অনেক অমূল্য প্রতিভা যে ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে অপচায়িত হচ্ছে, তিনি তাঁর খোঁজ রাখতেন। তাই রামনের মতো এমন অনেককেই তিনি এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকে এনে তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

কথায় বলে উদ্দেশ্য মহৎ হলে স্বয়ং ভগবানও তার সহায় হন। 1914 সালে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের শুভ প্রয়াসের সঙ্গেও যেন এরূপ এক শুভগ্রহ সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তার প্রমাণ মেলে 1915 সালের এম. এ./এম. এস. সি. পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। ঐ বছর একই সঙ্গে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ্‌ম্যাটিকস্-এ এমন কয়েকজন উজ্জ্বল প্রতিভার একত্রে আবির্ভাব ঘটল, যা কোনো এক বছরে এক বিরল ঘটনা—এটা যেন দৈব নির্দেশিত। আশুতোষ এই সোনার টুকরো ছেলেদের কাউকে ছাড়লেন না। কাউকে পালিত বা ঘোষ ফান্ড থেকে ফেলোশিপ বা স্কলারশিপ দিয়ে, কাউকে অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর, কাউকে অ্যাসিস্টান্ট টু দি প্রফেসর, কাউকে বা সরাসরি লেকচারার পদে নিয়োগ করে বিজ্ঞানের সেবায় বিজ্ঞান কলেজে লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সে যুগে দেশে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদানের উপযুক্ত

শিক্ষক খুব বেশি ছিল না। বিশেষত স্যার তারকনাথ ও স্যার রাসবিহারীর দানপত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তাঁদের অর্থে স্থাপিত 'চেয়ারে' কেবলমাত্র দেশীয় অধ্যাপকই নিযুক্ত করতে হবে। তাই আশুতোষ ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত অধ্যাপকমণ্ডলী তৈরি করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ প্রতিভাবান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশে পাঠালেন। এই ব্যাপারে তাদের যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, তার অন্যতম শর্ত ছিল যে শিক্ষা ও গবেষণা সমাপনান্তে ফিরে এসে তাঁরা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সুদৃঢ় বনিয়াদ গড়ে তুলবেন। আশুতোষের এই পরিকল্পনা প্রায় সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল।

রামন সাহেবের কথায় ফেরা যাক। বিজ্ঞানসাধক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের (I.A.C.S.) সঙ্গে আশুতোষ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সামান্য আড়াই শ' টাকার একটা ফেলোশিপের অভাবে আশুতোষ যেমন গবেষণার জগৎ থেকে ছিটকে আইনের জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তজ্জন্য আজীবন অন্তরে ক্ষোভ পোষণ করেছেন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও বিজ্ঞান পরিষদে টাকার অভাবে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে না পারার জন্য আমৃত্যু অনুতাপ করেছেন। তারকনাথ ও রাসবিহারীর অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক অধ্যাপক পদ সৃষ্টিতে আশুতোষের ব্যক্তিগত হতাশা জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে পাথেয় জোগায়। মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন রামনের গবেষণা নিষ্ঠায় আশুতোষ চমৎকৃত হলেন এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারকনাথ পালিত অধ্যাপক পদে যোগদানের আহ্বান জানালেন। রামনও আশুতোষের প্রস্তাবে রাজি হলেন।

পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্তি সম্পর্কিত উক্ত শর্তাবলী এবং উক্ত শর্তানুসারে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদটি রামনকে প্রদানের প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটে পেশ করা হয়। প্রস্তাবের সঙ্গে সিন্ডিকেট সদস্যদের জ্ঞাতার্থে রামনের যে 'বায়ো-ডাটা' সংযোজিত হয় তা নিম্নরূপ:—

IV. That the Sir Taraknath Palit Professorship of Physics be offered to Mr. C. V. Raman, M.A.

Mr. C. V. Raman had a brilliant academic career in the University of Madras and is now an officer in the Indian Finance Department. His first paper on "Unsymmetrical Diffraction Bands due to a Rectangular Aperture" was published in the Philosophical Magazine in 1906, while he was still an M.A. student. Since then, he has been steadily engaged in research work, which has latterly been carried on principally in the Laboratory of the Indian Association for the Cultivation of Science. His investigations on the theory of Vibrations and on Optics, which have attracted considerable notice among European Physicists, are embodied in twentytwo papers, of which seven have been published in the Philosophical Magazine, three in the Physical Review, six in Nature and the remainder in the Journal of the Indian Mathematical Society and the Bulletin of the Indian Association for the Cultivation of Science. In 1913, the University of Madras awarded to Mr. Raman the Maharaja of Trivandrum Curzon Prize for Research. (Syndicate, dt. 24.1.14)

সিন্ডিকেটের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত করে রামনের অসামান্য গুণপণা ও স্বর্থত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করে আশুতোষ বলেছিলেন—

"The offer they had received for the Chair of Physics was a matter of surprise to him and his colleagues on the Syndicate. Mr. C. V. Raman who had expressed

his willingness to accept the Chair was an officer in the Indian Finance Department where in the ordinary course he would draw a salary of Rs. 2,000 a month. As an ardent devotee to the cause of Science he was prepared to relinquish his more lucrative appointment under Government and to come here as Professor of Physics at a considerable sacrifice. He had been steadily engaged in research work and some of his published papers had attracted considerable notice among European Physicist." (Senate, 30.1.1914)

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সেনেটে অনুমোদনের পর অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে রামনের নিযুক্তি সরকারী অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হল। সরকার সবার নিযুক্তিই অনুমোদন করল, তবে রামন ও ডঃ গণেশপ্রসাদ সম্পর্কে সামান্য শর্ত আরোপ করে—

3565. Read a letter from the Private Secretary to His Excellency the Governor of Bengal, forwarding letter No. 1329, dated the 21st August, 1914, from the Joint-Secretary to the Government of India, Department of Education, stating, with reference to his Office letter No. 11148, dated the 17th June, 1914, on the subject of the appointment of certain gentlemen to the Professorships created under the Sir Taraknath Palit and Dr. Rashbehary Ghose Endowments, that the Governor-General in Council sanctions the appointments of Dr. P. C. Ray, Dr. Praphullachandra Mitter, Mr. Debendramohan Basu and Mr. S. P. Agharkar, that the Government of India have no objection to the appointment of Mr. C. V. Raman provided he resigns his appointment in the Finance Department of the Government of India and that the Government have no objection to the appointment of Dr. Ganesh Prasad presuming that suitable arrangements can be made with the United Provinces for his relief and any contributions which may be neceseary.

Ordered—

That the letter be recorded and that an extract from it be forwarded to Mr. Raman for his information. (Syndicate, 28.8.14)

রামনের কাছে অধ্যাপকপদে যোগদানের প্রস্তাব গিয়েছিল 1914 সালে। উক্তপদে নির্বাচনের পরেই তিনি তা গ্রহণের সম্মতি জানালেন এবং সরকারী চাকুরি থেকে অব্যাহতি পেলেই যোগদান করবেন বলে স্থির করলেন। তবে সে সঙ্গে বিলাত যাবার শর্তাবলী থেকে রেহাই দেওয়ার প্রার্থনাও জানালেন। আশুতোষের আনুকূল্যে তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হতে বিলম্ব হয়নি।

## দুই

রামনকে অধ্যাপক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে এবং তিনি সে পদে যোগদানের আগেই আশুতোষ তাঁকে কিছু কিছু 'একাডেমিক' কাজ অর্পণ করতে থাকেন। যেমন—

1950. Read a letter from Mr. C. W. Peake, M.A., expressing his regret for his inability to accept his appointment as a member of the Board of Paper-setters in Physics for the B.A. and B.Sc. Examinations to be held in 1916.

Resolved—

That Mr. C. V. Raman, M. A., be appointed a Member of the Board of Paper-setters in Physics for the next B.A. and B.Sc. Examinations in place of Mr. C. W. Peake, M.A., resigned. (17.4.1915)

কিন্তু রামন এই প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ গ্রহণ করতে রাজি হননি—

1739. Read a letter from Mr. C. V. Raman, expressing his regret for his inability to accept his appointment as a member of the Board of Paper-setters in Physics for the B. A. and B.Sc. Examinations in 1916.

Resolved—

That the work be distributed among the other members of the Board of Paper-setters in Physics for the B.A. and B.Sc. Examinations in 1916. (1.5.1915)

গ্রিফিথ্ পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত একটি গবেষণাপত্র পরীক্ষার ভারও রামনকে দেওয়া হয়েছিল দেখা যায়—

3126. Read a letter from Mr. C. W. Peak, forwarding his report on the thesis on 'the structure and possibilities of a manometrie flame" for the Griffith Memorial prize and suggesting that Mr. C. V. Raman may be requested to favour the Syndicate with his opinion on the thesis, if necessary.

Resolved—

That Mr. C. V. Raman, M.A. be requested to examine the thesis and favour the Syndicate with his report thereon. (20.8.1915)

কিছুকাল পরে পি. আর. এস. সম্পর্কীয় একটি গবেষণা পত্রের পরীক্ষক হিসেবে রামন যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়—

4383. Read a letter from Mr. C. Raman with reference to the examination of one of the theses presented by candidates for the Premchand Roychand Scholarship.

Resolved—

That Dr. Mallik be associated with Mr. Raman in the Examination of the thesis and favour the Syndicate with a report. (3.12.1915)

এভাবে দু'বছর অতিক্রান্ত হল। 1917 সালের মাঝামাঝি রামন সরকারী চাকরি থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং পালিত অধ্যাপকপদে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানালেন। তবে তার আগে তিনি বাড়িভাড়া ও অধ্যাপনা সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে জানতে চাইলেন। তিনি যে পদার্থবিদ্যা পঠন-পাঠন ও গবেষণার ব্যাপারে একচ্ছত্র ক্ষমতা চান, রামনের চিঠিতে তার পরিষ্কার আভাষ মেলে:—

Read a letter from Mr. C.V. Raman, M.A., stating that he has received official permission to take up the Palit Chair of Physics, and requesting to be informed whether the University is prepared to sanction the undermentioned concessions in his favour.

(a) House allowance of Rs. 250 per mensem in addition to the pay of the Chair, so long as a suitable residence is not provided;

(b) To declare that his position in relation to M.A. and M.Sc. teaching work would be the same as has been defined and accepted in case of Dr. Ganes Prasad, Sir Rashbehary Ghose Professor of Applied Mathematics;

(c) To formally appoint him as the Director of Sir T. N. Palit Physical Laboratory to supervise and control the Physics staff working in the

Laboratory and also to be in sole executive charge of all Laboratory arrangements.

Also requesting that a grant of Rs. 5,000 may be placed at his disposal to enable him to arrange for the first setting of his research laboratory.

Resolved—

That Mr. C. V. Raman be informed—

(a) that the Governing Body of Sir Taraknath Palit Endowment is prepared to recommend to the Senate that house allowance of Rs. 125 per mensem be sanctioned so long as a suitable residence is not provided for him as Palit Professor of Physics;

(b) that the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Endowment are prepared to recommend that the duties of the Palit Professor of Physics be defined in accordance with the terms set out in the Trust Deed, namely--

(1) that he will devote himself to original research with a view to extending the bounds of knowledge in the domain of Physics;

(2) that he will stimulate and guide research by advanced students in Physics in the University College of Science and generally to assist such students in Post-Graduate study and research;

(3) to superintend the formation and maintenance of the Physical laboratory of the College of Science;

(c) that the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Endowment find it impossible to deal with the point referred to in para (c) of his letter before the return to India of Mr. Debendramohan Bose, the Sir Rashbehary Ghose Professor of Physics.

Resolved Also—

To include in the next budget the grant of Rs. 5,000 to be placed at the disposal of the Sir T. N. Palit Professor of Physics for the purpose of setting up his private laboratory in the College of Science.

রামন অধ্যাপক পদে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে তারকনাথের দানপত্রে 'পালিত অধ্যাপক'কে বিদেশে যাবার যে শর্ত ছিল, তা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই শর্ত থেকে অব্যাহতিও দিয়েছিলেন—

1396. Read a letter from Mr. C. V. Raman, M.A., stating, that he will be glad to accept the offer of Sir Taraknath Palit Professorship of Physics, on condition that he will not be required to proceed out of India either now or for a long time to come.

Resolved—

That the letter be recorded and that Mr. Raman be informed that he will not be required to go out of India.

অবশ্য রামন সাহেবের অধ্যাপকপদে যোগদানের আগেই আশুতোষ তিনজন নবীন প্রতিভাকে তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজ শুরু করেছিলেন—

"That Babu Satyendranath Bose, M. Sc., Gold Medalist, 1915, Babu Meghnad Saha, M. Sc., Silver Medalist 1915, both Palit Research students and Babu Abinash Chandra Saha, M.Sc., Gold Medalist, 1914, Palit Research student in Physics, be appointed Assistants to the Palit Professor of Physics for a term of two years from the 1st July, 1916.

এখানে বলে রাখা ভাল যে এতদিন এঁরা তিনজন রিসার্চ স্কলারশিপ ভোগ করে আসছিলেন। অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে চাকুরিতে বহাল হলেও এঁরা সে সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত গবেষণা সম্পর্কিত কাজকর্মও অব্যাহত রেখেছিলেন।

সবদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে অতঃপর রামন সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন এবং পালিত অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন—

2384. The Registrar reported that Mr. C. V. Raman, M.A., had joined his appointment as Sir Taraknath Palit Professor of Physics on the afternoon of the 2nd July, 1917.

> Ordered—To be reported to the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Endowment.

কাজে যোগদানের অব্যবহিত পরেই রামন তাঁকে এম. এ./এম. এস. সি. ক্লাস নিতে হবে কিনা তা জানতে চাইলেন। সিণ্ডিকেট তাঁকে তাঁর নিজের ও ছাত্রদের গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থাকার অধিকার দিলেন—

2717. Read the following Proceedings of a Joint meeting of the Governing Body of the Sir T. N. Palit Endowment and the Board of Management for the Sir Rashbehary Ghose Endowment, dated the 26th July, 1917:–

"I. Read a letter from Mr. C. V. Raman, M.A., reporting that he took over the charge of his duties as Sir Taraknath Palit Professor of Physics in the afternoon of the 2nd of July, 1917.

Read also a letter from Professor C. V. Raman, enquiring whether he is under an obligation to teach the M.A. and M.Sc. classes in Physics under Rule 2 adopted by the Senate on the 30th of January, 1914.

> Resolved—
> That Professor Raman be informed that he will not be required to undertake any teaching work in the M.A. and M.Sc. classes to the detriment of his own research work or of his assisting advanced students in their research work.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে এক সময় তিনজন অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' রামন। আর তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র সাহা এবং মেঘনাদ সাহা। কিছুকাল পরে ঐ বিভাগে 'ঘোষ অধ্যাপক' নিযুক্ত হলেন দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং সবশেষে 'খয়রা অধ্যাপক' হয়ে এলেন মেঘনাদ সাহা। রামন ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। তিনজনই অধ্যাপক পদাধিকারী হলেও এঁদের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল। এই অধ্যাপকপদগুলি ছিল 'এনডাউমেন্ট চেয়ার'। যিনি যে এনডাউমেন্ট চেয়ারে আসীন হতেন মোটামুটি সেই এনডাউমেন্টের আয়ের উপর নির্ভর করে তাঁর বেতন নির্ধারিত হত। আশুতোষ সে সঙ্গে অবশ্য নির্বাচিত অধ্যাপকপদের বয়স অভিজ্ঞতার প্রশ্নটিও বিবেচনা করতেন। অর্থাৎ প্রবীণে নবীনে সব সময় একটা সম্মানজনক ফারাক রাখার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তিনজনই অধ্যাপক পদবাচ্য

হলেও রামন পেতেন মাসিক 800 টাকা, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু পেতেন 600 টাকা এবং খয়রা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পেতেন 500 টাকা।

## তিন

যা হোক অধ্যাপক রামন বিভাগীয় কাজকর্মের সুবিধার্থে যখন যে আবেদন করেছেন, কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য তাঁর সে চাহিদা পূরণ করেছেন। এছাড়া তাঁর ছুটিছাটা, ভ্রমণভাতা, দেশবিদেশে বিজ্ঞানী সমাবেশে বা বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে ভাষণ দানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ে যখন যেসব আবেদন করেছেন এবং তার উপর যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেসব যথাসম্ভব পরপর উল্লেখ করা গেল—

1917 সাল—A letter from Mr. C. V. Raman on the subject of the location of the menials' quarters in the Science College Building referred to the Governing Boards of Ghosh and Palit endowment.

1918 সাল—On Mr. Raman's withdrawing the recommendation, the consideration of the case of Bijaykumar Basak not taken up.

1919 সাল—Appointment of a bearer in the department of Professor Raman from 3rd November, 1919 sanctioned.

1920 সাল—Professor C. V. Raman permitted to deliver a course of 15 lectures in Lahore during the next cold weather on an honorarium of Rs. 1500.

—Rs. 1000 granted to Professor Raman for Relativity Experiment.

1921 সাল—Permission granted to Mr. C. V. Raman to deliver, in the next session, a course of special lectures at Madras and to accept a remuneration for the same.

—Rs. 2500 paid to Professor C. V. Raman to enable him to visit the principal centres of work in Pure and Applied Sciences in the United Kingdom.

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই 1917 সালে অধ্যাপক রামন পালিত অধ্যাপক পদে যোগদানের অন্যতম শর্ত বিদেশ যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন; আর চার বছর পর তিনি নিজেই বিলাতের বিশিষ্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অনুমতি চেয়েছেন এবং তজ্জন্য আর্থিক অনুদানও পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত অনুরোধও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করে—

—Request of Prof. C. V.Raman that during his absence from Calcutta, his salary for May to September, 1921, may be paid to his Bankers, the Central Bank of India, Ltd., Complied with.

1922 সাল—A letter from the Government of India appointing Prof. C. V. Raman as member of the Special Committee of Enquiry, in connection with the Indian Institute of Science, Bangalore, and stating his honorarium.

—Permission to Prof. C. V. Raman to accept a seat on the Committee appointed to report on the Indian Institute of Science, Bangalore.

—Government letter stating that the work of the Special Committee, Indian Institute of Science, Bangalore, having been finished, the services of Prof. C. V. Raman were replaced at the disposal of this University.

—Proposal of Prof. C. V. Raman for utilising the balance of the amount (paid to him as honorarium by the Director of the Indan Institute of Science) in printing of research work in the Palit Laboratory of Physics, approved.

(a) Question of removal of X'Ray apparatus fitted in the laboratroy of the University Science College referred to the G. B. concerned.

(b) Hon'ble the Vice-Chancellor requested to enquire into the case of the X'Ray apparatus.

(c) Request made to Professors Raman and Bose to make over to the Registrar the X'Ray apparatus now in their custody respectively on 15th November, 1922, at the Science College building.

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক রামনের সঙ্গে এক্স-রে মেসিন ও বসার ঘর নিয়ে যে মতান্তরের সূচনা, উপরের (a) (b) (c) দফায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

1923 সাল—Prof. C. V. Raman appointed a member of the Board of Accounts.

—Prof. C. V. Raman was attached to the Board of Studies in Physics.

—Prof. C. V. Raman was appointed Joint Inspector for the annual inspection of Brajamohan College. Barisal in place of Dr. Hiralal Haldar.

—Prof. C. V. Raman requested to examine the work (P. R.S.) of Dr. Snehamay Datta during the second year's terms of his research work.

—Prof. C. V. Raman requested to examine the first year's research work (P.R.S.) of Dr. Brajendranath Chakrabarti.

1923 সালে বাজেট আলোচনাকালে জনৈক সেনেট সদস্য (অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র) পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের খরচপত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলে উত্তেজিত রামন যে প্রতিবাদ করেন, তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

Prof. C. V. Raman said that there was one sentence in Mr. Mitter's speech to which he thought he should take very strong objection. That sentence referred to the manipulation of accounts.

The Vice-Chancellor :– It is a wrong word.

Continuing Prof. Raman said that was very improper, and he objected to that both in substance and in letter. He said that the procedure of accounts adopted by the University was quite in order. If they would look at the figures they would see that the expenditure in the Post-Graduate Department for the last three years had been falling steadily. If any right type of work was being done in the University—work which could really be described as University work—it was being done in the Post-Graduate Department. He maintained that the work that was being carried on in other Universities was more or less of the type of school-work. (Senate, 23.6.23)

—Recommendation of Prof. C. V. Raman for the grant of a Palit Research Scholarship to L. A. Ramdas.

এই রামদাস অধ্যাপক রামনের আত্মীয় (ভ্রাতা?)। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মাসিক 75 টাকা করে এক বৎসরের স্কলারশিপ মঞ্জুর করে।

—Correspondence between Prof. C. V. Raman and Prof. Meghnad Saha over a bill for Rs. 536-8 from the Scientific Suppliers Co. for goods supplied to the latter, the payment whereof sanctioned.

—At the request of Prof. C. V. Raman, Hemchandra Sinha and Chunilal Banerjee permitted to attend theoretical and practical classes in Analytical Chemistry during 1923-24.

—Letter from Prof. C. V. Raman requesting purchase of a mechanical air pump at a cost of about £ 80 referred to the University College of Science.

—A Copy of C. V. Raman's "Molecular Diffraction of Light" supplied to the Assistant Librarian, Massachusetts University Institute of Technology Library, Cambridge and Prof. F. Zernike.

1924 সাল—Prof. C. V. Raman, permitted to deliver Readership Lectures in Science in the Patna University for 1924-25 on the honorarium of Rs. 600 and other allowances.

—Prof. C. V. Raman appointed a delegate on the University Conference in place of Sir Asutosh Mookerjee, resigned. Prof. C. V. Raman's travelling expenses paid in advance.

—On a request from Prof. C. V. Raman, his book on the "Molecular Diffraction of Light" ordered to be sent to certain gentlemen.

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই অধ্যাপক রামনের উল্লিখিত বইখানি প্রকাশ করেছিল।

আশুতোষের মৃত্যুর মাস তিনেক আগে রামন রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলে উৎফুল্ল আশুতোষ সেনেট সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—

31. Sir Asutosh Mookerjee moved—

That the Senate offer its congratulation to Dr. C. V. Raman on his election as a 'Fellow of the Royal Society'.

He said :—It is not necessary for me to dwell on the high scientific attainments of the Professor. I may tell you this that when Prof. Raman decided to give up a lucrative appointment under Government for a comparatively ill-paid appointment as a Professor of this University, I predicted that he would, before long, be elected as a Fellow of the Royal Society. His name as a scientific investigator is known in the scientific circles in every part of the world, and we, as Senators of this Unversity, are legitimately proud of his achievements. He is not yet forty, he is only 38.

Rai Chunilal Bose, Bahadur, seconded the motion observing that he had great pleasure in associating himself with the motion. It was a unique honour done to the University.

The motion was carried with acclamation. (Senate, 23.2.24)

এই দিনের সেনেট সভায় উপাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে স্বয়ং আশুতোষই সভাপতিত্ব করেছিলেন।

রামনের প্রতিভার স্বীকৃতিতে উল্লসিত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এক 'At Home'-এ আপ্যায়িত করে—

4. Sir Nilratan Sircar reported that a sum of Rs. 200 had been sanctioned for organising an 'At Home' in honour of Prof. C. V. Raman, M.A., D.Sc., on his election as a Fellow of the Royal Society and that the invitations were issued in the name of the Vice-Chancellor and the Fellows of the University.

Ordered—To be recorded. (5.4.24)

ইতিমধ্যে রামনের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে বিদেশে যাবার এক সুযোগ এসে যায়। এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সানন্দে সে সুযোগ প্রদান করে—

1. Mr. Herambachandra Maitra moved that the following resolution of the Board of Management for the Sir Rashbehary Ghose Endowment, dated the 21st March, 1924, be adopted:–

"That Prof. C. V. Raman, M.A., D.Sc., F.R.S., be awarded a Ghose Travelling Fellowship for 1923-24 (in place of Dr. Surendramohan Ganguly, D.Sc., who had expressed his inability to avail himself of the Fellowship this year) to enable him to study Modern Developments in Physics in the United States and in the Dominions of Canada and to attend the next session of the British Association for the Advancement of Science."

Prof. Praphullachandra Mitter seconded the motion which was carried. (5.4.24)

রামনের জীবনের উপরোক্ত কৃতিত্ব ও সাফল্য নথিভুক্ত হবার মাসখানেক পরে 1924 সলের 25 মে অকস্মাৎ আশুতোষের দেহান্তর ঘটলে রামনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে আশুতোষের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে রামন বলেছিলেন—

"It is really a matter of astonishment that it has been at all possible to bring together such a body of workers, to reconcile so many conflicting aims, ideals and interests, to advance the cause of highest studies and researches in so many different and diverse departments. It was possible in Calcutta–and not anywhere else in India–mainly because there was here such a colossal brain–so great an intellectual giant at the head of the immense and expanding organisation."

1925 সাল—Permanent advance of Rs. 200 sanctioned for Prof. C. V. Raman out of research grant for the current year.

1926 সালের শুরুতেই বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে জানতে চাওয়া হল অধ্যাপক রামন Cultivation of Science-এ কি ধরনের কাজ করেন এবং সে কাজের জন্য তাঁর অধ্যাপনার কাজে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না কি? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে চিঠির নিম্নরূপ জবাব পাঠান হয়েছিল—

6. Read a letter from the Secretary to the Govt. of Bengal, Department of Education, intimating that the sanction of a grant to the Indian Association for the Cultivation of Science is under the consideration of the Govt. of India, and enquiring whether the activities of Dr. C. V. Raman, who is the Honorary Secretary of the Association, clash with his ordinary duties of Professor of Physics at this University.

> Ordered— That the Secretary to the Govt. of Bengal, Department of Education be informed that in the opinion of the University the activities of Dr. C. V. Raman in connection with I. A.C.S. do not clash with his ordinary duties as Professor of Physics in this University. (Syndicate, 8.1.26)
>
> —Syndicate's recommendation to the Senate for permitting Prof. C. V. Raman to visit Nagpur University and to deliver a course of lectures.
>
> —Syndicate's orders on a letter from Prof. C. V. Raman regarding the appointment of a Glass Blower for the Laboratory.

3. Read a letter from Professor C. V. Raman, Palit Professor of Physics, requesting that, for reasons stated therein, a Mechanic on Rs. 50-5-75 may be appointed and stating that the amount may be met during the current year from the savings under the head 'Research Assistants.'

*Note.*–There is a saving of Rs. 400 under the above head.

Resolved—

That the Governing Body approve of the proposal made by Prof. C. V. Raman and recommend that a Mechanic be appointed on Rs. 50 a month up to the end of the current financial year and that provision be made in the next Budget for the permanent appointment of a Mechanic on Rs. 50-5-75.

Resolved Further—

That the question of the appointment of a Mechanic on Rs. 50 a month up to the end current financial year be referaed to the Board of Accounts with the suggestions that the amount may be met during the current year from the savings under the head 'Research Assistants.'

4. Read a letter from the Palit Professor of Physics, reporting that he has appointed Mr. Durgaprasanna Acharyya, M.Sc., to the post of Research Assistant to the Palit Professor of Physics on a salary of Rs. 100-10-150 with effect from 1st December, 1925, in place of Mr. Narayanchandra Majumdar, resigned.

The governing Body of Sir. T. N. Palit Trusts authorised the Professor to fill up the vacancy (*vide* item No. 131 of Syndicate, dated the 31st July, 1925, confirming the Proceedings of the Governing Body of Palit Trusts, dated the 31st July, 1925).

Ordered— To be recorded. (Syndicate 15.1.26)

3. Read a letter from Professor C. V. Raman, requesting that an additional grant of Rs. 800 may be sanctioned for his research work.

Resolved— That the amount be met by reappropriation of grant from the head *law Expenses* (Budget, pages 8-9) with the approval of the Senate. (Syndicate 25.6.26)

## চার

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 1921 থেকে 1923 এই তিনটি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে চরম সঙ্কটের কাল বলে গণ্য। একদিকে 1921 সালের অসহযোগ আন্দোলনে শিক্ষাজগতে চরম বিপর্যয়কর অবস্থা, অপরদিকে বিদেশী শাসকদের মদতপুষ্ট স্বদেশী মন্ত্রীদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে নাক গলাবার প্রবণতা এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সংস্থাকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের অশুভ প্রয়াসে শিক্ষাক্ষেত্রে টলটলায়মান অবস্থার সৃষ্টি করে।

এদিকে 1923 সালে চ্যান্সেলার লর্ড লিটনের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ ও মতান্তরের মধ্যে আশুতোষ শর্তসাপেক্ষে ভাইসচ্যান্সেলার পদে আসীন থাকার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তার বছরখানেকের মধ্যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল তা পূরণ করার মতো যোগ্য লোক কেউ ছিলেন না। যাঁদের নিয়ে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন-জাল বুনেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে পদোন্নতি ও আত্মোন্নতির সুযোগে অন্যত্র পাড়ি দিয়ে সরকারের দুরাভীষ্ট পূরণে সহায়তা করলেন। যাঁরা এখানে মাসের পর মাস মাইনে না নিয়ে, কম মাইনে নিয়ে বিদেশী সরকারের চক্রান্তের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালেন, তাঁদের সঙ্গে দুঃখের অংশীদার না হয়ে সুখের সন্ধানে চলে গেলেন। সেটাই হয় তো স্বাভাবিক; কারণ সবাই তো স্বপ্ন দেখে না, কল্পনার জগতে বাস করে না।

কিন্তু যাঁরা এখান থেকে চলে গেলেন, তাঁরাও তাঁদের প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের প্রতিভা মেধা বুদ্ধি ঋদ্ধি বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ও বিচরণক্ষেত্র যে পাননি তা একেবারে অমূলক নয়। অনেককেই গবেষণা ছেড়ে দৈনন্দিন রুটিন মাফিক ক্লাস নিতে হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য যে সাধিত হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। কলকাতাকে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে কানা করে দিয়ে তারা আশুতোষের স্বপ্ন ও সাধনার সমাধি ঘটিয়েছেন বলাই বাহুল্য। সরকারী প্রতিকূলতায় এখানেও গবেষণা সম্পর্কীয় কাজকর্মে ভাটার টান শুরু হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার স্থান গৌণ হয়ে পড়ে এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাশ নেওয়াই শিক্ষকদের মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চায় এই যে মানাবনতি ঘটল তা অধ্যাপক রামনের নজর এড়ায়নি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক—

83. Read the following Proceedings of Sir Taraknath Palit Trusts, dated the 12th January, 1926:–

1. Read the following letters from Prof. C. V. Raman, F. R. S., D. Sc., on the subject of improving the management of Sir T. N. Palit Trust Funds :

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
92, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA
December 22, 1925

From
Prof. C. V. Raman, M.A., D.Sc. (Hon.), F.R.S.,
Palit Professor of Physics.

To
The Registrar,
Calcutta University.

Dear Sir,

I shall be greatly obliged if you will kindly put the following representation before the Governing Body of the Palit Trust at an early date for their consideration.

I beg to draw attention to the fact that in the Second Trust Deed executed by the late Sir Taraknath Palit, it was expressly stipulated *vide* paragraph 6(*g*), page 19, of the University Calendar, that the University shall apply the entire balance of the income of the said Trust Estate in aid of and for the better carrying out of the Trust contained in the First Trust Deed executed by the late Sir Taraknath Palit, and I would also draw the attention to the fact that

the First Trust Deed explicitly sets out the purposes for which the income of the endowment of Sir Taraknath Palit should be utilized, *viz.*, the founding of the two Palit Chairs and the provision in connection with these two Chairs of suitable facilities for teaching and research.

At present. however, the most valuable part of the properties vested in the Second Trust, namely, the lands and bildings at 35, Ballygunj Circular Road. are being utilised for purposes wholly outside the expressly declared intentions of late Sir Taraknath Palit. If these lands and buildings had been rented out for residential purposes, an income of Rs. 3,000 per mensem, or Rs. 36,000 per annum, should at a modest computation have accrued of the Palit Trust and could have been utilised for the work of the two Chairs. It seems to me that in thus diverting Trust properties to purposes other than those specified in the Trust Deed, the University has been acting in an illegal manner and that a grave breach of trust is involved.

I would respectfully urge that the Governing Body of the Palit Trust give this matter their earnest consideration and arrange that the Trust property is administered in such manner that the income of the property becomes available for the work of the two Palit Chairs of Physics and Chemistry.

In another letter, being sent to you at the same time, I am setting out the existing position with regard to the work of the Palit Chair of Physics and how immensely handicapped I feel with regard to the adequate carrying out of the duties of the Chair owing to the lack of adequate facilities. I am obliged to draw the attention to these matters as I feel that if the Trust properties are administered for the benefit of the work of the Palit Chairs, these difficulties would largely disappear.

I am,

Yours faithfully,
C. V. Raman

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
92, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA,
*December* 22, 1925.

From
Prof. C. V. RAMAN, M.A., D.Sc. (Hon.) F.R.S.,
Palit Professor of Physics,

To
The Registrar,
Calcutta University.

Dear Sir,

In continuation of and with reference to my letter of the same date addressed to you regarding the administration of the Palit properties, I beg to draw the attention to the present position with regard to the work of the Palit Chair of Physics. As matters stand at present, practically all the resources of the University College of Science in the Department of Physics, are being utilised for the work of teaching for the M. A. and M.Sc. degrees. The great majority of the students who join these classes are those who have taken a

Pass Degree in the Bachelor's Course and the work of teaching them is of a routin character. No research work at all is at present being undertaken by the M.Sc. students. The bulk of the accommodation available in the Physics Department is taken up with laboratories in which elementary work of this description is being carried on. What little space is left has been taken up by the three Ghosh and Khaira Professors. The existing workshop facilities are entirely devoted to the work of the Ghosh and Khaira Professors and to the teaching departments.

From the experience I have gained in travelling in different parts of the world and visiting the great centres where experimental research in Physics is carried on, I can assert without hesitation that the facilities available to the Palit Professor of Physics for the carrying on of his duties at the College of Science are miserable in the extreme. I have two small rooms, originally designed for work in Chemistry, as a laboratory, one research assistant on Rs. 100-10-150 and two scholars on Rs. 75 and no workshop facilities whatsoever. Under the existing constitution, all the University Professors and University Lecturers are independent of each other, and the Palit Professor of Physics has no authority whatsover to utilize the teaching laboratories for the purpose of research, and even if he had the authority to do so, it would be imposible for him to achieve anything owing to the fact that laboratories are fully engaged with training of students in comparatively elementary work. I do not think under these circumstances it is possible to really organise and carry on the work of the Chair in a manner worthy of the intentions of the late Sir Taraknath Palit.

Without in any way desiring to put forward extravagant proposals, I would like to indicate the nature of the facilities which in my opinion are essential if the University College of Science is really to develop into a centre of research in Physics. Firstly, a separate building specially designed and constructed as the Palit Research Laboratory in Physics would have to be put up, suitably equipped for work of an advanced character and containing rooms as residential quarter for the Director of the Laboratory. Secondly, at least 3 research assistants on a scale of pay of Rs. 150-25-300 are required for work in different branches of Physics. At least six research scholarships of Rs. 75 a month each, should be provided. A specially fitted-up workshop under the control of the Palit Professor for constructing optical and research apparatus should form part of the building. A fixed research grant which would enable the equipment of the research laboratory to be added to from time to time according to a definite plan is also indispensable.

These requirements may seem large, but compared with what I have found in other centres of learning abroad they are very modest indeed. I fell sure that if the properties of the Palit Trust are administered for the benefit of the work of the Palit Chairs in the manner intended by the donor, the picture I have formed in my mind of a great research laboratory devoted to work of the highest type would not long remain a mere vision.

I shall be glad if my previous letter and the present one be circulated amongst

the members of the Governing Body of the Palit Trust and taken up of consideration at a special meeting as early as posible.

Yours faithfully
C. V. RAMAN.

Ordered—

That an enquiry be made of Mr. C. K. Sarkar, Engineer, as to the amount of his fee for advising the University in respect of the following matters:

(1) whether it is advisable or possible at the present time to sell, either in whole or in part, the landed properties subject to the Trusts of the two Indentures, dated. the 15th June, 1912, and the 8th October, 1912.

(2) what, in his opinion, would be a fair rent to be charged for the premises No. 35, Ballygunge Circular Road, with their out-building and land.

(Syndicate. 15.1.26)

উপরে উদ্ধৃত পত্রদুটি বিবেচিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই তিনি আর একখানা বিস্তৃত পত্র লেখেন রেজিস্ট্রারকে। সে পত্রে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগকে আরো উন্নত ও কালোপযোগী করে গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা আরো সুনির্দিষ্টভাবে পেশ করেন এবং চিঠিখানি ভাইস-চ্যান্সেলারের সামনে পেশ করতে অনুরোধ করেন। যথারিতি চিঠিখানি ভাইস-চ্যান্সেলারের অনুমতিক্রমে সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয়—

68. Read the following letter from Professor C. V. Raman, M.A., D.Sc., F.R.S., outlining the measures that may be taken to develop the University into a strong centre of research in Physics:

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
92, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA
*January* 14, 1926

FROM
PROF. C. V. RAMAN, M.A., D.Sc. (Hon.), F.R.S.
*Palit Professor of Physics,*

To
The Registrar,
Calcutta University

Dear Sir,

I shall be much obliged if you kindly place the following representation before the Hon'ble the Vice-Chancellor and the Syndicate for their favourable consideration.

The observations made during my recent tour of the chief centres of scientific activity in Europe and America and a careful consideration of their methods have convinced me that energetic measures must be taken without delay if the Calcutta University is to develop into a strong centre of research in Physics. Since my return, I have already taken action in various directions as indicated below:

1. *The Institution of a Seminar in Physics:* To strengthen research activities, it is essential to have regular weekly meetings of all the working Physicists in Calcutta for discussion of research problems. A proposal that I have put forward for the institution of a weekly seminar for this purpos has been accepted by the Board of Higher Studies in Physics, and will shortly be put into effect.

2. *The Revision of the courses of Post-Graduate Studies in Physics:* A radical revision of the curricula of M.Sc. studies is essential, and, in consultation with my collegues in the Board of Higher Studies, I have drawn up new regulations for the M. Sc., degree in Physics with the object of strengthening the general knowledge of the student and of promoting a high degree of specialization in the study of selected topics. These draft regulations are now under discussion and it is hoped that they will before long come up in the regular way to the Senate for sanction.

3. *The Provision of Ways and Means:* In a letter to the governing Body of the Palit Trust, I made certain submissions regarding the administration of the Palit properties which have been accepted by that body, and will, I hope, be soon put into effect. When the income of the Palit propoerties becomes available for the purposes provided for in the Trust Deeds, it should become possible to provide a permanent research staff to carry on work in different special branches of physics and to increase the number of research scholarships available.

I now come to the important and indeed vital question of accommodation. No real progress is possible unless this question is boldly faced. Under the scheme of work which I contemplate, research rooms would have to be provided for not less than 15 whole-time research workers as noted below :

1 for the Palit Professor of Physics.

3 for the Research Assistants.

6 for the Palit Scholars.

5 for the Post-Graduate students presenting research theses for the M.Sc. Degree.

In addition to the above, space would also have to be provided for part-time research workers from the local colleges in Calcutta, and for vacation workers from the muffasil colleges in Bengal.

I need hardly say that it is quite impossible to organise research on the scale indicated above with the existing accommodation at the College of Science. All the rooms available at present have been fully taken up and are devoted to the practical instruction of a routine character and to the private laboratories of the Chairs created under the Ghosh and Khaira Endowments. Then again, not only is it necessary to provide 15 research rooms in Physics, but we have also to consider other pressing needs of the Department. It is of great importance to provide a properly equipped auditorium with attached preparation rooms where lectures of a semi-popular character on recent discoveries in Physics profusely illustrated by experimental demonstrations can be given from time to time. Such lectures would attract the attention of the public and would educate them to appreciate the value of research work conducted in the University. Then again, provision is essential for a central scientific library, where an extensive collection of scientific books and journals could be brought together and conveniently made available for consultation by professors, research scholars and students alike.

২৩

For all these reasons, I feel it imperative that we should take in hand the

construction of a building specially designed for the purposes in view. The basement and the ground floor would be designed as a Physical Laboratory for experimental research on the most modern and approved lines. During my recent travels I have visited several institutions in which laboratories have been newly built and equipped, and I shall have no difficulty in explaining my requirements to competent architects and engineers. The first floor would be fitted up as an auditorium for experimental lectures in Physics with an attached museum for storage of physical lecture apparatus and for preparation of the demonstrations. Provision would also have to be made for a central scientific library in the same floor. The top floor would contain living rooms for the Director of the research laboratory.

A suitable location for the proposed research laboratory is available in the compound at 92, Upper Circular Road to the south of Parsee Bagan Lane and west of the north wing of the existing building.

I am putting this note forward in the hope of securing the support of the Hon'ble the Vice-Chancellor and the Syndicate to the carrying out of the scheme. I recognise that besides the administrative necessity for the scheme, there is also the financial aspect to be considered, but as the expenditure could be kept within the narrowest limits possible and spread over two or three years, the provision of funds from the existing resources of the University should not prove an insuperable difficulty.

It would be convenient if copies of this letter are circulated in advance of its being taken up for consideration.

Yours faithfully,<br>C. V. RAMAN.

> Resolved— That the letter be referred to the Board of Accounts for preparation of a scheme in connection with the matter dealt with therein indicating the financial cost of the scheme, in consultation with Prof. C. V. Raman. (Syndicate 29.1.26)

1927 সাল—Certain amendments proposed by Prof. C. V. Raman and Mr. Syamaprasad Mookerjee to the rules governing the Asutosh Professorships, placed before the Senate.

—Letter from Prof. C. V. Raman requesting for provision in the Budget for his research grant of Rs. 10,000 and a special non-recurring grant of Rs. 15,000–recorded.

1928 সাল—Letter from Prof. C. V. Raman for the reappointment of Dr. P. Brühl as University Professor of Botany, placed before the Senate.

—Payment of a special research grant of Rs. 5000 to Prof. C. V. Raman for the purchase of special Spectrograph, recommended to the Senate.

—Observation of the Board of Accounts in the matter of irregularity pointed out to them in connection with the special research grant of Rs. 5000 to Prof. C. V. Raman, recorded.

## পাঁচ

1928 সাল থেকেই অধ্যাপক রামনের পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং সে সঙ্গে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পথ সুগম হবার লক্ষণ দেখা যায়। নিম্নলিখিত চিঠিপত্র এবং সেনেট সিন্ডিকেটের নথিপত্র থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

76(2). Read a letter from Professor C. V. Raman forwarding the following extract from a letter, dated the 16th June, 1928, addressed to him by Professor Arnold Sommerfield of Munich, one of the greatest living Physicists:

'Your papers on the optical analogue of the Compton Effect formed the subject of a lecture which I gave in our colloquium at Munich. At the same time I showed slides of some very beautiful photographs of your effect taken by Professor Pringsheim at Berlin. We are all of us full of enthusiasm for this new discovery. I congratulate you most heartily on this great result. Japan, that has for a much longer time worked in Modern Physics, has nothing to show comparable with this discovery.'

Read also a letter from Professor C. V. Raman, forwarding the following copy of a letter addressed to him by Professor Siegbahn, the eminent Swedish Physicist and Noble Laureate, regarding his new discovery.

'My dear Professor Raman,

I had the great pleasure some time ago of receiving your interesting address on a New Radiation, and to-day I got the second paper about the same subject. Of course I have been studying those with great interest and it seems to me that specially in the second paper you have given a very convincing evidence of the reality of the new phenomenon. It is indeed a wonderful discovery you have made, and I wish to send you my most hearty congratulation, on these beautiful scientific results.

I am,<br>
With sincerest regards,<br>
Yours sincerely,<br>
Mann Siegbahn.'

Ordered— To be recorded. (Synd. 108.28)

সিন্ডিকেট একই সভায় অধ্যাপক রামনের গবেষণা খরচ মেটাতে কিছু অর্থও মঞ্জুর করে—

3. Read a letter from Professor C. V. Raman, requesting that a special research grant of Rs. 7,000 may be made from the balance of the Palit Fund for enabling him to purchase, in addition, a special Spectrograph of large light gathering power made by Messrs. Adam Hilger, for his researches in the new avenue in Spectroscopy.

Resolved—

That the Governing Body recommend to the Syndicate that the Board of Accounts be moved to provide a sum of Rs. 2,000 for Professor C. V. Raman, as a specific research grant to be paid out of the balance of the Palit Fund for special purpose mentioned in the Professor's letter.

মাস খানেক পরেই খুব সম্ভবত অধ্যাপক রামনের সুপারিশেই Professor Arnold Sommerfeld-কে বিজ্ঞানে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রী দানের এক প্রস্তাব স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্ট সিণ্ডিকেটে উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

5. On a motion from the Vice-Chancellor it was resolved unanimously–

That the Syndicate do recommend to the Senate that the Honorary Degree of Doctor of Science be conferred upon Professer Arnold Sommerfeld on the ground that by reason of eminent position and attainments he is, in their opinion, a fit and proper person to receive such a Degree.

The following brief statement of qualifications of Professor Arnold Sommerfeld was laid on the table:

Professor Arnold Sommerfeld is Professor of Theoretical Physics at the University of Munich. He shares with Einstein and Planck, two other countrymen of his who are also mathematical physicists, the honour of being one of the few Foreign Members of the Royal Society of London. He received this high distinction in 1926.

Professor Sommerfeld was born in 1868, and during the early years of his career achieved fame as a mathematician. Amongst the best-known of his earlier contributions is his celebrated exact solution (given in 1895) of the problem of diffraction of wave-motion, a problem which had resisted the efforts of the ablest mathematicians of Europe for nearly a century. His contributions to the theory of the propagation of wireless waves round the earth and to the hydrodynamics of lubrication are also well-known. Professor Sommerfeld was chosen by his countryman Professor Klein as editor of the volumes on physics in the Encyclopaedia of the Mathematical Sciences; and his work in that capacity contributed notably to the success of that enterprise and the high reputation which the Encyclopaedia enjoys.

Grant though his reputation as an applied mathematician is, Professor Sommerfeld is better known to-day amongst physicists by reason of his contributions to the theory of atomic structure. To him more than to any one else, belongs the credit for developing the quantum theory of spectra first initiated by Bohr and for placing it on a proper mathematical basis. He generalised Bohr's theory of the atom by considering the possibility of elliptic orbits of the electron within the atom and applying the Einstein theory of relativity in the dynamics of such orbits. His predictions have received brilliant experimental confirmation. His book on "Atomic Structure and Spectral Lines" first published in 1920, has already passed through four editions and is recognised as the standard work on the subject. Profesor Sommerfeld has also recently worked out a theory of the electrical propoerties of metals which has attracted world-wide attention. (Syndicate, 14.9.28)

1929 সালেই রামন বুঝেছিলেন যে, তার প্রতিভার বিশ্বস্বীকৃতি অত্যাসন্ন। এই সময়ে তিনি একবার ইউরোপে ঘুরে আসা এবং সে দেশের জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকবেন। তাই ছুটিছাটা ও আর্থিক ব্যবস্থাদির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে যে আবেদন করেন এবং তার উপর যে আদেশ হয় তা নিম্নরূপ—

—Syndicate's recommendations to the Senate for permission being granted

to Prof. C. V. Raman to proceed on deputation to Europe for four months from September to December, 1929. Rs. 4000 provided in the Budget Estimates for the purpose.

—Travelling expenses of Rs. 4000 sanctioned by the Senate for Sir C. V. Raman's tour in Europe ordered to be paid but the question of payment in advance of his salary for 4 months (from August to November, 1929), recommended by the Governing Body, Palit Trust–referred to the Board of Accounts. (26.7.29)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাপক রামন ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক "স্যার" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তজ্জন্য অভিনন্দিতও হয়েছেন। তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁকে মঞ্জুর করা হয়েছে—

—Research grants for Sir P. C. Ray and Prof. Raman, sanctioned at the rate of Rs. 5000 and Rs. 3000 respectively for 1929-30. (8.3.29)

1930 সাল—Consideration of proposal from Sir C. V. Raman about the invitation to Prof. G. Von Hevsy postponed for a fortnight.

1930 সাল অধ্যাপক জীবনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের বছর। তিনি বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। তাঁর এই সম্মান লাভে তার কর্মস্থল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত। কিন্তু তাঁর অবৈতনিক কর্মস্থল Indian Association for the Cultivation of Science এই গৌরবের অন্যতম অংশীদার। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার থেকে IACS-এর গবেষণাগার তাঁর কাছে সুয়োরাণী ছিল বলেই বিশ্বাস। সে যা হোক, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তিনি অভিনন্দন লাভ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি নিম্নোক্তভাবে সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হন—

The Vice-Chancellor and the Syndicate of the Calcutta University conveyed to Sir Chandrasekhar Venkata Raman, Kt. M.A., D. Sc., Ph.D. (Freiburg). F.R.S., N.L., their cordial congratulations on the award of the Nobel Prize in fitting recognition of his great contributions to the cause of advancement of scientific learning. The Syndicate rejoiced to find that a Professor of this University was the first recipient in Asia of the Nobel Prize in Science.

University offices closed for 1 day in honour of the award of the Nobel Prize to Sir C. V. Raman.

29. Read a letter from Prof. C. V. Raman, Palit Professor of Physics, stating that he has received the following telegram from the University of Glasgow:

"Professor Sir C. V. Raman, University, Calcutta, Glasgow University offers honorary Doctorate. Can you attend graduation eighteenth June."

To this Prof. Raman has sent the following reply by cable:

"Gratefully accept honour request conferment degree in absentia owing recent return from Europe reply."

Ordered—

(1) To be recorded.

(2) That congratulations of the University be conveyed to Sir C. V. Raman. (Syndicate date May, 9, 1930)

অভিনন্দন ও সম্বর্ধনার পালার ফাঁকে একথাও উল্লেখযোগ্য যে এর পরও অধ্যাপক রামনের গবেষণা ও ভ্রমণ ছুটি সংক্রান্ত কোনো আবেদনই বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ণ রাখেনি। সে সব পরপর উল্লেখ করা গেল—

10. Read a letter from Prof. C. V. Raman, requesting that the position regarding his emoluments may be considered by the University.

Resolved—

(1) That the Syndicate recommend to the Senate that a consolidated allowance of Rs. 500 per month inclusive of his present House Allowance be granted to Sir C. V. Raman, Kt., M.A., D.Sc., Ph.D., F.R.S., Palit Professor of Physics, in addition to his salary of Rs. 1,000 per month, with effect from the commencement of next session.

(2) That the Board of Accounts be requested to provide the additional sum required for the purpose in the Budget Estimates for 1930-31 provided that the above recommendation of the Syndicate is adopted by the Senate.

(Syndicate, 31.1.30)

—Rs. 9000 granted on the requisition of Sir C. V. Raman from the Palit Fund (2nd Trust) as a special non-recurring grant for the next year for an Electromagnet. (14.3.30)

—Statement of Account submitted by Sir C. V. Raman for Rs. 4000 advanced to him accepted. (21.2.30)

—Payment of salary for November and December, 1930 to Prof. C. V. Raman in advance under orders from the Vice-Chancellor recorded and matter referred to Board of Accounts and Governing Body of Sir T. N. Palit Trust.

—Sir C. V. Raman placed on special deputation from 15th November, 1930 to end of February, 1931 to visit important scientific centres.

—Enquiry from Sir C. V. Raman regarding placing at his disposal ordinary and special research grants which were budgeted but were held in abeyance at his request, put off for consideration till his return to Calcutta. (22.11.30)

—Dr. B. B. Ray authorised to countersign salary bills and scholarship bills of research Assistants and Scholar under Sir C. V. Raman during his absence in Europe.

1931 সালের সমাবর্তন সভায় উপাচার্য ডাঃ হাসান সুরাবর্দী অধ্যাপক রামনের নোবেল ও অন্যান্য সম্মান প্রাপ্তি সম্পর্কে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন—

On Sir C. V. Raman, our Palit Professor of Physics, has been conferred the Honorary Degree of LL.D. by the University of Glasgow. Your Excellency has just now performed the pleasant function of presenting the Hughes Medal, the award of the Royal Society to him. He stands today as one of the most brilliant scientists of the world and he has added his name to the Vocabulary of Science. I rejoice to think that the most notable of the honours, the Nobel Prize, has also been won by Sir Venkata Raman and that our University Professor is the first recipient in Science of the Nobel Prize in Asia.

অধ্যাপক রামন সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে এই বছরে (1931) আর যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পরপর উল্লেখ করা গেল—

—Report of the payment of salary and allowance in advance to Sir C. V. Raman, recorded. (20.3.31)

—Absence of Sir C. V. Raman for receiving LL.D. Degree at the convocation of the Bombay University, treated as absence on duty. (17.7.31)

—Letter from the Registrar, Andhra University regarding appointment of Sir C. V. Raman in the General Commission, thereof for the inspection of Colleges, referred to the Governing Body of Palit Trust. (26.9.31)

—Permission granted to Sir C. V. Raman to accept the offer of the Andhra University. (10.10.31)

—Two orders for Rs. 11,770 and Rs. 1980 forwarded by Prof. C. V. Raman, sanctioned. (26.9.31)

1932 সালের বিশ্ববিদ্যালয় কার্যবিবরণীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাবলীও উল্লেখের দাবি রাখে—

"Government informed that Sir C. V. Raman is willing to attend the Ninth International Congress of Pure and Applied Chemistry to be held at Madrid in April, 1932 as the representative of the Government of India at his own cost."

নিজের খরচে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে মাদ্রিদ যাবার জন্য স্যার রামনের এই বাসনা কেন বোঝা গেল না। যা হোক, এছাড়া তাঁকে নিম্নরূপ ছুটিছাটাও মঞ্জুর করা হয়—

—Leave on full pay for 4 months and 20 days granted to Sir C. V. Raman.

—Leave (16th to 20th July, '32, 25th, 26th, 27th July, '32, 15th to 19th August, '32–absence on duty) granted to Sir C. V. Raman.

1930 থেকে 1933 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত রামন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'খয়রা ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের' চেয়ারম্যান হিসাবে বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে হাসান সোহরার্দির নিয়োগে (1932) তাঁর যথেষ্ট বৌদ্ধিক অবদান ছিল। এই নিয়োগ নিয়ে তৎকালে সেনেটে এবং বাইরে যথেষ্ট বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। এতৎসম্পর্কিত নির্বাচন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। সে দীর্ঘ বাদানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। 1930 সালে বিনা অনুমতিতে আশুতোষ বিলডিং-এ ঢুকে পুলিশ যেভাবে ছাত্রদের লাঠিপেটা করে, তৎসম্পর্কিত তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্যও ছিলেন অধ্যাপক রামন।

## ছয়

1933 সালের শুরুতেই রামন কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোর যাবার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু প্রথমেই পদত্যাগ না করে তিনি চৌদ্দমাসের ছুটির দরখাস্ত করেন। মনে হয় বাঙ্গালোরের অবস্থা ব্যবস্থা বুঝে তারপর কলকাতা থেকে চিরবিদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। সিণ্ডিকেট তাঁর ছুটি মঞ্জুর করল—

—Leave without pay from 1st April 1933 to 31st May 1934, granted to Sir C. V. Raman and Professor allowed to accept appointment as Director of Indian Institute of Science, Bangalore. (6.1.33)

—Sir C. V. Raman allowed to acquire Reflection Echelon Spectroscope for the Institute of Science, Bangalore, and refund of Rs. 17,900 paid for the purchase of the apparatus for his research work. (26.5.33)

রামনের ছুটি অনুমোদনের জন্য যখন সেনেটে এল, তখন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন—

25. Mr. Shyamaprasad Mookerjee moved that Sir C. V. Raman, Kt., M.A., D.Sc., Ph.D., LL.D., D.L., F.R.S., N.L., Palit Professor of Physics, be granted, leave without pay for the period from 1st April, 1933 to 31st May, 1934, and that the Professor be permitted to accept his appointment as director of Indian Institute of Science at Bangalore.

He said: There is no doubt that this proposal is of an extraordinary kind, but there is no doubt also that the Professor whom it concerns also occupies an extraordinary position in this University. If there is any possibility of Sir. C. V. Raman coming back to Calcutta from Bangalore, I am sure there is no one round this table or in Bengal who will not look foward to the day when he may do so. He is entitled to this leave under the new Leave Rules,...

Mr. Pramathanath Banerjee : I have great pleasure in seconding the proposition. The loss of Sir C. V. Raman to the University will be very great, but I think I can assure the Senate that he has made this Metropolis the land of his adoption and I am sure we shall all be very glad to welcome him back.

The motion was carried. (Senate, 21.1.33)

এমন সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ ও সম্পর্ক কি করে গভীর তিক্ততায় পর্যবসিত হল, সে প্রশ্নের জবাব রামন সাহেবই দিতে পারতেন। এই সেনেট সভায় তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন এবং কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজ কেমন সশ্রদ্ধ ও আশান্বিত চিত্তে তাঁর প্রত্যাগমন কামনা করেছিলেন, সেই উষ্ণতার আঁচ তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক বছর যেতে না যেতে কলকাতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক তীব্র অম্লতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক বলাবলি লেখালেখি হলেও, তা নতুন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়।

রামন চৌদ্দমাসের ছুটি নিয়ে বাঙ্গালোর গেলেন। তখনো কিন্তু IACS-এর অবৈতনিক সম্পাদক পদটি ছাড়েননি। অর্থাৎ তিনি একসঙ্গে তিনটি ফলে অধিকার বজায় রাখলেন—একটা মুখে, একটা হাতে আর একটা কোঁচড়ে। কিঞ্চিদধিক এক বছর মেয়াদান্তে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি কোনটা রাখবেন, কোনটা ছাড়বেন। বাঙ্গালোরে Indian Institute of Science-এর ডিরেক্টর হিসেবে তিনি বেতন পেতেন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক হিসেবে প্রাপ্ত মাইনের দ্বিগুণেরও বেশি। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল। সুতরাং তিনি পালিত অধ্যাপক পদ থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেওয়াই স্থির করলেন। কলকাতা তথা বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়াও ততোদিনে নীরবে নিরিবিলিতে নিশ্চিন্তমনে বিজ্ঞান সাধনার পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কলিকাতা ছাড়লেও তিনি IACS-এ তাঁর কর্তৃত্ব পুরোপুরি ছাড়তে চাইছিলেন না। অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সুকৌশলে নিজের মনোমত সংশোধন করে তিনি নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সাহায্যে সুদূর বাঙ্গালোর থেকে যাতে রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে পারেন, সে পথে প্রয়াসী হন এবং তারই পরিণতিতে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। সেসব ঘটনার বিশদ বিবরণ এখানে দেবার অবকাশ নেই; তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর বিদায়ক্ষণটিও বেশ তিক্ততার মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়। কারণ, বিদায় নেবার প্রাক্কালে বিভাগীয় দায় দায়িত্বের চার্জ বুঝিয়ে দিতে গিয়েই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির হিসাব নিয়ে বিরোধ বাধে এবং তাঁর বিদায়ের দিন একাধিকবার পিছিয়ে যেতে থাকে। রামন যে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়েই IACS-এ নিয়ে গিয়ে নিজের গবেষণা কর্মে ব্যবহার করেছেন, সে তথ্য জানা গেল। অধ্যাপক রামন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষণের কর্মী হয়েও বিজ্ঞান কলেজকে তাঁর গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার না

করে IACS-এর গবেষণা কেন্দ্রকেই তার ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গৌরবান্বিত করেছেন এবং তা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে। সম্ভবত অধ্যাপক রামনের এই ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন—"রামন স্যার আশুতোষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"

যা হোক, এখন অধ্যাপক রামনের পদত্যাগ সম্পর্কীয় তথ্যাবলী পর্যায়ক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হল—

131. Read the following Proceedings of the Governing Body of Sir Taraknath Palit Trusts, dated the 12th April, 1934 :

2. Read a letter from Sir C. V. Raman stating that he has decided to remain at Bangalore, and will therefore be retiring from the service of the Calcutta University at the end of his present leave.

Resolved—

(1) That the resignation of Prof. C. V. Raman be accepted from 1st June, 1934, and that the Registrar be directed to take necessary steps for issuing the advertisement in the Press for filling up the vacancy.

(2) That the Professor be requested to make over charge and hand over all apparatus, belonging to the University to Prof. D. M. Bose and Secretary, Post-Graduate Councils of Post Graduate Teaching in Arts and Science.

(3) That the Resesrch Assistants now working under Prof. C. V. Raman be directed to report themselves to Prof. D. M. Bose.

(4) That the Registrar be requested to draw up a statement of the amount which will be due to Professor Raman from the Provident fund as also for the Bonus as sanctioned by the Senate and that Professor Raman be informed that the question of making payment to him is receiving the atention of the University. (Synd. 20.4.34)

26. Read a telegram from Prof. C. V. Raman, stating that he will come to Calcutta on the 16th to make over charge of instruments and apparatus, and requesting that his Provident Fund money and Bous may be paid before he leaves Calcutta on the 17th May.

Read also a telegram from Professor Raman, requesting that his resignation may take effect as soon as he has handed over charge of University appratus and instruments, so that there may not be any technical objection in payment of his Provident Fund money and Bonus before he leaves Calcutta.

*Note:* Resignation of Prof. Raman as Palit Professor of Physics has been accepted with effect from the 1st June, 1934.

Resolved—

(1) That the Professor be informed that he may make over charge of instruments and apparatus on the 16th May, 1934, but that his proposal for acceptance of the resignation as soon as he has handed over the charge of apparatus cannot be accepted as his resignation has already been accepted with effect from the 1st June, 1934.

(2) That the Professor be further informed that there will be no difficulty regarding payment of the money in due course. (Synd. 11.5.34)

73. The Registrar enquired whether the fact that Sir C. V. Raman had resigned his office as the Palit Professor of Physics and that the resignation had been accepted by the Palit Governing Body should be reported to Senate.

The Registrar reported that Sir C.V. Raman had stated that it might not be possible for him to formally make over charge on or before 31st May, 1934, but he could make over charge a few days later.

Resolved—

That the resolution of the Palit Governing Body accepting the resignation of Professor Raman on and from the 1st June, be placed before the Senate with the recommendation that if it is not possible for the Professor to make over charge before 1st June, 1934, the Syndicate be authorised to accept his resignation from a later date.

Resolved Also—

That the Syndicate recommend to the Senate that the Senate place on rcord their sense of appreciation of the services rendered to the University by Sir C. V. Raman as Palit Professor of Physics. (Synd. 18.5.34)

32. Read a memo., dated the 2nd June, 1934 from Sir, C. V. Raman, remaking over charge of the apparatus, instruments, etc.

It is stated that the Professor would be able to make over charge either on the 9th or on the 19th or 20th June, 1934.

The Registrar stated in this connection that Prof. D. M. Bose was out of town and would return the 19th instant.

Ordered—

(1) To be recorded.

(2) That Prof. C. V. Raman be informed that he may make over charge on the 20th June, 1934. (Synd. 8.6.34)

37. Read a joint letter dated the 21st June, 1934, from Prof. D. M. Bose and Mr. Satischandra Ghosh reporting that they have taken over charge of the apparatus made over by Prof. C. V. Raman on the 20th instant.

Read also a letter from Sir C. V. Raman on the subject.

*Note*–The Palit Governing Body at its meeting held on the 12th April, 1934, accepted the resignation of C. V. Raman from 1st June, 1934, and the Professor was requested to make over charge and hand over all apparatus belonging to the University to Prof. D. M. Bose and the Secretary, Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and Science.

Resolved—

(1) That the report be accepted.

(2) That the resignation of Sir C. V. Raman, Kt., do take effect from the 20th June, 1934, and that his dues be paid to him.

Resolved Also—

That the Secretary, Post-Graduate Councils in Arts and Science and Mr. K. C. Biswas be requested to examine the system of keeping stock in the various departments of the Science College and favour the Syndicate with a report. (Synd. 29.6.34)

অধ্যাপক রামন ছুটিতে ছিলেন 31 মে পর্যন্ত। তিনি পদত্যাগ করতে চাইলেন 1 জুন থেকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্যভার হস্তান্তর ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেবার টানা পোড়েনে তাঁর পদত্যাগের তারিখ পিছিয়ে গিয়ে 20 জুন থেকে কার্যকরী হল। পুরো ব্যাপারটা তখন অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত হল 26 জুন তারিখে। সেখানেও এতৎসম্পর্কীয় ব্যাপারে পদ্ধতিগত ত্রুটিবিচ্যুতির কথা নিয়ে অপ্রীতিকর আলোচনা হল। সেই আলোচনার পূর্ণ বিবরণ হুবহু তুলে দেওয়া গেল—

13. Mr. Pramathanath Banerjee in placing before the Senate the resolution of the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Trusts, dated the 12th April, 1934, accepting the resignation of Sir C. V. Raman, Kt., M.A. D.Sc. Ph.D., LL.D., F.R.S., N.L., as Palit Professor of Physics, from 1st June, 1934, moved that if it is not possible for the Professor to make over charge before 1st June, 1934, the Syndicate be authorised to accept his resignation from a later date.

*N.B.*–The following is an extract from the Proceedings of the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Trusts, dated the 12th April, 1934 on the subject:

2. Read a letter from Sir C. V. Raman stating that he has decided to remain at Bangalore, and will therefore be retiring from the service of the Calcutta University at the end of his present leave.

Resolved—

(1) That the resignation of Prof. C. V. Raman be accepted from 1st June, 1934, and that the Registrar be directed to take necessary steps for the issuing of advertisement in the Press for filling up the vacancy.

(2) That the Professor be requested to make over charge and hand over all apparatus belonging to the University to Prof. D. M. Bose and the Secretary, Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and Science.

(3) That the research assistants now working under Prof. C. V. Raman be directed to report themselves to Prof. D. M. Bose.

(4) That the Registrar be requsted to draw up a statement of the amount which will be due to Professor Raman from the Provident Fund as also for the bonus as sanctioned by the Senate and that Professor Raman be informed that the question of making payment to him is receiving the attention of the University."

He said : Whenever a Professor goes on leave he usually hands over to his successor all the property of the University which was in his possession and if that rule had been followed here much difficulty would have been obviated. I am suggesting to you that some such rule should be introduced. Another difficulty was caused as some of the instruments were taken away from the Science College to the Indian Association for the Cultivation of Science. If in future any instruments are taken away from the Science College, some sort of sanction should be obtained from the relevant authority. Prof. Raman still continues to be a member of the Senate although Bangalore is 1,600 miles away from Calcutta.

The next resolution will no doubt record the yeomen's services which he has rendered to the University and also to the cause of Science.

Mr. Nibaranchandra Ray seconded the motion.

Mr. Johan Van Manen: He was here a short time ago to make over charge. What was the reason for not allowing him to do so?

Mr. Shyamaprasad Mookerjee : The reason why he had not made over charge is that although Sir C. V. Raman was here, it would take some time before the instruments could be taken over by the University as Prof. D. M. Bose and the Secretary of the Post-Graduate Department were still comparing the list of instruments which were under the control of Sir C. V. Raman with the Univesity Stock Book. It will take some more time before this can be completed and that is why Sir C. V. Raman has intimated that he would come again to Calcutta by the 10th or 12th of June for this purpose.

Mr. Johan Van Manen : The question of making over charge of one's appointment is different from making over charge of instruments. Could not the Professor make over charge as Professor, so far as the appointment was concerned?

Mr. Jyotischandra Mitra : When Prof. Raman went on leave he must have made over charge of his professorial duties. Now to say that the resignation be accepted from a certain date, of course that is another matter. He should have made over charge of the stock in hand and made over charge of the instruments when he went on leave. Now after a year he comes forward to make them over and he may not be able to explain. Lots of things may happen in the meantime. If it is a qustion of accepting resignation that may be accepted from the date of the resignation. How can he go on leave without making over charge? He was not surely going on duty?

The Vice-Chancellor: Whenever a Government servant or any one goes on leave he must *ipso facto* make over charge of his duties to some one as Mr. Mitra has pointed out. It is perfectly true as Mr. Johan Van Manen said that Sir C. V. Raman came to make over charge, but then he could not make over charge of the instruments in his care. If I remember aright when we gave him leave, the Senate said "Alright, you go on and carry on your research work" and he took the instruments to the Indian Association for the Cultivation of Science. This is the reason why certain instruments are there. He will come back and make over the instruments in due time and he is responsible up to that time. Therefore the qustion of resignation will be accepted after he makes over charge of the property belonging to the University, but as Professor he has made over charge of his duties.

Mr. Jyotischandra Mitra : I would suggest that the Audit Officer be asked to check these accounts.

Mr. Charuchandra Biswas : Sir C. V. Raman belonged to the same department in which Mr. J. C. Mitra was a distinguished ornament. Sir C. V. Raman was the very first man to break all the rules which govern that department. When he took the instruments to the Science Association nobody in the University knew about it. No permission was taken from the Governing Body and he was not authorised to take them away, but the apparatus were removed and he was working with the instruments at the Science Association. When he took leave nothing was known about it in the University, and there was no question of making over charge of these instruments formally. When a person goes on leave he is supposed to make over charge of all the apparatus

or other articles that remain in the place where he was working. If without the authority of any one in the University the instruments are removed to some other building, how can be University know? Sir C. V. Raman did that, and now that the matter has come to our knowledge, instead of quarrelling over little technical points, we want to get back the instruments from him and we want to be satisfied that we get back all our instruments.

Prof. Jnanendranath Mukherjee : I understand from the agenda paper that Sir C. V. Raman has resigned his appointment and the Palit Governing Body has accepted his resignstion but it has to be held over till the instruments have been received back. What is the recommendation of the Syndicate? It simply places the recommendation of the Palit Governing Body before the Senate and says that the resignation may be accepted later on. What happens to the other recommendations of the Palit Governing Body that the whole thing be kept over till the Professor makes over charge of the instruments? No material has been placed before the Senate to convince us that there is any reason for such a course to be followed. Has Sir C. V. Raman approached the Syndicate or the Palit Governing Body asking that the whole thing be kept over? There is nothing on record. The post should be advertised forthwith.

Mr. Syamaprasad Mookerjee : That has already been done. He has not made over charge. I understand that he came to Calcutta to make over charge but we could not complete the verification of the list of instruments.

The Vice-Chancellor : It is quite clear that the recommendation of the Palit Governing Body has been accepted by the Syndicate and placed before the Senate. The only difficulty that the Syndicate found was that Prof. Raman was not able to make over charge because the inventory of the items of instruments must be checked and gone into and that must take a little time. As the instruments and appliances were removed, they must be checked with our Ledger book and all that the Syndicate wanted was that instead of having to come here again, we should give the Syndicate authority to accept the resignation provided that they are satisfied that the inventory is correct and that the things that belong to the University are returned by the Professor. So far as making over his professorial duties are concerned, that has been made over when he went on leave as Mr. Mitra has pointed out, otherwise Prof. D. M. Bose could not have carried on the work.

The motion was then put and carried.

দেখাই যাচ্ছে বেশ কিছু বাদবিতন্ডার পর অধ্যাপক রামনের পদত্যাগ অনুমোদিত হল। কিন্তু তাতে যে তিক্ততার ছোঁয়া লেগে রইল তা সদস্যদের আলোচনার ধারা থেকেই অনুমান করা যায়। যা হোক, সকল প্রকার তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে সভার সভাপতি অর্থাৎ উপাচার্য স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রামনের অমূল্য অবদানের কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্মরণ করে নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা হর্ষধ্বনিসহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

14. The Vice-Ceancellor moved that the University place on record their sense of appreciation of the services rendered to the University by Sir C. V. Raman, Kt., M.A., D.Sc., Ph.D., LL.D., F.R.S., N.L., as Palit Profesor of Physics.

He said: On behalf of the Syndicate I have to place on record our sense

of appreciation of the splendid work and eminent services rendered by Sir C. V. Raman to this University and to the world of Science. While working here, he made valuable contribution to Science and brought great credit to the University of Calcutta by his work as a Scientist. It has been great pleasure to me that during my term of office many honours fell upon him, his Knighthood, the LL.D. Degree, the Nobel Laureateship and the University shone with reflected glory. But I am sorry I have also to mourn the loss that the University has sustained by his going away and I am very glad that he still keeps up his connection with us and that we will hear his pleasant voice in the Senate from time to time.

The proposal was carried with acclamation. (Senate 26.6.34)

বিশ্ববিদ্যালয় যদি অধ্যাপক রামনকে তাঁর উপস্থিতিতে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে পারত তবে তা কতই না সুখের বিষয় হতো। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে গৃহীত এই হার্দিক বিদায় অভিনন্দনে অধ্যাপক রামন কতটুকু প্রীত হয়েছেন, তা জানা নেই; তবে সুদূর বাঙ্গালোরে বসে 'Indian Association for the Cultivation of Science' নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার লোভ সংযত করতে পারলে কলকাতায় তাঁর প্রসন্ন আগমন বিষণ্ণ বিদায়ে পর্যবসিত হতো না।

বিঃ দ্রঃ—রামন জন্মশত বর্ষে 'দেশ, 8 জুলাই 1989' সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে কিছু তথ্য বিভ্রান্তি চোখে পড়েছে। ছাপার ভুল না হলে, প্রবন্ধ লেখকদের পরিবেশিত তথ্যগুলি নিম্নরূপে সংশোধন করে নিলে ভবিষ্যৎ বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ক) দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—"প্রকৃতির সেই মুখ"

1. আশুতোষ রামনকে 600 টাকা নয়, 800 টাকা মাইনে দিয়েছিলেন। তাঁর বেতনক্রম ছিল 800-50–1000, পরে কিছু বাড়ি ভাড়াও পেয়েছিলেন।
2. রামন 1933 সালে কলিকাতা থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে বাঙ্গালোর যান; 1932 সালে নয়।

খ) এণাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—"একটি বিতর্কিত প্রস্থান"

1. 1934-এর 19 জুন শ্যামাপ্রসাদ ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন না। তিনি ভাইস চ্যানসেলার হন 8 আগস্ট 1934
2. বিচারপতি রমাপ্রসাদ, ইনি আশুতোষ তনয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হলে তখনো কিন্তু বিচারপতি হননি।
3. মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসু এম. এসসি. পাস করেন 1915 সালে; 1916 সালে নয়।
4. বিজ্ঞান কলেজের যন্ত্রপাতি ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে সুকুমারচন্দ্র সরকারের বক্তব্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে লিখিত বিবরণে মিল দেখা যায় না। নথিপত্রে দেখা যায় অধ্যাপক ডি. এম. বসু এবং বিজ্ঞান কলেজের সেক্রেটারী যন্ত্রপাতি বুঝে নেন। সেখানে, রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন না।

(সমতট প্রকাশন - ১০৬ সংখ্যা)

# শিক্ষাচিন্তার অন্যতম অগ্রপথিক শ্যামাপ্রসাদ

কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মময় জীবন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শাখায় দ্বিধাবিভক্ত, এমন দৃষ্টান্ত বিরলই বলা চলে। কিন্তু এমনই একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছে ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনকে প্রায় সমানভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ; কিন্তু একই সঙ্গে নয়। যখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তখন রাজনীতির ছায়া প্রায় মাড়াননি। আবার যখন রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে বলা চলে। তাঁর ২৮ বছর মাত্র কর্মজীবনের প্রথম ১৪ বছর (১৯২৪-৩৮) কেটেছে শিক্ষাপ্রাঙ্গণে; আর পরবর্তী ১৪ বছর (১৯৩৯-৫৩) কেটেছে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে।

শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই। তাঁর জন্মের পাঁচ বছর পর তাঁর স্বনামধন্য পিতা বাংলার শিক্ষাধিনায়ক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। সে সময় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা চরম বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন। তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে। জননেতাদের প্ররোচনায় ও স্বাদেশিকতার উন্মাদনায় ছাত্রদের মধ্যে স্কুল-কলেজ ছাড়ার হিড়িক লেগেছে। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বর শোনা গেলেও কোনও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বেহাল অবস্থায় আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেন। রাজনৈতিক উন্মাদনায় শিক্ষা সংহার না করে, শিক্ষা সংরক্ষণ ও সংস্কার সাধনের বিপরীতমুখী ধারাকে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে তিনি হাত লাগালেন।

আশুতোষ যেন তাঁর এই মধ্যম পুত্রটির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ হতে না-হতে তিনি তাঁকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে লাগিয়ে দেন। পিতৃদেব কেমন করে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ব্যাপারে উপদেশ ও নির্দেশ দানে তাঁর শিক্ষাভাবনা পরিপুষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার পরিচয় মেলে মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে শ্যামাপ্রসাদের সিমলা যাত্রা কালের স্মৃতিচারণ থেকে:

"University Conference-এর কাজে সিমলা গেলাম। সঙ্গে Sir C.V. Raman গেলেন। বাবার যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু পাটনার কেসের জন্য যাওয়া হল না। ... আমি স্টেশনে যাচ্ছি। তিনি কি ভেবে বললেন আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাবেন। ... সেদিন আর তার আগের দিন অনেক কথা হয়েছিল বাবার সঙ্গে—University নিয়ে, বাড়ির কথা নিয়ে, Library নিয়ে; আমাকে কিভাবে মানুষ করতে চান—ইত্যাদি কত কথা বারান্দায় তিনতলায় দাঁড়িয়ে বলতেন। সেই বছরই আমাকে ডঃ হরেন মুখুজ্জের জায়গায় Fellow করেন—Faculty of Arts থেকে। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিখছি—তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী চলছে। ...স্টেশনে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েও তাঁর কথা শেষ হয় না। কখনও অমনভাবে বলতেন না বা স্টেশনে আসতেন না কোথাও যাবার সময়। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই তাঁর সঙ্গে শেষ কথা, শেষ পায়ে হাত রেখে প্রণাম।" (শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি)

সুতরাং আশুতোষের মতো উপাচার্য-পিতার কাছে যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কর্মের হাতে খড়ি, তিনি যে অগৌণে একজন দক্ষ কাণ্ডারী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? আশুতোষের শূন্যস্থলে সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মযজ্ঞে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর অনুজ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "মেজদা মেলামেশা করতেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়দের সঙ্গে। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে আচরণ করতেন সহজ আন্তরিকতা সহযোগে—বয়সের তারতম্যের দূরত্ব বা গাম্ভীর্য না রেখে। অথচ মেজদার কথাবার্তায়, আচরণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাকত না।" বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সমান তালে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞায় তাঁদেরও ছাড়িয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁর এই একাগ্রতা ও উদ্যম লক্ষ্য করে 'পালিত অধ্যাপক' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্যার আশুতোষের মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যে তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন: "University'র সাধারণ কাজে তুমি দেখি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজী নয়।" (চিঠি—৬.২.২৫)

কথা দু'টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ। যে-কোনও কাজে সাফল্যলাভের চাবিকাঠি হল এই পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় এই দুটি গুণেই শ্যামাপ্রসাদ সাফল্য লাভ করে গেছেন।

## দুই

মানুষের ভেতর এই কর্তব্যানুরাগ ও স্বার্থত্যাগের বীজ অঙ্কুরিত হয় স্বদেশপ্রেম, স্বধর্মনিষ্ঠা, জাতীয়তাবোধ ও নিঃস্বার্থ সমাজসেবার সদিচ্ছা থেকে। বলতে দ্বিধা নেই শ্যামাপ্রসাদ এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে। তাঁর পিতামহ ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ সালে বাংলা ভাষায় 'মাতৃশিক্ষা' ও 'চিকিৎসা প্রকরণ' পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং মূল বাল্মীকি রামায়ণের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন। তাঁর পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির অন্যায় কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আশুতোষ তাঁর দিনলিপিতে যেদিন সুরেন্দ্রনাথের মামলার রায় ঘোষিত হয়, সেদিনের ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:—

"১০টা নাগাদ কলেজ পৌঁছে দেখি সব-ঘর প্রায় খালি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পত্রিকা, The Bengali-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার অপরাধে মামলার রায় শুনতে সকলে হাইকোর্টে গিয়েছেন। এত বিরাট সংখ্যায় জনসমাবেশ হয়েছিল যে আমরা হলে প্রবেশ করতেই পারছিলাম না; যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল এবং তারা খুব মার খেলো; অবশ্য ৪ জন ছাত্রও ধরা পড়ল।"

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশুতোষের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে দিনলিপির পাতা থেকে: "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিচার ও দমন পীড়নের আসল রূপ দেখে উত্ত্যক্ত বোধ করছি।"

আর যাঁকে নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড সেই স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর আত্মজীবনী—A Nation in Making—গ্রন্থে হাঙ্গামাকারী ছাত্রদের মধ্যে আশুতোষেরও উপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: "One of those rowdy youths was Asutosh Mukherjee, subsequently so well-known as a Judge of the High Court and as a Vice-Chancellor of the Calcutta University."

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় এবং তাঁর মুক্তির পর অনুষ্ঠিত অভিনন্দন সভায় আশুতোষ যে হাজির থেকেছেন এবং বক্তৃতাও দিয়েছেন তারও বর্ণনা রয়েছে দিনলিপিতে।

শুধুমাত্র ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার অবিচার নয়, সেসময় বার্মার (অধুনা মায়ানমার)

স্বাধীনতা অপহরণ করলে তিনি যে মর্মপীড়া অনুভব করেন এবং ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তাও তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে:

"বার্মা অধিকৃত হয়েছে। এই লজ্জাজনক অপকর্মকে যথেষ্ট নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অপরাধের জন্য লর্ড ডাফরিনের ফাঁসী হওয়া উচিত; আবার একটি দেশকে দাসত্বের অবস্থায় নামিয়ে আনা হল। ...এই পদক্ষেপ শুধু সাংঘাতিক ভুল নয়, এটি একটি অপরাধ।"

নবীন যুবক আশুতোষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় এই কটি বাক্যের মধ্যে, আর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার জন্য তিনি যে কী মর্মবেদনা অনুভব করতেন, তাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন দিনলিপির পাতায়:

"দুর্ভাগা ভারতবর্ষ! আমার মাতৃভূমি, স্বদেশ। অত্যাচারী শাসকের দ্বারা পদদলিত। জঘন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক। তারা যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনরীতি শুরু করেছে তা অত্যন্ত অন্যায় রীতি।" (দিনলিপি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়)

এই যে পরাধীনতার গ্লানি এবং অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশানুরাগ, তাই পরবর্তীকালে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরে শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত দেশসেবক ও স্বাধীনতা-সৈনিক তৈরি করার কাজে। তিনি যখন হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত তখন রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারকালে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী আসামিদের তিনি সন্ত্রাসবাদী (terrorist) না বলে দেশপ্রেমিক (patriot) বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অন্তরে দেশপ্রেমের এই ফল্গুপ্রবাহই তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয় বিপ্লবী ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। আবার একদা যে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান ও স্বদেশি যাত্রা সরকারি নির্দেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল, আশুতোষ সেই মুকুন্দ দাসকে বাড়িতে আহ্বান করেই গানের আসর বসিয়েছিলেন। একজন হাইকোর্ট জজের পক্ষে সেকালে এটা এক দুঃসাহসিক কাজ।

সুতরাং তৃতীয় পুরুষে এসে শ্যামাপ্রসাদ পারিবারিক ঐতিহ্যানুসরণ করেই শিক্ষার মাধ্যমে স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন; দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে স্বাধীন দেশের সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলায় যত্নবান হবেন এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্রমে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট উপাচার্য পদে নিযুক্তির পর আমৃত্যু তিনি সেই ঐতিহ্যের ধারা বহন করে গেছেন।

## তিন

সেকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ অবধারিত থাকলেও শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করত বিশ্ববিদ্যালয়র সঙ্গে জড়িত সমাজের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। শিক্ষগতপ্রাণ পিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক পরিমণ্ডলে বাল্যকাল অতিবাহিত হবার ফলে পরাধীন দশে শিক্ষার ছন্নছাড়া দশা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের মনে নিজস্ব ধারণা গড়ে ওঠে। তাঁর সেই সযত্ন পোষিত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমত প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সম্মিলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে চার বছরে তিনি চারটি সমাবর্তন ভাষণ দেন। (১৯৩৫-৩৮)। ওই সময় কালে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি সমাবর্তন ভাষণ দেন—নাগপুর (১৯৩৬), মুম্বই (১৯৩৭) ও পটনা (১৯৩৭)। জাতীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে পড়ার পরও তিনি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণদানের জন্য আহূত

হয়েছিলেন। সেগুলি হল—আগ্রা (১৯৪০), বেনারস (১৯৪০), গুরুকুল (১৯৪৩) এবং দেশ স্বাধীন হবার পর শ্রী অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিচেরি (১৯৫১), এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫২)। এছাড়া আরও বহু শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র সম্মিলনে তিনি শিক্ষাবিষয়ক ভাষণ দেন।

তবে শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাভাবনার প্রথম পরিচয় মেলে তাঁর উপাচার্য পদে নিযুক্তির আগেই। সেনেট সিণ্ডিকেট সদস্য হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দশ বছর একনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার ফলে বিদেশি শাসনে শিক্ষার নাড়ীনক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ এবং সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। কিন্তু কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার উপাচার্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন বলে এ প্রসঙ্গে বারেবারেই দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে উঠে আসে। উপাচার্য পদে নিযুক্তির আট মাস আগে ১৯৩৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি All Bengal University and College Teacher's Conference—এ তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির পক্ষে হিতকর শিক্ষাব্যবস্থার যে রূপরেখা তিনি অধিবেশনে উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই তিনি প্রচলিত শিক্ষব্যবস্থা ব্যবহারিক জীবনে যে আশানুরূপ সুফল প্রদানে সক্ষম হচ্ছে না, সেই অপ্রিয় সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

"যে সকল সাধারণ ছাত্র আমরা তৈয়ারী করিতেছি, তাহাদের জীবন সংগ্রামে যুঝিবার ক্ষমতা নাই এবং বাঙলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষাদানের মহান কেন্দ্রের পক্ষে অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য নিজ শক্তি ক্ষয় করা উচিত নয় এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষাই ইহার আদর্শ এই ধরনের সস্তা অসার মন্তব্য করিয়া সান্ত্বনা পাইবার দিন বহুপূর্বেই অতিবাহিত হইয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় তাহার ভূতপূর্ব ছাত্রদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান করিয়া দিবার সক্রিয় দায়িত্ব লইবে এমন কথা আমি বলি না। তবে যুব সম্প্রদায়কে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা শুধু তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিলেই চলিবে না, তাহারা যাহাতে সৎ ব্যবসার বা পেশার সাহায্যে ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ইহার উপযোগী নয় এবং এই পদ্ধতির আমুল সংস্কার ও ইহাকে বাস্তবমুখী করিবার দিন আসিয়া গিয়াছে।"

## চার

বাস্তবমুখী শিক্ষার তাগিদে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে আদর্শ মানুষ তৈরি করা, তার থেকে কোনও বিচ্যুতি তিনি চাননি। তাঁর শিক্ষা-ভাবনা আদর্শ ও বাস্তবে কখন ও সংঘাত দেখা দেয়নি। বরং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের সুরই ধ্বনিত হয়েছে বারেবার। ১৯৩৫ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন:

"শিক্ষায়তনগুলিকে শুধুমাত্র কেরানী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী তৈয়ারীর কারখানা বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। পৌরপ্রতিষ্ঠান, প্রাদেশিক আইনসভা ও জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত এবং কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখায়—আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে—দক্ষ নাগরিক সরবরাহের ভারও শিক্ষায়তনগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের পক্ষে আজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, উদ্ভাবনী শক্তিমান, সাহসী ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের বড় প্রয়োজন।"

এই জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষককুলের উপর। ছাত্রদের তাঁরা

সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গড়ে তুলবেন—এই আশা পোষণ করে তিনি সমবেত শিক্ষকমণ্ডলীকে আহ্বান করে বলেছিলেন:

"It is also for you not only to inculcate in the minds of youths the passion for knowledge and truth and the spirit of reverence, but also to foster in them that love of their motherland—that real patriotism — which impels one to sacrifice everything for the good of one's country."

(ছাত্রদের মনোমাঝে শুধু জ্ঞানান্বেষা, সত্যান্বেষা ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলাই আপনাদের একমাত্র কাজ নয়; তাদের মনে মাতৃভূমির প্রতি সেই ভালবাসা—যাকে বলা যায় প্রকৃত দেশপ্রেম—যা একজন ব্যক্তিকে দেশের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে—তাই জাগিয়ে তুলতে হবে)।

কিন্তু ছাত্রদের চিত্তমাঝে দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত করে তুলতে আহ্বান জানিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, কিংবা নিজের দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি নিজেই সে উদ্দেশ্য পূরণে অগ্রসর হলেন। বছরখানেক পরেই শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন—বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনতম উপাচার্য। উপাচার্য হিসাবে প্রথম সমাবর্তন ভাষণের আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ময়দানে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক উদ্দীপক ভাষণ দেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৫ সালের পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের কোনও রেওয়াজ ছিল না। ১৯৩৫ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকেই প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এবং শ্যামাপ্রসাদের উপাচর্যকালে এটি এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উৎসব কলকাতায় তখন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। "সেদিন সকাল সাড়ে সাতটায় বিভিন্ন কলেজের তিন হাজার ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিল। প্রত্যেক কলেজের নিজ নিজ প্রতীক ও পোষাক ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা ব্যান্ডের তালে তালে রুট মার্চ শুরু করে পুরোভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পতকা নিয়ে। এই পতাকাটি—গভীর নীলের মধ্যে শ্বেত বৃত্তের পরিধিতে লেখা : Advancement of Learning—তার মধ্যে পদ্ম ও বাংলা 'শ্রী' অক্ষরটি লেখা—কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম কেনও পতাকা ছিল না। শ্যামাপ্রসাদই এ পতাকার প্রবর্তক। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শোভাযাত্রা করে ময়দানে অনুষ্ঠানস্থলে যায়।" সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং অনেক বিশিষ্ট নাগরিকগণ। ছাত্রদের কুচকাওয়াজ ও শরীরক্রীড়া প্রদর্শন ছিল উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

"আমি ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চাই এবং তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠুক তা চাই। তাদের সংগঠন-প্রতিভা জাগ্রত হয়ে যেন জীবনের কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হতে তাদের সাহায্য করে।" সেদিন সকলে ময়দানে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের কাছে শ্যামাপ্রসাদ যা বলেছিলেন সে ছিল তাঁর প্রাণের কথা; তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সেই কথাগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। তিনি ছাত্রদের সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন এবং তাদের মঙ্গলময় ও গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য যে-আশা পোষণ করেছিলেন তা হল:

"to develop them into men, strong and self-reliant, hard-working and fearless, proud of their national culture, but not narrow in their outlook, anxious to promote peace and happiness, filled with a lofty idealism, but not swayed by class hatred or unthinking emotion — men who will be the worthy leaders of a new Bengal, who will carry the torch of learning and freedom to the lasting glory of their beloved motherland."

(ছাত্রদের বলিষ্ঠ, আত্ম-নির্ভরশীল, কঠোর পরিশ্রমী, নির্ভীক ও জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে। তাদের হৃদয় উচ্চ আদর্শে ভরপুর থাকবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুদার হবে না। তারা শান্তি সুখ বিবর্ধনে একান্ত আগ্রহী হবে। অপর শ্রেণীর প্রতি তারা ঘৃণা পোষণ করবে না এবং পূর্বাপর চিন্তাহীন ভাবাবেগে তাড়িত হবে না। তারা নতুন বাংলার তেমনই নায়করূপে গড়ে উঠবে—যারা শিক্ষা ও স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা বহন করে প্রিয় মাতৃভূমির স্থায়ী গৌরব বর্ধনে আত্মনিয়োগ করবে)

## পাঁচ

ছাত্রদের এরকম আদর্শ মানুষরূপে তৈরি করার স্বপ্ন তিনি আজীবন পোষণ করতেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণে (১৯৩৬) তাঁর নিজস্ব শিক্ষাভাবনাকে পাঁচটি আদর্শরূপে অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেন। এগুলি হল:

1. "Our ideal is to provide extensive facilities for education from the lowest grade to the highest, to mould our educational purpose and to draw out the best qualities that be hidden in our youth and to train them intellectually, physically, for devoted service in all spheres of national activity, in villages, in towns and cities."

(উচ্চ নিচ সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ করে যুবশ্রেণীর মাঝে সুপ্ত গুণাবলীর উন্মেষ ঘটাতে হবে; তাদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধন করে জাতিসেবার কাজে নিবেদিতপ্রাণ সেবকরূপে গড়ে তুলতে হবে)

2. "Our ideal is to make widest provision for a sound liberal education, to find the correct synthesis between cultural education and vocational and technical training, remembering always that no nation can achieve greatness by turning its youth into a mere machine-made product with nothing but a material end in view."

(কৃষ্টিমূলক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন করে এমন এক উদার শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হবে যাতে যুবশ্রেণী যন্ত্রে পরিণত না হয়।)

এই শিক্ষা চিন্তা ও আদর্শকে কার্যে রূপদানের ভার যাঁদের উপর বর্তাবে, সেই শিক্ষককুলের কথা—মানুষ গড়ার কারিগরদের কথা তিনি ভোলেননি। বরং মানুষ গড়ার আগে উপযুক্ত কারিগর তৈরি করাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য, সে সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের ছিল স্বচ্ছ ধারণা। তিনি জানতেন যন্ত্রী দক্ষ না হলে যন্ত্র থেকে সঠিক ধ্বনি উত্থিত হয় না। সুতরাং আগে চাই দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক:

3. "Our ideal is to afford the amplest facilities and privileges to our teachers so that they may be endowed with learning and character and freedom and may regard themselves as not only the torch bearers and interpreters of knowledge and conquerors of new realms of thought, but also as makers of men and women, of leaders and workers, true and brave, upright and patriotic."

এখন এই কারিগর বা শিক্ষককুল যে-শিক্ষা দান করবেন, সে শিক্ষা যে দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ও সংযোগ রক্ষা করে চলবে শ্যামাপ্রসাদ সে পথ নির্দেশও করে দেন:

4. "Our ideal is to link up education with the best elements of our culture and civilization drawing strength, wherever necesary, from the fountain of western skill and knowledge."

তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় এবং তাঁর পরিচালনাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি-ধর্ম-নরনারী নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার পাবে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকার কাউকে হতে হবে না—শিক্ষক ও ছাত্ররা সমবেতভাবে এক উদার এবং মুক্ত পরিবেশে সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় ব্যাপৃত হবে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণ প্রয়োজন মতো সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। পারস্পরিক সমন্বয় ও বোঝাপড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে জ্ঞানান্বেষণে নিয়োজিত থাকবে:

5. "Our ideal is to make our universities and educational instittions the home of liberty and sane and, progressive thougts—generously assisted by the State and the public—where teachers and students will meet and work in an atmosphere of harmony and mutual understanding, where none will suffer on grounds of caste, sex, creed and religious or political belief."

শিক্ষাক্ষেত্রে এই হল শ্যামাপ্রসাদের পঞ্চশীল। এই পঞ্চশীল নীতিকে কার্যকর করতে গেলে কী কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ১৯৩৬ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে—এবং সেজন্য কোন কোন প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে ব্যাখ্যাও করেছেন। যেমন:

(1) "First and foremost, a system of education, consistent with the genius of the people of India and suited to modern life and conditions, cannot be fully achieved unless and until India enjoys of political status which will give her the liberty to decide for hereself, what constitute her national needs and how best they can be satisfied."

অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের পক্ষে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে হলে ভারতীয়দের হাতেই তার উপযুক্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে কোন ধোঁয়াশা না রেখে পরক্ষণেই তিনি তাঁর মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন:

"Call it dominion status, responsible self government or *swaraj*—I am not concerned with the nomenclature; I am concerned with the supreme fact that the constitution must give us real and not shadowy rights and powers and enable India to be the mistress of her own destiny."

এ যেন তেরো বছর আগে তাঁর স্বনামধন্য পিতার ঐতিহাসিক উক্তিরই প্রতিধ্বনি—'Freedom first, freedom second, freedom always.' আমাদের মনে রাখা দরকার যে তখন পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতিতে প্রবেশের চিন্তাই করেননি।

দেশের স্বাধীনতা না-থাকলে শিক্ষার স্বাধীনতা সোনার পাথর বাটি বিশেষ। শ্যামাপ্রসাদ সে কথা ভালভাবই জানতেন। বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েও তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়েছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে। বিদেশি প্রভুরা উপনিবেশের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে আন্তরিকতা না-দেখালেও তিনি নিজ দেশের শিক্ষাধারা নিয়ে ছিলেন সদা সর্তক ও অত্যন্ত উদার। বিলাতে আইন পড়ার চেয়ে স্বাধীন ইউরোপীয় দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানার দিকেই তাঁর নজর ছিল বেশি। সেখানে হস্টেলে একই কক্ষবাসী বিখ্যাত ঐতিহাসিকের স্মৃতিকথা থেকে সে ঘটনা জানা যায়:

"It is necessary to explain here that the main object of Syamaprasad Mookerjee's visit to England was not legal distinction. He wanted to acquire first hand knowledge of British and French Universities. He was, therefore, anxious to do the Bar Examinations as quickly as possible and to devote the

rest of his time to the study of western educational systems." (Syamaprasad Mookerjee: A Reminiscence—Dr. Surendranath Sen).

ছাত্র ও যুবকদের সম্পর্কে তাঁর দারুণ উচ্চাশা ছিল। তাদের স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্ম বলে মনে করতেন। কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিন মুক্তকণ্ঠে সে কথা ঘোষণা করে বলেন:

"I have abundant faith in the glory of youth and what I ask from authorities in the name of students of Bengal is that they be given a chance to live, an opportunity to enjoy life and the amplest facilities for the development of their health and character so that in the days to come they may be assets in the furtherance of the highest interests of our motherland."

কিন্তু আশা করে বসে থাকলেই তো হয় না। স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছাত্র ও যুবকদের সুনাগরিকরূপে তৈরি করে তুলতে হলে যে উপযুক্ত পরিবেশ, পরিকাঠামো ও আর্থিক সংস্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন, শ্যামাপ্রসাদ একে একে সেগুলির কথাও বলেছেন:

(2) '... there must be less of degrading poverty and less of disease and pestilence, now nation-wide in extent, which are sapping our vitality and energy and shutting out the inrush of joy, light and beauty into this land of proud and ancient civilization.'

(3) '... the state must spend for more adequately and generously on education in all its grades, than what it has done in the past.'

(4) '...there must be an elaborate system of elementary and secondary education which will form an enduring foundation on which the great structre of university education will be built. Shining like a crown of purposeful achievement drawing inspiration and strength from the abundance of materials wihch the lower stages will bring to its doors.

এ প্রসঙ্গেই শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের মতো ধনী দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রদের ৪০ শতাংশের অধিক ছাত্র অনুদান ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। আর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাথমিক স্তরে তো সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও শতকরা ৮০ জন ছাত্রকে পড়াশোনার জন্য কোনও ব্যয় করতে হয় না।

(5) '...education at every stage should be as cheap as possible while its quality will be maintained at a high level.'

(6) '...while expressing our deepest gratitude to our past benefactors, let us emphasise that the universities must inspire private benefactions on a much wider scale than they have hitherto done.'

এ ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ দেশে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী ও অগণিত দরিদ্রের মধ্যে যে-বিরাট মানসিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধনীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও দরিদ্রদের কায়ক্লেশে জীবনধারণের ফলে যে-শ্রেণীসংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে, সেকথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি ধনীদের ন্যায় বা অন্যায় পথে অর্জিত বিপুল সম্পদের একাংশ দেশের দারিদ্র্যমোচনে, বিশেষত শিক্ষাপ্রসারে, ব্যয় করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

(7) '...there must be a close and honorable connection between education and trade, industry and commerce, so that men trained in different branches of practical skill and knowldege will have a natural scope for their talents.'

(8) '...the Universities must be given the amplest freedom to work out their salvation. We must free education from the under-currents of political and communal strife.'

দেশের পক্ষে হিতকর এবং সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনায় শ্যামাপ্রসাদ এই অষ্টবিধ শর্ত পূরণের কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রথম শর্ত ছিল দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর সর্বশেষ শর্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কোলাহল থেকে মুক্ত রাখা। শেষোক্ত শর্তটি তৎকালীন বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ-পরিবেশ কলুষিত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই উচ্চারিত, সেকথা বলাই বাহুল্য।

## ছয়

কোন কোনও ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাভাবনায় কিছু বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলেও তাঁর চিন্তাজগতে গোঁড়ামির স্থান ছিল না। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজস্ব অভিমত বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তাঁর শিক্ষাভাবনায় ভাষা শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এ বিষয়ে একাধিকবার তাঁর মত পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়। "শ্যামাপ্রসাদের গুরুকুল ভাষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ ও ইংরাজী ভাষার উপর তীব্র বীতরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। ... তিনি বলেন—'শিক্ষাকে তাহার ক্ষেত্র হইতে মূলসহ উৎপাটিত করিয়া বিদেশী রাজশক্তির নির্দেশে অন্য ক্ষেত্রে স্থাপন করিলে উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ... এই শিক্ষার দ্বারা হয়তো দক্ষ অনুকরণকারী একটি জাতির সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে জনকল্যাণ আনা দূরে থাকুক ইহা কোনদিন জনসাধারণকে উন্নত করিতে অথবা অনুপ্রেরণা দিতে পারে না।"

এতদিন পাশ্চার্ত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগী শ্যামাপ্রসাদের এই বিরাগের সঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৪৩ সালে তিনি যখন এই ভাষণ দেন তখন জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম শ্যামাপ্রসাদকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ শাসকদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, মেদিনীপুরে বর্বরোচিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা, পঞ্চাশের মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুতে তাদের নিস্পৃহতা, অবৈধভাবে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে মুসলিম লিগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা ইত্যাদি অন্যায় ও স্বৈরাচার শ্যামাপ্রসাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বদেশভাবনাকে নাড়া দেয়, এবং পরাধীনতার গ্লানিতে তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অবধারিতভাবেই শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁর আলোচনার উপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটে। তিনি বলেন—"যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার বিদেশীর প্রভুত্ব হইতে মুক্ত জাতীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সম্যক মীমাংসা হইয়াছে একথা কোন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়ই স্বীকার করিতে পারেন না। আমরা একটি দুষ্টচক্র (vicious circle)-এর মধ্যে ঘুরিতেছি। উপযুক্ত শিক্ষানীতির নির্ধারণ ও প্রয়োগ ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হইতেছে না, আবার স্বাধীনতা ও নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত শিক্ষানীতির রূপায়ণ করিতে পারিতেছি না।"

পাশ্চাত্য শিক্ষার মতো ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সম্পর্কেও তিনি তাঁর একদা পোষিত অনুকূল মনোভাব ত্যাগ করে উক্ত গুরুকুল ভাষণে বলেন—"ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গবেষণা করিতে চায় এইরূপ সীমিত সংখ্যক ছাত্র ছাড়া অন্য সকলেরই পক্ষে শুধু মাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ে কাজ চালাইবার মত ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট।"

কিন্তু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে প্রায় দশ বৎসরের অথবা স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাভাবনায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। "ইংরাজি যখন আর আমাদের প্রভুদের ভাষা নয় তখন ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে আমাদের অহেতুক ভ্রান্ত সংস্কার থাকা উচিত নয়" বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজি ভাষার তারিফ করে বলেছিলেন—"উহা পৃথিবীর মধ্যে একটি মহত্তম ভাষা। উহার সাহায্যে আমরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করিতে পারি এবং উহাকে বাদ দিলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমাদের দেশাত্মবোধকে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও ইংরাজি ভাষার সহিত আমাদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী যে নিবিড় পরিচয় আছে তাহাকে জাতীয় উন্নয়নের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত শিক্ষাজগতে প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বজায় রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে পারি।"

তিনি সত্য গোপন না করেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "Western education has helped to broaden our outlook, deepen the sense of patriotism and lay the foundation of a political consciousness."

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের ভিত্তিস্থাপন করলেও তার মাঝে তিনি সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতির ছয়া দেখতে পাননি। তাই ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসবে প্রদত্ত তাঁর শেষ সমাবর্তন ভাষণে তিনি নিজস্ব ধ্যানধারণা মতো জাতীয় শিক্ষানীতির এই রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন:

"আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই যাহা সর্বনিম্ন স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। আমরা দেখিতে চাই যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকার দূর করিয়াছে এবং জনগণকে সৎচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সৎকার্যে প্রণোদিত করিয়া ও তাহাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করিয়া তাহাদের অন্তরে জতীয়তাবাদবোধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। আমরা দেখিতে চাই যে মাধ্যমিক শিক্ষা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন ধারায় প্রকৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ততা অর্জন করিয়াছে এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক, হিতকর ও উৎপাদনশীল কর্মের সন্ধান দিতেছে। সর্বশেষ আমরা দেখিতে চাই যে বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সকল শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতেছে ও জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে উচ্চ স্তরের শিক্ষা দান করিতেছে।"

## সাত

অবশ্য সাধ থাকলেও সাধ্যাতীত হওয়ায় তাঁর অনেক আশাই অপূর্ণ থেকে গেছে। তবু তাঁর চার বর্ষব্যাপী উপাচার্যকালে যে-সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গৃহীত ও রূপায়িত হয়, তার অনেকগুলির মধ্যেই শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাভাবনার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়:

(ক) মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা;
(খ) সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণ;
(গ) বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলন;
(ঘ) প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা;
(ঙ) ভি.এল.মিত্র ফাণ্ডের শর্তানুসারে মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠক্রমের সূচনা;
(চ) ছাত্রদের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম;

(ছ) ছাত্রদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে ইনফরমেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড স্থাপন;

(জ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিটার্স ট্রেনিং কোর্স-এর প্রবর্তন;

(ঝ) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সি.ইউ. ট্রেনিং কোর্-এর মাধ্যমে মিলিটারি স্টাডিজ-এর ব্যবস্থা;

(ঞ) ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার জন্য স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার বোর্ড স্থাপন;

(ট) জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ;

(ঠ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য বিস্তৃত জায়গার ব্যবস্থা। আশুতোষ বিল্ডিং-এর উপর নতুন একটি তলা নির্মাণ। গ্রন্থাগারের চার দেওয়াল ফ্রেস্কো চিত্রমালায় সাজানো। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং সেক্ষেত্রে বাংলার অবদানের কথা বিশেষভাবে চিত্রিত।

(ড) ছাত্রদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা। ঢাকুরিয়া লেক-এ ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব স্থাপন। ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা;

(ঢ) ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা;

(ণ) ফলিত পদার্থবিদ্যায় 'Communication Engineering' (এখনকার Information Technology কি?) পাঠক্রম চালু করা;

(ত) চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা;

(থ) কলেজে আই.এসসি. কোর্স চালু করা;

(দ) ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম. এ. পর্যন্ত ভূগোল পাড়াবার ব্যবস্থা;

(ধ) কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা;

(ন) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বয়সের বাধা প্রত্যাহার;

(প) মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিকল্পনা;

(ফ) রবীন্দ্রনাথকে বাংলা বিভাগে 'বিশেষ অধ্যাপক' পদে নিয়োগ এবং বাংলায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান;

(ব) বাংলা ভাষায় পি-এইচ. ডি. গবেষণা দাখিলের অনুমতি প্রদান;

(ভ) যথাযোগ্য মর্যাদা ও জাঁকজমক সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন;

(ম) ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে পরিবর্তন ইত্যাদি।

### আট

উপরে বর্ণিত পঁচিশ দফা কার্য-তালিকার উপর লক্ষ করলে দেখা যাবে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে কেমন সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে দুটি অভিনব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। যেমন—ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে হিন্দি ভাষায় লিখিত পত্রে শুভেচ্ছাবাণী চাওয়া হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় নিম্নোক্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠান:

।।*।। শ্রীরস্তু শুভম্ ভবতু ।।*।।

।।*।। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন।।*।।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনেতিহাসে পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইল; তদুপলক্ষে যে শুভ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমরা আপনাদিগকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রাচীনকালের যুগযুগান্ত-সঞ্চিত স্মৃতিরাশির মধ্যে ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় নিহিত রহিয়াছে। একদিন ভারতের অমূল্য অবদানে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছিল; ইতিহাস সে কথা বিস্মৃত হয় নাই। জ্ঞানের অমল জ্যোতির্বিকিরণে ভারত আবার তাহার স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন অরুণোদয় আবার, প্রতীচীর ঘনায়মান অন্ধতমিস্র-জাল ভেদ করতে পারিবে, এই আশা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পক্ষে হয়তো সুদূরপরাহত নহে। এ জন্য যে নিরলস সাধনার প্রয়োজন, তাহাই আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার লক্ষ্য হউক। আপনাদের এই পুণ্যভূমি ত্রিবেণী-সঙ্গমস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ললিতকলার ত্রিধারা মিলিত হইয়া দেশ ধন্য করুক।

বর্তমানকালে জ্ঞান-বিস্তারের ন্যায় উচ্চ আদর্শ জগতে আর নাই। সেই পুণ্য আদর্শের জ্যোতিতে আপনাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হউক। আপনাদের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রদেশের সহিত একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ ছিল। আজ বিশেষভাবে সেই কথা স্মরণ করিয়া আপনাদের গৌরবে আমরা অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেছি। আপনাদের জ্ঞান-সাধনা অক্ষয় ও জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। ইতি

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ

আবার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাষাতেই নিম্নরূপ অভিনন্দন-বার্তা প্রেরণ করেন:

।।*।। শ্রীরস্তু শুভম্ ভবতু ।।*।।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন।।*।।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য প্রধানাধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সমীপে—

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ জাতির গৌরবজনক এক অসামান্য অবদান। আপনারা এই বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই শুভ উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণের পক্ষ হইতে আমরা আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। শত বৎসর পূর্ব্বে, বর্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষাদানের ও জ্ঞানানুশীলনের যে উদার ও উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শিক্ষাজগতে সে আদর্শ চিরদিনই সমাদৃত হইবার যোগ্য। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে আপনাদের সেই আদর্শের অনুসরণে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে সর্ব্বপ্রথম এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুদূর অতীতে, এই ভারতবর্ষেই তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহও শিক্ষা-সাধন-প্রণালীর অভিনব পন্থা অবিষ্কার করিয়া সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ এক কালে এসিয়া মহাদেশের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা আজ কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য স্বর্গত উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুশীলন ও গবেষণার মুখ্য কেন্দ্র

হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষাপ্রচার ও গবেষণা এত কাল ধরিয়া বিশ্ব-সভ্যতার প্রধান বাহন ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই সম্পন্ন হইতেছিল। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানীর দুই রূপ—হিন্দী ও উর্দ্দু এবং আসাম প্রদেশের অন্যতম লোকভাষা আসামী, এই চারিটি ভাষাকে প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে ও আসামে বিদ্যার প্রসারকল্পে এক অভিনব যুগের অবতারণা করিয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজ-স্বরূপ আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-প্রচার ও জ্ঞান-প্রসারের জন্য 'বিদ্যাবিবর্ধন' এই মূলমন্ত্র শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া বিগত অশীতি বৎসর যাবৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও জগতের অন্য বহু প্রধান বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সাহচর্য্য করিয়া আসিতেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় এই প্রাচ্যভূমি হইতে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, এবং আমাদের আন্তরিক কামনা জনাইতেছি যে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জয়যুক্ত হউক, তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করুক, এবং তাহার শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের আদর্শ কালজয়ী হউক। ইতি শম্ ।।*।।*।।*।। কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, শকাব্দ ১৮৫৮, সংবৎ ১৯৯৩। ১৫ই জুন, ১৯৩৬।।*।।*।। বশংবদ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ।।*।।*।।

পরাধীন ভারতে শ্যামাপ্রসাদ সর্বশেষ সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তবু শিক্ষাই ছিল তাঁর প্রথম পছন্দের বিষয়। উক্ত ভাষণে তিনি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের পথই যেন প্রদর্শন করেছিলেন:

১. শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই পঠনপাঠন চলবে।
২. দেশের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করতে হবে।
৩. ছাত্ররা এমন পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করবে যাতে তারা দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে।
৪. অতীত ভারতের গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার মতোই শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এক স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।
৫. ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি ছাত্রদের মনশ্চক্ষে চিরজাগ্রত থাকবে।
৬. ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের অপরিহার্য উপাদানের সুষ্ঠু ও সঠিক সমন্বয় ঘটাতে হবে।

প্রায় আট বছর পর শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীন ভারতে তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯৫১ সালে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী সমাবর্তন ভাষণে জাতীয় জীবনের 'ব্যাধি' ও তার 'প্রতিকার' সম্পর্কে বলেন: "ভারতের ব্যাধি আজ পার্থিব জীবনের উপাদান সামগ্রীর ন্যূনতা নয়। আধ্যাত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার আজ তার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তার আত্মা খিন্ন, ক্রমেই আরো অবনত হয়ে চলেছে—কোন জয়ের লক্ষ্যে নয়, এমন এক সাংঘাতিক নৈতিক অধঃপতনের দিকে যে ভাবতেও ভয় হয়।

দেশের সরকারও এমনই এক পাপচক্রে বন্দী। নৈতিক আদর্শের সেখানে কোন মূল্য নেই। বড় বড় আদর্শের কথা, সেসব শুধু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের উচ্চ আসন থেকে উপদেশ হিসাবে বিতরণ করবার জন্য। যে-জাতি এক সময়ে এত মহৎ ছিল আজ সেখানে শুধু তার অতীত আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ।

আসল কথা হল যে আমরা আমাদের যথার্থ সংস্কৃতির পথ হারিয়ে ফেলেছি। একটা জাতির সংস্কৃতি, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মোটের উপর বলা যেতে পারে একটা জীবনচেতনার ত্রিবিধ প্রকাশ। তাঁর ভাষায়, "এক রয়েছে চিন্তার দিক, আদর্শের দিক, উর্ধ্বমুখী এষণা এবং অন্তরাত্মার অভীপ্সার দিক; এক সৃজনক্ষম আত্মপ্রকাশের এবং উদার সৌন্দর্য্যবোধের দিক, বুদ্ধি ও কল্পনার দিক; আর এক রয়েছে বাস্তব করিৎকর্ম্মার এবং স্থূলের দিক।" সংস্কৃতির এই তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমটি হল দর্শন এবং ধর্ম্ম নিয়ে; শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, দ্বিতীয়টি নিয়ে; সমাজ ও রাজনীতি তৃতীয়টি নিয়ে। কিন্তু যে মূলভাবটি ভারতবাসীর জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছিল তা হল মানুষের সত্যকার আধ্যাত্মিক সত্তার ও জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ। এই মহান আদর্শ থেকে আমরা সরে গিয়েছি। আজ আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রেরণা যোগায় একটা রক্তমাংসের ক্ষুধা, এমন কি সংস্কৃতির প্রথম দুটি ক্ষেত্রেও আমরা একে ছাড়িয়ে যেতে পারছি না।

তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—আর্ত্ত মানুষ যেখানে এসে শিখবে জীবনের শাশ্বত সত্য সব—বিশেষ সার্থকতা রয়েছে।

যে কাজে আমরা হাত দিলাম তা অতীব দুরূহ। ভরসা রাখি এতে সমস্ত বিশ্বের সাহায্য আমরা পাব। কিন্তু কাজের বাধা এবং জটিলতা সম্বন্ধে আমরা যেন পূর্ণ সজাগ থাকি। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌যাপন করছি এই উদ্দেশ্যে যে এখানে মহত্তম আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত হয়ে উঠবে নরনারী, নবমানবজাতি-সৃষ্টির মহাব্রতে অংশ নেবে তারা। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে না যদি তেমন নরনারী আমরা না পাই যারা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের উপর শুধু ভক্তিই রাখবেন না, তাকে কাজে ফলিয়ে ধরতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবেন। এরকম লোকবল আশ্রমেই রয়েছে—তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব নিতে পারবেন। যে-আদর্শের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, আশা করি তা সমস্ত বিশ্বের নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করবে।"

স্বাধীন ভারতে শ্যামাপ্রসাদ শেষ সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯৫২ সালে। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল গঠন করে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতে তখন তিনি লোকসভার সদস্য। বলতে গেলে লোকসভায় তিনি বিরোধী পক্ষের চূড়ামণি; প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে ও দ্বৈরথে লিপ্ত। রাজনীতির অক্টোপাস বন্ধনে মুহূর্তের বিরাম নেই; তখনও শ্যামাপ্রসাদ কী গভীরভাবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার প্রমাণ মেলে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে। প্রথমে বলেছেন শিক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা:

"শিক্ষার বিষয়ে মৌলিকভাবেই চিন্তাভাবনা করা উচিত। স্বাধীন ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুষ্টি সাধনের প্রয়োজন ছিল একটি অবশ্যিক জাতীয় কর্তব্য। সেখানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উচ্চ শিক্ষার মধ্যে কোন অসমাঞ্জস্য থাকবে না। শুধু তাই নয়, সাহিত্য বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যা, পেশাগত বিদ্যা, এবং কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষার একটা জাতীয় পদ্ধতি হওয়া দরকার; যার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো থাকবে। জোর দিতে হবে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং তার ফলে নিশ্চিত হবে দেশের ঐক্য সংহতি, বৃদ্ধি পাবে শক্তি। স্বাধীনতার পর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগের তুলনায় তার কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।"

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা দূর করার কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। ফলে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সমগ্র দেশকে ঘিরে ধরেছে। অথচ শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষার মাধ্যমেই যে এসব অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা যায় সে ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন:

"আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি এখনও মানুষের মনকে প্রেরণা দিতে সক্ষম। আমাদের বিশাল মানব সম্পদ, অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্য, নতুন ভাব আত্মসাৎ করার অসামান্য সামর্থ্য রয়েছে। তাই আসুন, সব ধরনের বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও আমাদের মাতৃভূমিকে এক মহান দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পরস্পরকে সব রকমের সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিই। বিশ্বশান্তির জন্য, সকলের সুখ ও আনন্দের জন্য, এক শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলি।"

সুতরাং শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাভাবনার সার কথা হল—এমন একটি শিক্ষানীতি উদ্ভাবন ও অনুসরণ করা যার মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তোলা—ভারতপ্রেম হবে তাদের বীজমন্ত্র আর জ্ঞানে-গুণে-গরিমায় ভারতমাতাকে জগতের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠা করা হবে তাদের জীবনের লক্ষ্য।

পরবর্তীকালের শ্যামাপ্রসাদ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়লেও সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা তাঁর শিক্ষাভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি বা তিনি করতে দেননি। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

পুনরুক্তি হলেও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে শ্যামাপ্রসাদ মূলত ছিলেন শিক্ষাবিদ। তাঁর ভূয়োদর্শী পিতা কৈশোরেই তাঁর মাঝে সে সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন—"Asutosh found in Syamaprasad some qualities of mind and character which, he thought, would make him a good educationist. In a letter to Pat Lovett, editor of Capital dated July 23, 1923, he wrote about his young son. 'He has the making of a man in him...' It was not a fond father's affectionate estimate of a beloved son. As later events proved, it was a wise man's correct assessment of a promising youth." (Dr. Anil Chandra Banerjee).

আর শ্যামাপ্রসদের নিজের কাছেও শিক্ষাজগৎ ছিল মুক্তির জায়গা। নিজের ডায়েরিতে তাই তিনি লিখেছিলেন:

"My tendencies lay in th sphere of educational administration and I did not feel attracted by the noisy and dusty career of a politician. I thought the best way to serve my country would be through the path of education. (Diary, 2.1.1944)

কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাবে। যে-রাজনীতি এড়াতে চাইলেন, সে রাজনীতিতেই আষ্টেপৃষ্ঠে তিনি জড়িয়ে গেলেন। তার সূচনা শিক্ষাপ্রাঙ্গণেই এবং শ্যামাপ্রসাদের হাতে রূপায়িত পূর্বোক্ত পঁচিশ দফা কর্ম-তালিকার মধ্যে 'ভ' ও 'ম' দফাকে কেন্দ্র করেই। অতি সংক্ষেপে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকটি দীর্ঘ ৭৫ বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করে ডিগ্রি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটের শিরোভূষণ হয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী শ্যামাপ্রসাদের কাছে এটা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উদ্যোগে তিন চার বছরের বিচারবিবেচনার পর ও বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীদের সুপারিশক্রমে প্রতীকের অভ্যন্তরস্থ চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ রাজশক্তির চিহ্ন অপসারণ করে সেখানে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বাংলা 'শ্রী' অক্ষর স্থাপন করা হয়। এই নতুন প্রতীক-শোভিত পতাকা নিয়েই ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠা দিবসের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং ডিগ্রি ডিপ্লোমার শিরোদেশেও এই প্রতীক মুদ্রিত হয়।
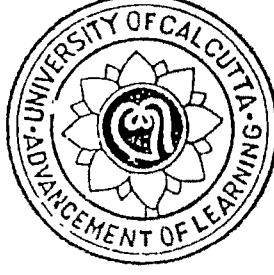
শ্রী-শূন্য শ্রী-যুক্ত শ্রী-হীন সেই প্রতীক

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীকে 'শ্রী' ও 'পদ্ম' নিয়ে তুমুল কোলাহল। কেউ কেউ বললেন, এই প্রতীকে পৌত্তলিকতার ছাপ আছে এবং মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে নিদারুণ আঘাত লেগেছে। মুসলমান রাজনীতিক এবং ছাত্রসমাজও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের আহ্বান জানালেন; কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি তুললেন। ১৯৩৭ সালের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় অভিভাষণ পাঠ করেন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ ধুতি-জামা পরে তার উপর গাউন চাপিয়ে তাঁর সমাবর্তন ভাষণ দেন। কিন্তু 'শ্রী' ও পদ্মের উপর বিরূপ মুসলমান ছত্রসমাজ এই সমাবর্তন বর্জন করে। আমন্ত্রিত হয়েও বাংলার মুসলমান মন্ত্রীরা—ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দি, আজিজুল হক সমেত কেউই সেই সমাবর্তনে হাজির হননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপস করে 'শ্রী' অক্ষরটি তুলে দিলেন। সেই শূন্যস্থলে স্থাপন করলেন সূর্যরশ্মি, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মকোরক।

কিন্তু এ তো শুধু প্রতীক থেকে 'শ্রী'র অপসারণ নয়; বাঙালি জীবন থেকেই শ্রী ও সৌন্দর্যের অবসানের পালা শুরু হল বলা চলে। সংস্কৃতির উপর আঘাতের পর এবার শিক্ষার উপর আঘাতের প্রস্তুতি শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়কে টিট করতে—শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্যকালেই। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন:—

"Then came two black bills. The Calcutta Municipal Bill and the Secondary Education Bill. It was really the latter which forced me out of my academic seclusion. Where education was made the plaything of party and communal politics, I felt it my duty to rouse public opinion. I approached both Sarat Bose and Subhas Bose and requested them to take up the Hindu cause. I asked them to do so, not on any ground of communal favouritism but in order to fight against oppression and injustice. But both were reluctant to stand by the Hindu cause openly."

সুতরাং বসু ভ্রাতৃদ্বয় যখন বিপন্ন হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করলেন, পাছে কেউ তাদের হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলে কটাক্ষ করে; তখন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর উপাচার্যকালের মেয়াদ শেষ করেই নির্দ্বিধায় হিন্দুদের সামনে মাভৈঃ মন্ত্র নিয়ে দাঁড়ালেন। এই হল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণের অন্যতম কারণ।

এরপর রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সে আর এক ইতিহাস।

*(দেশ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা, ৪ জুলাই ২০০১)*

# বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সূচনা

"The University Act, Act No. II of 1857, was passed by the Legislative Council and received the Governor-General's assent on 24 January, 1857."

কোনও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে কিংবা নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে কোন তারিখ ধরা হবে তা স্থির করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে গভর্নর জেনারেল যে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সম্মতি স্বাক্ষর দিলেন সে দিনটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে গণ্য করা হতে থাকে। অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে সাব্যস্ত হল।

ঐ তারিখটি কাগজে কলমেই প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে লিপিবদ্ধ রইল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তা পালন করার তাগিদ দেখা গেল না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর নিযুক্ত হন। ঐ বছরই ১২ জানুয়ারি তারিখে সিণ্ডিকেট সদস্য চারুচন্দ্র বিশ্বাসের প্রস্তাবক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসটি ছুটির দিন হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:

12. Read a letter from Mr. Charuchandra Biswas, C.I.E., M.A., B.L., M.L.A., suggesting that the date on which the Calcutta University was founded should be observed as a holiday every year in the University (in all its departments).

> Resolved–That 24th January be observed as a holiday every year in the University (in all its departments) as the Foundation Day of the University. (Syndicate, 12.1.34)

অনেকের হয়তো জানা নেই যে ১৯৩৫ সালের আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের কোনও রেওয়াজ ছিল না। ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও পতাকা। প্রতীক যেটি ছিল তাতে শোভিত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের চিহ্ন। উপাচার্যপদে বৃত হবার আগেই শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন এবং পতাকা ও প্রতীক পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সন থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। যে জাঁকজকম উদ্যম উদ্দীপনা ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছিল, তার কোনও নজির ছিল না। এই উপলক্ষে ময়দানে সমবেত ছাত্র ও সুধীবর্গের উদ্দেশ্যে শ্যামাপ্রসাদ যে উদাত্ত আহ্বান জানান তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি:

"From every corner of this great province there rises today the anxious qustion, shall we live or shall we die, shall we rise or shall we fall, shall we unite or shall we devide, shall we strive to reconstruct or shall we follow the barren path of destruction. Let me gather in my own the voices of you all who are assembled here today and of those whom you represent and send back the response, we shall live, we shall rise, we shall unite and shall accept the truth and service as the motto of our lives."

নবীন উপাচার্যের পক্ষ থেকে ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি এরূপ আশা ও আশ্বাসের বাণীই কাম্য ছিল। বর্তমান প্রজন্মের অবগতির জন্য সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের এক সচিত্র বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল:

সে বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৪ জানুয়ারি) বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে

কেমন জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় ৩১ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায়—

"সকাল ৭ ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজ হইতে ছাত্রছাত্রীরা প্রেসিডেন্সী কলেজ ময়দানে সমবেত হয়। তথা হইতে তাহারা মার্চ্চ করিয়া কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়া গড়ের মাঠের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রাটির সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা ছিল। অতঃপর—বিভিন্ন কলেজের নিজ নিজ পতাকা ও ফেস্টুন লইয়া ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাণ্ড ও কতিপয় কলেজের ব্যাণ্ডবাদ্যের তালে তালে কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হন। কুচকাওয়াজের সময় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত একখানি গান গাওয়া হয়। ...ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ... এইবারকার অনুষ্ঠানে কতগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত একখানি গান গাহিতে গাহিতে ছাত্রছাত্রীগণ কুচকাওয়াজ করেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণ উহাতে যোগদান করেন নাই। মুসলমান ছাত্রগণকেও এই উৎসব বয়কট করতে অনুরোধ করেছিল। **অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, এইবার ইউনিয়ন জ্যাক ছিল না; অন্যান্য বার ইউনিয়ন জ্যাক থাকিত।"**

সারা দেশে যখন 'ইউনিয়ন জ্যাক' পরাধীনতার প্রতীক হিসাবে সগর্বে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান থেকে তা দূরীভূত করার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের আরও এক মনোজ্ঞ বিবরণ সমসাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পাতায় দেখতে পাওয়া যায়:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস

"রাত্রির চাঁদ ও তারকার জোছনা ছানিয়া সূর্য্যের অরুণ রশ্মি যখন উষার কুয়াশা ভেদ করিয়া ইডেন উদ্যানের দেবদারু বৃক্ষের উপর পতিত হইয়াছিল তখন ভারতের তথা প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যামন্দির সমূহের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সমান তালে পা ফেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার নিম্নে মস্তক অবনত করিল। কুচ-কাওয়াজের সহিত কোনো জাতীয় সঙ্গীত পূর্বে প্রতিষ্ঠা-দিবসে গীত হইত না; ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের এইবার ইহা হইতেও বঞ্চিত করেন নাই। তাই বলি—

বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি
এইবারে যেন নিঃশেষে হয় খালি
অন্তর যেন গোপনে যায় ভরে প্রভু,
তোমার দানে, তোমার দানে,
তোমার দানে।

এ বৎসর আর একটা জাতীয় সঙ্গীতের সমবেত-কণ্ঠের সুর পাইলাম; তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত—যাহা সমগ্র ভারতের বাণী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজিকার নহে। কিন্তু অর্ধ শতবর্ষেরও অনেক পরে মাত্র ১৯৩৫ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রথম উৎসব সম্পন্ন হয়।

এই উৎসব যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্পন্ন হয় তিনি আমাদের জনপ্রিয় ভাইস-চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম ঋত্বিক্ স্যার আশুতোষের পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সমাবর্তন উৎসবে জাতীয় পরিচ্ছদে গমন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার

বাহনরূপে গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট অফ্ আর্মস'এর পরিবর্তন প্রভৃতি সংস্কারের ন্যায় ইহাও তাঁহার নবতম সৃষ্টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্মরণীয় ও পবিত্র। শিক্ষাদান ব্যতীত ছাত্র সমাজকে নানা দিক হইতে মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলা ও বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ছাত্রমণ্ডলীকে একত্র মিলিত হইবার সুযোগ দেওয়াও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়ের চিন্তাস্রোত হইতে প্রথম উত্থিত হয়।

৩০শে জানুয়ারি প্রত্যুষে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে চারি সহস্রাধিক ছাত্র নিজ নিজ বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহদের নিজ নিজ কলেজের পতাকা তলে সমবেত হয়। অতঃপর কলিকাতা নগরীর রাজপথের উপর দিয়া এই বিরাট ছাত্রবাহিনী ধীরগতিতে ময়দান অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। রাজপথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান সহস্র সহস্র দর্শক তাহাদের শুভদিনের জয়-যাত্রাপথে শুভ কামনা জানায়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কলিকাতা আইন কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা বহন করিয়া অগ্রসর হয়। ছাত্রবাহিনী ময়দানে পৌঁছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাণ্ডের ঐকতানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হইলে বেথুন ও আশুতোষ কলেজের কয়েকটি ছাত্রী রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতটি গাহিয়া সাত সহস্রাধিক নরনারীর প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথ রচিত নূতন সঙ্গীতটি এইখানে প্রদত্ত হইল—

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জ্জয় প্রাণের আনন্দে,
চলো মুক্তিপথে
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন—
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন,
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জ্জর বন্ধে।
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়—
মুক্তির জয় বল ভাই,
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই।।
দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি' তিমির দিগন্তের পার

চলো চলো জ্যোতির্ম্ময়লোকে,
জাগ্রত চোখে,
বলো জয় বলো জয় বলো জয়
বলো নির্ম্মল জ্যোতির জয় বল ভাই
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই।।

ইহার পর কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথম বেথুন কলেজের ছাত্রীরা সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া যায়। সেন্টপলস্, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচ্ছদ ও কুচ-কাওয়াজ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্ররা সাদা পা-জামা পরিধান করিয়া কুচকাওয়াজে যোগদান করে। মেডিকেল কলেজ গত বৎসরের ন্যায় এবারও কৃতিত্বের

সহিত কুচকাওয়াজ করিয়াছে। এ বৎসর সর্বপেক্ষা বেশি ছাত্র আসিয়াছিল আশুতোষ কলেজ হইতে। ঐ কলেজের ছাত্রদের পরিধানে ধুতি ছিল। ইউনিভারসিটির ব্যাণ্ড ও ব্যাগ-পাইপ ছাড়া রিপন ও সিটি কলেজের ছাত্ররা ব্যাণ্ড বাজাইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। এ-বৎসর মফঃস্বল হইতে বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র উৎসবে যোগদান করে। কুচকাওয়াজ করিবার সময় সকল কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয় ও পতাকা অভিবাদন করে। অতঃপর কুচকাওয়াজ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন—

"সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিষয়ে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হইয়াছে ... আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই যে আমরা অন্য কাহারও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে প্রতিশ্রুত নহি। আমরা ক্রমশঃ কার্য্যতালিকার পরিবর্তন করিতেছি এবং ভবিষ্যতে কার্য্যতালিকার ক্রম-বিস্তারের প্রস্তাব আসিলে বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি যে, অদ্যকার এই অনুষ্ঠানকে কেবলমাত্র উৎসবের আকার দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসমাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ কর্মের প্রেরণা জাগ্রত হয়। বাঙ্গালার কলেজসমূহের ৪০ হাজার ছাত্রের মধ্যে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মহোদয়গণের চেষ্টায় যদি ছাত্রদের বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন সম্ভব হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা নতুনভাবে গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালাকে আর অপরের নেতৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে না—বাঙ্গালাই তখন নেতৃত্ব করিবে। জাতির মুহূর্তের আহ্বানে বাঙ্গালার হাজার হাজার সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যুবক সত্য, প্রগতি ও একতা এবং স্বাধীনতার পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত থাকিবে। আজ যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোমরা দলে দলে যোগদান করিয়াছ ইহাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে ... জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার সময় সকলেই অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে। প্রাতঃকালীন উৎসব এইখানে সমাপ্ত হয়।

পুনরায় তিনটার সময় স্থানীয় কয়েকটি স্কুলের বহু ছাত্র ড্রিল প্রভৃতি ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করে। তাহাদের মধ্যে দর্শকদিগকে আনন্দ দান করে সরস্বতী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ। বঙ্গবাসী, ল'কলেজ ও সিটির 'প্যারালাল বার' ও আশুতোষ কলেজের ব্রতচারী নৃত্য দেখান হইয়াছিল। ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত স্বয়ং ছাত্রদের সহিত নৃত্য করেন। সর্বশেষে ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য কৃতী ছাত্রদিগকে ইউনিভারসিটি 'ব্লু' ও 'প্রশংসাপত্র' বিতরণ করেন। বাঙ্গালার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এস্, ব্যানার্জিও 'ব্লু' পাইয়াছেন।

সর্বশেষে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কিছু বলেন। সমবেত ছাত্রবৃন্দ তুমুল আনন্দধ্বনির সহিত তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। ভবিষ্যতে এই উৎসব যেন আরো উন্নত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় এই প্রার্থনা করিয়া কবির ভাষায় এইখানে শেষ করি—

"ফের যদি মিলি সবে<br>
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে<br>
সে মিলন আরো যেন ভাল লাগে।<br>
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি,<br>
স্খলন, পতন,<br>
ক্ষমায়, ভুলিয়া আসি।"

(ক্ষেত্রনাথ রায়—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৩)

পরবর্তীকালে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সঙ্ঘবদ্ধ ও সহযোগী মনোভাব, শরীর চর্চার প্রতি মনোযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের এই যে অভিনব প্রচেষ্টা শ্যামাপ্রসাদ চালিয়েছিলেন, তার উপর মন্তব্য করে বলেন:

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সেই বছরই প্রথম প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়েছিল—এবং তখনকার কলকাতায় সে ছিল একটা বড় ঘটনা। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে শ্যামাপ্রসাদ ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন, তাঁর পূর্বে বা পরে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি এবং আজকের দিনে তো কোনো যুবকের পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হওয়া অকল্পনীয় মনে হয়। শ্যামাপ্রসাদের প্রতিভা ও তারুণ্যশক্তির প্রভাব সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবন ও কর্মধারার মধ্যে নানাভাবে ফুটে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের উৎসবটিও তারমধ্যে অন্যতম। সেদিন সকাল ৭-৩০ টায় বিভিন্ন কলেজের তিন হাজার ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিল। প্রত্যেক কলেজের নিজ নিজ প্রতীক ও পোশাক ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে ছাত্ররা রুট মার্চ সুরু করে পুরোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পতাকা নিয়ে। এই পতাকাটি—গভীর নীলের মধ্যে শ্বেত বৃত্তের পরিধিতে লেখা Advancement of Learning–তারমধ্যে পদ্ম ও বাংলা 'শ্রী' অক্ষরটি লেখা—কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম কোনো পতাকা ছিল না, শ্যামাপ্রসাদই এর প্রবর্ত্তক। ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে শোভাযাত্রা শুরু করে ময়দানে উৎসব-স্থলে গিয়েছিল ও শ্যামাপ্রসাদ তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: আমি ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চাই ও তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠুক তা চাই। তাদের সংগঠন প্রতিভা জাগ্রত হয়ে যেন জীবনের কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হতে তাদের সাহায্য করে। সেদিন সকালে ময়দানে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের নিকট শ্যামাপ্রসাদ যা বলেছিলেন সে ছিল তাঁর প্রাণের কথা; তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সেই কথাগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি চান ছাত্রদের সম্পর্কে—"to develop them into men, strong and self-reliant, hard-working and fearless pround of their national culture, but not narrow in their outlook, anxious to promote peace and happiness, filled with a lofty idealism, but not swayed by class hatred or unthiking emotion–men who will be the worthy leaders of a new Bengal, who will carry the torch of learning and freedom to the lasting glory of their beloved motherland."

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে শ্যামাপ্রসাদের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য ছিল, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, কিন্তু কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা নয়, আদর্শবাদ, পরানুকরণ বিরোধিতা ও কোনো মতবাদের চিন্তাহীন দাসত্বেরও বিরোধিতা—দেশজননীর সেবা ও গৌরবের জন্য ব্যাকুলতা। এও লক্ষ্যণীয় যে মানবচরিত্রের মধ্যে যে কটি গুণের বিকাশ সর্বাধিক কাম্য মনে করতেন তা হল সরলতা, আত্মনির্ভরশীলতা, কঠোর পরিশ্রমে আগ্রহ ও নির্ভীকতা।"

(শ্যামাপ্রসাদ—পবিত্রকুমার ঘোষ, যুগবাণী, ৬ এপ্রিল, ১৯৬৮)

# প্রতীক পরিবর্তনে অশুভ প্রতিক্রিয়া
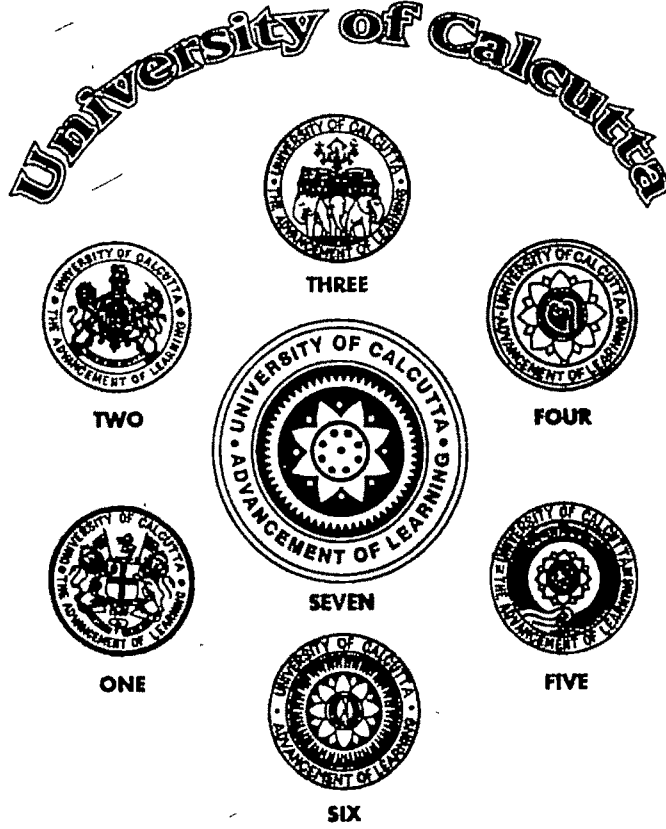
Changing Seals of the University

1  খৃষ্টাব্দে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রদের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিগ্রি দানের জন্য ইউরোপীয় ধাঁচে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকবর্গ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি জ্ঞাপক একটা প্রতীকের (crest/seal) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তত্ত্বাবধানেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হতো। এমতাবস্থায়—

"At a meeting of the Provisional Committee held on 24 January, the necessity of having a seal for the use of the University was discussed. The Committee resolved that William Gordon Young (one of the founder-Fellow and Director of Public Instruction, Bengal)" should cousult with Captain C. B. Young and that the latter be requested to furnish the Committee with a design for the seal." The minute of a subsequent meeting of the Committee, however, show that the designs furnished by Captain Young were unacceptable as "they were of too elaborate a nature" and would not produce a clear impression. Beadon (Cecil Beadon, another founder-Fellow and Secretary to the Government of India) was requested "to procure from Messrs. Hamilton and Company the design of a seal in which the arms of the Hon'ble East India Company should form a prominent feature". (Hundred Years of the University of Calcutta)

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি ও দম্ভের চিহ্ন বক্ষে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রথমে যে প্রতীকটি নির্মিত ও গৃহীত হয়েছিল তার নমুনা, প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবর্ষেই (1857) ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ—যা বর্তমানে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক থেকেও কোম্পানীর শাসনের চিহ্ন অপসারণের প্রশ্ন উঠে:—

"This seal was replaced in 1863 by a new one. On 3 January of that year the Registrar was asked by the Syndicate', to obtain from Messrs. Hamilton & Co. a new University seal on which the Arms of the East India Company should be replaced by the Royal Arms." Evidently the change was necessitated by the transference of the governance of India from the Company to the Crown." (ibid)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চিহ্ন অপসারণ করে এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির চিহ্ন যুক্ত করে যে নতুন প্রতীক স্থির হল, তার নমুনা প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রতীকের মেয়াদ কমবেশী ছ'বছর। দ্বিতীয় প্রতীকটি দীর্ঘ ৬৫ বছরের অধিককাল প্রচলিত ছিল। সামান্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বাংলার মনীষীরা প্রায় সকলেই দ্বিতীয় প্রতীক লাঞ্ছিত ডিপ্লোমাধারী ছিলেন। এককালে রেঙ্গুন থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই ডিপ্লোমাধারীগণ বুক ফুলিয়ে বেড়াতেন।

1928 খ্রীষ্টাব্দে মিঃ দুর্গাপ্রসাদ নামে জনৈক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নিম্নোক্ত মর্মে এক চিঠি লেখে:—

41. Read a letter from Mr. Durgaprasad enquiring if it is permissible for a graduate of the Calcutta University to wear the University Crest in a blazer coat.

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তখন টনক নড়ে। তাঁরা ভাবলেন—তাই তো, দেশ যখন শনৈঃ শনৈঃ স্বায়ত্তশাসন লাভের দিকে এগোচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থা দেশীয় মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তখন ব্রিটিশ রাজশক্তির দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের দ্যোতক সম্বলিত প্রতীকটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিরে শোভা পাওয়া দৃষ্টি নন্দন নয়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। মিঃ দুর্গাপ্রসাদ তাঁদের সুপ্ত বিবেচনাবোধ জাগিয়ে দিলেন। তাঁরা দুর্গাপ্রসাদকে জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রতীক নিয়ে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে, এবং সে সঙ্গে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে একটা নতুন প্রতীকের নকসা তৈরির জন্য অনুরোধ জানালেন:—

Ordered—

(1) That Mr. Durgaprasad be informed that the question of a Univeristy Crest is under consideration.

(2) That Prof. Abanindranath Tagore, C.I.E. D.Litt., be requested to furnish the Syndicate with a design for a University Crest.

(Syndicate, August 10,1928).

কিন্তু শিল্পগুরু সে সময় তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রতীকের নক্সা তৈরিতে তাঁর অসামর্থ জ্ঞাপন করে লেখেন:—

23. Read a letter from Professor Abanindranath Tagore, C.I.E., D.Litt, stating in reference to this office letter No. Misc $\frac{1285}{25}$, dated the $\frac{18th}{20th}$ August, 1928,

that it will not be possible for him, at present, to draw any design for the University Crest, as he is suffering very badly from writer's cramp, and that, if desired, he may suggest names of artists who will undertake to do the work under his guidance.

Ordered—That the matter be brought up for consideration after the Pujah Holidays. (Syndicate)

তখন পূজার ছুটির বেশি দেরি নেই। তাই ব্যাপারটি নিয়ে বিচার বিবেচনা পূজার ছুটির পর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হল। তাঁরা হয়তো মনে মনে আশা পোষণ করে থাকবেন যে ততদিনে শিল্পগুরু সুস্থ হয়ে উঠবেন।

পূজার ছুটির পর বিষয়টি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া শুরু হল। কারণ, দুর্গাপ্রসাদ ইতিমধ্যে আর একখনা চিঠি লিখে জানতে চাইলেন প্রতীকের ব্যাপারটা কতদূর কি হলো। শিল্পগুরুর পূর্বোক্ত চিঠি সমেত দুর্গাপ্রসাদের চিঠিও সিন্ডিকেটে পেশ করা হল:—

48. Read also a letter from Mr. Durga Prasad, enquiring in reference to this office letter No. Misc $\frac{1286}{25}$, dated the $\frac{18th}{20th}$ August, 1928, in which he was informed that the question of a University Crest was under consideration, whether a design has now been approved.

Resolved—That Prof. Abanindranath Tagore be again requested to favour the Syndicate with a design for the University Crest.
(Syndicate, Nov. 30, 1928).

অবনীন্দ্রনাথ প্রতীকের নকশা তৈরি করেছন কিনা বোঝা গেল না; তবে দেখা যাচ্ছে, মাসখানেক পর বাংলা সরকারের Consulting Architect Mr. W. I. Keir, A. R. J., B. A. মহাশয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে চিঠি লেখালেখি করেছে।

10. Read a letter from Mr. W. I. Keir, A.R.J., B.A., Consulting Architect to the Government of Bengal, Public Works Department, forwarding in reference to this office letter no. Misc. 3142-25 dated the 18th December, 1928, a sketch suggestion in connection with the design for the University Crest.

Resolved—That subject to slight modification the sketch of the University Crest as suggested by Mr. W. I. Keir be accepted.
(Syndicate, January 4, 1929)

কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে নিম্নরূপ সংশোধিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল:—

2. In supersession of the orders of the Syndicate on item No. 10 of the Minutes, dated 4th January, 1929, it was resolved–

That the matter be further considered on a further report from Mr. Keir.
(Syndicate, January 11, 1929)

প্রায় মাস দুই পর Mr. Keir-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠি বিবেচনার পর সিন্ডিকেট তাঁকে প্রতীক ও সীলমোহরের নকসা তৈরির অনুরোধ জানায়:—

33. Read a letter from Mr. W. I. Keir, A. R.J. B. A., Consulting Architect to the Government of Bengal, on the subject of the University Crest.

Ordered—That Mr. Keir be requested to prepare drawings both for purposes of a crest and a seal. (Syndicate March 1, 1929)

Mr. Keir-কে এই অনুরোধ জানানোর প্রায় এক বছর পর প্রতীকের মুদ্রিত নমুনা সিন্ডিকেটে পেশ করা হয় এবং তার উপর সিদ্ধান্ত হয়:—

4. The Offg. Registrar placed before the Syndicate prints from the new University Seal.

Resolved—

(1) That the design for the University Seal be approved.

(2) That the design for the Crest and Badge be forwarded to Mr. T. Edmondson for favour of completion of details.

(Syndicate, 7.3.1930)

বোঝা যাচ্ছে, Mr. Keir প্রতীকের যে নকসা তৈরি করেছিলেন তাকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য তাঁরই স্থলাভিষিক্ত Mr. Edmondson-এর কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হল। Mr. Edmondson বেশি দেরি না করে মাস দুয়েকের মধ্যে সংশোধিত প্রতীকের মুদ্রিত নকসা পাঠান এবং সেটি সিন্ডিকেটে পেশ হলে তা অনুমোদিত হয়:—

48. the Registrar placed before the Syndicate a blue print of the refomed University Seal as revised by Mr. Edmondson, the Offg. Consulting Architect, Government of Bengal.

Resolved—

That the sketch of the University Seal as revised be approved.

(Syndicate May 16, 1930)—প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্যার আশুতোষের আমলে প্রথম Hardinge Professor of Higher Mathematics ছিলেন Prof. W. H. Young. 1930 সালে তিনি লন্ডনবাসী। তাঁর পুত্র Mr. James D. E. Young তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের Coat of Arms-এর একটি নমুনা চেয়ে পাঠান। সে চিঠির উপর সিন্ডিকেট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেয়:—

17. Read a letter from Mr. James D. E. Young writing on behalf of his father Professor W. H. Young, D. C., F.R.S. (President of the Internatonal Union of Mathematics), whther it would be possible to send him a small coloured copy (with the propoer colours) of the Coat of Arms of the University of Calutta which it is wished to paint into a portrait, and stating also that he would be glad to have the bill for this copy.

Ordered—

That a copy of the sketch of the proposd University Seal be forwarded to Mr. James D. E. Young with the intimation that the University has no Coat of Arms as yet. (Syndicate May 9, 1930)

এই প্রতীক পরিবর্তন নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল উপাচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের কার্যকালের (8 আগষ্ট 1926-7 আগষ্ট 1928) অন্তিমলগ্নে। আর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা গেল পরবর্তী উপাচার্য ডঃ ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্টের দুই বছরব্যাপী কার্যকালের (8 আগষ্ট 1928-7 আগষ্ট 1930)

কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে যে প্রতীক শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল তার আয়ু বেশিদিন স্থায়ী হল না। মাস তিনেক পর মিঃ সুহরাবর্দী কাজে যোগদান করেই এই প্রতীকের ব্যবহার স্থগিত করে দেন বলে মনে হয়। চিত্রে ভাস্কর্যে জীবন্ত প্রাণীর মূর্তির উপস্থিতি ইসলাম ধর্ম ও বিশ্বাস বিরোধী বলে প্রতীকে তিন তিনটি হস্তিমূর্তির অবস্থান হাসান সাহেবের কাছে প্রীতিপ্রদ না ঠেকাই স্বাভাবিক।

সুতরাং আবার চলল নতুন প্রতীকের সন্ধান। গঠিত হল আর একটি কমিটি। এর সদস্যরা হলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক খ্যাতনামা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ, ডঃ এ. এইচ. হার্লে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পী ও অঙ্কনবিদ্যা বিশারদদের মতামত নিয়ে একটি প্রতীক অনুমোদন করেন (প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এবং এই প্রতীক নির্বাচনের কারণ হিসাবে সিন্ডিকেটের কাছে পেশ করা নিজেদের প্রতিবেদনে তাঁরা বলেন:—

89. Read the following report of the Committee appointed by the Syndicate to consider the proposed design of the University Seal and of the University Crest to be worn on Sports Coats:–

**REPORT**

We, the Members of the University Seal Committee, beg herewith to submit our report and recommendation.

The Committee sat for four times. Appropriate devices were discussed, and some of the prominent artists of Bengal were requested to help in the matter by making designs for the Seal. Mr. Ramendranath Chakrabarti, Head Master, Government Art School, Calcutta, acting under the direcion of Mr. Mukul Chandra Dey, Principal of the school, Mr. Nandalal Basu, Director of the Kalabhavana of the Visvabharati, and Mr. Ardhendu Banerjee, very kindly participated. Designs submitted by these gentlemen were discussed. Mr. O. C. Ganguly was also informally consulted.

The Committee is unanimous in recommending the design executed by Mr. Ardhendu Banerjee, which is submitted herewith. In preparing his design, Mr. Banerjee followed certain principles which the Committee thought should be kept in mind. The design was to be symbolical of learning and education-the symbolisation having a general appeal for all people of education and culture, and besides it was to be simple in execution. Further, as the University has been provincialised, there should be some symbolisation or reference to Bengal. From the above point of view, the present design appears to the Committee to fulfill all requirements. The Sun in the design signifies the light of education and the lotus stands for the mind and emotions which benefit by the light. The rivers of Bengal–the tributaries and the breaches of the Ganges are represented by the waterline from which the lotus springs-three lines on one side and seven on the other. Bengal is over ninety percent Bengali-speaking, and hence the inclusion of the translation of the University motto–*the advancement of learning* will give a specially provincial and Bengali *cachet* to the seal of Bengal's premier Uniersity. The Bengali lettering above also is artistically necessary, to prevent the design from looking too flat and formal. For the same reason, within the pericarp of the lotus has been placed a little foliage design shaped like the Bengali letter 'শ্রী' which means 'Prosperity, Beauty", an idea which will go well with the mind and the emotions typified by the Lotus.

For a sports coat badge or for a University banner, we propose the same design in the following colours–the ground to be black, the Sun in gold, the outlines of the lotus in red, the stalks of the lotus in green and the water–lines

in blue. Below the design, the letters 'C.U.' are to occur in red, standing for Calcutta University. The motto either in Bengali or in English need not feature in the sports coat.

We trust that the above design, which has been very artistically conceived and executed, will be accepted by the Syndicate.

Mr. Ardhendu Banerjee, who spared no pains in making the design and who cheerfully submitted a number of finished drawings, has executed his task well, and, if the University accepts his design, we suggest that a suitable remuneration be paid to him (a sum of one hundred rupees at least) out of the funds of the University.

Mr. Mukulchandra Dey, now out of Calcutta on Medical leave, approved the design herewith recommended, when the Committee met last.

SENATE HOUSE
The 6th August, 1931

STELLA KRAMARISCH
A. H. HARLEY
SYAMAPRASAD MOOKERJEE
SUNITI KUMAR CHATTERJI

Resolved—
That the report be adopted and that the Board of Accounts be requested to provide Rs. 100 for payment as honorarium to Mr. Ardhendu Banerjee for preparing the designs.

Resolved Further—
That the thanks of the University be conveyed to the gentlemen who were consulted in the matter and who have helped the University with designs of the Seal and the Crest now and also in the past.

প্রতীকের নকশা অনুমোদনের পর তার ব্লক তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফরম ও ডিগ্রি ডিপ্লোমায় তা মুদ্রিত করতে হবে। এ সম্পর্কে Press and Publion Committee'র কার্য বিবরণীতে দেখা যায়:

12. The Registrar plaed before the Committee the following estimate of cost for preparing line blocks in zinc and copper of the new University seal and crest.

Indian Photo Engraving Co-For new Seal, in three different sizes, at Rs. 3 each.

For Sports Badge - in 5 colours at Rs. 25 per set.

Requirements - Seal - 3 each kind.

Badge - One set of blocks.

Resolved—That the estimate be accepted. (Syndicate, 21.8.31)

প্রতীকের ব্লক তৈরির খরচ তো অনুমোদন হল; কিন্তু মনে হচ্ছে এই নতুন প্রতীকও উপাচার্য সুহরাবর্দী সাহেবের মনোমত হয় নি। তাই তাঁর নির্দেশে রেজিস্ট্রার ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের নমুনা সংগ্রহ করেন। সে খবর সিন্ডিকেটকে জানিয়ে তিনি জানতে চান যে লন্ডনে হেরাল্ডস্ কলেজের রেজিস্টারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের জন্য কয়েকটি বিকল্প নমুনা তৈরি করে পাঠাবার অনুরোধ করা হবে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজের জন্য তাকে যে কিছু সাম্মানিক দক্ষিণা দেবে, তাও জানান হবে।

58. The Registrar reported that at the request of the Vice-Chancellor he had obtained sketches of seals of different Universities in India and enquired whether the Registrar, Herald's college, London, might be requested to furnish the University, on the understanding that the University would pay him honorarium for the work.

Resolved—

That the following letter be addressed to the Registrar, Herald's College, London:–

To
THE REGISTRAR.
HERALD'S COLLEGE
LONDAN

SIR,

I have the houour, by directon of the Vice-Chancellor and the Syndicate, to enqire if your will be good enough to undertake to design alternative sketches of an appropriate crest of the University, and if so, to let me know what fee will be charged.

I am sending herewith copies of crest of the different Universities in India and of our own University, together with some of the sketches for our University, none of which have yet been approved of. I am also sending a copy of the report of a Committee which was appointed for the purpose together with a note on the sbject from Dr. Hasan Suhrawardy, O.B.E., M.D., F.R.C.S.I., D.P.H., Vice-Chancellor of the University.

We want an expression of Indian Culture and to retain "the Advancement of Learning" as our motto. The crest is to be a non-denominational character.

I have the houour to be
Sir,
Your most obedient servant,
A. N. Mukherjee,
Registrar.

(Syndicate, Nov. 28.1931)

উদ্ধৃত চিঠির ভাষ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রতীক নির্বাচনের জন্য গঠিত পূর্বোক্ত কমিটির মতামতের সঙ্গে উপাচার্য সুহরাবর্দী সাহেব এক মত নন। যার ফলে কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুসারে প্রতীক নির্মিত ও অনুমোদিত হলেও উপাচার্যের নির্দেশে সেটি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হতে পারেনি। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্যোতনা এবং বাংলায় 'বিদ্যা বিবর্দ্ধন'-মুসলমানের কাছে ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য হতে পারে। সুহরাবর্দী সাহেবও তার ব্যতিক্রম নন। তাই এই কেঁচে গন্ডুষ।

প্রতীক নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এই টানাহ্যাঁচড়ার খবর বিলাতেও পৌঁছে গেছে। হেরাল্ড'স্ কলেজের রেজিস্ট্রারকে লেখা চিঠি থেকেও কোনকোনও প্রতীক তৈরির প্রতিষ্ঠান এ খবর জেনে থাকতে পারে। এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পেল:—

3. Read a letter from A.H.S. Howerd, Esq., M.C., Norrey King of Arms and Registrar, College of Arms, London, forwarding a form of application to the Earl Marshal and stating that a sum of £ 76-10 being the fee payable for

obtaining a Warrant from the Earl Marshal for grant of Armorial Bearings by Letters Patent to the University of Calcutta may be sent to him, on receipt of which, he will proceed to prepare sketches and designs for the University Crest and will put them before the Syndicate for their approval as quickly as possible.

> Resolved— That the Syndicate do not consider it necessary to incur the cost and change the present University Crest with Coat of Arms.
> (Syndicate, May 17,1933)

প্রতীক নিয়ে এই টালবাহানা চলতে চলতে ডাঃ সুহরাবর্দীর চার বছরের কার্যকাল শেষ হল (7 আগষ্ট, 1934)। পরবর্তী উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলেন 8 আগষ্ট 1934 থেকে। ঐ বছর 12 জানুয়ারি তারিখে সিন্ডিকেট সদস্য চারুচন্দ্র বিশ্বাসের প্রস্তাব ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসটি ছুটির দিন হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল:—

12. Read a letter from Mr. Charuchandra Biswas, C.I.E., M.A., B.L., M.L.A., suggesting that the date on which the Calcutta University was founded should be observed as a holiday every year in the University (in all its departments).

> Resolved— That 24th Juanuary be observed as a holiday every year in the University (in all its depatments) as the foundation Day of the University. (Syndicate, 12.1.34)

শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্যপদে যোগদান করে ভাবলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস শুধু ছুটি উপভোগের দিন নয়, এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হওয়া উচিত। তদনুসরে ঐদিন কলকাতাস্থ সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ময়দানে সমবেত হয়। এবং ব্যান্ডের বাজনার তালে তালে সমবেত শোভাযাত্রা কুচকাওয়াজ ও শারীরিক ক্রিড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করে। এ সবের প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, ভ্রাতৃত্বভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা। বলাই বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 74 বছরের ইতিহাসে এ এক অভিনব প্রচেষ্টা।

প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মহৎ এবং প্রতিষ্ঠা দিবসের ছুটির দিনটি যে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচীর মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়ে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সব চেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব পতাকা নির্ধারণ ও তার মাঝখানে খোদিত ৪ নং প্রতীকটি। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই পতাকা নির্ধারণ করেছিল প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপনের জন্য গঠিত Foundation Day Celebration Committee. সিন্ডিকেট কার্যবিবরণীতে তার উল্লেখ রয়েছে:—

5. the Registrar plaed before the Syndicate the design for the University Flag and the University Seal as suggested by the foundation Day Celebration Committee, the proceedings of which were confirmed by the Syndicate on the 11th January, 1935.

> Resolved— That the design be approved for the University Flag as well as for the University Seal.
> (Resolution at a Special Syndicate meeting held on 12.1.35)

অনুষ্ঠান তো জাঁকজমকের সঙ্গে সমাপ্ত হল; কিন্তু এই প্রতীককে কেন্দ্র করে ঈশানকোণে একটু কালো মেঘের সঞ্চার হল অনতিকালমধ্যে—ভবিষ্যতে যা বাংলার শিক্ষাজগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলা যাক।

এই অনুষ্ঠানের খরচ মেটাতে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয় এবং গৃহীত হয় এবং সেনেটের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়:—

52. Read the proceedings of the meeting of the Committee appointed by the Syndicate to consider arrangements for the celebration of the University Foundation Day, dated the 10th January, 1935.

Resolved—

(1) that the proceedings be confirmed.

(2) that the Syndicate recommend to the Senate that an additional grant of Rs. 1250 be sanctioned for the celebration of the University Foundation Day.

Ordered—That the matter be placed before the Board of Accounts in the first instance to indicate the source from which the expenditure is to be met. (Syndicate dated 11.1.35)

যথা সময়ে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেনেটের কাছে পেশ করা হল। পেশ করলেন সেনেটের অন্যতম সদস্য চারুচন্দ্র বিশ্বাস। প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেন:—

29. Mr. Charuchandra Biswas moved that an additional grant of Rs. 1,250 be sanctioned in connection with the celebration of the University Foundation Day, the amount to be met out of the closing balance of the Fee Fund.

N. B.–The observations of the Board of Accounts on the subject are as follows:–

"That the additional grant be sanctioned with the approval of the Senate, out of the closing balance of the Fee Fund."

He said : The Board of Accounts, you will observe, approved of this appropriation from the closing 'balance. You will remember that the Senate sanctioned a sum of Rs. 1,500 originally for this purpose. But a further sum of Rs. 1,250 is now necessary. It is hoped that this will suffice to meet all the expenses which have been incurred. I take this occasion to draw the attention of the Members of the Senate to the crest which was displayed for the first time on the Maidan in connection with the University Foundation Day Celebration. From henceforth this will be the University Crest. It was a happy thought on the part of the Senate to have thought about celebrating the Foundation Day of this University and those who were there to witness the celebration were fully satisfied that the expenditure was justified. (Senate, 26.1.35)

আর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রস্তাবকের অবদান এবং অনুষ্ঠানের অভাবনীয় সাফল্য বর্ণনা করে বলেন:—

Rai Bahadur Prof. Khagendranath Mitra in seconding said : I wish to say only one word, viz, that Mr. Biswas has not mentioned his own name. I should tell you that it was a thought that emanated from Mr. Biswas that the Foundation Day of the University should be observed as a holiday.

The manner in which the celebration has taken place is known to most members of the Senate. I think that after what has happened, the members of the Senate can only wish that this celebration should be perpetuated. The amount

that has been sanctioned for the purpose does not represent even the tenth part of the success which the organisation achieved on the Maidan on the morning of the 24th January last. (Senate, 26.1.35)

তারপরই বলতে উঠে বেসুরো গাইলেন সেনেট সদস্য Mr. Husayen Shaheed Suhrawardy–পরবর্তীকালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধিতা করলেন না বটে; কিন্তু সে সঙ্গে প্রতীক অনুমোদনের প্রশ্ন জড়িত থাকলে তাতে তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। তাছাড়া প্রতীকের গঠন, তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কেও তাঁর সংশয়ের কথা জানাতে ভুললেন না। তার বক্তব্যেই তাঁর মনোভাব প্রকট:—

Mr. Husayen Shaheed Suhrawardy : Obviously I do not desire to oppose the motion but I should like to know whether this grant which is sanctioned will also mean that we shall have to consent to this crest being the crest of the University. I should very much like to have some person who is conversant with the art of heraldry to take the matter in hand and to delineate the lotus more like a lotus than has been depicted here. What is the precise significance of the figure in the scence with the red band? Perhaps it should be done by those who know to draw a lotus properly. But to laymen like me, it does not seem to us that we have ever seen a lotus of this description. I hope we have not committed the University to that banner once for all and that it may happen that in course of time the University may be able to produce a crest which will be more recognisable than the present one. (Senate. 26.1.35)

দৃশ্যতই তাঁর এই বক্রমনোভাবে উপাচার্য (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) বিরক্তি বোধ করেন। তিনি সুরাবর্দীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : প্রতীকের মর্মার্থ কি সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর বড় ভাই অধ্যাপক হাসান সুহরাবর্দীকে (বাগীশ্বরী অধ্যাপক) একটা 'নোট' তৈরি করে তাঁর কাছে পাঠাতে বলবেন, তাহলেই প্রতীকের মর্মার্থ বুঝতে তাঁর অসুবিধা হবে না:—

The Vice-Chancellor : The point raised by Mr. Suhrawardy does not arise. Mr. Biswas drew the attention of the Members of the Senate to the crest and flag used in connection with the Foundation Day Celebration of the University. With regard to its interpretation and the exact position of the lotus I shall ask Prof. Shahid Suhrawardy. Professor of Indian Fine Arts, to draw up a note on the subject and send it to Mr. Suhrawardy. I may add the design is the result of prolonged thought bestowed on the question by distinguished artists. I shall now put the motion to the vote.

The motion was put and carried. (Senate, 26.1.35)

শ্যামাপ্রসাদ ও সুরাবর্দীর মধ্যে এই যে সংঘাতের শুরু তার জের চলেছিল 1947 সালে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত। বোঝা যাচ্ছে পরবর্তীকালে মুসলমান ছাত্ররা যে দলবদ্ধভাবে সমাবর্তন উৎসব বর্জন করেছিল, তারও নাটের গুরু ছিলেন সুরাবর্দী। আর 1937 সালে শ্যামাপ্রসাদ যে শিক্ষামন্ত্রীত্ব লাভে বঞ্চিত হন, তার পেছনেও ছিল এই 'প্রতীকী' বিবাদ। যা হোক, ব্যাপারটা আপাতত মিটল। কিন্তু প্রতীকটি দেখতে সুদৃশ্য হলেও তার অভ্যন্তরস্থ শিল্পকর্ম যে একটু জবড়জং গোছের হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। ফলে প্রতীকের মধ্যস্থিত শিল্পকর্মের কিছুটা কাটছাট করে পদ্মোপরি 'শ্রী' অক্ষর সুস্পষ্ট করে প্রতীককে অনেক সহজ ও সরল করা হয় (প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম চিত্র দ্রষ্টব্য)।

1937 সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। 1937 সালের বার্ষিক সমাবর্তনে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দানের আহ্বান জানান। কবিগুরু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বাংলায় তার ভাষণ দান করেন। শ্যামাপ্রসাদ ধুতি জামা পরে তার উপর গাউন চাপিয়ে তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাঙালীকরণ সভায় অনুপস্থিত ছিল মুসলমান ছাত্ররা। 'শ্রী ও পদ্মের' একত্র সম্মিলনে বিক্ষুব্ধ মুসলমান ছাত্রগণ দলবদ্ধভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করে। এমনকি মন্ত্রীরাও একজোট হয়ে অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকেন। কবিগুরু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের এই অসৌজন্য প্রকাশকে লক্ষ্য করে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক লেখেন:

**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল**

কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী সম্মান বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই কন্‌ভোকেশ্যনে বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক এবং আর পাঁচজন মুসলমান মন্ত্রীর মধ্যে একজনও উপস্থিত হন নাই। ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমানে বঙ্গীয় বিধানসভার স্পীকার মৌলবী আজিজুল হকও অনুপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। অপর দুইজন হিন্দু মন্ত্রীর অনুপস্থিতি আকস্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মুসলমান মন্ত্রী ছয়জন ও মুসলমান স্পীকার, সকলেই যে অনুপস্থিত হইলেন, ইহা কি আকস্মিক? আকস্মিক হওয়াটা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আকস্মিক না হইলে তাঁহারা কি কারণে এই প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলেন? মানুষ কাহারও উপর বিরক্ত হইলে তাহার ক্ষতি করিতে, তাহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে। সাতজন মুসলমান রাজকর্মচারী কনভোকেশ্যনে উপস্থিত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না। তাহাকে জব্দ করিবার ও তাঁহার ক্ষতি করিবার অস্ত্র মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে আছে। কিন্তু সেই অস্ত্র প্রয়োগে বোধ হয় তাঁহারা হিন্দু মন্ত্রীদের সম্মতি পান নাই। হয়ত তাহাই এই নিষ্ফল বিরক্তি প্রকাশের কারণ।

মুসলমান মন্ত্রীরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অসন্তুষ্ট, তাহা নানা কারণে অনুমিত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিলের খসড়া লইয়া তর্কবিতর্ক এবং "শ্রী" ও "পদ্ম" সম্বন্ধে আলোচনা এই রূপ অনুমানের কারণ (প্রবাসী, চৈত্র 1344)।

স্পীকার স্যার আজিজুল হক ও প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ছাড়া অনুপস্থিত আর পাঁচজন মুসলমান মন্ত্রী হলেন—খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা হবিবুল্লা, নবাব মোশারফ হোসেন, হোসেন সুরাবর্দী ও সৈয়দ নৌশের আলি। আর দু'জন হিন্দু মন্ত্রী হলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়।

তবে এই নিরানন্দ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একমাত্র সান্ত্বনা হল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত সানন্দ অভিনন্দন বার্তা :—

71. Read a letter dated the 27th August, 1937 from the President, Bangiya Sahitya Sanmilan, Calcutta, forwarding the following resolution adopted at the 20th Session of the Bangiya Sahitya Sammilan, held at Chandarnagore, Bengal, on the 23rd February, 1937:–

"Resolved that this Conference begs to convey to the authorities of the Calcutta University its cordial thanks for allowing Prof. Biman Bihary Majumdar to submit his doctoral thesis in Bengali and for inviting Dr. Rabindranath Tagore to deliver for the first time in the annals of the Calcutta University, his Convocation address in Bengali."

Ordered—To be recorded. (Syndicate, 4.9.37)

প্রকাশ থাকে যে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদারকে সর্বপ্রথম বাংলায় পি. এইচ. ডি. থিসিস বা গবেষণা পত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান করা হয়।

যা হোক সমাবর্তন উৎসব পর্ব তো শেষ হল; কিন্তু 'শ্রী-পদ্মের' দ্বন্দ্বের জের গড়াল অনেক দূর পর্যন্ত। প্রথমত, বঙ্গীয় আইন সভায় জনৈক সদস্য প্রতীকের উপর এক প্রশ্ন তোলেন। শিক্ষাবিভাগ থেকে সে প্রশ্নের জবাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে মালমসলা চেয়ে পাঠালে, বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নরূপ তথ্য সরবরাহ্ করে:—

98. Read a letter No. 2488-Edn. dated the 23rd July, D37 from the Secretary to the Govt. of Bengal, Edn. Department forwarding a copy of a question to be asked in the Bengal Legislative Assembly regarding the University Crest and requesting that the views of the University on the subject may be communicated to him.

Resolved—

That a reply be sent to the Secretary on the following lines:–

(1) That the Crest represents ideas which have an all Indian appeal and that the University had at no stage any intension of wounding the feelings of any community. The lotus has been accepted as India's Symbol and the word Sree means prosperity and beauty.

(2) That the design of the Crest with lotus and Sree was first adopted in 1931 after a good deal of discussion and was slightly simplified in 1935.

(Syndicate, 6.8.1937)

কয়দিন পর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে চিঠি আসে। আর All Bengal Muslim Students Conference-এ যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তারও এক কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয়। সিন্ডিকেট এগুলির বিবেচনা পরবর্তী কোনও সিন্ডিকেট মিটিং এর জন্যে ঝুলিয়ে রাখে:—

165. Read a letter from the Secretary to the Govt. of Bengal, Education Department, regarding a question in the Legislative Assembly.

Ordered—That the matter be brought up for consideration at a subsequent meeting of the Syndicate.

166. Read a letter from the Asstt. Secretary to the Govt. of Bengal, Education Department forwording a copy of the resolutions passed at the Special Session of the all Bengal Muslim Students Conference, held on the 24th and 25th April, 1937.

Ordered—That the matter be brought up for consideration at a subsequent meeting of the Syndicate. (Syndicate, 4.9.37)

রংপুর টাউনহলে মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিক ভাষা বলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীকে 'শ্রী ও পদ্ম' চিহ্নিত করে পৌত্তলিকতা প্রচার করছে অভিযোগ করে বক্তৃতা করেন। সে অভিযোগের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ব্রাহ্মমতাবলম্বী হওয়ায় নিজেও পৌত্তলিকতা বিরোধী—যে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, তা অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য :—

**পদ্মফুলের ছবি ও "শ্রী"**

মৌলানা আকরম খাঁর বক্তৃতা হইতে আমরা আর কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"এতদিন পৌত্তলিকতার মহিমাপ্রচার করা হইয়াছিল শুধু পুথি-পুস্তকের মধ্য দিয়া। প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিলেন এই শিক্ষাকে বস্তব রূপ দিতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে পতাকা-অভিবাদনের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল—কমলদলবিহারিণী কমলার প্রতীক পদ্ম ও শ্রী; আদেশ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র এই কমল ও কমলা শোভিত পতাকাকে অভিবাদন করিবেন।"

ইহা সত্য নহে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও পৌত্তলিকতার মহিমা প্রচার করিতেছিল বা এখন করে।

পদ্ম কমলদলবিহারিণী কমলার আসন বটে, "প্রতীক" নহে; কিন্তু যেখানে পদ্মের ছবি থাকিবে সেখানেই লক্ষ্মী বা সরস্বতীর চিত্র উহ্য আছে, এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় কোনও দেবীর ছবি নাই, ছিল না।

ললিতকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি ইসলামিক স্থাপত্যে পদ্ম প্রাসাদ সমাধি মসজিদ আদিতে কোথাও কোথাও আছে। প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন (পৃ. 280-281):—

"মুসলমান স্থাপত্যরীতিতে মসজিদ গাত্র পত্রপুষ্পাদিতে শোভিত করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই তখনকার ও তৎপরবর্ত্তী অনেক মসজিদের বহির্গাত্রে ও দ্বারদেশে পদ্ম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের বহির্গাত্রেই যে এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ হইত তাহা নহে—মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও মিহরাবের উপরিদেশ উৎকীর্ণ পদ্মে সুশোভিত করা হইত। খ্রিষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর সুলতান সিকন্দর শাহ নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের মিহরাবেও এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। পদ্ম চিহ্নের সহিত ইসলাম ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশের আশঙ্কা থাকিলে স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ কখনই তাহার প্রচলন অনুমোদন করিতেন না। অথচ বাংলার ইতিহাসে এই স্বাধীন সুলতানগণের যুগই সকল দিক হইতেই বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ব্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করে। আজ ইসলাম ধর্ম্মের ক্ষুণ্ণতা আশঙ্কায় যাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কি এই স্বাধীন সুলতানগণের গৌরবময় কাহিনী জাতির তরুণ শিক্ষার্থিগণকে বিস্মৃত হইতে বলেন? এই প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য বহু মসজিদে পদ্ম উৎকীর্ণ থাকার বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত থাকিয়া জনৈক ইসলামধর্ম্ম প্রচারকের প্রতিষ্ঠিত (পদ্মচিহ্নশোভিত) মসজিদের বিবরণ পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিতেছি। বিগত ফাল্গুন মাসে এই মসজিদ আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান। পূর্ব্বোল্লিখিত গৌড়ীয় স্বাধীন সুলতানগণেরও পূর্ব্বে কুতুব নামধেয় জনৈক ইসলামধর্ম্মপ্রচারক সিদ্ধ মহাপুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এতদঞ্চলে ইসলামধর্ম্মের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ অদ্যাপি অষ্টগ্রামে বর্ত্তমান আছে। উক্ত মসজিদের গাত্র ও দ্বারদেশের ইষ্টকশ্রেণী প্রস্ফুটিত পদ্মে সুশোভিত করা হইয়াছে। অদ্যাপি এই মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অতঃপর মুসলমান শিক্ষার্থিগণের উপদেষ্টারা কি বলিতে চাহিবেন, ইসলামধর্ম্মপ্রচারক মসজিদ গাত্রে পদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া তদীয় ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি করিয়াছিলেন?"

ভারতবর্ষে অতীত কালে মুসলমানদের দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ে পদ্মচিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিলাম। এখন অন্যত্র বর্ত্তমান কালে মুসলমানের দ্বারা মুকুটে পদ্মলঙ্কার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত 19শে মে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকার কলিকাতা সংস্করণে নবম পৃষ্ঠায় নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রামটি প্রকাশিত হয়।

CAIRO, May 17.

The Egyption authorities are now busy with the preparation of a crown for coronating King Farouq. The crown will have the symbol of the lotus flower with the three stars and crescent. the work on this is expected to be finished as the coronatin of King Farouq will take place some where in July next. It will be recalled here that the late King Fuad wanted to have a special crown for himself and had ordered one to be made for him but unfortunately he died three months later. Now King Farouq wanted the new crown to be prepared on the same model as the one ordered by his late august father.

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, মিশর দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা ফুয়াদ নিজের জন্য পদ্মচিহ্নশোভিত একটি মুকুট নির্ম্মাণ করাইতে চান। তাহা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এখন মিশরের বর্ত্তমান রাজা ফারূক তাঁহার পিতার অভিলাষানুরূপ পদ্মালঙ্কৃত মুকুট প্রস্তুত করাইতেছেন।

## "শ্রী"

এখন "শ্রী" শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলি।

আপ্‌টে-প্রণীত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান হইতে ইহার সমুদয় অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wealth, riches, affluence, prosperity, plenty. 2. royalty, majesty, royal wealth. 3. Dignity, high position, state. 4. Beauty, grace, splendour, lustre. 5. Colour aspect. 6. The goddess of wealth; Lakshmi, the wife of Vishnu. 7. Any virtue or excellence. 8. Decoration. 9. Intellect, understanding. 10. Superhuman power. 11. The three objects of human existence taken collectively [namely, dharma, artha, and kama]. 12. The Sarala tree. 13. The Vilva tree. 14. Cloves. 15. A lotus. 16. The twelfth digit of the moon. 17. Name of Sarasvati. 18. Speech. 19. Fame, glory. 20. Name of one of the six Ragas or musical modes.

"শ্রী" শব্দের এই কুড়ি রকম অর্থের মধ্যে কেবল দুটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম। বাকী অর্থগুলির মধ্যে আছে ধনসম্পদ, অভ্যুদয়, প্রাচুর্য্য, রাজকীয় মহিমা, মানসম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, উচ্চপদ, সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, যে-কোন সদ্‌গুণ, সজ্জা, বুদ্ধি, বোধ, অতিমানব শক্তি, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, পদ্ম, বাণী, যশ। আপত্তিকারী মুসলমানদের মতে এগুলির মধ্যে কোনটিই কি প্রার্থনীয় নহে। যদি শ্রী বলিতে দুইটি দেবীকে বুঝায় বলিয়া উহার ব্যবহার বর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালার বহু বর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। বিসমিল্লাতেই গলদ—'অ'-এর মানে, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, বৈশ্বানর।

আগেকার মুসলমানেরা যে সবাই নিজেদের নামের আগে শ্রী ব্যবহারে আপত্তি করিতেন না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ামে রক্ষিত একখানা প্রাচীন পাথরের গায়ে পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় এই লেখাটি উৎকীর্ণ আছে। ইহা প্রায় 5 বৎসর আগে আমি দেখিয়াছিলাম।

২৭

শ্রীরস্তু
শাকে পঞ্চপঞ্চা-
শতধিক চতুর্দ্দ-
শ শতাব্দিতে মধ্যৌ
শ্রী শ্রী মন্মহামুদ সা-
হ নৃপতেঃ সময়ে নৃ-
র বাজ খাঁন পুত্র ম-
হা পাত্রাধিপাত্র শ্রীম-
ৎ ফরাস খাঁনেন সংক্র-
মোয়ং নিনির্ম্মিত ইতি।

1455 শকাব্দে অর্থাৎ মোটামুটি চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমন্ মহামুদ শাহ্ নামক এক মুসলমান নৃপতির সময়ে শ্রীমৎ ফরাস খাঁন নামক এক জন অমাত্য একটি সংক্রাম অর্থাৎ সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাথরে খোদিত লেখাটি তাহার দলিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙালীরা বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের কীর্ত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা স্বাভাবিক মনে করিতেন এবং নিজেদের নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার ইসলাম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন না।

উক্ত লিপিযুক্ত পাথরটি ধুরাইল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। (প্রবাসী, আষাঢ়, 1344)

কিন্তু এসব যুক্তিপূর্ণ কথায় কান না দিয়ে মুসলিম সমাজ নেতা ও রাজনীতিকরা। পত্রপত্রিকায় জনসভায় সোরগোল তুলে এবার আইন সভায় লড়াই করতে ছুটলেন।

বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রশ্নোত্তর পর্বে 'শ্রী ও পদ্ম' চিহ্নিত প্রতীক নিয়ে যে সওয়াল জবাব চলে তা হুবহু উদ্ধৃত হল:—

<u>Bengal Legislative Assembly Minutes. dt. 21.8.37 Page 337-381</u>

Adoption of "Sree and Lotus" by the University of Calcutta as its crest.

*76. Maulvi ABDUL LATIF BISWAS: (a) Is the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department aware that there is a feeling of agitation amongst the Muslims of Bengal over the adoption of "Sree and Lotus" by the University of Calcutta as its crest?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, the Government have taken or do they propose taking in the matter?

MINISTER-in-Charge of Education Department (the Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq) : (a) Yes.

(b) The matter has been taken up and it is hoped that a satisfactory solution will soon be arrived at.

Maulvi ABDUL BARI: What steps have been taken up till now for removing the emblem of "Lotus" and "Sree" on the crest of the Calcutta University?

Maulvi ABDUL LATIF BISWAS : Is the Hon'ble Minister aware that Muslims regard "Sree" and "Lotus" as emblems of idolatry?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : Yes, sir.

A member : What is the idea behind the emblem of "Sree" and "Lotus"?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : I am not in a postition to answer that question which is one of the points that have been referred to the University.

Mr. Atul Krishna Ghosh : Is the Hon'ble Minister aware that there are lotuses ascribed on the face of the rupee coin, and in view of that, is he prepared not to proceed further with the matter?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : There may or may not be lotuses, but I have not seen them.

Maulvi ABDUL LALIF BISWAS : Do not "Lotus" and "Sree" signify the emblem of a deity.

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq: I have already admitted that "Sree" and "Lotus" are regarded by Muslim as an emblem of idolatry.

Mr. ATUL KRISHNA GHOSH : My question about lotuses appearing on the face of the rupee coin has not been aswered yet, Sir.

Mr. SPEAKER: If the Hon'ble Minister has not seen it. I cannot help you.

Maulvi ABDUL LATIF BISWAS: Has there been any correspondence with the University and has any reply been received?

The Hon'ble Mr. A.K. Fazlul Huq : Yes, we have had correspondence with the University. We have written several letters and received as many replies thereto.

Maulvi ABDUL BARI: Is it a fact that "Sree" and "Lotus" are considered as a national emblem?

The Hon'ble Mr. A. K. FAZLUL HUQ: I am not aware, sir.

Dr. NALINAKSHA SANYAL: Is not the lotus considered to be a beautiful flower of Bengal?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : I should like to make the position clear here. Had it been merely "Sree" or "Lotus", there may not have been any objetion, but the combination of the two is beaing regarded by the Muslim community as a deliberate insult to Muslim sentiment.

Dr. NALINAKSHA SANYAL: Is the Hon'ble Minister aware that the Bageswari Professor of Fine Arts who happens to be a Muhammadan at the present, approves of this "Sree" and "Lotus" as an emblem of art?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : There are several supplementary question put by Mr. Hashemy. I wish to have the questions put and answered one by one.

Mr. SYED JALALUDDIN HASHEMY: How long has this insignia been in use as a crest by the University?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : I want notice.

Mr. SYED JALALUDDIN HASHEMY: Has any Muslim Member of the Senate or the Syndicate ever taken any objection of it?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : I cannot say, because I am not aware when it was introduced.

(At this stage a rupee coin was handed over to the Hon'ble Chief Minister by Dr. Sanyal)

Mr. ATUL KRISHNA GHOSH: After seeing the rupee coin, will the Hon'ble Minister raise any objection to lotuses appearing on the face of the rupee coin?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : My attention has been drawn to something on the ruppe coin which may be taken to be lotuses, but I do not

admit, Sir. that they are clearly lotuses. I have already said, had it been mere a lotus or sree, there may not heve been any objection, but combination of the two are objected to by the Muslims. (A voice : A coalition)

Mr. RASIKLAL BISWAS: Was not the Hon'ble Chief Minister a member of the University when this "Lotus" and "Sree" was introduced?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : I was a member for some time of the Senate of the Calcutta University, but its introduction was never made in consultation with the members of the Senate. It was only after a countrywide agitation had been started that I came to know that "Sree" and "Lotus" are on the emblem.

MAULVI ABDUL BARI: Is it not a fact that the Muhammadan students of the Calcutta University boycotted the Foundation Day Ceremonies on account of the use of "Sree" and "Lotus" on the emblem of the University?

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq : Yes, Sir, that is a fact.

আইনসভার প্রশ্নোত্তর পর্বেই কিন্তু ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটেনি। ক'দিন পরেই আইনসভায় শিক্ষা দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। মুসলমান সদস্যরা শ্রী ও পদ্ম প্রতীক গ্রহণ করার জন্য শাস্তি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে ছাঁটাই প্রস্তাব তুলে একের পর এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে থাকে। মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য একের পর এক বক্তা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে; বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জোরালভাবে বক্তব্য উত্থাপনে কাউকে দেখা গেল না। সবারই যেন ভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে কিছু বললেই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হবেন।

অবশেষে বলতে উঠলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যাপক এবং স্যার আশুতোষের মধ্যম জামাতা প্রমথনাথ ব্যানার্জী। তিনি এই প্রতীক গ্রহণের পূর্বাপর ইতিহাস, শ্রী ও পদ্মের তাৎপর্য, ইতিহাসে সাহিত্যে কাব্যে শ্রী ও পদ্মের স্থান, মুসলমান নবাব বাদশাহদের শ্রী ও পদ্মের ব্যবহার, মুদ্রায় ভাস্কর্যে শ্রী ও পদ্ম খোদাই করার কাহিনী সুনিপুণ ও সুললিত ভাষণে ব্যক্ত করেন। তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সেই উদ্দীপনী ভাষণ সম্পূর্ণ পাঠ না করলে তার তাৎপর্য অনুভব করা সম্ভব নয় বলেই, দীর্ঘ হলেও তা উদ্ধৃত করা গেল:—

MR. PRAMATHA NATH BANERJEE: Mr. Speaker, Sir, as an infant in politcs and as a novice in this august Legislative Assembly, I have been faced with embarrassment and bewilderment night after night. To-night, Sir, I came to discuss the question of the attitude of my friend the Hon'ble Finance Minister towards the Calcutta University whether or not he has behaved in a god-motherly fashion in a system of governmental maternalism. Instead of that financial question being raised, a question which I might have pointed out at once involved a solution of an act of belated justice, I am faced with the symbol and the crest of the Calcutta University. Mr. Speaker, Sir, I for one know how to respect the sentiment of others; I for one know how to respect the divergent views of my opponents. I will not treat the question, Sir, as the Hon'ble Home Minister tried to meet the question of trampling down of the Congress or as we on this side of the House say—the national flag the other night. So far as the emblem is concerned, this House has got the official reply of the Calcutta University. Official replies are proverbially laconic and cold. The official reply

of the Calcutta University is that there was no intention, no ulterior motive on the part of anybody to wound the feelings, the susceptibilities, the sentiments, the emotions, even the vanity or the pride of a number of individuals of one of the greatest communities of Bengal. Mr. Speaker, Sir, as a member of the Legislature and as a member of the Calcutta University who has devoted the best years of his life to the cause of his *alma mater,* I stick to that answer with a little emotion and with a little sentiment superadded. I am confident, Sir, that the grievances of the Muslim community in Bengal will certainly receive a responsive echo from the authorities of the Calcutta University. I am sorry, Mr. Speaker, to-night the Vice-Chancellor of the University has not been able to come to this house; he is in fact very ill. If he were here, he would have given, I am sure, the assurance that all the legitimate grievances of the Hindus, the Muslims, the Christians or of any other community, will meet with just response from the University of Calcutta. It is a public institution and no public institution—whatever its traditions, whatever its magnitude, whatever its ambition, can possibly be blind to even the sentiment or the emotion of other people.

Mr. Speaker, so far as this question is concerned, I did not realise its full implication before I heard the fervent appeal from my honourable friend Mrs. Murshed. Sir, in an evil afternoon in 1929 one of our students abroad at Allahabad wrote to the University of Calcutta to ask whether or not he could wear the crest of the University on his sporting blazer. Verily, Sir, this is a case "where mighty events from trivial causes have sprung."

The University appointed a Committee to see what they could do in the matter. The Committee referred the matter to the greatest artist in Bengal, namely, Dr. Abanindra Nath Tagore. He prepared a design, which was submitted to the scrutiny and observation of the Architect to the Government of Bengal. The design was approved but objection by some Moslem members was preferred to it. The result was that the matter was referred to the College of Heraldry in London, a College which is noted for its crests and design; and after the University received its report, it appointed a Committee consisting of the Vice-Chancellor of the day, the Architect to the Government of Bengal, the Principal of the Government School of Art and the present Vice-Chancellor. This Committee came to the conclusion that this symbol, if used, would not be objectionable to any community whatever. Sir, so far as the expression "Sree" is concerned, I was reading the Dictionary of Carey this morning. He cannot be accused of communalism. Having written his dictionary in an age when communalism was unknown and I found that he has given twenty different meanings to this Cabalistic expression "Sree", and two of the meanings are "Prosperity" and "Happiness". What symbol, Sir, can be more fitting to the large number of our girl pupils who are now entering the portals of our University than they should represent—whether these girls are Hindu or Muslem "Prosperity" or "Beauty?"

Mr. Speaker, the symbol "Lotus"! How beautiful that flower "Lotus", blossoming in the turbid pool of party politics in Bengal, saluting the sunshine

of liberty–what more beautiful symbol can there be of any flower; and yet, Sir, I find that the Hon'ble Chief Minister, in his answer to this House the other night, stated that neither "Sree" nor "Lotus" was by itself objectionable but a mechanical combination of both was objectionable. I took some little pains to read the Science of Numismatics. A coin, either gold or silver, is a beautiful article of faith for what is rank but guinea's stamp? I find, Sir, that almost all the Delhi Monarchs—beginning from Mahmood of Ghor—had not only on their coins the word "Sree" inscribed but that the coin of Mahmood of Ghor itself bore not only the "Lotus" but even the figure of the Goddess Lakshmi. I have in my hand one of the authoritative books on coins by Nelson Wright–"Catalogue of the coins in the Indian Museum." If I did not treat this august assembly with the highest respect and if I only treated it as a museum of political curiosities, I would have produced three important specimen coins the Muslim Emperors of India in silver with the Sree and lotus each.

[At this stage the member having reached the time-limit and was allowed to speak for five minutes more.]

May I show these three coins to my Moslem friends? They are necessarily enveloped but they all bear the impression "Sree" and "Lotus". I have one coin in my hand—of the great Sher Shah—my friend Mr. Hashemy took objection to the tiger on your head—though She represents tiger yet Sher Shah put down his name as Sree Sher Shah. Then I have in my hand a coin of Mahmood of Ghor—one of the greatest conquerors that the world has ever seen—but more than a conqueror, he was a humorist as well, and on the reverse of his coin a Monkey appears with a mace. When he came to India he discovered that he came to a land not only of men but of many *hanumans* as well. Sir, so much about the emblem and the symbol.

My Muslim friends have raised a number of objections against the Calcutta University and one of the objections has taken a peculiar form. It took the form of a objection against some of the writings of Rabindra Nath Tagore. Sir, I will not say more about Rabindranath because any words of commendation from me must be treated as presumptuous; but, Sir, may I refer that hon'ble members to the English pieces which have been prescribed in the Universities of Calcutta and Dacca? Let us first start with Shelley: Like our Chief Minister.

"Higher, still and higher
From the earth he springeth like a cloud of fire
The Blue deep he wingeth
And ever soaring singeth
And ever singing soareth."

His book "Prometheus Unbound" deals, as is well known, with a topic of Greek mythology. Then, we come to Keat's-"Ode on a Greecian Urn", "Ode to Endymion," Tennyson's 'On the judgement of Paris" : these are the favourite authors of the Calcutta and Dacca Universities. When we prescribe a particular piece or a book, whether in English or in Bengali, whether in Sanskrit or in some other language, we did not consider the question of religion or of idolatry. If we did so, the university of Calcutta would never have prescribed the English

Bible in all stages of the Curricula of studies beginning from the Matriculation right up to the B.A. The Bible has not been prescribed for propagating the love of Christ but for the purpose of teaching our students how to write good English as an emblem of culture.

Sir, one of my friends raised the point that the Calcutta University is aiming at a cultural conquest. Far be it from the intentions of the authorities of the University to aim any kind of cultural conquest on the great Moslem community of Bengal. Islam, Sir with its symbol of the crescent has fought Christianity, the Holy Koran has fought the Bible, the Scimitar has fought the Sword and Islam to-day is no poorer for it–and if anybody within the Univerisity or outside it thinks that he can dominate Islam by imposing a culture which is alien to the idea of Islam, he must find for himself a place in a commodious place at Ranchi called the Lunatic Asylum.

Sir, so far as the Calcutta University is concerned, it has done great things. I should advise all my friends, if my advice is not deemed presumptuous, to read a book, an excellent book on the history of the development of Muhammadan Education in Bengal. That is a book written by a gentleman by the name of Mr. Azizul Huq. before he was installed on the Treasury Bench. I shall just conclude my speech by reading one small passage from the opening chapter of that book.

"Acquire knowledge, because he who acquires it in the way of the Lord, performs an act of piety, who speaks of it, praises God, who seeks instruction in it bestows alms; and who imparts it to its fitting objects, performs an act of devotion to God."

Symbol or no Symbol, I shall be quite satisfied if the alumni of the University of Calcutta–My *alma mater*–your *alma mater*, Sir, the *alma mater* of 4/5ths of the legislators I see around me in the Hall, act up to the greatest ideal which has been enunciated in Huq's History of Muslim Education in Bengal–I take it that the passage I quoted is a passage from the Holy Koran.

উপসংহারে অধ্যাপক ব্যানার্জী প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবকে প্রতীক নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা যাতে না বাড়ে এবং একটা সমাধান সূত্রে উপনীত হওয়া যায়, সে বিষয়ে অগ্রণী হতে আহ্বান জানিয়ে বলেন:—

Mr. Speaker, I have one more word to say, just one small word to the Hon'ble Chief Minister. The Hon'ble Chief Minister is also a son of the Calcutta University, he has been tied with many bonds of affection and gratitude to it and my appeal to him to-night is that—let all ideas about mistrust, suspicions, disharmony and disapproval lie buried. Let us start anew so that the two great communities in Bengal may, in their onward march for political progress walk side by side. I do not want, personally speaking, to have the great Moslem Community of Bengal representing the two hind legs of the deer; after all the tiger may some day fall upon the running deer and it is the hind legs of the deer that will get entwined in the forest of despair.

As a member of the Syndicate I have no authority officially to invite the members of the Legislature to the University but speaking for myself I shall certainly place the point of view of my Moslem friends before the Syndicate,

but on my behalf may I extend to one and all a cordial welcome to the University precincts which are so dear to you. Mr. Speaker, from more points of view than one, so that in the days to come we may not have these jarring notes of disharmony and quarrel of discord and hatred between the two great communities of Bengal (Hear : hear)

অধ্যাপক ব্যানার্জীর এই দীর্ঘ ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তৃতার বাংলা ভাষ্য দেওয়া গেল না; কিন্তু এই ভাষণের উপর 'প্রবাসী' সম্পাদক যে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসম্বলিত মন্তব্য করেন, তা থেকেই অধ্যাপক ব্যানার্জীর বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। তিনি লেখেন:—

## আবার শ্রী ও সরোজ

"কোন বাংলা শব্দ বা অক্ষর হিন্দু দেবদেবীর নাম হইলেই যদি তাহা আপত্তিজনক হয়, তাহা হইলে প্রায় সমগ্র বর্ণমালাকেই বাদ দিতে হয়। অ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় বা প্রায় সমুদয় অক্ষরেরই অর্থ কোন দেবতা।"

'প্রতীক' ব্যবহার মুসলমানেরাও করেন। তাঁহাদের নিশানে এবং মৌলানা সৌকৎ আলী প্রভৃতি খিলাফৎ কনফারেন্সের নেতাদের টুপিতে যে চন্দ্রকলা ("ক্রেসেন্ট") দৃষ্ট হয়, তাহাও 'প্রতীক'। তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহারা ঐ প্রতীকের পূজা করেন না কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তো পদ্মের চিত্রের মধ্যস্থিত শ্রী শব্দটির পূজা করেন না, ধ্যান করেন না।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন এবং চন্দ্রকলা ইস্‌লামের প্রতীক রূপে ব্যবহারের অগণিত বহুবৎসর পূর্ব হইতে হিন্দুদিগের দেবতা শিব চন্দ্রশেখর বলিয়া বিদিত। তিনি ভালচন্দ্র, অর্থাৎ চন্দ্র তাঁহার ললাটের ভূষণ। যাঁহারা চন্দ্রকলাকে ইস্‌লামের প্রতীকরূপে প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে হিন্দুর এক দেবতা চন্দ্রকলাকে ললাটে ধারণ করেন এবং যদি তাঁহারা সরোজশ্রী-বিরোধী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মত হিন্দুফোবিয়া বা হিন্দুআতঙ্কগ্রস্ত বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে ক্রেসেন্ট বা চন্দ্রকলাকে আপনাদের ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নির্বাচন করিতেন না। আমরা ললাটে চন্দ্রকলা-শোভিত মহাদেবের বোম্বাই অঞ্চলে অঙ্কিত ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা যে খিলাফৎ কনফারেন্সের কোন সভ্যের ছবি, এরূপ অনুমান করি নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌত্তলিকতা অপরাধে বরাদ্দ ছাঁটাই প্রস্তাব লইয়া যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহাতে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ ও শ্রী সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার বক্তৃতা জ্ঞানগর্ভ ও উত্তেজনাহীন হইয়াছিল। পাঠকেরা তাহা দৈনিক কাগজে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অনেক মুসলমান বাদশাহের মুদ্রায় তাঁহাদের নামের আগে "শ্রী" দৃষ্ট হয়; যেমন শ্রী শের শাহ্। আমরা বাল্যকালে আমাদের মুসলমান সহপাঠী ও বন্ধুদিগকে তাঁহাদের নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতে এবং চিঠিপত্রের শিরোদেশে 'শ্রীহকনাম' লিখিতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি পল্লীগ্রামের অনেক মুসলমান এখনও তাহা করেন। মোহম্মদ ঘোরীর ভারতীয় মুদ্রাতে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি আছে। তাঁহার মুদ্রার উল্টা পিঠে মুষলধারী হনুমানের মূর্ত্তি আছে। ইহা লইয়া প্রমথবাবু পরিহাস করিয়া বলেন যে, মোহম্মদ ঘোরী রসিক পুরুষ, মুষলধারী হনুমানের মূর্ত্তি তিনি মুদ্রায় ছাপিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে তিনি এমন একটা দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন যেখানে বানর আছে—তিনি বানরদের উপরও রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন! এই অর্থটা আমাদের ঠিক মনে হইতেছে না, কারণ মোহম্মদ ঘোরীর সময়ে ভারতবর্ষে বানরের চেয়ে গরু গাধা শিয়াল প্রভৃতিও বেশী ছিল এবং এখনও আছে।

## প্রতীক পরিবর্তনে অশুভ প্রতিক্রিয়া

বাংলা দেশে হনুমান নামটি, কি কারণে জানি না, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে অনেক প্রদেশে হনুমান দেবতা বলিয়া পূজিত হন, পুনার মারুতি-মন্দিরের মত বহু মন্দির নানা স্থানে আছে, হনুমানপ্রসাদ, হনুমানসহায়, হনুমন্ত রাও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও নাম। মোহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষের যে অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেখানে হিন্দুরা এখনও হনুমানকে ভক্ত বীর বলিয়া পূজা করেন। সুতরাং মোহম্মদ ঘোরী পরিহাসচ্ছলে মুদ্রায় হনুমানমূর্ত্তি মুদ্রিত করেন নাই, তাঁহার গম্ভীর কোন অভিপ্রায় ছিল। তাহা আমরা জানি নাই।

মৌলানা মোহম্মদ আলী এই মর্মের কথা বলিয়াছিলেন, "সকল অবস্থাতেই মানুষকে অহিংস থাকিতে হইবে ইসলামের উপদেশ এরূপ নহে, কিন্তু আমি কংগ্রেসের সহিত যত দিন যুক্ত থাকিব, তত দিন অহিংস থাকিব।" মুষল অস্ত্র, যুদ্ধের একটা 'প্রতীক', রাষ্ট্রীয় শক্তিরও বটে। মৌলানা মোহম্মদ আলী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, মুষলকে মানিতে ও ব্যবহার করিতে মুসলমানদের মানা নাই, থাকিতে পারে না। তাহা হইলে, মোহম্মদ ঘোরী তাঁহার মুদ্রাতে পৌরাণিক হিন্দু বীরের মুষলধারী মূর্ত্তি মুদ্রিত না-করিয়া মুষলধারী কোন মুসলমান বীরের মূর্ত্তিও মুদ্রিত করিতে পারিতেন কারণ মূর্ত্তি বা প্রতীক মাত্রেরই তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে যে তিনি পৌরাণিক এক হিন্দু বীরেরই মূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে যাহা কিছু আছে সমস্তই মুসলমান ধর্মে বাধে বা আঘাত করে তিনি এমন মনে করিয়া আঁতকাইয়া উঠিতেন না।

আমরা 'প্রবাসী'তে আগে লিখিয়াছি, অনেক মুসলমান মসজিদের গয়ে পদ্ম খোদিত আছে। প্রচীন গৌড়ের যে-সব মসজিদ এখনও বিদ্যমান আছে তাহার কোথাও কোথাও পদ্ম দৃষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের কোথায় পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে, সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে তাহা থাকিলে দোষ নাই! ইংরেজিতে 'Votary of the Muse' বলিলে তাঁহারা তাহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান না, কিন্তু বাংলায় 'বাণীর একনিষ্ঠ সেবক' শুনিলে তাঁহারা ভীতির ভান করেন। রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখভাগে গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তাহার জন্য ঐ মুসলমানেরা উক্ত সরকারি ইমারত বা উহার চাকরি বয়কট করেন নাই—কেননা, উহা তা হিন্দু নয়। ব্রিটিশ গবর্ন্মেন্টের টাকায় ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেন্টের নূতন ডাকটিকিটে পদ্মফুল আছে, কিন্তু তাহাও বয়কট করা চলে না। টাকা বড় ভাল চীজ এবং তা ছাড়া মুষলের চেয়েও অব্যর্থ শক্তির প্রতীক গবর্ন্মেন্টের আছে।

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রতীক"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রতীক" একটি ফুল ও চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা ইস্‌লামের "প্রতীক"। কিন্তু হিন্দুরা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা বলেন, উহা তাঁহাদের মহাদেবের শিরোভূষণ চন্দ্রকলা, তাহা হইলে মুসলমানেরা আপত্তি করিবেন কি? (প্রবাসী, আশ্বিন, 1344)

যা হোক, কিছুকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত বৈঠকে এ বিষয়ে আলাদা আলোচনার ব্যবস্থা হয়। তার উপর 'প্রবাসী' সম্পাদক যে সুচিন্তিত ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছেন, তাতেও উপরোক্ত বক্তৃতার সুর ধ্বনিত হয়েছে:—

### পদ্ম ও 'শ্রী'

সরকারী লোকেরা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা কয়েক জনে মিলিয়া পদ্ম ও 'শ্রী' সম্বন্ধে বিচার করিবেন। তর্কের জের মিটিতেছে না। পদ্ম যে আলঙ্কারিক ভাবে মসজিদগাত্রেও ব্যবহৃত

হয়, তাহা মুসলমানেরাও জানেন। কোন মসজিদের কোন অংশের ছবি দিয়া তাহা বুঝান অনাবশ্যক। 'শ্রী' শব্দটি যে কোন কোন মুসলমান বাদশাহ্ নিজ নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন, তাহাও সুবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। তাঁহাদের মুদ্রাতে উহা দৃষ্ট হয়। পৌত্তলিকতা নাশ যাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন কোন কোন বাদশাহ্ও ইহা করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) সম্বন্ধীয় বহিতে সেই সব মুদ্রার ছবি আছে। তাহা অবশ্য সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকদের নিকটও থাকে না, ভাল ভাল লাইব্রেরীতে আছে। এই প্রকারের কিছু ছবি 25 শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংঘী মহাশয়ের প্রবন্ধটিতে দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুনর্মুদ্রণ অনাবশ্যক।

হিন্দুরা পদ্মফুলের পূজা করেন না, তাহার ছবিরও পূজা করেন না। "শ্রী" শব্দটিরও পূজা করেন না। পদ্মফুলের ছবি ও "শ্রী" শব্দটি একত্র করিয়াও উভয়ের পূজা করেন না। পদ্মফুল ও "শ্রী"র একত্র সমাবেশ কোন দেবতার পূজা বুঝাইবার জন্য করা হয় নাই। তাহা হইলে যে মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলরের আমলে এই চিহ্নটি অনুমোদিত হয়, তিনি ইহাতে আপত্তি করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা উদ্দেশ্য, শুচিতা ও শ্রী লাভ, তাহাই পদ্মফুলের মধ্যে "শ্রী" চিহ্নের দ্যোতনা।

মুসলমানরা একেশ্বরবাদী, অতএব তাঁহারা পদ্ম ও "শ্রী" ব্যবহার করিলে পৌত্তলিক ভাবে করেন না, ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ভাবে করেন না, হিন্দুরা তাহা করিলেই পৌত্তলিক ভাবে করেন, এরূপ মনে করা ধর্ম্মান্ধতা মাত্র। হিন্দু হইলেই সে পৌত্তলিক, ইহাও ভ্রম। মূর্ত্তিপূজক মাত্রেই পৌত্তলিক ও অধম, ইহা মনে করাও ভ্রম ও দাম্ভিকতা। রামপ্রসাদ ও তুকারাম কি ধার্ম্মিক ছিলেন না? পরমহংস রামকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ছিলেন না?

কোন শব্দের একটা অর্থ দেবতাবাচক হইলেই একেশ্বরবাদীরা তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না, এমন নয়। মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যবহৃত ঈশ্বরবাচক একটি শব্দ পূর্ব্বে মূর্ত্তিবিশেষবাচক ছিল, ইহা মৌলানা আক্রম্ খান্ সাহেবের একটি রচনায় আছে বলিয়া মৌলবী রেজাউল করীম সাহেব "দেশ" কাগজে লিখিয়াছেন। পদ্ম ও শ্রীর বিরোধী সব মুসলমানের তাঁহার প্রবন্ধটি পড়া উচিত। "লক্ষ্মী" কথাটি দেবীবিশেষবাচক, কিন্তু বাংলার সচরাচর "লক্‌খী ছেলে", "মেয়েটি বড় লক্‌খী", "লোকটি লক্‌খীমন্ত", বলা হয়। যাঁহারা লক্ষ্মীপূজা করেন না, তাঁহারাও এরূপ বলিয়া থাকেন। "শ্রীমন্ত", "শ্রীমান", শব্দগুলি তাঁহারাও ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথ যে নিজে নিজের নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করেন না, তাহার কারণ এ নয় যে, "শ্রী" কোন দেবীর নাম; তাহার কারণ তিনি নিজে বলিতে চান না যে তিনি "শ্রী"মন্ত। বস্তুতঃ অন্য অনেকেও যে নিজের নামের আগে নিজেই শ্রী লেখেন, তাহাতে অহঙ্কার প্রকাশ হয় না এই জন্য, যে তাঁহারা গতানুগতিক ভাবে ইহা লেখেন, "শ্রী" ব্যবহারের অর্থ কি তাহা ভাবিয়া লেখেন না।

মুসলমানদের মধ্যে যেমন আগে অনেকে নামের পূর্ব্বে "শ্রী" লিখিতেন, এখনও তেমনি অনেকে লেখেন। ইহার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক হইলেও অকস্মাৎ গত 18 ই সেপ্টেম্বর আমাদের নিকট বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত যে চিঠিখানি আসে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি উহাতে লিখিয়াছেন, যে, প্রবাসীতে "শ্রী" ও "পদ্ম" সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া একজন মুসলমান ভদ্রলোকের তাঁহাকে লেখা মূল বাংলা চিঠিখানি আমাকে পাঠাইতেছেন; তাহাতে তাঁহার নামের আগে "শ্রী" দিয়া তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন। মুসলমান ভদ্রলোকটির এই চিঠিটির তারিখ এই বৎসরেরই ৫ই সেপ্টেম্বর। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,

বীরভূম অঞ্চলের পল্লীগ্রামের অনেক মুসলমান এখনও নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহার করেন। তিনি যাঁহার চিঠিখানি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে লোক্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ছিলেন এবং এখনও একটি ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। তাঁহার চিঠিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করায় তাঁহার আপত্তি হইবে কি না না-জানায়, প্রতিলিপি দিলাম না, তাঁহার নামেরও উল্লেখ করিলাম না।

মুসলমানদিগের ব্যবহৃত নক্ষত্রভূষিত অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নযুক্ত পতাকার ব্যবহারের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহা ইসলামিক যুগের আরম্ভকাল হইতে ব্যবহৃত হইত না। তাহা আগে একটি "পৌত্তলিক" প্রতীক ছিল। কিন্তু কন্সটান্টিনোপল জয়ের পর হইতে তাহা মুসলমান তুর্করা ব্যবহার করিতে থাকে। এখনও খিলাফৎ কনফারেন্সওয়ালা মুসলমানেরা তাহা ব্যবহার করেন এবং খিলাফৎ কনফারেন্সের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত যোগ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মগত যোগ নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নহে। ইহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং অজ্ঞেয়তাবাদী ও নাস্তিকদেরও বিদ্যা অর্জ্জনের প্রতিষ্ঠান। ইহাতে "পদ্ম" ও "শ্রী" ব্যবহারে আপত্তি হইতেছে, অথচ মুসলমান পতাকায়, খিলাফতীদের টুপিতে মূলতঃ পৌত্তলিক প্রতীক তারকাখচিত চন্দ্রকলা ব্যবহারে আপত্তি হইতেছে না।

"হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিদ্বেষ জন্মাইবার এই সকল চেষ্টা শোচনীয়। নিজ নিজ পৌরুষে যাঁহারা দেশের রাজা হইয়াছিলেন সেই বাদশাহেরা যাহা ব্যবহার করিতেন, হিন্দুরা তাহা করায়, ইংরেজের অনুগ্রহলব্ধ ক্ষমতা পাইয়া কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোক সোরগোল জুড়িয়াছে।" (প্রবাসী, কার্তিক, 1444)

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আলোচনার প্রশ্নে সরকার থেকে আরও একখান চিঠি এলে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সভার এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে "শ্রী-পদ্ম" নিয়ে আলোচনায় সম্মতি জানায়:—

14. Read a letter from the Secretary to the Govt. of Bengal, Education Department regarding a question in the Legislative Assembly.

> Resolved—That a reply be sent to Govt. on the following lines:–
> The University's point of view has been explained in this office letter No. Misc. 1005-36 dated the 10th August. The University will however be glad to discuss the matter with Government and representatives of the different groups of the Legislature. The University will be glad to have suggestions from Govt. regarding the method of selecting representatives of the different groups of the Ligislatures.
> The University will call the meeting as soon as the nominations are received. (Syndicate, 4.9.37)

সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম জানা গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় যে বৈঠক ডাকবে, সেকথা বাংলা সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হল।

1937 সাল শেষ হল। 1938 সালের মার্চ মাসে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছ থেকে দুখানা চিঠি পায়। সিণ্ডিকেটে ঐ চিঠি দু'খানা পেশ করা হয় এবং তার উপর উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতি দেন:—

2. Read two letters from the Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq, Chief Minister, addressed to the Vice-Chancellor, regarding the University Crest.

Read also a statement issued to the Press by the Chief Minister on 10th March, 1938, about the University, which the Syndicate welcomed.

The Vice-Chancellor made a statement on the subject.

After discussion, the unanimous opinion of the members was that the design of the University Crest might be modified so as to represent a full-blown lotus with a lotus-bud in the centre rounded by the rays of the sun, the whole encircled by the University motto, "University of Calcutta, the Advancement of Learning." This modification would be made provided the University was satisfied that the present controversy would thereby be brought to an end. It was the unanimous wish of the members that before a final decision was reached, it would be desirable to have a discussion at an informal conference with the leaders of the different groups of the Legislative Assembly to which the Hon'ble Chief Minister should be invited to be present. The conference would be held on Saturday, the 12th March, at 12 noon in the Vice-Chancellor's room. (Syndicate, 11.3.38)

সিণ্ডিকেট বৈঠকের পরদিনই সিণ্ডিকেট সদস্যরা সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে কারা উপস্থিত ছিলেন, এবং কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সে সব ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরত্ব বিবেচনায় হুবহু উদ্ধৃত হল:—

2. The following gentlemen were present by special invitation:–

The Hon'ble Mr. A. K. Fazl-ul Huq.

Saratchandra Bose, Esq.

Sir George Campbell.

M. Shamsuddin Ahmed, Esq.

Hemchandra Naskar, Esq.

The Vice-Chancellor welcomed the gentlemen who had been good enough to respond to the invitation of the University and had agreed to cooperate with the University in the settlement of the controversy regarding the design of the University Crest.

Resolved unanimously, the gentlemen present agreeing:–

(a) That the design of the University Crest be modified so as to represent a full-blown lotus with a lotus-bud in the centre, surrounded by the rays of the sun, the whole encircled by the University motto, "University of Calcutta, Advancement of Learning."

(b) That the folowing statement be issued to the Press on behalf of the University:–

The design of the University Seal and Crest has for sometime past been the subject matter of an unfortunate controversy. The University has all along maintained that the present Crest has a purely cultural significance, devoid altogether of any religious implications. The opposition it has aroused can therefore be due only to misunderstanding of its character and purpose. The University is at the same time genuinely anxious that a symbol which is meant to be a common rallying point for all its alumni, irrespective of caste creed or community, should not be a centre of dissension and controversy, particularly of a communal character. The University felt that with the goodwill of all parties

concerned it should be possible to remove all causes of misunderstanding, without the sacrifice of its ideals and principles. With that end in view and in order to help in securing a better understanding and promoting an atmosphere of harmony and co-operation, the University decided to consult the leaders of different groups in the Legislative Assembly. The Syndicate accordingly met them at a conference held to-day in the Vice-Chancellor's Room. Acting in conformity with the unanimous opinion expressed at the Conference, the University has decided to modify the design of the Crest so as to represent a full-blown lotus with a lotus-bud in the centre, surrounded by the rays of the sun, the whole encircled by the University motto, "University of Calcutta, Advancement of Learning". The Chief Minister of the Government of Bengal, the Hon'ble Mr. A. K. Fazl-ul Huq, intimated to the University that this design would be acceptable to the Muslim Community. The University trusts that the controversy will now be brought to an end and the solution arrived at will be acceptable to all.

At the conference held in the University to-day the following gentlemen were present:–

***Syndicate.***

Syamaprasad Mookerjee, Esq., Vice-Chancellor.
J. M. Bottomley, Esq.
Bhupatimohan Sen, Esq.
Sir Upendranath Brahmachari.
Manmathanath Ray, Esq.
The Hon'ble Mr. Justice Charuchandra Biswas.
Pramathanath Banerjee, Esq.
Rai Bahadur Prof. Khagendranath Mitra.
R. Wolfonden, Esq.
Dr. Surendranath Dasgupta.
Dr. Susilkumar Mukherjee.
Nibaranchandra Ray, Esq.
Sir Manmathanath Mukerjee.
Lt. Col. T.C. Boyd.
Prof. Muhammad Zubair Siddiqi.
Rev. Father A. Verstraeten.

***By Invitation.***

The Hon'ble Mr. A. K. Fazl-ul Huq.
Saratchandra Bose, Esq.
Sir George Campbell.
M. Shamsuddin Ahmed, Esq.
Hemchandra Naskar, Esq.

Mr. Jatindranath Basu, M.L.A., who was unavoidably absent, intimated his approval of the modified design.

Resolved further – That the decision taken by the Syndicate be reported to the Senate for approval at its next meeting.

(Confirmed)

S. P. MOOKERJEE
Vice-Chancellor

J. CHAKRAVORTI
Registrar

(Syndicate, 12.3.38)

এই দরবার বৈঠকে মজলিস সালিশির মোদ্দা কথা হল শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে অন্যায় আপোসের ফলরূপ প্রতীক থেকে "শ্রী" অন্তর্হিত হল। সে শূন্যস্থানে স্থাপিত হল পদ্মকোরক। পরিবর্তিত প্রতীকের নকশাটি প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ চিত্রানুরূপ।

দেশ ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা স্বাধীনতার কিছুকাল পরে পাঁচের দশকে আবার প্রতীক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ফুটন্ত পদ্মের বুকে পদ্মকোরক—এই দৃশ্য শিল্পরসিকদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে। তিনের দশকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সমঝোতা সূত্রে যে কোরকের অধিষ্ঠান পাঁচের দশকে সেই কোরক অপসারণ করে শূন্যস্থান পরাগ বা পুষ্পরেণু দিয়ে পূর্ণ করা হয়। সেটি অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক রূপে প্রচলিত রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

এই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের সপ্তকাণ্ড কাহিনী। বাংলার, শুধু বাংলারই বা বলি কেন, ভারতের অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীরব সাক্ষী এই প্রতীক; একদা বিশ্বব্যাপী গৌরব ও কৌলীন্যের অধিকারী এই প্রতীক।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'Hundred Years of the University of Calcutta'-গ্রন্থে প্রতীকগুলির ক্রম বিবর্তন চিত্রে সংখ্যা নির্ণয়নে একটু ভুল হয়েছে মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত কার্যবিবরণীর ভাষ্য অনুসারে FIVE সংখ্যক প্রতীকটি FOUR হবে, এবং FOUR সংখ্যকটি হবে FIVE.

(সমতট প্রকাশন—১২১-১২২)

# বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক (শ্যামাপ্রসাদ পর্ব)

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্যামাপ্রসাদ**

১৯২৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য মনোনীত হন; এবং কয়েক মাসের মধ্যে স্যার আশুতোষের মৃত্যু ঘটলে তাঁর শূন্য আসনে সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা-সংক্রান্ত কাজকর্মে এবং আশুতোষের শিক্ষাভাবনার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন পিতার জীবদ্দশাতেই।

আশুতোষের আকস্মিক প্রয়াণে (২৫ মে, ১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, পরপর কয়েকজন উপাচার্যের কার্যকালেও সরকার সে শূন্যতা দূর করতে পারেনি। সেনেট সিন্ডিকেটের সদস্যগণ সরকার সমর্থক ও সরকার-বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর গলাবাজি ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারই মাঝে শ্যামাপ্রসাদ শুধু ছাত্রস্বার্থ ও শিক্ষাস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একাগ্রচিত্তে কাজ করতে থাকেন। সেনেট-সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে তিনি তো কনিষ্ঠতম। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর পতৃবয়সী; কিংবা তাঁর চেয়েও বয়োধিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সকলের সঙ্গে সৌজন্য ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতেন।

১৯২৬ সালে শ্যামাপ্রসাদ ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত যান। কিন্তু বিলাতে আইন পড়ার সাথে সাথে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সেকথা জানা যায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একই সময় বিলাতে গবেষণারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের স্মৃতিচারণ থেকে : 'It is necesary to explain here that the main object of Syamaprasad Mookerjee's visit to England was not legal distinciton. He wanted to acquire first hand knowledge of British and French Universities. He was, therefore, anxious to do the Bar Examination as quickly as possible and to devote the rest of his time to the study of western educational systems.'

সুতরাং ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে আসার পর হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করলেও তিনি তাতে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেননি। অর্থকরী আইন ব্যবসায় লক্ষ্মীর সাধনায় একনিষ্ঠভাবে লিপ্ত না থেকে তিনি সারস্বত প্রাঙ্গণে বিনা মজুরিতে সরস্বতীর সাধনায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত ছাত্রদের জন্য তাঁর পিতার মতোই তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন ছাত্র সত্যাগ্রহ করার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছে তাকে অন্যত্র ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে; সিটি কলেজ ছাত্রাবাসে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরস্বতী পূজা করে যে ছাত্র বহিষ্কৃত হয়েছে তার পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার; জেলে আটক রাজবন্দিরা জেল থেকে পরীক্ষা দেবার আবেদন করেছে, তার একটা সুরাহা না করলেই নয়—ইত্যাকার জটিল পরিস্থিতির ফয়সালা করতেই তিনি যেন আনন্দ পান।

আবার শুধু শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্যস্যা নয়, শিক্ষাকর্মীদের চাকুরিক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখা গেছে। তিনি কর্মচারী সমিতির সভাপতি ছিলেন। সে সুবাদে কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও তিনি সিন্ডিকেটের কাছে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এক স্কিম পেশ করেছেন দেখা যায়। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল:

"Item no. 45. Read a letter from Mr. Syamaprasad Mookerjee, M.A., B.L. Barrister-at-Law, President, Calcutta University Employees' Union, forwarding

the following suggestions proposed by the Union in connection with Provident Fund Scheme to be started for the Ministerial Staff of the University:

(1) That the rules of the University Teachers' Provident Fund, as adopted by the Executive Committee of the Council of Post Graduate Teaching in Arts dated the 7th January, 1928, be adopted also in the case of the Ministerial Staff of the different departments of the University, so that there may be one uniform set of Provident Fund rules in the University.

(2) That, if the proposal for the adoption of a uniform set of rules be approved, the whole fund should be administered by the one and the same Board of Management, in which two seats may be reserved for representatives of the Union.

(3) That for the past services of the employees at pressent enjoying the privilage of pension on retirement, they should, on joining the fund be credited with the contribution from the University at the following rates:

 (i) For service up to ten years the average salary for the preceding thirty-six months multiplied by the number of years of service.

 (ii) For service for more than ten years, the commuted value of the pension which he would have been entitled to on the date of joinining the fund if he had retired on that date.

 (iii) That the amount claculated under clauses (i) and (ii) be credited to the amount of each member on and from the date of his joining the Provident Fund, and interest at the rate of not less than 5% compounded yearly be paid to each member at the time of retirement.

Resolved—That the letter be placed before the Provident Fund Committee.
(Syndicate, dt. 24.8.1928)

আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁর যে দুটি আরব্ধ কাজের সুষ্ঠু রূপায়ণের কাজে শ্যামাপ্রসাদ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখেন তার একটি হল মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। এই নতুন বিধান যেদিন সর্বসম্মতিক্রমে সেনেটে গৃহীত হয়, সেদিন শ্যামাপ্রসাদ সদস্যদের আহ্বান করে বলেছিলেন: "Let us recall today the great idealism which was behind the scheme when it was first brought forward in 1921 and let us declare that the time has come to bring this long and heated controversy to an end. This is not exactly the end, but I feel it is the beginning of the much desired policy of introducing the Vernacular as the medium of instruction and examination. ...Let us not falter but let us go forward looking ahead of the time when our mother-tongue will be medium not only of our Matriculation Examination but also of the highest examination of the University."

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডা: হাসান সুরাবর্দী। সেনেট সভার দিন তিনি অনুপস্থিত থাকায় সভার প্রবীনতম সদস্য খ্যাতনামা চিকিৎসক ডা: উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী চেয়ারম্যান হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন:—

"We know that Mr. Mookerjee is very much in the picture now-a-days and that he makes things hum. But for him, these regulations would not have been passed today and we are very grateful to him for what he has done. I think

he himself will derive great pleasure from the fact that he is carrying on the good work started by his father, the late Sir Asuthosh Mookerjee. It must be a pride to him."

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন যে স্যার আশুতোষের অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে এবং ড. দীনেশচন্দ্র সেনের নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে বাংলা লোকসাহিত্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশনে সে সময় যেন জোয়ার এসেছিল। কিন্তু আশুতোষের অবর্তমানে সে প্রকল্পে ভাটার সম্ভাবনা দেখা দিতেই শ্যামাপ্রসাদ 'Bengali Ballads Committee'-র চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন এবং পল্লীগীতিকা সংগ্রহের কাণ্ডারী ড: দীনেশচন্দ্র সেনের আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করতে প্রতিকূল সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হয়। সরকার থেকে গীতিকা সংগ্রাহকদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা হয়। গীতিকা সংগ্রহের কাজ অব্যাহত থাকে এবং সেসব একের পর এক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হতে থাকে।

**প্রথম মুসলমান উপাচার্য:**

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ডাঃ হাসান সুরাবর্দী ১৯৩০ সালে প্রথম মুসলমান উপাচার্য নিযুক্ত হন। শিক্ষা জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ভদ্রলোককে উপাচার্যপদে নিযুক্ত করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তবে ঐ সময় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ঢাকার খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী। সুতরাং নাজিমুদ্দীনের সুপারিশে এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার অভিলাষে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ এই নিয়োগে সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছেন। এদিকে ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শ্যামাপ্রসাদের আধিপত্য ও প্রভাব পড়েছে। নতুন উপাচার্য বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে অহেতুক দ্বন্দ্বে না গিয়ে সম্প্রীতি বজায় রেখে তাঁরই সহযোগিতায় প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানই সঙ্গত মনে করেন। শ্যামাপ্রসাদের কোনোও কাজে তিনি যেমন বাধা দেননি, শ্যামাপ্রসাদও উপাচার্যের মনোগত অভিপ্রায় পুরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। একটি বিশেষ ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

**বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিয়োগে স্বজন পোষণের সুর:**

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদটি খালি পড়েছিল। এই পদটি পুরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এই পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন আর এক সুরাবর্দী, অধ্যাপক হাসান সুরাবর্দী। ইনি 1946 এর দাঙ্গার নায়ক হোসেন সুরাবর্দীর বড় ভাই। এই তিন সুরাবর্দীতে তাল গোল পাকালেই বিপদ। যা হোক, বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদপ্রার্থী সুরাবর্দী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত রুচিবান মানুষ। বিশ্বভারতীতে তিনি ছিলেন 'Nizam Professor of Islamic Culture'. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রার্থী হলেন 'Bagiswari Professor of Indian Fine Arts' পদের জন্য। এই পদে অধ্যাপক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটিতে তিনজন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পার্সি ব্রাউন। সদস্যগণ এক মত হয়ে ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে সুরাবর্দী সাহেবের জ্ঞানের ন্যূনতা ও কিঞ্চিৎ অনভিজ্ঞতা উপেক্ষা করে তাঁকেই নিয়োগের সুপারিশ করেন। তবে তাঁকে এক বছরের জন্য ইউরোপে গিয়ে ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে অধিকতর অধিগত হবার সুযোগ দান ও তজ্জন্য আর্থিক অনুদানের সুপারিশও ছিল।

প্রার্থী নির্বাচন কমিটির এই সুপারিশ যখন অনুমোদনের জন্য সেনেটে উত্থাপিত হল, তখন সদস্যগণ কার্যতঃ দুভাগ হয়ে পড়ে। এক পক্ষের বক্তব্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের উপেক্ষা ও অনুপযুক্ত প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজন পোষণের সুর শোনা গেল। অপরপক্ষের বক্তব্যে মুসলমান অধ্যাপক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যুগের সূচনার ধ্বনি শোনা গেল ..."The Calcutta

University is entering into a new phase and is telling every one in the world that the statement which is sometimes made that this University is confined to a class, is not correct; and that it is the University of Bengal, the University of India." (Senate, 3.9.32)

অবশেষে শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্যের পর অধ্যাপক সি. ভি. রামনের উত্থাপিত হাসান সুরাবর্দীর বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে অনুমোদিত হয়।

**'বিশেষ অধ্যাপক' পদে রবীন্দ্রনাথ:**

এসব বিষয় থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বোঝা যায় তা হল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব ব্যাপারেই শ্যামাপ্রসাদের সরব উপস্থিতি। সেনেট সিন্ডিকেট ছাড়াও একদঙ্গল কমিটি সমিতি উপসমিতি, ফ্যাকাল্‌টি, বোর্ড-অফ স্টাডিস, গভর্নিং বডি, ট্রাস্ট, ফান্ড ইত্যাদি রয়েছে। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া শ্যামাপ্রসাদ প্রায় সব কয়টির সঙ্গেই চেয়ারম্যান, সভাপতি বা নিদেনপক্ষে সদস্য হিসাবে জড়িত ছিলেন। তবে উপাচার্য পদে নিযুক্ত হবার আগে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা—যা তাঁর স্বনামধন্য পিতা অনেক চেষ্টা করেও পূর্ণ সাফল্য লাভ করেননি।

অসীম ধৈর্য ও একাগ্রতার জোরে তো মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হল। কিন্তু বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ে উপযুক্ত পরিভাষা নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে কবিগুরুর পরামর্শ ও সাহায্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার একটা সুযোগও এসে পড়ে এসময়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৩ সালে 'রামতনু লাহিড়ী ফেলো' নিযুক্ত হন এবং ১৯৩২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত কাজ করেন। ঐ পদে তিনিই প্রথম এবং শেষ 'ফেলো'। এটি গবেষক পদ। তাঁর অবসরের সঙ্গে সঙ্গে এই ফেলোশিপকে অধ্যাপক পদে পরিবর্তন করা হয়। এবং রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা বিভাগে প্রথম 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর ঐ পদে যোগদান দু'বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। সে দু'বছরের জন্য শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে হাত দিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ উদ্যোগী হয়ে কবিকে 'বিশেষ অধ্যাপক' রূপে নিয়োগে সম্মত করেছেন। এ বিষয়ে সেনেট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

1. That Dr. Rabindranath Tagore be invited to accept an engagement with the University for two years with effect from the 1st August, 1932, on the following terms–

(i) That he is to deliver a course of lectures each year on selected topics connected with Bengali language and literature for the benefit and guidance of post-graduate students, and is to co-operate with the University in promoting study and research in Bengali in the University.

(ii) That his honorarium be Rs. 5,000 per year, to be paid out at the Ramtanu Lahiri Fund.

(iii) That he be given the status of a University Professor, but the ordirary rules relating to leave, residence etc. of University Professors will not apply to him.

শ্যামাপ্রসাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ তো দু'বছরের জন্য 'বিশেষ অধ্যাপক' রূপে বাংলা বিভাগে যোগদানে সম্মত হন। তাঁর নিয়োগের শর্তাদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অধ্যাপকদের চেয়ে

সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু হলে কি হবে, রবীন্দ্রনাথ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে না আসেন, সেজন্য বুদ্ধিজীবী মহলে এক দুষ্টচক্র সব সময় সক্রিয় ছিল। এবার রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন, কিন্তু সমালোচনাকারীদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তারা নানা কথা রটিয়ে ও গুজব ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ করে তুলতে তখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষিত ভদ্রজনদের এই অনৈতিক আচরণে বিব্রত রবীন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদকে লেখেন:—

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়েষু

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকশ্রেণীতে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে দেশে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করা হোলো। সাধারণের মধ্যে কথা উঠেছে এটা আমার পক্ষে অসঙ্গত ও অসম্মানকর। শাস্ত্রীমশায় সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সেখানকার অধ্যাপকমহলেও এই মত, যে সকল দিক বিচার করে দেখলে আমার পদবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপকের চেয়েও নীচে পড়ে গেছে। আমি সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলে বিচার করতে পারি নে কিন্তু মোটের উপরে ব্যাপারটা সর্বসাধারণে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। আমার দেশের লোকে অনেকে আমার প্রতি নিষ্ঠুর, তাদের নির্মমতাকে জাগরূক করে তোলবার উপলক্ষ্য দিচ্চি বলে মন আমার সঙ্কোচ বোধ করচে। বুঝতে পারচি কঠিন প্রতিকূল দৃষ্টির সামনে আমাকে কাজ করতে হবে, পদে পদে অশান্তি ঘটবে— এমনতর অবস্থায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হবে। অতএব কি উপায়ে আমার শান্তি ও সম্মান যথোচিতভাবে রক্ষা হতে পারে সে কথা তোমাকেও আমার প্রতি মমতা রক্ষা করে চিন্তা করতে হবে। আমার শরীর এখন ক্লান্ত, বন্ধুর পথে নিরন্তর আঘাত সহ্য করে চলবার শক্তি আমার নেই—এই কারণে শঙ্কিত হয়েছি। কি করা কর্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সে কথা চিন্তা কোরো পরামর্শ দিয়ো। দেশের কাছে আমার জীবনের যদি কোনোই মূল্য থাকে তবে যাতে আমার মানহানি ও শান্তি নষ্ট না হয় সে কথা চিন্তা করা তোমাদের কর্তব্যই হবে। ইতি ২১ জুলাই, ১৯৩২

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠি পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ যে বিপন্ন ও নিরুৎসাহ বোধ করবেন তা বলাই বাহুল্য। তিনিও অনতিবিলম্বে রবীন্দ্রনাথকে আশ্বস্ত করে এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক চিঠি লেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক বিচারে চিঠিখানির অসীম গুরুত্ব বিবেচনায় সেটি হুবহু মুদ্রিত হল:—

77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta
২৪শে জুলাই, ১৯৩২

শ্রীচরণকমলেষু,

কাল সন্ধ্যার সময় সেনেটের মিটিঙ থেকে ফিরে এসে আপনার পত্র পেলাম। আমি যতটুকু জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্চে দেখে দেশের লোকের মনে যথার্থ আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যাপককে যে সকল আইনকানুনের বশবর্তী হয়ে চলতে হয়, আপনার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আপনাকে আমি সকল কথাই পরিষ্কার করে বলেছিলাম। এই প্রস্তাবে যদি আপনার সম্মান বা শান্তি ব্যাহত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকত, আমি কখনোই এ কথা আপনার নিকট তুলতাম না।

দুচারজন সঙ্কীর্ণমনা কি বলেচে না বলেচে সে দিকে আমাদের নজর দিলে চলবে না। আমার

পক্ষে এ কথা বলা ধৃষ্টতা, যে আমাদের দেশে কোন ভাল কাজে নামতে গেলেই প্রথমত অল্পবিস্তর বাধাবিপত্তি হবেই হবে, কিছু অসঙ্গত আলোচনাও হবে। কিন্তু সে আলোচনা, বাধাবিপত্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় না; যতই আমরা কাজের দিকে অগ্রসর হই, বাধাবিপত্তি আপনা হতেই সরে যায়।

যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেছি, সে কাজ যথার্থ দেশের মঙ্গলকারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে এইরূপ সংস্কারের দাবি আপনি বহুকাল হতে করে এসেছেন। আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই বৃহৎ কাজে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছে, আপনি দ্বিধাশূন্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ইতি

প্রণতঃ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবির চিঠির জবাবে শ্যামাপ্রসাদের চিঠিখানিতে একজন শ্রদ্ধাবান ও সংবেদনশীল প্রশাসকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর কথা রেখেছিলেন। কবিকে তিনি গতানুগতিক অধ্যাপনায় জড়িত করেননি। এ বিষয়ে সিন্ডিকেটের প্রস্তাব রচনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথের নিকট যে চিঠি প্রেরিত হয় তার কোথাও 'appointment' কথাটি লেখা নেই; সর্বত্রই 'invitation' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্মান ও মর্যাদা কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করলেন।

এই ঘটনার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনায়—

'এদিকে এই সময়ে (1932 জুন নাগাদ) কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। দীনেশচন্দ্র সেন বহু বৎসর পরে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (ফেলোশিপ?) পদ হইতে অবসর লাভ করিলে ঐ পদ কাহার উপর বর্তাইবে তাহা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলে দীর্ঘদিন। বহু দল ও উপদলের বহু প্রার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য রবীন্দ্রনাথকে এই পদ দানের প্রস্তাব লইয়া আসেন। কবির তখন দারুণ অর্থকষ্ট; ...সিণ্ডিকেটে স্থির হয় যে দুই বৎসরের জন্য কবিকে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে, বিনিময়ে কবি কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন।" ..."কবি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চক্রের বাহিরের লোকে ও বিশেষভাবে কবির গুণগ্রাহীর দল কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন লইয়া 'অধ্যাপক' পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন; যিনি চিরজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সমালোচনা করিয়াছেন তিনি শেষকালে সেখানেই চাকুরী গ্রহণ করিলেন'। (প্রবাসী 1339, ভাদ্র আশ্বিন)

তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতায়ও সেসব শোরগোলের সাক্ষ্য মেলে—

১৭ জুলাই ১৯৩২/১ শ্রাবণ ১৩৩৯

**বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক পদ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ**

'লিবার্টি' পত্র অবগত হইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই পদের জন্য তাঁহাকে বৎসরে ৫ হাজার টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক পদ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীর নামে সৃষ্ট এবং উহার জন্য বৎসরে দশ হাজার টাকা বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র

সেন অবসর লওয়াতে এই অধ্যাপক পদ খালি হইয়াছে। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ডাঃ সুশীলকুমার দে ও ডাঃ শহীদুল্লা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই পদের জন্য লোক বাছাই করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও অন্যান্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, যদি রবীন্দ্রনাথকে এই পদ গ্রহণে স্বীকার করান যায়, তবে এই পদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য তাঁহারা এই পদ গ্রহণে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। যাহাতে কবি এই পদ গ্রহণ করিতে রাজি হন তজ্জন্য এই পদের যেসব নিয়মাবলী আছে, তাহার কোনো কোনো ধারার ব্যতিক্রম করা হইবে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের ইচ্ছামত যে সময় ইচ্ছা সেই সময়ে অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

২০ জুলাই ১৯৩২/৪ শ্রাবণ ১৩৩৯

**যৎকিঞ্চিৎ**

রবীন্দ্রনাথের উপর আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বপণ্ডিতদের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে দিয়া যে-কোনো কাজ করাইয়া লইতে হইবে, এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। "রামতনু বৃত্তি" অধ্যাপকের পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ। বাঙ্গলা সাহিত্যে পারদর্শী কোনো প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতকেই এই পদে নিয়োগ করা উচিত। কেবল তাহাই নহে, এমন লোককে নিয়োগ করা চাই, যিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময় অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন। পদ-প্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী ও ডাঃ সুশীল দে'র দাবীই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ইহাদের একজনকেই এই পদে নিয়োগ করা কর্তব্য এবং বার্ষিক পুরা দশ হাজার টাকা বৃত্তিই (ইহা খুব বেশি নহে) তাঁহাকে দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে রাখাই যদি বিশ্বপণ্ডিতদের অভিলাষ হয়, তবে তাহার আরও অনেক উপায় আছে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ আমাদের পরামর্শ ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

যা হোক, শ্যামাপ্রসাদের আবেদন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর যুক্তি ও আন্তরিকতার কাছে কবি হার মানলেন। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ উপেক্ষা করে তিনি 'বিশেষ অধ্যাপক' পদ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলীও এক প্রীতি সম্মেলনে কবিকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন:

**"বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা**
**অধ্যাপকদের প্রীতি সম্মিলনী**
**রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণ**

গতকল্য রবিবার অপরাহ্নে 'আশুতোষ হলে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রভৃতি যোগদান করেন। ভাইস-চ্যান্সেলার কর্ণেল হাসান সারোয়ার্দ্দি, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও তাঁহার পত্নী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা চৌধুরানী, প্রিন্সিপাল ভূপতিমোহন সেন ও তাঁহার পত্নী, অধ্যাপক শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ, নরেন্দ্রকুমার মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, অমল হোম, অমিয় চক্রবর্তী ও তাঁহার পত্নী, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে সভাস্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ফ্রান্স, চীন, পারস্য ও চেকোশ্লাভোকিয়ার কনসাল-জেনারেল এবং কয়েকজন জার্ম্মান ও সুইস ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাক্ষেত্রে উপবেশন করিলে অধ্যাপকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনার ফলে বাঙ্গলা ভাষা আজ জগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা ভাষাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার শিক্ষার বাহন করিয়া এক নবযুগের আরম্ভ করিয়াছেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।

অতঃপর ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

## রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষার দুইটি ধারা আছে। একটি জনপূর্ণ শহরে লোক-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ইহাই আধুনিক যুগের রীতি। আর একটি রীতি—সহরের কোলাহল হইতে দূরে পল্লীর বুকে, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানের আয়োজন করা।

এইখানে কেবল যে প্রকৃতির সঙ্গে জলস্থল আকাশ বাতাস পত্র পুষ্পের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের পরিচয় তাহা নহে, অধ্যাপকদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় হয়। কতকটা এইরূপ রীতি ভারতের প্রাচীন তপোবনে গুরুকুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই শেষোক্ত রীতির পক্ষপাতী। সেইজন্য তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে নিজের পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এ পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছেন, ইহা তিনি উল্লেখ করেন। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ দিয়া বাঙ্গলা দেশের ছাত্রগণের সঙ্গে ইহাকে অধিকতর পরিচিত করিয়া দেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাঙ্গলা ভাষা যে বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন বাহন ছিল না, ইহা অতি লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কথা। এইরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষার ব্যবস্থা ফলদায়ক হইতে পারে না; জাতিরও কল্যাণ হয় না। বর্ত্তমানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মাত্র কয়েকজন লোক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাইতে পারে,—দেশের জনসাধারণ তাহার দ্বারা লাভবান হয় না। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানদানের ব্যবস্থা প্রথম স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই করেন। এখন সেই ক্ষেত্র বিস্তৃত হইল। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট এই প্রস্তাবের কথা বলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হন। সুতরাং এই সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে যখন বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তিনি এই পদের সম্মান রখিতে পারিবেন কি না, তাহার বিচার পরে হইবে। দুই বৎসর পর অধ্যাপকগণ আবার যদি তাঁহাকে এইভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন, তবেই তিনি বুঝিবেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

অতঃপর সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীত গান করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। একজন যুবক রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রীতি সম্মেলনে অতিথিগণের জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন করা হয়িাছিল।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

(আনন্দবাজার, ৮ আগস্ট ১৯৩২/২৩ শ্রাবণ ১৩৩৯)

'অধ্যাপক' হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা দেন 1932-এর ডিসেম্বরে। বিষয়—'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'। মাঝখানে দেন কমলা লেকচার। তারপর 1933-এর ফেব্রুয়ারির শেষে দেন দ্বিতীয় বক্তৃতা। এবারের বিষয়—'শিক্ষার বিকিরণ'। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দ' ও 'সাহিত্যতত্ত্ব' বিষয়ে দুটি বক্তৃতা দিয়েছেন বলে উল্লেখ দেখা যায়।

শ্যামাপ্রসাদ তখনও উপাচার্য নন; কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার চারিকাঠি যেন তাঁরই হাতে। তাঁর কথাই কথা; তাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা। এই উপলক্ষে তিনি বাংলা বানানের জগতে নৈরাজ্য দূরীকরণে ও বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনায় কবির সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার পথও পরিষ্কার করে রাখলেন। যথাসময়ে সে সহযোগিতা পেলেনও।

উপাচার্য পদে নিযুক্ত হবার আগেই আর যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সূচনা করে গেলেন এবং উপাচার্য পদে যোগদানের পর সে দুটি কার্যে রূপদানের সুযোগ পেলেন তা হল—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন এবং (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন পরিবর্তন ও পতাকার প্রবর্তন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পৃথক পৃথক প্রবন্ধে করা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'academic reception' দেওয়া হয়। কবি ১৯৩০ সালের জন্য 'কমলা লেকচারার' নিযুক্ত হন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল—'মানুষের ধর্ম'। তারপর ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কবি যে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেন সে কথা তো সর্বজনবিদিত।

### উপাচার্য পদে শ্যামাপ্রসাদ

১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট শ্যামাপ্রসাদ নিম্মোদ্ধৃত সরকারি নির্দেশানুসারে দেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে যোগদান করেন—

No. 1911–Edn.
Government of Bengal
Education Department
(Education)
Calcutta, the 19th July, 1934
NOTIFICATION

The Hon'ble Khan Bahadur M. Azizul Haque,
Minister-in-Charge

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Calcutta University Act, 1857 (Act II of 1857) the Government of Bengal (Ministry of Education) are pleased to nominate Mr. Syamaprasad Mookerjee, M.A., B.L., Barister-at-Law, to be Vice-Chancellor of the University of Calcutta, in the room of Sir

Hassan Suhrawardy, Kt. O.B.E., LL.D., M.D., F.R.C.S.I., D.P.H., with effect from the 8th August, 1934.

H. R. Wilkinson,
Secretary to the Government of Bengal.

বয়স তখন তাঁর মাত্র ৩৩ বছর। অনেকের মতে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য।

সেনেট সদস্যদের জ্ঞাতার্থে উক্ত নির্দেশনামা ২৫ অগাস্টের সভায় উত্থাপিত হয়। তারপর শুরু হল অভিনন্দনের পালা। সদস্যগণ এক বাক্যে উপাচার্যপদে শ্যামাপ্রসাদের মনোনয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসম্মত অভিনন্দন খুব কম উপাচার্যের ভাগ্যেই ঘটেছে। কেউ কেউ এমন কথাও বললেন যে শ্যামাপ্রসাদ তো এতদিন de facto উপাচার্য ছিলেন; এবার তিনি De jure উপাচার্য হলেন।

বিদায়ী উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দী শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্য পদে নিয়োগে অভিনন্দন জানিয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন:—

"Nobody knows more than I personally do of the great help that as Vice-Chancellor I got from you and the great difficulty I would have been in without your co-operation. Your hard work, your arduous labour in connection with the re-organisation of this University have been well recognised and rewarded ...the way in which you worked reminded me of the mental alertness and physical fitness of your illustrious father. Every Vice-Chancellor has drawn inspiration from that source. The little success that I achieved was due to that spiritual help. You will gain not only that spiritual help but you have inherited the qualities of head and heart of your illustrious father."

(Senate, 25.8.34)

আর একজন বিশিষ্ট সদস্য মি. চারুচন্দ্র বিশ্বাস শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে খাঁটি সত্য কথাটি বলেই ফেললেন:

"Yours is signal honour, well have you deserved it. As some of my friends have said for the last four years, ...you have been the power behind the throne, and it is in the fitness of things, that the *de facto* administrator should be invested with the *de jure* title." (ঐ)

সেকালের রথী-মহারথীদের ভিড়ে মাত্র ৩৩ বছরের একজন যুবকের এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পদ প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ জটিল পরিস্থিতির এক জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় তৎকালীন খ্যাতনামা পরীক্ষা নিয়ামক ও কলেজ পরিদর্শক ড. বিনোদবিহারী দত্তের (বি. বি. দত্ত) স্মৃতিচারণ থেকে:

'ইহা তাঁহার লোকোত্তর গুণগরিমার কত বড় সম্মান, তাহার ধারণা করিতে হইলে স্মরণ করিতে হয়, এই নবীন যুবকটি ছিলেন সরকার-বিরোধী দলের নেতা। আর সরকার তাঁহার হস্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করা সুবুদ্ধিসম্মত মনে করেন। ১৯২৮ সনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করি। তখন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর। শ্যামাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র সাতাইশ। তিনি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব লাভ করেন নাই। তিনি তখন সাবধানে ধীরে ধীরে আপনার পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন। আর পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রভাব-নেতৃত্ব এমন অপ্রতিরোধ্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে, সরকারকেও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইল। এই বিস্ময়কর অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় ব্যাপার বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মে তাঁহার দক্ষতা এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতিমাত্র। তিনি হাইকোর্টের জজ ছিলেন

না, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ছিলেন না, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার এটর্নি ছিলেন না, বা এমন কি পাণ্ডিত্যের ছাপ D.Sc., D.Litt-ও তাঁহার নামের পিছনে ছিল না; ছিল সামান্য M.A. ডিগ্রি মাত্র। কিন্তু ইংরেজ বুঝিয়াছিলেন, এ বাঘের বাচ্চা বাঘ—শার্দুলকুলতিলক, অভিমন্যুগোত্রীয়।

শ্যামাপ্রসাদ ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি দল ছিল। এক দিকে স্যার আশুতোষের সমর্থকগণ, বিপক্ষে সরকারী দল। এই সরকারী দলে বাংলাদেশের বহু মহামান্য মহারথী ব্যক্তি ছিলেন—যাঁহারা আশুতোষের বিরোধিতা করিতে গৌরব বোধ করিতেন। আজ তাঁহাদের নাম করিতে চাই না; করিলে, তাঁহাদের প্রতি অযথা অসম্মান করিতেছি বলিয়া মনে হইবে। তাঁহারাও বাংলার গৌরব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় দুইদলেই এমন ভাষা ব্যবহার করিতেন যাহা সভার অযোগ্য। আশুতোষের প্রয়াণের পর শ্যামাপ্রসাদও এই দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিতেন; কারণ তিনিই আশুতোষের দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তবে তিনি কখনও বাক্যে ব্যবহারে শালীনতা অতিক্রম করিতেন না। এহেন শ্যামাপ্রসাদ ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যেই আর দুই দল রহিল না। সকলেই তাঁহার সমর্থক হইয়া পড়িল। অদ্বিতীয় গুণপনা নহে কি? আমার কাছে ইহা এখনও ম্যাজিক হইয়া আছে। তবে ইহা তাঁহার অপূর্ব কর্মকুশলতা, বিচক্ষণতা (tactfulness), দলমতনির্বিশেষ সৌজন্য-শিষ্টাচার, শিক্ষাবিদ্ হিসাবে প্রাজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে হয়।" (অদ্বিতীয় শ্যামাপ্রসাদ—ড. বি. বি. দত্ত)

শ্যামাপ্রসাদ দু'দফায় মোট চার বছর উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন। তাঁর পিতার ১০ বছর কর্মমুখর স্বর্ণযুগের পর এই চার বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মবহুল গৌরবময় যুগ বলা যায়।

"অগণিত অবারিত দর্শনার্থী, সকলের সঙ্গেই কথা বলিতেন—কিন্তু always to the point. সর্বদাই প্রাসঙ্গিক—পরিমিত। লোকের সাহায্য করাই তাঁহার চরিত্রগত গুণ এবং যথাশক্তি সাহায্যও করিতেন। এই কার্যে কেন, কোনও কার্যেই তাঁহার দীর্ঘসূত্রতা ছিল না। কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া ভুলিতেন না। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, তৎপরতা, সত্বরতা তাঁর কর্মের মূল নীতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি বৎসর ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন—অন্ততঃ চল্লিশটি নূতন কাজ করিয়াছিলেন; যাহার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে বহু বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য লাভ করে।' (ঐ)

## বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে কবির অংশগ্রহণ

রবীন্দ্র জয়ন্তী বর্ষে অর্থাৎ কবির সত্তর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করার কথা ছিল। কিন্তু মহাত্মাজীর কারারুদ্ধ হবার সংবাদে তা স্থগিত রাখা হয়। সিণ্ডিকেট পরে স্থির করে যে 1932 সালের 6 আগস্ট কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'academic reception' দেওয়া হবে। তদনুসারে ঐদিন "সিনেট হাউসকে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বহু সংখ্যক মহিলা ও ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। কবিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য দলে দলে তাঁহার সভায় বহুপূর্বেই সিনেট হলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুপ্রশস্ত হলের মধ্যে তিল ধারণের স্থান ছিল না বলিলেই হয়।" (আনন্দবাজার 7.8.32)

এই সম্বর্ধনা সভায় উপাচার্য সুরাবর্দীর স্বাগত ভাষণের পর কবিও যথোচিত প্রত্যুত্তর ভাষণ দান করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালনের জন্য যে জাতীয় কমিটি গঠিত হয়, তার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, অপর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অমল হোম।

1932 সালে রবীন্দ্রনাথকে 1930 সালের 'কমলা লেকচার' দেবার জন্যও নির্বাচন করা হয়। সেনেটে সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন শ্যামাপ্রসাদ। কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ—

"We, the members of the Kamala Lectureship Committee for 1930, beg to recommend that Dr. Rabindranath Tagore be appointed Kamala Lecturer for 1930 on the usual conditions, the subject of the lectures being মানুষের ধর্ম"

সেনেটের সামনে রিপোর্ট পেশ করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন—

"I do not think I need make any speech in commending this resolution to the Senate. Members are aware that since the foundation of the lectureship we have invited distinguished scholars from outside Bengal to deliver these lectures. It is now for the first lime that we have invited a distinguished Bengali to accept this appointment. It is only in the fitness of things that the appointment should be given to so eminent a scholar as Dr. Rabindranath Tagore."

বলাই বাহুল্য এক কথায় প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। কবি 1933 সালের 16, 18 ও 20 জানুয়ারি 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এই 'কমলা লেকচার' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাপানোর কথা। তাতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে কবি শ্যামাপ্রসাদকে লেখেন—

Darjiling

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তিনি সপ্তাহের মধ্যে মানুষের ধর্ম ছাপা হয়ে যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছিলে। এরপরে দীর্ঘকাল গত হোলো। কোনো একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে ছাপার কাজ সমাধা করবার দায়িত্ব কি তোমাদের ছাপাখানার কারো হাতে আছে? যদি না থাকে তবে সেই অন্তহীন অনির্দিষ্টতা লেখকদের পক্ষে উদ্বেগজনক।

বাংলা ভাষার অভিধান সঙ্কলনের জন্য ইংলন্ডেও আলোচনা উপস্থিত হয়েছে দেখা গেল। যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাজটা সম্পন্ন হতে পারে সে চেষ্টা করা উচিত। ছুটির পরে কলকাতায় গিয়ে এ সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি।

মেয়েদের শিক্ষার জন্যে তোমরা মাসিক চার হাজার টাকার মতো দান পেয়েছ। কী রকমভাবে এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত সেও আলোচ্য। আজকাল অগত্যা পুরুষদের শিক্ষাবিধির সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা জড়িত হয়ে আছে—আমার মতে তাতে ... ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে। যদি সুযোগ পাই তবে এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উক্তপত্রে বাংলা ভাষার অভিধান রচনার যে অনুরোধ কবি করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবে সে দায় গ্রহণ করতে পারেনি। পরে অবশ্য কবির একান্ত আগ্রহে শান্তিনিকেতন শিক্ষা ভবনের সংস্কৃতের অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচিত হয়।

আর যে প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথ তুলেছেন, তা হল মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপার। ইতিমধ্যে স্যার ভি. এল. মিত্রের উইলের সর্তানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যে কিছু বিষয় সম্পত্তি এসেছে—"For the advancement of Hindu Female Education in Bengal"–রবীন্দ্রনাথ সে খবর পেয়ে থাকতে পারেন। কারণ, শ্যামাপ্রসাদ এ বিষয়ে একটি স্কীম তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে পেশ করেছেন। কবির চিঠিতে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, কিছু কাল আগে অর্থাভাবের হেতু দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বগদানভকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত করার জন্য কবির অনুরোধ রক্ষা করেনি; কিন্তু শীর্ষ প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটতেই তাঁরা কবির অনুরোধে আর একজন বিদেশীকে গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেল—

57. Read a letter, dated the 29th November. 1931, from Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt, N.L. stating that Dr. Anna Selig, Executive Secretary of the International University Service of Germany. has arrived in Santiniketan as a visiting Professor of Visvabharati to deliver a series of lectures on subjects stated below and requesting that a Readership may be offered to her to deliver a few lectures in the University durmg this winter–

Note—Rs. 8,000 will he available from the current year's grant; and there is a balance of Rs. 6,000—Rs. 14,000 will. therefore, be available for expenditure during the current year, with the approval of the Senate. Against this amount of Rs. 14,000 there is a total liability of Rs. 12.000. Rs. 2,000 will therefore be available for further expenditure.

Resolved—That the Syndicate recommend to the Senate that Dr. Anna Selig, Executive Secretary of the International University Service of Germany and a visiting Professor of Visvabharati. be appointed a Reader of this University to deliver a course of lectures on the following subjects on an honorarium of Rs. 1,000:–

(1) International Student Service–A modern University movement.

(2) Ideas and Methods of University education in Germany (with special reference to the new facilities for study of foreign students in Germany).

(3) Problems and movements of the students of Germany.

(Including an account of the student self-help movement after the War.)

**পি.এইচ.ডি. পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ**

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে একটা পি-এইচ. ডি. থিসিস পরীক্ষা করতে আহ্বান করা হয়। উপেন্দ্রনাথ বল নামে জনৈক প্রার্থী 'রামমোহন রায়' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র দাখিল করে। ঐ থিসিস পরীক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পরীক্ষক বোর্ড গঠন করা হয়—

Resolved—that the following Board of Examiners be requested to examine the thesis and favour the Syndicate with a report–

Dr. Rabindranath Tagore, D. Litt. N.L.

Sir P. S. Sivaswamy Iyer, K.C.S.I., C.I.E.

Sir S. Radhakrishnan, Kt.M.A., D.Litt.

কিন্তু স্যার শিবস্বামী আইয়ার থিসিস পরীক্ষা করতে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে সে স্থলে স্যার যদুনাথ সরকারকে নিযুক্ত করা হয়—

That Sir Jadunath Sircar be appointed a member of the Board of Examiners in place of Sir P.S. Sivaswami Iyer, resigned.

এই থিসিস দেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যার যদুনাথের পত্রালাপের সন্ধান মিলেছে। 26 এপ্রিল 1934 তারিখে রবীন্দ্রনাথ একপত্রে যদুনাথকে লেখেন: শ্রদ্ধাস্পদেষু, থীসিস সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল।" কিন্তু প্রার্থীর কপাল মন্দ। "গবেষণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ এক মত হলেও রাধাকৃষ্ণণ অনুকূল ছিলেন না" বলে প্রার্থী পি-এইচ. ডি. উপাধি থেকে বঞ্চিত হয়। (দ্রঃ চিঠিপত্র, ১৫ খণ্ড)

1934 সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক ক্লাব উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ধনকুবের কার্ণেগী যে অর্থ দান করেছেন তার সাহায্যেই এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচারেল এসোসিয়েশন্ এই উপলক্ষে কবিকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ "সর্বজাতীয় মানবিকতার মূল্য" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

### কবি কর্তৃক আশুতোষের স্মৃতি তপর্ণ

1935 সালের 29 জুন স্যার আশুতোষের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে হাজরা পার্কে নব-নির্মিত স্মৃতি মন্দিরের (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) উদ্বোধন হয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গ, ছাত্র ছাত্রী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন—

একদা তোমার নামে সরস্বতী
রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁহার মহিমা
ঘোষিল নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত
করুক তাঁর জয়,
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব
হউক অক্ষয়।

পাঁচ বছর পরে 1939 সালের 25শে মে আশুতোষের 15শ স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কবি পুরী থেকে নিম্নলিখিত বাণী পাঠিয়েছিলেন—

বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে, আশুতোষ
বিদ্যার সারথী,
তোমারে আপন নামে সম্মানিত
করেছে ভারতী।
প্রবল প্রভাবে তব বঙ্গবাণী
বাহনের রথ
জ্ঞানঅন্ন বিতরণে লভিয়াছে
অন্তরের পথ
তব জন্মভূমি তলে। কবি সেই
বাণীর প্রসাদ
পাঠায় উদ্দেশে তব বঙ্গজননীর
আশীর্বাদ।

## পাঠ্যপুস্তক রচনা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানান সংস্কারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

এদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা তো হল; কিন্তু উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক কোথায়? তাই রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে এবং 12 জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য করে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে রাজশেখর বসু এবং প্রমথ চৌধুরীকেও এই কমিটিতে (Text Book Committee) নেওয়া হয়। এছাড়া বিষয় অনুসারে 10টি সাব-কমিটিও গড়া হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এসব কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

এ প্রসঙ্গেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ের বাংলা পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তা ছাড়া বাংলা বানানের রাজ্যেও কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। 1934 সালে পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিভাষা সঙ্কলন ও বানান-সংস্কারের উভয়বিধ কাজ একসঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে চলতে থাকে। গবেষণা সহায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। 1935 সালে 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক পুস্তিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা লেখেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় তিনি বলেন, "প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।" সিণ্ডিকেটের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়—"The Bengali Spelling Sub-Committee reconsidered their report in the light of the opinion received from over 200 distinguished literatures. A revised report has been published and it is gratiying to note that Dr. Rabindranath Tagore and Dr. Sarat Chandra Chatterjee have signified their assent to use in their writings the modes of spelling recommended by the Committee.

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর বাংলা ভাষার উন্নয়ন প্রকল্পে যুক্ত হতে দেখে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হকের উদ্যোগে এক সরকারি শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কবি জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখলেন: "১৯৩৬ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হকের প্রেরণায় ও চেষ্টায় এই শিক্ষা-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল।

শিক্ষা সপ্তাহের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব পেশ করেন অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হইবে এই প্রস্তাব লীগ গভর্ণমেন্ট সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। (না পারারই কথা; কারণ তাহলে শ্যামাপ্রসাদ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নীতিকেই তো সমর্থন করতে হয়— লেখক) তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছুটা উৎসাহ দেখাইলেন, শ্যামাপ্রসাদ তখন ভাইস-চানসেলর; বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দুঃখের বিষয় এই 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালায় খুব বেশি বই বাহির হয় নাই।

বাংলা গ্রন্থ রচনার প্রধান অন্তরায় তাহার পরিভাষার দীনতা; এই বিষয়ে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ উভয়টিতেই অংশ গ্রহণ করেন।"

## ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: বাংলায় সমাবর্তন ভাষণদান

শ্যামাপ্রসাদের একান্ত ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বার্ষিক সমাবর্তন সভায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেওয়াবেন। তাই তিনি কবিকে চিঠি লিখলেন—এবার অফিসিয়াল কায়দায়—

SENATE HOUSE
CALCUTTA.
16th January 1936.

D.O.No. 450.

Dear Dr. Tagore,

It has been proposed that the University should invite some eminent person to deliver a short address at the ensuing Convocation which will be held on 22nd February 1936. It is the unanimous wish of the members of the Syndicate and also of His Excellency the Chancellor that you should be invited to deliver this address. I shall only add that if you will kindly agree to do so, it will not only give the University a sense of satisfaction and honour but will also be greatly appreciated by the entire student community of Bengal.

I know the present state of your health is anything but saticfactory. But the address need not be a long one. You need not speak for more than 20 minutes. It will be an address mainly to the students of the University who will feel inspired by your presence at this important annual function of the University.

I shall be obliged if you will kindly let me have an early reply signifying your acceptance of the proposal.

Yours sincerely,

Syama Prasad Mookerjee

বহিরাগত কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার প্রথা এই প্রথম চালু করার প্রচেষ্টা হল। কিন্তু কবি সে সময় কলকাতার বাইরে থাকবেন বলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। তবু এই সম্মান জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে লিখলেন—

January 17, 1936

Ref. D.O.No. 450

My dear Shyamaprasad,

I feel grateful for the honour you have done me by asking me to deliver the Convocation address this year, but unfortunately I shall not be in Calcutta then, as I am leaving on the 9th February for a long tour in Delhi and the north. In the circumstances I have to deny myself the pleasure of accepting the invitation, you have so very kindly accorded to me on behalf of the University.

Yours sincerely,
(Sd.) Rabindranath Tagore

শ্যামাপ্রসাদ হতাশ হলেন, কিন্তু দমলেন না। পরের বছর অর্থাৎ 1937 সালের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দানের জন্য শ্যামাপ্রসাদ কবিকে আবার অনুরোধ করেন। এবারে কবি রাজি হলেন; কিন্তু শর্ত আরোপ করলেন। অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ যদি গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে বহিরাগত ব্যক্তিকে দিয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার রীতি চালু করতে চান, তবে কবিকেও সে ভাষণ বাংলা ভাষায় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কবির লিখিত ঐতিহাসিক চিঠিখানা পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল জাগাবে—

November 14, 1936.

Ref. D.O.No. 707 of 11th November.

My Dear Shyamaprasad,

I appreciate very much your kindness in thinking of me again in connection with the Convocation address at the University, and I feel I cannot deny you this time. But I would accept the honour only on a special condition.

You know of my life's great desire of seeing our language firmly and finally established as the medium of instruction in the University. Your great father started the movement, and perhaps it will be given to you to complete his noble task. If you are going to break a tradition by asking me, an outsider, to address the Convocation you will have to break yet another convention and permit me to address in Bengali. If the University would accede to this I shall most gladly take the responsibility even though, the engagement will mean a great physical strain.

As regards the University marching song I shall like to discuss the matter with you when I meet you next. In the meantime, I shall try to do something for you in the latter.

Yours affectionately,
(sd.) Rabindranath Tagore.

Sj. Syama Prasad Mookerjee.

বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ দানের প্রস্তাব সমন্বিত কবিগুরুর ঐতিহাসিক পত্রের যে ঐতিহাসিক জবাব শ্যামাপ্রসাদ দিয়েছিলেন, পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেটিও নিম্নে উদ্ধৃত হল—

SENATE HOUSE
CALCUTTA.
17th December 1936.

D.O.No. 730.

My dear Sir,

I am sorry for the delay in replying to your very kind letter, agreeing to deliver the next Convocation Address. I was absent from Calcutta on several occasions during the last few weeks.

The University can certainly have no objection to your delivering the address in Bengali. There is however one difficulty which you will no doubt consider. We shall have among the members of the audience many who do not know Bengali. There will be such people among Members of the Senate, including His Excellency, Principals of colleges, guests and also students. If you finally decide to deliver your address in Bengali—and we shall abide by the choice whice you may make—it will be desirable to have the English rendering of the address beforehand so that it may be printed and placed in the hands of those who do not know Bengali. Kindly consider this matter and let me know how you finally decide. We shall be glad to print the address in the University press according to your directions. The Convocation will be held on 13th February and I shall be grateful if a copy of the address (including the English translation if you speak in Bengali) is sent to me confidentially about three weeks before that date.

I wonder if any progress has been made with regard to the composition of the marching song. When will you be coming to Calcutta next time?

Yours aff
Syama Prasad Mookerjee

দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ সানন্দে কবির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন; তবে বাংলা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদও পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। কারণ, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য সমেত বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা ও ইংরেজি দুই-ভাষাতেই ভাষণ মুদ্রিত করতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল, সে বছরের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে—

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭/২ ফাল্গুন ১৩৪৩

যৎকিঞ্চিৎ

কলিকাতায় অকাল বর্ষার জন্য শনিবার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা বার্ষিক উপাধি বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হইতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার কনভোকেশন অভিভাষণ পাঠ করিবেন এবং এই অভিভাষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বাঙ্গলাভাষায় রচিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভায় এই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলাভাষা আপন জাতীয় সম্মান লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা কবিগুরুর গৌরবই অধিক। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে বাঙ্গলাভাষায় অভিভাষণ দেন এবং রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙ্গলাভাষা ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষিত 'অভিজাত' মহলের ব্যক্তিগত আদান প্রদানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙ্গলাভাষা স্যার আশুতোষের চেষ্টায় 'এম এ' ক্লাশ পর্য্যন্ত 'উত্তীর্ণ' হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষায় লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধও ইদানীং উচ্চতর ডিগ্রীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বাঙ্গলাভাষা স্কুলে স্কুলে শিক্ষার বাহনরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষার দাবীই সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে আগামী বুধবারের উপাধি বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ নূতন গ্রাজুয়েটগণের চিত্তে জাতীয়তাবোধের নূতনতর মর্য্যাদা জাগ্রত করিবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭/৬ ফাল্গুন ১৩৪৩

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষাজগতে

ঋতু-পরিবর্তন

"শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে

আত্মীয়তা বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা"

পাশ্চাত্ত্য জাতির অমানুষিক আত্মাবমাননায় মর্মবেদনা

পদবী-সম্মান-বিতরণ সভায় ছাত্র-সম্ভাষণ

ছাত্রদের প্রতি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

বুধবার অপরাহ্নে প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

এ বৎসরের উপাধি বিতরণ সভার বৈশিষ্ট্য, কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গলায় অভিভাষণ। সেইজন্য অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র এবং কলিকাতার সরকারি ও বে-সরকারি প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিই উহাতে উপস্থিত ছিলেন। নারী গ্রাজুয়েটদের পাশে বহু সংখ্যক মহিলাকে দেখা গিয়েছে। এবার বক্তৃতা বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ ধুতির উপর তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণ উৎসবে এই তাঁহারা প্রথম ধুতি পরিয়া উপস্থিত হইলেন। কবি গরদের ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবী পরিয়া আসিয়াছিলেন।

পদবী বিতরণী-সভার সভাপতি চ্যান্সেলার স্যার জন এণ্ডারসন (বাঙ্গলার লাট) সভার উদ্বোধন করিলে পর ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা বিতরণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর চ্যান্সেলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অভিভাষণ দান করিতে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত বিশাল জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ কবির প্রতিভাদীপ্ত অভিভাষণ শ্রবণ করেন।'

এই বাংলা অভিভাষণেই কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ যেসব যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেন—

"আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গচূড়া থেকে তিনি প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপরে তিনিই বাংলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন; সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্যপুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ ক'রে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি এক সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল, বাংলাদেশে শিক্ষা জগতে ঋতু-পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্ত আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নব পল্লবের উৎসব।"

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কবির বহু মূল্যবান রচনার এখানেই পরিসমাপ্তি।

### শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতার ছায়া

কিন্তু এই আনন্দের বাজারেও সাম্প্রদায়িক দৈত্য তার নোংরা ছায়া ফেলতে দ্বিধা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রতীকে "শ্রী ও পদ্ম"র অবস্থান মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানার অভিযোগে মুসলমান ছাত্রগণ এই সমাবর্তন উৎসব বর্জন করে এবং তাদের উস্কানিদাতা মুসলমান নেতা ও মন্ত্রীরাও আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও দলবেঁধে অনুপস্থিত থাকেন। ইতিমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকীকরণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে পুরোদমে। ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টার মিডিয়েট ইত্যাদি পাঠ্য তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাঝেও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজা হতে থাকে। সংবাদপত্র প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন : সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেখানে (বাংলায়) খুবই প্রবল, শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া গুরুতর বিরোধ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু সবে তো কলির সন্ধে। যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এসব অনাসৃষ্টির মূল কারণ, তার বিরুদ্ধে বাংলার আপামর হিন্দু নেতারা টাউন হলে 1936 সালের 15 জুলাই যে বিশাল প্রতিবাদ

সভার আয়োজন করে, রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে তাতে সভাপতিত্ব করেন। উপাচার্য হিসাবে রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত থাকা অশোভন বিবেচনায় শ্যামাপ্রসাদ তাতে অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অত্যন্ত কুৎসিত দিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে, তা তিনি দিব্য চোখে দেখতে পেলেন। এবং অদূর ভবিষ্যতে তা প্রতিহত করতে তাঁকে যে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে তাও অনুভব করলেন বোধ হয়।

এই সময় বার্ধক্য এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশেবিদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে এবং রাজবন্দীদের উপর সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ভিত্তিক শিক্ষানীতির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এভাবেই 1938 সালের 7 আগস্ট তাঁর উপাচার্যকালের মেয়াদ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুসলিম লীগ সরকার বিশিষ্ট লীগ নেতা স্যার আজিজুল হককে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্রতী হল।

1939 সালের শেষের দিকে শ্যামাপ্রসাদ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। সে বছরের প্রথম দিকে তাঁর সভাপতিত্বে বাংলায় বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের এক কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই শুভ প্রয়াসে সন্তোষ প্রকাশ করে কবি 'ইউনাইটেড প্রেসের' প্রতিনিধিকে বলেন : 'ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলার পল্লীতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের কার্য আন্তরিকতার সহিত আরম্ভ করিতে এবং তাহাতে বাঙ্গলার যুব সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দেশকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের কার্যে নামা খুবই স্বাভাবিক। আর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অপেক্ষা তাহাদের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকার্য অধিকতর মহত্তর কোনোও উপায়ে পরিচালনের কোনোরূপ কল্পনাও আমি করিতে পারি না।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মার্চ ১৯৩৯)

**রবীন্দ্রনাথ-শ্যামাপ্রসাদ-বিশ্ববিদ্যালয়: শেষ যোগাযোগ**

তারপর দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বয়োভারে ভারাক্রান্ত, রোগাক্রান্তও বটে। জনজীবন থেকে নিজেকে তিনি ক্রমেই গুটিয়ে নিচ্ছেন। "বন্ধুবর্গ ও জনসাধারণের সহিত পত্র ব্যবহার এবং তাঁহাদের অন্যান্য অনুরোধ রক্ষা আমার জীর্ণ শরীর মনের পক্ষে দুর্বহ হওয়াতে এই সমস্ত দায়িত্বভার হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সকলের নিকট আমি সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি।" —এই বলে সংবাদপত্রে আবেদন করেছেন (২৬.৬.৩৮)।

ওদিকে শ্যামাপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র শিক্ষাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে রাজনীতিক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উপাচার্য পদে না থাকলেও তখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান। সুতরাং নাস্তি গতিরন্যথা। শান্তিনিকেতন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কলকাতা এসে পরীক্ষা দেবার অসুবিধা দূর করতে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কবি শ্যামাপ্রসাদের কাছেই আর্জি পাঠালেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সে চিঠি কবির স্বহস্ত লিখিত নয়। তাঁর সচিবদের কারও হাতে লেখা।

বলাই বাহুল্য ছাত্রদরদী শ্যামাপ্রসাদের কাছে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণার্থে কবিগুরুর আবেদন ব্যর্থ হয়নি।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে প্রতিবৎসর আমরা দেশবিদেশের নানা জাতীয় বহুসংখ্যক ছেলেমেয়েকে ছাত্রছাত্রীরূপে পেয়ে থাকি। তাদের মধ্যে অনেকে, বিশেষত যারা মেয়ে, কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে খুবই অসুবিধায় পড়ে। এইজন্য শান্তিনিকেতনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার একটি কেন্দ্রস্থাপন করা যায় কিনা, এ নিয়ে পূর্বে একবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এবারেও সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আমাদের কর্মসচিবের পক্ষ থেকে অধ্যাপক শ্রীমান অনিলকুমার চন্দকে তোমার নিকট পাঠাচ্ছি। আশা করি, এ বিষয়ে সুবিবেচনা করে তুমি তোমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীসম্প্রদায়ের অসংখ্য ধন্যবাদভাজন হবে। আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি ২৭।১২।৪০

(স্বা:) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগেই যে কথা বলছিলাম, সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসী প্রভাব থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতেই শ্যামাপ্রসাদ ক্রমশঃ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বাংলার মুসলিম লীগ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার কায়েম করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে হাতে না মেরে ভাতে মারতে এক 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' পাস করাতে উদ্যোগী হল। এই বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু সমাজ রুখে দাঁড়ায় এবং 1940 সালের 21–23 ডিসেম্বর কলকাতায় তিনদিন ব্যাপী এক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। তখন কবি গুরুতর অসুস্থ এবং বলতে গেলে চলৎশক্তি রহিত। তাই তাঁকে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ বৃথা জেনে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর কাছে সভার উদ্দেশ্যের উপর একটি বাণী প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন—

77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta
14-12-40

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার শরীরের বর্তমান অবস্থায় পত্র দিতেছি বলিয়া মার্জনা করিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ-সভা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর সভাপতিত্বে ২১, ২২, ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আহ্বান করা হইয়াছে। সারা বাংলা দেশের প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিবেন। সকল দলের লোকই সাগ্রহে এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা ছিল আপনি এই সভার উদ্বোধন করিবেন। কিন্তু তাহা এখন সম্ভব নহে, জানি।

আমাদের বিশেষ ইচ্ছা যদি সম্ভব হয় একটি বাণী পাঠাইবেন। আজ বাংলার বিশেষ সঙ্কটময় দিন। এই বিলের দ্বারা যে শুধু শিক্ষায়তনের উপর সরকারী কর্তৃত্বের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহা নয়—আমাদের বহু-শতাব্দীর সাধনা ও কৃষ্টির মুলোৎপাটন করবার ইহা এক জঘন্য প্রয়াস।

বাংলা ভাষা ও ইতিহাসের উপর যে অন্যায় আক্রমণের পর্ব আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই পূর্ণ সমাপ্তি এই বিলের দ্বারা সাধন করিবার অপচেষ্টা হইতেছে। আজ এই সময়ে আপনার বজ্র-বাণীর দ্বারা সারা বাংলার হিন্দুকে পুনর্জাগ্রত করুন যেন তাহারা সকল বাধা ও বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আপন শিক্ষা মন্দিরের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়।

আমার প্রণাম জানিবেন। আমি আজ ঢাকা যাইতেছি, বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব। ইতি

স্নেহবদ্ধ—
শ্যামাপ্রসাদ

কিন্তু বাণী দেবে কে? স্বয়ং বাণীর বরপুত্রের তখন জ্বরায় জরজর অবস্থা। এই চিঠি কবির গোচরীভূত না করাই স্বাভাবিক। কারণ, তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সকাল বিকাল ডাক্তারদের বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। ডাঃ নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইতোপূর্বেই কবিকে সর্বপ্রকার উত্তেজনা ও মানসিক অশান্তি থেকে রক্ষা করার আবশ্যকতা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং লোকে যেন উপদেশ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভের জন্য তাঁর কাছে না যান সেজন্য সবাইকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন।

ফলে শ্যামাপ্রসাদের শেষ চিঠি যেমন কবির হস্তগত হয়নি, তেমনি তাঁর শেষ চিঠির শেষ উত্তরও আসেনি।

জাগতিক ব্যাপারে কবির জীবদ্দশায় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সম্পর্কের এখানেই ইতি। সে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও।

**অস্তাচলে রবি : শ্যামাপ্রসাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি**

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের (বাং ১৩৪৮) ২২শে শ্রাবণ মহাকবির মহাপ্রয়াণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর জীবনাদর্শকে শ্যামাপ্রসাদ কি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তার পরিচয় মেলে কবির মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভায় প্রদত্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে:—

"রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি বলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন—"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"—সেকথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। যতদিন বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলা দেশ ও ভারতবর্ষ থাকিবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের নাম মুছিয়া যাইতে পারে না। যদিও

তিনি বড় কবি, বড় দার্শনিক ও বড় চিন্তানায়ক ছিলেন, কিন্তু যখনই দেশের মধ্যে ঝঞ্ঝা ও বিপদ দেখা দিয়াছে তখনই তিনি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হিমালয়ের মতো ভারতবর্ষের মাথার মুকুটমণি হিসাবে তিনি পরাধীন দরিদ্র ভারতের কোটি কোটি জনগণের মর্ম্মবেদনা অতুলনীয়ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের অত্যাচারের সময় তিনি সরকারী উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বড় লাটকে লিখিয়াছিলেন—নির্মম অত্যাচারে যাহারা দেশবাসীকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার দিক হইতে তাহাদের কাছে নিজেকে বন্ধ রাখিতে চাহি না। কবি হিসাবে একথা লেখেন নাই, সরকারও তখন তাঁহাকে কবি বলিয়া মনে করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে বিলাতের জন কয়েক নারীর কাছে যে চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ একদিন পৃথিবীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আনয়ন করিবে। সে বিশ্বাস তাঁহার ভাঙ্গিয়াছে। সেই উপলক্ষে তিনি দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ পৃথিবীর সকলকে শুনাইয়াছেন—যাহারা জোর করিয়া ভারতের স্বাধীনতা চাপিয়া রাখিতে চায় তাহাদের হুকুম ভারতবাসী কখনও মাথা পাতিয়া নিবে না। তিনি কতবড় শিক্ষাগুরু ছিলেন, মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা আমরা স্মরণ করিব। গত ৫০ বৎসরের বাঙ্গলা ও ভারতের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাস। যদিও রাজনীতি হইতে তিনি একটু দূরে থাকিতেন কিন্তু মাঝে মাঝে সে সম্বন্ধে যখন তাঁহার ২/১টি লেখা বাহির হইত, তখন মনে হইত তিনি যেন ভারতবাসীর মর্ম্মকথা অন্তরের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন। বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে না। যতদিন ব্যক্তিগতভাবে ও জাতীয় জীবনে এই পদদলিত ভারতবাসীকে বড় জাতি হিসাবে দাঁড় করাইতে না পারিব এবং জগতের সকলকে তাহা গ্রহণযোগ্য করাইতে না পারিব ততদিন রবীন্দ্রনাথের দেশবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার গৌরব আমাদের থাকিবে না। হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের, হইতে পারে তিনি বিশ্বের—নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বের ও ভারতবর্ষের, কিন্তু আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না—রবীন্দ্রনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গলাকে যদি আমরা বড় করিতে না পারি, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ অবদান যদি ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে না দিতে পারি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের শোকসভায় যোগদান করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা বৃথা হইবে।"

# ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে

(১)

এই উপমহাদেশে ভাষা আন্দোলন বলতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একমাত্র উর্দুকেই গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মরণপণ আন্দোলন এবং চারজন ছাত্রের শহীদত্ব বরণের কথাই সকলের মনে পড়ে। ঐ আন্দোলনের সাফল্য এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে আত্মোৎসর্গকারী ছাত্রদের স্মৃতিতে পশ্চিমবঙ্গেও সভাসমিতি মারফত ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং তাতে বিদগ্ধজনেরা দুই বাংলার ভাষাগত ঐক্য ও সংহতির উপর সাতকাহন কথার জাল বোনেন। কিন্তু ঐ ঘটনার ৯ বছর পর ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আসামের কাছাড় জেলায় ১১ জন ছাত্র-যুবকের বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের কাহিনী অনেকেই বেমালুম ভুলে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই উপমহাদেশে ভাষার সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে এবং তৎসহ রাজনীতির মিশাল দিয়ে কূটনীতির খেলা চলেছে অনেকদিন ধরে। অনেকেরই হয়তো জানা আছে যে, এককালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে প্রেসিডেন্সী প্রথায় বিভক্ত করে শাসনকার্য চালাত। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে একাধিক ভাষা-গোষ্ঠীর বাস ছিল। যেমন—বাংলা প্রেসিডেন্সীতে সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকায়, চারটি ভাষাগোষ্ঠী একই শাসকের (ছোটলাট) শাসনাধীন ছিল। তেমনি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মারাঠী, গুজরাটী ও সিন্ধী—এই তিন বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী। অনুরূপভাবে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত জনসমষ্টি। ফলে, বিদেশী শাসনাধীনে থেকেও প্রতিটি প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের এক সূক্ষ্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। দুর্বুদ্ধির বশীভূত হয়ে ব্রিটিশ সরকার এই ব্যবস্থায় প্রথম আঘাত হানল বাংলা প্রেসিডেন্সীতে। শিক্ষা ও রাজনীতি সচেতনতায় কিঞ্চিৎ অগ্রগামী বাংলাভাষী হিন্দুদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সী ভেঙে করল দুই টুকরো। বাংলাভাষী এলাকাকে দুই ভাগ করে পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে জুড়ে 'Eastern Bengal and Assam' নামে একটি প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করে Bengal নামে আর একটি প্রদেশ গঠন করল। প্রথমোক্ত প্রদেশে বাংলাভাষী মুসলমানরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর দ্বিতীয় প্রদেশে হিন্দীভাষীরা হল সংখ্যা গরিষ্ঠ। অর্থাৎ, বাংলাভাষী হিন্দুরা নবসৃষ্ট দুটি প্রদেশেই সংখ্যলঘু।

এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে মুখ্যত হিন্দুদের আন্দোলনের (বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত) তীব্রতায় অতিষ্ঠ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল বটে, কিন্তু বাংলাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে আসামের সঙ্গে এবং মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়ার বাংলাভাষী এলাকা বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভাঙা বাংলাকে জোড়া দেবার নামে বঙ্গদেশকে স্থায়ীভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করে। (Bisected Bengal was re-united after trisection)। যা হোক, এই ভাঙা-গড়ার খেলায় আসাম আলাদা প্রদেশ বলে ঘোষিত হল এবং অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের কবলস্থ হবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল। ওদিকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধী ভাষাভাষী এলাকা আলাদা করে নিয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধুপ্রদেশ গঠিত হল এবং অনতিকাল মধ্যে তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল।

স্বাধীনতা আন্দোলনকালে জাতীয় কংগ্রেস যেমন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, তেমনি মুসলীম লীগ ছিল তার ঘোরতর বিরোধী। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নামে এলাকা হেরফের করে কোনও মুসলিম সংখ্যাধিক্য প্রদেশ যাতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত না হয় (যেমন অবিভক্ত বঙ্গদেশ), এবং কোনও মুসলিম শাসনাধীন দেশীয় রাজ্যের অঙ্গহানি বা অবলুপ্তি না ঘটে (যেমন নিজামশাসিত হায়দ্রাবাদ) সে সম্পর্কে তারা ছিল অতিশয় সরব। যা হোক, যে ভাষাগত ঐক্য ও সংহতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়া শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এলো, সে ভাষা আন্দোলনের প্রথম ধাক্কাই নবসৃষ্ট পাকিস্তানের কাঁচা ভিতে বড় জোর নাড়া ও ফাটল ধরিয়ে গেল। এবং কালক্রমে ধর্মীয় বন্ধন ছিন্ন করে বাহ্যত দ্বিখন্ডিত পাকিস্তানকে কার্যত দুই ভাগে ভাগ করে ছাড়ল। আর আদি পাকিস্তানেও সিন্ধী, উর্দু, পোস্তু ও বালুচীতে হানাহানি রক্তারক্তি চলছেই। ধর্মের বন্ধন তা নিবারণে অসমর্থ।

এদিকে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষীরা টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সুবাদে এক ভোটের জোরে হিন্দী ভারতের রাজপাট দখল করে বসল বটে; কিন্তু কংগ্রেস প্রতিশ্রুত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিতে চারদিকেই জোরদার আন্দোলন শুরু হল। স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে পট্টি রামালুর আত্মাহুতি, স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রের জন্য তুলকালাম আন্দোলন, পাঞ্জাবী সুবার জন্য সন্ত ফতে সিং-এর আত্মোৎসর্গ এবং পরিণামে দ্বিখন্ডিত পাঞ্জাবকে ত্রিখন্ডিত করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ নামে তিনটি ক্ষুদ্রাকার প্রদেশের সৃষ্টি, মানভূমকে বাংলায় আনার জন্য লোকসেবক সঙ্ঘের আন্দোলন ইত্যাদি কত ঘটনাই ঘটেছে। অতি সম্প্রতি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, ঝাড়খন্ড আন্দোলন, বোড়ো আন্দোলন প্রভৃতিও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি বলেই গণ্য। এখনো কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মধ্য বেলগাঁও অঞ্চল নিয়ে বিবাদের সুরাহা হয়নি, ফাজিলকা ও আবোহর নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে টানাটানি চলছে। আসামে বাংলাভাষী এবং বোড়োভাষীরা নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ভাবছে। তার উপর শুরু হয়েছে 'আলফা'র লাফফাল। ত্রিপুরার পূর্ব পাকিস্তানাগত বাংলাভাষীদের চাপে স্থানীয় ত্রিপুরীরা একেবারে কোণঠাসা; ফলং টি.ইউ.জে.এস্। পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীভাষী শিখরা হিন্দীভাষী হিন্দুদের রাজ্যছাড়া করতে এবং পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের খালাত ভাই হিসেবে খালিস্থানে রূপদানে বদ্ধপরিকর। কাশ্মীরীভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা হিন্দুদের রাজ্যছাড়া করে আজাদ কাশ্মীর প্রতিষ্ঠায় কোমর বেঁধে লড়ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই উপমহাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের আলাদা রাজ্য গঠন এবং ধর্মগত সংখ্যাগুরুদের রাষ্ট্রের বাইরে বেরিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের এক মানসিক প্রবণতা রয়েছে।

(২)

কিন্তু এহো বাহ্য। ভাষা ও ধর্ম নিয়ে এসব আধুনিক রাজনীতির কলাকৌশলের কথা থাক। তার চেয়ে বরং শতবর্ষ আগে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি আদায়ে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন এবং কিভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন প্রতিবন্ধকতার বেড়া ডিঙিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রথমত অন্যতম পাঠ্যবিষয় ও পরে পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, সেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বাংলা সাহিত্য আদৌ সমৃদ্ধশালী ছিল না। তা সত্ত্বেও তৎকালীন ইংরেজ শাসকবর্গ পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠা বর্ষে গৃহীত প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৫৮ সালে গৃহীত প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় প্রাচীন সাহিত্য ও ব্যাকরণ নির্ভর ১০০ নম্বরের এক পত্রের বাংলা অবশ্য পাঠ্য ও পরিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে

নির্ধারিত করেছিলেন। ১৮৬২ সালে গৃহীত প্রথম এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস) পরীক্ষায়ও বাংলা অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই মাতৃভাষার এই মর্যাদালাভে দেশীয় ভাষার অনুরাগী মাত্রই উল্লসিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অন্যতম বিষয় হিসেবে নিয়ে বি. এ. পাশ করে প্রথম গ্র্যাজুয়েটের মর্যাদা লাভ করেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলার প্রথম প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক।

কিন্তু মাতৃভাষা প্রেমীদের উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ছাত্রদের মাতৃভাষার ভিত শক্তপোক্ত করার মানসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৮৬৮ সালের এফ.এ. ও ১৮৬৯ সালের বি. এ. পরীক্ষা থেকে বাংলা সমেত সমস্ত মাতৃভাষা বাতিল করে দেয়। সে স্থলে ইংরেজীর সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে একটি প্রাচীন ভাষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত নেপথ্যকাহিনী প্রণিধানযোগ্য।

১৮৬৩ সালের ১৬ মার্চ সেনেটের সমাবর্তন সভায় তদনীন্তন উপাচার্য সি. জে. এরস্কাইন (The Hon'ble Claudius James Erskine) তাঁর ভাষণে বলেন:

"It is thought by many that students who, in the lower courses have professed one of the Vernacular Languages of India as their second language, should not on coming forward for the degree of Bachelor of Arts be examined in that language, but in the elements of the Indian classical language with which it has affinity. Judging from the results of an enquiry made some months ago, it would seem that a change in this direction would be approved by many of those who are practically engaged in education in these Provinces, and who believe that candidates approved after trial by such a modified test would be more accomplished scholars in their own Languages, while they would also be better prepared to go forward for Honors in the Classical Languages of India."

উপাচার্যের বক্তৃতার পর মাস পাঁচেক গত হল। উপাচার্য এফ. এ. এবং বি. এ. পাঠক্রমে ভাষা বিষয়ে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন তাকে আইনানুগ রূপদানের জন্য ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস এক সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটি যে সংশোধিত পাঠক্রম তৈরি করে তা বিবেচনার জন্য ৪ আগস্ট ১৮৬৩ তারিখের ফ্যাকাল্টির সভায় উত্থাপিত হয়। ঐ সভায় দেশীয় সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—

১। রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জী
২। বাবু রমানাথ টেগোর
৩। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
৪। মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর
৫। কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ

সেদিন আলোচনা অসমাপ্ত থাকে। সাতদিন পরে অর্থাৎ ১১/৮/১৮৬৩ তারিখে পুনরায় সংশোধিত পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং কিছু ছোটখাট পরিবর্তনের পর সংশোধিত নিয়মবিধি অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

> Resolved–Report of Sub-committee with certain alterations recommended by the faculty be agreed to. The report in its amended form was referred to the Syndicate.

ফ্যাকাল্টির এই দিনের সভায় একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ।

সিন্ডিকেট কালবিলম্ব না করে ৪ দিন পরে ১৫/৮/১৮৬৩ তারিখের সভাতেই আর্টস ফ্যাকাল্টি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়—

"Report of the Sub-Committee to revise the regulations as amended by several Faculties was considered.

The Syndicate recommended some changes and resolved that the Report thus amended, be printed and forwarded to the Senate which was appointed to meet on Monday, the 31st August, 1863."

ঐ দিনের সিন্ডিকেটে উপস্থিত পাঁচজন সদস্যই ছিলেন বিদেশী; কারণ তখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলেন না।

৩১ আগস্ট ১৮৬৩ তারিখের নির্দিষ্ট সেনেট সভায় নতুন পাঠ্যবিধি পাকাপাকিভাবে অনুমোদিত হয়। সেনেট সভায় উপস্থিত পঁচিশজন সদস্যের মধ্যে দেশীয় সদস্য ছিলেন পাঁচজন। কিন্তু তারা কেউ এই নতুন বিধানের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন বলে দেখা যায় না। যা হোক, সংশোধিত পরীক্ষাবিধি তৎকালীন রীতি অনুসারে মহামান্য সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরের (পদাধিকার বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও বটেন) মঞ্জুরীর জন্য প্রেরিত হল; এবং তা পেতে বিলম্ব হল না। অবশেষে এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রচারিত হল:

"Revised Regulations in Arts approved by the Senate on 31.8.1863 received the sanction of His Excellency the Governor General of India in Council and are to take effect from 1.5.1864.

Under the Revised Regulations the examination in the Vernacular languages of India at the First Examination in Arts and the B.A. examination has been discontinued and all candidates will be required to take up one of the following classical languages:–

Latin, Greek, Sanskrit, Hebrew or Arabic.

This changes is not to take effect before 1867 in the case of First Examination in Arts, nor before 1869 in the case of the B.A. Examination."[2]

এভাবে সমাপ্ত হল শিক্ষার আঙিনা থেকে মাতৃভাষা হটানোর প্রথম পর্ব।

একদিকে যেমন এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় মাতৃভাষার পরিবর্তে প্রাচীন ভাষা আবশ্যিক পাঠ্য বলে নির্ধারিত হল; অপরদিকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃতের (এবং আরবির) মধ্যে যে কোনও একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাছাই করার অধিকার দেওয়া হল। স্বভাবতই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অধিকাংশ হিন্দু ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলার বদলে সংস্কৃত এবং মুসলমান ছাত্রগণ বাংলার পরিবর্তে আরবি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরেই মাতৃভাষা একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে পড়ল। সেই ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সংশোধনে তেমন কোনও সুসংবদ্ধ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না; যদিও মাতৃভাষা-প্রেমীরা বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ভাষার অমর্যাদায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে ছাড়েননি।

(৩)

বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন ১ জানুয়ারি ১৮৯০। তার মাত্র ৯ মাস পূর্বে (মার্চ, ১৮৮৯) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রদত্ত দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্পর্কে বলেন—

"... I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should

encourage the study of those Indian Veranculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study, and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction. In laying stress upon the importance of the study of our Vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own Vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge showne through the medium of the numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own Vernaculars (Applause)".

উক্ত সমাবর্তন সভায় যে সব বরেণ্য ও স্মরেণ্য বাঙালি মনীষী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গৌরদাস বসাক, উমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তখনো স্যার হতে অনেক দেরি)। উন্নত ও সমৃদ্ধ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বঞ্চিত জনসাধারণের মাঝে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার যে উদাত্ত আহ্বান গুরুদাসের ভাষণে ফুটে উঠেছিল, তার সাড়া জেগেছিল সেনেট সিন্ডিকেটের কনিষ্ঠতম সদস্য (মাত্র ২৬ বছর) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনে। গুরুদাসের বক্তব্যের সূত্র ধরে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাংলা সমেত অন্যান্য মাতৃভাষার যৎকিঞ্চিৎ স্থান দানের যে প্রস্তাব করেন তা প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আশুতোষের আমৃত্যু অক্লান্ত এবং প্রায় একক সংগ্রামের ইতিহাসের সূত্রপাত। সমাবর্তন ভাষণের ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে রেজিষ্ট্রারের কাছে লিখিত এক চিঠিতে আশুতোষ এফ. এ., বি. এ., অনার্স, এবং এম. এ. পাঠক্রমের বিভিন্ন স্তরে দেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির জন্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের জন্য সিন্ডিকেটে উত্থাপনের অনুরোধ করেন। সেই চিঠির সারাংশ ১৪ মার্চ ১৮৯১ তারিখের সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হয়েছিল। সেদিনের কার্যবিবরণীতে দেখা যায়—

**MINUTES OF THE SYNDICATE**

FOR THE YEAR 1890-91.

No. 24

The 14th March

**Present:**

The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, D. L., *Vice-Chancellor, in the Chair.*

The Hon'ble Sir Alfred Croft, K. C. I. E.

A. M. Bose, Esq.

Babu Dinabandhu Datta.

Sir John Edgar, K. C. I. E., C. S. I.

Babu Srinath Das.

Babu Asutosh Mukhopadhyay, F. R. A. S., F. R. S. E.

452. Read a letter from Babu Asutosh Mukhopadhyay requesting that the following propositions may be submitted to the Syndicate for consideration:–

I. That in the Arts Examinations candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali, Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II. That the foregoing proposition be carried out in the manner following, that is to say :–

(A) In the F. A. Examination :–

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B) In the B. A. Examination :–

(i) In addition to the text-books prescribed in the above named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass paper, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the Honours papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the vernacular text-books and an original composition in the vernaculars.

(C) In the M. A. examination, in addition to the English essay required by para 5 of the M. A. Regulations, candidates be required to write an essay in one of the above named vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language profesed by them.

Resolved—

That the letter be referred to the Faculty of Arts.

সিন্ডিকেটের নির্দেশানুসারে আশুতোষের প্রস্তাব সম্বলিত চিঠিখানা ১৮৯১ সালের ১১ জুলাই ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টসের সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। যেহেতু এই চিঠি শতবর্ষ পূর্বে বাংলা ভাষার জন্য আশুতোষের আমরণ সংগ্রামের প্রথম প্রামাণ্য দলিল, তাই সম্পূর্ণ চিঠিখানা, প্রস্তাবের পক্ষাবলম্বী ও বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য এবং ফ্যাকাল্টিতে ভারতীয়দের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আশুতোষের প্রস্তাব কিভাবে ভোটে নাকচ হয়ে যায়, তা অনুধাবনের সুবিধার্থে সেদিনের সভায় উক্ত প্রস্তাবের উপর আলোচনার পূর্ণ বয়ান দেওয়া গেল—

**MINUTES**

of

**THE FACULTY OF ARTS**

For the Year 1891-92.

No. 1

*The 11th July 1891*

**Present:**

The Hon'ble Sir Alfred Croft, K. C. I. E., *President, in the Chair.*
Nawab Bahadur Abdool Luteef, C. I. E.
Rai Kanailal De, Bahadur, F. C. S., C. I. E.
Col. H. S. Jarrett.
Babu Omes Chunder Dutt.
Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna, C. I. E.
A. M. Bose, Esq.
A. M. Nash, Esq.
The Rev. Dr. K. S. Macdonald.
Babu Gaurisankar De.
Maulavi Suraj-Ul-Islam, Khan Bahadur.
Raja Piyarimohan Mukherjee, C. S. I.
Babu Bankimchandra Chatterjee.
Babu Isanchandra Basu.
Babu Nilmani Mukerjee.
Maulavi Abdul Hai.
Babu Saradacharan Mitra.
Dr. C. J. H. Warden.
Babu Golapchandra Sarkar.
Babu Jogindrachandra Ghosh.
N. N. Ghose, Esq.
Babu Chandranath Basu.
Babu Haraprasad Sastri.
Shamsul Ulama Maulavi Ahmad.
Babu Umeschandra Datta.
Babu Rajaninath Ray.
Shamsul Ulama Shaik Mahmud Gilani.
J. C. Bose, Esq. B. Sc.
Babu Srinath Das.
Babu Asutosh Mukhopadhyay, F. R. A. S., F. R. S. E.
Maulavi Muhammad Abdur Rawuf.
Babu Syamacharan Ganguli.
Rai Gunabhiram Sarma Baruya, Bahadur.
Babu Mahendranath Ray.
Babu Jogindrachandra Ghosh.

71. Babu Asutosh Mukhopadhyay proposed that a committee be appointed to consider the propositions contained in the following letter and any cognate propositions that may be brought before it :–

"To

The Registrar of the University of Calcutta

Sir,

May I request the favour of your submitting this letter for the consideration of the Syndicate.

It will be in the recollection of all, that at the last Convocation for conferring degrees, the Hon'ble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian Vernaculars. He is reported to have said, "I also deem...(for missing words see page 527) ... classical language." Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate the following propositions :–

I. That in the Arts Examinations candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali, Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II. That the foregoing proposition be carried out in the manner following, that is to say :–

(A) In the F. A. Examination :–

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B) In the B. A. Examination :–

(i) In addition to the text-books prescribed in the above named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass paper, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the Honours papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the vernacular text-books and an original composition in the vernaculars.

(C) In the M. A. Examination, in addition to the English Essay required by para 5 of the M. A. Regulations, candicates be required to write an essay in one of the above-named vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language proposed by them.

Bhowanipur;<br>*1st March, 1891.*

I have, &c., &c.,<br>ASUTOSH MUKHOPADHYAY."

প্রস্তাব উত্থাপনের পর সদস্যগণ নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করে সপক্ষে বিপক্ষে বক্তৃতা দিলেন। সেকালে সদস্যদের বক্তৃতা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল না বলে তাঁদের উক্তি ও যুক্তির সারবত্তা বিচারের সুযোগ নেই। তবু কারা সপক্ষে কারা বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন তার উল্লেখ কার্য বিবরণীতে রয়েছে:—

Babu Umeschandra Datta seconded the motion.

Raja Piyarimohan Mukerjee proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examinations Regulations in the way suggested in the motion.

Maulavi Suraj-ul-Islam seconded the amendment.

Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdool Luteef, Babu Rajaninath Ray, and Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna opposed the motion.

Babu Bankimchandra chatterjee, Babu Chandranath Basu, and Babu Mahendranath Ray spoke in favour of the motion.

Babu Nilmani Mukerjee spoke against the motion.

The Rev. Dr. Macdonald, Mr. A. M. Bose, and Babu Haraprasad Sastri supported the motion.

With the consent of the meeing the amendment was withdrawn being taken as a direct negative of the original motion.

The motion was then put to the vote, and declared lost by a majority of 17 to 11.

সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জন সদস্য। ভোটে অংশ গ্রহণ করেন ২৮ জন। প্রস্তাবের পক্ষে ১১ জন বিপক্ষে ১৭ জন। অন্যরা হ্যাঁ বা না কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে দুকূল রক্ষা করেছেন। ফ্যাকল্টিতে দেশীয় সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাবায় সম্মানজনক স্থান লাভে কারা বাধা দিয়েছেন, তা ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট। রাজা, নবাব, পাদ্রী, পণ্ডিত, মৌলবী, সরকারী কর্মচারী এবং অনুগৃহীতরা একজোট হয়ে ১৭-১১ ভোটে আশুতোষের প্রথম প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। তবু স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন আশুতোষের প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়ালেন তখন তিনি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেছেন বৈকি। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি আশুতোষ দীর্ঘকাল ভুলতে পারেননি। তাই রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. ডিগ্রী দান উপলক্ষে আহুত সেনেট সভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেছেন—

It is now nearly twenty three years ago that a young and inexperienced Member of the Senate earnestly pleaded that a competent knowledge of the Vernaculars should be a prerequisite for admission to a degree in the Faculty of Arts in this University. The Senators complimented the novice on his eloquence and admired his boldness, but doubted his wisdom, and, by an overwhelming majority rejected his proposal, on what now seems the truly astonishing ground that the Indian Vernaculars did not deserve serious study by Indian students who had entered an Indian University.

মাতৃভাষাকে শিক্ষা সূচীতে যথাযোগ্য স্থানদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার ঢেউ এসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিদ্বজ্জন সমাজে। গুরুদাসের ভাবনায় এবং আশুতোষের প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হলেন। তিনি রচনা করলেন "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধ। প্রকাশিত হল ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কয়েক মাস পরে। শিক্ষার ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ—

"স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার ওপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে তার কোন গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। ... জ্ঞানবিজ্ঞান যেখান-কারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই, যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতা-ভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।"

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—"পৌষ মাসের সাধনা'য় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুই বার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে "একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম" তা প্রকৃতপক্ষে ফ্যাকাল্টির সভায় আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত।

আশুতোষের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর অন্য সূত্রে প্রশ্নটি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়। ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে, "বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙলা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা উচিত।"

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে (২৬ আগস্ট, ১৮৯৪) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্তের দুইখানি পত্রে পূর্বোক্ত প্রস্তাব আলোচনা হয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোলাদি বিষয় ইংরেজির স্থলে বাংলায় প্রশ্নোত্তর লেখা এবং এই বিষয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং এ বিষয়ে পরিষদ হইতে আন্দোলন করা। আর রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব ছিল যে, বাংলা ভাষার ক্রমে উন্নতি হওয়ায় এবং অনেক ভাল গ্রন্থ বাংলায় রচিত হওয়ায় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল ও কলেজে বাংলার আলোচনা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় বাংলা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম প্রবর্তন করা, বি. এ. পরীক্ষায় পাসকোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করা এবং অনার্সকোর্সে বাংলা রচনার নিয়ম প্রবর্তন করা, এবং এ বিষয়ে পরিষদ হইতে আন্দোলন করা। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিষয়ক ইতিহাসে পরিষদের এই প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

এই বিষয়ে তদারক করবার জন্য সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়—

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। নন্দকৃষ্ণ বসু

৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৫। রজনীকান্ত গুপ্ত

সদস্যদের উপরোক্ত ভাবনাচিন্তা ও অভিমতকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাকারে রূপদান করে গুরুদাস (তখন আর উপাচার্য নন) ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টসের সভায় বিবেচনার্থে পেশ করেন। ফ্যাকাল্টির সে সভায় কার্য-বিবরণীটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য—

"505. The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee moved that a Committee be appointed to consider and report on the following proposals made by the President of the Bangiya Sahitya Parishad:–

(1) "That at the F.A. Examination and the B.A. Examination in the A Course, where classical language is taken as the third subject, a paper be set containing–
   (i) Passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognised by the Senate, and
   (ii) A subject of original composition in one of the said vernaculars, text books being recommended as models of style.
(2) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate."

প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই শুরু হল তার পক্ষে বিপক্ষে সদস্যদের বক্তৃতাবাজি—আশুতোষের প্রস্তাবের ওপর আলোচনার ধারা বজায় রেখেই। ততদিনে বিদ্যাসাগর অস্তমিত, বঙ্কিমচন্দ্র তিরোহিত। কার্য-বিবরণী থেকে—

"Babu Gopalchandra Sarkar seconded the motion. Babu Herambachandra Maitra, Rev. H. Whitehead and Mr. Prothero opposed the appointment of a Committee.

Mr. Abdur Rahaman, Rev. Father E. Lafont, Babu Jogindrachandra Ghosh and Babu Lalbihari Mitra spoke against the motion and Hon'ble A. M. Bose, Rai Jyotindranath Chaudhuri and Babu Umeshchandra Datta supported it.

Maulavi Abdul Kasim wished to support the first resolution of the Parishad.

The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee having replied, the President put the motion that a Committee of the Faculty of Arts be appointed to consider and report on the first resolution of the Parished. This was carried, 22 voting for and 21 against it.

The motion that a Committee of the Faculty of Arts be appointed to consider and report on the second resolution of the Parished was put to the meeting and lost.

The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Das Banerjee then proposed that undermentioned gentlemen be appointed member of a Committee to consider and report on the first resolution of the Parished:–"

বাংলা তথা মাতৃভাষা বিরোধীরা কেমন সক্রিয় ও জোটবদ্ধ এবারও তা ভোটের ফলাফলেই সুস্পষ্ট। মাত্র এক ভোটে প্রস্তাবের অতি নিরীহ প্রথম অংশ পাস হল; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে নাকচ হয়ে গেল। প্রথম প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য স্যার গুরুদাসের প্রস্তাব মতো নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে এক উপসমিতি গঠিত হয়—

1. Minutes of the Faculty of Arts, March 28, 1896.

১। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার
২। বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
৩। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
৪। রেভাঃ ফাদার ই. লার্ফো
৫। মাননীয় এ. এম. বোস
৬। পি. কে রায়
৭। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ
৮। মাননীয় মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ, খানবাহাদুর
৯। এইচ. এম. পার্সিভাল
১০। রেভাঃ ডাঃ জে. হেক্টর
১১। বাবু গোপালচন্দ্র সরকার
১২। এন. এন. ঘোষ
১৩। এ. এফ. এস. আবদুর রহমান
১৪। বাবু চন্দ্রনাথ বসু
১৫। বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৬। ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৭। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কমিটির সুপরিশ ফ্যাকাল্টিতে গৃহীত হবার পর যথাক্রমে সেনেট ও সিন্ডিকেট ছুঁয়ে নীতি হিসেবে অনুমোদিত হল। কিন্তু যা অনুমোদিত হল তা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। সিদ্ধান্তটি উদাহৃত হল—

"An optional paper requiring an original composition in Bengali or Urdu shall be set at the F. A./B. A. Examination, proficiency in which shall entitle a candidate to a certificate but which will not be counted towards a pass.'

এভাবেই উনবিংশ শতাব্দী সমাপ্ত হল। ব্যর্থ হল গুরুদাস ও আশুতোষের বাংলা ভাষার বন্ধন মুক্তির ঐকান্তিক প্রয়াস।

## (৪)

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ১৯০১ সালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশের জন্য স্যার টমাস র‍্যালের সভাপতিত্বে এক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। স্যার গুরুদাস ছিলেন কমিশনের একমাত্র দেশী সদস্য এবং আশুতোষ ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্থানীয় সদস্য। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯০৪ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচিত হয়। কমিশনের রিপোর্টে দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষের মনোভাব কেমন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেন:

"The Commission headed by Sir Thomas Raleigh which presented its Report in 1901 accepted Asutosh's twelve-year old proposal that Indian languages be a part of University courses in arts for all examinations. Gooroo Dass Banerjee was a member of the Commission and obviously paragraphs 94 to 96 of the Report relating to the study of our vernaculars in our Universities embody his opinion on the subject. We can imagine how Gooroo Dass consulted Asutosh on this question and it is important to remember that the recommendations of

the Raleigh Commission are in line with what Asutosh had proposed for the inclusion of vernaculars in University studies in his historic letter of 1 March 1891 addressed to Calcutta University's Registrar. The Releigh Commisson Report recommended that 'the M.A. Examination in the Vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates', the Report further said, 'who have completed their general course should be a great advantage for the cultivation and development of Vernacular languages.'

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগাদান করেন ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ। ১৯০৭ সালের ২ মার্চ তারিখে প্রদত্ত প্রথম সমাবর্তন ভাষণে তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধানসমূহ সঠিকভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগ সূচনার বৃহৎ সম্ভাবনার আভাষ দেন। ঐ ভাষণেই তিনি নবদীক্ষিত স্নাতকদের মাতৃভাষার চর্চায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—

"Above all, sedulously cultivate your Vernacular, for it is through the medium of the Vernacular alone that you can hope to reach the masses of your countrymen."

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল আশুতোষের হাতে। কিন্তু সবকিছুই তাঁর ইচ্ছানুসারে হবার নয়। সেনেট ও ফ্যাকাল্টিতে তাঁর প্রতপক্ষ দারুণ শক্তিশালী; মাতৃভাষার বিরোধিতায় এককাট্টা। তারা যেভাবে আদা জল খেয়ে মাতৃভাষা চর্চার বিরুদ্ধে লেগেছে, তাতে কোনও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশা সুদূর পরাহত। বিগত পনের যোল বছরে তিনি সদস্যদের নাড়ীনক্ষত্র চিনে ফেলেছেন; এদের মতিগতি চিন্তাভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েছেন। সুতরাং তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত—বিশেষত মাতৃভাষা পঠন পাঠন সম্পর্কীয়—কার্যে রূপদানের চেষ্টা না করে তিনি শনৈঃ শনৈঃ এগোনই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। জগদ্দল পাথরের গায়ে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি খোদাইয়ে সময়ক্ষেপ না করে তিনি তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টিতে মন দিলেন। মাতৃভাষার উন্নয়নে শুধুমাত্র ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েই কর্তব্যকর্ম ইতি করলেন না; তৃণমূলস্তরে তার ক্ষেত্র প্রস্তুতে কোমর বেঁধে লাগলেন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মাতৃভাষা সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণার জন্য যেটুকু কৃপণসুলভ বিধান রাখা হয়েছিল, তাকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর বহুদিন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের পথে পা দিলেন। ঐ আইনের ১৯ নং ধারায় বিধান ছিল—

"19. With a view to encourage research in Vernacular literatures and languages, and foster their growth, the Syndicate may with the sanction of the Senate, provide grants, prizes or scholarships for–

(a) Critical editions of early vernacular text;
(b) Historical investigations of the origins of vernacular literatures and their early development;
(c) Philological investigations of Indian vernaculars and their dialects."[2]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন মোতাবেক আশুতোষ যে নব বিধান প্রণয়ন করেন, তাতে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি. এ. স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষার অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

উল্লেখিত বিধান মতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য আশুতোষ ১৯০৯ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেনকে 'স্পেশাল রিডার' (Special Reader) নিযুক্ত করেন। "বিশ্ববিদ্যালয়-এর আঙিনায় আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মিলন

এক কথায় মণিকাঞ্চন যোগ। একজন এদেশে বিশ্ববিদ্যার বিধাতা, আর একজন 'সুহাসিনী সুমধুরভষিণী' মায়ের আত্মহারা সন্তান।"

১৯০৯ সালের ১৩ মার্চ প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে পূর্বোক্ত বক্তৃতা মালার কথা সগর্বে উল্লেখ করে আশুতোষ বলেন—

"...We have had a long series of luminous lectures from one of our graduates, Babu Dineschandra Sen, on the fascinating subject of the History of the Bengali Language and Literature. These lectures take a comprehensive view of the development of our vernacular, and their publication will unquestionably facilitate the historical investigation of the origin of the vernacular literature of this country, the study of which is avowedly one of the foremost objects of the new Regulations."

এই বক্তৃতাবলী 'History of Bengali Language and Literature' নামে সুশোভিত চিত্রাদি সজ্জিত হয়ে ১৩৩০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ পুস্তকাকারে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় এক নব-দিগন্তের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে কোনও অবাঙালি বা বিদেশী ছাত্র এম. এ. পরীক্ষা দিতে চাইলে তাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে বলেই আশুতোষ এই বক্তৃতামালা ইংরেজিতে দেবার জন্য দীনেশচন্দ্র সেনকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই একটি মাত্র পুস্তকের মাধ্যমে বিদেশীরা বাংলাভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশের এই সূত্রপাত—যদিও ইংরেজিতে। বিদেশীরা প্রশংসা না করলে দেশীয় লোকদের কোনও সৃষ্টি দেশবাসীর মনে ধরে না। বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী এই পুস্তকের খুবই প্রশংসা করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এক পত্রে দীনেশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—

"I cannot give you praises enough–your work is a Chintamani–a Ratnakar. No book about India would I compare with yours...Never did I find such a realistic sense of literature...Pundit and Peasant, Yogi and Raja mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up."

১৯১২ সালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে গবেষণামূলক রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রচলিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৩ সালে প্রথম রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হন। রিসার্চ ফেলোর কর্তব্য নির্ধারিত হল।

"1. To devote himself to the investigation of the History of Bengali Language and Literature from the earliest times.
2. To deliver annually a course of twelve public lectures embodying the results of his investigation; the lectures to be published by the University.
3. To submit to the Syndicate every six months a report of the progress of work done by him during the preceding six months." (C.U. Calendar)

রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো হিসেবে গবেষণা ও ভাষণ দান উপলক্ষে দীনেশচন্দ্র যে সব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলি হল—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, (Typical Selections from old Bengali Literature), চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ (Chaitanya and His Companions), বাংলা রামায়ণ (The Bengali Ramayanas), বাংলার লোকসাহিত্য (The Folk Literature of Bengal), Glimpses of Bengali Life ইত্যাদি।

জাতীয় ভাষা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে লাগলেন অশুতোষ।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল পুরস্কারের আগেই কবিকে সাম্মানিক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে আশুতোষ বাংলা ভাষার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। কবিকে ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে আহুত সেনেট সভায় শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষার স্থান সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে এবং সেই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে আশুতোষ বলেছিলেন—

"After a struggle of a quarter of a century, the elementary truth was thus recognised that if the Indian Universities are ever to be assimilated with our national life, they must ungrudgingly accord due recognition to the irresistible claims of the Indian Vernaculars."

আশুতোষ উপাচার্য পদে আসীন হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল। তাঁর পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মহা আলোড়ন তুলে দিয়েছে। চারদিকে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। কলা ও বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র কাঠামোই তিনি পাল্টে দিয়েছেন। একের পর এক, নানা বিষয়ে এম. এ. পড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় এম. এ. পড়াবার কোনও উদ্যোগ নেই। আশুতোষ জানতেন বিরুদ্ধ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই তাড়াহুড়া করে কিছু করতে গিয়ে বেকুব বনতে রাজি ছিলেন না। আটঘাট বেঁধে কাজে নামাই শ্রেয় মনে করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁর অভীপ্সাকে অর্ধেক সাফল্য এনে দিয়েছে। বিরোধিতার ধার অনেকটাই ভোঁতা করে দিয়েছে। তাছাড়া সবার অজ্ঞাতে তিনি নিজেও ক্ষেত্রপ্রস্তুতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্বের জন্য দীনেশ সেন আশুতোষকে অনুযোগ করলে সুকৌশলী আশুতোষ জবাবে বলেছিলেন—

"আপনি ত বাঙ্গালায় এম. এ. পরীক্ষার জন্য আমায় বহুদিন ধরে অনুরোধ করেছেন, আপনি ভেবেছিলেন, আমি একেবারে উদাসীন। তা নয় দীনেশবাবু, তোড়জোড় নেই কি নিয়ে কাজ করব? শেষে একটা কাণ্ড করে বেকুব বনব? এই কয় বৎসর ধরে আমি আপনাকে দিয়া 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' সঙ্কলন করাইয়াছি, ইংরাজীতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রাম্য কথাসাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত কি বই লিখাইয়াছি। রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপের সৃষ্টি করিয়াছি। দাশগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকগণের দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে বই তৈরি করাইয়াছি—কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি? এম. এ. পরীক্ষা হইবে, কি পড়াব? তার তো একটা ব্যবস্থা আগে করে ফেলে তবে তো কাজে হাত দেব? আপনারা চেঁচামেচি করেছেন, ততক্ষণে আমি জমি তৈরী করে নিয়েছি।"

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও পর্যালোচনার জন্য সরকার ডঃ এম. ই. স্যাডলার-এর সভাপতিত্বে 'Calcutta University Commission'—যা স্যাডলার কমিশন নামে সমধিক পরিচিত—গঠন করেন। আশুতোষ ঐ কমিশনের সদস্য হিসেবে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে উচ্চ শিক্ষাস্তরে মর্যাদাপূর্ণ স্থানদানে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে মাঝে মাঝে যেসব তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার আভাস দেওয়া হয়েছিল তা আশুতোষেরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিমাত্র—

(a) "We are emphatically of opinion that there is something unsound in a system of education which leaves a young man, at the conclusion of his course, unable to speak or write his own mother-tongue fluently and correctly. It is thus beyond controversy that a systematic effort must henceforth be made to promote the serious study of the Vernaculars in Secondary Schools, Intermedicare Colleges and in the University."[1]

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ক্রমান্বয়ে মাতৃভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগ দেওয়ার যে সুপারিশ কমিশন করেছে, আশুতোষের নেতৃত্বাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই অধিকার লাভের জন্যই দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কমিশনের রিপোর্টে সেই সংগ্রামের যৌক্তিকতা ও যাথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে এই যা। ১৯১৯ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমেত চারটি ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এবং গুজরাটি ভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান—অর্থাৎ এম. এ. পরীক্ষার পরিকাঠামো তৈরি করে তা রূপায়ণের ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে। এই চারটি প্রধান ভাষার সঙ্গে অবশ্য-পাঠ্য subsidiary language হিসাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, মৈথিলি, গুজরাটি, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, কানাড়ি, মালয়ালম্ এবং সিংহলি—এই ১৩টি ভারতীয় ভাষায়। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ও রূপায়িত ছকের সঙ্গে তার হুবহু মিল। যেন স্যার আশুতোষই স্বহস্তে রিপোর্টের ঐ অংশটুকু লিখেছেন। বাংলায় এম. এ. পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের বিরাট পরিকল্পনা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"The elaborate scheme recently adopted by the University for the critical, historical and comparative study of the Indian Vernaculars for the M.A. Examination is but the coping-stone of an edifice of which the base has yet to be placed on a sound foundation, and it is only when such a structure has been completed that Bengali will have a literature worthy of the greatness and civilization of its people."

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সপক্ষে আশুতোষ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে তেমনি বাইরেও যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই সওয়াল করেছেন। ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অনুসৃত নীতি ও মনের কথা উজাড় করে বলেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য।" এই জাতীয় দুর্ভাগ্য থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছিল স্যার আশুতোষের নেতৃত্বাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর মতে, "*যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদলবদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয় তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। ...এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে।"

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী অনলস সংগ্রামের পর সাফল্যমণ্ডিত হল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব—অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা-বিপত্তি এবং অবশেষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাহিনীও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং সে সংগ্রামের ইতিহাসও স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বসূরীগণ বাংলা সমেত জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন ১৮৯১ সালে, তার শতবর্ষ পূর্ণ ১৯৯১ সালে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের যে ঐতিহাসিক শুভ সূচনা ১৯১৯ সালে, তারও সত্তর বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সূচনায় আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত ও অনতিকাল মধ্যে শিক্ষাক্রম থেকে বিদূরিত বাংলা ভাষার কালক্রমে নিতান্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে পুনরায় কুণ্ঠিত পদক্ষেপ এবং অচিরে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়রূপে সদম্ভ পদচারণা—এ সবই পরাধীন আমলের ঘটনা। এখন

স্বদেশী শাসনে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার নিতান্ত ঐচ্ছিক এবং 'আবশ্যিক অতিরিক্ত' (compulsory additional) বিষয়রূপে শিক্ষাক্রমে অবনমন ভাষা-রথচক্রের উল্টোগতিই সূচিত করছে না কি? ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে এই প্রশ্ন ও সন্দেহ মনে জাগাই স্বাভাবিক।

**স্বীকৃতি:**

১। জাতীয় সাহিত্য—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২। আশুতোষ স্মৃতিকথা—ড. দীনেশচন্দ্র সেন

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—মদনমোহন কুমার

৪। সুবর্ণলেখা (বাংলা বিভাগরে সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা)

৫। রবীন্দ্র রচনাবলী

৬। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ

৭। History of Bengali Language and Literature

৮। Hundred years of the University of Calcutta

৯। Sir Asutosh Mookerjee Annual Lecture, 1980–R. K. Dasgupta

১০। Calcutta University Calendars and Regulations

১১। Minutes of the Senate, Syndicate, Faculty Councils etc.

১২। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

(সমতট—৯৩ সংখ্যা)

# বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিয়োগের নেপথ্য কাহিনী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি 'চেয়ার' অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। যারা সেসব 'চেয়ার'-এ অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা অনেকে পেয়েছিলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এসব অধ্যাপক পদের মধ্যে 'বাগীশ্বরী অধ্যাপক' পদটি বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখত। এই অধ্যাপক পদটির সৃষ্টি স্যার আশুতোষের অন্যতম কীর্তি। তাই তার সৃষ্টির ইতিহাস এবং প্রথম অধ্যাপকের নিয়োগ কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

খয়রা'র কুমার গুরুপ্রসাদ সিং ও তাঁর স্ত্রী বাগীশ্বরী দেবীর মধ্যে বিষয়-সম্পত্তিগত কারণে যে মামলা চলছিল, তার নিষ্পত্তির সূত্রানুসারে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা স্যার আশুতোষের মধ্যস্থতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসে। আশুতোষ ঐ অর্থের উপস্বত্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থে পাঁচটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন—বিজ্ঞান বিভাগে তিনটি, কলা বিভাগে দুটি। বিজ্ঞানে তিনটি ও কলা বিভাগে একটি অধ্যাপক পদের নামকরণ হয় কুমার গুরু প্রসাদ সিং এর নামে; আর কলাবিদ্যার অধ্যাপক পদটির নামকরণ হয় রানী বাগীশ্বরীর নামে। বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদ বা 'চেয়ার' এর এই হল সৃষ্টি কথা। এ প্রসঙ্গে প্রথম বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিয়োগের কথা একটু শোনা যাক:—

"আশুতোষ ঠিক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলা (Fine Arts) শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। চিত্রবিদ্যা ললিতকলার অন্তর্গত; তিনি প্রথমে চিত্রবিদ্যা দিয়েই কাজটা আরম্ভ করলেন। তাঁর ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মারফৎ তিনি প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর কাছে। মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে তিনি রাজী হবেন কিনা, এই কথাটি জানবার জন্য দীনেশবাবু একদিন জোড়াসাঁকোয় এসে শিল্পাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সব কথা বলে শেষে নিবেদন করলেন, "আশুবাবু বর্তমানে অসুস্থ, তা নইলে তিনি নিজেই এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আপনি কি একবার ভবানীপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?" আর বেশি বলতে হলো না। যথাসময়ে তিনি এসে আশুতোষের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে ছিলেন দীনেশচন্দ্র।

সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। আশুতোষ ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এবং অবিসংবাদিতভাবে গুরুস্থানীয় হিসাবে অবনীন্দ্রনাথকে এমন সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন যে তাঁকে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই, নতুবা তোমাকে এই সামান্য দক্ষিণা দেওয়ার প্রস্তাব করিতাম না, ইহা তোমার যোগ্য নয়। তুমি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবে এবং যদি কেহ ডিগ্রী পাইতে চায়, তবে তাহাকে উপদেশ দিয়া ও শিখাইয়া সেই উপাধির যোগ্য করিয়া তুলিবে, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার দরকার হইবে না।" অতঃপর তিনি শিল্পগুরুকে সিনেটের একজন 'ফেলো' করলেন এবং চিত্রবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা'র ইহাই সূচনা।"

এবারে স্বয়ং শিল্পাচার্যের মুখে তাঁর নিয়োগের কথা শুনুন: "আমার সৌভাগ্য যে, আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন। আমাকে কেন যে তিনি ডেকে নিলেন তা আজও আমি বুঝতে পারিনি। যে লোক জাহাজ চালিয়ে চলেছে সে যে ডিঙার মাঝিকে সঙ্গী করে নিলে তার কারণ—যে ডাকলে সে ছাড়া যাকে ডাকলে সে তো বলতে পারে না। অনেক বড়ো ছিলেন যে তিনি, আর অনেক ছোটো ছিলেম যে আমি। সেই আমাকে ডাক দেবার ধারাটা কেমন ছিল তা বলি। মাথা তাঁর পায়ের কাছে নুইতে না নুইতে

তাঁর হাত এগিয়ে এলো, আমাকে একেবারে তাঁর বিছানার একধারে বসিয়ে দিলেন, তারপর একেবারে কাজের কথা—তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিই এমন সাধ্য আমার নেই, কিন্তু একাজ তোমাকে নিতে হবে। ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের চেয়ার খোলার দু'চার দিন আগের কথা। আমি বাংলায় বলব স্থির করেছি জেনে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, দেখ, লাটসাহেবের ইচ্ছে, নিদেন প্রথম বক্তৃতাটা ইংরেজিতে হোক, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালাম—হবে না, আমি ইংরেজি জানিনে, এ আমার সাধ্যের বাইরে। তিনি আর কোনো উত্তর দিলেন না। যথাসময়ে চেয়ার খোলা হোল। বাংলা ভাষায় লেকচারের পর তিনি আমায় কাছে ডেকে বললেন, তুমি বাংলায় বলে ভালোই করেছ, আমি চাই এখানের সব কটা লেকচার বাংলায় হয়। তখন আমি বুঝলেম এমনি করে তিনি আমায় যাচিয়ে নিলেন। বাংলোভাষার উপর কতখানি টান তাঁর মনে ছিল এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি অনুভব করলেম। এই মাতৃভাষাকে শিক্ষা দেবার ভাষা করে যাওয়া একেবারে তাঁর শেষ কাজও বলতে পারো।"

অঙ্কশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত আশুতোষ আর্টের প্রতি সত্য সত্যই অনুরাগ পোষণ করতেন। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন শিল্পগুরু স্বয়ং। তিনি লিখেছেন: "একদিন লেকচারের পর তিনি বললেন, দেখ, আগে আমিও একটু আধটু আর্ট সম্বন্ধে চর্চা করেছি। এরপর থেকে প্রত্যেক প্রবন্ধ আমাকে অতি সাবধানে লিখতে হতো। এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি আর্ট চর্চা করেছেন, তার প্রমাণ হঠাৎ পেলেম একদিন তাঁর বাড়ির ঘরে একটা আলমারি-ঠাসা আর্টের বই দেখে—চিত্রবিদ্যার অমূল্য সমস্ত পুস্তক; খুব পুরাতন, খুব আধুনিক সমস্ত ধরা সেখানে। সকল বিষয়ে জানার জন্য কী একান্ত উৎসাহ ছিল তাঁর মনের মধ্যে। রূপবিদ্যা—বিদ্যাচর্চার মধ্যে তাকে স্থান দিলেও চলে, না দিলেও সংসার চলে যায়, এইতো আমাদের ধারণা। রূপবিদ্যার চেয়ে ডাক্তারি অস্থিবিদ্যা বেশি কাজে আসে, জীবনে এ ধারণাও সাধারণ। কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটি রূপতত্ত্বের স্থান আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি, এটা ধরলেন এবং সেইভাবে কাজ আরম্ভ করলেন।"

ইনিই আশুতোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ আশুতোষ।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৯২১-২৯ এই আট বছর বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পর প্রায় তিন বছর এই পদটি শূন্য পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে স্যার আশুতোষ গত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে শুরু করেছে। ১৯৩০ সনে ডাঃ হাসান সুরাবর্দী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এই ভদ্রলোকের নিয়োগে শিক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাবই বেশি কাজ করেছে। তখন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ঢাকার জমিদার খাজা নাজিমুদ্দীন। সুরাবর্দী সাহেবও ঢাকার লোক। আরবি ভাষায় পণ্ডিত মৌলানা ওবেলদুল্লার সন্তান। এঁর উপাচার্যকালেই বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদটি খালি পড়েছিল। আর সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ার' অধ্যাপক পদে কোন মুসলমানও ছিল না। সুতরাং উপাচার্য সুরাবর্দীর মনোগত ইচ্ছা যে বাগীশ্বরী অধ্যাপকের শূন্য আসনটি একজন মুসলমান অধ্যাপক দ্বারাই পূর্ণ করা হোক।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, খয়রা এস্টেটের কুমার গুরুপ্রসাদ সিং ও রানী বাগীশ্বরী থেকে প্রাপ্ত অর্থে যে পাঁচটি অধ্যাপক পদ বা 'চেয়ার' স্থাপিত হয়েছিল সেসব পদে অধ্যাপক নিয়োগ, তাদের বেতন ভাতা ছুটি ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচিত ও পরিচালিত হতো 'Board of Management of the Khaira Fund' কর্তৃক। যখন অধ্যাপক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হল, তখন আবেদনপত্র আহ্বান করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যেসব আবেদনপত্র পাওয়া যায় সেগুলি

বিবেচনা করে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির সদস্য ছিলেন: ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মিঃ পার্সি ব্রাউন। তাঁরা সর্ব-সম্মতিক্রমে যে সুপারিশ করেন তা খয়রা বোর্ডের সামনে পেশ করা হলে বোর্ড নিম্নলিখিত সুপারিশ করে। সে সুপারিশ অনুমোদনের জন্য ৩.৯.১৯৩২ তারিখের সেনেট সভায় উত্থাপিত হয়। সুপারিশগুলি নিম্নরূপ:—

(1) That the Board recommend to the Senate that Mr. Shadid Suhrawardy, B.A. (Oxon), be appointed Bageswari Professor of Indian Fine Arts for a period of five years, with effect from the 15th September, 1932, on the conditions as laid down in the rules governing the Professorship and that he be placed on probation for the first two years.

(2) That, under Section IX of the rules of the Endowment he be deputed to Europe for a period of one year for further specialisation in the study of Art and that, during this period, he be paid from the Khaira Fund an allowance of Rs. 500 per mensem and a lump sum grant of Rs. 5,000 to cover expenses of passage, travelling and other expenses.

(3) That the salary of Mr. Shahid Suhrawardy, when he takes charge of his appointment on his return from Europe, be fixed at Rs. 750 per month.

যাঁকে বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে, তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে মিঃ শহীদ সুরাবর্দী। এঁকে উপাচার্য-সুরাবর্দীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ইনি মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। পুরো নাম হাসান শহীদ সুরাবর্দী। ইনি ১৯৪৬ সনের কলকাতার দাঙ্গার নায়ক অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সুরাবর্দীর বড় ভাই। ইনি অত্যন্ত সজ্জন, সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষা সংস্কৃতিতে উচ্চ মনের অধিকারী। ছোট ভাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র।

অধ্যাপক পদের প্রার্থীরূপে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন দরখাস্তের সঙ্গে, তা নিম্নরূপ:—

THE REGISTRAR,
CALCUTTA UNIVERSITY.

Dear Sir,

I understand that the Committee appointed by the University for the selection of a candidate for the Bageswari Professorship has recommended my name for the approval of the Khaira Board. In case I am appointed, may I request you to place the following facts before the Board for their consideration and approval.

Basing myself on article 9 of the Bageswari Endowment I would like to sapend a year in Europe for further specialization in a branch of Art Study which I have been carrying on for some years. As my plan is to begin my work in the University with lectures on branches of Art that converge on the study of Indian Art, it would be a great help to me if I could carry my researches further in consultation with such experts as Strzygovsky at Vienna, Marcais in France, Kalitinsky and Toll at Prague, Berenson in Italy and Gomez Moreno at Madrid. The subject which I specially want to study is what the French call, L'Art de I'Asie Antique which includes, among other things, ancient Persian

and the later Hellenistic Arts. Investigation in this department, it will be evident to all art students, is extremely important for the determination of influences in some departments of Indian Art and for the whole of Mussalman Art in India and elsewhere.

I have been told that some members of the Selection Committee thought it advisable to continue my studies here in India but the extreme poverty of Indian libraries must be known to you. I attach great importance to personal contact to monuments of Art and therefore during the 9 months I have spent in this country I have visited Ajanta, Ellora, the Bagh Caves, Gwalior, Sanchi, Amarvati, Mathura, Sarnath, etc., and other places of importance for the study of Mussalman Art in India. I agree with the necessity of a closer, a wider and a more detailed acquaintance with the monuments of Art in India and it shall be my endeavour to come in contact with them during the University vacations. I wish to take advantage of the term in Article 9, allowing an appointed professor to get his training abroad.

As most of my work is to be done on the continent of Europe, I would like to draw the attention of the Board to the fact that on account of the fall in the rate of exhange with regard to Indian and English money, the value of the pound which used to be equivalent to 125 frs. has now come down to 88 frs. and the market is much more unstable in Germany and Italy where, apart from the difficulty caused by the fall in exchange rates, the travelling expenses have become almost doubled. Under the circumstances I beg that the Board favourably consider my request to grant me the initial pay of Rs. 750 per month instead of Rs. 500 and also grant me passage expenses to return to India. I shall be paying the fare to go to Europe out of my own pocket.

Yours truly,
Shahid Suhrawardy,
VISVA-BHARATI,
SANTINIKETAN.

*Dated the 9th August, 1932.*

এই অধ্যাপক পদটি Indian Fine Arts-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু নির্বাচিত প্রার্থী বিশ্বভারতীতে "Nizam Professor of Muslim Art"-এর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সেনেটে পেশ করে প্রস্তাবের উত্থাপক স্যার সি.ভি. রামন বলেন:—

"I do not think a long speech is required in support of the appointment. I regard it as a great compliment to be asked to place this appointment before you for your support.

I had great pleasure in hearing the lectures which Mr. Suhrawardy delivered on Moslem Art. I was very much impressed by the extraordinary quality and lucidity of those lectures, his beautiful diction and his deep understanding of the subject, and what I should like to mention is his appreciation of the relations of Art on the one hand and the historical and cultural aspects of the subject on the other. I have very little doubt that by our appointing Mr. Suhrawardy, we will be doing a real service to the University. On the Selection Committee we had the assistance of three experts of the eminence of Dr. Rabindranath Tagore, Dr. Abanindranath Tagore and Mr. Percy Brown, who were unanimous

in their opinion that, of all the applicants for the Chair, Mr. Shahid Suhrawardy was the best."

এই অধ্যাপকপদের অনুমোদন নিয়ে যে প্রশ্ন উঠবে তা অনুমান করেই স্যার রামন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও পার্সি ব্রাউনের সুপারিশের গাওনা গেয়ে রাখলেন।

বিচার করে দেখলে দেখা যায় এই নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ব্যক্তিকে কতগুলি অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং কোন কোন বিষয়ে অগ্রীম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন:—

(১) প্রথমত ইনি মুসলিম আর্ট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, অথচ তাঁকে ভারতীয় ললিত কলার (Indian Fine Art) অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

(২) ভারতীয় ললিত কলায় ওনার জ্ঞানের ন্যূনতা পরিপূরণের জন্য ওনাকে সবেতনে (মাসিক ৫০০ টাকা) এক বছরের জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে।

(৩) ওনাকে জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য খরচ মেটাবার জন্য থোক ৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

(৪) বিদেশ থেকে ফিরে এলে ওনাকে মাসিক ৭৫০-১০০০ টাকা পে-স্কেলে নিয়োগ করা হবে।

এতোরকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে একজন অধ্যাপক নিয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। সেনেট সদস্যরা কার্যত দু'ভাগ হয়ে যান। প্রস্তাবের পক্ষে নেতৃত্বে আশুতোষের মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন পালিত-অধ্যাপক স্যার সি.ভি. রামন, আশুতোষের জামাতা প্রমথনাথ ব্যানার্জী, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিখ, অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকর, খান বাহাদুর আজিজুল হক, মৌলবী এ. এফ. এম. আবদুল কাদির, অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ। আর প্রস্তাবটি তাড়াহুড়া করে অনুমোদন না করে পুনর্বিবেচনার জন্য খয়রা ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে ফেরৎ পাঠানোর জন্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন জাস্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী, আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ মুখার্জী, জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গণেশ প্রসাদ প্রমুখ।

স্যার সি. ভি. রামন বলেছিলেন যে এই বিষয়টির উপর খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কার্যত তার বিপরীত কান্ডই ঘটল। সে কি তুমুল বাক্‌বিতন্ডা ও বক্তৃতার তোড়। ইতিমধ্যে কে বা কারা এই নিয়োগ নিয়ে এক হ্যান্ডবিল প্রচার করে বসেছে। কতিপয় সদস্য সেই হ্যান্ডবিল নিয়ে সভায় হাজির হয়েছিলেন; কিন্তু উপাচার্য সেগুলি সভায় পেশ করতে বা পাঠ করতে অনুমোদন দেন নি।

কিন্তু কানাঘুষা তো আর বন্ধ করা যায় নি। কেউ এই নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের গন্ধ পেলেন। কেউ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন হয়েছে বলে কটাক্ষ করলেন। অবশ্য সে সবই রেকর্ড বহির্ভূত। তবে খান বাহাদুর আজিজুল হক (পরবর্তীকালে ইনিও উপাচার্য হয়েছিলেন) একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন: "I hope that the discussion will give everyone the idea that the Calcutta University is entering into a new phase and is telling everyone in the world that the statement which is sometimes made that this University is confined to a class, is not correct; and that it is the University of Bengal, the University of India."

সদস্যদের বক্তৃতার তোড় মন্দীভূত হয়ে এলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলতে উঠলেন এবং একটা একটা পয়েন্ট ধরে ধরে বিরোধীদের যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করলেন:—

Mr. Syamaprasad Mookerjee: I would like to say a few words in opposing the motion moved by the Hon'ble Mr. Justice Mukherjee. I think there has been some misunderstanding in regard to this question, but my task has been

made easier on account of the fact that most of the speakers so far as I could follow them, have opposed the appointment not on its merits. So I am not going into the question of merits at all. I shall therefore confine myself to the second and third parts of the resolution regarding the financial implications of the proposal, and the point taken that no particular reasons were given for the resolutions which were passed by the Selection Committee in the first instance, and later by the Khaira Board.

অধ্যাপক পদপ্রার্থী শহীদ সুরাবর্দীর যোগ্যতা সম্পর্কে কেউ কেউ অল্পবিস্তর আপত্তি তুললেও বেশির ভাগ আপত্তি উঠেছিল আর্থিক প্রশ্নে বেশি উদারতা প্রদর্শনের জন্য। স্পষ্ট করে না বললেও আপত্তিকারীদের মনোগত অভিপ্রায় এই ছিল যে, যে-বিষয়ের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ হচ্ছে, সে বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দু প্রার্থী থাকলেও তাদের বাদ দিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ন্যূন একজন মুসলমান প্রার্থীকে কেন নির্বাচন করা হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, পার্সি ব্রাউনের মতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থী সম্পর্কে আপত্তি তোলা বিবেচিত হবে না বুঝে, তারা আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শনের প্রশ্নটি নিয়ে সওয়াল করতে থাকেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও তাঁর বক্তব্যে অধ্যাপকের যোগ্যতা সম্পর্কে সদস্যদের সম্মতি আছে ধরে নিয়ে আর্থিক প্রশ্নটির উপর জোর দেন। নির্বাচিত অধ্যাপককে যে কোনও বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি এবং যা কিছু দেবার প্রস্তাব হয়েছে সবই আইন মাফিক এবং খয়রা ফান্ডের নিয়মরীতি মেনে হয়েছে, সে কথা তিনি অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন। তা ছাড়া, এ বিষয়ে অতীতেও যে একাধিকক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে নজির তুলে ধরেন:—

"The next question raised by Mr. Justice Mukherjee is why Mr. Suhrawardy is being sent to Europe again. This is another very pertinent question, which members have the right to ask. If you look at the scheme framed for the administration of the Khaira Trust you will find that there is a motive behind the scheme adopted by the Senate under Rule 9. This is a provision that has been applied with regard to many of the professors of this University. All along we have sent out Endowed Professors from India to Europe in order that they may obtain further and better qualifications before taking upon themselves fresh responsibilities, and during the period they have been abroad, they have been paid their salaries and travelling expenses out of the respective endowment funds. The provision is there which entitles the Board to consider the desirability of sending a professor abroad to better his knowledge and qualifications."

যুক্ত বাংলার শেষ বাগ্মী শ্যামাপ্রসাদের বাগ্মিতা শক্তির স্ফুরণ হতে শুরু করেছে তখন। বিরুদ্ধ পক্ষের সব বক্তব্য খণ্ডন করে অবশেষে তিনি অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখার জন্য যে প্রস্তাব তোলেন তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন:—

"I appeal to the members to look at the merits of the case. If the Khaira Board had proceeded without any material or any scheme before them, as Dr. Srikumar Banerjee chose to put it, I am sure the Senate would have accepted the motion of Mr. Justice Mukherjee, but when we find that the Khaira Board did consider this appointment on its merits and did consider the scheme and that the materials on which the Board arrived at its decision are before you, the Senate would be well advised to accept the recommendation. I would appeal

to Mr. Justice Mukherjee to withdraw his motion and to allow the proposal of the Khaira Board to be adopted."

জবাবী ভাষণ দিতে উঠে প্রস্তাবের উত্থাপক অধ্যাপক সি.ভি. রামন নির্বাচিত অধ্যাপক শহীদ সুরাবর্দীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই সেকথা পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেন:—

"As a man of science I believe in neither over-stating nor in under-stating a case, but I believe in brevity. I do not wish to suggest that his qualifications were below those that were required. On the other hand I said that he was realy well qualified to be a Professor of this University, and that is perfectly true. The point I made was that he is a specialist in Moslem Art and I say that it would be entirely wrong to suppose that he is not perfectly acquainted with Hindu Art. I mean that he is a man who has acquired an unusual amount of knowledge of Art, which means every kind of Art that can claim to be Indian. I do not wish to enlarge on this point. He has visited and studied the various grand mounnments in different parts of India including Delhi, Agra, Fatehpur Sikri and numerous other places and made special study of the magnificent monument of Moslem Art. Even supposing for the sake of argument, that Mr. Suhrawardy had an indifferent knowledge of Hindu Art, I would still say that he is fully qualified to hold the Chair of the Bageswari Professor of Indian Fine Arts. I say that he has a much larger claim to occupy that Chair than many members round the table would suppose. He has a real conception of "Art" as it should be understood and it seems to me that he is a man of extensive culture and really understands the significance of Art, and he is capable of dealing with the subject in a manner worthy of a professor of this University."

এতৎসত্ত্বেও অধ্যাপক হাসাব সুরাবর্দীর বাগেশ্বরী অধ্যাপকপদে নিয়োগ সর্বসম্মত হল না। প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলে তা ২৯-৭ ভোটে অনুমোদন লাভ করে।

এ ঘটনা থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে উপাচার্য পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার চাবিকাঠি কিন্তু ততদিনে শ্যামাপ্রসাদের হাতে এসে গেছে। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা উপাচার্যের পেছনে না দাঁড়ালে এই মনোনয়ন কোনোমতেই অনুমোদিত হতো না। তাঁরা এ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় না দিয়ে, প্রকৃত গুণীর যে কোন জাত-ধর্ম নেই সেই সত্যের জয় ঘোষণা করলেন।

# পাঠক্রম পরিবর্তনে জনমত সংগ্রহ: প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মেলন

(১)

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রবর্তন করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন—এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা উঠলেই সবাই একবাক্যে তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন ও গবেষণার যে দ্বারোদঘাটন করে গেছেন সেকথা পঞ্চমুখে বলে থাকেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার ভিত্তি বা বনিয়াদ যে স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা, সে সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়; বরং বলা চলে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে ভাবনাচিন্তার আগেই শিক্ষার ভিত্তি ভূমি যে স্কুলশিক্ষা, সেদিকেই প্রথমে তাঁর নজর পড়েছিল। তাঁর মতে—

"Education in the University is the development, the amplification, of School education, and on some issues, its complement."

সেসময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এক্তিয়ারভুক্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ছয় শতাধিক স্কুল ও পঞ্চাশটির বেশী কলেজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেগুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। আশুতোষের ভাষায়—

"It is safe to say that the educational Institutions of the future, quite as much as those of the present, will be largely controlled, if not dominated by three factors–teachers, instruments and books. In each of these vital elements, the deficiency of our institutions is remarkable. They are, without exception, undermanned, of Libraries and Laboratories there are only a few, if any, which can satisfactorily stand the scrutiny of the most reasonable test applied according to western ideals."

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে স্কুল কলেজ থেকে ভাল ছাত্র পাওয়ার উপর। সে কারণেই আশুতোষ স্কুল কলেজগুলির পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও পরিচালনগত অবস্থা তদন্ত করে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেন। "তিনি বলতেন, মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, ফল দেয় না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিহীনভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে?" বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখতে হলে ছাত্রদের স্কুল জীবনের বনিয়াদ পাকাপোক্তভাবে গড়ে তোলা উচিত। তা নাহলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান অবনত হতে বাধ্য। "মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতি (আশুতোষের কথায় tone and standard) ঠিকমত যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দাবি করেছিলেন এবং নব গঠিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।"

১৯০৮ খ্রীঃ সমাবর্তন ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর স্কুল ও কলেজ শিক্ষার তদারকি

এবং মানোন্নয়নের যে দায়িত্ব বর্তেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং স্কুল কলেজের পঠন-পাঠন-পরিচালন ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্কুল কলেজগুলির শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে সেগুলির পঠন-পাঠন ও পরিচালন ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন—

"As I had occasion before to point out, the control of the University over the affiliated Colleges and recognised Schools, and the power of supervision created by the new Regulations, are likely to have far-reaching consequences. Henceforth it will be the first duty of the University to secure the efficiency of the Colleges, and to be assured that the recognised Schools are maintained as places, where sound education is imparted and strict discipline is enforced. We have within our jurisdiction more than fifty Colleges and over six hundred Schools; the reports upon their condition, which will require careful consideration, make it amply manifest that the Institutions where our boys and youngmen receive their training, are, I regret to say, almost without exception, much below the standard of efficiency contemplated by the new Regulations."

নতুন আইনে স্কুলগুলির উপর তদারকির দায়িত্ব পেয়েই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত পরিদর্শকদের দ্বারা প্রত্যেকটি স্কুল পরিদর্শন করাবার ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের রিপোর্ট অনুসারে স্কুলগুলির শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধনে যত্নবান হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে স্কুলগুলির সার্বিক উন্নতি ঘটতে থাকে। শিক্ষকদের ন্যূনতম মাহিনা, নিয়মমাফিক ম্যানেজিং কমিটি গঠন, স্কুল পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা, স্কুলের পরিবেশ, ছাত্রদের হাজিরা ও পড়াশোনার উপর নজর রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে স্কুলগুলির 'হরি ঘোষের গোয়াল' অবস্থা ক্রমেই দূর হতে থাকে।

সেসঙ্গে পাঠ্যসূচীতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। এ যাবত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্রদের ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। এখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রদের ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত/আরবি, মাতৃভাষা এবং পাঁচটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে-কোনও দুটি বিষয় নেবার বিধান হয়েছে। সে পাঁচটি বিষয় হল: অঙ্কের দ্বিতীয় পত্র, ধ্রুপদী ভাষার (সংস্কৃত/আরবি ইত্যাদি) দ্বিতীয় পত্র, ইতিহাস, ভূগোল এবং মেকানিক্স। অর্থাৎ পাঁচটির জায়গায় ছয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষের চিন্তাভাবনা এই সামান্য বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্কুল শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সার্বিক চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে (১৯.১০.১৯১৪)। তার বঙ্গানুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল:—

"আমার কল্পনায় বিরাজ করছে দেশব্যাপী জালের মতো ছড়িয়ে থাকা সুসংগঠিত স্কুল সমষ্টি। সেগুলি থেকে তৈরী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার—যা স্কুল শিক্ষারই উন্নত, সম্প্রসারিত ও পরিপূরক ধাপ—জন্য উপযুক্ত ছাত্র। এই ছাত্রগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রার্থী হবে তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি পরখ করে নেবার মতো এক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে সে পরীক্ষার মান নীতিগতভাবেই কঠোর হবার দরকার নেই, ভীতিকর ও স্বেচ্ছাচারমূলক তো নয়-ই। ছাত্রজীবনের এই পর্বে তাদের বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির যথাযথ প্রসারণ ঘটাতে হবে। প্রথমতঃ তার জাতীয় ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ভাষার ব্যাকরণগত গঠনশৈলী সম্পর্কে নির্ভুল

জ্ঞান থাকা উচিত। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজস্ব ভাষায় নিয়মিত রচনার চর্চা থাকা প্রয়োজন। নিজের ভাবনা চিন্তাগুলি সযত্নে সাবলিল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে নয় কিন্তু, কাজ চালাবার মতো নিখুঁত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে তো বটেই, সম্ভব হলে সে সঙ্গে প্রযুক্তি যন্ত্রবিদ্যারও নির্বাচিত শাখায় হাতেকলমে চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বোধ-বিচার শক্তির পুষ্টি ঘটান উচিত। সবশেষে, প্রাচীন ভাষা, বিশ্বের ভূগোল, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং সম্ভব হলে আধুনিক ইতিহাসে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতার প্রসার ঘটান উচিত। কোন সাধারণ মেধাসম্পন্ন ও পরিশ্রমী ছাত্র, মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষা পায়, তা হলে ১৭ বছর বয়ঃপ্রাপ্তিকালেই প্রাগ্রসর শিক্ষার মৌল উপাদান তার আয়ত্ত হবে, এবং পরবর্তী ধাপে তিন বছরের এক পাঠক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডিগ্রী অর্জনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে উঠবে।"

Experimental Science এবং Experimental Mechanics পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তো কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু কয়টি তো দূরের কথা, কোনও স্কুলেই সে ব্যবস্থা আছে কিনা কিংবা সে ব্যবস্থা করার মতো আর্থিক ও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষা ব্যবস্থায় যথোচিত বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা পড়াবার ব্যবস্থা না করলে ছাত্র সমাজকে জীবনযুদ্ধে লড়বার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যাবে না।

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি মহাতীর্থে পরিণত করেছিলেন। আর তাঁর এই মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ১৯০৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে তাঁর বিরাট উদ্যমের ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ অনুশীলনের অপেক্ষায় রয়েছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন সত্যই বলেছেন: "আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু প্রাদেশিক একটা পাঠশালার মতো গড়িতে চাহেন নাই; রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলে এখান হইতে সসম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন,—এই গৌরব তিনি ইহাকে দিতে প্রয়াসী ছিলেন। ...ভারতীর প্রসাদের এই পরিবেশনের অংশ পাইবার জন্য জগতের সমস্ত দিক হইতে হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি তপস্বীর মতো সাধনা করিয়াছেন, সম্রাটের ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, মজুরের ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়াছেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন।" ...

"১৯১৪ সালে উপাচার্যের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর দেখা গেল, "আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন; প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম তাঁহারই ছাপমারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোনো নির্দেশ-পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।"

"তাই ১৯২১ সালে আবার তাঁর ডাক পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরার জন্য। দেশে তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে অসহযোগ-আন্দোলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়েছেন; কংগ্রেস থেকে স্কুল-কলেজ বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই বিপর্যয়ের বন্যা প্রতিরোধ করতে আশুতোষের প্রয়োজন হলো। ছোটোলাট রোনাল্ডসে বড়োলাট চেমসফোর্ডের অনুমোদনক্রমে আশুতোষকে উপাচার্যের পদ পুনরায় গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। সেদিন পদ গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি এই চমৎকার উক্তিটি করেছিলেন: "The greater the peril of the task, the greater attractive is the performance of the duty."

আশুতোষ তখনো হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন। এবং বয়সও হয়েছে। তবু শিক্ষাক্ষেত্রে যখন চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য নেমে এসেছে, তখন তা থেকে উত্তরণের জন্য কর্তৃপক্ষ বিপদতারণ মধুসূদন আশুতোষের শরণাপন্ন হতেই বাধ্য হলেন। তিনিও পুনরায় সেই গুরুভার বহনে সম্মত হলেন। আর এই পঞ্চম দফার ভাইস-চ্যানসেলর পদে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তার প্রথম কাজ হয় পূর্বেকার এন্ট্রান্স এবং আশুতোষের আমলেই নামান্তরিত ম্যাট্রিকুলেশন পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটির বিবেচনা।

জনমত সংগ্রহের কথাটা আজকাল আকছার শোনা যায়—বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক বিষয়ে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সভা ডেকে জনমত অর্থাৎ শিক্ষক-কুল এবং স্কুল পরিচালক সমিতির মতামত জানতে চাওয়া এক অভিনব প্রচেষ্টা। এ ব্যাপারেও অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই আশুতোষকেই পথ প্রদর্শক বলা চলে।

আশুতোষ ৫ম বারের জন্য ভাইস-চ্যানসেলর পদে যোগদান করেন ৪ এপ্রিল ১৯২১। আর ৭ মে তারিখেই সেনেট হলে সারা বাংলা ও আসামের হাইস্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তখন বিহার ও উড়িষ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেলেও স্কুল সংখ্যা ৯০০-তে গিয়ে পৌঁচেছে। এই ৯০০ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে আমন্ত্রণ করা হল স্কুলে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানাতে উপস্থিত হবার জন্য। জনমত যাচাই করার বিরাট আয়োজন বলতেই হবে। প্রধান শিক্ষকদের যে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছিল তার নকল নিচে উদ্ধৃত হল:—

To
The Head Master,
.......................... School.

*Senate House, the 11th April, 1921*

Dear Sir,

The Hon'ble the Vice-Chancellor and Syndicate have decided to call an informal conference of Head Masters of Rocognised Schools to consider what steps may be taken up by the University to facilitate the introduction of scientific and vocational education in our Schools. The conference will be held at the Senate House on Saturday, the 7th May next, at 11 a.m., and, if necessary, will be continued on the following day.

The Hon'ble the Vice-Chancellor and Syndicate trust that the Managing Committee of your School will place you in a position to be present at the conference. It will be convenient if you let me know by the 20th instant whether you will be able to attend.

Yours faithfully,
J. C. Ghosh,
Registrar

ভাইস-চ্যানসেলরের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৪০৭ জন প্রধান শিক্ষক হাজির হয়েছিলেন। স্কুল প্রধানদের এরকম বৃহৎ সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সমবেত প্রধান শিক্ষকদের স্বাগত জানিয়ে স্যার আশুতোষ সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:—

The Hon'ble the VICE-CHANCELLOR welcomed the Head Masters as follows:

I do not use the language of conventional courtesy when I tell you that my

first duty on this occasion is to offer a cordial welcome to every member of this unprecedented gathering, in this Hall, of the Head Masters of our recognised schools; and we warmly thank you, for we realise that you have assembled here at considerable personal sacrifice and inconvenience to advise the Syndicate upon a matter of momentous importance to the country. If the object which the promoters of this Conference have in view is even partially realised, we shall open a new chapter in the history of educational development in this presidency. The opinion has been widely expressed that the education given to our boys is materially defective, as it does not befit them for the struggle of life. It has been described by some as prevailingly literary, by others as pre-eminently unpractical, and the demand is insistent that immediate steps should be taken to introduce a scientific and vocational element, into the system. This can be achieved, however, only by co-operation between the Schools and the University. The University plainly is not in a position to undertake the actual work of instruction to be imparted to our boys; it cannot encroach upon what is the legitimate province of the Schools. But the University can include in the curriculum scientific and vocational subjects which the schools are in a position to undertake. The University can also, as an examining body, hold tests and grant certificates. We are consequently anxious to ascertain from you, your views as to what you are likely to be able to undertake in the way of training our boys in scientific and vocational subjects. We do not desire to force any particular scheme upon the Schools, but it is plain that the main points in issue must be distinctly formulated, in order that the discussion may be usefully conducted in a large assembly of this character. I have consequently framed a set of questions for consideration which have already been placed in your hands. We cannot at this stage settle minute details, but the broad features of such scheme as may ultimately meet with your approval may fittingly be considered.

এই বিরাট সমাবেশে সদস্যগণ কিভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করবেন, সে বিষয়েও আশুতোষ সদস্যদের সচেতন করে তাদের বক্তৃতায় লাগাম বেঁধে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভা শেষ করার উপর জোর দেন।

স্যার আশুতোষের এই কড়া নির্দেশের পর বাক্যবাগীশ বক্তারা আর বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করার, অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কিংবা কথিত বিষয় পুনরুক্তি করার সুবিধা পেলেন না। নির্দিষ্ট কয়েকজনের বক্তৃতা এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে মেমোরান্ডাম গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়েই সভা শেষ হল। সমাপ্তি ভাষণে আশুতোষ আরও সুললিত ভাষায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়ে বলেন। সে দীর্ঘ ভাষণ আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

প্রধান শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কুড়িগ্রাম হাই স্কুলের (রংপুর) প্রধান শিক্ষক বাবু ইন্দুভূষণ রায় "offered a cordial vote of thanks to the President. (Vice-Chancellor). He observed that it was singularly fortunate that the Head Masters had at last been invited to that historic Hall. It had never before been their good fortune and they had never thought that they would be ever allowed to enter the sacred precincts of the University. For that reason alone, if not for anything, he offered

their heart-felt thanks to the Hon'ble the Vice-Chancellor—the President of the Conference."

প্রধান শিক্ষক মশাইরা ভাইস-চ্যানসেলরের আহ্বানে কেমন আপ্লুত হয়েছিলেন তা ধন্যবাদদাতার বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। ভাইস-চ্যানসেলরও তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন—

"I am very thankful to you for the kind expressions of your feeling towards me. Let me assure you that to me personally it affords great joy to be in a position to meet the Head Masters of our recognised schools. I deem it a privilege to be placed in personal touch with you, I hope this is not the last conference we shall have, and it may become a regular institution (cheers). The University may in future consult you upon all questions relating to the welfare of schools."

(২)

প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক শেষ হবার পর এবার স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলির অভিমত জানা দরকার। শিক্ষক মশাইরা তো ছাত্রদের বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক বিষয় পড়াবেন; কিন্তু স্কুলগুলিকে সে বিষয়গুলি পড়াবার মতো উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্ব তো ম্যানেজিং কমিটিগুলির। সুতরাং আশুতোষ এবার ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী/প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আহুত সম্মেলনে যোগদানের জন্য। ম্যানেজিং কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলল তিনদিন ধরে—৯, ১১, ১২ জুন, ১৯২১। এই সম্মেলনে কিন্তু আশুতোষ বক্তাদের বক্তব্য পেশে সময়সীমা বেঁধে দেননি। কারণ, নতুন পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের ঝক্কিঝামেলা, দায়দায়িত্ব, তো কমিটিগুলিকেই বহন করতে হবে। সুতরাং তাদের ক্ষমতা, অক্ষমতা, সামর্থ অসামর্থ, সাধ ও সাধ্য সম্পর্কে তারা যাতে মন খুলে বলতে পারেন, তাদের সে সুযোগ দেওয়া হল। তাদের বক্তব্য থেকে আশুতোষও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু তিনি তো দমবার পাত্র নন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সূচনাতেই তিনি উপস্থিত সদস্যদের আহ্বান করে বললেন:—

The Conference will last for three days, as the Schools have been divided into three groups and the representatives of different sets of Schools will meet on the different dates. Before the discussion commences, I would like to give you one assurance, namely, that there is no design on the part of any Member of the University to impede the work of the Schools. We all want more education and better education. We do not want less education on the pretence of better education. There is at the present moment an insistent demand through the length and breadth of the country for scientific and vocational education. We are not now concerned with the question, whether it may be practicable, and, if practicable, whether it may be desirable, to establish Schools where vocational training would be completely divorced from cultural education. The problem which immediately concerns us is–whether it is practicable so to arrange matters in our recognised Schools that our students may receive some scientific and vocational training in addition to the purely literary training which we have given them for more than one generation. I trust your answer will be that a determined effort should be made to achieve this object. Let me assure

you further that I am fully aware of the many difficulties which beset our path. Provision will have to be made for the supply of qualified teachers. A scheme must be organised for the supply of suitable text books written in the Vernacular in the various subjects. Funds will also have to be provided, even though on a modest scale, for appliances. These are some of the points which will require your careful consideration as men of judgment and experience. Let us not be frightened away by the thought that there may be financial difficulties; for no great scheme was ever launched after all the possible difficulties had been anticipated and solved."

তাঁর এই আশ্বাস ও উৎসাহবাণী শোনার পর সদস্যরা তিনদিন ধরে প্রাণখুলে স্কুলের সুবিধা-অসুবিধার কথা বললেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে (৯ জুন) উপস্থিত ছিলেন ৭৭ জন ম্যানেজিং কমিটি প্রতিনিধি, দ্বিতীয় দিন (১১ জুন) ৪৬ জন এবং তৃতীয় দিন (১২ জুন) ১০০ জন। সর্বমোট ২২৩ জন।

ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাহিত্য নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং কার্যক্ষেত্রে তার সার্থকতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বলেই তার সঙ্গে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগসাধন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের বাজার মূল্য কত নিম্নগামী হয়েছে তার উল্লেখ করে আশুতোষ বলেন—"What is the mental attitude of the students at the present moment? Service and nothing else. The market value for the Matriculate is Rs. 15 or 20, for the Intermediate Rs. 25 or 30, for the B.A. Rs. 40, for the M.A. Rs. 50, 60 or 70. They are not able to take care of themselves. Ecucation has been purely literary. It does not fit them even to get a "service". It is not a moment too early to give our students this composite training–literary plus vocational".

কোন কোনও সদস্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে আজন্ম আশাবাদী আশুতোষ বরাভয় দানের সুরে বললেন:—

"One word more; one of my friends said "The modest beginning might be a bad beginning." After saying this he expressed the apprehension that the Vice-Chancellor might be displeased. The Vice-Chancellor is never displeased with outspoken expressions of opinion. It is what you are here for. My business at the present moment is to learn the truth. Afterwards work will be done by you and not by me. If the Head Masters and Managing Committees get paralysed, what can we do? I deny that a modest beginning is a bad beginning. I deny that an ambitious beginning is a good beginning. An ambitions beginning may be a very bad beginning, and a modest beginning may be a very good beginning (cheers). Take, as an example, Elementary Physics; you need not have costly instruments. Still you can have good teachers who take interest in their work and boys who have a heart in the work. On the other hand you can have a well-equipped laboratory. You can engage a well-qualified teacher. But if the boys have no heart and the teacher takes no interest, then the work cannot turn out to be good. (Hear, hear). It is not money alone that makes a good begining. It is the seriousness of purpose. Do not look up to other people for help. Help will come later. The price of rice was Rs. 2 per maund; it is Rs. 7-8 now. The price of cloth was Rs. 2; it is Rs. 7 now. What do you do?

You still try to manage your family. Do the same in the matter of education of your children. Try to adjust yourselves to the changed circumstances. If you can do it, you will live, if you cannot, you will die."

প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিদের সভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত পাঁচটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পর তুমুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

Note by the Hon'ble the Vice-Chancellor on the Proceedings of the Conference of Head Masters of Recognised Schools, held on the 7th May, 1921.

The Resolutions adopted at the Conference of Head Masters of Recognised Schools were substantially as follows:

I. That it is desirable that instruction in scientific and vocational subjects be provided for in Schools recognised by the University.

II. That in order to introduce the instruction contemplated in the first resolution, the course now prescribed by the University for the Matriculation Examination should be modified with a view to enable students to take up scientific and vocational subjects.

III. That instruction and examination in all subjects other than English be conducted in the Vernacular.

IV. That the following be Compulsory subjects in the new Matriculation Examination.

(i) Vernacular.
(ii) English.
(iii) Elementary Mathematics.
(iv) Geography with special reference to India and including the rudiments of Commercial Geography.
(v) History of England and India.

*Note.*–The Conference did not decide whether the examination in History should be held separately from the examination in other subjects, though various alternatives were suggested, such as, that History may be a separate subject by itself, or History may be combined with Geography, or English History may be included in the subject of English and Indian History may be included in the subject of Vernacular.

V. That in addition to the subjects mentioned in the fourth resolution, there should be another Compulsory subject, and candidates should be required to pass an Examination in *at leasl one* of the following subjects:

*(a)* A third language (*e.g.,*) Sanskrit, Pali, Tibetan, Arabic, Persian, Hebrew, Armenian, Latin, Greek, French, German, and Indian Vernacular other than the Vernacular of the candidate already taken up as Compulsory subject.
*(b)* Drawing and Practical Geometry.
*(c)* Mensuration and Surveying.
*(d)* Experimental Mechanics.
*(e)* Elementary Science (Physics and Chemistry).

*(f)* Hygiene.
*(g)* Botany.
*(h)* Manual Training.

*Note.*–Other subjects may be added to this list from time to time.

বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র খুঁজে এই রচনার মাল মসলা সংগ্রহ করার সময় ক্ষণিকের জন্য হলেও মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ৪০৭ জন হেড মাস্টার এবং ২২৩ জন ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধির নাম এবং তৎসহ স্কুলের নাম সংযোজন করার প্রবল ইচ্ছা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে দমন করতে হল। এসব হেড মাস্টারের মধ্যে অনেকেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষাগুরু ছিলেন। আমাদের অনেকের পিতা-পিতামহ এসব স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। এখন এসকল স্কুলের তিন-চতুর্থাংশ বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্গত। সেকালে এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কমিটির সদস্যদের শতকরা নব্বই জনই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। অখণ্ড বাংলায় শিক্ষাপ্রসারে হিন্দুদের যে কি বিরাট অবদান ছিল, তা এই সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামগোত্র থেকেই বোঝা যায়।

আশুতোষের উদার শিক্ষানীতির ফলে বাংলায় উচ্চশিক্ষা কেমন দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল, এই বিরাট শিক্ষক সম্মেলনই তার প্রমাণ।

# সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়

## (ক)

সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কেমন হবে, বিশ্ববিদ্যালয় কি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে না নিজস্ব পথে ও মতে চলবে, এসব প্রশ্ন ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রর্বতনের আগে ওঠেনি। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয় তদানীন্তন ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতো—যার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে প্রেরিত ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী/সার্টিফিকেট বিতরণ।

১৯০৪ সালের আইনে যখন স্কুল-কলেজগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এল, স্কুল-কলেজ পরিচালনার সুষ্ঠু নিয়ম রীতি প্রবর্তিত হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও বাতিলের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের হাতে নিল, বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের ভার পেল, তখন থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নীতিগত বিরোধ দেখা দিতে থাকে। এসব বিরোধের মূলে ছিল শিক্ষাগত প্রশ্নের চেয়ে রাজনৈতিক প্রশ্নে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত তফাত।

বলতে দ্বিধা নেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যানসেলর পদে যোগদানের অব্যবহিত পর থেকেই এই বিরোধের সূত্রপাত। তার মূলে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের দুটি হাই স্কুলের অনুমোদন বাতিলের যে সুপারিশ করেছিলেন, আশুতোষ তা কার্যকর না করায় ফুলার সাহেবকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। একজন ভাইস-চ্যানসেলরের অনমনীয় দৃঢ়তায় একজন লাটসাহেবকে অবনত মস্তকে বিদায় নিতে হল; এটা আত্মাভিমানী ব্রিটিশ বুরোক্রেসি কোনও মতেই মেনে নিতে পারেনি। এর চেয়ে ফুলার যদি বিপ্লবীদের বুলেটে ধরাশায়ী হতেন, তা হলেও তারা আত্মশ্লাঘা অনুভব করত।

কিন্তু সদ্য নিযুক্ত ভাইস-চ্যানসেলর যিনি হাইকোর্টের একজন মাননীয় বিচারপতিও বটে, তাঁর বিরুদ্ধে তারা আর কিছু না করতে পেরে সুদিনের আশায় রইল। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন মহান কর্মযজ্ঞে মেতেছেন যে, পরপর চারবার তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়াতে সরকার বাধ্য হল। ইতিমধ্যে ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেবার নামে বাংলার হিন্দুদের চির সংখ্যালঘুতে পরিণত করে এবং কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে, সর্বভারতীয় স্তরে বাঙালীর আধিপত্য খর্ব করার পথও পরিষ্কার করে রাখল। জাতি হিসাবে বাঙালীর অধঃপতনের সূচনা বঙ্গভঙ্গ রদের দিন থেকে।

একাদিক্রমে আট বছর ভাইস-চ্যানসেলর পদে আসীন থাকার পর ১৯১৪ সালের ৩০ শে মার্চ আশুতোষ অবসর গ্রহণ করেন। তার ৪ দিন আগে ২৭ মার্চ তিনি বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সময় ভাইস-চ্যানসেলর পদে আশুতোষের অবস্থান ছিল অত্যন্ত জরুরি; কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই আশুতোষের উপর বিরূপ ভারত সরকার তাঁকে সে সুযোগ দিতে রাজি হল না।

সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষের সূচনা ১৯১৩ সাল থেকেই। সে ইতিহাস সংক্ষেপে নিম্নরূপ:—

"তিনজন অধ্যাপকের নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি বিতর্ক দেখা দিল। এ. রসুল, আবদুল্লা সুরাবর্দি ও কে পি জয়সোয়াল, এই তিনজনকে দু'বছরের জন্য লেকচারার

নিযুক্ত করতে সিনেট সুপারিশ করলেন। ব্যারিস্টার রসুল সাহেব একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনৈতিক নেতা হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। সুরাবর্দি সাহেবও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে ইনি সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনিও সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একজন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ বা Indologist হিসাবে জয়সোয়ালের খ্যাতি তখন সর্বজন-বিদিত। তাঁর 'ঠাকুর বক্তৃতামালা' মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপর নতুন আলোক-সম্পাত করেছিল। নতুন আইনে সিনেট কর্তৃক অধ্যাপক বা লেকচারার নিয়োগের সুপারিশ বা সিদ্ধান্তকে 'On other than academic grounds' বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা ভারত সরকারের ছিল। হেনরি শার্প তখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট-সেক্রেটারি। বঙ্গভঙ্গের সময়ে নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তিনি কিছুকাল শিক্ষা-অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিনেটে তিনি তখন ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। উপরি-উক্ত ঐ তিনটি নিয়োগ তিনিই বাতিল করে দেন।" (শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মনি বাগচী)

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে মিঃ ফুলারের অপদস্ত হবার জ্বালা হেনরি শার্প তখনো ভুলতে পারেন নি। ইংরেজদের স্বজাতি প্রীতি প্রশ্নাতীত।

১৯১৩, ২০শে মে তারিখে রেজিস্ট্রারকে লেখা শার্পের একখানি পত্রের নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য: "His Excellency does not consider it desirable to appoint as University Lecturers men who have recently taken a prominent part in political movements." সুরাবর্দি সাহেব ইতিপূর্বে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর নিয়োগ সরকার শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করলেন। রসুল সাহেব স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে উদ্যত হলেন। রেজিস্ট্রার বৃথাই সরকারকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য চিঠি লিখলেন। সিণ্ডিকেটের আবেদনও নিষ্ফল হয়। তখন সিনেটের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভার তারিখ ৫ই জুলাই, ১৯১৩। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রাসবিহারী ঘোষ সিনেটের এই সভায় এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন—সরকার যেন তাঁদের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করেন। অতঃপর সিনেট গর্ভনর-জেনারেল ও চ্যান্সেলারের পুনর্বিবেচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্মারকলিপি পাঠালেন। ২৩শে জুলাই হেনরি শার্প এক সুদীর্ঘ পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, সরকার কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ পত্রের শেষে একটি সাংঘাতিক রকমের মন্তব্য ছিল। সেটি এই: "The Government of India cannot ignore the mischief which has already been wrought among the pupils of certain schools and colleges in Bengal." (সেনেট, সিণ্ডিকেট কার্য বিবরণী)

শার্প সাহেবের মনের গোপন কথাটি অবশেষে প্রকাশ পেল। না বলি না বলি করেও স্কুল কলেজে ছাত্র আন্দোলন দমনে আশুতোষ যে কড়া ব্যবস্থা নেন নি, সে ক্ষোভে সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা মনে মনে ফুঁসছিলেন। আশুতোষের শেষ সমাবর্তন ভাষণে কিংবা বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সেকারণেই হয়তো শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কেউ উপস্থিত হননি।

সরকারী নীতির সঙ্গে আশুতোষের সংঘর্ষের প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ "সিনেটের একশতজন সদস্যের মধ্যে আশীজনই গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া পদাধিকারের বলে সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্নমেন্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে গঠিত সিনেটের শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলার অধিকার রাখিতে চান কেন,—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন। রাজপুরুষেরা তো এই দেশের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে সিনেটের স্বাধীনতায় তাঁহাদের হস্তক্ষেপ আশুতোষ অন্যায় মনে

করিতেন। ... দেশহিতের জন্য আশুবাবু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, পাঠ্য-নির্ধারণ, অধ্যাপক মনোনয়ন, শিক্ষার বিষয় স্থিরীকরণ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত সিনেটের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা কেন ডিঙাইয়া যাইবেন? আসল কথাটা ছিল সাম্রাজ্য রক্ষা; সুতরাং যখন আশুবাবু শুধু শিক্ষানীতি ও তাহার আদর্শ গঠনে ব্যস্ত, তখন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রনীতির কথা ভুলিতে পারেন নাই। আশুবাবুর সহিত কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ এইখানে।" (আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন)

সরকার ভেবেছিল ভাইস-চ্যানসেলর পদ থেকে আশুতোষ অপসৃত হলেই তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আশুতোষের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল না। কিন্তু ১৯১৪ সালে উপাচার্য পদ থেকে অবসর নেবার পরও দেখা গেল, "আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন। প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম-তাহারই ছাপমারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোনো নির্দেশপালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।"(ঐ)

বিশেষত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ব্যাপারে সরকারের নাক গলানো আশুতোষ ভালো চোখে দেখতেন না। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি। অর্থ জুগিয়েছেন তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা। সরকারের অনুদান কণিকামাত্রা। আশুতোষ বলতেন, "গভর্নমেন্ট কর্তৃত্ব করবে, অথচ অর্থ-সাহায্য করবে না, আর আমি তা সহ্য করব—আশু মুখুজ্জ্যে সে শর্মাই নয়।" সুতরাং আশুতোষ যখন আর ভাইস-চ্যানসেলর নন, সে সময় (১৯১৭ সাল)। "ভারত সরকার সিনেটের সঙ্গে বিনা পরামর্শেই স্নাতকোত্তর বিভাগটির কার্যাবলী তদন্ত করবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। আশুতোষ ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সি জে হ্যামিলটন, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ জি. হাওয়েলস, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডাব্লিউ. সি. ওয়ার্ডসওয়র্থ এবং বাংলার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা হর্নেল সাহেব (W. W. Hornell)। মার্চ মাসের গোড়ায় এই কমিটি একটি সর্ববাদিসম্মত রিপোর্ট-দাখিল করেন। ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Post-graduate Enquiry Committee' এবং এই কমিটিপ্রদত্ত রিপোর্ট নতুন আইন অনুসারে সংগঠিত ও নববিধি অনুসারে পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সেদিন বিবেচিত হয়েছিল।" (শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচী)

সাতজন সদস্যের মধ্যে তিন জন বাঙালী ও চারজন সাহেব থাকায় ভারত সরকার ভেবেছিল কমিটির রিপোর্ট সরকারের অনুকূলে যাবে। কিন্তু কমিটির চেয়ারম্যানের পদে যে রয়েছেন স্বয়ং স্যার আশুতোষ! সাহেব সদস্যরা তাঁকে প্রভাবিত করা দূরে থাক, উল্টে তিনি যুক্তি তর্কে তাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করলেন যে, তারা সবাই আশুতোষের মতে সায় দিয়ে সুড় সুড় করে রিপোর্টে সই দিয়ে রিপোর্ট সর্বসম্মত করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের কব্জায় রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সরকার কিন্তু হাল ছাড়েনি। এবার আরও বৃহদাকার এবং প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান সদস্য নিয়ে আর একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। ৬ জানুয়ারি ১৯১৭ সালের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড চেমসফোর্ড ভাষণ দিলেন।

"তিনি তাঁর বক্তৃতায় যখন ঘোষণা করলেন যে, ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করতে মনস্থ করেছেন, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন—কেননা, এ ঘোষণা ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর

কমিশনের নিয়োগ ঘোষিত হলো। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম. ই. স্যাডলার, ডক্টর জে. ডাব্লিউ. গ্রেগরি, পি. জে. হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামসে মিউর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হর্নেল, ডক্টর জিয়াউদ্দীন আমেদ এবং ডি অ্যান্ডার্সন—এই আটজনকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। স্যাডলার সাহেব ছিলেন এর চেয়ারম্যান; সেইজন্য ইহা 'স্যাডলার কমিশন' এই নামে অভিহিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন। এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ইতিহাসেও এই কমিশন সেদিন কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ কমিশনের সদস্যগণ সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তদন্তের পর ১৯১৯, মার্চ মাসে কমিশন ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, আজ পর্যন্ত কোনো কমিশন এমন বিপুলায়তন রিপোর্ট দাখিল করেছেন কিনা সন্দেহ। রিপোর্টটি পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল এবং এর উপসংহার ভাগ আটখণ্ডে রচিত হয়। এই সম্পর্কে স্মারকগ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে: "No report of any educational commission attracted so much attention, or was written with such clearness of vision and of expression." রিপোর্টখানি যাঁরাই একবার পাঠ করেছেন তাঁরাই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করেন।" (ঐ)

এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে যেসব যুগান্তকারী সুপারিশ ছিল, সেসব কার্যকরী করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটত। সেসব সুপারিশের মধ্যে অন্যতম সুপারিশ ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে ছাড়িয়ে একটা আলাদা সংস্থার হাতে অর্পণ করা হোক। রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:—

"No satisfactory re-organisation of the University system of Bengal will be possible unless and until a radical re-organisation of the system of Secondary Education upon which University work depends, is carried into effect. A radical reform is necessary not only for University reform but also for national progress in Bengal."

স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করার সময় কালেই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনও প্রবর্তিত হয়। দেশে এলো দ্বৈত-শাসনের যুগ। দেশীয় মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্যতম হল শিক্ষা। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার দায়মুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; আর প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা শিক্ষা দপ্তরের ভার পেয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছেন মনে করলেন। তারা ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির মুখপাত্র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে নাস্তানাবুদ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এসব শিক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক্। দেশীয় মন্ত্রী পুঙ্গবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারি আধিপত্য কায়েমে যত উৎসাহী ছিলেন, স্যাডলার কমিশনের অন্যান্য সুপারিশ, বিশেষত মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথকীকরণে তাদের তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

যা হোক, চরম তিক্ততা ও বাদানুবাদের মধ্যে আশুতোষের কার্যকাল শেষ হলে এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে তাঁর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত জীবনাবসান ঘটলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরনীয় ক্ষতি হলেও সরকারি মহল নিশ্চয়ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

(খ)

এরপর দীর্ঘ ১২ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য উচ্চবাচ্য শোনা গেল না; অথচ শিক্ষা দপ্তরটি পরপর নাজিমুদ্দীন, আজিজুল হক প্রমুখ মুসলমান রাজনীতিকদের হাতেই ছিল। তাদের মনে একটাই মাত্র ক্ষোভ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের কোনও কর্তৃত্ব নেই। সে সুযোগ

তারা আচমকাই পেয়ে গেল। হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলার শাসনভার মুসলমানদের করায়ত্ত হল। সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে বাংলার শাসনভার ও কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনভার হাতে পাওয়ার পর এবার শিক্ষা প্রশাসনেও পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ রাজনীতি প্রয়োগের লালসা উগ্র হয়ে উঠল।

মন্ত্রীসভা গঠিত হলে শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক। মন্ত্রীসভা প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করতে এক খসড়া বিল তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয় সে বিলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেখে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। বছর তিনেক চুপ থাকার পর ১৯৪০ সালে সরকার কোমর বেঁধে নামল মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের কাজে। এতদর্থে রচিত বিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামতের জন্য এলে সেটি বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেট নয় জন সদস্যের এক কমিটি গঠন করে। কমিটি তাদের রিপোর্টে বিলে নানারকম অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেখে মন্তব্য করে:—

"REPORT OF THE SECONDARY EDUCATION
BILL COMMITTEE

We, the members of the Committee appointed by the Syndicate to consider and report on the Bengal Secondary Education Bill, 1940, have the honour to submit the following report:–

The University has been asked from time to time to express its opinion on the question of a Secondary Education Board. While it has in the past criticised the proposals made by Government, it has also offered constructive suggestions for the solution of the problem of educational reform. But no reform is possible in the sphere of education unless education is divorced from the influence of party politics and other extra-academic considerations. The present Bill is even more unsatisfactor and retrograde than the proposals of 1937 which the Senate rejected without any dissent. We endorse the views of the Senate then expressed and are unable to regard this Bill as a measure calculated to advance the cause of Secondary Education in Bengal.

We are of opinion that the establishment of a Board will not by itself help to solve the complicated problems of Secondary Education in this Province unless it is created in accordance with the following fundamental principles:–

(i) The Board must be given adequate statutory grants from the State to enable it to effect necessary reforms and to launch new schemes of expansion.

(ii) The Board must be autonomous and free to discharge its duties without any interference from Government.

(iii) The Board must be constituted on academic lines and must not be based on communal principles. The different educational interests of the province should be duly represented on the Board and with it should be associated experts in the different braches of learning, trade and industry.

(iv) The Board should work in close co-operation with the University.

(v) The Board must have behind it the strong support of public opinion.

We find that the present Bill does not fulfil any of these requirements.

বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা বিল অনুমোদন করতে পারছে না, তার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে অবশেষে কমিটির সদস্যগণ মন্তব্য করলেন:—

It is, therefore, our considered opinion that the present Bill should be immediately withdrawn and a favourable atmosphere created for a calm and dispassionate consideration of the problems of educational advancement in Bengal.

Senate House:
*The 15th January,*
1941

B. C. Roy.
C. C. Biswas.
H. C. Mookerjee.
P. N. Banerjee.
K. N. Mitra.
Pramathanath Banerjea.
S. P. Mookerjee.
Tasadduq Ahmad.
M. Z. Siddiqi.

(Report of the Syndicate 1940)

এই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বাংলার রাজনীতিকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিষে বিষাক্ত করে তুলেছিল, মনে হয় আর কোনও সরকারি ব্যবস্থা সে ধরণের ক্ষতিসাধন করেনি। আইন সভার ভেতরে এবং বাইরে তুমুল বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বাংলার জনমতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের অবদান অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে গবেষকদের লেখায় তার প্রমাণ মেলে:—

"Perhaps, the most vehement of protests came while the Bengal Secondary Education Bill, 1940, was introduced on 21 August 1940, at the behest of Fazlul Haq. The bill, based on the report of the Sadler Commission appointed almost two decades ago, sought to remove secondary education from the clutches of Calcutta University and to set up a Secondary Board of Education to regulate the same. Actually, the Muslims, by and large, believed that the creation of the Secondary Education Board would give them a say in the control of the educational system of the province.[169] If this apprehension prompted them into action, so did it help to rally the Hindus against Muslim onslaught on their education as well as culture. Hindu reaction against the Bill was, on the whole, sharp and widespread. Long before the actual introduction of the Bill, Hindu fulmination over the same became manifest. *Amrita Bazar Patrika,* during 1937, had commented that 'the object of the bill is to strike a fatal blow at the political and social power of the Hindu community and to place education as a monopoly in the hands of a Board which will be a tool in the armoury of Muslim government. We warn the present government that they should not thus try to ride rough shod over Hindu feelings and sentiments in this matter."

(Bengal Muslims in Search of Social Identity, 1905-47: Dhurjati Prasad De)

এই বিলের উপর আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলেছিলেন হিন্দুরা এক শত বৎসর বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। এবার মুসলমানদের হাতে সুযোগ এসেছে, তারাই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন পর্ব কুৎসিৎভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে:

"... the Secondary Education Bill was an attempt to hit the predominately

Hindu centre of learning i.e. Calcutta University. The purpose of the Bill was to take away the right of the university to hold the matriculation examination by seeking to institute a Secondary Education Board. The Hindu Mahasabha leader, Dr. Syama Prasad Mukherjee, an educationist of national stature unleashed a tearing campaign against the proposed Bill. Mukherjee called it a "black Bill" and argued that the Bill's object was to humiliate the University of Calcutta and if effected, it would entail a huge loss of revenue for the University. In the Bengal Assembly Santosh Kumar Basu, another opposition leader, minced no words in asserting that the Hindus were determined to oppose the Bill tooth and nail, every clause, every sentence of the measure. The Opposition raised an amendment in the Assembly urging the recommittal of the Secondary Education Bill to the Select Committee for necessary modification. But the Opposition move failed. A. K. Fazlul Huq, the Chief Minister, justified the Bill from a communalist angle. In his opinion the Hindus had controlled education in the province for the last one hundred and fifty years, so it was now the turn of the Muslims to get the chance of showing their capability in the field of education. In spite of the defeat on the floor of Assembly, the opposition to the Bill continued making an endemic appearance in Calcutta in September 1941."

(Struggle and Strife in Urban Bengal 1937-47: Dr. Pranab Kumar Chattopadhyay)

ফজলুল হকের এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবদুষ্ট ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য তথ্যপ্রমাণসহ খণ্ডন করে মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ও প্রসারে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তুলনামূলক অবদানের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন:—

"Sir, the question of Muslim representatives on the University Senate was referred by the Hon'ble the Chief Minister who regretted that the registered graduates never elected a Muslim fellow. There is no doubt that it is a matter of the deepest regret, but may I ask Mr. Fazlul Haq in all humility how many Muslim graduates have cared to enroll themselves as registered graduates of their *alma mater* and showed their readiness to pay a magnificient sum of Rs. 10 per year to the coffers of the university? We had 2 Muslim registered graduates in 1914, 4 in 1924, nil in 1934 and 4 in 1940. Comment is needless, for even my friend Mr. Shahabuddin says, "obviously comment is need-less". Does this much advance the insistent claims of my friends to the left for an effective voice in all public bodies merely because they are numrically larger in population? What about the endowments? The university has received nearly I crore of rupees mostly during the last 34 years–a period when according to the Government it started on its course of deterioration and, Sir, of this 1 crore of rupees a sum of Rs. 24,000 came from our Muslim countrymen, about Rs. 9 lakhs came from the Christians and the rest came from the Hindus. If you want to control the University because you are the majority community in this province, I would say treat the University as liberally as the Hindus have treated their *alma mater*. Let me repeat that in spite of Hindu liberality, the University

has served all the communities alike and has steadily advanced the cause which it has made its own."

(Selected Speeches in Bengal Legislative Assembly 1937-1947: Dr. S. P. Mookerjee)

১৯৪০ সালের ২৮ আগস্ট, ৪ ও ৮ সেপ্টেম্বর এই তিনদিন ব্যাপী এক 'marathon speech'-এ শ্যামাপ্রসাদ সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিলের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের চিরাচরিত বৈরি মনোভাব এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ও মুসলিম চরিত্র দানের কূট-কৌশলকে তুলোধোনা করেন। প্রস্তাবিত বোর্ডে-মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব কেমন লজ্জাজনকভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে সে বিবরণ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন:

"If the Sadler Commission reserved three seats for securing what it regarded as effective Muslim representation, the Government gave 14 percent to Muslims in the 1926 Bill, 16 percent in the 1928 Bill, 17 percent in the first Bill sent to the University in 1937 before the advent of the present popular Government and 41 percent, in the second Bill of 1937. It was at this stage that the Senate rejected the principle of communal representation as it clearly tended to out weight all considerations of academic reform and efficiency." (ঐ)

একটা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় বিশেষ এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সংখ্যা এমন দৃষ্টিকটুভাবে ক্রমাগত বাড়িয়ে নেবার অশুভ প্রচেষ্টার পেছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শিক্ষা সংস্থাকে চিরস্থায়ীভাবে দখলে রাখার সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা ছাড়া। পাশাপাশি, যে সম্প্রদায়কে অবদমিত রাখার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের এই অপচেষ্টা, বাংলার শিক্ষা জগতে সে সম্প্রদায়ের অসীম অবদানের চিত্রটিও তুলে ধরেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী:—

"You may ask me why is it that I am apprehensive of the disastrous effects of the officialisation? How can I forget that in this province to-day out of 1,500 high schools, barring a few, all owe their existence to Hindu support and influence, although in most of these institutions education was open to members of all communities?

In high schools out 3,50,000 pupils nearly 75 per cent., come from the Hindu community; about Rs. 1,15,00,000 are being annually spent on high schools and out of this ammount only Rs. 15 lakhs are paid by Government and out of Rs. 1 crore about Rs. 80 lakhs are paid by the Hindus and the rest by the other communities.

Now, Sir, even if you take the Government institutions you will see that only 30 per cent of the pupils reading in Government institutions come from the Muslim community.

If you take middle English Schools you will find that nearly 68 per cent of the pupils are Hindus. (A voice: "That is not correct.") That is the Government statement. If that is not corect, I am not to be blamed.

If you take the contributions made by the Hindus and Muslims for the maintenance of middle English Schools you will find that nearly 60 per cent of the fees are paid by the Hindus, 20 per cent, by the Muslims, 10 per cent by Government and 10 per cent by local bodies.

We have heard these days a lot about the claims of the Muslims as a majority community, but I wish it to be remembered when plans of reforms of Secondary education are initiated that the bulk of the people to be immediately affected are Hindus and that the bulk of the contribution to be made will come from the Hindus. I am referring to the recurring fees paid by the Hindus, but if we take into account the capital expenditure on school buildings and other equipments you will find that more than a crore of rupees has been contributed by the Hindus for this purpose.

The same thing is happening in the University. If we take the prizes and scholarships awarded on the result of the Matriculation Examination we find that Rs. 1,75,000 have been endowed to the University which maintains 86 scholarships, medals and prizes and out of this sum Rs. 1,300 has come from the Muslims. All these 86 scholarships barring only 4 are open to all the communities which shows the iberal outlook of the Hindu donors who were inspired by only one ideal and one alone, the encouragement of education irrespective of caste, creed or community." (ঐ)

বাংলার শিক্ষাজগতে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির সরকারি প্রয়াস সম্পর্কে নিজের মনোভাব শ্যামাপ্রসাদ তাঁর 'ডায়েরী'তে অল্প কথায় ব্যক্ত করে গেছেন:—

"I was not for any form of communalism in education. I felt however, that if the Muslims were determined to give educational administration an aggressively communal turn, it was not for us, Hindus, to try to save them. They would not listen to us in any case. We should demand therefore that we must have our own Board to look after our education. Although we were a minority in the province, eighty per cent of the shcool-going population was Hindu, eighty per cent of the total expenditure on secondary education was borne by Hindus, and ninety-nine per cent of the schools owed their birth or continuance due to Hindu generosity. We were therefore entitled to say, 'You do whatever you like with the education of your boys, but we do not believe that education should be made the plaything of communalism' or, 'Politics must have the freedom to shape the education of our children according to our own light and judgement, and the State must give grants according to the number of pupils attending our schools."

(Leaves from a Diary – Dr. Syamaprasad Mookerjee)

কিন্তু এসব চরম ব্যবস্থা নেবার আর প্রয়োজন ঘটল না। কিছু কালের মধ্যেই ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটল এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠিত হতেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বিশ বাঁও জলে নিমজ্জিত হল। যে মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ অন্যতম সদস্য, সে মন্ত্রীসভা যে মাধ্যমিক শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে আইন জারি করতে যাবে না, তা বলাই বাহুল্য।

শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে আবার বাংলায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলার দোরগোড়ায় হানা দিয়েছে। সারা বাংলা জুড়ে উঠেছে 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' রব। অন্নহীন বস্ত্রহীন নরনারীর মিছিল। রাস্তায় রাস্তায় স্তূপীকৃত শব। তখন আর মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে কাজিয়া করার সময় কোথায়? যুদ্ধ শেষ হতেই বাজল

ভোটের দামামা। তার বিষময় পরিণতি ও শোকাবহ্ ফলশ্রুতি রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের আলোচনার বাইরে।

তবে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস হোক বা না হোক মাধ্যমিক স্কুল ও শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে লড়াই তা কার্যত শেষ হয়ে গেল বাংলা ভাগের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলিও দুই বাংলার মধ্যে ভাগাভাগির ফলে। বাংলা ভাগের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাই স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৩০০ বাংলা ভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ল ১৩০০ স্কুল; আসামের ভাগে গেল ২২০ স্কুল। আর একদা সর্ববিষয়ে বৃহত্তম কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারে রইল মাত্র ৭৮০টি স্কুল। তাও ১৯৫১ সাল পর্যন্ত।

তারপর ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্কুল শিক্ষার কোনও সম্পর্ক রইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বা বাইরে মধ্যশিক্ষা নিয়ে সংগ্রামেরও সমাপ্তি ঘটল।

---

"... there is something subtle, salt or secret that keeps Universities alive, that makes them indifferent to fortune or time. No human institution is so permanent as a University. Dynasties may come and go, political parties may rise and fall, the influences of men may change, but the Universities go on forever as seats of trust and power, as free fountains of living waters and as undefiled altars of inviolate truth."

Asutosh Mookerjee
*Convocation Address*
*24 March, 1923*

*Let knowledge reach the ignorant mind as air goes to the tired lungs and water the parched lips.*

## ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

(জন্ম ১৯৩৫, সিন্দুরকাইত-বাবুপুর, নোয়াখালি)

---

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে নিরলস সাহিত্য সাধনা; অবসর জীবনেও তা অব্যাহত।

গ্রাম্যগীতি, বিশেষ করে কবিগান সংগ্রহে অসামান্য কৃতিত্ব। পূর্ববঙ্গের প্রায় অবলুপ্ত কবিগানকে সাহিত্যের আসরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

স্বীয় জন্মভূমি নোয়াখালি জেলার উপর রচিত গ্রন্থটি আঞ্চলিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩৮ বছর ধরে "কৃশানু" নামে
একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

### এই লেখকের প্রকাশিত বই ঃ

---

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ - শ্যামাপ্রসাদ পত্রালাপ ঃ
প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নোয়াখালির মাটি ও মানুষ

শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ

কবিয়াল ঃ কবিগান

পূর্ববঙ্গের কবিগান

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত

পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

নকুলেশ্বর গীতিমাল্য (সম্পাদনা)

---

গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক
সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক
গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ
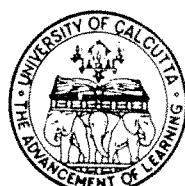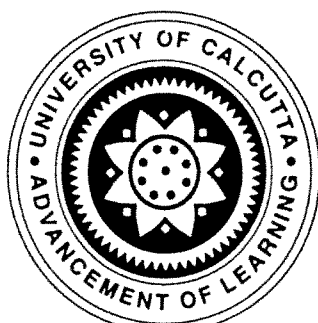
Changing Seals of the University

আশুতোষ ভবন

দ্বারভাঙ্গা ভবন